দুনিয়ার মজদুর এক হও!



Karl Marx

কার্ল মার্কস

ক্যাপিট্যাল

[মূলধন]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিচারমূলক বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় খণ্ড

[ইং প্রথম খণ্ড : শেষার্ধ]

স্যামুয়েল মূর এবং এডওয়ার্ড এভেলিং অনূদিত
ও ফ্রেড্রিক এঙ্গেল্স্ সম্পাদিত
ইংরেজি সংস্করণের বাংলা অনুবাদ :
পীযূষ দাশগুপ্ত



॥ একমাত্র পরিবেশক ॥
বাণীপ্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

কার্ল মার্কস : ক্যাপিট্যাল

বাংলা সংস্করণ : ২য় খণ্ড

[ইংরেজী প্রথম খণ্ড : শেষার্ধ]

: প্রকাশক :

আখতার হোসেন এম. এ.

বাণী প্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—৭০০০০৭

: মুদ্রক :

শ্রীপাচু ভট্টাচার্য্য, করুণাময়ী প্রেস ৯/৭বি, প্যারী মোহন স্থর লেন,
কলকাতা—৭০০০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৬ই শ্রাবণ ১৩৬২

Das Kapital.

Kritik der politischen Oekonomie.

Von

Karl Marx.

Erster Band.

Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals.

Hamburg
Verlag von Otto Meissner.
1867.

New-York: L. W. Schmidt, 24 Barclay-Street.

'ক্যাপিট্যাল' প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের প্রচ্ছদ

ঃ পাঠকগণের প্রতি ঃ

এই গ্রন্থের অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে
আপনাদের পরামর্শ ও মতামত পেলে
প্রকাশালয় বাধিত হবে।

বাণী প্রকাশ

এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

চতুর্থ বিভাগ

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের ধারণা ॥

শ্রম-দিবসের যে-অংশটি কেবল ততটা মূল্যই উৎপাদন করে, যতটা মূল্য ধনিক তার শ্রম-শক্তির জন্য দিয়ে থাকে, সেই অংশটিকে এই পর্যন্ত আমরা একটা স্থির রাশি বলেই গণ্য করে এসেছি এবং উৎপাদনের বিশেষ অবস্থায় ও সমাজের অর্থ নৈতিক বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে ব্যাপারটা বাস্তবিকই তাই থাকে। আমরা দেখেছি, শ্রম-দিবসের এই অংশটির অতিরিক্ত তথা তার আবশ্যিক শ্রম-সময়ের অতিরিক্ত, শ্রমিক ২, ৩, ৪, ৬ কিংবা আরো বেশি ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ও শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে কাজের ঘণ্টা কতটা দীর্ঘতর করা যায়, তার উপরে। আমরা দেখেছি আবশ্যিক শ্রম-সময় স্থির রেখেও কিন্তু সমগ্র শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করা যায়। এখন ধরা যাক, আমাদের সামনে আছে এমন একটি শ্রম-দিবস যার দৈর্ঘ্য এবং আবশ্যিক শ্রম ও উদ্বৃত্ত-শ্রমের মধ্যে যার ভাগাভাগি সুনির্দিষ্ট। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, **ক গ** তথা **ক——খ—গ** এই গোটা লাইনটি হচ্ছে একটি ১২ ঘণ্টা-ব্যাপী শ্রম-দিবসের রেখা-রূপ এবং তার মধ্যে **ক—খ** অংশটি ও **খ গ** অংশটি হচ্ছে যথাক্রমে ১০ ঘণ্টা-ব্যাপী আবশ্যিক শ্রমের ও দু ঘণ্টা-ব্যাপী উদ্বৃত্ত-শ্রমের রেখারূপ। এখন **ক গ**-কে দীর্ঘতর না করে তথা নিরপেক্ষ ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে অর্থাৎ কিভাবে উদ্বৃত্ত-শ্রমকে দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে ?

যদিও **ক গ**-এর দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট রয়েছে, তবু **খ গ**-কে দীর্ঘায়িত করা সম্ভব, প্রান্ত-বিন্দু **গ**-এর বাইরে যদি তাকে সম্প্রসারিত করা না-ও যায়, তবু সর্বক্ষেত্রেই তার সূচনা-বিন্দু থেকে **খ**-কে **ক**-এর দিকে ঠেলে পিছিয়ে দিয়ে তা করা সম্ভব। ধরা যাক, **খ´—খ-ক** রেখায় **খ´ খ গ** অর্ধেক **খ গ**-এর সমান।

ক———খ´—খ——গ

কিংবা এক ঘণ্টার শ্রম-সময়ের সমান। এখন যদি **ক খ** রেখায় অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার শ্রম-দিবসে, আমরা **খ**-কে **খ´**-বিন্দুতে সরিয়ে দেই, তা হলে **খগ** হয় **খ´ গ**, উদ্বৃত্ত-শ্রম অর্ধেক বৃদ্ধি পেয়ে ২ ঘণ্টা থেকে দাঁড়ায় ৩ ঘণ্টা—যদিও শ্রম-দিবসটি থাকে আগের মতই ১২ ঘণ্টা। **খগ**-থেকে **খ´গ**, ২ ঘণ্টা থেকে ৩ ঘণ্টা—অবশ্য শ্রম-দিবসের এই সম্প্রসারণ স্পষ্টতই অসম্ভব যদি সেই সঙ্গে আবশ্যিক শ্রম-সময়কে **কখ**-থেকে **কখ´**, ১০ ঘণ্টা থেকে ৯ ঘণ্টায় সংকুচিত করা না হয়। উদ্বৃত্ত-শ্রমের সম্প্রসারণ মানে হল আবশ্যিক শ্রম-সময়ের সংকোচন। বস্তুতঃ পক্ষে যার তাৎপর্য হল শ্রমিকের নিজের স্বার্থে শ্রমিক আগে যে শ্রম-সময় ভোগ করত, তারই একটা অংশ ধনিকের স্বার্থে নিয়োজিত শ্রম-সময়ে রূপান্তরণ। এর ফলে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না কিন্তু পরিবর্তন ঘটবে আবশ্যিক শ্রম-সময়ে ও উদ্বৃত্ত-সময়ে তার ভাগাভাগিতে।

অন্য দিকে এটা স্পষ্ট যে, যখন শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য এবং শ্রম-শক্তির মূল্য নির্দিষ্ট, তখন উদ্বৃত্ত-শ্রমের স্থায়িত্বকালও নির্দিষ্ট। শ্রম-শক্তির মূল্য, তথা শ্রম-শক্তি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়, নির্ধারণ করে দেয় উক্ত মূল্যের পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণ। যদি একটা শ্রম-ঘণ্টা মূর্ত হয় ছয় পেন্সে এবং এক দিনের শ্রম-শক্তি মূর্ত হয় পাঁচ শিলিংয়ে, তা হলে তার শ্রম-শক্তির জন্য মূলধন তাকে যে মূল্য দেয়, সেই মূল্যের পুনঃ-সংস্থান করতে কিংবা তার দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির মূল্যের সম-মূল্য সামগ্রী উৎপাদন করতে শ্রমিককে অবশ্যই দিনে ১০ ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে। গ্রাসাচ্ছাদনের এই উপকরণাদির মূল্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে তার শ্রম-শক্তির মূল্যও নির্দিষ্ট থাকবে[১] এবং তার শ্রম-শক্তির মূল্য যদি নির্দিষ্ট

১. "বাঁচার জন্য, শ্রম করার জন্য, প্রজনন করার জন্য" শ্রমিকের যা যা চাই, তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তার গড় দৈনিক মজুরির মূল্য। (উইলিয়ম পেটিঃ "পলিটিক্যাল অ্যানাটমি অব আয়র্ল্যাণ্ড", ১৬৭২, পৃঃ ৬৪)। "শ্রমের দাম সব সময়েই গঠিত হয় আবশ্যিক দ্রব্য-সামগ্রীর দামের দ্বারা।··· যখনি··· শ্রমজীবী লোকটির মজুরি, শ্রমজীবী লোক হিসাবে তার নিম্ন পদ ও অবস্থান অনুযায়ী তার পরিবারের ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়, তাদের অনেকেরই ভাগ্যে প্রায়ই যা হয়, তখনি বুঝতে হবে" সে উচিত মজুরি পাচ্ছে না। (জ্যাকব ভ্যাণ্ডারলিণ্ট: "মানি অ্যানসারস অল থিংগ্‌স্", ১৭৭৪, পৃঃ ১৫)। "Le simple ouvrier qui n'a que ses bras et son industrie, n'a rien qu'autant qu'il parvient a vendre a d'autres sa peine···En tout genre de travail il doit arriver, et il arrive en effet, que le salaire de l'ouvrier se borne a ce qui lui est necessaire pour lui procurer sa subsistance (Turgot: "Reflexions &c" Oeuvres, ed. Daire t. 1, P. 10) "জীবন-ধারণের আবশ্যিক দ্রব্য-সামগ্রীর দামই হল আসলে শ্রম-উৎপাদনের ব্যয়" (ম্যালথাস, "ইনকুইরি ইনটু রেণ্ট ইত্যাদি", লণ্ডন ১৮১৫, পৃঃ ৪৮ টীকা)।

থাকে, তা হলে তার আবশ্যিক শ্রম-সময়ের স্থায়িত্বকালও নির্দিষ্ট থাকবে। কিন্তু উদ্বৃত্ত-শ্রমের স্থায়িত্বকাল হিসাব করতে হয় সমগ্র শ্রম-দিবসটি থেকে আবশ্যিক শ্রম-সময়কে বিয়োগ করে। বারো ঘণ্টা থেকে দশ ঘণ্টা বিয়োগ করলে থাকে দু-ঘণ্টা এবং এটা বোঝা সহজ নয় যে, কিভাবে নির্দিষ্ট অবস্থায় উদ্বৃত্ত-শ্রমকে দুই ঘণ্টার বেশি বাড়ানো সম্ভব। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ধনিক ঐ শ্রমিককে পাঁচ শিলিং না দিয়ে চার শিলিং ছয় পেন্স, এমন কি আরো কমও দিতে পারে। চার শিলিং ছয় পেন্সের এই মূল্যের পুনরুৎপাদনের জন্য নয় ঘণ্টার শ্রম-সময়ই যথেষ্ট; কাজে-কাজেই দুই ঘণ্টার পরিবর্তে তিন ঘণ্টার শ্রম-সময় ধনিকের হাতে যাবে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য এক শিলিং থেকে বেড়ে দাঁড়াবে আঠারো পেন্স। কিন্তু এই ফলপ্রাপ্তির জন্য শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে আনতে হবে তার শ্রম-শক্তির মূল্যের নীচে। যা উৎপাদন করতে তার লাগে নয় ঘণ্টা, সেই চার শিলিং ছয় পেন্স নিয়ে, সে তার গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণাদির জন্য পূর্বে যা পেত, তা থেকে পাচ্ছে এক-দশমাংশ কম এবং ফলতঃ যথাযথ পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-শ্রমকে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে তার স্বাভাবিক মাত্রাকে অতিক্রম করে; তার এলাকাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের এলাকার একটি অংশকে জবর-দখল করে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও আমরা এখানে তার আলোচনা থেকে বিরত থাকছি, কেননা আমরা ধরে নিয়েছি যে, শ্রম-শক্তি সমেত সমস্ত পণ্য দ্রব্যেরই ক্রয়-বিক্রয় হয় তাদের নিজ নিজ পূর্ণ মূল্যে। এটা মেনে নিলে, শ্রম-শক্তির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় তার শ্রম-শক্তির মূল্যের নীচে শ্রমিকের মজুরির পতন ঘটিয়ে হ্রাস করা যায় না, হ্রাস করা যায় কেবল খোদ ঐ মূল্যেরই পতন ঘটিয়ে। শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রমকে দীর্ঘায়িত করতে হলে অবশ্যই তা করতে হবে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের হ্রাস সাধন করে; শেষোক্তটির উদ্ভব পূর্বোক্তটি থেকে ঘটতে পারে না। আমাদের গৃহীত দৃষ্টান্তটিতে আবশ্যিক শ্রম-সময়কে যদি এক-দশমাংশ কমাতে হয় অর্থাৎ যদি দশ ঘণ্টা থেকে নয় ঘণ্টা করতে হয় এবং, ফলতঃ, উদ্বৃত্ত-শ্রমকে দুই ঘণ্টা থেকে দীর্ঘায়িত করে তিন ঘণ্টা করা যায়, সেজন্য শ্রম-শক্তির মূল্য বস্তুতই এক-দশমাংশ হ্রাস হওয়া প্রয়োজন।

শ্রম-শক্তির মূল্যে এই হ্রাস-প্রাপ্তির মানে অবশ্য দাঁড়ায় যে, আগে জীবন-ধারণের যেসব প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদিত হত দশ ঘণ্টায়, সেগুলি এখন উৎপাদিত হয় নয় ঘণ্টায়। কিন্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ছাড়া এটা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে একজন জুতো-নির্মাতা বারো ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসে এক জোড়া জুতো তৈরি করে। যদি তাকে একই সময়সীমার মধ্যে দুই জোড়া জুতো তৈরি করতে হয়, তা হলে তার শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে দ্বিগুণ বাড়াতে হবে; আর তা করা যায় না, যদি তার যন্ত্রপাতিতে বা তার কাজের পদ্ধতিতে বা দুটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন না ঘটানো যায়। অতএব উৎপাদনের অবস্থাদিতে অর্থাৎ তার

উৎপাদনের পদ্ধতিতে এবং খোদ শ্রম-প্রক্রিয়াটিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা আমরা বোঝাই, সাধারণ ভাবে, শ্রম-প্রক্রিয়ার এমন ধরণের এক পরিবর্তন, যার ফলে একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম-সময় হ্রাস-প্রাপ্ত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম অধিকতর পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের ক্ষমতা-সমন্বিত হয়।[১] এই পর্যন্ত শ্রম-দিবসের সরল সম্প্রসারণ থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা উৎপাদন পদ্ধতিকে ধরে এসেছি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বলে। কিন্তু যখন আবশ্যিক শ্রমকে উদ্বৃত্ত-শ্রমে রূপান্তরিত করে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করতে হয়, তিনি ইতিহাসের ধারাক্রমে প্রাপ্ত শ্রম-প্রক্রিয়াটিকে তুলে নেওয়া এবং সেই প্রক্রিয়াটির স্থায়িত্বকে দীর্ঘায়িত করাই মূলধনের পক্ষে কোনক্রমে যথেষ্ট নয়। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যাতে বাড়ানো যেতে পারে, তাই আগে ঐ প্রক্রিয়াটির কারিগরি ও সামাজিক অবস্থাবলীর এবং, ফলতঃ, স্বয়ং উৎপাদন-পদ্ধতিটির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কেবল সেই উপায়েই শ্রম-শক্তির মূল্যকে তলিয়ে দেওয়া যায় এবং উক্ত মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের হ্রাস করা সম্ভব হয়।

শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদিত হয়, তাকে আমি বলি **অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য**। অপর পক্ষে, আবশ্যিক শ্রম-সময়কে হ্রাস করে এবং শ্রম-দিবসের দুটি অংশের দৈর্ঘ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব হয়, তাকে আমি বলি **আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য**।

শ্রম-শক্তির মূল্যে হ্রাস ঘটাতে হলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে শিল্পের সেই সব শাখায়, যেসব শাখার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী শ্রম-শক্তির মূল্য নির্ধারণ করে অর্থাৎ যেসব দ্রব্যসামগ্রী, হয়, গ্রাসাচ্ছাদনের মামুলি উপকরণগুলির শ্রেণীভুক্ত আর, নয়তো, ঐসব উপকরণের স্থান গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু কোন পণ্যের মূল্য কেবল সেই পরিমাণ শ্রমের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, যা শ্রমিক সেই পণ্যটির উপরে প্রত্যক্ষ ভাবে অর্পণ করে। সেই সঙ্গে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মধ্যে যে শ্রম বিধৃত থাকে, তার দ্বারাও নির্ধারিত হয়। যেমন, এক জোড়া জুতোর মূল্য কেবল সংশ্লিষ্ট পাদুকাকারের শ্রমের উপরেই নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে চামড়া, মোম, সুতো ইত্যাদির উপরেও নির্ভর করে। সুতরাং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তার ফলে শ্রমের উপায়-

---

১. "Quando si perfezionano le arti che non e altro che la scoperta di nuove vie, onde si possa compiere una manufattura con meno gente o (che e lo stesso) in minor tempo di prima" (Galiani : "Della Moneta", P. 159), "L', economie sur les frais de production ne peu donc etre autre chose que l'economie sur la quantite de travail employe pour produire" (Sismondi, "Etudes", t.I, P. 22).

উপকরণ ও কাঁচামাল সরবরাহকারী শিল্পগুলির পণ্যসমূহের মূল্য-হ্রাসের দরুণও শ্রম-শক্তির মূল্যহ্রাস ঘটে ; শ্রমের এইসব উপায়-উপকরণ ও কাঁচামাল জীবন-ধারণের আবশ্যিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থির মূলধনের বস্তুগত উপাদান। কিন্তু শিল্পের যেসব শাখা জীবন-ধারণের দ্রব্যসামগ্রী কিংবা সেগুলি উৎপাদনের উপায়-উপকরণ কোনটাই সরবরাহ করে না, সেখানে যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, তাতে শ্রম-শক্তির মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

অবশ্য, পণ্যের মূল্য-হ্রাসের ফলে শ্রম-শক্তির মূল্য কেবল আনুপাতিক ভাবেই হ্রাস পায়—শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনে উক্ত পণ্য যে অনুপাতে নিয়োজিত হয়, সেই অনুপাতেই শ্রম-শক্তির মূল্য হ্রাস ঘটে। যেমন সার্ট, জীবনধারণের আবশ্যিক দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে একটি। অবশ্য, জীবনধারণের জন্য আবশ্যিক দ্রব্যসম্ভার সমগ্রভাবে নানাবিধ পণ্যের দ্বারা গঠিত—প্রত্যেকটি পণ্য একটি স্বতন্ত্র শিল্পের উৎপাদন এবং এই বহুবিধ পণ্যের প্রত্যেকটিরই মূল্য শ্রম-শক্তির মূল্যের মধ্যে একটি উপাদান হিসাবে প্রবেশ করে। নিজের পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় হ্রাস পেলে শ্রম-শক্তির মূল্যও হ্রাস পায়—শ্রম-শক্তির মোট মূল্য-হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়াবে সংশ্লিষ্ট বিবিধ ও বিভিন্ন শিল্পে শ্রম-সময়ে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ হ্রাস-প্রাপ্তি ঘটে, সেই সমস্ত হ্রাস-প্রাপ্তির মোট যোগফল। এই সাধারণ ফলটিকে এখানে এমনভাবে গণ্য করা হচ্ছে যেন তা ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ছিল প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্দিষ্ট আশু ফল। যেমন, যখনি কোন ব্যক্তিগত ধনিক একাই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে সার্টের মূল্য হ্রাস করে, তখন তার কোনক্রমেই উদ্দেশ্য থাকেনা যে সে শ্রম-শক্তির মূল্য হ্রাস করবে। কিন্তু উল্লিখিত ফল সংঘটনে সে শেষ পর্যন্ত যতটা অবদান যোগায়, কেবল ততটা পর্যন্তই সে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাধারণ হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।[১] মূলধনের সাধারণ ও আবশ্যিক প্রবণতাগুলিকে অবশ্যই তাদের অভিব্যক্তির রূপগুলি থেকে আলাদা করে দেখতে হবে।

যে-পন্থায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি ব্যক্তিগত মূলধন-সম্ভারের জঙ্গমতায় আত্মপ্রকাশ করে, যেখানে তারা প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়মাবলী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে এবং কাজ-কারবারের নির্দেশক উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যক্তিগত ধনিকের মনেও চেতনায় প্রতিভাত হয়, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করার ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, মূলধনের আন্তরপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা না করে প্রতিযোগিতার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। যেমন, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা

১· "ধরা যাক···ম্যানুফ্যাকচারকারীর উৎপন্ন সামগ্রী মেশিনারির উৎকর্ষ সাধনের ফলে দ্বিগুণিত হয়।······সমগ্র উৎপাদনের একটি ক্ষুদ্রতর অংশের সাহায্য সে তার কর্মীদের পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে পারবে···এবং এই ভাবে তার মুনাফা উন্নীত হবে। কিন্তু অন্য কোনো উপায় দ্বারা তা প্রভাবিত হবে না।" (র‍্যামসে "অ্যান এসে অন দি ডিষ্ট্রিবিউশন অব ওয়েলথ", ১৮৩৬, পৃঃ ১৬৮, ১৬৯)।

প্রত্যক্ষভাবে অদর্শনীয় অন্তরীক্ষচারী সত্তাসমূহের যথার্থ গতি-প্রকৃতির সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তাদের বাহ্য গতি-প্রকৃতি বোধগম্য নয়। যাই হোক, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন সম্পর্কে আরো ভালভাবে ধারণা করার জন্য, আমরা এখানে কয়েকটি কথা বলতে পারি। যে কথাগুলি বলতে গিয়ে আমরা ইতিমধ্যে যে ফলাফল ধরে নিয়েছি, তার বেশি কিছু ধরে নিচ্ছি না।

যদি এক ঘণ্টার শ্রম ছয় পেন্সে মূর্ত হয়ে থাকে, তা হলে বারো ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসে উৎপন্ন হবে ছয় শিলিং পরিমাণ মূল্য। ধরা যাক, শ্রমের বর্তমান উৎপাদন-শীলতার অবস্থায়, এই ১২ ঘণ্টায় উৎপন্ন হয় ১২টি জিনিস। ধরা যাক, প্রত্যেকটি জিনিসে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্য ছয় পেন্স। এই অবস্থায় একটি জিনিসের মূল্য দাঁড়ায় এক শিলিং : উৎপাদনের উপায়-উপকরণের জন্য ছয় পেন্স এবং ঐ উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়ে নোতুন সংযোজিত মূল্য ছয় পেন্স। এখন ধরা যাক, কোন এক ধনিক শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে দ্বিগুণ করার এবং ১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসে ১২টির জায়গায় ২৪টি জিনিস উৎপাদন করার ব্যবস্থা করল। উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্য অপরিবর্তিত থাকায়, প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য কমে দাঁড়াবে নয় পেন্স —উৎপাদনের উপায়-উপকরণের জন্য ছয় পেন্স এবং শ্রমের দ্বারা নোতুন সংযোজিত মূল্য তিন পেন্স। শ্রমের দ্বিগুণিত উৎপাদনশীলতা সত্ত্বেও, গোটা দিনের শ্রম সৃষ্টি করে আগেরই মত ছয় শিলিং পরিমাণ নোতুন মূল্য, তার বেশি নয় ; অবশ্য, তা এখন বিস্তৃত হয় আগের তুলনায় দ্বিগুণ-সংখ্যক জিনিসে। এই মূল্যের মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিস এখন ধারণ করে $\frac{1}{12}$ অংশের বদলে $\frac{1}{24}$ অংশ, ছয় পেন্সের বদলে তিন পেন্স, যার মানে দাঁড়ায় যে, এখন যখন উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলি একটি করে জিনিসে রূপান্তরিত হয়, তখন একটি পুরো এক ঘণ্টার শ্রম-সময়ের জায়গায় কেবল অর্ধ ঘণ্টার শ্রম-সময় সেগুলির সঙ্গে সংযোজিত হয়। এইসব জিনিসের ব্যক্তিগত মূল্য এখন তাদের সামাজিক মূল্য থেকে কম ; অন্যভাবে বলা যায়, গড় সামাজিক অবস্থায় উৎপাদিত ঐ একই জিনিসের সুবিপুল পরিমাণের তুলনায় এইগুলিতে ব্যয় হয় অল্পতর শ্রম-সময়। প্রত্যেকটি জিনিসে এখন গড়ে ব্যয় হয় এক শিলিং এবং বিধৃত হয় ২ ঘণ্টার সামাজিক শ্রম। কিন্তু পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতিতে এই ব্যয় হয় কেবল নয় পেন্স অর্থাৎ বিধৃত হয় $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টার সামাজিক শ্রম। একটি পণ্যের আসল মূল্য কিন্তু তার ব্যক্তিগত মূল্য নয়, সামাজিক মূল্য ; অর্থাৎ আসল মূল্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে জিনিসটির জন্য উৎপাদনকারীর কত ব্যয় হল তার দ্বারা মাপা হয় না, মাপা হয় তার উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা। সুতরাং নোতুন পদ্ধতি প্রয়োগকারী ঐ ধনিক ব্যক্তিটি যদি তার পণ্য তার সামাজিক মূল্যে অর্থাৎ এক শিলিংয়ে বিক্রয় করে, তা হলে তার ব্যক্তিগত মূল্যের তুলনায় তিন পেন্স বেশিতে সেটি বিক্রয় করছে এবং এইভাবে অতিরিক্ত তিন পেন্স উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে হস্তগত করছে। অন্য দিকে, তার কাছে ১২ ঘণ্টার শ্রম-দিবসের প্রতিনিধিত্ব করছে এখন আর ১২টি জিনিস নয়, ২৪টি জিনিস।

অতএব, একটি শ্রম-দিবসের উৎপন্ন জিনিস থেকে অব্যাহতি পেতে হলে, চাহিদা হতে হবে আগের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থাৎ বাজার হতে হবে দ্বিগুণ বিস্তৃত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, তার পণ্যসম্ভার একটি বিস্তৃততর বাজার পেতে পারে, যদি সেগুলির দাম কমিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং সে তখন সেগুলিকে বিক্রি করবে সেগুলির সামাজিক মূল্যের উপরে কিন্তু ব্যক্তিগত মূল্যের নীচে, ধরুন, প্রত্যেকটি ছয় পেন্সে। এইভাবে সে প্রত্যেকটি জিনিস-পিছু বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য নিঙড়ে নেয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই বৃদ্ধিও তার পকেটে যায়—শ্রম-শক্তির সাধারণ মূল্য নির্ধারণে জীবন-ধারণের যে সমস্ত আবশ্যিক দ্রব্যসামগ্রী অংশগ্রহণ করে, সেই দ্রব্যসামগ্রীর শ্রেণীতে তার পণ্য পড়ুক কি নাই পড়ুক। অতএব, এই শেষোক্ত পরিস্থিতি থেকে নিরপেক্ষ ভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিকেরই একটি উদ্দেশ্য থাকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে তার পণ্যের মূল্য হ্রাস করার।

যাই হোক, এমনকি এই ক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত-মূল্যের বর্ধিত উৎপাদনের উদ্ভব ঘটে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের হ্রাস-সাধন থেকে এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের আনুষঙ্গিক দীর্ঘায়ন থেকে।[১] ধরা যাক, আবশ্যিক শ্রম-সময়ের পরিমাপ হচ্ছে ১০ ঘণ্টা, এক দিনের শ্রম-শক্তির মূল্য হচ্ছে পাঁচ শিলিং, উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় ২ ঘণ্টা এবং দৈনিক উদ্বৃত্ত মূল্য এক শিলিং। কিন্তু ঐ ধনিক এখন উৎপাদন করছে ২৪টি জিনিস, যা সে প্রত্যেকটি বিক্রি করছে ১০ পেন্স করে এবং মোট পাচ্ছে ২০ শিলিং। যেহেতু উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্য হল ১২ শিলিং, সেহেতু এই জিনিসগুলির ১৪$\frac{২}{৫}$ ভাগ আগাম দেওয়া স্থির মূলধনের পুনঃ-সংস্থান করতে। ১২ ঘণ্টার শ্রম-দিবসের শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে বাকি ৯$\frac{৩}{৫}$ জিনিস। যেহেতু শ্রম-শক্তির দাম হচ্ছে ৫ শিলিং, সেই হেতু আবশ্যিক শ্রম-সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে ৬টি জিনিস এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে ৩$\frac{৩}{৫}$ ভাগ জিনিস। গড় সামাজিক অবস্থায় উদ্বৃত্ত-শ্রমের সঙ্গে আবশ্যিক শ্রমের যে অনুপাত থাকে ৫ : ১, সেই অনুপাত এখন দাঁড়ায় কেবল ৫ : ৩। নিম্নলিখিত উপায়েও এই একই ফলে উপনীত হওয়া যায়। ১২ ঘণ্টার শ্রম-দিবসের উৎপাদনের মূল্য ২০ শিলিং। এই ২০ শিলিংয়ের মধ্যে ১২ শিলিং হচ্ছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্য—এমন একটি মূল্য যার কেবল পুনরাবির্ভাব ঘটে। বাকি ৮ শিলিং, যা হল টাকার অঙ্কে অভিব্যক্ত উক্ত শ্রম-দিবসটিতে

১. "একজন মানুষের মুনাফা অন্যান্য মানুষদের শ্রম-ফলের উপরে তার নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে স্বয়ং শ্রমের উপরে তার নিয়ন্ত্রণের উপর। যখন তার কর্মীদের মজুরি অপরিবর্তিত থাকে, তখন সে যদি তার জিনিস উচ্চতর দামে বিক্রয় করতে পারে, তা হলে সে স্পষ্টভাবে উপকৃত হয়……। সে যা উৎপাদন করে তার একটি ক্ষুদ্রতর অনুপাতে সেই শ্রমকে গতিশীল করার পক্ষে যথেষ্ট হয়; সুতরাং একটি বৃহত্তর অনুপাত তার নিজের কাছে থেকে যায়।" (আউটলাইনস অব পলিটিক্যাল ইকনমি," লণ্ডন, ১৮৩২, পৃঃ ৪৯, ৫০)।

নব-সৃষ্ট মূল্য। একই ধরনের গড় সামাজিক শ্রম যে-অঙ্কে অভিব্যক্ত হয়, এই অঙ্কটি তার তুলনায় বৃহত্তর: গড় সামাজিক শ্রমের ১২টি ঘণ্টা অভিব্যক্ত হয় কেবল ৬ শিলিং হিসাবে। অসাধারণ ভাবে উৎপাদনশীল যে শ্রম, তা কাজ করে নিবিড় শ্রম হিসাবে। সমপরিমাণ সময়-সীমার মধ্যে নিবিড় শ্রম গড় সামাজিক শ্রমের তুলনায় অধিকতর মূল্য উৎপাদন করে (বাংলা প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮)। কিন্তু ধনিক সেই আগের হারেই পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে: এক দিনের শ্রম-শক্তির মূল্য বাবদ পাঁচ শিলিং হিসাবে। সুতরাং এই পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করতে শ্রমিকের আগে যেখানে লাগত ১০ ঘণ্টা, এখন সেখানে লাগে মাত্র ৭½ ঘণ্টা। অতএব, তার উদ্বৃত্ত-শ্রম বৃদ্ধি পায় ২½ ঘণ্টা এবং সে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, তা ১ শিলিং থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩ শিলিং। সুতরাং যে-ধনিক উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সে তার সম-ব্যবসায়ীদের চেয়ে শ্রম-দিবসের অধিকতর অংশ উদ্বৃত্ত-শ্রমের জন্য কাজে লাগায়। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে নিয়োজিত বাকি সমস্ত ধনিকের দল যৌথ ভাবে যা করে, তা সে ব্যক্তিগত ভাবেই করে থাকে। অন্য পক্ষে, যেইমাত্র এই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি সাধারণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে হ্রাসমূল্য পণ্যটির ব্যক্তিগত মূল্য এবং তার সামাজিক মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্যটি লোপ পায়, সেই মাত্র এই অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য লুপ্ত হয়ে যায়। শ্রম-সময়ের দ্বারা মূল্য নির্ধারণের নিয়মটি— এমন একটি নিয়ম যা নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতি-প্রয়োগকারী ব্যক্তিগত ধনিককেও তার দ্রব্যসামগ্রীকে তাদের সামাজিক মূল্যের নীচে বিক্রয় করতে বাধ্য করে তাকে আপন আধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসে—সেই নিয়মটিই প্রতিযোগিতার জবরদস্ত নিয়ম হিসাবে কাজ করে, তার প্রতিযোগীদের বাধ্য করে নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করতে।[১] সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাধারণ হারটি শেষ পর্যন্ত কেবল তখনি সমগ্র প্রক্রিয়াটির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যখন শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা উৎপাদনের সেইসব শাখায় আত্ম-বিস্তার করে, যেসব শাখা এমন সমস্ত পণ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেগুলিকে সস্তা করে দিয়েছে, যে-সমস্ত পণ্য জীবনধারণের অত্যাবশ্যক উপকরণ-সমূহের অংশ এবং স্বভাবতই শ্রম-শক্তির মূল্যের উপাদানও বটে।

---

১. "যদি আমার প্রতিবেশী অল্প শ্রম দিয়ে বেশি তৈরি করে সস্তায় বিক্রি করতে পারে, আমিও এমন ব্যবস্থা করব যাতে তার মত সস্তায় বিক্রি করতে পারি। সুতরাং প্রত্যেক কৌশল, বৃত্তি, বা ইঞ্জিন, যা অল্পতর সংখ্যক কর্মীর শ্রমের সাহায্যে কাজ করে, অতএব, সস্তায় কাজ করে, তা অন্যান্যদের মধ্যে একই কৌশল, বৃত্তি বা ইঞ্জিন ব্যবহারের কিংবা অনুরূপ কিছু উদ্ভাবনের, আবশ্যিকতা বা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষই তার উপযুক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারে এবং কেউ তার প্রতিবেশীর চেয়ে সস্তায় বিক্রি না করতে পারে ("দি অ্যাডভানটেজেস অব দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেড টু ইংল্যাণ্ড", লণ্ডন ১৭২০, পৃঃ ৬৭)।

পণ্যের মূল্য শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে-বিপরীতভাবে আনুপাতিক। এবং শ্রম-শক্তির মূল্যও তাই, কারণ তা পণ্যের মূল্যের উপরেই নির্ভরশীল। উলটো দিকে, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য কিন্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আনুপাতিক। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং প্রথমটি হ্রাস পেলে দ্বিতীয়টিও হ্রাস পায়। টাকার মূল্য স্থির ধরে নিলে, ১২ ঘণ্টার একটি গড় সামাজিক শ্রম-দিবস সব সময়ে সেই একই নোতুন মূল্য—৬ শিলিং—উৎপাদন করে, এই নোতুন মূল্য কিভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য ও মজুরির মধ্যে ভাগাভাগি হয়, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু যদি বর্ধিত উৎপাদনশীলতার ফলশ্রুতি হিসাবে, জীবনধারণের আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পায় এবং তদ্দ্বারা একদিনের শ্রম-শক্তির মূল্য পাঁচ শিলিং থেকে তিন শিলিংয়ে হ্রাস পায়, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্য এক শিলিং থেকে বেড়ে দাঁড়ায় তিন শিলিং। উক্ত শ্রম-শক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য আগে লাগত ১০ ঘণ্টা আর এখন লাগে মাত্র ৬ ঘণ্টা। ৪টি ঘণ্টাকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তাকে উদ্বৃত্ত-শ্রমের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং মূলধনের মধ্যে নিহিত থাকে একটা অবিচল প্রবণতা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে একটা ঝোঁক, যাতে করে পণ্যকে সস্তা করা যায় এবং এইভাবে পণ্যকে সস্তা করে স্বয়ং শ্রমিককেই সস্তা করা যায়।[১]

কোন পণ্যের নিছক মূল্যে ধনিকের কোনো আগ্রহ থাকে না। যাতে সে আগ্রহী হয়, তা হল ঐ পণ্যে অবস্থিত উদ্বৃত্ত-মূল্য। উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়ত্তীকরণের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক ভাবেই জড়িত থাকে অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্য প্রত্যর্পণের ব্যাপারটি। এখন, যেহেতু আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায় শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুপাতে, যখন, অন্যদিকে পণ্যের মূল্য হ্রাস পায় একই অনুপাতে, যেহেতু এক ও অভিন্ন এই প্রক্রিয়া পণ্যকে সস্তা করে এবং তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বৃদ্ধি করে, আমরা

১. একজন শ্রমিকের ব্যয় যে অনুপাতেই কমুক না কেন, সেই একই অনুপাতে তার মজুরিও কমানো হবে, যদি শিল্পের উপরে আরোপিত নিয়ন্ত্রণগুলি তুলে নেওয়া হয়।" ("কনসিডারেশনস কনসার্নিং টেকিং অফ্ দি বাউন্টি অন কর্ণ এক্সপোর্টেড", লণ্ডন, ১৭৫৩, পৃঃ ৭)। "ব্যবসার স্বার্থ দাবি করে যে, শস্য এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যথাসম্ভব সস্তা হবে; কেননা যা কিছু তাকে মহার্ঘ করবে, তা শ্রমকেও মহার্ঘ করবে··· যেখানে শিল্পের উপরে নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমন সমস্ত দেশেই, খাদ্য-দ্রব্যের দাম অবশ্যই শ্রমের দামকে প্রভাবিত করবে।" এটা সব সময়ই কম হবে যখন জীবনধারণের দ্রব্যাদি সস্তা নয়। (ঐ, পৃঃ ৩)। "যে অনুপাতে উৎপাদনের ক্ষমতাগুলি বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতে মজুরি হ্রাস পায়। এটা সত্য, মেশিনারি জীবনধারণের আবশ্যিক দ্রব্যাদিকে সস্তা করে, কিন্তু শ্রমিককেও সস্তা করে।" ("এ প্রাইজ এসে অন দি কমপ্যারাটিভ মেরিটস অব কমপিটিশন অ্যাণ্ড কো-অপারেশন", ১৮৩৪, পৃঃ ২৭)।

এখানে পেয়ে যাই আমাদের ধাঁধার সমাধান : কেন ধনিক, যার একমাত্র ভাবনা হচ্ছে বিনিময়-মূল্যের উৎপাদন, সেই ধনিক নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায় পণ্যের বিনিময়-মূল্যকে দাবিয়ে রাখতে? এটা এমন একটা ধাঁধা যার সাহায্যে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কেনে তাঁর বিরোধীদের উত্যক্ত করতেন এবং যে ধাঁধাটির কোনো উত্তর তাঁদের জানা ছিল না। তিনি বলতেন, আপনারা স্বীকার করেন যে, উৎপাদনের ক্ষতি না ঘটিয়ে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শ্রমের খরচ ও ব্যয় যত বেশি কমানো যায়, তত বেশি এই কমতি সুবিধাজনক হয়, কেননা তা তৈরি জিনিসটির দাম কমিয়ে দেয়। এবং তবু আপনারা বিশ্বাস করেন যে, শ্রমকারী মানুষের শ্রম থেকে যার উদ্ভব সেই সম্পদের মানে হচ্ছে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়-মূল্যের বৃদ্ধি সাধন।[১]

সুতরাং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে, যখন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তার সাশ্রয় ঘটানো হয়, তখন তাঁর যা লক্ষ্য থাকে তা কোন মতেই শ্রম-দিবসের হ্রস্বতা-সাধন নয়।[২] লক্ষ্য থাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের হ্রস্বতা-সাধন। শ্রমিকের শ্রমের উৎপাদনশীলতা যখন বর্ধিত হয়, তখন যে সে, ধরুন, আগের তুলনায় ১০ গুণ পণ্য উৎপাদন করে এবং এইভাবে প্রত্যেকটি পণ্যপিছু এক দশমাংশ শ্রম-সময় ব্যয় করে, এই ঘটনা কোন মতেই তাকে আগের মতই ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত

---

১. "Ils conviennent que plus on peut, sans prejudice, epargner de frais ou de travaux dispendieux dans la fabrication des ouvrages des artisans, plus cette epargne est profitable par la diminution des prix de ces ouvrages. Cependant ils croient que la production de richesse qui resulte des travaux des artisans consiste dans l'augmentation dela valeur venale de leurs ouvrages." (Quesnay : "Dialogues sur le commerce et les Travauxdes Artisans." pp. 188, 189)

২. "Ces speculateurs si economes du travail des ouvriers qu'il faudrait qu'ils payassent." (J. N. Bidaut : "Du Monopole qui s'etablit dans les arts industriels et le commerce." Paris, 1828, p. 13.) নিয়োগকর্তা সব সময়েই সচেষ্ট থাকবে সময় ও শ্রম কমাতে (ডুগাল্ড্ স্টুয়ার্ট : স্যার ডবলিউ. হ্যামিলটন সম্পাদিত গ্রন্থ, এডিনবরা খণ্ড ৮, ১৮৫৫, "লেকচারস অন পলিটিক্যাল ইকনমি" পৃষ্ঠা—৩১৮। "তাদের (ধনিকদের) স্বার্থ এই যে, তারা যে শ্রমিকদের নিয়োগ করে, তাদের উৎপাদিকা ক্ষমতা যেন সর্বাধিক হয়। ঐ ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে তাদের মনোযোগ নিবিষ্ট, একান্ত ভাবে নিবিষ্ট, থাকে।" (আর. জোন্স্, টেকস্টট বুক অব লেকচার্স অন দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব নেশন, হর্টফোর্ট ১৮৫২ "লেকচার-৩")

তার কাজ চালিয়ে যাওয়া থেকে এবং এইভাবে ঐ ১২ ঘণ্টায় ১২০টির বদলে ১২০০টি জিনিস উৎপাদন করা থেকে তাকে বিরত করে না। এমনকি, অধিকন্তু, তার শ্রম-দিবসকে ঐ সময়ে আরো দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে, যাতে করে তাকে ১৪ ঘণ্টায় ১,৪০০টি জিনিস তৈরি করতে বাধ্য করা যায়। সুতরাং ম্যাককুলো, উরে সিনিয়র এবং ওঁদের ছাঁচের এক গাদা অর্থনীতিবিদের গ্রন্থগুলিতে আমরা এক পৃষ্ঠায় যখন পড়ি যে, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ্য হ্রাসের ব্যবস্থা করার জন্য তাকে মূলধনের কাছে সকৃতজ্ঞ ভাবে ঋণ-স্বীকার করা উচিত, তখন পরের পৃষ্ঠাতেই পড়ি যে, দশ ঘণ্টার পরিবর্তে ভবিষ্যতে ১৫ ঘণ্টা কাজ করে তার উচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রমাণ দেওয়া। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের চতুঃসীমার মধ্যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বিকাশের সমস্ত ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রম-দিবসের সেই অংশটির দৈর্ঘ্য হ্রাস করা, যে অংশটিতে শ্রমিককে অবশ্যই কাজ করতে হবে তার নিজের স্বার্থের জন্য এবং এইভাবে এই অংশটির দৈর্ঘ্য হ্রাস করে শ্রম-দিবসের বাকি অংশটিতে সে ধনিকের স্বার্থে মুফতে কাজ করে যাবার স্বাধীনতা ভোগ করে। পণ্যের মূল্য না কমিয়ে এই ফলপ্রাপ্তি কতদূর সম্ভব, তা বোঝা যাবে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের বিশেষ পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করলে এবং সেই পর্যালোচনার দিকেই এখন আমরা অগ্রসর হব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

॥ সহযোগ ॥

আমরা আগেই দেখেছি, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কেবল তখনি বস্তুতঃ পক্ষে শুরু হয়, যখন প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মূলধন একইসঙ্গে তুলনামূলকভাবে বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে, যখন তার ফলে শ্রম-প্রক্রিয়া ব্যাপক আয়তনে পরিচালিত হয় এবং আপেক্ষিকভাবে বৃহৎ পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হয়। একই জায়গায়, কিংবা বলতে পারেন, শ্রমের একই ক্ষেত্রে, একই সময়ে, একই সঙ্গে বৃহত্তর সংখ্যক শ্রমিক একজন ধনিকের প্রভুত্বাধীনে একই ধরনের পণ্য উৎপাদনে লিপ্ত হলে ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞান —উভয় দিক থেকেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সূচনা-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গেলে,. একই ব্যক্তিগত মূলধনের অধীনে বৃহত্তর সংখ্যক শ্রমিকের যুগপৎ নিয়োগ ছাড়া অন্য কোন ভাবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে যথাযথ অর্থে যন্ত্র শিল্পোৎপাদন থেকে গিল্ড্ গুলির হস্ত-শিল্পোৎপাদনকে কদাচিৎ পার্থক্য করা যায়। মধ্যযুগের মালিক-হস্তশিল্পীর কর্মশালাটিরই সম্প্রসারণ মাত্র।

অতএব, প্রথম দিকে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল পরিমাণগত। আমরা দেখিয়েছি যে, একটি নির্দিষ্ট মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য সমান (=) প্রত্যেকজন শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য গুণ (×) একসঙ্গে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা। শ্রমিকদের নিছক সংখ্যা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বা শ্রম শক্তির শোষণের মাত্রা—কোনটাকেই প্রভাবিত করে না। যদি ১২ ঘণ্টার একটি শ্রম দিবস ছয় শিলিংয়ে মূর্ত হয়, তা হলে এই রকম ১,২০০টি শ্রম-দিবস মূর্ত হবে ৬ শিলিংয়ের ১,২০০ গুণ শিলিংয়ের অঙ্কে। এক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয় ১২×১,২০০ শ্রম ঘণ্টা, অন্য ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এইরকম ১২ ঘণ্টা। মূল্যের উৎপাদনে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক কেবল তত জন ব্যক্তিগত শ্রমিক হিসাবে গণ্য হয়; সেই কারণে ১,২০০ জন মানুষ আলাদা আলাদা ভাবেই কাজ করুক আর একজন ধনিকের নিয়ন্ত্রণে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই কাজ করুক, তাতে কিছু এসে যায় না।

যাইহোক, নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটে। মূল্যে রূপান্তরিত শ্রম হচ্ছে একটি গড় সামাজিক গুণমানের শ্রম; স্বভাবতই তা গড় শ্রম-শক্তির ব্যয়। কিন্তু যে-কোন গড়-আয়তন হল কতকগুলি আলাদা আলাদা আয়তনের গড়, যে আয়তনগুলি প্রকৃতিতে অভিন্ন, তবে পরিমাণে বিভিন্ন। প্রত্যেকটি শিল্পে, প্রত্যেকজন ব্যক্তিগত

শ্রমিক, তা সে পিটার হোক বা পল হোক, গড় শ্রমিক থেকে পৃথক। এইসব ব্যক্তিগত পার্থক্য, বা গণিত শাস্ত্রে যাকে বলা হয় 'বিচ্যুতি', পরস্পরের ক্ষতিপূরণ করে দেয় এবং যখনি একটি ন্যূনতম সংখ্যক শ্রমিক এক সঙ্গে কর্ম-নিযুক্ত হয়, তখনি তা অন্তর্হিত হয়। প্রসিদ্ধ তার্কিক ও স্তাবক এডমাণ্ড বার্ক এতদূর পর্যন্ত যান যে, কৃষক হিসাবে তাঁর বাস্তব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি সজোরে এই উক্তি করেন : পাঁচজন কৃষি-শ্রমিকের "একটি এত ক্ষুদ্র উপদলেও" সংশ্লিষ্ট শ্রমে ব্যক্তিগত সমস্ত পার্থক্য অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং সেই কারণে যে-কোনো পাঁচ জন বয়স্ক কৃষি-শ্রমিক সমষ্টিগত অন্য যে-কোনো পাচ জনের সমপরিমাণ কাজই করবে।[১] কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এটা পরিষ্কার যে, একই সঙ্গে নিযুক্ত একটি বৃহৎ-সংখ্যক শ্রমিকের একটি সমষ্টিগত শ্রম-দিবসকে এই শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড় সামাজিক শ্রমের একটি দিবস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরা যাক, প্রত্যেকজন ব্যক্তির শ্রম-দিবস ১২ ঘণ্টা করে। তাহলে একই সঙ্গে নিযুক্ত ১২ জন মানুষের সমষ্টিগত শ্রম দিবস হবে ১৪৪ ঘণ্টা ; এবং যদিও এই এক ডজন মানুষের প্রত্যেক জনেরই শ্রম গড় সামাজিক শ্রম থেকে কম-বেশি বিচ্যুত হতে পারে, কেননা একই কাজের জন্য তাদের প্রত্যেকেরই লাগতে পারে বিভিন্ন সময়, তবু যেহেতু প্রত্যেকেরই শ্রম-দিবস হচ্ছে ১৪৪ ঘণ্টার সমষ্টিগত শ্রম-দিবসটির বারো ভাগের এক ভাগ, সেই হেতু তা একটি গড় সামাজিক শ্রম দিবসের সবকটি গুণেরই অধিকারী। তবে কিন্তু ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, যিনি এই ১২ জন লোককে নিয়োগ করেন, শ্রম-দিবসটি হচ্ছে সেই গোটা এক ডজনেরই শ্রম দিবস। প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মানুষের দিবস হল সমষ্টিগত শ্রম-দিবসের একাংশ, তা সেই ১২ জন মানুষ তাদের কাজে পরস্পরকে সহায়তা করুক বা তাদের কাজের মধ্যে সংযোগ কেবল এই ঘটনায় থাক যে তারা একই ধনিকের জন্য করছে, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু যদি ঐ ১২ জন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র মালিকের দ্বারা ছয়টি জোড়ায় নিযুক্ত হয়, তা হলে প্রত্যেকটি মালিক একই মূল্য উৎপাদন করে কিনা এবং, ফলতঃ, প্রত্যেকেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাধারণ

---

১. এটা প্রশ্নাতীত যে, একজন মানুষের শ্রমের মূল্য এবং আরেক জন মানুষের শ্রমের মূল্যের মধ্যে শক্তি, কুশলতা ও তন্নিষ্ঠ প্রয়োগের দিক থেকে প্রচুর পার্থক্য থাকে। কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ থেকে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, যে-কোনো পাঁচজন লোক সমষ্টিগতভাবে জীবনের উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে অন্য যে-কোনো পাঁচজনের সম-পরিমাণ শ্রম করবে : অর্থাৎ, এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন হবে ভাল কর্মীর সমস্ত গুণের অধিকারী, তিনজন খারাপ এবং বাকি একজন প্রথম ও শেষের মাঝামাঝি। তার ফলে এমনকি পাঁচজনেরও একটি ক্ষুদ্র প্ল্যাটুনে আপনি পেয়ে যাবেন পাঁচজন যা উপার্জন করতে পারে তার পরস্পর-পরিপূরক একটি ব্যবস্থা।" (ই বার্ক : "থটস অ্যাণ্ড ডিটেইলস অব সোসাইটি", পৃঃ ১৫, ১৬)। কোয়েটেংলট-এর গড়পড়তা মানুষ সম্পর্কে বক্তব্য তুলনীয়।

স্থারটি আয়ত্ত করে কিনা, তা হবে একটি দৈবাৎ ব্যাপার। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন বিচ্যুতি ঘটবে। যদি একজন শ্রমিক সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের তুলনায় বেশ কিছু বেশি শ্রম লাগায়, তা হলে তার ক্ষেত্রে আবশ্যিক শ্রম-সময় যুক্তিযুক্ত ভাবেই সামাজিক ভাবে আবশ্যক গড় শ্রম থেকে বিচ্যুত হবে এবং সেই কারণেই তার শ্রম গড় শ্রম হিসাবে গণ্য হবে না, তার শ্রম-শক্তিও গড় শ্রম-শক্তি বলে গণ্য হবে না। তা হলে, হয়, সেটা আদৌ বিক্রয়যোগ্য হবে না, আর নয়তো, শ্রম-শক্তির গড় মূল্য থেকে কিছু কমে বিক্রয়যোগ্য হবে। সুতরাং সমস্ত শ্রমেই একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম মাত্রায় নৈপুণ্য ধরে নেওয়া হয় এবং পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এই ন্যূনতম মাত্রা নির্ধারণের উপায়েরও ব্যবস্থা করে। যাইহোক, এই ন্যূনতম মাত্রা গড় থেকে বিচ্যুত হয়, যদিও, অপর পক্ষে, ধনিককে দিতে হয় শ্রম-শক্তির গড় মূল্য। ছয় জন ক্ষুদ্র মালিকের মধ্যে একজন আদায় করে নেবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের গড় মূল্যের বেশি, অন্য জন তার কম। সমগ্র সমাজের বেলায় এই বৈষম্য-গুলির ক্ষতিপূরণ ঘটে যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীর বেলায় তা ঘটে না। সুতরাং যখন ব্যক্তিগত উৎপাদনকারী ধনিক হিসাবে উৎপাদন করে এবং এমন সংখ্যক শ্রমিককে একসঙ্গে নিযুক্ত করে যাদের শ্রম তার সমষ্টিগত প্রকৃতির দরুণ সঙ্গে সঙ্গেই গড় সামাজিক শ্রম হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়, কেবল তখনি মূল্য উৎপাদনের নিয়মগুলি তার পক্ষে পুরোপুরি কার্যকরী হয়।[১]

এমনকি কাজের ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ব্যতিরেকে, এক বিরাট-সংখ্যক শ্রমিকের যুগপৎ নিয়োগের ফলেই শ্রম-প্রক্রিয়ায় বাস্তব অবস্থাবলীতে একটি বিপ্লব ঘটে যায়। যে বাড়িটিতে তারা কাজ করে, যে ভাঁড়ার-বাড়িতে কাঁচামাল রক্ষিত হয়, যেসব সরঞ্জাম বা বাসনপত্র শ্রমিকেরা যুগপৎ বা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করে, সংক্ষেপে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের একটা অংশ এখন সকলে যৌথ ভাবে পরিভোগ করে। এক দিকে, উৎপাদনের এইসব উপায়-উপকরণের বিনিময়-মূল্য বর্ধিত হয়, কেননা কোন পণ্যের ব্যবহার-মূল্য অধিকতর পরিপূর্ণ ভাবে ও আরো বেশি সুবিধাজনকভাবে পরিভুক্ত হলেই তার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি পায় না। অন্য দিকে,এই উপায়-উপকরণগুলি ব্যবহৃত হয় যৌথভাবে এবং কাজে কাজেই আগের তুলনায় বৃহত্তর আয়তনে। যে ঘরটিতে ২০ জন তন্তুবায় কাজ করে ২০টি তাঁতে, সেটি নিশ্চয়ই যে ঘরটিতে একজন তন্তুবায় তার দুজন সহকারীকে নিয়ে কাজ করে, তা থেকে বড় হবে। কিন্তু প্রতি কর্মশালায় দুজন করে

১. অধ্যাপক রশ্চার দাবি করেন যে, তিনি আবিষ্কার করেছেন, শ্রীমতী রশ্চার কর্তৃক নিযুক্ত একজন নারী-সূচীকর্মী দুদিনে যে কাজ করে, তা একদিনে দু-জন নারী-সূচীকর্মী যা করে, তার চেয়ে বেশি। বিজ্ঞ অধ্যাপকটির ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে তার শৈশবে বা এমন অবস্থায়, সেখানে প্রধান ব্যক্তিটি—ধনিক ব্যক্তিটি—অনুপস্থিত, তেমন অবস্থায় অনুশীলন করা উচিত নয়।

তন্তুবায়ের স্থান সংকুলান হয় এমন দশটি কর্মশালার তুলনায় কুড়ি জন লোকের জন্য একটি মাত্র কর্মশালা নির্মাণ করতে কম খরচ হয়; সুতরাং দেখা যায়, বৃহদায়তনে যৌথ ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের উপায়াদি সংকেন্দ্রীভূত করলে, তার মূল্য সেই উপায়াদির সম্প্রসারণ ও তাদের ব্যবহারিক ফলবৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। যখন যৌথভাবে পরিভুক্ত হয়, তারা প্রত্যেকটি উৎপাদিত দ্রব্যে তাদের মূল্যের একটি ক্ষুদ্রতর অংশ স্থানান্তরিত করে; এর আংশিক কারণ এই যে, তারা যে-মোট মূল্য হাতছাড়া করে, তা বৃহত্তর সংখ্যক দ্রব্যের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং আরেকটি আংশিক কারণ এই যে, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় তাদের কর্মপরিধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মূল্য উৎপাদনের বিচ্ছিন্ন উপায়-উপকরণের মূল্য থেকে অনাপেক্ষিক ভাবে বেশি হলেও আপেক্ষিক ভাবে কম। এই কারণে স্থির মূলধনের একটি অংশের মূল্য হ্রাস পায় এবং এই হ্রাস-প্রাপ্তির আয়তনের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে পণ্যটির মূল্যও হ্রাস পায়। ফলটা এমন হয় যেন উৎপাদনের উপায়-উপকরণের খরচে কমে গিয়েছে। তাদের প্রয়োগে এই যে ব্যয়-হ্রাস, তার সামগ্রিক কারণ এই যে, তারা পরিভুক্ত হচ্ছে বিরাট-সংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা যৌথ ভাবে। অধিকন্তু, সামাজিক শ্রমের আবশ্যিক শর্ত হবার এই চরিত্র—এমন একটি চরিত্র যা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র শ্রমিকদের, কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিকদের, বিক্ষিপ্ত ও আপেক্ষিক ভাবে বেশি ব্যয়সাধ্য উৎপাদন-উপায় সমূহ থেকে তাদের বিশিষ্টতা দান করে—সেই চরিত্র অর্জিত হয় এমনকি যখন একত্র সমবেত অসংখ্য শ্রমিক পরস্পরকে সহায়তা না-ও করে, কিন্তু কেবল পাশাপাশি কাজ করে। শ্রম-প্রক্রিয়া নিজে এই চরিত্র অর্জন করার আগেই শ্রমের উপকরণাদির অংশবিশেষ তা অর্জন করে।

উৎপাদনের উপায়-উপকরণে ব্যয়-সংকোচকে দুদিক থেকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রথমতঃ, পণ্যের মূল্য হ্রাস এবং তদ্দ্বারা শ্রম-শক্তির মূল্য হ্রাসের দিক থেকে। দ্বিতীয়তঃ, অগ্রিম-প্রদত্ত মোট মূলধনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতের সঙ্গে অর্থাৎ স্থির ও অস্থির মূলধনের মূল্যের মোট অঙ্কের সঙ্গে পরিবর্তনের দিক থেকে। এই দ্বিতীয় দিকটি **তৃতীয় গ্রন্থে** উপনীত হবার আগে বিবেচনা করা হবে না যাতে সেগুলিকে তাদের যথোচিত পটভূমিকায় আলোচনা করা যায়; উপস্থিত প্রশ্নটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক বিষয় আমরা মুলতুবি রাখছি, আমাদের বিশ্লেষণের অগ্রগতি আমাদের বাধ্য করছে বিষয়বস্তুটিকে এইভাবে দুভাগে ভাগ করতে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রকৃতির সঙ্গে যে ভাগ খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, যেহেতু এই উৎপাদন-পদ্ধতিতে শ্রমিক দেখে যে শ্রমের উপায়-উপকরণগুলি স্বতন্ত্র ভাব বিদ্যমান থাকে অন্য একজনের সম্পত্তি হিসাবে, সেহেতু তার কাছে ব্যয়সংকোচন প্রতিভাত হয় একটি পৃথক ব্যাপার হিসাবে—এমন একটি ব্যাপার, যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই এবং সেই কারণেই, যেসব পদ্ধতির দ্বারা তার উৎপাদনশীলতা বর্ধিত হয়, সেইসব পদ্ধতির সঙ্গেও যার কোনো যোগ নেই।

যখন বহুসংখ্যক শ্রমিক পাশাপাশি কাজ করে, তা সে এক অভিন্ন প্রক্রিয়াতেই

হোক কিংবা বিভিন্ন অথচ পরস্পর-সংযুক্ত প্রক্রিয়াতেই হোক, তারা সহযোগ করছে কিংবা তারা সহযোগিতায় কাজ করছে বলে কথিত হয়।[১]

ঠিক যেমন এক স্কোয়াড্রন ঘোড়-সওয়ারের আক্রমণ-ক্ষমতা কিংবা এক রেজিমেণ্ট পদাতিকের প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা ঐ সওয়ারদের বা পদাতিকদের আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত ক্ষমতার যোগফল থেকে মূলতঃ ভিন্ন, ঠিক তেমনি একটি ভারি ওজন উত্তোলন, একটি হাতল আবর্তন, একটি প্রতিবন্ধক অপসারণ ইত্যাদির মত একটি অখণ্ড কর্মকাণ্ডে শত শত হাতের যুগপৎ অংশগ্রহণে যে সামাজিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটে, আলাদা আলাদা ভাবে সেই সামাজিক শক্তিটি থেকে এক একজন শ্রমিক যে যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োগ ঘটায়, সেই যান্ত্রিক শক্তিগুলির যোগফল মূলতঃ ভিন্ন।[২] এই ধরণের ক্ষেত্রগুলিতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত শ্রম, হয়, সম্মিলিত শ্রমের যা উৎপাদন ফল, তা উৎপন্ন করতে পারে না আর, নয়তো, যদি পারেও তা হলে তাতে ব্যয় করতে হবে বিপুল পরিমাণ সময় আর, নয়তো, তা উৎপন্ন করতে হবে একান্ত হ্রস্বীকৃত আয়তনে। সহযোগের মাধ্যমে আমরা যে এখানে কেবল উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধিই করতে পারি তাই নয়, উপরন্তু একটি নোতুন শক্তির সৃষ্টিও করতে পারি—সে শক্তি হল গণশক্তি।[৩]

একটি মাত্র শক্তির মধ্যে বহু শক্তির এই সম্মিলন থেকে নোতুন একটি শক্তির উদ্ভব ছাড়াও, কেবল সামাজিক সংস্পর্শ থেকেই অধিকাংশ শিল্পে জন্ম নেয় পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা ও প্রেরণার জৈব আবেগ, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিগত শ্রমিকের নৈপুণ্য উন্নীত হয়। সুতরাং আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকে ১২ ঘণ্টা করে কাজ করে এমন বার জন কিংবা পরপর বার দিন কাজ করছে এমন শ্রমিকের তুলনায়, একডজন শ্রমিক তাদের ১৪৪ ঘণ্টার শ্রম-দিবসে ঢের বেশি উৎপাদন করে।[৪] এর

---

১. "Concours de forces." (Destutt de Tracy, "Traite de la Volonte et de ses effets". Paris 1826)

২. এমন অসংখ্য প্রক্রিয়া আছে, যা এত সরল যে একাধিক অংশে ভাগ করা যায় না, যা অনেক জোড়া হাতের সহযোগিতা ছাড়া সম্পাদন করা যায় না। যেমন, একটা বড় গাছকে একটা মাল-গাড়ির উপরে তোলা·· এক কথায়, এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা অনেক জোড়া হাত একযোগে নিযুক্ত হয়ে একই সময়ে করতে হয়।" (ই. জি. ওয়েকফিল্ড : "এ ভিউ অব দি আর্ট অব কলোনাইজেশন", লণ্ডন ১৮৪৯, পৃঃ ১৬৮)।

৩. "যেমন এক টন ওজন একজন তুলতে পারে না, দশ জনকে কষ্ট করে তুলতে হয়, অথচ ১০০ জন তা করতে পারে কেবল প্রত্যেকের আঙুলের জোরে।" (জন বেলার্স "প্রোপোজালস ফর রেইজিং এ কলেজ অব ইণ্ডাস্ট্রী", লণ্ডন, ১৬৯৬ পৃঃ ২১)

৪. (৩০ একর করে এক-একটি জমিতে দশ জন কৃষকের দ্বারা নিযুক্ত হবার পরিবর্তে, যখন ৩০০ একর পরিমাণ একটি জমিতে একজন কৃষকের দ্বারা নিযুক্ত হয় একই সংখ্যক মুনিষ,) তখন পরিচারকদের অনুপাতেও একটি সুবিধা হয়, যে সুবিধাটি

কারণ এই যে, মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব[১], যে কথা অ্যারিস্তোতল বলে গেছেন, তা নাও হয়, তবু সে অবশ্যই একটি সামাজিক জীব।

যদিও এক দল মানুষ একই সময়ে একই কাজ বা একই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকতে পারে, তবু প্রত্যেকের শ্রম, সমষ্টিগত শ্রমের অংশ হিসাবে, শ্রম-প্রক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে পারে—যে প্রক্রিয়াটির সমস্ত পর্যায়ের মাধ্যমে, সহযোগের ফলশ্রুতি হিসাবে, তাদের শ্রমের বিষয়টি অধিকতর দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে। যেমন, যদি এক ডজন রাজমিস্ত্রি নিজেদেরকে এক সারিতে এমনভাবে স্থাপন করে, যাতে তারা একটি মইয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাথর তুলে দিতে পারে, তা হলে তাদের প্রত্যেকেই একই জিনিস করে থাকে, তবু কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্ন কাজগুলি হয়ে ওঠে একটি সমগ্র কর্মকাণ্ডের পরস্পর-সংযুক্ত অংশ, এই অংশগুলি হচ্ছে বিশেষ বিশেষ পর্যায় যাদের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি পাথরকেই পার হতে হয়, প্রত্যেকটি লোক যদি আলাদা আলাদা ভাবে মই বেয়ে আপন আপন বোঝা নিয়ে ওঠা-নামা করত; তা হলে তারা যত তাড়াতাড়ি তা উপরে তুলতে পারত, তার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি ঐ পাথর-গুলিকে উপরে তোলা যায় যদি ঐ এক সারি লোকের ২৪টি হাত সে কাজটি করে।[২]

হাতে-কলমে যারা কাজ করায় তারা ছাড়া অন্যরা এত সহজে বুঝতে পারবে না; কারণ এটা বলাই স্বাভাবিক যে, ৪-এর অনুপাতে ১-ও যা, ১২-র অনুপাতে ৩-ও তাই; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তা হয় না; কেননা ফসল কাটার সময়ে এবং অন্যান্য যেসব কাজে একই সঙ্গে অনেক হাত লাগাতে হয়, কাজটা আরো ভালভাবে এবং আরো তাড়াতাড়ি যায়; দৃষ্টান্ত হিসাবে, ফসল গোলাজাত করার কাজে ২ জন গাড়োয়ান, ২ জন মুটে, ২ জন কোদালী, ২ জন ঝাড়ুদার এবং বাকিরা একটি গোলাঘরে বা খামার-বাড়িতে যে-পরিমাণ কাজ করে, তা সেই একই সংখ্যক লোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন খামারে যা করে, তার তুলনায় দ্বিগুণ।" ("অ্যান ইনকুইরি ইনটু দি কয়েকজন বিটুইন দি প্রেজেণ্ট প্রাইস অব প্রভিসনস্ অ্যাণ্ড দি সাইজ অব ফার্মস।"—এ ফার্মার, লণ্ডন, ১৭৭৩, পৃঃ ৭, ৮।)

১. যথাযথভাবে অ্যারিস্তোতল-এর সংজ্ঞা হল, মানুষ স্বভাবতই একটি শহরবাসী নাগরিক। সংজ্ঞাটি প্রাচীন চিরায়ত সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক, যেমন ফ্র্যাংকলিন-প্রদত্ত 'হাতিয়ার-তৈয়ারকারী জীব' হিসাবে মানুষের সংজ্ঞাটি ইয়াংকি-সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক।

২. "On doit encoreremarquer que cette division partielle de travail peut se faire quand meme les ouvriers sont occupes d'une meme besogne. Des macons par exemple, occupes a faire passer de mains en mains des briques a un echafaudage superieur, font tous la meme besogne, et pourtant il existe parmi euxune espece de division de travail, qui consiste en ce que chacun d'eux fait passer la brique par un espace donne,et que tous ensemble la font parvenir beakcoup

বিষয়টিকে একই দূরত্বে বয়ে নেওয়া যায় অল্পতর সময়ের মধ্যে। আবার যখন, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, একটি বিল্ডিং-এর বিভিন্ন পার্শ্বে একই সঙ্গে হাত লাগানো হয়, তখনো একটি শ্রম-সংযোজন ঘটে থাকে, যদিও এখানেও সহযোগী রাজমিস্ত্রিরা একই কাজ বা একই ধরনের কাজ করতে থাকে। একজন রাজমিস্ত্রি বারো দিন বা ১৪৪ ঘণ্টা যা করে, তার চেয়ে ১২ জন রাজমিস্ত্রি তাদের ১৪৪ ঘণ্টার সমষ্টিগত শ্রম-দিবসে ঐ বিল্ডিংটি নির্মাণে ঢের বেশি অগ্রগতি করে। এর কারণ এই যে, একসঙ্গে কর্মরত লোকদের একটি দলের পেছনে ও সামনে উভয় দিকেই হাত ও চোখ থাকে এবং একটা মাত্রা পর্যন্ত তা সর্বত্রচারী। আরব্ধ কাজটির সমস্ত অংশ যুগপৎ এগিয়ে যায়।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা এই বিষয়টির উপরে জোর দিয়েছি যে, বহু মানুষ একই কাজে বা একই ধরনের কাজে লিপ্ত হয়, কেননা যৌথ শ্রমের সবচেয়ে সরল এই রূপটি সহযোগের ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে, এমনকি সহযোগের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ-বিকশিত পর্যায়টিতেও। কাজটি যদি জটিল হয়, তা হলে সহযোগকারী লোকদের নিছক সংখ্যাই বিভিন্ন কর্ম-প্রক্রিয়াটিকে বিভিন্ন হাতে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেবার এবং একই সঙ্গে সেগুলিকে চালিয়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। গোটা কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এইভাবে হ্রস্বীভূত হয়।[১]

অনেক শিল্পে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির দ্বারা নির্ধারিত সংকট সময়-সীমা আছে যার মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি ফল অবশ্যই লাভ করতে হবে। যেমন, যদি একপাল ভেড়ার লোম কেটে নিতে হয়, কিংবা একটি গমের ক্ষেতের ফসল কাটতে এবং গোলাজাত করতে হয় তাহলে উৎপন্ন জিনিসটির গুণমান ও পরিমাণ নির্ভর করবে কাজটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুরু করা ও শেষ করার উপরে। এই ধরনের ব্যাপারগুলিতে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে কতটা সময় নেওয়া উচিত তা নির্দিষ্ট করা থাকে, ঠিক যেমন হেরিং মাছ ধরার ব্যাপারে। একজন মানুষ একটি স্বাভাবিক দিবস থেকে, ধরুন, ১২ ঘণ্টার বেশি একটি শ্রম-দিবস

---

plus promptement a l'endroit marque qu'ils ne le feraient si chacun d'eux portait sa brique separement jusqu'a l'echafaudage superieur." (F. Skarbek : "Theorie des richesses sociales.") paris 1839 t. i, pp. 97, 98.

১. "Est-il question d'executer un travial complique, plusieurs choses doivent etre faites simu tanement. L'un en fait une pendant que l'autre en fait une autre, et tous contribuent a l'effet qu'un seul homme n'aurait pu produire. L'un rame pendant que l'autre tient le gouvernail, et qu'un troisieme jette le filet ou harponne le posson, et la peche a un succes impossible sans ce concours.'' (Destutt de Tracy, Traite de la volonte et de ses effets. Paris 1826.)

বার করে নিতে পারে না, কিন্তু পরস্পরের সহযোগকারী ১০০ জন মানুষ ১২০০ ঘণ্টা পর্যন্ত একটি শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করতে পারে। উক্ত কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়কালের এই যে হ্রাস-সাধন, তা পুষিয়ে দেওয়া হয় উৎপাদন ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে বিপুল পরিমাণ শ্রম কাজে লাগিয়ে দিয়ে। যথোচিত সময়ের মধ্যে কর্তব্য-কর্মটি সম্পূর্ণ হবে কিনা তা নির্ভর করে বহুসংখ্যক সংযোজিত শ্রম-দিবসের প্রয়োগের উপরে, প্রয়োজনীয় ফলের পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমিকের সংখ্যার উপরে, কিন্তু ঐ একই সময়ের মধ্যে একই পরিমাণ কাজ করতে যতজন বিচ্ছিন্ন শ্রমিকের দরকার হয় তাদের সংখ্যার তুলনায় উপরিলিখিত শ্রমিকদের সংখ্যা সব সময়েই কম।[১] এই ধরনের সহযোগের অভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে বিপুল পরিমাণ শস্য এবং পূর্ব ভারতের সেই সব অংশে, যেখানে ইংরেজ প্রাচীন জন-সমাজগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, সেখানে বিপুল পরিমাণ তুলো প্রতি বছর নষ্ট হয়।[২]

এক দিকে, সহযোগের কাজটিকে একটি বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়; এর জন্য কয়েক ধরনের প্রতিষ্ঠান আবশ্যিক ভাবেই প্রয়োজন হয়; যেমন পয়ঃপ্রণালীর সংস্থান, বাঁধ (ডাইক) নির্মাণ, সেচের বন্দোবস্ত এবং খাল, রাস্তা ও রেলপথের ব্যবস্থা। অন্যদিকে, উৎপাদনের আয়তন সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এর কারণে সম্ভব হয় কর্মাঙ্গনের পরিধির সংকোচ সাধন। আয়তনের সম্প্রসারণ, যার ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কাটছাঁট করা সম্ভব হয়—সেই আয়তনগত সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ বা তজ্জনিত কর্মাঙ্গনের সংকোচন ঘটে শ্রমিকদের একত্রীভবন, বিবিধ প্রক্রিয়ার সংযোজন এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণের কেন্দ্রীভবন থেকে।[৩]

---

১. "সংকট-ক্ষণে এটা (কৃষিকাজ) করার গুরুত্ব আরো ঢের বেশি।" ("অ্যান ইনকুইরি ....") অ্যান ইনকুইরী ইনটু দি কানেকসন বিটুইন দ্য প্রেজেণ্ট প্রাইস পৃ ৯১ "কৃষিতে সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেব।" (**Liebig: "Ueber Theorie und praxis in der Landwirtschaft." 1856, P. 23**)

২. "দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি, যা এমন একটি দেশে, যে-দেশ সম্ভবতঃ চীন ও ইংল্যাণ্ডকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে বেশি শ্রম রপ্তানি করে, সে দেশ কেউ আশংকা করে না—তুলো সাফ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোক সংগ্রহের অসম্ভাব্যতা। এর ফল দাঁড়ায় এই যে এর অনেকটাই পড়ে থাকে আ-বাছাই অবস্থায়, আরেকটা অংশ মাটি থেকে জড় করা হয় যখন তা বিবর্ণ হয়েও অংশতঃ নষ্ট হয়ে গিয়েছে; সুতরাং উপযুক্ত ঋতুতে শ্রমের অভাবে কৃষককে মেনে নিতে হয় সেই ফসলের একটা বড় অংশের লোকসান, যে-ফলের জন্য ইংল্যাণ্ড ব্যগ্র ভাবে তাকিয়ে আছে।" ("বেঙ্গল হরকরা," বৈদেশিক সংবাদের সংক্ষিপ্তসার, ২২শে জুলাই, ১৮৬১)।

৩. কৃষির অগ্রগতি-ক্রমে "সমস্ত, এবং সম্ভবতঃ সমস্তেরও বেশি, মূলধন এবং শ্রম যা একসময়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ৫০০ একর জমিতে ছড়িয়ে ছিল, তা এখন ১০০ একর

আলাদা আলাদা শ্রম-দিবসের যোগফল একটি সংযোজিত শ্রম-দিবসের সমান হলেও প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বৃহত্তর পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করে এবং এইভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় ফল উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রম-সময়ের হ্রাসসাধন করে। যেহেতু তা শ্রমের যান্ত্রিক শক্তি বাড়িয়ে দেয় কিংবা তার কাজের পরিধিকে একটি বৃহত্তর জায়গায় ছড়িয়ে দেয় কিংবা উৎপাদনের আয়তনের তুলনায় উৎপাদনের ক্ষেত্রটিকে ছোট করে আনে কিংবা সংকট মুহূর্তে বিপুল পরিমাণ শ্রমকে কাজে লাগায় কিংবা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়, এবং তাদের মধ্যে জৈব কর্মোদ্যম জাগিয়ে দেয় কিংবা বহুসংখ্যক মানুষের দ্বারা পরিচালিত অনুরূপ কর্ম-কাণ্ডের উপরে অনবচ্ছিন্নতা ও বহুমুখিতার ছাপ এঁকে দেয় কিংবা একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে কিংবা যৌথ ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন-উপকরণাদির সাশ্রয় ঘটায় কিংবা ব্যক্তিগত শ্রমকে সামাজিক শ্রমের চরিত্র দান করে, সেই হেতু একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংযোজিত শ্রম-দিবসটি এই বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি অর্জন করে কিনা—উল্লিখিত হেতুগুলির মধ্যে যে কোনোটিই এই বৃদ্ধির কারণ হোক না কেন, সংযোজিত শ্রম-দিবসটির বিশেষ উৎপাদিকা শক্তিটি সমস্ত অবস্থাতেই হচ্ছে শ্রমের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি কিংবা সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি। সহযোগই হচ্ছে এই শক্তির কারণ। শ্রমিক যখন নিয়মিত ভাবে অন্যান্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, সে তখন তার ব্যক্তিগত চরিত্রের বন্ধনগুলি থেকে যুক্ত হয় এবং তার প্রজাতির চারিত্র-ক্ষমতাগুলির অধিকারী হয়।[১]

সাধারণ নিয়ম এই যে, এক জায়গায় আনীত না হলে শ্রমিকেরা সহযোগিতা করতে পারে না: তাদের এই এক জায়গায় সমাবেশ তাদের সহযোগের একটি আবশ্যিক শর্ত। সুতরাং মজুরি-শ্রমিকরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগ করতে পারে না, যদি তারা একই মূলধনের দ্বারা, একই ধনিকের দ্বারা, একই সঙ্গে নিযুক্ত না হয় এবং

জমির আরো ভালভাবে চাষের জন্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে।" যদিও "বিনিয়োজিত মূলধন ও শ্রমের অনুপাতে স্থানের পরিসর কেন্দ্রীভূত, তবু আগে উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র উৎপাদন যতটা উৎপাদনক্ষেত্র দখল করে রাখত ও কাজে লাগাত, তার তুলনায় পরিবর্ধিত উৎপাদন-ক্ষেত্র।" (আর. জেন্স: "অ্যান এসে অন দি ডিস্ট্রিবিউশন অব ওয়েলথ," প্রথম খণ্ড, খাজনা প্রসঙ্গে', পৃঃ লণ্ডন ১৮৩১ ১৯১)।

১. "La forza di ciascuno uomo e minima ma la riunione delle minime forze forma una forza totale maggiore anche della somma delle forze medesime fino a che le forze per essere riunite possono diminuere il tempo ed accrescere lo spazio della loro azione." (G. R. Carli, Note to P. Verri, Meditazioni sulla Economia Politica." In "Serittori Clessiei Italiani di Economia Politica. Parte Moderna." vol. xv. Milano 1804.)

সেই কারণে একই সঙ্গে ক্রীত না হয়। এই শ্রম-শক্তিসমূহের এক দিনের মোট মূল্য কিংবা এই শ্রমিকদের এক দিনের মজুরিসমূহের পরিমাণ উৎপাদন-প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সমবেত করার আগেই ধনিকের পকেটে প্রস্তুত রাখতে হবে। একটা গোটা বছর জুড়ে সপ্তাহে সপ্তাহে একটি ক্ষুদ্রতর সংখ্যক মানুষের মজুরি দেবার জন্য যে মূলধন বিনিয়োগের দরকার হয়, তার তুলনায় ৩০০ শ্রমিকের এক-কালীন মজুরি দেবার জন্য, যদিও মাত্র এক দিনের জন্য, বৃহত্তর পরিমাণ বিনিয়োগের দরকার হয়। অতএব, সহযোগকারী শ্রমিকদের সংখ্যা অথবা উৎপাদনের আয়তন নির্ভর করে, প্রথমতঃ শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যক্তিগত ধনিক কত পরিমাণ মূলধন খাটাতে পারে, তার উপরে, অর্থাৎ কত সংখ্যক শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণাদির ব্যবস্থা একজন ধনিক করতে পারে, তার উপরে।

এবং অস্থির মূলধনের ক্ষেত্রেও যেমন, স্থির মূলধনের ক্ষেত্রেও তেমন। নমুনা হিসাবে, ১০ জন করে শ্রমিক নিয়োগ করে এমন ৩০ জন ধনিকের প্রতি-একজনের বেলায় যে-পরিমাণ কাঁচা মাল বিনিয়োগের দরকার হয়, ৩০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে এমন একজন ধনিকের বেলায় তুলনায় ৩০ গুণ বেশি কাঁচামালের দরকার হয়। একথা ঠিক যে, শ্রমিক-সংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পায়, যৌথ ভাবে ব্যবহৃত শ্রম-উপকরণসমূহের মূল্য ও পরিমাণ সেই একই হারে বৃদ্ধি পায়না, কিন্তু তারা বেশ লক্ষণীয় ভাবেই বৃদ্ধি পায়। অতএব, মজুরি-শ্রমিকদের পারস্পরিক সহযোগের একটি বাস্তব শর্তই হচ্ছে ব্যক্তিগত ধনিকের হাতে বড় বড় পরিমাণ মূলধনের কেন্দ্রীভবন—এবং এই সহযোগ কিংবা উৎপাদন-আয়তনের মাত্রা নির্ভর করে এই কেন্দ্রীভবনের উপরে।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, যাতে করে যুগপৎ নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা এবং, কাজে কাজেই, উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ স্বয়ং নিয়োগকারীকে দৈহিক শ্রম থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে এবং তাকে ক্ষুদ্র মালিক থেকে একজন ধনিকে রূপান্তরিত করার পক্ষে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তার জন্য একটি বিশেষ পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। এখন আমরা দেখছি যে, বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করার জন্যও একটি ন্যূনতম পরিমাণ মূলধন হল একটি অপরিহার্য শর্ত।

আমরা প্রথমে আরো দেখেছিলাম যে, শ্রমিক নিজের জন্য কাজ করার পরিবর্তে কাজ করে ধনিকের জন্য এবং স্বভাবতই তার অধীনে—এই ঘটনারই একটি আনুষ্ঠানিক ফলশ্রুতি হচ্ছে মূলধনের কাছে শ্রমের বশ্যতা। বহু সংখ্যক মজুরি-শ্রমিকের সহযোগের মাধ্যমে মূলধনের কর্তৃত্ব খোদ শ্রম-প্রক্রিয়াটিকেই চালিয়ে নিয়ে যাবার একটি পূর্বশর্তে, উৎপাদনের একটি যথার্থ পূর্বশর্তে পরিণতি লাভ করে। রণক্ষেত্রে সেনাপতির কর্তৃত্ব যেমন অপরিহার্য, শ্রম ক্ষেত্রেও এখন ধনিকের কর্তৃত্ব তেমন অপরিহার্য।

ব্যক্তিগত শ্রমিকদের কাজকর্মগুলিকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত করার জন্য এবং যে সমস্ত সাধারণ কর্তব্যগুলির উৎপত্তি সম্মিলিত সংগঠনটির বিভিন্ন অঙ্গ থেকে না ঘটে,

ঘটে সমগ্র সংগঠনটি থেকে, সেই সমস্ত কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত বৃহদায়তন সম্মিলিত শ্রমেরই চাই মোটামুটি একটি নির্দেশক কর্তৃপক্ষ। একজন একক বেহালা-বাদক নিজেই নিজের নির্দেশক; কিন্তু বৃন্দ-বাদনে চাই একজন স্বতন্ত্র নির্দেশক। যে মুহূর্তে মূলধনের নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রম পরস্পর সহযোগী হয়, সেই মুহূর্ত থেকে নির্দেশনা তদারকি ও সমন্বয়সাধন মূলধনের অন্যতম কাজ হয়ে ওঠা মাত্র তা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পরিচালিকা প্রেরণা, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব অধিকতম পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেওয়া এবং স্বভাবতই শ্রম-শক্তিকে যথাসম্ভব অধিকতম মাত্রায় শোষণ করা।[১] সহযোগকারী শ্রমিকদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, মূলধনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধও ততটা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে পালটা চাপের সাহায্যে তাদের প্রতিরোধকে অতিক্রম করার আবশ্যকতাও বৃদ্ধি পায়। ধনিক যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভোগ করে, তা কেবল সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দরুণই নয়, উপরন্তু সেই সঙ্গে এটা সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়া শোষণের একটি অনুষঙ্গও বটে এবং স্বভাবতই এক দিকে শোষক ও অন্য দিকে জীবন্ত ও শ্রমরত কাঁচামাল, যা সে শোষণ করে—এই দুয়ের মধ্যকার অপরিহার্য বৈরিতার মধ্যে প্রোথিতও বটে।

আবার উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, যা এখন আর শ্রমিকের সম্পত্তি নয়, মালিকের সম্পত্তি, তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার অনুপাতে, এইসব উপায়-উপকরণের সঠিক প্রয়োগের উপরে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতাও বৃদ্ধি পায়।[২] অধিকন্তু, মজুরি-

১. "মুনাফা··হল ব্যবসার একমাত্র লক্ষ্য।" (জে ভ্যাণ্ডারলিণ্ট, মানি অ্যানসারস অল থিংস, লণ্ডন ১৩৭৪ পৃঃ ১১)।

২. 'স্পেক্টেটর নামে ঐ ফিলিস্তিন কাগজটা লিখেছে যে, 'ওয়্যার-ওয়র্ক কোম্পানি অব ম্যাঞ্চেস্টার'-এ ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে এক ধরনের শরিকি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে প্রথম ফল হয়েছিল অপচয়ের দারুণ হ্রাস, শ্রমিকেরা বুঝতে পারল কেন তারা নিজেদের, এবং, সেই সঙ্গে, তাদের মালিকদের সম্পত্তির অপচয় ঘটাবে; সম্ভবতঃ কারখানায় লোকসানের কারণ হিসাবে, ফেরৎ-না-পাওয়া ধারের পরেই অপচয়ের স্থান।" একই পত্রিকা আবার দেখতে পায় যে রচডেল-সমবায়-পরীক্ষার প্রধান ত্রুটিটি হল এই: "তারা দেখিয়ে দিয়েছিল যে শ্রমিকদের সংগঠন কারখানা, কর্মশালা এবং প্রায় সব রকমের শিল্পই সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারে এবং তারা তৎক্ষণাৎ লোকগুলির অবস্থার উন্নতি বিধান করল; কিন্তু তারা মালিকদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্দেশ করল না।" কী ভয়ানক ব্যাপার! **Quella horreur!**

শ্রমিকদের এই সহযোগ সমগ্র ভাবেই সংঘটিত হয় মূলধনের দ্বারা, যে মূলধন তাদের নিয়োগ করে। একটি উৎপাদক-সমষ্টিতে তাদের সম্মেলন এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্মগুলির মধ্যে সংযোগ-সাধন তাদের কাছে অপরিচিত ও বহিরাগত ; এই ব্যাপার দুটি তাদের কাজ নয়, কিন্তু মূলধনটির কাজ হচ্ছে যে সে তাদের এক জায়গায় জড় করে এবং একত্রিত রাখে তার কাজ। সুতরাং তাদের বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যে এই সংযোগ তাদের কাছে ভাগবত ভাবে প্রতীয়মান হয় ধনিকের একটি পূর্ব-চিন্তিত পরিকল্পনার আকারে এবং কার্যতঃ সেই ধনিকের কর্তৃত্বের আকারে, যে ব্যক্তি তাদের কাজকর্মকে তার নিজের উদ্দেশ্যে বশীভূত করেছে এমন অন্য একজনের ইচ্ছাশক্তির আকারে। যদি সেক্ষেত্রে ধনিকের নিয়ন্ত্রণ খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিজেরই দ্বিবিধ প্রকৃতির দরুণ মর্মগত ভাবে দ্বিবিধ হয়—যে-উৎপাদন-প্রক্রিয়া, এক দিক থেকে, ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের জন্য একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং, অন্য দিক থেকে, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্যও একটি প্রক্রিয়া, তা হলে রূপগত ভাবে তা স্বৈরতান্ত্রিক। সহযোগের আয়তন যতই বৃদ্ধি পায়, এই স্বৈরতন্ত্রও ততই একান্ত ভাবে স্বকীয় বিশেষ বিশেষ ধারণ করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বলতে যা বোঝায়, তা শুরু করার মত ন্যূনতম পরিমাণে মূলধন পৌঁছে গেলেই যেমন প্রথমে ধনিক সত্যকার শ্রম থেকে নিষ্কৃতি পায়, ঠিক তেমনি এখন সে ব্যক্তিগত শ্রমিকদের ও শ্রমিক-গোষ্ঠীদের প্রত্যক্ষ ও নিরন্তর তদারকির কাজ এক বিশেষ ধরনের মজুরি-শ্রমিকের হাতে তুলে দেয়। সত্যকার সেনাবাহিনীর মত, শিল্প-শ্রমিক বাহিনীরও চাই একজন ধনিকের অধিনায়কত্বের অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক অফিসার (ম্যানেজার) ও সার্জেন্ট (ফোরম্যান ও ওভারসিয়ার), যারা কাজ চলাকালে ধনিকের নামে নির্দেশ দেয়। তদারকির কাজই হয় তাদের সুনির্দিষ্ট ও একমাত্র কাজ। দাস-শ্রম কর্তৃক উৎপাদনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন কৃষক ও কারিগরদের উৎপাদন-পদ্ধতি তুলনা করার সময়ে অর্থনীতিবিদ্ তদারকির এই শ্রমকে গণ্য করেন উৎপাদনের 'faux taris' হিসাবে।[১] ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিবেচনাকালে তিনি কিন্তু উল্টো ভাবে, শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগী প্রকৃতি-জনিত এই নিয়ন্ত্রণের কাজটিকে উক্ত প্রক্রিয়ার ধনতান্ত্রিক প্রকৃতি-জনিত এবং ধনিক ও শ্রমিকের সংঘাত-জনিত এই নিয়ন্ত্রণের ভিন্নতর কাজটির

---

১. উত্তর আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাসদের দ্বারা উৎপাদনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রমের তদারকি—একথা বলার পরে অধ্যাপক কেয়ার্নেস বলেন, (উত্তরের) চাষী-মালিক তার শ্রমের গোটা ফসলটাই পায় ; তাই শ্রমের জন্য তার কোনো প্রেরণার দরকার হয় না। তদারকি এখানে সম্পূর্ণ বাতিল। (কেয়ার্নেস : 'দি স্লেভ পাওয়ার,' লণ্ডন, ১৮৮২। পৃঃ ৪৮, ৪৯)।

সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করে থাকেন।[১] কোন লোক শিল্পের নেতা বলেই ধনিক নয়, বরং সে ধনিক বলেই শিল্পের নেতা। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক আমলে ভূমি-সম্পত্তির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিল সেনাপতি ও বিচারকের কাজ, ঠিক তেমনি মূলধনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিল্পের নেতৃত্ব।[২]

যে পর্যন্ত না শ্রমিক তার শ্রমশক্তিকে বেচে দেবার জন্য ধনিকের সঙ্গে তার দর কষাকষি সম্পন্ন করেছে, সে পর্যন্ত সে তার শ্রমশক্তির মালিক থাকে; এবং তার যা আছে তার বেশি, অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন-শ্রমশক্তির বেশি, সে কিছু বিক্রি করতে পারে না। একজন মানুষের শ্রমশক্তির জায়গায় ধনিক যে ১০০ জনের শ্রমশক্তি ক্রয় করে, এবং একজনের জায়গায় ১০০ জন অসংযুক্ত মানুষের সঙ্গে আলাদা আলাদা চুক্তিতে প্রবেশ করে, এই ঘটনার দ্বারা উল্লিখিত পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। তাদের পরস্পরের সঙ্গে সহযোগ করতে না দিয়ে ধনিক ঐ ১০০ জন মানুষকে কাজে লাগাবার স্বাধীনতা ভোগ করে। সে তাদেরকে প্রদান করে ১০০ আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র শ্রমশক্তির মূল্য, কিন্তু ঐ ১০০ জনের সংযোজিত শ্রমশক্তির মূল্য প্রদান করে না। যেহেতু পরস্পর-নিরপেক্ষ, সেহেতু শ্রমিকেরা হল ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি, যারা ধনিকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে নয়। পরস্পরের সঙ্গে এই সহযোগ শুরু হয় কেবল শ্রম-প্রক্রিয়া শুরু হবার সঙ্গেই, কিন্তু তখন তারা আর নিজেদের মালিক থাকে না। শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে তারা মূলধনের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়। সহযোগকারী হিসাবে, একটি কর্ম-নিযুক্ত সংগঠন হিসাবে, তারা পরিণত হয় মূলধনেরই অস্তিত্বের বিশেষ বিশেষ ধরণে। সুতরাং পারস্পরিক সহযোগে কাজ করার সময়ে শ্রমিক যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটায়, তা মূলধনেরই উৎপাদিকা শক্তি। যখনি শ্রমিকদেরকে বিশেষ অবস্থায় স্থাপন করা হয়, তখনি বিনামূল্যে এই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে; এবং সেই বিশেষ অবস্থায় মূলধনই তাদেরকে স্থাপন করে। যেহেতু এই উৎপাদিকা শক্তির জন্য মূলধনের কিছুই ব্যয় হয় না অথচ যেহেতু অন্য দিকে তার শ্রম মূলধনের মালিকানায় যাবার আগে শ্রমিক নিজে তা উৎপাদন করেনা, সেহেতু তা প্রতীয়মান হয় এমন একটি শক্তি হিসাবে যা দিয়ে প্রকৃতি যেন মূলধনকে সমৃদ্ধ করেছে— এমন একটি উৎপাদিকা শক্তি যা যেন মূলধনেরই অন্তর্নিহিত।

---

১. স্যার জেমস স্টুয়ার্ট, বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেকার পার্থক্যের উপরে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্য যিনি উল্লেখযোগ্য, বলেন, "ক্রীতদাসদের সরলতার নিকটতর হয়ে, ম্যানুফ্যাকচার-পদ্ধতিতে উৎপাদনকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত শিল্পকে কেন ধ্বংস করে? ("প্রিন্সিপ্‌লস অব পলিটিক্যাল ইকনমি," লণ্ডন ১৭৬৭, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৬৭, ১৬৮)।

২. এ কোঁৎ এবং তার অনুগামীরা দেখাতে পারতেন যে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা হল একটি শাশ্বত প্রয়োজন, যেমন তাঁরা দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক প্রভুদের বেলায়।

সরল সহযোগের বিরাট বিরাট ফলশ্রুতি প্রাচীন এশিয়াবাসী, মিশরবাসী, এত্রুরিয়াবাসী প্রভৃতিদের অতিকায় ইমারতগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। "অতীত কালে এমন ঘটেছে যে প্রাচ্যের এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সামরিক ও অসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খরচ যুগিয়েও, নিজেদের অধিকারে এমন পরিমাণ উদ্বৃত্ত পেত, যা তারা জমকালো বা প্রয়োজনীয় নির্মাণ-কার্যে প্রয়োগ করতে পারত এবং এই সমস্ত নির্মাণকার্যে প্রায় সমগ্র অ-কৃষক জনসংখ্যার হাত ও বাহুর উপরে তাদের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেছে বিশাল বিশাল সৌধ, যা আজও তাদের শক্তির পরিচয় বহন করে। নীল নদের উর্বর উপত্যকা…দ্রুত-বর্ধমান অ-কৃষক জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন করত এবং রাজা ও পুরোহিততন্ত্রের মালিকানাধীন এই খাদ্যসম্ভার বিশাল বিশাল সৌধ নির্মাণের ব্যয়ভার যোগাত—যে সৌধগুলি ভরে রেখেছিল গোটা দেশটিকে।…অতিকায় মূর্তিসমূহ ও তাদের সুবিশাল আকার, যাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণ বিস্ময় সৃষ্টি করে, সেগুলির স্থানান্তর সাধনে অমিত হস্তে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রায় একক ভাবেই মনুষ্য-শ্রম। শ্রমিকদের সংখ্যা ও একত্রীভূত চেষ্টাই ছিল যথেষ্ট। আমরা দেখি সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত বিশাল প্রবালস্তূপের দ্বীপ ও সুদৃঢ় ভূমিতে তার পরিণতি, যদিও প্রত্যেকটি প্রবালের একক অবদান ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অবজ্ঞেয়। এশীয় রাজতন্ত্রের অধীনস্থ অ-কৃষক শ্রমিকদের ব্যক্তিগত শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া দেবার মত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যাই তাদের বল এবং এই জনসমষ্টিগুলিকে চালাবার শক্তিই উদ্ভব ঘটিয়েছে কত প্রাসাদ ও মন্দিরের, কত পিরামিড ও অতিকায় মূর্তিবাহিনীর, যাদের ধ্বংসাবশেষগুলি পর্যন্ত আমাদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। এক বা কয়েকের হাতে কেন্দ্রীভূত রাজস্ব থেকে তাদের পোষণ করা হত বলেই এই ধরনের কর্মকাণ্ড সম্ভব হয়েছিল।"[১] এশীয় ও মিশরীয় রাজাদের এবং এত্রুরিয়ার দিব্য শাসক প্রভৃতিদের এই শক্তি এখন স্থানান্তরিত হয়েছে ধনিকের হাতে, তা সে একজন বিচ্ছিন্ন ধনিকই হোক কিংবা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলির মত সমষ্টিগত ধনিকই হোক।

মানবিক বিকাশের ঊষাকালে আমরা মৃগয়াজীবী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে[২] অথবা, ধরুন, ভারতীয় জনসমাজগুলির কৃষিকার্যের মধ্যে যে ধরনের সহযোগ লক্ষ্য করি, তার ভিত্তি ছিল, একদিকে, উৎপাদনের উপায়গুলির উপরে যৌথ মালিকানা এবং, অন্যদিকে, এই

১. আর. জোনস, "টেক্সট বুক অব লেকচারস", পৃঃ ৭৭, ৭৮। লণ্ডন ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজধানীতে প্রাচীন আসিরীয়, মিশরীয় ও অন্যান্য সংগ্রহগুলির কল্যাণে আমরা সহযোগমূলক উৎপাদন-পদ্ধতিগুলি কিভাবে পরিচালিত হত, তার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করি।

২. লিংগুয়েৎ বোধহয় ঠিক, যখন তিনি তাঁর "Theorie des Lois Civiles"-এ ঘোষণা করেন, "শিকারই হল সহযোগের আদি রূপ, এবং মানুষ-শিকারই (যুদ্ধই) হল শিকারের আদিতম রূপগুলির মধ্যে একটি।"

ঘটনাটির উপরে যে, ঐসব ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি মৌমাছি তার মৌচাকের সঙ্গে যতটা সংযোগ-বিচ্ছিন্ন, তার তুলনায় প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার গোষ্ঠী বা সমাজের সঙ্গে তার নাড়ির সংযোগ থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন নয়। উল্লিখিত এই দুটি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই এই সহযোগ ধনতান্ত্রিক সহযোগ থেকে ভিন্ন। প্রাচীন কালে, মধ্যযুগে এবং আধুনিক উপনিবেশগুলিতে যে সহযোগের বৃহদায়তন প্রয়োগের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়, তার ভিত্তি হচ্ছে আধিপত্য ও বশ্যতার সম্পর্কের উপরে, প্রধানতঃ ক্রীতদাসত্বের উপরে। বিপরীত দিকে, সহযোগের ধনতান্ত্রিক রূপটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে নেয় স্বাধীন মজুরি-শ্রমিকের অস্তিত্ব, যে তার শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করে ধনিকের কাছে। ঐতিহাসিক ভাবে, অবশ্য এই রূপটি বিকশিত হয় ক্ষুদ্র চাষীর কৃষিকর্ম ও স্বাধীন হস্তশিল্পের সঙ্গে বিরোধিতার পথে, তা সে হস্তশিল্প গিল্‌ডের অভ্যন্তরেই হোক বা না-ই হোক।[১] এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে, ধনতান্ত্রিক সহযোগ, সহযোগের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনা বরং স্বয়ং সহযোগই আত্মপ্রকাশ করে এমন একটি ঐতিহাসিক রূপ হিসাবে, যা উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বকীয় ও বিশেষ ভাবে পার্থক্য-সূচক একটি বৈশিষ্ট্য।

সহযোগিতা দ্বারা বিকশিত শ্রমের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি যেমন প্রতীয়মান হয় মূলধনের উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে, ঠিক তেমনি বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র শ্রমিকের দ্বারা, এমনকি, ক্ষুদ্র নিয়োগকারীদের দ্বারা সম্পাদিত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিতুলনায় স্বয়ং সহযোগও প্রতীয়মান হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে। চলমান শ্রম-প্রক্রিয়া যখন মূলধনের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে, তখন এই পরিবর্তনই হয় তার প্রথম অভিজ্ঞতা। এই পরিবর্তন ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। একই অভিন্ন প্রক্রিয়ায় বহুসংখ্যক শ্রমিকের নিয়োগ, যা এই পরিবর্তনের একটি আবশ্যিক শর্ত, তাই আবার ধনতান্ত্রিক উৎপাদনেরও সূচনা-বিন্দু। স্বয়ং মূলধনের জন্ম এই সূচনা-বিন্দুর সমকালীন। তা হলে, যদি একদিকে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া আমাদের কাছে ঐতিহাসিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক প্রক্রিয়ায় শ্রম-প্রক্রিয়ায় রূপান্তরণে আবশ্যিক শর্ত হিসাবে, তা হলে, অন্যদিকে, শ্রম-প্রক্রিয়ার এই সামাজিক রূপ আত্মপ্রকাশ করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তার অধিকতর লাভজনক ব্যবহার হিসাবে।

প্রাথমিক রূপে, যে রূপটিতে আমরা তাকে এতক্ষণ দেখেছি, সহযোগ সমস্ত বৃহদায়তন উৎপাদনেরই একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার

১. চাষীরা ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকর্ম এবং স্বাধীন হস্তশিল্প একযোগে তৈরি করে সামন্ত-তান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি; সেই পদ্ধতির অবসানের পরে তারা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির পাশাপাশি চালু থাকে; তারাই আবার গঠন করে চিরায়ত সমাজগুলির ভিত্তি—জমির যৌথ মালিকানার আদিম রূপ অন্তর্হিত হয়ে যাবার পরে এবং ক্রীতদাসতন্ত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার আগে।

বিকাশে তা একটি বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক কোন নির্দিষ্টরূপের প্রতিনিধিত্ব করেনা। বড় জোর, তা তেমন কিছু করে বলে মনে হতে পারে, তাও মোটামুটি ভাবেই, কেবল দুটি ক্ষেত্রে—প্রথমতঃ, ম্যানুফ্যাকচারের হস্তশিল্পবৎ সূচনার মধ্যে[১] এবং, দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-কর্মের সেই বৃহদায়তন রূপের মধ্যে, যা ম্যানুফ্যাকচার-যুগের সহগামী এবং যা যুগপৎ কর্মনিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ও তাদের ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-উপকরণাদির বিপুল সমাবেশের দ্বারা বিশেষিত। উৎপাদনের যেসব শাখায় মূলধন বৃহদায়তনে কাজ করে এবং শ্রম ও যন্ত্রপাতির বিভাজন কেবল গৌণ ভূমিকা পালন করে, সে সব শাখায় সরল সহযোগই হচ্ছে প্রচলিত রূপ।

সহযোগ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির চিরকালীন মৌল রূপ; যাইহোক, উৎপাদন-পদ্ধতির আরো পরিণত রূপগুলির পাশাপাশি সহযোগের প্রাথমিক রূপটিও টিকে থাকে।

১. "একই কাজে অনেকের একত্রে ঐক্যবদ্ধ দক্ষতা, পরিশ্রম ও প্রতিযোগিতা কি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটি পন্থা হবে না? এবং ইংল্যাণ্ড যে তার পশম-শিল্পোৎপাদনকে এত নিখুঁত করে তুলেছে, তা কি অন্য কোনো ভাবে সম্ভব হত?" (বার্কলে, "দি কোয়েরিস্ট", পৃঃ ৫৬, অনুচ্ছেদ : ৫২১)।

চতুর্দশ অধ্যায়

॥ শ্রম-বিভাগ ও ম্যানুফ্যাকচার ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ম্যানুফ্যাকচারের দ্বিবিধ উৎপত্তি ॥

শ্রম-বিভাগের উপরে যে সহযোগের ভিত্তি, তা ম্যানুফ্যাকচারে তার প্রতিভূ-রূপ ধারণ করে এবং 'ম্যানুফ্যাকচারের যুগ' বলতে সঠিক ভাবে যে যুগটিকে অভিহিত করা যায়, সেটা গোটা যুগটি জুড়ে তা থাকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার চরিত্র-রূপ। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ষোড়শ শতকের মধ্য ভাগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষ তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত এইযুগের বিস্তৃতি।

ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব ঘটে দুভাবে: (১) একটি মাত্র কর্মশালায় একজন মাত্র ধনিকের নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ আলাদা আলাদা হস্তশিল্পের অন্তর্গত কারিগরদের সমাবেশ— সম্পূর্ণ হতে হলে কোন জিনিসকে অবশ্যই এই কারিগরদের হাত দিয়ে পার হতে হবে। যেমন, একটি শকট অতীতে ছিল বহুসংখ্যক আলাদা আলাদা কারিগরের শ্রমের ফল, যথা 'হুইলরাইট' (যারা চাকা বানায়), 'হারনেস-মেকার' (যারা পশুটির সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে), 'টেইলর' (যারা দর্জির কাজ করে), 'লক-স্মিথ' (যারা তালা-চাবি ইত্যাদি বানায়), আপহলস্টারার' (যারা ভিতরের গদি-সাজসজ্জা ইত্যাদি তৈরি করে), 'টার্নার' (যারা কুঁদ বা খরাদের কাজ করে), 'ফ্রিঞ্জ-মেকার' (যারা ঝালর বানায়), 'গ্লেজিয়ার' (যারা কাঁচ বসায়), 'পেইণ্টার' (যারা রঙের কাজ করে), 'পলিশার' (যারা পালিশের কাজ করে), 'গিল্‌ডার' (যারা গিল্‌টি করে) ইত্যাদি ইত্যাদি। শকট-ম্যানুফ্যাকচারের কাজে কিন্তু এই সমস্ত কারিগর একই বাড়িতে সমবেত হয়। যেখানে তারা পরস্পরের হাত থেকে হাতে কাজ করে। এটা ঠিক যে, একটি শকট তৈরি হয়ে যাবার আগে সেটাকে গিল্‌টি করা যায় না। তবে একসঙ্গে যদি অনেকগুলি শকট তৈরি করা হয়, তা হলে কয়েকটি যখন গিল্‌টিকারদের হাতে, তখন কয়েকটি আবার পূর্ববর্তী কোন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে। এতদূর পর্যন্ত আমরা এখনো রয়েছি সরল সহযোগের পর্যায়ে, যে পর্যায়ে মাল-মশলাগুলি মানুষ ও জিনিসের আকারে হাতের কাছেই প্রস্তুত থাকে। কিন্তু অচিরেই ঘটে যায় এক গুরুত্বপূর্ণ

পরিবর্তন। দরজি, তালা-মিস্ত্রি প্রভৃতিরা একমাত্র শকটের কাজেই একান্ত ভাবে নিযুক্ত থাকায় তাদের প্রত্যেকেই অভ্যাসের অভাবে নিজ নিজ পুরনো হস্তশিল্পটি পুরোপুরি ভাবে সম্পাদন করার সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু অন্যদিকে, এখন তার কাজকর্ম একটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, তা ধারণ করে এমন একটি রূপ যা এই সংকীর্ণ কর্মপরিধির সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধাপে ধাপে শকট তৈরির কাজটি তার বিভিন্ন প্রত্যংশ-প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে যায়, তাদের প্রত্যেকটি আবার পরিণতি লাভ করে এক-একজন বিশেষ কারিগরের একান্ত কাজ হিসাবে, সমগ্র ভাবে ম্যানুফ্যাকচারটি সম্পাদিত হয় সম্মিলিত ভাবে বহু লোকের দ্বারা। এই একই ভাবে একজন মাত্র ধনিকের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন হস্তশিল্পের সংযোজনের মাধ্যমেই কাপড় তৈরির মত আরো একগাদা জিনিসের ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব ঘটে।[১]

(২) উল্লিখিত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়াতেও ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব ঘটে, যেমন, কাগজ, হরফ বা সূঁচ তৈরির মত একই কাজ বা একই ধরনের কাজ করে, এমন বহুসংখ্যক কারিগরকে একই কারখানায় একজন মাত্র ধনিকের দ্বারা নিয়োগের প্রক্রিয়ায়। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সরল ধরনের সহযোগ। এই কারিগরদের প্রত্যেকে (সম্ভবতঃ দু-একজন শিক্ষানবিশের সাহায্য নিয়ে) গোটা জিনিসটিকে তৈরি করে এবং স্বভাবতই সেই জিনিসটি উৎপাদন করতে যেসব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, সেগুলি সে একাই পরপর

---

১. একটি আরো আধুনিক দৃষ্টান্ত: লায়ন্স ও নাইম্‌স্‌-এর রেশম সুতো-কাটা ও বোনা "est toute patriarcale ; elle emploie beaucoup de femmes et d'enfants, mais sans les epuiser ni les corrompre ; elle les laisse dans leur belles vallees de la Drome, du Var, de l'Isere, de Vaucluse, pour y elever des vers et devider leurs cocns ; jamais elle n'entre dans une veritable fabrique. Pour etre aussi bien observe... le principe de la division du travail s'y revet d'un caractere special Il y a biendes devideuses des moulineurs, des teinturiers, des encolleurs, puis des tisserands ; mais ils ne sont pas reunis dans un meme etablissement. ne dependent pas d'un meme maitre tous ils sontindependants." (A. Blanqui :"Cours d'Econ. Industrielle." Recueilli-Para. Blais. Paris, 1838-39, p. 79)। ব্লাঁকি একথা লেখার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের স্বতন্ত্র শ্রমিক, কিছু মাত্রায়, বিবিধ কারখানায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। [এবং মার্কস উল্লিখিত কথা লেখার পর থেকে, শক্তি-চালিত তাঁত এই সব কারখানা আক্রমণ করেছে, এবং, এখন—১৮৬৬ সালে—হস্ত-চালিত তাঁতকে দ্রুতবেগে স্থানচ্যুত করছে। (চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজিত। এ ব্যাপারে ক্রেফেল্ড্ রেশম শিল্পেরও কিছু বলা আছে)—এফ এঙ্গেলস]

সম্পাদন করে। সে কাজ করে তার পুরনো হস্তশিল্পেরই কায়দায়। কিন্তু অতি শীঘ্রই বাইরের ঘটনাবলী একই জায়গায় বহুসংখ্যক কর্মীর এই সমাবেশকে এবং তাদের কাজের এই যুগপৎ সম্পাদনকে অন্য একটি কাজে ব্যবহার করতে বাধ্য করে। হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটির একটি বাড়তি পরিমাণ যোগাতে হবে। সুতরাং কাজটির পুনর্বণ্টন করা হয়। প্রত্যেকটি লোককে পরপর সব কটি প্রক্রিয়া না করতে দিয়ে, এই প্রক্রিয়াগুলিকে বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত করা হয়—যেগুলি সম্পাদিত হবে পাশাপাশি ; এক একটি খণ্ড প্রক্রিয়ার ভার দেওয়া হয় এক-একজন কর্মীকে এবং গোটা কাজটি যুগপৎ সম্পাদিত হয় পরস্পর-সহযোগী কর্মীদের দ্বারা। এই আপতিক পুনর্বণ্টন পুনরাবর্তিত হয় ; নোতুন সুবিধার উদ্ভব ঘটায় এবং কালক্রমে সুব্যবস্থিত শ্রম-বিভাগে দৃঢ় রূপে পর্যবসিত হয়। পণ্যটি আর কোন একজন স্বতন্ত্র কারিগরের ব্যক্তিগত শ্রম-ফল না থেকে, একটি কারিগর-সমষ্টির সামাজিক শ্রম-ফলে পরিণত হয়, ঐ কারিগরদের এক-একজন যার এক-একটি আংশিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করছে। যেখানে একটি জার্মান গিল্ড্-এর একজন কাগজ-নির্মাতার ক্ষেত্রে যে-প্রক্রিয়াগুলি একজন কারিগরের পরপর-করণীয় কাজ হিসাবে পরস্পরের মধ্যে মিলে যেত, সেই প্রক্রিয়াগুলিই আবার একটি ওলন্দাজ কাগজ-ম্যানুফ্যাকচারে সম্পাদিত হত বহুসংখ্যক কারিগরের দ্বারা পাশাপাশি-সম্পাদিত অনেকগুলি আংশিক প্রক্রিয়া হিসাবে। ন্যুরেমবার্গ গিল্ড-এর সুঁচ নির্মাতা ছিল ভিত্তি-প্রস্তর, যার উপরে নির্মিত হয়েছিল ইংরেজ সুঁচ ম্যানুফ্যাকচারের সৌধ। কিন্তু সেখানে ন্যুরেমবার্গে একজন মাত্র কারিগর সম্পাদন করত পরপর সম্ভবতঃ ২০টি প্রক্রিয়া, সেখানে ইংল্যাণ্ডে, বেশি দিন আগে নয়, ২০ জন সুঁচ-নির্মাতা পাশাপাশি প্রত্যেকে সম্পাদন করত ঐ ২০টি প্রক্রিয়ার মধ্যে মাত্র একটি প্রক্রিয়া ; এবং আরো অভিজ্ঞতার কল্যাণে এই ২০টি প্রক্রিয়ার প্রত্যেকেটিই আবার হল খণ্ডিত ও বিভক্ত এবং ন্যস্ত হল এক একজন আলাদা আলাদা কারিগরের একান্ত দায়িত্বে।

অতএব, যে পদ্ধতিতে ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব হয়, হস্তশিল্প থেকে এর জন্ম ও বৃদ্ধি, তা দ্বিবিধ। এক দিকে, এ উদ্ভূত হয় বিভিন্ন স্বতন্ত্র হস্তশিল্পের সম্মিলন থেকে, যে-হস্তশিল্পগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং এত দূর পর্যন্ত বিশেষীকৃত হয় যে, তারা পর্যবসিত হয় একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনের বিবিধ পরিপূরক আংশিক প্রক্রিয়ায়। অন্য দিকে, এ উদ্ভূত হয় একটি হস্তশিল্পের কারিগরবৃন্দের সহযোগ থেকে ; সেই বিশেষ হস্তশিল্পটিকে এ বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রত্যংশ কর্মকাণ্ডে এবং তা করতে গিয়ে সেই কর্মকাণ্ডগুলিকে পরস্পর থেকে এত দূর পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে দেয় যে প্রত্যেকটিই আবার হয়ে ওঠে এক একজন বিশেষ কারিগরের একান্ত কার্য। সুতরাং এক দিক থেকে, ম্যানুফ্যাকচার, হয়, একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম-বিভাজন প্রবর্তন করে আর, নয়তো, শ্রম বিভাজনকে আরো বিকশিত করে ; অন্য দিকে, যে সমস্ত হস্তশিল্প ইতোপূর্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু

এর সূচনা-বিন্দু যাই হোক না কেন, এর চূড়ান্ত রূপ অবশ্যই এক ও অভিন্ন—এমন একটি উৎপাদন-যন্ত্র যার বিভিন্ন অংশ হচ্ছে মানুষেরা।

ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাজন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করার জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি থাকা অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ, পরম্পরাগত বিভিন্ন পর্যায়ে একটি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিভাজন এখানে একটি হস্তশিল্পের পরম্পরাগত বিভিন্ন শারীরিক কর্মপ্রক্রিয়ার পৃথগীভবনের সঙ্গে যুগপৎ সংঘটিত হয়। জটিলই হোক আর সরলই হোক, প্রত্যেকটি কর্মপ্রক্রিয়া হাত দিয়ে করতে হবে, প্রত্যেকটিই বজায় রাখে হস্তশিল্পের চরিত্র, কাজে কাজেই প্রত্যেকটিই নির্ভর করে ব্যক্তিগত কর্মী কতটা শক্তি, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তার হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করে, তার উপরে। হস্তশিল্পই কাজ করতে থাকে ভিত্তি হিসাবে। শিল্প উৎপাদনের কোন একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সত্যকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এই সংকীর্ণ কৃৎকৌশলগত ভিত্তির দরুণ বাদ পড়ে যায়, কেননা এটা এখনো একটা শর্ত যে, উৎপন্ন দ্রব্যটি যে সমস্ত প্রত্যংশ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পার হয়, সেগুলির প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকেই অবশ্যই এমন হতে হবে যে, তাকে হাতের সাহায্য সম্পাদন করা যায় এবং একটি আলাদা হস্তশিল্প হিসাবে গঠন করা যায়। এই কারণেই যেহেতু, হস্তশিল্প-সুলভ দক্ষতা এই ভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে চালু থাকে, ঠিক সেই হেতুই প্রত্যেকটি কর্মীকে এক-একটি আংশিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তার বাকি জীবনের জন্য তার শ্রমশক্তি এই খণ্ড কাজটির উপায়মাত্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই শ্রম বিভাগ হচ্ছে এক ধরনের সহযোগ এবং এর অসুবিধাগুলির অনেকটাই উদ্ভূত হয় সহযোগের সাধারণ চরিত্র থেকে, তার এই বিশেষ রূপটি থেকে নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ প্রত্যংশ শ্রমিক[১] ও তার উপকরণাদি ॥

আমরা যদি এখন আরো একটু বিশদ আলোচনায় যাই, তা হলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, একজন শ্রমিক যদি তার সারা জীবন একই অভিন্ন সরল সহযোগে

১. প্রত্যংশ শ্রমিক : "ডিটেইল লেবারার"

নিযুক্ত থাকে, তা হলে তার সমগ্র দেহটি সেই কর্মপ্রক্রিয়ার একটি স্বয়ংক্রিয়, বিশেষীকৃত যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাজে কাজেই, যে কারিগরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গোটা প্রণালীর সব কটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়, তার চেয়ে ঐ কাজটি করতে তার অল্পতর সময় লাগে। কিন্তু যে যৌথ শ্রমিকটি হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারের জীবন্ত যন্ত্র, সে সম্পূর্ণ ভাবেই এই ধরনের বিশেষীকৃত প্রত্যাংশ ('ডিটেল') শ্রমিকদের দ্বারাই গঠিত। সুতরাং স্বতন্ত্র হস্তশিল্পের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ হয় অধিকতর কিংবা শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি হয় বর্ধিত।[১] অধিকন্তু, যখন এই ভগ্নাংশিক কাজ প্রতিষ্ঠিত হয় একজন ব্যক্তির একান্ত কার্য হিসাবে, তখন প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলিরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। একই সরল কাজের অবিরত পুনরাবৃত্তি এবং তার উপরে তার একান্ত মনোনিবেশ শ্রমিককে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখায় কত কম খাটুনির সাহায্যে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। কিন্তু যেহেতু সব সময়েই কয়েক প্রজন্মের শ্রমিক একই সময়ে বাস করে এবং একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য ম্যানুফ্যাকচারে একত্রে কাজ করে, সেইহেতু এই ভাবে অর্জিত উক্ত বৃত্তিটির কারিগরি কলাকৌশল প্রচলন লাভ করে এবং সঞ্চিত হতে হতে উত্তরাগতদের হাতে হস্তান্তরিত হয়।[২] বাস্তবিক পক্ষে, ব্যাপক জনসমাজ হাতের কাছে প্রচলিত অবস্থায় পাওয়া, স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত বৃত্তি-বিভাজনকে কর্মশালার অভ্যন্তরে পুনরুৎপাদিত ও ধারাবাহিক ভাবে চূড়ান্ত মাত্রায় বিকশিত করে ম্যানুফ্যাকচার প্রত্যংশ ('ডিটেল') শ্রমিকের দক্ষতা উৎপাদন করে। অপর পক্ষে, একজন মানুষের ভগ্নাংশিক কাজের এই আজীবন জীবিকায় রূপান্তরণে এমন একটা প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে, যা পূর্ববর্তী সমাজ-সমূহে বিভিন্ন বৃত্তিকে বংশানুক্রমিক ক'রে, হয়, সেগুলিকে বিভিন্ন জাতি-বর্ণে শিলীভূত রূপদান করে আর, নয়তো, যেখানে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলে ব্যক্তিমানসে এমন একটি প্রবণতার জন্ম হয়, যা তাকে জাতি-বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিহীন মানসিকতায় পরিবর্তিত করে, সেখানে সেগুলিকে প্রস্তরীভূত আকার দান করে। যে প্রাকৃতিক নিয়মটি উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিভিন্ন প্রজাতি ও প্রকারে পৃথগীভূত হবার ঘটনাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই একই নিয়মটির কার্যকারিতার ফলে জাতি ও গিল্ড্-এর উদ্ভব ঘটে, তবে একটি ক্ষেত্রে ছাড়া—বিকাশের একটি বিশেষ

১. "অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ কোন ম্যানুফ্যাকচার যত বেশি বন্টিত হবে এবং বিভিন্ন শিল্পীকে বরাদ্দ করা হবে, সেটি অবশ্যই আরো ভাল ভাবে তৈরি হবে—আরো বেশি দ্রুত গতিতে, আরো কম সময়ে ও শ্রমে।" ("দি অ্যাডভান্টেজেস অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেড," ১৭২০, পৃঃ ৭১)।

২. "সহজ শ্রম হল হস্তান্তরিত দক্ষতা।" (থামস হজস্কিন : "পপুলার পলিটিক্যাল ইকনমি" পৃঃ ৪৮)

মাত্রায় উপনীত হবার পরে জাতির বংশানুক্রমিতা ও গিল্ডের এক-সর্বস্বতা নির্দেশিত হয় সমাজের নিয়ম হিসাবে।[১] "সূক্ষ্মতার দিক থেকে ঢাকার মসলিন, উজ্জ্বল ও সুস্থায়ী, বর্ণাঢ্যতায় দিক থেকে করমণ্ডলের ক্যালিকো ও অন্যান্য সামগ্রী-সম্ভার আজও অনতিক্রান্ত। অথচ মূলধন, যন্ত্রপাতি, শ্রমবিভাগ এবং যেসব উপায় ইউরোপের ম্যানুফ্যাকচারকারী স্বার্থকে এত সুবিধা দিয়ে থাকে, সেসবের কোনো কিছুর সুযোগ ছাড়াই ঐ মসলিন,ক্যালিকো ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। যে তন্তুবায় তা করে, সে একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র; কোন ক্রেতার কাছ থেকে ফরমায়েস পেলেই কেবল সে কোনক্রমে জোড়াতালি-দেওয়া কয়েকটি ডাল বা কাঠের টুকরো দিয়ে স্থূলতম ভাবে তৈরি তার তাঁতের সাহায্যে সে বোনে সেই উর্ণজাল। এমনকি টানা সুতো গুটিয়ে রাখবার মত সাজ-সরঞ্জামও নেই; তাঁতটিকে প্রসারিত করে রাখতে হয় তার পুরো দৈর্ঘ্যে; ফলে তা এমন বেয়াড়া ধরণের বড় হয়ে যায় যে, সেটি প্রস্তুত-কারকের কুটিরের মধ্যে ধরে না; তাই সে তখন বাধ্য হয় খোলা জায়গায় তার কাজ চালাতে, যার ফলে আবহাওয়ার প্রেতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে তা ব্যাহত হয়"।[২] বংশ-পরম্পরায় সঞ্চিত এবং পিতা থেকে পুত্রের হাতে সঞ্চারিত বিশেষ কুশলতাই কেবল ভারতীয়কে দিয়ে থাকে এই নৈপুণ্য, যেমন দিয়ে থাকে মাকড়সাকে। কিন্তু তবু একজন ম্যানুফ্যাকচার-শ্রমিকের তুলনায় একজন হিন্দু (ভারতীয়) তাঁতীর কাজ ঢের বেশি জটিল।

একজন কারিগর, যে একটি তৈরি জিনিসের উৎপাদনে বিভিন্ন ভগ্নাংশিক কাজগুলি

---

১. "কারুশিল্পও……মিশরে পৌছেছিল উৎকর্ষের শিখরে। কেননা এটাই একমাত্র দেশ যেখানে কারুশিল্পীরা আরেক শ্রেণীর নাগরিকদের কাজে মাথা গলাতো না; লেগে থাকত কেবল সেই একটি মাত্র বৃত্তিতে যেটি তাদের গোষ্ঠীতে আইন অনুসারে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল।·· অন্য দেশে দেখা যায় যে, কারুশিল্পীরা নানান বিষয়ে মনোনিবেশ করত। এক সময়ে তারা মন দিত কৃষিতে, অন্য সময়ে তারা শুরু করত বাণিজ্য, আরেক সময়ে তারা আবার একই সঙ্গে ধরত একাধিক পেশা। স্বাধীন দেশগুলিতে তারা প্রায়ই হানা দিত জন-পরিষদসমূহে।···অন্য দিকে মিশরে প্রত্যেক কারুশিল্পীকে কঠোর ভাবে দণ্ড দেওয়া হত যদি সে মাথা গলাতো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, কিংবা লিপ্ত হত একাধিক পেশায়। সুতরাং তাদের বৃত্তিতে ব্যাঘাত ঘটাবার মত কিছুই ছিল না।··অধিকন্তু, যেহেতু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেত অসংখ্য রীতি-পদ্ধতি, সেই হেতু তারা আগ্রহী হত নোতুন নোতুন সুবিধা আবিষ্কার করতে।" (ডিওডোরাস: সিকিউলাস: **Historische Bibliothek vols I. 111 Stuttgart. 1828, 74**)।

২. "হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্ড ডেস্ক্রিপটিভ অ্যাকাউণ্ট অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি", হিউ মারে এবং জেমস উইলসন, এডিনবরা ১৮৩২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯। ভারতীয় তাঁত থাকে খাড়া অর্থাৎ টানা সুতো থাকে খাড়াখাড়ি।

পরপর সম্পন্ন করে, তাকে এক সময়ে বদলাতে হয় তার স্থান, অন্য সময়ে বদলাতে হয় তার হাতিয়ার। এক কাজ থেকে পরবর্তী কাজে যেতে তার শ্রমের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং, বলা যায়, তার শ্রমদিবসে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। এই ছেদগুলি তখনি ছোট হয়ে আসে, যখনি সে একই কাজে সারা দিন বাঁধা থাকে; তার কাজের প্রক্রিয়ার পরিবর্তন যত কমে যায়, ততই এই ছেদগুলি অন্তর্হিত হয়ে যায়। এর ফলে উৎপাদিকা শক্তির যে-বৃদ্ধি ঘটে তার কারণ, হয়, শ্রমের বর্ধিত নিয়োগ অর্থাৎ শ্রমের বর্ধিত নিবিড়তা, নয়তো অনুৎপাদক ভাবে ব্যবহৃত শ্রমশক্তির হ্রাস। বিরতি থেকে গতিতে যেতে শ্রমের বাড়তি ব্যয় পোষানো হয় স্বাভাবিক গতিবেগের স্থিতিকালকে দীর্ঘায়িত করে, যখন তা একবার অর্জিত হয়ে যায়। অপর পক্ষে, এক ও অভিন্ন ধরণের নিরন্তর শ্রম মানুষের জৈব কর্মশক্তির প্রবাহ ও নিবিড়তাকে ক্ষুন্ন করে, যে কর্মশক্তি নিছক পরিবর্তনেই স্ফূর্তি ও আনন্দ পায়।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা কেবল শ্রমিকের নৈপুণ্যের উপরেই নির্ভর করে না, তার হাতিয়ারগুলির উন্নয়নের উপরেও নির্ভর করে। একই ধরনের সব হাতিয়ার, যেমন, ছুরি, তুরপুন, ক্ষুদে তুরপুন, হাতুড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হতে পারে এবং একই হাতিয়ার একই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু যখনি একটি শ্রম-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে পরস্পর থেকে বিযুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটি ভগ্নাংশিক পর্যায় এক একজন প্রত্যংশ শ্রমিকের হাতে একটি যথোপযুক্ত ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তখনি যে-সমস্ত হাতিয়ার পূর্বে একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করত, সেগুলিতে পরিবর্তন সাধনের দরকার হয়। সংশ্লিষ্ট হাতিয়ারটির অপরিবর্তিত রূপটিতে কি কি অসুবিধা হচ্ছিল, তাই দিয়েই নির্ধারিত হয় পরিবর্তন কোন্ দিকে ঘটবে। ম্যানুফ্যাকচারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপকরণসমূহে বিশেষীভবন—এমন বিশেষীভবন যার দ্বারা এক এক ধরনের হাতিয়ার এক এক বিশেষ প্রয়োগের সঙ্গে উপযোজিত হয়ে নির্দিষ্ট আকারপ্রাপ্ত হয় এবং ঐসব হাতিয়ারের বিশেষীভবন যার ফলে প্রত্যেকটি বিশেষ হাতিয়ার কেবল একজন নির্দিষ্ট প্রত্যংশ শ্রমিকের হাতেই পূর্ণভাবে খেলতে পারে। একমাত্র বার্মিংহামেই উৎপাদিত হয় ৫০০ রকমের হাতুড়ি এবং তাদের এক-একটি রকম যে কেবল এক-একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গেই উপযোজিত তা নয়, প্রায়শঃই এমন ঘটে যে, কয়েকটি ধরন একান্ত ভাবে একই অভিন্ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন সাধন করে। প্রত্যেক প্রত্যংশ শ্রমিকের একান্ত স্ববিশেষ কাজগুলির শ্রমের হাতিয়ারসমূহের অভিযোজন ঘটিয়ে ম্যানুফ্যাকচারের যুগ সেগুলিকে সরলীকৃত, উন্নীত ও বহুগুণিত করে।[১] এইভাবে তা মেশিনারির অস্তিত্বের জন্য

১. প্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থে ডারউইন উদ্ভিদ ও জীবদের প্রাকৃতিক অঙ্গসমূহ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত একটি অভিন্ন অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য সম্পাদন করতে হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরিবর্তনীয়তার একটি ভিত্তি

প্রয়োজনীয় বাস্তব অবস্থানগুলির মধ্যে একটি অবস্থার সৃষ্টি করে ; মেশিনারি হল কয়েকটি সরল হাতিয়ারের সংযোজিত রূপ।

প্রত্যংশ শ্রমিক এবং তার হাতিয়ারগুলিই হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারের সরলতম উপাদান। এখন আমরা সমগ্র ভাবে এই দিকটির উপরে মনোনিবেশ করব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ম্যানুফ্যাকচারের দুটি মৌলরূপ : বিমিশ্র ম্যানুফ্যাকচার ও ক্রমিক ম্যানুফ্যাকচার ॥

ম্যানুফ্যাকচার-সংগঠনের দুটি মৌল রূপ আছে, যে দুটি রূপ কখনো কখনো পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেলেও মূলতঃ ভিন্ন প্রকারের এবং, তা ছাড়াও, পরবর্তীকালে ম্যানুফ্যাক-চারের মেশিনারি-পরিচালিত আধুনিক শিল্পে রূপান্তরণে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দ্বৈত চরিত্রের উদ্ভব ঘটে উৎপাদিত জিনিসটির প্রকৃতি থেকে। হয়, সেই জিনিসটি স্বতন্ত্র ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন আংশিক দ্রব্যের নিছক যান্ত্রিক সংযোজনের ফল আর, নয়তো, তার পূর্ণায়ত আকারটি এক প্রস্ত পরস্পর সংযুক্ত-প্রক্রিয়ার পরিণতি।

নমুনা হিসাবে বলা যায়, একটি লোকোমোটিভ গঠিত হয় ৫০০ স্বতন্ত্র অংশের সংযোজনের ফলে। কিন্তু এটাকে প্রথম ধরনের বিশুদ্ধ ম্যানুফ্যাকচারের নমুনা হিসাবে নেওয়া যায়না, কেননা, তার অবয়বটি আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের দ্বারা গঠিত। তবে

সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটিতে পাওয়া যায় যে, যদি সেই অঙ্গটি কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট থাকত তা হলে, তার তুলনায় অল্পতর যত্নভরে প্রাকৃতিক নির্বাচন রূপগত প্রত্যেকটি পরিবর্তনকে রক্ষা করত বা দমন করত। যেমন, যে সব ছুরি সব রকমের জিনিস কাটবার সঙ্গে অভিযোজিত, সেগুলি মোটামুটি ভাবে একই আকারের হতে পারে ; কিন্তু একটি যন্ত্র, যা কেবল একভাবেই ব্যবহৃত হবার জন্য নির্দিষ্ট, তার আকার হবে প্রত্যেকটি বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন।”

একটি ঘড়িকে তেমন নমুনা হিসাবে নেওয়া যায় ; এবং উইলিয়ম পেটি এটাকে ব্যবহার করতেন শ্রম-বিভাজনের দৃষ্টান্ত দেবার জন্য। আগে ন্যুরেমবার্গের ঘড়ি ছিল একজন কারিগরের ব্যক্তিগত কাজ, পরে তা রূপান্তরিত হয় বিরাট-সংখ্যক প্রত্যংশ শ্রমিকের একটি সামাজিক উৎপাদনে, যেমন 'মেইন স্প্রিং মেকার', 'ডায়াল মেকার', 'স্পাইরাল স্প্রিং মেকার', 'জুয়েল্ড্ হোল মেকার', 'রুবি লেভার মেকার', 'হ্যাণ্ড মেকার', 'কেসমেকার', 'স্ক্রু মেকার', 'গিলডার'—এবং সেই সঙ্গে আরো অসংখ্য উপ-বিভাগ যেমন 'হুইল-মেকার' (পিতল ও ইস্পাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন), 'পিন-মেকার', 'মুভমেণ্ট-মেকার', 'আশেভ্যু দ্য পিগন' (অ্যাক্সেল-এর উপরে হুইল বা চাকা লাগায়), 'পিভট-মেকার', 'প্লাঁত্যু দ্য ফিনিসাজ' (হুইল ও স্প্রিং ওয়ার্কস-এর মধ্যে স্থাপন করে), 'র‍্যাকোয়েট-মেকার' (ঘড়িটি রেগুলেট করার যন্ত্র), 'প্লাতঁ দ্য এশকাপমেণ্ট' (এসকেপমেণ্ট-মেকার); তারপরে আছে 'রিপাশুর দ্য ব্যারিলেট' (স্প্রিং-এর বাক্সটি তৈরি করে), 'স্টিল-পলিশার', 'হুইল পলিশার', 'স্ক্রু-পলিশার', 'ফিগার-পেণ্টার', 'ডায়াল-এনামেলার' (তামার উপরে কলাই করে), 'ফ্যাব্রিকাঁত দ্য পেঁদা' (কেসটি ঝুলিয়ে রাখার আংটিটি তৈরি করে), 'ফিনিশ্যু দ্য শার্নিয়ের' (কভারের মধ্যে পিতলের কব্জাটা স্থাপন করে), 'গ্রাভ্যুর, ফেইস্যুর দ্য সিক্রেট' (কেসটি যে স্প্রিংটি দিয়ে খোলা হয়, সেটি পরায়) 'সিসেল্যুর', 'পলিস্যুর দ্য বয়েতে' ইত্যাদি ইত্যাদি এবং, সর্বশেষে, 'রিপাস্যুর', যে গোটা ঘড়িটাকে ফিট করে এবং চালু অবস্থায় তা হাতে তুলে দেয়। ঘড়িটির কয়েকটি মাত্র অংশ বিভিন্ন হাতের মধ্য দিয়ে যায় ; এবং এই সমস্ত "মেম্ব্রা ডিসজেক্টা" প্রথম বারের মত সমবেত হয় সেই ব্যক্তিটির হাতে, যে তাদের এক সঙ্গে সন্নিবিষ্ট ক'রে একটি যান্ত্রিক সমগ্রতায় রূপ দেয়। তৈরি সামগ্রীটি এবং তার বিবিধ বিচিত্র উপাদানগুলি, যা দিয়ে তা তৈরি হয়, সেগুলির মধ্যে এই যে বাহ্য সম্পর্ক, তা যেমন এই ক্ষেত্রে তেমনি অনুরূপ সমস্ত ক্ষেত্রেই, এই ব্যাপারটিকে একটি দৈবাৎ ঘটনায় পরিণত করে যে, প্রত্যংশ শ্রমিকদের একই কর্মশালায় সমবেত করা হল কিনা। প্রত্যংশ কাজগুলি আবার কতকগুলি স্বতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড হিসাবেও চালানো যায়, যেমন করা হয় ভাউড ও ন্যুকচ্যাটেল-এর ক্যাণ্টনগুলিতে ; অন্য দিকে, জেনেভায় আছে বড় বড় ঘড়ি ম্যানুফ্যাক্টরি (শ্রম-কারখানা) যেখানে প্রত্যংশ শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ ভাবে একজন ধনিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে। এবং এই পরবর্তী ক্ষেত্রেও 'ডায়াল', 'স্প্রিং' ও 'কেস' কদাচিৎ ঐ কারখানাতেই তৈরি হয়। ঘড়ির ব্যবসায়ে শ্রমিকদের এক জায়গায় জড় করে তাকে ম্যানুফ্যাকচার হিসাবে পরিচালনা করা কেবল বিরল ক্ষেত্রেই লাভজনক হয়, কেননা যে সব শ্রমিক বাড়িতে সে কাজ করতে চায়, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে তীব্রতর এবং কেননা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাজের বিভাজনের ফলে যৌথ ভাবে ব্যবহার্য শ্রম-উপকরণসমূহের ব্যবহারের সুযোগ ঘটে কদাচিৎ ; এবং সেই কারণে ধনিক শ্রমিকদের ছড়িয়ে দিয়ে কর্মশালা ইত্যাদির উপরে তার বিনিয়োগের

সাশ্রয় করে ইত্যাদি।[১] সে যাইহোক, যে কারিগর তার খরিদ্দারের জন্ত স্বাধীনভাবে কাজ করে, তার তুলনায় এই যে প্রত্যংশ শ্রমিক, সে যদিও কাজ করে তার বাড়িতে বসে কিন্তু কাজ করে ধনিকেরই জন্ত, তার অবস্থান একেবারেই ভিন্ন।[২]

দ্বিতীয় ধরনের ম্যানুফ্যাকচার, তার উন্নততর রূপ, এমন সব জিনিস তৈরি করে, সেগুলি পরস্পর-সংযুক্ত বিবিধ বিকাশ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, এক প্রস্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ধাপে ধাপে অতিক্রম করে, যেমন সুঁচ ম্যানুফ্যাকচারে সুঁচের তার অতিক্রম করে ৭২ জন, এমন কি, কখনো কখনো ৯২ জন ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকের হাতের মধ্য দিয়ে।

যখন প্রথম শুরু করা হয়, তখন এমন একটি ম্যানুফ্যাকচার বিক্ষিপ্ত হস্ত-শিল্পগুলিকে যতটা মাত্রায় সংযোজিত করতে পারে, ততটা মাত্রায় তা উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় যে-ব্যবধান দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই ব্যবধানকে কমিয়ে আনে। এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে অতিক্রান্তির সময়কালও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, যেমন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় সেই শ্রম, যে শ্রম এই অতিক্রান্তি ঘটিয়ে থাকে।[৩] হস্তশিল্পের তুলনায় অধিক উৎপাদন-

---

১. ১৮৫৪ সালে জেনেভা উৎপাদন করেছিল ৮০,০০০ ঘড়ি, যা নিউফচ্যাটেল-এর ক্যাণ্টনে যা উৎপাদিত হয় তার এক-পঞ্চমাংশও নয়। যাকে আমরা একটা বিশাল ঘড়ি ম্যানুফ্যাক্টরি বলে গণ্য করতে পারি, সেই লা ছক্স-দ্য-কঁদ একা বছরে উৎপাদন করত জেনেভার দ্বিগুণ। ১৮৫০ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত জেনেভা উৎপাদন করে ৭,২০,০০০ ঘড়ি। "জেনেভা থেকে ঘড়ি-ব্যবসা প্রসঙ্গে প্রতিবেদন," "ম্যানুফ্যাকচার, কমার্স ইত্যাদি প্রসঙ্গে এমব্যাসি ও লিগেশন-এর রাজকীয় সেক্রেটারিদের রিপোর্ট, নং ৬, ১৮৬৩" দ্রষ্টব্য। যে-সমস্ত প্রক্রিয়ায়, সেই সমস্ত জিনিস—যেগুলি কেবল একসঙ্গে ফিট-করা বিভিন্ন অংশ—সেগুলির উৎপাদন বিভক্ত, সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযোগের অভাব এই ধরনের একটি ম্যানুফ্যাকচারকে মেশিনারি-চালিত আধুনিক শিল্পের একটি শাখায় রূপান্তর-সাধনকে খুবই কঠিন করে তোলে; কিন্তু ঘড়ির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরো দুটি প্রতিবন্ধক আছে—তার বিভিন্ন অংশের ক্ষুদ্রতা ও সূক্ষ্মতা এবং বিলাসদ্রব্য হিসাবে তার চরিত্র। এই কারণেই তার এত বৈচিত্র্য, যা এত বিবিধ যে এমনকি লণ্ডনের সেরা ঘড়ি-ঘরগুলি পর্যন্ত এক বছরে একই রকমের এক ডজন ঘড়িও তৈরি করে কিনা সন্দেহ। 'মেসার্স ভ্যাচিরন অ্যাণ্ড কনস্ট্যানটিন'-এর ঘড়ি-কারখানা, যেখানে সাফল্যের সঙ্গে মেশিনারি প্রতিবর্তিত হয়েছে, সেখানে বড় জোর তিন-চার রকমের আকার ও রূপের ঘড়ি তৈরি হয়।

২. বহু-বিমিশ্র ম্যানুফ্যাকচারের চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ঘড়ি নির্মাণে আমরা, হস্ত-শিল্পের উপ-বিভাজনের দ্বারা সংঘটিত, শ্রম-উপকরণগুলির উল্লিখিত পৃথগীভবন ও বিশেষীভবন, খুব সঠিকভাবে অধ্যয়ন করতে পারি।

৩. "জনগণের এত ঘন-সন্নিবিষ্ট-বসবাসে শকটের প্রয়োজন অবশ্যই হবে সীমিত।" ("দি অ্যাডভান্টেজেস অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেড," পৃঃ ১০৬)।

শক্তি লব্ধ হয়, এবং এই লাভ উদ্ভূত হয় ম্যানুফ্যাকচারের সাধারণ চরিত্র থেকে। অপর পক্ষে, শ্রম-বিভাজন, যা ম্যানুফ্যাকচারের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক নীতি, তা দাবি করে উৎপাদনের বিবিধ পর্যায়ের বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের পারস্পরিক স্বতন্ত্রতা। বিচ্ছিন্ন কাজগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় এক হাত থেকে অন্য হাতে, এক প্রক্রিয়া থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় নিরন্তর স্থানান্তর। আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই প্রয়োজনটি প্রতিভাত হয় একটি চরিত্রগত ও ব্যয়বহুল অসুবিধা হিসাবে—এবং এমন একটি অসুবিধা হিসাবে, যা ম্যানুফ্যাকচারের নীতির মধ্যেই নিহিত।[১]

যদি আমরা আমাদের মনোযোগ কোন বিশেষ ধরনের কাঁচামালের উপরে নিবদ্ধ করি, যেমন কাগজ ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে ছেঁড়া ন্যাকড়া কিংবা সুঁচ ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে তারের উপরে, আমরা লক্ষ্য করি যে, তা সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি বিভিন্ন প্রত্যংশ শ্রমিকের হাতে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পালাক্রমে পার হয়। অপর পক্ষে, আমরা যদি সমগ্র ভাবে কর্মশালাটির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, আমরা একই সময়ে কাঁচামালটিকে তার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখতে পাই। যৌথ শ্রমিক তার অনেক হাতের মধ্যে এক ধরনের হাতিয়ারে সুসজ্জিত একপ্রস্ত হাত দিয়ে 'তার' টানে, আরেক ধরনের হাতিয়ারে সুসজ্জিত আরেক প্রস্ত হাত দিয়ে একই সময়ে তারটিকে সোজা করে এবং আরো এক ধরনের হাতিয়ারে সুসজ্জিত আরো এক প্রস্ত হাত দিয়ে তারটিকে সুঁচলো করে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রত্যংশ প্রক্রিয়াগুলি, যা ছিল কালের দিক থেকে পর্যায়ক্রমিক, তাই হয়ে উঠল স্থানের দিক থেকে যুগপৎ। এই কারণেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হল একটি বৃহত্তর পরিমাণ তৈরি পণ্যসম্ভার।[২] এ কথা ঠিক যে, এই যুগপত্তার হেতু হচ্ছে সমগ্র ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির সহযোগমূলক রূপটি; কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার কেবল সহযোগের অবস্থানগুলিকে তৈরি-অবস্থায় পায়না, হস্তশিল্প-শ্রমের আরো বিভাজন ঘটিয়ে সে নিজেও সেগুলি কিছুটা পরিমাণে তৈরি করে নেয়। অপর পক্ষে, প্রত্যেক

---

১. "দৈহিক শ্রম নিয়োগের ফলশ্রুতি হিসাবে ম্যানুফ্যাকচারের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচ্ছেদন উৎপাদন-ব্যয় দারুণ ভাবে বৃদ্ধি করে; ক্ষতির উদ্ভব ঘটে প্রধানতঃ প্রক্রিয়া থেকে প্রক্রিয়ান্তরে অপসারণের দরুণ।" ("দি ইণ্ডাষ্ট্রি অব নেশনস", লণ্ডন ১৮৮৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০০)।

২. এটা ("শ্রম-বিভাগ) একটি কাজকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে, যেগুলি সবই একই সময়ে করা যায়; এইভাবে তা সময়ের সাশ্রয় ঘটায়।···সব কয়টি বিভিন্ন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে সম্পাদন ক'রে, যেগুলি একজন ব্যক্তিকে করতে হত আলাদা আলাদা ভাবে, এটা সম্ভব হয় একটা 'পিন'-কে কাটতে বা ছুঁচালো করতে যতটা সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে এক গাদা ,পিন'-কে পূর্ণ আকারে উৎপাদন করা।" (ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট, "লেকচার্স অন পলিটিক্যাল ইকনমি," পৃঃ ৩১৯)

শ্রমিককে কেবল একটি করে ভগ্নাংশিক কাজে নিবদ্ধ রেখে ম্যানুফ্যাকচার এই সামাজিক সংগঠনটিকে সম্পূর্ণ করে।

যেহেতু প্রত্যেক প্রত্যংশ শ্রমিকের উৎপাদিত ভগ্নাংশিক দ্রব্যটি একই সঙ্গে আবার এক ও অভিন্ন তৈরি জিনিসের একটি বিশেষ পর্যায় মাত্র, সেহেতু প্রত্যেকটি শ্রমিক বা শ্রমিকগোষ্ঠী যা করে, তা হচ্ছে অন্য একজন শ্রমিক বা শ্রমিক-গোষ্ঠীর জন্য কাঁচামাল প্রস্তুত করে দেওয়া। একের শ্রমের ফল আর একের শ্রমের সূচনাবিন্দু। সুতরাং একজন শ্রমিক প্রত্যক্ষ ভাবেই আরেকজনকে কাজ দিচ্ছে। ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য প্রত্যেকটি আংশিক প্রক্রিয়ায় যে শ্রম-সময়ের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা শেখা হয়ে যায়; এবং সমগ্রভাবে ম্যানুফ্যাকচারের যান্ত্রিক প্রণালীটি এই পূর্ব-সিদ্ধান্তের উপরে দাঁড়িয়ে আছে যে, একটি নির্দিষ্ট ফল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাভ করা যায়। কেবল এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বিবিধ অনুপূরক শ্রম-প্রক্রিয়া অব্যাহত ভাবে, যুগপৎ পাশাপাশি অগ্রসর হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, বিবিধ কর্মের, এবং, সেই কারণেই, বিভিন্ন শ্রমিকের, পরস্পরের উপরে এই প্রত্যক্ষ নির্ভরশীলতা তাদের প্রত্যেককে বাধ্য করে তার কাজের জন্য কেবল ঠিক ততটা শ্রম-সময় ব্যয় করতে যতটা আবশ্যিক শ্রম-সময়ের অনধিক এবং এই ভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্নতা, অভিন্নতা, নিয়মিকতা, শৃংখলা[১] এবং এমনকি শ্রম-তীব্রতার জন্ম হয়, যা একটি স্বাধীন হস্তশিল্পে, এমনকি সরল সহযোগে যা দৃষ্ট হয়, তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। কোন পণ্যের উপরে ব্যয়িত শ্রম-সময়ের পরিমাপ তার উৎপাদনের জন্য সামাজিক ভাবে আবশ্যিক শ্রম-সময়কে ছাড়িয়ে যাওয়া অনুচিত—এই যে নীতি, এটা সাধারণ ভাবে পণ্যোৎপাদনে কেবল প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে প্রতিভাত হয়; যেহেতু ভাসা ভাসা ভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক ব্যক্তিগত উৎপাদনকারী তার পণ্য তার বাজার-দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ম্যানুফ্যাকচারে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাপের উৎপাদন স্বয়ং উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই একটি কৃৎকৌশলগত নিয়ম।[২]

অবশ্য, বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন সময় লাগায় এবং সেই কারণে, সম-পরিমাণ সময় অসম পরিমাণ ভগ্নাংশিক দ্রব্য যোগায়। সুতরাং যদি একই শ্রমিককে দিনের পর দিন একই কাজ করতে হয়, তা হলে এক-একটি কাজের জন্য অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক শ্রমিক লাগে, যেমন টাইপ ম্যানুফ্যাকচারে চারজন 'ফাউণ্ডার' ও দুজন 'ব্রেকার' পিছু থাকে

---

১. "প্রত্যেকটি ম্যানুফ্যাকচারে যত বিভিন্ন রকমের কারিগর.. প্রত্যেকটি কাজে তত বেশি শৃংখলা ও নিয়মিকতা; সেটি সম্পন্ন হয় আরো কম সময়ে, আরো কম শ্রমে।" ("দি অ্যাডভানটেজেস" ইত্যাদি, পৃঃ ৬৮)

২. সে যাই হোক, অনেক শিল্প-শাখায় ম্যানুফ্যাকচার-প্রণালী এই ফলে উপনীত হয় অসম্পূর্ণ ভাবে, কেননা তা জানেনা কিভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ও ভৌত অবস্থাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

একজন 'রাবার'; 'ফ্লাউওার' প্রতি-ঘণ্টায় ছাঁচ ঢালাই করে ২০০০ টাইপ, 'ব্রেকার' ভাঙ্গে ৪০০০ এবং 'রাবার' পালিশ করে ৮০০০। এখানে আবার আমরা সহযোগের নীতিটিকে পাই তার সরলতম রূপে: একটি কাজের জন্য যুগপৎ অনেক শ্রমিকের নিয়োগ: কেবল এখানে এই নীতিটি হচ্ছে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের অভিব্যক্তি। ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাজন যেভাবে পরিচালিত হয়, তাতে যে কেবল সামাজিক যৌথ-শ্রমিকের গুণগত ভাবে বিভিন্ন অংশগুলি সরলীকৃত ও পরিবর্তিত হয়, তাই নয়, সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক সম্পর্ক বা অনুপাতের সৃষ্টি হয়, যা ঐ অংশগুলির পরিমাণগত মাত্রাটিকে নিয়ন্ত্রিত করে—যথা, প্রত্যেকটি প্রত্যংশ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের আপেক্ষিক সংখ্যা কিংবা শ্রমিক-গোষ্ঠীর আপেক্ষিক আকার। সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়ার গুণগত উপ-বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থা ঐ প্রক্রিয়ার জন্য একটি পরিমাণগত নীতি ও আনুপাতিকতার বিকাশ ঘটায়।

একবার যদি একটি নির্দিষ্ট আয়তনে উৎপাদনরত বিবিধ শ্রমিক-গোষ্ঠীগুলিতে প্রত্যংশ শ্রমিকদের বিবিধ সংখ্যার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অনুপাতটি পরীক্ষামূলক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তা হলে কেবল প্রত্যেকটি বিশেষ শ্রমিক-গোষ্ঠীর একটি গুণিতককে কর্ম-নিযুক্ত করেই সেই আয়তনটির বিস্তার সাধন করা যায়।[১] অধিকন্তু, কয়েক ধরনের কাজ একই ব্যক্তি বৃহদায়তনেও যতটা ভাল ভাবে করতে পারে, ক্ষুদ্রায়তনেও ঠিক ততটা ভাল ভাবেই করতে পারে, যেমন, তত্ত্বাবধানের শ্রম, এক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ভগ্নাংশিক দ্রব্যটির পরিবহণ। এই ধরনের কাজগুলির মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন, একটি বিশেষ শ্রমিকের উপরে সেগুলির দায়িত্ব অর্পণ কখনো সুবিধাজনক হয় না, যে পর্যন্ত না নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে গিয়েছে, তবে এই সংখ্যাবৃদ্ধি প্রত্যেকটি শ্রমিক-গোষ্ঠীতেই আনুপাতিক ভাবে ঘটাতে হবে।

যার উপরে কোন বিশেষ প্রত্যংশ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, এমন একটি বিচ্ছিন্ন শ্রমিক-গোষ্ঠী গঠিত হয় সমজাতীয় উপাদানসমূহের দ্বারা এবং এই শ্রমিক-গোষ্ঠী হবে সমগ্র ব্যবস্থাটির একটি অঙ্গগত অংশ। অবশ্য অনেক ম্যানুফ্যাকচারে এই শ্রমিক-গোষ্ঠী নিজেই একটি শ্রম-সংগঠন—সমগ্র ব্যবস্থাটি হচ্ছে এই প্রাথমিক গঠনগুলির পুনরাবর্তন। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কাঁচের বোতল ম্যানুফ্যাকচারের বিষয়টি নেওয়া যাক।

---

১. "যখন (প্রত্যেক ম্যানুফ্যাক্টরির উৎপন্ন দ্রব্যের স্ব-বৈশিষ্ট্যের দরুণ) কতগুলি প্রক্রিয়ায় তাকে বিভক্ত করলে হবে সবচেয়ে সুবিধাজনক, সেই সংখ্যাটি এবং, সেই সঙ্গে কত জন লোককে নিযুক্ত করতে হবে সেই সংখ্যাটি নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন বাকি যেসব ম্যানুফ্যাক্টরি এই সংখ্যার গুণিতককে নিয়োগ না ক'রে তারা জিনিসটি উৎপাদন করে বেশি খরচে। এই কারণেই উদ্ভূত হয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের একটা বড় কারণ।" (সি. ব্যাবেজ: "অন দি ইকনমি অব মেশিনারি", প্রথম সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৩২, পরিচ্ছেদ ২১, পৃঃ ১৮২-১৮৩)

ব্যাপারটিকে তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম যখন কাঁচের উপকরণগুলি প্রস্তুত করা হয়, বালি ও চুন ইত্যাদি মেশানো হয় এবং সেগুলিকে গলিয়ে কাঁচের তরল আকারে পরিণত করা হয়।[১] বিভিন্ন প্রত্যংশ শ্রমিক এই পর্যায়ে নিযুক্ত হয়, যেমন তারা নিযুক্ত হয় চূড়ান্ত পর্যায়েও, যখন বোতলগুলিকে শুকিয়ে নেবার চুল্লী থেকে সরিয়ে নিতে হয়, বাছাই করে সাজাতে হয়, প্যাক্ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্য পর্যায়ে, অর্থাৎ প্রারম্ভিক ও চূড়ান্ত—এই দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে, আসে সঠিক কাঁচ বিগলন, তরল আকারের কাঁচের উপযোজন। চুল্লীর প্রত্যেকটি মুখে কাজ করে একটি করে শ্রমিক-গোষ্ঠী, যাকে বলা হয় "হোল" ("কোটর") যা গঠিত হয় একজন "ফিনিশার" (বোতল-নির্মাতা), একজন "ব্লোয়ার" (হাপরদার), একজন "গ্যাদারার" (সংগ্রাহক), একজন "পুটার-আপ" বা "হোয়েটার ইন" (শানদার) এবং একজন "টেকারইন" (উত্তোলক)-এর দ্বারা। এই পাঁচজন প্রত্যংশ কর্মী একটি একক কর্মযন্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ, যে কর্মযন্ত্রটি কেবল একটি সমগ্র হিসাবেই কাজ করে এবং স্বভাবতই ক্রিয়াশীল হতে পারে কেবল সমগ্র পাঁচটির সহযোগে। যদি এই পাঁচটির মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটে, তা হলে গোটা দেহটাই অসাড় হয়ে পড়বে। কিন্তু একটা কাঁচের চুল্লীর থাকে কয়েকটা করে মুখ (ইংল্যাণ্ডে ৪ থেকে ৬টি), প্রত্যেকটিতে থাকে তরল কাঁচে পরিপূর্ণ একটি মাটির ঘড়া এবং কাজ করে অনুরূপ একটি কর্মী-গোষ্ঠী। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর সংগঠনের ভিত্তি হল শ্রম-বিভাজন, তবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে সহযোগের বন্ধন, যা উৎপাদনের অন্যতম উপায়কে অর্থাৎ চুল্লীটিকে সম্মিলিত ভাবে ব্যবহার করার ফলে তার বাবদে ঘটায় আরো ব্যয়-সংকোচন। এমন একটি চুল্লী তার ৪ থেকে ৩টি কর্মী-গোষ্ঠী নিয়ে গঠন করে একটি কাঁচঘর এবং এক-একটি কাঁচ-কারখানা ('ম্যানুফ্যাক্টরি') গঠিত হয় এইরকম কয়েকটি কাঁচ-ঘর এবং সেই সঙ্গে প্রারম্ভিক ও চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও শ্রমিকদের নিয়ে।

সর্বশেষে, ঠিক যেমন ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব ঘটে, অংশতঃ, বিভিন্ন হস্তশিল্পের সংযোজন থেকে, ঠিক তেমনি সেও আবার বিকাশ ঘটায় বিবিধ ম্যানুফ্যাকচারের। নমুনা হিসাবে, ইংল্যাণ্ডের বড় বড় কাঁচ-ম্যানুফ্যাকচারকারীরা নিজেরাই তাদের মাটির বিগলন-পাত্রগুলি গড়ে নেয়, কেননা সেগুলির উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে প্রক্রিয়াটির সাফল্য বা ব্যর্থতা। উৎপাদন-উপায়সমূহের একটি ম্যানুফ্যাকচার এক্ষেত্রে উৎপাদনীয় জিনিসটির উৎপাদনের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে গিয়েছে। অপর পক্ষে, জিনিসটির ম্যানুফ্যাকচার অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে—এমন ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে যার কাঁচামাল হল এই জিনিসটি ; অথবা উৎপাদনের বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে খোদ এই জিনিসটিই পরবর্তীকালে মিশ্রিত হতে পারে। যেমন আমরা

১. ইংল্যাণ্ডে যেখানে গ্লাস নিপুণ ভাবে ব্যবহৃত হয় সেখানে 'মেলটিং-ফার্নেস' এবং 'গ্লাস-ফার্নেস' আলাদা। বেলজিয়ামে একই ফার্নেস দুটি কাজই করে।

দেখতে পাই চকমকি কাঁচের ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে কাঁচ-কাটা ও পিতল ঢালাইয়ের সংযোজন—যার প্রয়োজন হয় কাঁচের তৈরি বিভিন্ন জিনিস সেট করবার কাজে। এইভাবে সংযোজিত বিবিধ ম্যানুফ্যাকচার পরিণত হয় একটি বৃহত্তর ম্যানুফ্যাকচারের মোটামুটি আলাদা আলাদা বিভাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেকটিই আবার একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া, যার প্রত্যেকটিতেই থাকে তার নিজস্ব শ্রম-বিভাজন। বিবিধ ম্যানুফ্যাকচারের এই সংযোজন নানাবিধ সুবিধার অধিকারী হলেও, তা কখনো তার নিজস্ব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ কারিগরি প্রণালীতে বিকাশ লাভ করেনা। সেটা ঘটে কেবল তখনি, যখন তা রূপান্তরিত হয় মেশিনারি-চালিত একটি শিল্পে।

ম্যানুফ্যাকচার-যুগের গোড়ার দিকে, পণ্যোৎপাদনে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের হ্রাস-সাধনের নীতি[১] গৃহীত ও সূত্রায়িত হত; এবং মেশিনের ব্যবহার এখানে সেখানে আত্মপ্রকাশ করত, বিশেষ করে, কয়েকটি সরল প্রাথমিক প্রক্রিয়ার জন্য, যেগুলিকে পরিচালিত করতে হত খুবই বৃহদায়তনে এবং বিপুল শক্তি-প্রয়োগে। যেমন প্রথম যুগে কাগজ ম্যানুফ্যাকচারে ন্যাকড়া-ছেঁড়ার কাজটি করা হত কাগজ-কলের দ্বারা ধাতু কারখানার আকর চূর্ণ করা হত পেষাইকলে।[২] জলচক্রের ('ওয়াটার-হুইল'-এর) যাবতীয় মেশিনারির প্রাথমিক রূপটি রোম-সাম্রাজ্য দিয়ে গিয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে।[৩]

হস্তশিল্পের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি 'কম্পাস' (দিক দর্শক যন্ত্র) 'গান পাউডার' (বারুদ), 'টাইপ প্রিন্টিং' (হরফ-মুদ্রণ) ও স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির মত বড় বড় সব উদ্ভাবন। কিন্তু সমগ্র ভাবে দেখলে, শ্রম-বিভাজনেরর তুলনায় মেশিনারির স্থান তখন ছিল গৌণ, যে স্থানটি অ্যাডাম স্মিথ ন্যস্ত করেছিলেন

---

১. এটা দেখা যেতে পারে ডবল্যু. পেটি, জন বেলার্স, অ্যাণ্ড্রু ইয়ারাণ্টন, "দি অ্যাডভানটেজেস অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেড", এবং জে ভ্যাণ্ডারলিণ্ট থেকে, অন্যান্যদের লেখাতেও এর উল্লেখ নেই।

২. ষোড়শ শতকের শেষ দিকেও ফ্রান্সে আকর চূর্ণ ও পরিষ্কার করার জন্য হামন-দিস্তা ও ছাকনি ব্যবহার করা হত।

৩. মেশিনারির বিকাশের গোটা ইতিহাস ময়দা-কলের ইতিহাস থেকেই পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডে "ফ্যাক্টরি" তখনো পর্যন্ত "মিল"। জার্মান কৃৎবিজ্ঞান সম্পর্কিত বইপত্রে এই শতকের প্রথম দশক অবধি "মুহ্ল" কথাটি ব্যবহৃত হত কেবল প্রাকৃতিক শক্তিচালিত মেশিনারি বোঝাতেই নয়, ব্যবহৃত হত এমন সমস্ত 'ম্যানুফ্যাকচার' বোঝাতে যেখানে 'মেশিনারি' জাতীয় "অ্যাপারেটাস" ব্যবহার করা হত।

তার উপরে।[১] সপ্তদশ শতাব্দীতে মেশিনারির বিক্ষিপ্ত ব্যবহারের ঘটনাটি চরম গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সে যুগের মহান গণিতজ্ঞদের তা যুগিয়েছিল বলবিজ্ঞান ('মেকানিক্স')-সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি ও প্রেরণা।

বিবিধ প্রত্যংশ-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত যৌথ শ্রমিকটিই হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারযুগের বৈশিষ্ট্যসূচক মেশিনারি। নানাবিধ কর্মকাণ্ড, যেগুলি একজন পণ্যের উৎপাদক পালাক্রমে সম্পাদন করে এবং যেগুলি উৎপাদনের অগ্রগমনের পথে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়, সেগুলি তার উপরে নানা ভাবে দাবি হাজির করত। একটি কর্মকাণ্ডে তাকে দিতে হবে অধিকতর দৈহিক শক্তি, আর একটিতে অধিকতর অভিনিবেশ— এবং একই ব্যক্তি এই সমস্ত কয়টি গুণ সমান ভাবে ধারণ করে না। একবার যখন ম্যানুফ্যাকচার বিবিধ প্রক্রিয়াগুলিকে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে দিয়েছে, তখন শ্রমিকেরাও তাদের নিজ নিজ প্রধান গুণ অনুসারে বিভক্ত, শ্রেণী-বিন্যস্ত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে যায়। একদিকে তাদের প্রকৃতি-প্রদত্ত গুণাবলী হয় শ্রম-বিভাজনের ভিত্তি এবং অন্য দিক ম্যানুফ্যাকচার একবার প্রবর্তিত হলে তাদের মধ্যে ঘটায় নোতুন নোতুন ক্ষমতার বিকাশ—যে ক্ষমতাগুলি স্বভাবতই সীমিত ও বিশেষ কাজের জন্যই উপযোগী। তখন যৌথ শ্রমিকটি, সমমাত্রার উৎকর্ষে, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কয়টি গুণেরই অধিকারী হয় এবং বিশেষ বিশেষ শ্রমিকেরা বা শ্রমিক-গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত তার সব কয়টি অঙ্গকে একান্ত ভাবেই তাদের স্ব স্ব বিশেষ কাজে নিযুক্ত ক'রে সে সেই গুণগুলিকে প্রয়োগ করে সর্বাপেক্ষা মিতব্যয়ী ভাবে।[২] প্রত্যংশ শ্রমিকের

১. চতুর্থ খণ্ডে সবিস্তারে দেখানো হবে যে, শ্রম-বিভাগ সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথ নোতুন কোনো বক্তব্যই প্রতিষ্ঠা করেননি। কিন্তু যে-কারণে তাঁকে ম্যানুফ্যাকচার যুগের বিশিষ্ট অর্থতাত্ত্বিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তা হল শ্রম-বিভাগের উপরে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। মেশিনারিকে তিনি যে গৌণ স্থান দিয়েছিলেন তা আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের প্রথম পর্যায়ে লডারডেল-এর, পরবর্তী পর্যায়ে, উরে-র বিতর্কের সূচনা করে। অ্যাডাম স্মিথ শ্রমের হাতিয়ারগুলিকে পৃথগীভবনের সঙ্গে—যে-ব্যাপারে প্রত্যংশ শ্রমিকেরা নিজেরাই নিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—মেশিনারির উদ্ভাবনকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন ; এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাক্টরির কর্মীরা নয়, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, হস্ত-শিল্পীরা এমনকি ক্ষুদ্র-কৃষকেরাও (ব্রিগুলি) একটা ভূমিকা নিয়েছিল।

২. "মালিক-ম্যানুফ্যাকচারার বিভিন্ন মাত্রার দক্ষতা ও বলের প্রয়োজন হয় এমন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাজটিকে ভাগ করে দেয় ; সে জানে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ার জন্য কোন্ কোন্ পরিমাণে দুটিকে ক্রয় করতে হবে ; অন্য দিকে, যদি গোটা কাজটাই একজন মাত্র কর্মীর দ্বারা সম্পাদিত হত, তা হলে তাকে সবচেয়ে কঠিন কাজটি করার মত যথেষ্ট দক্ষতা এবং সবচেয়ে শ্রমসাধ্য কাজটি করার মত যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হতে হত।" (চার্লস ব্যাবেজ, "অনদি ইকনমি অফ মেশিনারী এ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচার্স," লণ্ডন ১৮৩২, অধ্যায় ১৯)।

একপেশেমি ও খুঁৎগুলি তখন হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গীণ ও নিখুঁৎ, কেননা তখন সে যৌথ শ্রমিকটির একটি অঙ্গ।[১] একটি মাত্র কাজ করবার অভ্যাস তাকে পরিণত করে একটি অব্যর্থ উপকরণে, আর অন্য দিকে গোটা সংগঠনটির সঙ্গে তার সংযোগ তাকে বাধ্য করে একটি মেশিনের অংশ-সুলভ নিয়মিকতার সঙ্গে কাজ করতে।[২]

যেহেতু যৌথ শ্রমিকটির সরল ও জটিল, উঁচু ও নিচু—দু রকমেরই কাজ আছে, সেই হেতু তার সদস্যদের অর্থাৎ ব্যক্তি-শ্রমিকদের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন মাত্রার প্রশিক্ষণের এবং সেই কারণে তাদের মূল্যও হয় বিভিন্ন। সুতরাং ম্যানুফ্যাকচার গড়ে তোলে শ্রম-শক্তিসমূহের একটি ক্রমোচ্চ-স্তরতন্ত্র, যার এক-একটি স্তরের জন্য নির্দিষ্ট হয় এক-এক রকম মজুরির হার। এক দিকে, যখন ব্যক্তি-শ্রমিকেরা সারা জীবনের জন্য একটি সীমিত কাজে নিযুক্ত ও আবদ্ধ থাকে, অন্য দিকে তখন ঐ স্তরতন্ত্রের নানাবিধ কাজগুলি শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণাবলী অনুসারে।[৩] অবশ্য, প্রত্যেকটি উৎপাদন-প্রক্রিয়াতেই এমন কিছু প্রকৌশল-ক্ষমতার দরকার হয় যা প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতার মধ্যে। কর্মতৎপরতার অধিকতর পূর্ণ-গর্ভ মুহূর্তের সঙ্গে এই প্রকৌশলগুলির সংযোগ থেকেও এখন এগুলির বিচ্ছেদ ঘটানো হয় এবং এগুলিকে শিলীভূত রূপ দেওয়া হয় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের একান্ত কার্যে। অতএব, ম্যানুফ্যাকচার যে হস্তশিল্পেই হাত বাড়াক না কেন, সেখানেই তা সৃষ্টি করে তথাকথিত অদক্ষ শ্রমিকদের একটি শ্রেণী—

১. যেমন, কোন পেশীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, কোন অস্থির বক্রতা ইত্যাদি।

২. জনৈক তদন্ত কমিশনার প্রশ্ন করেছিলেন, কেমন করে ছোট ছেলে-মেয়েদের কাজে ধরে রাখা হয়? তার উত্তরে এক কাঁচ-কারখানার ম্যানেজার মিঃ মার্শাল সঠিক-ভাবেই বলেছিলেন, "তারা তাদের কাজ উপেক্ষা করতে পারে না, একবার কাজ শুরু করলে তা শেষ করতেই হবে; তারা ঠিক মেশিনের বিভিন্ন অংশের মত।" ("শিশু-নিয়োগ-কমিশন, চতুর্থ রিপোর্ট, ১৮৬৫", পৃঃ ২৪৭)

৩. ডঃ উরে তাঁর আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের মহিমা কীর্তনে ব্যাবেজ-এর মত পূর্বতন অর্থতাত্ত্বিকদের তুলনায় আরো তীক্ষ্ণভাবে ম্যানুফ্যাকচারের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করেন; ব্যাবেজ গণিতজ্ঞ ও যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ হিসাবে ছিলেন উরে-র চেয়ে ঢের উঁচুতে, কিন্তু তিনি যান্ত্রিক শিল্পকে দেখেছিলেন একমাত্র ম্যানুফ্যাকচারকারীর দৃষ্টিতে। উরে বলেন, "প্রত্যেকের জন্য এই কাজের বিলি-বন্টন, উপযুক্ত মূল্য ও ব্যয়ের এক-একজন কর্মীকে বরাদ্দ-করণ—এটাই হল শ্রম-বিভাগের আসল মর্ম।" অন্য দিকে, তিনি শ্রম-বিভাজনকে বর্ণনা করেন "বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রতিভার সঙ্গে শ্রমের অভিযোজন" বলে এবং সর্বশেষে সমগ্র ম্যানুফ্যাকচার-প্রণালীকে "শ্রমের-বিভাজন ও পর্যায়ীকরণের এক প্রণালী" হিসাবে, "দক্ষতার মাত্রা অনুযায়ী শ্রমের বিভাজন" হিসাবে। (উরে, "দি ফিলসফি অব ম্যানুফ্যাকচার্স", ফরাসী অনুবাদ, পৃঃ ১৯-২৩)।

এমন একটি শ্রেণী যার কোনো স্থান নেই হস্তশিল্পে। ম্যানুফ্যাকচার যদি একজন মানুষের সমগ্র কর্মক্ষমতার বিনিময়ে একটি একপেশে বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, তবে তা আবার সমস্ত বিকাশের অভাবকেও একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা-দানের সূচনা করে। একটি ক্রমোচ্চ-স্তরতন্ত্র প্রবর্তনের পাশাপাশি আসে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের একটি সহজ সরল শ্রেণীভাগ। অদক্ষদের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশির ব্যয় হয় অন্তর্হিত; দক্ষদের জন্য এই ব্যয় হস্তশিল্পীদের তুলনায় হ্রাস পায়, কেননা কাজগুলি তখন সরল হয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমের মূল্য পড়ে যায়।[১] এই নিয়মটির একটি ব্যতিক্রম ঘটে কেবল তখনি, যখন শ্রম-প্রক্রিয়ার ভাঙনের ফলে নোতুন ও বিস্তারিত কাজের জন্ম হয়—এমন সব কাজ যার, হয়, হস্তশিল্পে কোনো স্থান ছিলনা; নয়তো, থাকলেও তা ছিল সামান্য। শিক্ষানবিশির বাবদে ব্যয়ের এই অবলুপ্তি বা হ্রাসপ্রাপ্তির অর্থ দাঁড়ায় মূলধনের সেবায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের সরাসরি বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, কেননা তা আবশ্যক শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যিক শ্রম-সময়ের হ্রাস ঘটায়, তাই উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিধিরও বিস্তার ঘটায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাগ এবং সমাজে শ্রম-বিভাগ ॥

আমরা প্রথমে বিবেচনা করেছিলাম ম্যানুফ্যাকচারের উৎপত্তি, তার পরে তার বিবিধ সরল উপাদান, তারপর প্রত্যংশ শ্রমিক ও তার বিভিন্ন উপকরণ এবং সর্বশেষে সমগ্র ভাবে এই ব্যবস্থাটি। এখন আমরা দৃষ্টি দেব ম্যানুফ্যাকচারগত শ্রম-বিভাজন এবং সামাজিক শ্রম-বিভাজনের উপরে, যা সমস্ত পণ্যোৎপাদনের ভিত্তিস্থানীয়।

আমরা যদি একমাত্র শ্রমকেই আমাদের নজরে রাখি, তা হলে আমরা প্রধান প্রধান বিভাগে তথা গণজাতিতে—যেমন কৃষি, শিল্প ইত্যাদিতে—তার পৃথগীভবনকে অভিহিত করতে পারি সাধারণ শ্রম-বিভাজন হিসাবে এবং এক-একটি গণজাতির প্রজাতি ও

---

১. "প্রত্যেক হস্তশিল্পীকে···একটি বিন্দুতে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে নিখুঁৎ করে তুলতে দেওয়া হয় বলে, সে হয়ে উঠত···একজন অপেক্ষাকৃত সস্তা মজুর।" (উরে, "দি ফিলসফি অব ম্যানুফ্যাকচার্স", পৃঃ ১৯)।

উপ-প্রজাতিতে বিভাজনকে বিশেষ শ্রম-বিভাজন হিসাবে এবং কর্মশালার অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাজনকে একক বা প্রত্যংশ শ্রম-বিভাজন হিসাবে।[১]

সমাজে শ্রম-বিভাজন এবং সেই সঙ্গে একটি বিশেষ পেশায় ব্যক্তি-মানুষদের বাঁধা পড়ার ব্যাপারটি বিকাশ লাভ করে বিপরীত সূচনা-বিন্দু থেকে, ঠিক যেমন ম্যানুফ্যাকচারেও ঘটে থাকে। একটি পরিবারের মধ্যে[২] এবং আরো অগ্রগতির পরে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে, স্বাভাবিক ভাবেই, উদ্ভূত হয় এক ধরনের শ্রম-বিভাগ, যার কারণ নারী-পুরুষের পার্থক্য, অতএব, শারীরবৃত্তগত পার্থক্য—যে শ্রম-বিভাগ তার উপাদানসমূহের বৃদ্ধিসাধন করে জনসমাজের বৃদ্ধিসাধনের মাধ্যমে এবং বিশেষ করে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ এবং এক গোষ্ঠীর উপরে অন্য গোষ্ঠীর আধিপত্য-বিস্তারের মাধ্যমে। অপর পক্ষে, যে কথা আমি আগেই বলেছি, দ্রব্য-বিনিময়ের উদ্ভব ঘটে, সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে বিভিন্ন পরিবার, গোষ্ঠী, জনসমাজ পরস্পরের সংস্পর্শে আসে; কারণ সভ্যতার প্রারম্ভে বিভিন্ন পরিবার, গোষ্ঠী ইত্যাদির স্বাধীন মর্যাদার ভিত্তিতে মিলিত হয়, ব্যক্তিবিশেষরা নয়। বিভিন্ন জনসমাজ তাদের আপন আপন প্রাকৃতিক

---

১. শ্রম-বিভাজন অগ্রসর হয় সেই বিভাজন থেকে বহুল পরিমাণে ভিন্নতর বৃত্তি-বিভাজন থেকে, যেখানে কয়েকজন শ্রমিক নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় একটি অভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন, যেমন ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থায়। (স্টর্চ : "কোর্স অব পলিটিক্যাল ইকনমি", ফরাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩)। "Nous rencontrons chez les peuples parvenus a un certain degre de civilisation trois genres de divisions d'industrie : la premiere, que nous nommerons generale, amene la distinction des producteurs en agriculteurs, manufacturiers et commercants, elle se rapporte aux trois principales branches d'industrie nationale ; la seconde, qu'on pourrait appeler speciale, est la division de chaque genre d'industrie en especes···la troisieme division d'industrie, celle enfin qu'on devrait qualifier de division de la besogne ou de travail proprement dit, est celle qui s'etablit dans les arts et les metiers separes...qui s'etablit dans la plupart des manufactures et des ateliers." (Skarbek, Theorie des richesses sociales vol. I 2nd, edition. Paris, 1839. pp. 84, 85.)।

২. **তৃতীয় সংস্করণের টীকা**—পরবর্তীকালে মানুষের আদিম অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে, উপনীত হন যে, পরিবার প্রথমে গোষ্ঠীতে বিকাশ লাভ করেনি, বরং গোষ্ঠীই হল মানবিক সংগঠনের রক্ত-সম্পর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত, আদিম ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত রূপ, এবং গোষ্ঠীগত বন্ধনের প্রাথমিক ক্রমবর্ধমান শিথিলতা থেকেই পরবর্তী কালে পরিবারের বহু এবং বিবিধ রূপের বিকাশ ঘটে।—এফ. এঙ্গেলস।

পরিবেশে উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন উপায় ও প্রাণধারণের ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের সন্ধান পায়। সুতরাং তাদের উৎপাদন-পদ্ধতি, জীবন-ধারণের পদ্ধতি এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদিও হয় ভিন্ন ভিন্ন। যখন বিভিন্ন জনসমাজ পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত এই বিভিন্নতাই পারস্পরিক দ্রব্য-বিনিময়ের প্রয়োজন ঘটায়। বিনিময় উৎপাদনের-ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে না, বরং যেগুলি আগে থেকেই বিভিন্ন, সেগুলির মধ্যে সম্পর্ক ঘটায় এবং যেগুলিকে রূপান্তরিত করে একটি সম্প্রসারিত সমাজের সমষ্টিগত উৎপাদনের মোটামুটি পরস্পর-নির্ভর শাখা হিসাবে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রম-বিভাগের উদ্ভব ঘটে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিময় থেকে, যেগুলি পরস্পর থেকে মূলতঃ আলাদা ও স্বতন্ত্র। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে, যেখানে শারীর-বৃত্তগত শ্রম-বিভাগই হচ্ছে সূচনা-বিন্দু, সেখানে একটি সুসংবদ্ধ সমগ্রের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি ঢিলেঢালা হয়ে যায় প্রধানতঃ বিদেশী জনসমাজগুলির সঙ্গে বিনিময়ের কারণে, এবং তারপর নিজেদেরকে এতদূর পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যে, শেষ পর্যন্ত বিবিধ প্রকারের কাজকে যা যুক্ত করে রাখে, তা হল পণ্য হিসাবে এই উৎপন্নগুলির বিনিময়। এক ক্ষেত্রে, যা ছিল স্বনির্ভর, তাকে করা হল পরনির্ভর এবং অন্য ক্ষেত্রে, যা ছিল পরনির্ভর, তাকে করা হল স্বনির্ভর।

সুবিকশিত ও পণ্য বিনিময়ের দ্বারা সংঘটিত প্রত্যেক শ্রম-বিভাগের ভিত্তি হল শহর ও গ্রামের মধ্যে বিচ্ছেদ[১]। এটা বলা যেতে পারে যে, সমাজের সমগ্র অর্থ নৈতিক ইতিহাস এই বৈপরীত্যের গতি-প্রক্রিয়ার মধ্যেই ক্ষুদ্রাকারে বিধৃত। সে যাক, আপাততঃ আমরা ব্যাপারটিকে ডিঙিয়ে যাচ্ছি।

যেমন যুগপৎ নিযুক্ত কিছু সংখ্যক শ্রমিক হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাজনের বাস্তব পূর্বশর্ত, ঠিক তেমনি জনসংখ্যার আয়তন ও ঘনত্ব, যা এখানে বোঝায় একটি কর্মশালায় সন্নিবিষ্ট জনসংখ্যা, তাই হল সমাজে শ্রম-বিভাজনের আবশ্যিক ভিত্তি।[২]

---

১. স্যার জেমস স্টুয়ার্ট হলেন সেই অর্থনীতিবিদ, যিনি সবচেয়ে ভালভাবে এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন। "ওয়েল্‌থ্ অব নেশনস" থেকে দশ বছর আগে প্রকাশিত হলেও, তাঁর বইটি আজও পর্যন্ত কত কম পরিচিত, তা বোঝা যায় এই ঘটনাটি থেকে যে ম্যালথাসের ভক্তরা পর্যন্ত জানেন না যে, তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণটিতে, একমাত্র বাক্যালংকার ছাড়া এমন আর কিছু নেই যা প্রধানতঃ স্টুয়ার্ট থেকে এবং কিছু পরিমাণে ওয়ালেস এবং টাউনসেণ্ড থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ নয়।

২. জনসংখ্যার এমন একটা বিশেষ মাত্রার ঘনত্ব আছে, যা সামাজিক আদান-প্রদান এবং সেই শক্তি-সম্মিলন,—যার দ্বারা শ্রমের উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়—উভয়ের পক্ষে সুবিধাজনক। (জেমস মিল, "এলিমেণ্টস অব পলিটিক্যাল ইকনমি", পৃঃ ৫০)। "শ্রমিকদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা তত বর্ধিত হয় সেই বৃদ্ধি × শ্রম-বিভাগের ফলসমূহের চক্রবৃদ্ধি হারে।" (থমাস হজস্কিন: "লেবর ডিফেণ্ডেড এগেইনস্ট দি ক্লেইমস অব ক্যাপিট্যাল", পৃঃ ১২৫, ১২৬)।

যাই হোক, এই ঘনত্ব কমবেশি আপেক্ষিক। যোগাযোগের সুব্যবস্থা রয়েছে এমন একটি আপেক্ষিক ভাবে জনবিরল দেশ যোগাযোগের সুব্যবস্থা নাই এমন একটি অধিকতর জনবহুল দেশের তুলনায় ঘনতর জনবসতির অধিকারী ; এবং এই অর্থে, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, ভারতের তুলনায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলের জনবসতি ঘনতর।[১]

যেহেতু পণ্যের উৎপাদন ও সঞ্চলন হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বশর্ত, সেহেতু ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাজন পূর্বাহ্নেই একটি বিশেষ মাত্রায় বিকশিত হয়ে গিয়েছে। বিপরীত ভাবে বলা যায়, পূর্ববর্তী শ্রম-বিভাজন পরবর্তী শ্রম-বিভাজনের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটায়। সেই একই সময়ে, শ্রম-উপকরণসমূহের সঙ্গে সঙ্গে, যেসব শিল্প এইসব উপকরণ উৎপাদন করে সেগুলিও আরো বেশি করে পৃথগীভূত হয়।[২] ম্যানুফ্যাকচার যদি এমন কোন শিল্পের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে, যে-শিল্প পূর্বে প্রধান বা অধীন হিসাবে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সংযোগে এবং একজন উৎপাদনকারকের পরিচালনায় পরিচালিত হত, তা হলে এই শিল্পগুলি তৎক্ষণাৎ তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং স্বতন্ত্র হয়ে যায়। ম্যানুফ্যাকচার যদি কোন পণ্যের উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কোন একটি পর্যায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, তা হলে তার অন্যান্য পর্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র শিল্পে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যেখানে পূর্ণ-প্রস্তুত জিনিসটি কেবল একত্র-সংযোজিত কয়েকটি অংশ মাত্র, সেখানে প্রত্যংশ কর্মকাণ্ডগুলি নিজেদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে বিবিধ, বিচ্ছিন্ন, বিশুদ্ধ হস্তশিল্প হিসাবে। ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাজনকে আরো নিখুঁৎ ভাবে কার্যকরী করে তোলার জন্য, উৎপাদনের একটি একক শাখা তার কাঁচামালের বিভিন্নতা অনুযায়ী কিংবা একই কাঁচামাল যে-সমস্ত বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে, তদনুযায়ী অসংখ্য, এবং কিছুটা মাত্রায় সম্পূর্ণ নোতুন ম্যানুফ্যাকচারে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। তদনুযায়ী, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে একমাত্র ফ্রান্সেই ১০০ বিভিন্ন ধরনের রেশম-সামগ্রী বোনা হত এবং অ্যাভিগননে আইন ছিল যে, প্রত্যেক শিক্ষানবিশ আত্মনিয়োগ করবে কেবল একধরনের কারিগরি কাজে এবং সে কোনমতেই একাধিক ধরনের সামগ্রী প্রস্তুত করার কাজ শিখবে না।' শ্রমের আঞ্চলিক বিভাজন উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ শাখাকে একটি দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নিবদ্ধ করে এবং এই কাজে ম্যানুফ্যাকচার

---

১. ১৮৬১ সালের পরে তুলার বিপুল চাহিদার ফলে, ভারতের কয়েকটি ঘন-বসতিপূর্ণ অঞ্চলে চালের চাষ কমিয়ে তুলার চাষ বাড়ানো হয়েছিল। পরিণামে সেখানে স্থানীয় ভাবে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটল ; যোগাযোগের অব্যবস্থার দরুণ অন্য অঞ্চল থেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে চাল পাঠানো সম্ভব হয়নি।

২. এই ভাবে, সেই সপ্তদশ শতকেই হল্যাণ্ডে মাকু-তৈরি পরিণত হল শিল্পের একটি বিশেষ শাখায়।

থেকে প্রেরণা লাভ করে, যার কাজই হল সব রকমের বিশেষ সুবিধার সুযোগ গ্রহণ।[১] ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও বিশ্বের বাজারসমূহের উন্মোচন—যেহেতু ব্যাপারই ম্যানুফ্যাকচার-যুগের অস্তিত্বের সাধারণ শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত—সমাজে শ্রম-বিভাজনের বিকাশ ঘটানোর পক্ষে সমৃদ্ধ উপাদান যোগায়। শ্রম-বিভাজন কিভাবে কেবল অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রটিই নয়, পরন্তু বাকি সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রেও আত্মবিস্তার করে এবং সর্বত্রই ভিত্তি স্থাপন করে মানুষের বিশেষীকরণ ও বিন্যাস-সাধনের সর্বব্যাপক ব্যবস্থাটির—যা মানুষের সমস্ত কর্মশক্তির বিনিময়ে কেবল একটি মাত্র শক্তির বিকাশ ঘটায়, যে সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের প্রভু এ ফার্গুসন এই বলে চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন, "আমরা গড়ে তুলছি হেলটদের একটি জাতি; আমাদের এখানে নেই কোনো স্বাধীন নাগরিক"—সেই ব্যবস্থাটি সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যাবার অবকাশ এখানে নেই।[২]

কিন্তু তাদের মধ্যে অসংখ্য সাদৃশ্য ও সংযোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগ কেবল মাত্রাগত ভাবেই নয়, প্রকারগত ভাবেও পরস্পর থেকে ভিন্ন। যেখানে সংশ্লিষ্ট শিল্পটির বিভিন্ন শাখাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অদৃশ্য বন্ধন বিদ্যমান থাকে, কেবল সেখানেই সাদৃশ্যটি সবচেয়ে তর্কাতীত ভাবে প্রতিভাত হয়। যেমন, গো-পালক কাঁচা চামড়া উৎপাদন করে, চর্মকার সেই চামড়াকে পাকা চামড়ায় পরিণত করে, পাদুকাকার তা দিয়ে জুতো তৈরি করে। এখানে তারা প্রত্যেকে যে যা করছে, তাই হল চূড়ান্ত রূপটির দিকে একটি করে পদক্ষেপ, যা হবে তাদের সকলের সংযোজিত শ্রমের ফল। তা ছাড়া রয়েছে বিবিধ শিল্প যা গো-পালককে, চর্মকারকে, পাদুকাকারকে সরবরাহ করে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ। এখন অ্যাডাম স্মিথের সঙ্গে আমরাও কল্পনা করতে পারি যে, উল্লিখিত সামাজিক শ্রম-বিভাগ এবং ম্যানুফ্যাকচার-গত শ্রম-বিভাগের মধ্যে পার্থক্যটি নিছক বিষয়ীগত, যার অস্তিত্ব কেবল পর্যবেক্ষকের চোখে, যে একটি ম্যানুফ্যাকচারে এক নজরে দেখতে পায় সমস্ত কয়টি কর্মকাণ্ডকে ঘটনাস্থলে সম্পাদিত হতে, অন্য দিকে, উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তটিতে সংশ্লিষ্ট কাজটি বিরাট বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে থাকায় এবং প্রত্যেকটি

---

১. ইংল্যাণ্ডের পশম-জাত দ্রব্যাদির ম্যানুফ্যাকচার কয়েকটি অংশে বা শাখায় বিভক্ত হয়ে, যেসব জায়গায় সেগুলি একান্তভাবে বা বিশেষভাবে উৎপন্ন হয়, সেসব জায়গায় আত্মীকৃত হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু মিহি-কাপড় সমারসেটশায়ারে, মোটা কাপড় ইয়র্কশায়ারে, 'লং-এল' এক্সেটারে, 'ক্রেপ' নকইচে, কম্বল হুইটনিতে নিবদ্ধ হয়েছে। (বেকলি: "দি কুইরিস্ট" ১৭৫১-৫২০)

২. এ ফার্গুসন, "হিস্ট্রি অব সিভিল সোসাইটি" এডিনবরা ১৭৬৭, ৪র্থ অধ্যায়, ২য় অনুচ্ছেদ, পৃঃ ২৮৫।

শ্রম-শাখায় বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকায় ব্যাপারটা থেকে যায় অন্তরালে।[১] কিন্তু কী সেই ব্যাপার, যা গো-পালক চর্মকার ও পাদুকাকারের ভিন্ন ভিন্ন শ্রমের মধ্যে বন্ধন হিসাবে কাজ করে? সেই ঘটনাটি হচ্ছে এই যে তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ উৎপন্ন সামগ্রীই হল পণ্য। অন্যদিকে ম্যানুফ্যাকচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি? সেই বৈশিষ্ট্যটি হল এই ঘটনা যে, প্রত্যংশ শ্রমিক কোন পণ্যই উৎপাদন করে না।[২] সমস্ত প্রত্যংশ শ্রমিকের যৌথ উৎপন্ন ফলটিই হচ্ছে কেবল পণ্য।[৩] সমাজে শ্রম-বিভাগ

---

১. তিনি বলেন, সঠিক ম্যানুফ্যাকচারে, শ্রম-বিভাগ বেশি হয় বলে মনে হয়, কারণ উপস্থিত কাজটির ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটি শাখায় যারা নিযুক্ত হয়, তাদের প্রায়ই একই কর্ম-নিবাসে সমবেত করা যায় এবং একই সঙ্গে দর্শকের চোখের সামনে স্থাপন করা যায়। অন্য দিকে ঐ সব বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারে—যেগুলি বিপুল জনসংখ্যার বিপুল প্রয়োজন মেটাবে, সেগুলিতে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় এত বিরাট সংখ্যক লোক নিযুক্ত হয় যে তাদের সকলকে একই কর্ম-নিবাসে সমবেত করা অসম্ভব।" (অ্যাডাম স্মিথ, "ওয়েলথ অব নেশনস", প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। ঐ একই পরিচ্ছেদের সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটি, যার শুরু এই কথাকটি দিয়ে, "একটি সভ্য ও সমৃদ্ধ দেশে একজন দিন-মজুর বা কারিগরের থাকার জায়গাটা দেখুন", তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে টুকে দেওয়া হয়েছে বি, ডি ম্যাণ্ডেভিল-এর, "মৌমাছির উপাখ্যান বা ব্যক্তিগত অনাচার এবং সার্বজনিক সুবিধার"-র 'মন্তব্য' থেকে।" প্রথম সংস্করণ, মন্তব্য ছাড়া ১৭০৬; মন্তব্য সহ, ১৭১৪)।

২. "এখন আর তেমন কিছু নেই যাকে আমরা বলতে পারি ব্যক্তিগত শ্রমের স্বাভাবিক পুরস্কার। প্রত্যেক শ্রমিক উৎপাদন করে একটা গোটা জিনিসের একটা অংশমাত্র এবং যেহেতু সেই অংশটির আলাদা ভাবে নিজের কোনো মূল্য নেই, সেইহেতু সে কোনো কিছুর উপরে হাত দিয়ে বলতে পারে না, "এটা আমার উৎপন্ন; আমি এটাকে আমার কাছে রেখে দেব।" ("লেবর ডিফেণ্ডেড" এগেনস্ট দি ক্লেমস অব ক্যাপিট্যাক লণ্ডন ১৮২৫ পৃঃ ২৫)। এই আকর্ষণীয় গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন হজস্কিন, আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

৩. সমাজে এবং ম্যানুফ্যাকচার ব্যবস্থার মধ্যে এই পার্থক্য ইয়াংকীদের কাছে হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের আমলে প্রবর্তিত ট্যাক্সগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে "সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উপরে" ৬% কর। প্রশ্ন: শিল্পজাত দ্রব্য বলতে কি বোঝায়? আইনসভার উত্তর: একটি জিনিস উৎপাদিত হয় তখন, যখন সেটি তৈরি হয়", এবং সেটি তৈরি হয় তখন, যখন সেটি বিক্রির জন্য প্রস্তুত। নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়ার ম্যানুফ্যাকচারকারীদের আগে অভ্যাস ছিল তাদের সর্বস্ব দিয়ে ছাতা "তৈরি" করা। কিন্তু যেহেতু একটি ছাতা হল অত্যন্ত বিভিন্ন অংশের একটি মিশ্র সামগ্রী, সেই হেতু এই অংশগুলি ক্রমে ক্রমে পরিণত হল বিভিন্ন আলাদা আলাদা শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যে, যে শিল্পগুলি স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হত ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়।

সংঘটিত হয় শিল্পের বিভিন্ন শাখার উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয় ও ক্রয়ের দ্বারা ; অন্য দিকে, একটি কর্মশালায় প্রত্যংশ কর্মকাণ্ডগুলির মধ্যে সংযোগটির হেতু হচ্ছে একই ধনিকের কাছে অনেক শ্রমিকের শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের ঘটনাটি, যে-ধনিক সেই শক্তিকে প্রয়োগ করে সংযোজিত শ্রম-শক্তি হিসাবে। কর্মশালায় শ্রম-বিভাগের তাৎপর্য হচ্ছে একজন ধনিকের হাতে উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবন ; অন্য দিকে, সমাজে শ্রম-বিভাগের তাৎপর্য হচ্ছে বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র পণ্যোৎপাদনকারীর মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত বিকেন্দ্রীভূত অবস্থান। কর্মশালার ভিতরে যখন আনুপাতিকতার লৌহ বিধান নির্দিষ্ট-সংখ্যক শ্রমিককে নির্দিষ্ট কাজেকর্মে আবদ্ধ রাখে, তখন কর্মশালার বাইরেকার সমাজে শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উৎপাদনকারীদের ও তাদের উৎপাদনের উপায়সমূহের বিলিবণ্টনে আকস্মিকতা ও খেয়ালখুশি অবাধে কাজ করে। এটা ঠিক যে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিরন্তর একটা ভারসাম্যের দিকে যাবার প্রবণতা দেখায়, কেননা যখন, একদিকে, একটি পণ্যের প্রত্যেকটি উৎপাদনকারী একটি বিশেষ সামাজিক অভাব পূরণের জন্য একটি ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করতে বাধ্য এবং যখন ঐ সমস্ত অভাবের পরিমাপ মাত্রাগত ভাবে বিভিন্ন, তখনো সেখানে থাকে এমন একটি অন্তর্লীন সম্পর্ক, যা তাদের অনুপাতকে একটি নিয়মিত প্রণালীর মধ্যে স্থিত করে দেয় ; অন্য দিকে, পণ্যের মূল্য-নিয়মটি শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত করে দেয় তার কতটা নিয়োগ-যোগ্য শ্রম-সময়কে সমাজ প্রত্যেকটি বিশেষ শ্রেণীর পণ্যের জন্য ব্যয় করতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের এই বিবিধ ক্ষেত্রের ভারসাম্যের দিকে যাবার প্রবণতা অভিব্যক্ত হয় কেবল এই ভারসাম্যের নিরন্তর বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার আকারেই। যে-শ্রমবিভাগ অবরোহমূলক প্রণালীর ভিত্তিতে কর্মশালার অভ্যন্তরে নিয়মিত সম্পাদিত হয়, তাই আবার সমাজের অভ্যন্তরে পরিণত হয় আরোহমূলক প্রণালী-সঞ্জাত প্রকৃতি-প্রবর্তিত আবশ্যিক প্রয়োজন হিসাবে, যা নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনকারীদের উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালখুশিকে এবং আত্ম-প্রকাশ করে বাজার দরের তাপমান-যন্ত্রসুলভ উত্থান-পতনে। কর্মশালার অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগের নিহিতার্থ হচ্ছে মানুষজনের উপরে ধনিকের তর্কাতীত প্রাধান্য—মানুষজন হচ্ছে কেবল একটা যন্ত্রের বিভিন্ন অংশস্বরূপ, যে যন্ত্রটির মালিক হল ঐ ধনিক। সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগ স্বতন্ত্র উৎপাদনকারীদের নিয়ে আসে পারস্পরিক সংস্পর্শে, যারা প্রতিযোগিতা-ব্যতিরেকে, পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত-জনিত জবরদস্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো কর্তৃত্বকে স্বীকার করেনা ঠিক যেমন পশুরাজ্যে 'bellum omnium contra omnes' প্রত্যেকটি প্রজাতির অস্তিত্বকে রক্ষা করে।

তারা ছাতা কারখানায় প্রবেশ করত আলাদা আলাদা পণ্য হিসাবে। এইভাবে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে তৈরি জিনিসগুলিকে ইয়াংকীরা নাম দিয়েছিল "সন্নিবিষ্ট সামগ্রী", যে নামটি ছিল তাদের পক্ষে উপযুক্ত, কেননা তারা ছিল কতকগুলি ট্যাক্সের সন্নিবেশ। এইভাবে একটি ছাতা একত্রে "সন্নিবেশ করত" তার উপাদানগুলির দামের উপরে ৬% এবং আবার তার মোট দামের উপরে ৬%।

সেই একই বুর্জোয়া মানস, যা কর্মশালায় শ্রম-বিভাগের একটি আংশিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আজীবন সংযোজনের এবং মূলধনের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের গুণকীর্তন করে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সংগঠন হিসাবে, হ্যাঁ, ঠিক সেই একই বুর্জোয়া মানসই আবার উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মনের জন্য প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে সমান তেজে ধিক্কার জানায় সম্পত্তির অধিকার এবং ব্যক্তিগত ধনিকের প্রবৃত্তির স্বাধীনতা ও অবাধ বিকাশের মত পবিত্র অধিকারগুলির উপরে অন্যায় অনুপ্রবেশ হিসাবে। এটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক যে, সমাজের শ্রমের একটি সাধারণ সংগঠন গড়ে তুললে তা সমগ্র সমাজকে পর্যবসিত করবে একটি বিশাল কারখানায়—এর চেয়ে বেশি সাংঘাতিক কোন যুক্তি ছাড়া, উক্ত শ্রম-সংগঠনের বিরুদ্ধে কারখানা-ব্যবস্থার উৎসাহী উকিলদের আর কিছুই বলার নেই।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা-সমন্বিত কোন সমাজে সামাজিক শ্রম-বিভাজনে অরাজকতা এবং কর্মশালার অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাজনে অরাজকতা যেমন একটি অপরটির পারস্পরিক শর্ত, তেমন সমাজের সেই প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে—যখন বৃত্তি-বিভাজন প্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্ভূত, পরে স্ফটিকায়িত এবং শেষ পর্যন্ত আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে স্থায়ীকৃত হচ্ছিল, তখন—আমরা দেখি, একদিকে. একটি অনুমোদিত, কর্তৃত্বসমন্বিত পরিকল্পনা-অনুযায়ী শ্রম-সংগঠনের নমুনা এবং অন্য দিকে কর্মশালার মধ্যে শ্রম-বিভাজনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি কিংবা, খুব বেশি হলে, তার এক বামনাকৃতি বা বিক্ষিপ্ত আপতিক বিকাশ।[১]

ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অতি প্রাচীন ভারতীয় জনসমাজগুলি—যাদের মধ্যে কতকগুলি টিকে আছে আজও পর্যন্ত--সেগুলির ভিত্তি হল জমির উপরে যৌথ অধিকার, কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণ ও অপরিবর্তনীয় এক শ্রম-বিভাজন—যে শ্রম-বিভাজন যখনি এক নোতুন জনসমাজের সূচনা হত, তখনি কাজ করত হাতের কাছে প্রস্তুত একটি দৃঢ়বদ্ধ পরিকল্পনা ও ছক হিসাবে। ১০০ থেকে কয়েক সহস্র একর জমির অধিকারী এই জাতীয় প্রত্যেকটি জনসমাজ হল এক-একটি অখণ্ড সমগ্র, যা তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই উৎপাদন করে। উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের প্রধান অংশটাই স্বয়ং এই জনসমাজটিরই প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং এখানে উৎপাদন, পণ্য-বিনিময়ের দ্বারা সমগ্র ভাবে ভারতীয় সমাজে যে শ্রম-বিভাজন সংঘটিত হয়েছে, তা থেকে নিরপেক্ষ। কেবল উদ্বৃত্তটাই এখানে পণ্য হয়ে ওঠে এবং এমনকি তারও একটা অংশ যে পর্যন্ত তা

১. "On peut·····etablir en regle generale, que moins l'autorite preside a la division du travail dans l'interieur de la societe, plus la division du travail se developpe dans l'interieur de l'atelier, et plus elle y est soumise a l'autorite d'un seul. Ainsi l'autorite dans l'atelier et celle dans la societe, par rapport a la division du travail, sont en raison inverse l'une de l'autre." (Karl Marx, "Misere", &c. pp. 139-131.)

রাষ্ট্রের হাতে না পৌঁছাচ্ছে, সে পর্যন্ত নয়—যার হাতে স্মরণাতীত কাল থেকে এই উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটি অংশ খাজনার আকারে গিয়ে জমা পড়ে আসছে। এই সমস্ত জনসমাজের গড়ন ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের। সরলতম রূপের জনসমাজগুলির জমির চাষ হয় যৌথ ভাবে এবং তার উৎপন্ন ফসল বন্টিত হয় সদস্যদের মধ্যে। একই সময়ে প্রত্যেকটি পরিবারেই সুতো কাটা ও কাপড় বোনা চলে গৌণ শিল্প হিসাবে। এক ও অভিন্ন কাজে ব্যাপৃত জনসমষ্টির পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই "মুখ্য অধিবাসী"-কে যে একাধারে বিচারক, সান্ত্রী ও তহশিলদার, দেখতে পাই হিসাবরক্ষককে যে কৃষিকাজের হিসাব রাখে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাবৎ বিষয় লিপিবদ্ধ করে, অন্য একজন কর্মচারীকে যে অপরাধীদের অভিযুক্ত করে, ঐ গ্রাম অতিক্রমকারী বহিরাগতদের রক্ষা করে এবং পরবর্তী গ্রাম পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে আসে, সীমানা-প্রহরী যে প্রতিবেশী জনসমাজগুলির বিরুদ্ধে সীমানা পাহারা দেয়; জল-বন্টনকারী যে সেচের কাজের জন্য যৌথ জলাশয় থেকে জল বেঁটে দেয়; ব্রাহ্মণ যে ধর্মানুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করে; শিক্ষক যে বালির উপরে ছেলেদের লিখতে পড়তে শেখায়; পঞ্জিকাকার বা গণৎকার যে বীজ বোনা ও ফসল কাটার শুভাশুভ দিনগুলি জানিয়ে দেয়; একজন কর্মকার ও একজন সূত্রধর যারা কৃষি-উপকরণগুলি তৈরি ও মেরামত করে, কুম্ভকার যে গ্রামের প্রয়োজনীয় হাঁড়ি-কলসি ইত্যাদি তৈরি করে, একজন রৌপ্যকার কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে রৌপ্যকারের বদলে একজন কবি; কোন কোন জনসমাজে বিদ্যালয়-শিক্ষক। এই এক ডজন লোকের ভরণ-পোষণ চলে গোটা জন-সমাজটির খরচে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খালি জমিতে পুরনো ধাঁচেই একটি নোতুন জনসমাজের সূত্রপাত হয়। সমগ্র ব্যবস্থাটিতেই প্রকাশ পায় একটি শ্রম-বিভাগ কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারে যে ধরনের শ্রম-বিভাগ থাকে, এখানে তা অসম্ভব, যেহেতু কর্মকার, সূত্রধর এখানে পায় একটি অপরিবর্তনশীল বাজার এবং, বড় জোর, গ্রামগুলির আয়তন অনুসারে সেখানে দেখা দেয় একজনের বদলে প্রত্যেক ধরণের দু-তিন জন করে।[১] যে আইন জনসমাজ শ্রম-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা প্রকৃতির নিয়মের মতই অপ্রতি-রোধ্য কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করে; একই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিগত কারিগর, কর্মকার, বা সূত্রধর ইত্যাদি তার কর্মশালায় তার হস্তশিল্পের সব কটি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে চিরাচরিত প্রথায়—কোনো উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষকে না মান্য করেই। এই সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ জনসমাজ, যেগুলি নিরন্তর নিজেদেরকে একই আকারে পুনরুৎপাদন করে চলে এবং যদি কখনো কোন দুর্ঘটনায় কোনটি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে আবার ঐ একই জায়গায় একই নামে যাদের উদ্ভব ঘটে[২] এই জনসমাজগুলির উৎপাদন-সংগঠনের

১. লেঃ কর্নেল মার্ক উইল্‌কস্, "হিস্টরিকাল স্কেচেজ অব দি সাউথ অব ইণ্ডিয়া", ১৮১০-১৭, পৃঃ ১১৮-২০। ভারতীয় জনসমাজগুলির একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় জর্জ ক্যাম্পবেল-এর "মর্ডান ইণ্ডিয়া" নামক বইটিতে, ১৮৫২।

২. "এই সরল ব্যবস্থার অধীনে…দেশের অধিবাসীরা বাস করেছে স্মরণাতীত

সরলতা এশীয় সমাজ-সমূহের অপরিবর্তনীয়তার চাবিকাঠি যোগায়—যে অপরিবর্তনশীলতা এশীয় রাষ্ট্রগুলির নিরন্তর ভাঙন ও পুনর্গঠনের এবং বংশানুক্রমের অবিচ্ছিন্ন পরবির্তন-প্রবাহের তুলনায় এত জাজ্বল্য মান। রাজনৈতিক আকাশে ঝড়-ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও সমাজের অর্থনৈতিক উপাদানগুলি থাকে অনাহত।

যে কথা আমি আগেই বলেছি, একজন মালিক কতসংখ্যক শিক্ষানবিশ ও ঠিকা-মজুর নিয়োগ করতে পারবে গিল্ডের নিয়মকানুন তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া—গিল্ড-মাস্টার ধনিক হয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া, সে নিজে যে হস্তশিল্পের মালিক, সেখানে ছাড়া অন্যত্র সে তার ঠিকা-মজুরদের নিযুক্ত করতে পারত না। বণিকের মূলধনের প্রত্যেকটি অনুপ্রবেশকে গিল্ড প্রবল উদ্যমে প্রতিহত করত এবং কেবল এই ধরনের স্বাধীন মূলধনেরই সংস্পর্শে তারা আসত। বণিক প্রত্যেক ধরনের পণ্যই ক্রয় করতে পারত। কিন্তু শ্রমকে পণ্য হিসাবে ক্রয় করতে সে পারত না। কেবল হস্তশিল্প-জাত দ্রব্যাদির কারবারি হিসাবেই তার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হত। যদি ঘটনাক্রমে অধিকতর শ্রম-বিভাজনের প্রয়োজন দেখা দিত, তা হলে উপস্থিত গিল্ডগুলিই নিজেদেরকে বিভক্ত করে বিভিন্ন গিলডে পরিণত করত কিংবা পুরনো গিল্ডগুলির পাশাপাশি নোতুন গিল্ড প্রতিষ্ঠা করত; কিন্তু এসবই করা হত একটিমাত্র কর্মশালায় বিবিধ হস্তশিল্পে কেন্দ্রীভূত না করে। অতএব গিল্ড-সংগঠন হস্তশিল্পগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে, স্বতন্ত্র করে ও পূর্ণাঙ্গ করে ম্যানুফ্যাকচারের অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থাবলী সৃষ্টি করতে যত সাহায্যই করে থাক না কেন, তা কর্মশালা থেকে শ্রম-বিভাগকে বাদ দিয়ে রাখত। মোটামুটি ভাবে, শামুক যেমন তার খোলসটির সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত থাকে, তেমনি শ্রমিকও তার উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকত এবং এই কারণেই ম্যানুফ্যাকচারের প্রধান ভিত্তিটি ছিল অনুপস্থিত—যে ভিত্তিটি হচ্ছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছেদ এবং এই উপায়-উপকরণের মূলধনে রূপান্তরণ।

যেখানে ব্যাপক সমাজে শ্রম-বিভাগ—তা সে পণ্য-বিনিময়ের দ্বারাই সংঘটিত হোক বা অন্য কোন ভাবেই সংঘটিত হোক—সমাজের সবচেয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গঠনে অভিন্ন ভাবে উপস্থিত, সেখানে ম্যানুফ্যাকচার-প্রবর্তিত শ্রম-বিভাগ একমাত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিরই সৃষ্টি।

কাল ধরে। গ্রামগুলির সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে কদাচিৎ; এবং যদিও গ্রামগুলি নিজেরা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন কি জন-পরিত্যক্তও হয়েছে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাধির প্রকোপে, তা হলেও একই নাম, একই সীমানা, এবং এমনকি একই পরিবার-সমূহ চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। রাজ্যের ভাগাভাগি বা ভাঙাগড়া নিয়ে মানুষ কখনো মাথা ঘামায় নি; গ্রাম যদি থাকে অভগ্ন, তা হলে কোন্ রাজশক্তির অধীনে তারা স্থানান্তরিত হল কিংবা কোন্ সার্বভৌমের অধিকারে গ্রামটি গেল, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না; তার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি থাকে অপরিবর্তিত। (টমাস স্ট্যামফোর্ড, জাভার ভূতপূর্ব শাসনকর্তা: "দি হিষ্ট্রি অব জাভা," লণ্ডন, ১৮১৭, খণ্ড ১, পৃঃ ২৮৫)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ম্যানুফ্যাকচারের ধনতান্ত্রিক চরিত্র ॥

যেমন সাধারণ ভাবে সহযোগের, তেমনি বিশেষ ভাবে ম্যানুফ্যাকচারের, স্বাভাবিক সূচনা-বিন্দু হচ্ছে একজন ধনিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে বর্ধিত-সংখ্যক শ্রমিকের অবস্থান। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাগ শ্রমিকদের এই সংখ্যাবৃদ্ধিকে পরিণত করে একটি কৃৎকৌশল-গত প্রয়োজনে। কোন এক নির্দিষ্ট ধনিক ন্যূনতম কতসংখ্যক শ্রমিককে নিয়োগ করতে বাধ্য, তা এখানে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রম-বিভাজনের দ্বারা নির্ধারিত। অন্য দিকে, আরো শ্রম-বিভাজনের সুবিধা পাওয়া যায় কেবল শ্রমিকদের আরো সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং তা করা যেতে পারে কেবল বিভিন্ন প্রত্যংশ শ্রমিক-গোষ্ঠীর বিবিধ গুণিতক যোগ দিয়ে। কিন্তু বিনিয়োজিত মূলধনের অস্থির অংশের বৃদ্ধি করলে তার স্থির অংশেরও বৃদ্ধিসাধন জরুরি হয়ে পড়ে—যেমন, কর্মশালা, উপকরণ ইত্যাদিতে এবং বিশেষ করে, কাঁচামালে, যার দরকার পড়ে শ্রমিকদের সংখ্যার চেয়েও তাড়াতাড়ি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের দ্বারা ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ একই অনুপাতে বাড়ে—যে অনুপাতে বাড়ে শ্রম-বিভাজনের ফলে ঐ শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা। সুতরাং ম্যানুফ্যাকচারের নিজস্ব প্রকৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এটা একটা নিয়ম যে, প্রত্যেক ধনিকের হাতে যে ন্যূনতম পরিমাণ মূলধন থাকতে বাধ্য, তা অবশ্যই বেড়ে যেতে থাকবে। অন্য ভাবে বলা যায়, উৎপাদনের ও জীবন-ধারণের সামাজিক উপায়সমূহের মূলধনে রূপান্তরণ অবশ্যই সম্প্রসারিত হতে থাকবে।[১]

যেমন সরল সহযোগে তেমন ম্যানুফ্যাকচারেও যৌথ কর্মব্যবস্থাটি মূলধনের অস্তিত্বের একটি রূপ। বহুসংখ্যক প্রত্যংশ শ্রমিক নিয়ে গঠিত ব্যবস্থার মালিক হচ্ছে ধনিক।

---

১. এটাই যথেষ্ট নয় যে, হস্তশিল্পের উপ-বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন" (লেখকের বলা উচিত ছিল জীবনধারণ ও উৎপাদনের উপায়) "সমাজে প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে; নিয়োগকর্তাদের হাতে তাকে থাকতে হবে প্রচুর পরিমাণে, যাতে করে তারা তাদের কাজ বৃহদায়তনে পরিচালিত করতে পারে। ...যতই বিভাজন বৃদ্ধি পায়, ততই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিককে নিরন্তর কাজে রাখতে হলে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণ মূলধনের বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।" (স্টর্চ, "Coursd' Econ. Polit" paris Ed, পৃঃ ২৫০-২৫১) "La concentration des instruments de production et la division du travail sont aussi inseparables l'une de l'autre que le sont, dans le regime politique, la concentration des pouvoirs publics et la division des interets prives." (Karl Marx, l. c., p. 134.)

সুতরাং শ্রমিকদের সংযোজন থেকে যে উৎপাদন-ক্ষমতার উদ্ভব হয়, তা প্রতিভাত হয় মূলধনের উৎপাদিত ক্ষমতা বলে। সঠিক ম্যানুফ্যাকচার যে কেবল প্রাক্তন স্বাধীন শ্রমিককে মূলধনের শাসন ও হুকুমতের অধীনস্থ করে, তাই নয়, উপরন্তু তা শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যেই একটি ক্রমোচ্চ-স্বরতন্ত্র প্রবর্তন করে। যেখানে সরল সহযোগ ব্যক্তির কর্মপদ্ধতিকে প্রধানতঃ অপরিবর্তিত রাখে, ম্যানুফ্যাকচার তার কর্মপদ্ধতিতে আদ্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় এবং শ্রম-শক্তিকে একেবারে তার মূল ধরে টান দেয়। সুবিপুল-সংখ্যক উৎপাদন শক্তি ও প্রবৃত্তি বিনষ্ট করে তার উপরে এক প্রত্যংশ-কর্মপটুতা সবলে চাপিয়ে দিয়ে শ্রমিককে তা পর্যবসিত করে একটি বিকলাঙ্গ কিম্ভূত সত্তায়, ঠিক যেমন লা প্লাটা যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা কেবল তার চামড়া বা চর্বির জন্য একটা গোটা পশুকেই হত্যা করে। প্রত্যংশ কাজটি যে কেবল বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, কেবল তাই নয়, স্বয়ং সেই ব্যক্তিটিকেই পরিণত করা হয় একটি ভগ্নাংশিক কাজের স্বয়ংক্রিয় মোটরে[২] এবং, মেনিনিয়াস অ্যাগ্রিপ্পার সেই আজগুবি গল্পটি, যাতে মানুষকে পরিণত করা হয়েছে তারই দেহের একটি অংশ বিশেষে, সেটি বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে।[৩] যদি, প্রথমে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূলধনের কাছে বিক্রয় করে কারণ পণ্য-উৎপাদনের বাস্তব উপায়সমূহ তার হাতে নেই, তবে এখন তার হাতে নেই, তবে এখন তার নিজেরই শ্রমশক্তি কাজ করতে অস্বীকার করে, যদি না তা মূলধনের কাছে বিক্রীত হয়। বিক্রয়ের পরে সেই শ্রমশক্তি এখন কার্যকরী করা যায় এমন একটি পরিবেশে, যা কেবল ধনিকের কারখানাতেই বিদ্যমান। প্রকৃতিগত ভাবেই কোন কিছু স্বাধীন ভাবে করার অনুপযুক্ত, ম্যানুফ্যাকচারের অন্তর্গত শ্রমিক উৎপাদনশীল তৎপরতার বিকাশ ঘটাতে পারে কেবল ধনিকের কর্মশালার একটি উপাঙ্গ হিসাবে।[৪] যেমন মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তাদের অবয়বে জিহোবার স্বাক্ষর বহন করে, তেমনি শ্রম-বিভাগ ম্যানুফ্যাকচারে কর্মনিযুক্ত শ্রমিককে চিহ্নিত করে দেয় মূলধনের সম্পত্তি বলে।

---

২. ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট ম্যানুফ্যাকচারকারী শ্রমিকদের অভিহিত করেন "কাজের বিভিন্ন অংশে নিযুক্ত……জীবন্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বলে।" (ঐ, পৃঃ ৩১৮)।

৩. প্রবালপুঞ্জে প্রত্যেকটি একক কীট সমগ্র পুঞ্জটির পাকস্থলী হিসাবে কাজ করে, কিন্তু রোমের প্যাট্রিসিয়ানদের মত পুষ্টি কেড়ে না নিয়ে, তা গোটা পুঞ্জটিকে পুষ্টি যোগায়।

৪. "L'ouvrier qui porte dans ses bras tout un metier, peut aller partout exercer son industrie et trouver des moyens desubsister : l'autre (the manufacturing labourer) n'est qu'un accessoire qui, separe de ses confreres, n'a plus ni capacite, ni independance, et qui se trouve force d'acceptei la loi qu'on juge a propos de lui imposer." (Storch, l. c., Petersb. edit., 1815, t. l., p. 204.)

যেমন করে বন্য মানুষ সমগ্র যুদ্ধকৌশলকে পরিণত করে তার ব্যক্তিগত চাতুর্য প্রদর্শনের ক্রিয়াকাণ্ডে, ঠিক তেমন করেই ক্ষুদ্র চাষী ও হস্তশিল্পী, তা যত সামান্য মাত্রায়ই হোক না কেন, প্রয়োগ করে তার জ্ঞান বিবেচনা ও ইচ্ছাশক্তি—এখন সেই গুণগুলির প্রয়োজন হয় কেবল সমগ্রভাবে কর্মশালাটির জন্য। উৎপাদনে বুদ্ধিমত্তার বিস্তার ঘটে একদিকে, কেননা তার বিনাশ ঘটে বাকি সকল দিকে। প্রত্যংশ শ্রমিকেরা যা হারায়, তা গিয়ে পুঞ্জীভূত হয় মূলধনে, যে তাদের নিয়োগ করে।[১] ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাজনের একটা ফল এই যে, শ্রমিককে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় অপর একজনের সম্পত্তি-স্বরূপ এবং একটি কর্তৃত্বশীল ক্ষমতা-স্বরূপ বাস্তব উৎপাদন প্রক্রিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিসমূহের মুখোমুখি। এই বিচ্ছেদ শুরু হয় সরল সহযোগ থেকে, যেখানে ধনিক একক শ্রমিকের কাছে সম্মিলিত শ্রমের একত্ব ও ইচ্ছাশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এর বিকাশ ঘটে ম্যানুফ্যাকচারে, যা শ্রমিককে কেটে পরিণত করে একজন প্রত্যংশ শ্রমিকে। এটা সম্পূর্ণতা পায় আধুনিক শিল্পে, যা বিজ্ঞানকে করে তোলে শ্রম থেকে স্বতন্ত্র একটি উৎপাদনশীল শক্তি এবং তাকে নিয়োগ করে মূলধনের সেবায়।

ম্যানুফ্যাকচারে যৌথ শ্রমিক তৈরি করার জন্য এবং তার মাধ্যমে সামাজিক শক্তিতে সমৃদ্ধ মূলধন তৈরি করার জন্য, প্রত্যেক শ্রমিককে অবশ্যই পরিণত করতে হবে ব্যক্তিগত উৎপাদিকা শক্তিতে দরিদ্র। "অজ্ঞতা যেমন শিল্পের জননী, তেমন কুসংস্কারেরও জননী। মনন ও কল্পনা বিভ্রমসাপেক্ষ কিন্তু একটি হাত বা পা নাড়াবার অভ্যাস এই উভয়েরই নিরপেক্ষ। স্বভাবতই ম্যানুফ্যাকচার সবচেয়ে বেশি ঋদ্ধি লাভ করতে পারে সেখানে, যেখানে মনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় সবচেয়ে কম এবং যেখানে কর্মশালাকে বিবেচনা করা যায় একটি ইঞ্জিন হিসাবে, মানুষেরা যার বিভিন্ন প্রত্যংশ"।[২] বাস্তবিক পক্ষে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকজন ম্যানুফ্যাকচার-কারক বিশেষ কয়েকটি কাজের জন্য বাছাই করে নিয়োগ করত আধ-হাবলা লোকদের—সেই কাজগুলি ছিল তাদের ব্যবসাগত গুপ্ত রহস্য।[৩]

অ্যাডাম স্মিথ বলেন, "অধিকাংশ মানুষেরই উপলব্ধিগুলি আবশ্যিক ভাবে গঠিত হয়

---

১. এ ফার্গুসন, ঐ পৃঃ ২১৮ঃ "দ্বিতীয়টি যা হারিয়েছে, প্রথমটি হয়ত তা লাভ করেছে।"

২. জ্ঞানসম্পন্ন লোক এবং উৎপাদনশীল শ্রমিক পরস্পর থেকে ব্যাপক ভাবে ভিন্ন হয়ে যায়; এবং জ্ঞান আর শ্রমিকের হাতে তার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমের হাতিয়ার হিসাবে না থেকে…প্রায় সর্বত্রই শ্রমের বিরুদ্ধে নিজেকে সমবেত করেছে…ধারাবাহিক ভাবে তাদের বিভ্রান্ত করছে এবং বিপথে চালিত করছে, যাতে করে তাদের পেশীগত শক্তিসমূহ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও বাধ্য হয়ে পড়ে" (ডবল্যু টম্পসন: "অ্যান ইনকুইরি ইনটু দি প্রিন্সিপলস অব ডিস্ট্রিবিউশন অব ওয়েলথ", ১৮২৪ পৃঃ ২৭৪)।

৩. এ ফার্গুসন, ঐ, পৃঃ ২৮০

তাদের মামুলি কর্মনিযুক্তির দ্বারা। যে মানুষটির সারাজীবন কেটে যায় কয়েকটি সরল কর্মকাণ্ড সম্পাদনে···তার কোনো সুযোগই হয় না তার বোধশক্তি প্রয়োগের।···একটি মানবিক জীবের পক্ষে যতটা সম্ভব নির্বোধ ও অজ্ঞ হওয়া সম্ভব, সে সাধারণতঃ তাই নয়।" একজন প্রত্যংশ শ্রমিকের নির্বুদ্ধিতার বিবরণ দিয়ে তিনি আরো বলেন, "তার অনড় জীবনের একঘেয়েমি স্বভাবতই তার মনের সাহসকে বিকৃত করে দেয়; যে কাজটিতে বাঁধা থেকে সে বড় হয়েছে, সে কাজটি ছাড়া আর কোনো কাজে উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে শক্তি প্রয়োগে তা তাকে অক্ষম করে দেয়। এইভাবে তার নিজের কাজে তাকে কুশলতা অর্জন করতে হয় তার বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, সামরিক গুণগুলির বিনিময়ে। কিন্তু প্রত্যেকটি উন্নত ও সভ্য সমাজে এই হচ্ছে অবস্থা, যাতে শ্রম-জীবী দরিদ্ররা অর্থাৎ জনগণের বিপুলতর অংশ হয় অধঃপাতিত।"[১] শ্রম-বিভাজনের দ্বারা যাতে বিপুল জনসমষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে অধঃপাতিত না হয়, সেইজন্য অ্যাডাম স্মিথ রাষ্ট্র-কর্তৃক জনগণেকে শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন, কিন্তু সে শিক্ষা দিতে হবে বিবেচনা সহকারে এবং হোমিওপ্যাথিক ডোজের আকারে। তাঁর ফরাসী অনুবাদক ও টীকাকার জি গার্ণিয়ার, যিনি প্রথম ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যুদিত হয়েছিলেন সিনেটর হিসাবে, তিনি ঠিক ততটা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে এই বিষয়ে বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দেন, জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার শ্রম-বিভাজনের মূল নিয়মটিকেই লংঘন করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোটা ব্যবস্থাটাই তার বৈধতা হারিয়ে ফেলে।" তিনি বলেন, "অন্যান্য সর্বপ্রকার শ্রম-বিভাজনের মত, সমাজ যতই আরো ধনী হয় (তিনি সঠিক ভাবেই 'সমাজ' কথাটি ব্যবহার করছেন মূলধন, ভূ-সম্পত্তি ও তাদের রাষ্ট্রকে বোঝাতে), হাতের শ্রম ও মাথার শ্রমের মধ্যে শ্রম-বিভাজন[২] আরো সুপ্রকট হয়ে উঠে। অন্যান্য প্রত্যেক শ্রম-বিভাজনের মত এই শ্রম-বিভাজনও অতীতের ফল ও ভবিষ্যতের হেতু।··· তা হলে সরকারের পক্ষে কি উচিত হবে এই শ্রম-বিভাগের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং তার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করা?

১. অ্যাডাম স্মিথ, "ওয়েল্থ, অব নেশনস", খণ্ড ৫, পরিচ্ছেদ ১, অনুচ্ছেদ ২। ফার্গুসন দেখিয়ে ছিলেন শ্রম-বিভাজনের অসুবিধাজনক ফলাফলগুলি; তাঁর ছাত্র অ্যাডাম স্মিথ ছিলেন এ বিষয়ে খুবই পরিষ্কার। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় যেখানে তিনি শ্রম-বিভাগের প্রশংসা করেন, সেখানে তিনি কেবল প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, তা সামাজিক বৈষম্যের উৎস। আমার 'ফিলসফি অব পভার্টি'-তে আমি শ্রম-বিভাগের সমালোচনার ব্যাপারে ফার্গুসন, স্মিথ, লেমন্টিয়ে এবং সে-র মধ্যে ঐতিহাসিক যোগাযোগটা দেখিয়েছি এবং, প্রথমবারের মত প্রমাণ করেছি যে, ম্যানুফ্যাকচারে যেমন ভাবে প্রযুক্ত হয় সেইভাবে শ্রম-বিভাগ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট রূপ।

২. ফার্গুসন ইতিপূর্বেই বলেছেন (ঐ, পৃঃ ২৮১), "এবং এই বিভাজনের যুগে চিন্তা করাটাই হয়ে উঠতে পারে একটা বিশেষ ধরনের দক্ষতা।

তার পক্ষে কি উচিত হবে বিভাজন ও পৃথগীভবনের জন্য উন্মুখ এমন দুই শ্রেণীর শ্রমকে গুলিয়ে ফেলা ও মিলিয়ে দেবার কাজ সরাসরি অর্থের একটি অংশকে ব্যয় করা ?"[১]

এমন কি সমগ্রভাবে সমাজগত শ্রম-বিভাজন থেকেও দেহ ও মনের কিছুটা পঙ্গুতা অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু যেহেতু ম্যানুফ্যাকচার শ্রমের বিভিন্ন শাখার এই পৃথগীভবনকে আরো অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তার উপরে আবার, তার অদ্ভুত বিভাজনের দ্বারা ব্যক্তিকে তার জীবনের একেবারে মূলে আক্রমণ করে, সেহেতু ম্যানুফ্যাকচারই সর্বপ্রথম শিল্পগত ব্যাধি-বিজ্ঞানের জন্য মালমশলার যোগান দেয় এবং তার সূচনা করে।[২]

কোন মানুষকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার অর্থ হচ্ছে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা, যদি সেই দণ্ড তার প্রাপ্য হয়; আর তাকে হত্যা করা যদি সেই দণ্ড তার প্রাপ্য না হয়।·· ·· ·· শ্রমের বিভাগীকরণের অর্থ হল একটি জনসমষ্টির হত্যাকাণ্ড।[৩]

শ্রম-বিভাগের উপরে ভিত্তিশীল সহযোগিতার, ভাষান্তরে ম্যানুফ্যাকচারের, সূচনা হয় স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন হিসাবে। যখন তা কিছুটা সঙ্গতি ও বিস্তৃতি লাভ করে, তখনি তা হয়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মিত প্রণালীবদ্ধ রূপ। সঠিক ভাবে যাকে ম্যানুফ্যাকচার বলে অভিহিত করা যায়, সেই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক শ্রম-বিভাগ কিভাবে প্রথমে প্রথমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যেন অভিনেতাদের নেপথ্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোজিত রূপটি অর্জন করে এবং পরে, গিল্ডের অন্তর্গত হস্তশিল্পগুলির মত, এই নবলব্ধ রূপটিকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তা ধরে রাখতে ইতস্ততঃ সাফল্য লাভ করে, ইতিহাস তা তুলে ধরে। খুঁটিনাটি ব্যাপার ছাড়া, এই রূপটিতে কোনো পরিবর্তন সম্পূর্ণ ভাবেই ঘটে থাকে শ্রমের উপকরণে কোন বিপ্লবের ফলে। যেখনেই আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারের উদ্ভব ঘটে—আমি এখানে মেশিনারি-ভিত্তিক আধুনিক শিল্পের কথা বলছিনা—সেখানেই তা disjecta member poetae-কে প্রস্তুত অবস্থায় হাতের কাছে পায়, কেবল যেন তারা একত্রে সন্নিবিষ্ট হবার জন্যই অপেক্ষা করছে, যেমন বড় বড় শহরগুলিতে বস্ত্র-ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে; আর নয়তো, কোন হস্তশিল্পের (যেমন, বই-বাঁধাইয়ের) বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব

২. জি গার্নিয়ার, অ্যাডাম স্মিথের অনুবাদ, খণ্ড ৫, পৃঃ ৪-৫।

১. রামাজিনি, পাডুয়াতে, প্র্যাকটিক্যাল মেডিসিন'-এর অধ্যাপক, তাঁর গ্রন্থ "দ্য মর্বিস আর্তিফিকাম" প্রকাশ করেন ১৭১৩। আধুনিক যান্ত্রিক শিল্প অবশ্য শ্রমিকদের রোগের নালিকাকে আরো দীর্ঘ করেছে।

২. আকুর্হার্ট: "ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডস", ১৮৫৫। শ্রম-বিভাগ সম্পর্কে হেগেল-এর মতামত ছিল অতি অদ্ভুত। তিনি তাঁর "রেখ্‌ট্‌স্‌ফিলসফি"-তে বলেন, "সুশিক্ষিত লোক বলতে আমরা প্রথমতঃ বুঝি, যিনি, অন্যান্যরা যা করতে পারেন, তা সবই করতে পারেন।"

একান্ত ভাবেই বিশেষ বিশেষ মানুষের উপরে সরলভাবে ন্যস্ত ক'রে সহজেই শ্রম-বিভাজনের নীতিকে প্রয়োগ করতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংখ্যাগুলির মধ্যকার অনুপাত নির্ধারণ করার জন্য এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।[১]

হস্তশিল্পের ভাঙনের দ্বারা, শ্রম-উপকরণসমূহের বিশেষীকরণের দ্বারা, প্রত্যংশ শ্রমিকদের উদ্ভব ঘটিয়ে তাদেরকে একটিমাত্র ব্যবস্থার মধ্যে যূথবন্ধন ও সম্মিলনের দ্বারা, ম্যানুফ্যাকচার-প্রণালীতে শ্রম-বিভাগ উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করে একটি গুণগত স্তরভেদ ও পরিমাণগত অনুপাত এবং তদ্দ্বারা একই সময়ে গড়ে তোলে সমাজে নোতুন নোতুন উৎপাদিকা শক্তি। তার নির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক রূপে—এবং নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে তার পক্ষে এই ধনতান্ত্রিক রূপ ছাড়া অন্য কোনো রূপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না—ম্যানুফ্যাকচার হল কেবল আপেক্ষিক উদ্‌বৃত্ত-মূল্য প্রজননের অথবা শ্রমিকের স্বার্থের বিনিময়ে মূলধনের আত্মপ্রসারণের একটি পদ্ধতি—যাকে সাধারণ ভাবে বলা হয় 'সামাজিক সম্পদ', 'ওয়েল্‌থ্‌ অব নেশন্‌স্‌' ইত্যাদি। তা কেবল শ্রমিকের স্বার্থের বিনিময়ে ধনিকের স্বার্থ সাধনের জন্যই শ্রমিকের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিই করে না, তা সেটা করে শ্রমিকদের পঙ্গু করে দিয়ে। শ্রমের উপরে মূলধনের প্রভুত্বের জন্য তা নোতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। অতএব, এ যদি নিজেকে ঐতিহাসিক ভাবে উপস্থাপিত করে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ হিসাবে এবং, সমাজের বিকাশ পথে একটি আবশ্যিক পর্যায় হিসাবে, তা হলে অন্য দিকে সেটা হল শোষণের একটি সুসংস্কৃত ও সুসভ্যকৃত পদ্ধতি।

রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব, একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে যার উদ্ভব হয় ম্যানুফ্যাকচারের আমলে, তা শ্রম-বিভাজনকে দেখে কেবল ম্যানুফ্যাকচারের দৃষ্টিকোণ থেকে।[২] এবং তার মধ্যে দেখে কেবল একটি উপায়—একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের সাহায্যে আরো বেশি পণ্যোৎপাদনের এবং তার ফলে পণ্যের মূল্য-হ্রাসের ও দ্রুতবেগে মূলধন-সঞ্চয়ের একটি উপায় হিসাবে। পরিমাণ ও বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধির প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে জাজ্বল্যমান প্রতিতুলনা হচ্ছে চিরায়ত পুরা-বৃত্ত লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি, যাদের চোখ

১. শ্রম-বিভাগের ধনতান্ত্রিক চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে অ্যাডাম স্মিথ যতটা করেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি করেছেন প্রাচীনতর লেখকেরা—উইলিয়ম পেটী এবং "অ্যাডভাণ্টেজেস অব ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেড"-এর অনামী লেখক প্রমুখ।

২. আধুনিকদের মধ্য থেকে বাদ দেওয়া যায় আঠারো শতকের বেকারিয়া এবং জেমস হ্যারিস-এর মত কয়েকজন লেখককে। জেমস হ্যারিস, পরবর্তীকালে আর্ল অব ম্যাম্‌সবেরি, তাঁর "ডায়ালগ কনসার্নিং হ্যাপিনেস"-এর মন্তব্যে লেখেন, "(কর্ম-বিভাগের দ্বারা) সমাজকে স্বাভাবিক প্রমাণ করার গোটা যুক্তিটাই গৃহীত হয়েছে প্লেটোর 'রিপাব্লিক'-এর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে।"

একান্ত ভাবেই নিবদ্ধ গুণমান ও ব্যবহার-মূল্যের উপরে।[১] উৎপাদনের সামাজিক শাখাগুলির পৃথগীভবনের ফলে পণ্য আরো ভাল ভাবে তৈরি হয়, মানুষের বিভিন্ন প্রবণতা ও প্রতিভা উপযুক্ত ক্ষেত্র বেছে নেয়[২] ; এবং কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোথাও গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া যায় না।[৩] অতএব, উৎপাদনের সামাজিক শাখাসমূহের এই পৃথগীভবনের ফলে উৎপাদন ও উৎপাদক উভয়েরই উৎকর্ষ ঘটে। যদি উৎপন্ন পরিমাণের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির দিকটাই প্রায়শঃ উল্লিখিত হয়ে থাকে, তা হলে তা করা হয় কেবল ব্যবহার-মূল্যের অধিকতর প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে। একমাত্র ব্যবহার-মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখার এই দিকটি প্লেটোও গ্রহণ করেছিলেন ; তিনি শ্রম-বিভাজনকে দেখেছিলেন একটি ভিত্তি হিসাবে, যার উপরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন, যেমন দেখেছেন জেনোফোন, যিনি তাঁর চরিত্রগত বুর্জোয়া প্রবৃত্তি থেকেই কর্মশালার অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাজনের আরো কাছে গিয়েছেন।[৪] রাষ্ট্রের গঠনমূলক নীতি হিসাবে শ্রম-বিভাজন সম্পর্কে যে-আলোচনা প্লেটোর 'রিপাবলিক'এ আছে, তা হচ্ছে কেবল মিশরীয় জাতিভেদ প্রথার আথেন্সীয় আদর্শায়িত রূপ ; মিশর তার সমসাময়িক অনেকের কাজেই শিল্পায়িত দেশের অনুকরণীয় নমুনা হিসাবে কাজ করত, যেমন ইসক্রেটিস-এর কাছে[৫] এবং রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত গ্রীকদের কাছেও মিশরের এই মর্যাদা ছিল অব্যাহত।[৬]

---

১. যেমন 'অডিসি'-তে এবং 'সেক্সটাস এম্পিরিকাস'-এ।

২. পণ্যোৎপাদনকারী হিসাবে প্রত্যেক আথেনিয়ান নিজেকে একজন স্পার্টানের তুলনায় শ্রেয়ঃ মনে করে, কেননা যুদ্ধের সময় স্পার্টানের হাতে যথেষ্ঠ লোকবল থাকা সত্ত্বেও সে পারেনি অর্থবল সমবেত করতে।

৩. প্লেটোর মতে, প্রয়োজনের বহুমুখিতা এবং ব্যক্তির সীমাবদ্ধ সক্ষমতা থেকেই সমাজে শ্রম-বিভাগের উদ্ভব। তাঁর কাছে প্রধান বিষয়টি হচ্ছে এই যে, শ্রমিক নিজেকে খাপ খাওয়াবে কাজের সঙ্গে, কাজ নিজেকে খাপ খাওয়াবে না শ্রমিকের সঙ্গে, দ্বিতীয়টি তখনি হয় অপরিহার্য, যদি সে কয়েকটি বৃত্তি একসঙ্গে করে এবং তাদের কোন কোনটিকে গৌণ স্থান দেয়।

৪. তিনি (বুসিরিস) তাদের সকলকে বিভক্ত করেছিলেন বিভিন্ন জাতিতে ('কাস্ট'-এ) নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, একই লোক সব সময়ে একই কাজে নিযুক্ত থাকবে, কারণ তিনি জানতেন যে, যারা তাদের বৃত্তি পরিবর্তন করে, তারা কোনো বৃত্তিতেই কুশলী হয় না, কিন্তু যারা একই বৃত্তিতে লেগে থাকে, তারা তাদের কুশলতাকে সর্বাঙ্গীণ করে তোলে। ('ইসক্রেটিস', বুসিরিস, ৮)।

৫. ডিওডোরাস সিকিউলাস দ্রষ্টব্য।

৬. উরে, ঐ, পৃঃ ২০।

যথার্থ ম্যানুফ্যাকচারের আমলে, যখন ম্যানুফ্যাকচারের ছিল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান রূপ, তখন ম্যানুফ্যাকচারের স্ব-বিশেষ প্রবণতাগুলির পূর্ণ বিকাশের পথে ছিল অনেকগুলি প্রতিবন্ধক। যদিও ম্যানুফ্যাকচার সৃষ্টি করে, যেমন আমরা দেখেছি, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে একটি সরল বিভাজন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে তাদের একটি স্তরতান্ত্রিক বিন্যাস, তবু দক্ষ শ্রমিকদের বিপুলতর প্রভাবের দরুণ অদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা থাকে খুবই সীমাবদ্ধ। যদিও তা শ্রমের জীবন্ত উপকরণগুলির পরিপক্কতা, শক্তি ও বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে প্রত্যংশ শ্রমিকদের অভিযোজিত করে দেয় এবং এই ভাবে নারী ও শিশুদের শোষণের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়, তা হলেও সমগ্র ভাবে এই প্রবণতা পুরুষ শ্রমিকদের অভ্যাস ও প্রতিরোধের সর্বনাশ ঘটায়। যদিও হস্তশিল্পগুলির পৃথগীভবন শ্রমিককে গড়ে তোলার খরচ কমিয়ে দেয় এবং, ফলতঃ, তার মূল্যও কমিয়ে দেয়, তবু অধিকতর দুরূহ প্রত্যংশ-কাজের জন্য দরকার হয় দীর্ঘতর শিক্ষানবিশি এবং, এমন কি, যেখানে তা বাহুল্য মাত্র, সেখানেও শ্রমিকেরা তার জন্য সন্দেহবশতঃ পীড়াপীড়ি করে। যেমন ইংল্যাণ্ডে আমরা দেখতে পাই সাত বছরের শিক্ষানবিশি সমেত শিক্ষানবিশির আইনগুলি ম্যানুফ্যাকচার-আমলের শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি বলবৎ ছিল এবং আধুনিক শিল্পের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। যেহেতু হস্তশিল্পে কৌশলই হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারের বনিয়াদ এবং যেহেতু সমগ্র ভাবে ম্যানুফ্যাকচার-প্রণালী স্বয়ং শ্রমিকদের ছাড়া আর কোনো কাঠামোর অধিকারী নয়, সেহেতু মূলধন নিরন্তর বাধ্য হয় শ্রমিকের অবাধ্যতার সঙ্গে লড়াই করতে। বন্ধু উরে বলেন, "মানব-প্রকৃতির দুর্বলতার দরুন এমন ব্যাপার ঘটে যে, শ্রমিক যতই দক্ষ হয়, ততই সে খেয়ালি ও বেয়াড়া হয় এবং স্বভাবতই হয়ে ওঠে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ হবার অনুপযুক্ত—এমন একটি ব্যবস্থা, যার সে সমগ্র ভাবেই দারুণ ক্ষতি করতে পারে।"[১] সুতরাং গোটা ম্যানুফ্যাকচার-আমলটি জুড়েই শ্রমিকদের মধ্যে শৃংখলাহীনতার অভিযোগটি শোনা যায়।[৩] এবং আমাদের কাছে যদি সমকালীন লেখকদের সাক্ষ্য নাও থাকত, তা হলেও এই কটি সহজ ঘটনা যে, ষোড়শ শতক থেকে আধুনিক শিল্প-যুগের মধ্যবর্তী সময়কাল জুড়ে মূলধন ম্যানুফ্যাকচার-শ্রমিকদের মোট ব্যবহারযোগ্য কাজের সময়ের উপরে প্রভুত্ব অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে স্বল্পকালস্থায়ী এবং তা শ্রমিকদের আগমন-নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থান-পরিবর্তন করে—এই কটি ঘটনা থেকেই অনেক কিছু প্রকাশ পায়। "যে কোনো ভাবেই হোক, শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে", ১৭৭০ সালে এই কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন "ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রসঙ্গে নিবন্ধ" ("এসে অন ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স")-এর বহু-উদ্ধৃত গ্রন্থকার। ৬৬ বছর পরে ডঃ অ্যাণ্ড্রু

১. ফ্রান্সের তুলনায় এটা ইংল্যাণ্ডে বেশি এবং হল্যাণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সে বেশি

উরে তাঁর প্রতিধ্বনি করে বলেন, "শ্রম-বিভাজনের পণ্ডিতি সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত ম্যানুফ্যাকচারে 'শৃংখলা' ছিল না এবং শৃংখলা সৃষ্টি করেছিলেন আর্করাইট।"

অধিকন্তু, ম্যানুফ্যাকচার, হয়, সমাজের উৎপাদনের পূর্ণমাত্রা পর্যন্ত আত্মবিস্তার করতে আর, নয়তো, সেই উৎপাদনের মর্ম পর্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। শহরের হস্তশিল্প ও গ্রামের ঘরোয়া শিল্পের বনিয়াদের উপরে একটি কলা-কৃতি হিসাবে তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, যে সংকীর্ণ কারিগরি ভিত্তির উপরে ম্যানুফ্যাকচার দাঁড়িয়েছিল বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে তা উৎপাদনের প্রয়োজন-গুলির সঙ্গে সংঘাতে এল—যে প্রয়োজনগুলি আবার ম্যানুফ্যাকচারেরই সৃষ্টি।

তার সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণায়িত সৃষ্টিসমূহের অন্যতম হচ্ছে স্বয়ং শ্রম-উপকরণাদি উৎপাদনের কর্মশালাটি, যে উপকরণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তখনকার দিনে নিযুক্ত সবচেয়ে জটিল যান্ত্রিক 'অ্যাপারেটাস'-টি। উরে বলেন, একটি মেশিন-ফ্যাক্টরি "শ্রম-বিভাজনকে প্রদর্শন করত বহুবিধ পর্যায়ক্রমে—'ফাইল', 'ড্রিল' 'লেদ'—যাদের প্রত্যেকেরই ছিল দক্ষতা অনুসারে এক একজন করে শ্রমিক।" (পৃঃ ২১)। শ্রম-বিভাজনের অবদান এই কর্মশালাটি আবার পালাক্রমে উৎপাদন করত—'মেশিন'। এই মেশিনগুলিই ঝেঁটিয়ে বিদায় করল সামাজিক উৎপাদনের নিয়ামক নীতি হিসাবে হস্তশিল্পের কাজকে। এই ভাবে একদিকে অপসারিত হল একটি প্রত্যংশ কাজের সঙ্গে একজন শ্রমিকের আজীবন সংযুক্তির কারিগরি যুক্তিটি, অন্যদিকে, যে-শৃংখল এই একই নীতি আরোপ করেছিল মূলধনের রাজ্য-বিস্তারের উপরে, সেই শৃংখলও ভেঙে লুটিয়ে পড়ল।

চতুর্থ বিভাগ (পূর্বানুবৃত্তি)

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন

পঞ্চদশ অধ্যায়

॥ মেশিন ও আধুনিক শিল্প ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ মেশিনের বিকাশ ॥

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর "রাষ্ট্রীয় অর্থতন্ত্রের নীতিনিচয়" ("প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব পলিটিক্যাল ইকনমি") নামক গ্রন্থে বলেন, "আজ পর্যন্ত যাবতীয় যান্ত্রিক উদ্ভাবন কোন মানুষের দৈনিক শ্রমের লাঘব ঘটিয়েছে কিনা তা তর্কসাপেক্ষ।"[১] অবশ্য যন্ত্রপাতির ধনতান্ত্রিক প্রয়োগের উদ্দেশ্যও কোনমতেই তা নয়। শ্রমের উৎপাদনশীলতায় অন্য প্রত্যেকটি বৃদ্ধির মত, মেশিনারি প্রবর্তনেরও উদ্দেশ্য পণ্য সস্তা করা এবং শ্রমিক শ্রম-দিবসের যে-অংশটিতে নিজের জন্য কাজ করে, সেই অংশটিকে হ্রস্বতর করা এবং যে-অংশটি সে বিনা প্রতিমূল্যে ধনিককে দান করে, সেই অংশটিকে দীর্ঘতর করা। সংক্ষেপে, এটা হল উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের একটি উপায়।

ম্যানুফ্যাকচারের উৎপাদন-পদ্ধতিতে বিপ্লব শুরু হয় শ্রম-শক্তিকে দিয়ে, আধুনিক শিল্পে তা শুরু হয় শ্রম-উপকরণ দিয়ে। সুতরাং আমাদের জিজ্ঞাসার প্রথম বিষয় হল, কেমন করে উৎপাদনের উপকরণগুলি হাতিয়ার ('টুল') থেকে যন্ত্রে ('মেশিন-এ') রূপান্তরিত হল অথবা হস্ত-শিল্পের হাতিয়ারগুলির সঙ্গে একটি যন্ত্রের পার্থক্য কি কি? এখানে আমাদের আগ্রহ কেবল সুপ্রকট ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে, কেননা

---

১. মিল-এর বলা উচিত ছিল, "অন্যের শ্রমের দ্বারা পরিপোষিত নয়, এমন কোন মানুষের দৈনিক শ্রমের লাঘব ঘটিয়েছে কিনা" কেননা মেশিনারি যে বিত্তমান অলস ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে, তাতে সংশয় নেই।

ভূতাত্ত্বিক যুগগুলির তুলনায় সমাজ-ইতিহাসের যুগগুলি অধিকতর স্পষ্ট ভেদ-রেখা দ্বারা চিহ্নিত নয়।

গণিতজ্ঞ ও বলবিদ্যাবিদরা ('মেকানিসিয়ানস') এবং তাঁদের অনুকরণে কয়েকজন ইংরেজ অর্থতাত্ত্বিকও 'হাতিয়ার' ('টুল')-কে অভিহিত করেন 'সরল যন্ত্র' ('সিম্পল মেশিন') বলে এবং 'যন্ত্র'কে অভিহিত করেন একটি 'জটিল হাতিয়ার' বলে। তাঁরা দুটির মধ্যে কোনো মর্মগত পার্থক্য দেখতে পান না এবং 'লেভার', 'ইনক্লাইন্‌ড প্লেন', 'স্ক্রু', 'ওয়েজ' ইত্যাদির মত সরল যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলিকেও ('মেকানিক্যাল পাওয়ার্স'-কেও) তাঁরা 'মেশিন' নাম দিয়ে থাকেন।[১] বাস্তবিক পক্ষে, প্রত্যেকটি মেশিনই হচ্ছে ঐ সরল 'পাওয়ার'গুলির এক একটি সংযোজন, তা সেগুলি যেভাবেই আত্মগোপন করে থাক না কেন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাখ্যাটি লক্ষ্য করা কর্তব্য, কেননা ঐতিহাসিক উপাদানটি এখানে অনুপস্থিত। হাতিয়ার ও মেশিনারির মধ্যে আর একটি পার্থক্য এই যে, হাতিয়ারের ক্ষেত্রে মানুষ হচ্ছে চালক-শক্তি কিন্তু মেশিনের ক্ষেত্রে চালক-শক্তি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু, যেমন, পশু, জল, বাতাস ইত্যাদি।[২] এতদনুসারে বলদে-টানা লাঙল, যা এমন একটি কারিকুরি যেটা একেবারে ভিন্ন ভিন্ন যুগে অভিন্ন ব্যাপার, তা-ও হবে একটা মেশিন; যেখানে ক্লসেন-এর ঘোরানো তাঁত—যা একজন মাত্র শ্রমিকের দ্বারা চালিত হয়, প্রতি মিনিটে বোনে ৯৬,০০০ 'পিক'—তা হবে একটি হাতিয়ার মাত্র। কেবল তাই নয়, এই হাতিয়ারটি, যা হাতে চালিত হলে একটি হাতিয়ার, তাই আবার বাষ্পে চালিত হলে হয় মেশিন; এবং যেহেতু পশুশক্তির প্রয়োগে মানুষের প্রথমতম উদ্ভাবনগুলির মধ্যে এটা একটি, সেই হেতু হস্তশিল্পের দ্বারা উৎপাদনেরও আগে অবশ্যই এসেছিল মেশিনের দ্বারা উৎপাদন। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জন ওয়াট তাঁর সুতো কাটার মেশিন বার করলেন এবং আঠারো শতকেই শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করলেন, তিনি একটিবারও বললেন না মানুষের বদলে গাধা দিয়ে সেটা চালাবার কথা। যদিও এই অংশটা পড়ল গাধারই ভাগে। তিনি এটাকে বর্ণনা করলেন "আঙুল-ছাড়া সুতো কাটার" মেশিন বলে।[৩]

১. দৃষ্টান্ত হিসাবে হাট্টনের "কোর্স অব ম্যাথমেটিকস" দ্রষ্টব্য।

২. এই দিক থেকে একটি 'টুল' আর একটি 'মেশিন'-এর মধ্যে আমরা একটা স্পষ্ট পার্থক্য করতে পারি: কোদাল, হাতুড়ি ইত্যাদি যা কিছুর চালক-শক্তি মানুষ, তা হল 'টুল'; কিন্তু একটা লাঙল যার চালক-শক্তি পশু, বা উইণ্ড-মিল ইত্যাদি হল 'মেশিন' (উইলহেলম শুলৎস, "Die Bewegung der produktion", ১৮৪৩, পৃঃ ৩৮।

৩. তাঁর সময়ের আগেই সুতো কাটার যন্ত্র বেরিয়ে গিয়েছে, যদিও খুবই স্থূল ধরনের। প্রথম আবির্ভাবের স্থান সম্ভবত ইতালি। কৃৎবিজ্ঞানের ইতিহাস খুঁটিয়ে

সমস্ত পূর্ণ-বিকশিত মেশিনারির থাকে তিনটি অংশ, 'মোটর-মেকানিজম', 'ট্র্যান্সমিটিং-মেকানিজম' এবং, সর্বশেষ, 'টুল' বা 'কর্মযন্ত্র'। মোটর মেকানিজম গোটা মেশিনারিটিতে গতি সঞ্চার করে। হয়, এই মেকানিজমটি তার নিজের সঞ্চলক শক্তি প্রজনন করে, যেমন ষ্টিম ইঞ্জিন, ক্যালোরিক ইঞ্জিন, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ইঞ্জিন ইত্যাদি আর, নয়তো, পূর্বস্থিত কোন প্রাকৃতিক শক্তি থেকে সে তার সঞ্চলক শক্তি পেয়ে যায়, যেমন জল-চক্র তার শক্তি পায় কোন জল-মুখ-থেকে, বায়ু-যন্ত্র পায় বাতাস থেকে। ফ্লাই-হুইল, শ্যাফ্‌টিং, দাঁত-ওয়ালা হুইল, পুলি, স্ট্র্যাপ, রোপ, ব্যাণ্ড, পিনিয়ন এবং অত্যন্ত বিবিধ প্রকারের গিয়ারিং ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ট্রান্সমিটিং-মেকানিজম মেশিনারিটির গতি নিয়ন্ত্রণ করে, প্রয়োজনমত তার রূপ পরিবর্তন করে, যেমন রেখা-রূপ থেকে চক্রাকার রূপে এবং সেই গতিকে কর্মযন্ত্র-গুলির মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দেয়। সমগ্র মেকানিজমটির এই প্রথম দুটি অংশের একমাত্র কাজ হচ্ছে কর্মযন্ত্রগুলির গতিশীল রাখা—যে-গতির সাহায্যে শ্রমকে প্রয়োজনমত নিয়োজিত ও উপযোজিত করা যায়। 'টুল' বা কর্মযন্ত্রটি হচ্ছে মেশিনারিটির সেই অংশটি যা দিয়ে ১৮ শতকের বিপ্লব শুরু হয়।

পড়লে জানা যায় আঠারো শতকের উদ্ভাবনগুলির প্রায় কোনটাই একক ব্যক্তির উদ্ভাবন নয়। এখনো পর্যন্ত তেমন ,কানো বই নেই। ডারউইন আমাদেব আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতির কৃৎবিজ্ঞানে অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনে, যেগুলি জীবনকে পোষণ করার উৎপাদন-উপকরণ হিসাবে কাজ করে। মানুষের উৎপাদনশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি—যেগুলি হচ্ছে সমস্ত সামাজিক সংগঠনের বস্তুগত ভিত্তি—সেগুলি কি একই মনোযোগ দাবি করেনা? এবং এমন একটি ইতিহাস সংকলন করা কি সহজ হবে না, কেননা, যেকথা ভিকো বলেছেন, মানবিক ইতিহাসের সঙ্গে প্রাকৃতিক ইতিহাসের পার্থক্য এইখানে যে, আমরা প্রথমটি তৈরি করেছি কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়? কৃৎবিজ্ঞান প্রকাশ করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া-কলাপ—উৎপাদনের প্রক্রিয়া যার দ্বারা সে জীবনকে পোষণ করে, এবং তদ্দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করে তার সামাজিক সম্পর্কসমূহের গঠন-প্রণালী এবং, সেই সঙ্গে, তা থেকে গড়ে ওঠা মানসিক ধ্যান-ধারণাসমূহ। ধর্মের প্রত্যেকটি ইতিহাসই, যা এই বস্তুগত ভিত্তিটিকে হিসাবের মধ্যে ধরে না, তা ভাসাভাসা। বস্তুতঃ পক্ষে, জীবনের বাস্তব সম্পর্কসমূহের ভিত্তি থেকে ঐ সমস্ত সম্পর্কের আনুষঙ্গিক ধর্মগত রূপ গড়ে তোলার তুলনায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মের সেই কুয়াশাবৃত সৃষ্টিগুলির পার্থিব মর্মবস্তু আবিষ্কার করা অনেক সহজতর। এই পদ্ধতিটিই হল একমাত্র বস্তুবাদী, অতএব, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। প্রকৃতি বিজ্ঞানের অমূর্ত বস্তুবাদের—যা ইতিহাস এবং তার প্রক্রিয়াকে বাদ দেয়, সেই বস্তুবাদের—দুর্বলতাগুলি তার মুখপাত্রদের অমূর্ত ও ভাবাদর্শগত ধ্যান-ধারণা থেকে তখনি প্রকট হয়ে ওঠে, যখনি তারা তাদের বিশেষ পরিধির বাইরে পা বাড়ান।

এবং আজও পর্যন্ত যখনি কোন হস্তশিল্প বা ম্যানুফ্যাকচার মেশিনারি কর্তৃক চালিত শিল্পে রূপান্তরিত হয়, সে নিরন্তর এবং বিবিধ সূচনা-বিন্দু হিসাবেই কাজ করে চলছে।

কর্মযন্ত্রটিকে আরো ভাল করে পরীক্ষা করলে আমরা তার মধ্যে সাধারণতঃ দেখতে পাই—যদিও নিঃসন্দেহে প্রায়শঃই অত্যন্ত পরিবর্তিত আকারে—হস্তশিল্পী বা ম্যানুফ্যাকচার-শ্রমিকের দ্বারা ব্যবহৃত সেই 'অ্যাপারেটাস' ও 'টুল'গুলি ; পার্থক্য এই যে, অতীতে এগুলি ছিল মানুষের হাতিয়ার আর এখন এগুলি মেকানিজম-এর সরঞ্জাম অথবা মেকানিকের সরঞ্জাম। হয়, গোটা মেশিনটাই পুরনো হস্তশিল্পগত টুলের কম-বেশি পরিবর্তিত মেকানিক্যাল সংস্করণ, যেমন, পাওয়ার-লুম[১], নয়তো মেশিনের কাঠামোয় ফিট-করা বিভিন্ন কাজের উপকরণগুলি আমাদের পূর্ব-পরিচিত, যেমন মিউল মেশিনে মাকু, স্টকিং লুমে সূঁচ, করাত-কলে করাত, মপিং মেশিনে ছুরি। এইসব 'টুল' এবং ঐ মেশিনটির মূল দেহের সঙ্গে জন্ম থেকেই পার্থক্য থাকে এবং পরবর্তী কালে মেশিনটির দেহে এগুলি সংযোজিত হয়—যে মেশিনটি মেশিনারিরই উৎপাদন।[২] সুতরাং সঠিক অর্থে মেশিন হচ্ছে একটি মেকানিজম, যা গতি সঞ্চারিত হবার পরে, টুলগুলির সাহায্যে সেই একই সব কাজ করে, যেগুলি অতীতে শ্রমিক ঐ টুলগুলির সাহায্যে করত। এই সঞ্চলক শক্তি মানুষ থেকেই আসুক বা অন্য কোন মেশিন থেকেই আসুক, এ-ব্যাপারে তাতে কোন তারতম্য হয়না। যে মুহূর্তে মানুষের হাত থেকে একটি টুল তুলে নিয়ে সেটাকে একটি মেকানিজমে ফিট করা হয়, সেই মুহূর্ত থেকে একটি নিছক হাতিয়ারের স্থান নেয় একটি মেশিন। পার্থক্যটা সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ে—এমনকি, যেখানে মানুষই থেকে যায় প্রধান সঞ্চলক হিসাবে। কত সংখ্যক হাতিয়ার সে নিজে যুগপৎ করতে পারে, তা সীমায়িত হয় তার নিজের প্রাকৃতিক উৎপাদন-উপকরণগুলির দ্বারা, তার শারীরিক উপাদানগুলির দ্বারা। জার্মানিতে প্রথমে চেষ্টা হয়েছিল একজন 'স্পিনার' দিয়ে দুটো 'স্পিনিং হুইল' চালানোর, অর্থাৎ একই সঙ্গে দুহাত ও দুপা দিয়ে কাজ করানোর। কাজটা ছিল দুঃসাধ্য। পরবর্তী কালে দুটি টাকু-সমন্বিত একটি ট্রেডল স্পিনিং হুইল উদ্ভাবিত হল। কিন্তু একই সঙ্গে দুটো সুতো কাটতে পারে এমন

---

১. বিশেষ করে শক্তিচালিত তাঁতের ('পাওয়ার লুম'-এর) মূল রূপটির মধ্যে আমরা প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পারি প্রাচীন তাঁতটিকে। শক্তি-চালিত তাঁতের আধুনিক আকারে অনেক অদল-বদল ঘটেছে।

২. কেবল গত ১৫ বছর ধরে (অর্থাৎ প্রায় ১৮৫০ সাল থেকে), এই মেশিন-টুল-গুলির একটি নিরন্তর বর্তমান অংশ ইংল্যাণ্ডে তৈরি হচ্ছে মেশিনারির সাহায্যে এবং তৈরি হচ্ছে সেই ম্যানুফ্যাকচারকারীদের দ্বারা, যারা মেশিন তৈরি করে না। এই সব মেকানিক্যাল টুল তৈরি করার মেশিনের দৃষ্টান্ত : স্বয়ংক্রিয় 'ববিন-মেকিং ইঞ্জিন', 'কার্ড-সেটিং ইঞ্জিন', 'শাটল-মেকিং ইঞ্জিন' ইত্যাদি।

কুশলী শ্রমিকের সংখ্যা দু-মাথাওয়ালা মানুষের মতই বিরল। অন্য দিকে, জন্ম থেকেই 'জেনি' ১২-১৮টি টাকু দিয়ে সুতো কাটতে পারত আর স্টকিং লুম তো একসঙ্গে কয়েক হাজার কাঁটা দিয়ে একই সঙ্গে বুনতে পারত। একজন হস্তশিল্পী কত 'টুল' ব্যবহার করতে পারে, তা তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই সীমায়িত; মেশিন একই সঙ্গে কত সংখ্যক 'টুল' দিয়ে কাজ করতে পারে, তা গোড়া থেকেই এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত।

অনেক হস্তচালিত হাতিয়ারে নিছক সঞ্চলক শক্তি হিসাবে মানুষ এবং সঠিক ভাবে যাকে শ্রমিক বা 'অপারেটর' বলা যায় সেই হিসাবে মানুষ—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকট। যেমন পায়ের পাতা হচ্ছে স্পিনিং হুইলের প্রধান সঞ্চলক মাত্র কিন্তু স্পিনিং-এর আসল কাজটি করে হাত, যে টাকু চালায়, সুতো টানে এবং ঘোরায়। হস্তশিল্পীর এই সর্বশেষ কাজটিই সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লবের আয়ত্তে আসে আর শ্রমিকের জন্য পড়ে থাকে চোখ দিয়ে মেশিনটির উপরে নজর রাখা এবং, হাত দিয়ে ভুলচুকগুলি শুধরে দেবার নোতুন কাজটি ছাড়াও, কেবল সঞ্চলক শক্তি হিসাবে কাজ করার যান্ত্রিক অংশটি। অন্যদিকে, সেই সমস্ত উপকরণ যেগুলির ক্ষেত্রে মানুষ সবসময়েই কাজ করেছে সঞ্চলক শক্তি হিসাবে, যেমন মিলের 'ক্র্যাংক' ঘোরানো, পাম্প চালানো, হাপরের হাত উপর-নীচ করা, হামনদিস্তার সাহায্যে গুঁড়ো করা ইত্যাদি এমন সব উপকরণ যাতে অচিরেই সঞ্চলক শক্তি হিসাবে চালু হয়ে যায় পশু, জল[১] ও বাতাস। ম্যানুফ্যাকচার-আমলের অনেক আগে এবং, কিয়ৎ পরিমাণে, সেই আমল থাকা কালেই, এই হাতিয়ার-গুলি এখানে-সেখানে মেশিনে রূপান্তরিত হয়ে যায় অথচ উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোন বিপ্লব ঘটায় না। আধুনিক শিল্প-যুগে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই উপকরণগুলি এমনকি সেগুলির হস্তচালিত আকারেই মেশিন হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৩৬-৩৭ সালে যে পাম্পগুলি দিয়ে ওলন্দাজরা হালেম-এর লেকটিকে খালি করেছিল, সেগুলি তৈরি হয়েছিল মামুলি পাম্পেরই নীতিতে; একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, সেগুলির পিস্টন চালাতে মানুষ ব্যবহার না করে, ব্যবহার করা হয়েছিল 'সাইক্লোপিয়ান' স্টিম ইঞ্জিন। ইংল্যাণ্ডে কর্মকারেরা যে মামুলি ও অত্যন্ত কাঁচা ধরনের হাপর ব্যবহার করে, অনেক সময়ে সেগুলির হাতলকেই স্টিম ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করে সেগুলিকেই রূপান্তরিত করা হত ব্লোয়িং ইঞ্জিনে। খোদ স্টিম ইঞ্জিনের কথাই ধরা যাক; ১৭ শতকের শেষ দিকে ম্যানুফ্যাকচার-আমলে তার উদ্ভাবনের কাল থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত তা যে-আকারে

---

১. মোজেস বলেন, "যে-বলদ তোমার শস্য মাড়িয়ে দেয়, তুমি তার মুখ বেঁধে দিও না। অন্য দিকে, জার্মানির খ্রীস্টান লোক-হিতৈষীগণ ভূমিদাসের গলা বেড় দিয়ে একটা কাঠের ফলক বেঁধে দিত, যাদের তারা ব্যবহার করত ময়দা-পেষার সঞ্চলক শক্তি হিসাবে; এটা তারা করত যাতে ওরা ওদের হাত দিয়ে মুখের মধ্যে পুরে না দিতে পারে।

ছিল, তাতে কোন শিল্প-বিপ্লবের উদ্ভব ঘটেনি। পরন্তু, মেশিনের উদ্ভাবনই স্টিম ইঞ্জিনের আকারে বিপ্লব ঘটানোকে অনিবার্য করে তুলল। যে মুহূর্তে মানুষ তার শ্রমের বিষয়ের উপরে হাতিয়ারের সাহায্যে কাজ করার বদলে, একটি হাতিয়ার-মেশিনের নিছক সঞ্চলক শক্তি হিসাবে কাজ করে, এটা হয়ে পড়ে একটি আপতিক ঘটনা যে, সঞ্চলক শক্তি মানুষের পেশী-শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে ; এবং তা সমান সার্থক ভাবেই বাতাস, জল বা বাষ্পের রূপও পরিগ্রহ করতে পারে। অবশ্য, যে-মেকানিজমটি গোড়ায় তৈরি হয়েছিল কেবল মানুষের দ্বারা চালিত হবার জন্যই, উল্লিখিত রূপ-পরিবর্তন সেই মেকানিজমটিতে বড় বড় রদবদল না ঘটিয়ে পারেনা। আজকাল সেলাইয়ের মেশিন, রুটি তৈরির মেশিনের মত যেসব মেশিন চালু হয়, সেগুলি, হয়, তাদের প্রকৃতিবশতঃই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের কাজ থেকে বাদ পড়ে যায় আর, নয়তো, এমন ভাবে নির্মিত হয় যে, মানুষের শ্রম এবং বিশুদ্ধ যান্ত্রিক সঞ্চলক শক্তি—উভয়ের দ্বারাই সেগুলিকে চালানো যায়।

কারিগর কাজ করে একটি 'টুল' দিয়ে, মেশিন তার জায়গায় বসায় এমন এক মেকানিজম, যা কাজ করে অনুরূপ অনেকগুলি টুল দিয়ে এবং একটি মাত্র সঞ্চলক শক্তি দ্বারা গতিশীল হয়ে—তা সেই সঞ্চলক শক্তির রূপ যাই হোক না কেন।[১] এখানে আমরা মেশিনকে পাই, কিন্তু পাই কেবল মেশিনারি দ্বারা চালিত উৎপাদনের একটি প্রাথমিক উপাদান হিসাবে।

মেশিনের আকারে ও তার কাজের 'টুল'গুলির সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয় তাকে চালানোর জন্য একটি আরো অতিকায় মেকানিজম-এর এবং এই মেকানিজমটির আবার তার প্রতিবন্ধ অতিক্রম করার জন্য দরকার হয় মানুষের তুলনায় বিপুলতর ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সঞ্চলক শক্তির ; তা ছাড়া, আরো একটি ঘটনা এই যে, অবিরাম সমভাবে অব্যাহত গতি-সঞ্চারের হাতিয়ার হিসাবে মানুষ একেবারেই অনুপযুক্ত। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে কাজ করছে কেবল একটি মোটর হিসাবে এবং একটি মেশিন তার টুলের স্থান গ্রহণ করেছে, এটা স্পষ্ট যে তাহলে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ তার জায়গা গ্রহণ করতে পারে। ম্যানুফ্যাকচার-আমল থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে যেসব বড় বড় মোটর আমরা পেয়েছি, অশ্বশক্তি হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, অংশতঃ এই কারণে যে অশ্বের নিজস্ব একটি মাথা আছে এবং অংশতঃ এই কারণে যে অশ্ব অতি ব্যয়বহুল এবং যে-মাত্রায় তাকে কারখানায় প্রয়োগ করা যায়, তা বড়ই সীমাবদ্ধ।[২] যাই হোক, আধুনিক শিল্পের শৈশবকালে অশ্ব ব্যবহৃত হত ব্যাপক

১. একটি মাত্র মোটরের দ্বারা পরিচালিত এই সমস্ত সরল উপকরণের একটি সমষ্টিকে বলা হয় একটি 'মেশিন'। (ব্যাবেজ, ঐ)

২. ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে জন সি মর্টন 'সোসাইটি অব আর্টস'-এ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন, বিষয় ছিল 'কৃষিকর্মে নিয়োজিত শক্তিসমূহ'। সেখানে তিনি

ভাবে। এটা, একদিকে, যেমন প্রমাণিত হয় সম-সাময়িক কৃষিবিদদের অভিযোগ থেকে, অন্য দিকে, তেমন প্রমাণিত হয় "অশ্বশক্তি" কথাটি থেকে, যা যান্ত্রিক শক্তির অভিধা হিসাবে আজও পর্যন্ত টিকে আছে।

বাতাস বড় অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং তা ছাড়া, আধুনিক শিল্পের জন্মস্থান যে ইংল্যাণ্ডে সেই ইংল্যাণ্ডে এমনকি ম্যানুফ্যাকচার-আমলেও জলশক্তিরই ছিল প্রাধান্য। ১৭ শতকেই চেষ্টা হয়েছিল দু'জোড়া মিল-স্টোনকে একটি মাত্র জল-চক্রের সাহায্যে চালানোর। কিন্তু 'গিয়ারিং'-এর পরিবর্ধিত আকারটি জল-শক্তির তুলনায় হয়ে পড়ল অত্যধিক, যে জল-শক্তি আবার হয়ে উঠেছে অপ্রতুল এবং যেসব কারণের জন্য 'সংঘর্ষণের নিয়মাবলী' ('লজ অব ফ্রিকশন') নিয়ে আরো যথাযথ অনুসন্ধান শুরু হল, এই ঘটনা সেগুলির মধ্যে একটি। একই ভাবে একটি 'লেভার'-কে ঠেলে ও টেনে মিলকে গতিশীল করার ব্যবস্থার দরুন সঞ্চলক শক্তিতে অনিয়মকতার কারণে কালক্রমে এল ফ্লাইং হুইলের তত্ত্ব ও প্রয়োগ, যা পরবর্তী কালে আধুনিক শিল্পে অধিকার করল এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।[১] এই ভাবেই ম্যানুফ্যাকচারের আমলে বিকাশ লাভ করল আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের প্রথম বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত উপাদানসমূহ। আর্করাইট-এর থ্রশল্-স্পিনিং মিল শুরু থেকেই চালিত হত জলের দ্বারা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও,

---

বলেন, জমির সমরূপতা বৃদ্ধি করে, এখন প্রত্যেকটি উন্নয়ন বিশুদ্ধ যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনে স্টিম ইঞ্জিনের প্রয়োগ আরো আরো বৃদ্ধি করে। অশ্বশক্তির প্রয়োজন হয় সেখানে, যেখানে এলোমেলো বেড়া ও অন্যান্য বাধা সমরূপতার কর্মকাণ্ডের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই সমস্ত বাধা দিনে দিনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যথার্থ শক্তির তুলনায় যেখানে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজনই প্রধান সেখানে চাই এমন শক্তি, যাকে প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মন—অর্থাৎ চাই মনুষ্য-শক্তি। তার পরে, মর্টন বাষ্প-শক্তি, অশ্ব-শক্তি ও মনুষ্য-শক্তিকে পর্যবসিত করেন স্টিম-ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে প্রচলিত 'ইউনিট'-এ এবং এই ভাবে হিসাব করে দেখান যে স্টিম-ইঞ্জিন থেকে প্রাপ্ত এক ইউনিট অশ্ব-শক্তি অশ্ব থেকে প্রাপ্ত এক ইউনিট অশ্ব-শক্তির তুলনায় সস্তা। তা ছাড়া, যদি একটা ঘোড়ার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, তা হলে তাকে দিয়ে দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যায় না। জমি-চাষের কাজ থেকে প্রতি ৭টি ঘোড়াব মধ্যে অন্ততঃ ৩টিকে বিদায় দিয়ে; সেখানে বাষ্প-শক্তি প্রয়োগ করলে ঐ ঘোড়ার জন্য ৩-৪ মাসে যা খরচ হয়, তার সমানই খরচ হবে, আর ৩-৪ মাসের বেশি একটা ঘোড়াকে ফলপ্রসূ ভাবে কাজ করানোও যায় না। সর্বশেষে, যে-সব কৃষিগত কাজকর্মে বাষ্প-শক্তিকে ব্যবহার করা যায়, সেখানে অশ্ব-শক্তির তুলনায় কাজের গুণমান উন্নততর হয়। একটা স্টিম-ইঞ্জিনের কাজ করতে লাগবে ঘণ্টা-পিছু ১৬ শিলিং মোট ব্যয়ে ৬৬ জন মানুষ, আর একটা ঘোড়ার কাজ করতে লাগবে ঘণ্টা-পিছু ৮ শিলিং মোট ব্যয়ে ৩২ জন মানুষ।

১. ফাউলহাবার, "ডে কজ", ১৬৮০।

প্রধান সঞ্চলক শক্তি হিসাবে জলের ব্যবহার ছিল নানা সমস্যায় আকীর্ণ। তাকে ইচ্ছামত বাড়ানো যেত না, বছরের কোন কোন ঋতুতে হয়ে পড়ত অকেজো, এবং সবচেয়ে যেটা বড় সমস্যা, তা হল এই যে এটা মূলতঃ স্থান-নিবদ্ধ।[১] ওয়াট-এর দ্বিতীয় এবং তথাকথিত 'ডবল অ্যাক্টিং স্টিম ইঞ্জিন'-টি উদ্ভাবিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এমন একটি 'প্রাইভ-মুভার' ('অভি-সঞ্চলক')-এর সন্ধান মেলেনি, যা কয়লা ও জলকে কাজে লাগিয়ে নিজের শক্তি নিজেই জন্মাতে সক্ষম, যা নিজে সচল এবং তদুপরি সচলতার উপায়, যার শক্তি সমগ্র ভাবেই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন, যা জল-চক্রের মত গ্রামগত নয় বরং শহরগত, যা উৎপাদনকে জলচক্রের মত গ্রামে গ্রামান্তরে বিক্ষিপ্ত না করে দিয়ে শহরে কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ সৃষ্টি করে, যা বিশ্বজনীন ভাবে কারিগরি প্রয়োগের উপযুক্ত এবং, আপেক্ষিক ভাবে বলা যায়, স্থানীয় ঘটনাবলী দ্বারা যার অবস্থান-নির্বাচনের ব্যাপারটি কদাচিৎ ব্যাহত হয়। ১৭৮৪ সালের এপ্রিল মাসে ওয়াট যে পেটেন্ট বার করেন তার 'স্পেসিফিকেশন' থেকেই তাঁর প্রতিভা প্রতিভাত হয়। এই স্পেসিফিকেশনে তাঁর স্টিম ইঞ্জিনের বিবরণ এমন ভাবে দেওয়া হয়নি যে সেটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্র মাত্র, পরন্তু যান্ত্রিক শিল্পে বিশ্বজনীন ব্যবহারের একটি 'এজেন্ট'। এই অভিজ্ঞান-পত্রে তিনি এমন সব প্রয়োগের উল্লেখ করেন, যাদের অনেকগুলিই, যেমন 'স্টিম হ্যামার', পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীর আগে প্রবর্তিত হয়নি। অবশ্য নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর দুই উত্তরসাধক, বুলটন এবং ওয়াট, ১৮০১ সালের প্রদর্শনীতে সাগরগামী স্টিমারের জন্য বিশাল আকারের স্টিম ইঞ্জিন প্রেরণ করেন।

যে মুহূর্তে বিভিন্ন 'টুল' রূপান্তরিত হল মানুষের হস্তচালিত হাতিয়ার থেকে একটি মেশিনের মেকানিক্যাল অ্যাপারেটাসের উপকরণে, সেই মুহূর্তে সঞ্চলক মেকানিজমটিও অর্জন করল একটি স্বতন্ত্র রূপ, যা মনুষ্য-শক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। তারপরে, সেই একক মেশিনটি, যার কথা আমরা এতক্ষণ বিবেচনা করেছি, পর্যবসিত হল মেশিনারি দ্বারা উৎপাদনের একটি উপাদানে মাত্র। একটি সঞ্চলক মেকানিজম সক্ষম হল একই সঙ্গে অনেকগুলি মেশিন চালু করতে। যুগপৎ চলে এমন মেশিনের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, সঞ্চলক মেকানিজমটিও তত বৃদ্ধি পায় এবং সঞ্চারক ('ট্রান্সমিটিং') মেকানিজমটিও হয় একটা ব্যাপক বিস্তারশীল অ্যাপারেটাস।

এখন আমরা মেশিনারি-রূপ জটিল প্রণালী এবং বহুসংখ্যক মেশিনের মধ্যে পার্থক্য কি তা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

এক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যটি সমগ্র ভাবে তৈরি হয় একটি মাত্র মেশিনের দ্বারা, যে-মেশিনটি একজন হস্তশিল্পী আগে তার টুলের সাহায্যে, যেমন একজন তাঁতী তার তাঁতের সাহায্যে, কিংবা কয়েকজন হস্তশিল্পী, বিচ্ছিন্ন ভাবে বা একটি ম্যানুফ্যাকচারের

১. আধুনিক টার্বাইন জল-শক্তিকে পুরনো অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে

সমস্ত হিসাবে পূর্বে পর্যায়ক্রমে যেসব কর্মকাণ্ড করত, সেই সবই করে।[১] দৃষ্টান্ত হিসাবে, লেফাফা-ম্যানুফ্যাকচারে একজন মানুষ ফোল্ডারের সাহায্যে কাগজটিকে ভাঁজ করত, আরেকজন আঠা লাগাত, তৃতীয় একজন আলগা কাগজটি সেঁটে দিত এবং চতুর্থ আর একজন তার উপরে নকসাটি ছাপ দিত—এবং এই প্রত্যেকটি পর্যায়ের জন্য লেফাফাটির হাতে হাতে ঘুরতে হত। এখন একটি মাত্র লেফাফা-মেশিন এই সমস্ত কাজগুলি একসঙ্গে করে এবং ঘণ্টায় ৩ হাজারেরও বেশি লেফাফা তৈরি করে। ১৮৬২ সালে লণ্ডন প্রদর্শনীতে কাগজ-কর্ণেট তৈরি করার একটি আমেরিকান মেশিন দেখানো হয়েছিল। এতে একই সঙ্গে কাগজ কাটা, আঠা লাগানো, ভাঁজ করা এবং ৩০০টি কর্ণেট এক মিনিটে তৈরি হয়ে যেত। যখন ম্যানুফ্যাকচার হিসাবে সম্পাদিত হত, তখন যে-গোটা প্রক্রিয়াটি বিভক্ত ও পরিচালিত হত কয়েকটি পর্যায়ে, তা এখন সম্পাদিত হচ্ছে একটি মেশিনের দ্বারা, যে-মেশিনটি কাজ করাচ্ছে কয়েকটি টুলকে সংযোজিত ভাবে। এখন এই ধরনের একটি মেশিন কেবল একটি জটিল হস্তশিল্পগত উপকরণই হোক কিংবা ম্যানুফ্যাকচার দ্বারা বিশেষীকৃত বিবিধ সরল উপকরণের একটি সংযোজনই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই ফ্যাক্টরিতে, অর্থাৎ যেখানে কেবল মেশিনারিই ব্যবহৃত হয় সেই কর্মশালাতে, আমাদের আবার সাক্ষাৎ ঘটে সরল সহযোগের সঙ্গে; আপাততঃ যদি আমরা কাজের লোকটিকে বিবেচনার বাইরে রাখি, তা হলে এই সংযোগ আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, প্রথমতঃ, একই জায়গায় একই রকমের ও একই সঙ্গে কার্যরত কতকগুলি মেশিনের সমাবেশ হিসাবে। যেমন, একটি বয়ন ফ্যাক্টরি গঠিত হয় পাশাপাশি কার্যরত কতকগুলি পাওয়ার-লুমের দ্বারা, একটি সেলাই ফ্যাক্টরি গঠিত হয় একই বাড়িতে অবস্থিত কতকগুলি সেলাইয়ের কলের দ্বারা। কিন্তু এখানে রয়েছে গোটা প্রণালীটির মধ্যে একটি কারিগরি একত্ব, কেননা সব কটি মেশিনই তাদের গতিবেগ পাচ্ছে একই সঙ্গে এবং একই মাত্রায় একই ট্রান্সমিটিং মেশিনের দ্বারা পরিবাহিত একই প্রাইভ-মুভারের স্পন্দন থেকে; তা ছাড়া, এই মেকানিজমটিও তাদের সকলের কিছু মাত্রায় অভিন্ন, কেননা এর থেকে উদ্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাই প্রত্যেকটি

---

২. কাপড়ের কলের গোড়ার দিকে কারখানার স্থান নির্ভর করত, কাছেই একটা নদী আছে কিনা এবং তাতে একটা জল-চক্র চালাবার মত গতি আছে কিনা, তার উপরে; এবং যদিও জল-কলের স্থাপনা ম্যানুফ্যাকচারের ঘরোয়া পদ্ধতির ভাঙন সূচনা করে; কিন্তু তবু আবশ্যিক ভাবেই নদীর তীরে এবং সাধারণত পরস্পর থেকে দূরে দূরে অবস্থিত এই মিলগুলি সব মিলিয়ে একটা গ্রামীণ পরিবেশই সৃষ্টি করত, শহুরে পরিবেশ নয়; এবং যে পর্যন্ত না বাষ্প-শক্তি নদীর স্থান গ্রহণ করল, সে পর্যন্ত শহরে এবং যেসব জায়গায় বাষ্প উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা ও জল আছে, সেই সব জায়গায় কারখানার সমাবেশ ঘটল না।" (এ রেড গ্রেভ, "রিপোর্টস অব দি ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ", ১৮৬০ পৃঃ ৩৬)।

মেশিনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়। যেমন কয়েকটি টুল একটি মেশিনের অঙ্গ গঠন করে, ঠিক তেমনি একই জাতীয় কতকগুলি মেশিন সঞ্চালক মেকানিজমটির বিভিন্ন অঙ্গ গড়ে তোলে।

যাই হোক, একটি যথার্থ মেশিনারি-প্রণালী কিন্তু এই স্বতন্ত্র মেশিনগুলির স্থান গ্রহণ করতে পারে না, যে পর্যন্ত শ্রমের বিষয়টি বিবিধ প্রত্যংশ প্রক্রিয়ার একটি সুসংবদ্ধ পর্যায়ক্রমের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত না হয়, যে-পর্যায়গুলি আবার পরস্পর-পরিপূরক এক সারি নানান জাতের মেশিনের দ্বারা ক্রমিক ভাবে সম্পাদিত হয়। এখানে আবার আমরা ম্যানুফ্যাকচার কর্তৃক বিশেষিত শ্রম-বিভাজন-জনিত সহযোগের সাক্ষাৎ পাই; পার্থক্য কেবল এই যে এখন তা বিবিধ প্রত্যংশ মেশিনের একটি সংযোজন। পশম শিল্পে 'বিটার', 'কুম্বার', 'স্পিনার' প্রভৃতির মত বিবিধ প্রত্যংশ শ্রমিকদের বিশেষ বিশেষ টুলগুলি এখন রূপান্তরিত হয় বিশেষায়িত মেশিনগুলির বিভিন্ন টুলে, সংশ্লিষ্ট প্রণালীতে প্রত্যেকটি মেশিন এক-একটি বিশেষ কাজের জন্য এক-একটি বিশেষ অঙ্গ। যেসব শিল্প-শাখায় মেশিনারি প্রথমে প্রবর্তিত হয়, স্বয়ং ম্যানুফ্যাকচারই সাধারণভাবে সেখানে যোগায় উৎপাদন-প্রক্রিয়া-বিভাজনের ও তজ্জনিত সংগঠনের স্বাভাবিক বনিয়াদ।[১] যাই হোক, একটা মর্মগত পার্থক্য সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করে। ম্যানুফ্যাকচার-প্রণালীতে কর্মীদেরই তাদের হস্তশিল্পগত উপকরণসমূহ নিয়ে একক ভাবে বা গোষ্ঠী হিসাবে প্রত্যেকটি প্রত্যংশ সম্পাদন করতে হয়। একদিকে, যেখানে কর্মীটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে উপযোজিত হয়ে যায়, অন্য দিকে, সেখানে প্রক্রিয়াটিকে তার পক্ষে উপযুক্ত করে নেওয়া হয়। মেশিনারি দ্বারা পরিচালিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাজনের বিষয়ীগত নীতিটি আর বিদ্যমান থাকে না। এখানে সমগ্র ভাবে প্রক্রিয়াটিকেই বিষয়গত ভাবে পরীক্ষা করা হয় স্বয়ংগত অবস্থায়, অর্থাৎ মনুষ্য-হস্ত দ্বারা

---

১. যান্ত্রিক শিল্পের আগে উল ম্যানুফ্যাকচারই ছিল ইংল্যাণ্ডে প্রধান ম্যানুফ্যাকচার। এই কারণেই ১৮ শতকের প্রথমার্ধে এই শিল্পেই অনুষ্ঠিত হয় সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উল থেকে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া গেল, তার সুযোগ ভোগ করল তুলো; পরবর্তীকালে আবার মেশিনারির সাহায্যে তুলো থেকে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার কারখানার অনুকরণে গড়ে উঠল ঠিক আগের দশ বছরে উল-ম্যানুফ্যাকচারের বিভিন্ন কাজ, যেমন উল-আঁচড়ানো ইত্যাদি, কারখানা-ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল। "উল-আঁচড়ানো কাজে 'কুম্বিং মেশিন' প্রবর্তনের ফলে নিঃসন্দেহে অনেক লোক কর্মচ্যুত হল। আগে উল-আঁচড়ানো হত হাতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মীর নিজের বাড়িতে। এখন তা সাধারণতঃ আঁচড়ানো হয় কারখানাতেই এবং যে কয়েকটি ক্ষেত্রে হাতের কাজ এখনো উৎকৃষ্ট বলে বেছে নেওয়া হয়, সে-ক্ষেত্রগুলি ছাড়া, বাকি জায়গায় মেশিন বসানো হয়েছে। কিছু কিছু হাতে-আঁচড়ানো কর্মী কারখানায় কাজ পেলেও, বেশির ভাগই কাজ হারিয়েছে।" "রিপোর্ট অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ", ১৮৫৬, পৃঃ ১৬)

সম্পাদনের প্রশ্নটির দিকে জ্রক্ষেপ না করে, তাকে বিশ্লিষ্ট করা হয় তার বিভিন্ন সংগঠনী পর্যায়ে এবং কিভাবে প্রত্যেকটি প্রত্যংশ পর্যায় সম্পাদন করতে হবে এবং সেগুলিকে সংবদ্ধ করতে হবে একটি সামগ্রিক আকারে, সেই সমস্যাটির সমাধান করা হয় মেশিন, কেমিষ্ট্রি ইত্যাদির সহায়তায়।[১] তবে অবশ্যই এক্ষেত্রেও তত্ত্বকে সর্বাঙ্গীন করে তুলতে হবে বিপুলাকারে সঞ্চয়ীকৃত অভিজ্ঞতার দ্বারা। প্রত্যেকটি প্রত্যংশ মেশিন পর্যায়ক্রমে পরবর্তী মেশিনটির জন্য কাঁচামাল যোগায় এবং যেহেতু তারা সকলেই কাজ করে একই সঙ্গে, সেই হেতু উৎপাদ্য দ্রব্যটিকে সব সময়েই তার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পার হতে হচ্ছে ; এবং তা নিরন্তর থাকছে অতিক্রান্তির এক অবস্থায়—এক পর্যায় থেকে অন্য এক পর্যায়ে। যেমন, ম্যানুফ্যাকচারে প্রত্যংশ শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগ বিভিন্ন বিশেষ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি সংখ্যাগত অনুপাত প্রতিষ্ঠা করে, ঠিক তেমনি মেশিনারির একটি সংগঠিত প্রণালীতে, যেখানে একটি প্রত্যংশ মেশিন আর একটি প্রত্যংশ মেশিনকে কর্মব্যস্ত রাখে, সেখানে তাদের সংখ্যা, তাদের আয়তন ও তাদের গতিবেগের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যৌথ মেশিনটি তখন নানান ধরনের একক মেশিনের কিংবা একক মেশিন-সমষ্টির একটি সুসংগঠিত প্রণালী ; যতই প্রক্রিয়াটি হয়ে ওঠে অনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যতই প্রথম পর্যায়টি থেকে শেষ পর্যায়টিতে যেতে কাঁচামালটির পথে ব্যাঘাত ঘটে আরো আরো কম, ততই এই যৌথ মেশিনটি হয়ে ওঠে আরো আরো নিখুঁত ; অন্য ভাবে বলা যায়, যতই এক পর্যায় থেকে অন্য এক পর্যায়ে কাঁচামালটির অতিক্রান্তি সাধিত হয় মানুষের হাতের বদলে মেশিনের দ্বারা, ততই যৌথ মেশিনটি হয়ে ওঠে আরো নিখুঁত। ম্যানুফ্যাকচারের প্রত্যেকটি প্রত্যংশ প্রক্রিয়ার পৃথগীভবন হচ্ছে শ্রম-বিভাজনের প্রকৃতির দ্বারা আরোপিত একটি অবস্থা কিন্তু একটি পূর্ণ-বিকশিত ফ্যাক্টরিতে এই প্রক্রিয়াগুলির অনবচ্ছিন্নতা হচ্ছে বরং আবশ্যিক।

একটি মেশিনারী-প্রণালী, তা সে একই রকমের কয়েকটি মেশিনের নিছক সহযোগের উপরেই ভিত্তিশীল হোক. যেমন বয়নকার্যে, অথবা নানান রকমের মেশিনের একটি সংযোজনের উপরেই ভিত্তিশীল হোক, যেমন, সুতো কাটার কাজে, নিজের মধ্যেই গড়ে তোলে একটি বিশাল অটোমেশন, যখন তা চালিত হয় একটি স্বয়ংক্রিয় প্রাইম-মুভারের দ্বারা। কিন্তু যদিও ফ্যাক্টরিটি সমগ্র ভাবে চালিত হয় ষ্টিম ইঞ্জিনের দ্বারা, তবু, হয়, কয়েকটি একক মেশিনের কয়েকটি গতিক্রিয়ার জন্য তাদের লাগতে পারে শ্রমিকের সাহায্য। (স্বয়ংক্রিয়) মিউলের আবিষ্ক্রিয়ার আগে মিউল ক্যারেজ চালানোর জন্য এইরকম সাহায্যের দরকার হত, এবং এখনো সূক্ষ্ম সুতো কাটার মিলে তার দরকার হয়), আর, নয়তো, একটি মেশিন যাতে তার কাজ করতে সক্ষম হয়, তার জন্য এই

---

২. "তা হলে, কারখানা-ব্যবস্থার নীতি হল···কারিগরদিগের মধ্যে শ্রম-বিভাজন বা পর্যায়ীকরণের পরিবর্তে একটা প্রক্রিয়াকে তার প্রধান প্রধান অংশে বিভাগীকরণ। (অ্যাণ্ড্রু উরে "দি ফিলসফি অব ম্যানুফ্যাকচার্স", ১৮৩৫, পৃঃ ২০।)

মেশিনের কয়েকটি অংশের প্রয়োজন হতে পারে শ্রমিকের হাতের তৎপরতার, যেমন, একটি হস্তচালিত 'টুল', 'স্লাইড-রেস্ট'-এর 'সেল্‌ফ্-অ্যাক্টর'-এ রূপান্তরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মেশিন-মেকারদের কর্মশালাগুলিতে এই অবস্থাই ছিল। যে মুহূর্তে মানুষের সাহায্য ছাড়াই কেবল তার তত্ত্বাবধানেই একটি মেশিন একটি কাঁচামালের রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পর্যায়গুলি সম্পাদন করতে পারে, সেই মুহূর্তেই আমরা পাই একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিনারি-প্রণালী—এবং এমন একটি প্রণালী যার বিভিন্ন প্রত্যংশ নিরন্তর উন্নয়নের সম্ভাবনাযুক্ত। একটি 'সিলভার' ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টানা-কাঠামোটিকে বন্ধ করে দেয়, এমন 'অ্যাপারেটাস' এবং মাকুর 'ববিন'টি 'পড়েন' ('ওয়েফ্‌ট্') থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার-লুমটিকে বন্ধ করে দেয়, এমন স্বয়ংক্রিয় 'স্টপ'—এগুলি বেশ আধুনিক আবিষ্কার—উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতা এবং স্বয়ংক্রিয় নীতির ক্রিয়াশীলতা—এই উভয়েরই একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা একটি আধুনিক কাগজ-কলকে নিতে পারি। সাধারণ ভাবে কাগজ-শিল্পে আমরা যে কেবল বিভিন্ন উৎপাদন-উপায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেকার পার্থক্যগুলি সবিস্তারে সুবিধাজনক ভাবে অনুধাবন করতে পারি, তাই নয়, সেই সঙ্গে ঐ পদ্ধতি-গুলির সঙ্গে সামাজিক সংযোগটি অনুরূপ ভাবে অনুধাবন করতে পারি, কেননা পুরনো জার্মান কাগজ-তৈরির পদ্ধতিটি আমাদের যোগায় হস্তশিল্পের একটি নমুনা ; ১৭ শতকের ওলন্দাজ ও ১৮ শতকের ফরাসী কাগজ-তৈরির পদ্ধতি আমাদের যোগায় ঐ জিনিসটির স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের নমুনা। তা ছাড়া, ভারতে ও চীনে এখনো চালু আছে ঐ শিল্পটির দুটি স্বতন্ত্র প্রাচীন এশীয় রূপ।

বিবিধ মেশিনের একটি সংগঠিত প্রণালী, যাতে একটি ট্রান্সমিটিং মেকানিজমের দ্বারা গতি সঞ্চারিত হয় একটি কেন্দ্রীয় অটোমেশন থেকে—এটাই হচ্ছে মেশিনারি-পরিচালিত উৎপাদনের সবচেয়ে বিকশিত রূপ। একটি একক মেশিনের জায়গায় এখানে আমরা পাই একটি যান্ত্রিক দানব, যার দেহটা জুড়ে থাকে গোটা গোটা কারখানা, এবং যার দানবীয় শক্তি গোড়ার দিকে তার দানবোচিত প্রত্যঙ্গসমূহে অবগুণ্ঠিত থাকে মন্থর ও পরিমিত খণ্ড খণ্ড গতি-প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়ে তার অগণিত অঙ্গের ক্ষিপ্র ও প্রচণ্ড ঘূর্ণীতে।

যাদের একমাত্র পেশা হল মিউল ও স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করা, এমন শ্রমিকদের আগেও মিউল ও স্টিম ইঞ্জিন ছিল ; ঠিক যেমন দর্জির আবির্ভাবের আগেও মানুষ জামা-কাপড় পরত। কিন্তু ভকানসন, আর্করাইট, ওয়াট ও অন্যান্যদের নানাবিধ উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল, কেননা এই উদ্ভাবকেরা হাতের কাছে প্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছিলেন ম্যানুফ্যাকচারের যুগের তৈরি বহুসংখ্যক কুশলী কারিগর। এদের মধ্যে কিছু অংশ বিভিন্ন ব্যবসায়ের স্বাধীন হস্তশিল্পী, কিছু ছিল ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যে সংঘবদ্ধ, যে কথা আগেই বলা হয়েছে, যে-ম্যানুফ্যাকচারগুলিতে কঠোর ভাবে শ্রম-বিভাগ সংঘটিত হয়েছিল। উদ্ভাবনের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল, ততই মেশিন নির্মাণ শিল্পটি বিভক্ত-

হতে লাগল আরো আরো বহুসংখ্যক শাখায় ; এবং এই সমস্ত ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাগও আরো আরো বিকাশ লাভ করতে লাগল। এই ভাবে এখানেই আমরা পেয়ে যাই আধুনিক শিল্পের প্রত্যক্ষ বনিয়াদ। ম্যানুফ্যাকচার উৎপাদন করল মেশিনারি আর এই মেশিনারি দিয়েই আধুনিক শিল্প, যেসব উৎপাদন-ক্ষেত্রে তা আগে আত্মবিস্তার করল, সে সব ক্ষেত্র থেকে হস্তশিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারকে নির্বাসিত করল। সুতরাং ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক ধারাতেই ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থা গঠিত হল এক অনুপযোগী ভিত্তির উপরে। যখন এই ব্যবস্থা উপনীত হল বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে, তখন তাকে উপড়ে ফেলতে হল এই তৈরি-হওয়া ভিত্তিটি, যেটি ইতিমধ্যেই বিস্তার লাভ করেছিল পুরনো ধাঁচে ; এবং সেই ভিত্তিটির জায়গায় তাকে গড়ে তুলতে হল এমন একটি ভিত্তি, যা হবে তার উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যত কাল পর্যন্ত মনুষ্য-শক্তিতে পরিচালিত হয়, তত কাল পর্যন্ত যেমন একটি একক মেশিন তার বামন-আকৃতি রক্ষা করে, ঠিক তেমনি যত দিন পর্যন্ত জন্তু, বাতাস, এমনকি জলের মত পূর্বতন সঞ্চলক শক্তিসমূহের স্থান গ্রহণে স্টীম ইঞ্জিন সক্ষম হয়নি, তত দিন পর্যন্ত কোন মেশিনারি-প্রণালী সঠিক অর্থে বিকাশ লাভ করতে পারেনি, ঠিক তেমনি আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদন-উপকরণের যে মেশিন, তা যত দিন পর্যন্ত তার অস্তিত্বের জন্য দায়ী ছিল ব্যক্তিগত বল ও ব্যক্তিগত দক্ষতার কাছে এবং নির্ভর করত প্রত্যংশ কর্মীরা ও হস্তশিল্প-কারিগরেরা যে পেশীগত বল, দৃষ্টিগত তীক্ষ্ণতা ও হস্তগত দক্ষতার সাহায্যে তাদের ছোট ছোট হাতিয়ারগুলিকে ব্যবহার করত, সেই বল, দৃষ্টি ও দক্ষতার উপরে, তত দিন পর্যন্ত আধুনিক শিল্প তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশে ছিল অশক্ত। সুতরাং এই ভাবে নির্মিত মেশিনের মহার্ঘতা ছাড়াও—যে ঘটনাটি সর্বদাই ধনিকের মনে জাগরূক থাকে, সে ঘটনাটি ছাড়াও—মেশিন-পরিচালিত শিল্পসমূহের সম্প্রসারণ এবং নোতুন উৎপাদন-শাখায় তার আক্রমণ নির্ভর করে এক শ্রেণীর কর্মীর উপরে, যারা তাদের নিয়োগের প্রায় শিল্পকলা-সুলভ প্রকৃতির দরুন, নিজেদের সংখ্যা লাফে লাফে বাড়াতে পারেনা, পারে কেবল ক্রমে ক্রমে। কিন্তু তা ছাড়াও বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে আধুনিক শিল্প হস্তশিল্প ও ম্যানুফ্যাকচার দ্বারা রচিত ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে ওঠে। প্রাইম-মুভার, ট্রান্সমিটিং মেকানিজম এবং খোদ মেশিনগুলির ক্রমবর্ধমান আকার শারীরিক শ্রম শুরুতে এগুলিকে যেভাবে তৈরি করেছিল সেই মূল রূপটি থেকে ক্রমাগত সরে যাবার দরুন মেশিনের অংশগুলির জটিলতা, বিভিন্নতার ও নিয়মিকতার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি কাজের অবস্থা-জনিত নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাকি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এমন একটি, রূপ অর্জন।[১] স্বয়ংক্রিয়

---

৩. 'পাওয়ার লুম' গোড়ায় তৈরি হত কাঠ দিয়ে, এখন তৈরি হয় লোহা দিয়ে। উৎপাদন-উপকরণগুলির পুরনো আকার তাদের নোতুন আকারকে কতটা প্রভাবিত করেছে, তা বোঝা যায় বর্তমান পাওয়ার-লুমকে আগেকার পাওয়ার-লুমের সঙ্গে, আধুনিক ব্লাস্ট ফার্নেস-এর হাপরকে পুরনো হাপরের সঙ্গে, এবং আরো জাজ্বল্যমান

ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন এবং কাঠের পরিবর্তে লোহার ব্যবহারের মত আরো দুর্বল সামগ্রী ব্যবহারের দৈনিক বর্ধমান অপ্রতিরোধ্য চাপ—ঘটনাপ্রবাহের প্রকোপে উদ্ভূত এই সমস্ত সমস্যার সমাধান সর্বত্রই বাধাপ্রাপ্ত হল ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা-রূপ প্রতিবন্ধকের দ্বারা—যে সীমাবদ্ধতা এমনকি ম্যানুফ্যাকচার-যুগের যৌথ শ্রমিকও সীমিত মাত্রায় ছাড়া ভেদ করতে পারত না। আধুনিক হাইড্রলিক প্রেস, আধুনিক পাওয়ার লুম এবং আধুনিক কার্ডিং ইঞ্জিনের মত মেশিন কখনো ম্যানুফ্যাকচারের দ্বারা উৎপাদিত হতে পারত না।

উৎপাদনের এক ক্ষেত্রে কোন আমূল পরিবর্তন ঘটলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আবশ্যক হয়। এটা ঘটে প্রথমতঃ শিল্পের সেই সমস্ত শাখায়, যেগুলি একই প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় হিসাবে সংলগ্ন হয়েও সামাজিক শ্রম-বিভাজন দ্বারা এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন যে, তাদের প্রত্যেকটিই তৈরি করে এক-একটি আলাদা আলাদা পণ্য। যেমন, মেশিনারি দিয়ে সুতো কাটা মেশিনারি দিয়ে কাপড় বোনার প্রয়োজন ঘটাল এবং উভয়ে মিলিত ভাবে আবশ্যিক করে তুলল একটি যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিপ্লব—যা ঘটল 'ব্লিচিং', 'প্রিন্টিং' ও 'ডাইং'-এ। অন্য দিকে, অনুরূপ ভাবে সুতো কাটায় বিপ্লব ঘটার জন্য তুলাবীজ থেকে তুলা-তন্তুকে আলাদা করার জন্য ঘটল 'জিন'-এর উদ্ভাবন; কেবল এই উদ্ভাবনটির কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে বিপুল আয়তনে তুলার উৎপাদন করে বর্তমানের প্রয়োজন মিটানো।[১] কিন্তু আরো বিশেষ ভাবে, শিল্প ও কৃষির উৎপাদন-পদ্ধতিতে বিপ্লব অনিবার্য করে তুলল সাধারণ ভাবে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থায় বিপ্লব। এমন একটি সমাজ, ফ্যুরিয়ার-এর ভাষায়, যার চক্রনাভি ছিল ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকর্ম এবং তৎসহ তার আনুসঙ্গিক ঘরোয়া শিল্প ও শহুরে হস্তশিল্প—এমন একটি সমাজে যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা ছিল ম্যানুফ্যাকচার-আমলের উৎপাদন-প্রয়োজনসমূহের তুলনায় এত অনুপযোগী—যে-ম্যানুফ্যাকচার-আমলের অনুষঙ্গ ছিল সম্প্রসারিত শ্রম-বিভাজন, উৎপাদন-উপকরণ ও শ্রমিকদের কেন্দ্রীভবন এবং ঔপনিবেশিক বাজার—সেই ম্যানুফ্যাকচার-আমলের

ভাবে, বর্তমান লোকোমোটিভকে আগেকার লোকোমোটিভ তৈরির প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করলে; আগেকার সেই লোকোমোটিভের ছিল দুটি পা, যা ঘোড়ার ভঙ্গিতে পরপর মাটি থেকে উঠত এবং মাটিতে নামত। বল-বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি এবং দীর্ঘ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলেই কেবল শেষ পর্যন্ত একটি মেশিনের আকার স্থিরীকৃত হল বল-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এবং তা মুক্তি পেল তার চিরাচরিত আকারটি থেকে, যা থেকে ঘটেছিল তার উদ্ভব।

১. আঠারো শতকের যে-কোনো মেশিনের তুলনায় এলি হুইটনির 'কটন-জেনি'-তে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল সবচেয়ে কম। কেবল গত দশকে (১৮৫৬-র পরে) আরেকজন আমেরিকান, মিঃ এমেরি (আলবানি, নিউইয়র্ক) একটা সরল অথচ সফল উন্নয়নের মাধ্যমে হুইটনির 'জেনি'-কে সেকেলে করে দিয়েছেন।

উৎপাদন-প্রয়োজনসমূহের তুলনায় এত অনুপযোগী যে, কার্যতঃ সেগুলিরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। একই ভাবে ম্যানুফ্যাকচার-আমল থেকে উত্তরাগত যোগাযোগ ও পরিবহণের উপায়গুলি আধুনিক শিল্পের পক্ষে হয়ে উঠল অসহ্য প্রতিবন্ধক স্বরূপ—আধুনিক শিল্প যার উৎপাদনের গতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্র, যার বিস্তৃতি বিপুল, উৎপাদনের এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে যার মূলধন ও শ্রমের নিক্ষেপণ নিরন্তর এবং বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে যার ঘটছে নোতুন সংযোগ। সুতরাং পাল-তোলা জাহাজের নির্মাণকার্যে আমূল পরিবর্তন ছাড়াও স্টিমার, রেলওয়ে, সাগরগামী স্টিমার প্রভৃতির ব্যবস্থার দ্বারা যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ক্রমশই যান্ত্রিক শিল্পের নানাবিধ উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে উপযোজিত হল। কিন্তু বিশাল বিশাল লৌহ-পিণ্ড, যা এখন ঢালাই-পেটাই করতে হবে, কাটাই-ছেদাই করতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন আকারে রূপ দিতে হবে, তার জন্য আবার প্রয়োজন দেখা দিল সাইক্লোপিয়ান মেশিনের, যেগুলি তৈরি করার পক্ষে ম্যানুফ্যাকচার-আমলের পদ্ধতিগুলি ছিল একেবারেই অনুপযোগী।

অতএব, আধুনিক শিল্পকে হাতে তুলে নিতে হল মেশিনকে তথা তার উৎপাদন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসূচক উপকরণটিকে এবং নির্মাণ করতে হল মেশিনের সাহায্যেই আরো সব মেশিনকে। যত দিন পর্যন্ত সে এই কাজ করে উঠতে পারেনি, তত দিন পর্যন্ত তার পক্ষে নিজের জন্য উপযুক্ত একটি কারিগরি বনিয়াদ তৈরি করা ও তার উপরে দাঁড়ানোও সম্ভব হয়নি। নিজের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মেশিনারিও এই শতকের প্রথম কয়েক দশকে ধাপে ধাপে আসল মেশিন নির্মাণের কাজটিকে আত্মস্থ করে ফেলল। কিন্তু কেবল ১৮৬৬ দশকের আগের দশকেই মাত্র বিপুল আয়তনে রেলওয়ে ও সাগরগামী জাহাজ নির্মাণের তাগিদেই বিবিধ সাইক্লোপিয়ান মেশিনের আবির্ভাব ঘটল, যা এখন নিয়োজিত হচ্ছে প্রাইভ-মুভার নির্মাণের কাজে।

মেশিন দিয়ে মেশিন তৈরির জন্য সবচেয়ে আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে একটি প্রাইভ-মুভার, যা যেকোন পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে পারবে অথচ থাকবে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এই শর্তটি স্টিম ইঞ্জিন ইতিপূর্বেই পূরণ করে দিয়েছিল। কিন্তু একই সময়ে চাই জ্যামিতিক ভাবে যথাযথ 'সরল রেখা', 'তল', 'বৃত্ত', 'স্তম্ভক' ('সিলিণ্ডার'), 'শঙ্কু' ('কোন') ও 'গোলক' ('স্পিয়ার')—যেগুলির প্রয়োজন হয় মেশিনের বিস্তারিত অংশগুলিতে। 'স্লাইড রেস্ট' উদ্ভাবন করে এই শতকের প্রথম দশকে হেনরি মডস্লি এই সমস্যার সমাধান করে দেন; অচিরেই সেটিকে স্বয়ংক্রিয় করে দেওয়া হয় এবং কিছুটা পরিবর্তিত আকারে তা 'লেদ' ছাড়াও অন্যান্য নির্মাণমূলক মেশিনে প্রযুক্ত হয়, যদিও তা মূলতঃ তৈরি হয়েছিল লেদ-এর জন্যই। এই যান্ত্রিক 'অ্যাপ্লায়ান্স'-টি কেবল কোন একটি 'টুল'-এরই স্থান দখল করেনা, স্বয়ং হাতের স্থানই দখল করে নেয়—যা লোহা বা অন্য কোন জিনিস-বরাবর কাটিং টুলটিকে প্রয়োগ ও পরিচালনা করে একটি বিশেষ আকার উৎপাদন করে। এই ভাবে সম্ভব হল কোন মেশিনারির ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির বিভিন্ন

আকারে "এতটা সহজ ও সঠিক ভাবে এবং এতটা দ্রুত গতিতে উৎপাদন করা, যা সবচেয়ে দক্ষ কারিগরের দীর্ঘ অভিজ্ঞ হাতও করতে পারে না"।[১]

এখন যদি আমরা মেশিনারির সেই অংশটির উপরে মনঃসংযোগ করি, যেটি তার 'অপারেটিং টুল', তা হলে আমরা দেখতে পাই যে হস্তচালিত হাতিয়ারগুলিই আবার আবির্ভূত হচ্ছে, কিন্তু তা হচ্ছে সাইক্লোপিয়ান আয়তনে। একটি বোরিং মেশিনের অপারেটিং অংশটি হচ্ছে একটি বৃহদাকার ড্রিল, যা চালিত হয় একটি স্টিম ইঞ্জিনের দ্বারা; অন্য দিকে আবার, এই মেশিনটি ছাড়া বড় বড় স্টিম ইঞ্জিন ও হাইড্রলিক প্রেস-এর সিলিণ্ডারগুলি তৈরি করা সম্ভব হত না। মেকানিক্যাল লেদ হচ্ছে মামুলি ফুট লেদেরই সাইক্লোপিয়ান সংস্করণ; যা সেই একই সব টুল দিয়ে লোহার উপরে কাজ করে, যেগুলি দিয়ে মানুষ-সূত্রধর কাজ করে কাঠের উপরে; লণ্ডনের জাহাজ-ঘাটাগুলিতে যে হাতিয়ারটি তক্তা কাটে, তা হচ্ছে একটি বিরাট ক্ষুর; যে কাটাই ('শিয়ারিং') মেশিন দর্জির কাঁচি যেমন অনায়াসে কাপড় কাটে তেমনি অনায়াসে লোহা কাটে, সেটি এক-জোড়া অতিকায় কাঁচিমাত্র; এবং একটি বাষ্প-হাতুড়ি ('স্টিম হামার') কাজ করে একটি মামুলি হাতুড়ির মাথা দিয়ে কিন্তু তার ওজন এত বেশি যে স্বয়ং থর-ও সেটা নাড়াতে পারত না।[২] এই স্টিম হামারগুলি ন্যাস্মিথ-এর আবিষ্কার এবং সেগুলির মধ্যে এমন একটি হামার আছে, যার ওজন ছয় টনেরও বেশি, যা আঘাত করে সাত ফিট উঁচু থেকে খাড়া-খাড়ি ভাবে নেমে এসে—এবং আঘাত করে এমন একটি নেহাইয়ের উপরে যার ওজন ৩৬ টন। গ্র্যানিট পাথরকে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করা এর পক্ষে নিছক ছেলেখেলা, তবু আস্তে আস্তে আঘাত করে একটি পেরেককে একটুকরো নরম কাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে এ কম সক্ষম নয়।

শ্রমের নানাবিধ উপকরণ যখন মেশিনারির আকার প্রাপ্ত হয়, তখন আবশ্যক হয় মনুষ্য-শক্তির পরিবর্তে প্রাকৃতিক শক্তির প্রবর্তন হয় হাতুড়ে কায়দার বদলে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ। ম্যানুফ্যাকচারে সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়ার সংগঠন নেহাৎই বিষয়ীগত;

---

১. "দি ইণ্ডাস্ট্রি অব নেশনস", ১৮৫৫, পৃঃ ২৩৯; এই বইখানিও মন্তব্য করে: "সরল ও বাইরে থেকে গুরুত্বহীন বলে মনে হলেও, একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে লেদ-এর এই উপাঙ্গটি মেশিনারির উন্নতি ও প্রসার সাধনে যে-প্রভাব বিস্তার করেছে তা ওয়াট-এর স্টিম-ইঞ্জিনের উৎকর্ষ সাধনের তুলনায় কম নয়। এর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেশিনারি নিখুঁত হয়ে উঠল, সস্তা হল এবং উদ্ভাবন ও উন্নয়নের দিকে প্রেরণা সঞ্চারিত হল।

২. এই মেশিনগুলির মধ্যে একটি মেশিন ব্যবহৃত হয় 'প্যাড্‌ল-হুইল শ্যাফ্‌ট' 'পেটাই' করার জন্য, নাম "থর"। একজন কামার যেমন অনায়াসে একটা ঘোড়ার নাল 'পেটাই' করে, তেমনি অনায়াসেই এই মেশিনটি একটি ১৬½ টন 'শ্যাফ্‌ট'-কে 'পেটাই' করে।

সেটা হচ্ছে প্রত্যংশ শ্রমিকদের সংযোজন ; অন্য দিকে, মেশিনারি-ব্যবস্থায় আধুনিক শিল্প এমন একটি উৎপাদনী সংগঠনের অধিকারী, যা যথার্থ ভাবেই বিষয়গত—যেন সংগঠনটিতে শ্রমিক উৎপাদনের এক পূর্বাগত বাস্তব অবস্থার উপাঙ্গ মাত্র। সরল সহযোগে, এবং, এমনকি, শ্রম-বিভাজনের উপরে প্রতিষ্ঠিত সহযোগেও, বিচ্ছিন্ন কারিগরের উপরে যৌথ কারিগরের দমনকার্য আত্মপ্রকাশ করে কমবেশি দৈবাৎ। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সেগুলির উল্লেখ পরে করা হবে, শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগমূলক চরিত্র হচ্ছে একটি কারিগরি প্রয়োজন—স্বয়ং শ্রম-উপকরণের তাগিদেই যার প্রচলন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মেশিনারি কর্তৃক উৎপন্নদ্রব্যে স্থানান্তরিত মূল্য ॥

আমরা দেখেছি সহযোগ ও শ্রম-বিভাগ থেকে সঞ্জাত উৎপাদিকা শক্তির জন্য মূলধনের কিছুই ব্যয় হয়না। এইসব শক্তি সামাজিক শ্রমের স্বাভাবিক শক্তি। তেমনি, বাষ্প, জল ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক শক্তিগুলি যখন উৎপাদন-প্রক্রিয়াসমূহে প্রযুক্ত হয়, সেগুলির জন্যও কিছু ব্যয় হয়না। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মানুষের যেমন ফুসফুস প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে উৎপাদনশীল ভাবে ব্যবহার করতে হলে তার প্রয়োজন হয় এমন কিছু, যা মানুষের হাতের কাজ। জলের শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে চাই একটি জল-চক্র, বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে চাই একটি বাষ্প-ইঞ্জিন। একবার আবিষ্কৃত হবার পরে, ইলেকট্রিক কারেণ্টের ক্ষেত্রে চৌম্বক সূঁচের বিচ্যুতির নিয়ম, কিংবা যাকে ঘিরে ইলেকট্রিক কারেণ্ট আবর্তিত হয়, সেই লৌহের চুম্বকায়নের নিয়ম বাবদে কখনো এক কড়িও ব্যয় হয়না।[১] কিন্তু

---

১. সাধারণ ভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানের জন্য ধনিককে কিছু খরচ করতে হয় না, কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানকে শোষণ করতে তার আদৌ বাধে না। অন্যের শ্রমের মত অন্যের বিজ্ঞানও সে দখল করে নেয়। বিজ্ঞানেরই হোক বা বৈষয়িক সম্পদেরই হোক—ধনতান্ত্রিক আত্মীকরণ এবং ব্যক্তি হিসাবে আত্মীকরণ কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। মিঃ উরে নিজেই তাঁর প্রিয় মেশিনারি-নিয়োগকারী ম্যানুফ্যাকচারদের মধ্যে যান্ত্রিক বিজ্ঞান সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আর ইংরেজ কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারারদের মধ্যে কেমিষ্ট্রি সম্পর্কে আশ্চর্যজনক অজ্ঞতা সম্পর্কে লাইবিগ তো একটা কাহিনীই বলতে পারেন।

টেলিগ্রাফ ইত্যাদির কাজে এই নিয়মগুলিকে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন হয় একটি ব্যয়বহুল ও সুবিস্তৃত অ্যাপারেটাস। আমরা দেখেছি, মেশিন টুলকে উৎখাত করে না। মানবদেহের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি উপকরণ থেকে পরিবর্ধিত ও বহুগুণিত হয়ে টুল মানুষের তৈরি কোন মেকানিজমে পরিণতি লাভ করে। তখন মূলধন শ্রমিককে নিয়োজিত করে একটি হস্তচালিত টুলের সাহায্যে কাজ করবার জন্য নয়, একটি মেশিনের সাহায্যে কাজ করবার জন্য—যে মেশিন নিজেই কাজ করায় টুলগুলিকে। অতএব, যদিও এটা প্রথম দৃষ্টিতেই পরিষ্কার যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিপুল প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহকে সংযোজিত ক'রে, আধুনিক শিল্প শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে অসাধারণ এক মাত্রায় উন্নীত করে, তবু এটা কিন্তু কোন মতেই পরিষ্কার নয় যে, এই বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি ক্রয় করতে লাগে শ্রমের বর্ধিত ব্যয়। যেমন স্থির মূলধনের অন্যান্য প্রত্যেকটি উপাদান, তেমনি মূলধনও নোতুন কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না; তা কেবল তার নিজের মূল্যই সেই উৎপন্ন-দ্রব্যটিতে স্থানান্তরিত করে, যে দ্রব্যটির উৎপাদনে তা অংশ গ্রহণ করে। যেহেতু মেশিনের মূল্য আছে এবং, কাজে কাজেই, তা মূল্য স্থানান্তরিত করে উৎপন্ন দ্রব্যে, সেই হেতু উক্ত উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যে মেশিনও হচ্ছে একটি উপাদান। সস্তা হবার বদলে, মেশিনের মূল্য অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্যটি হয় আরো মহার্ঘ। এবং এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, হস্তশিল্পে ও ম্যানুফ্যাকচারে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের তুলনায় আধুনিক শিল্পের যা বৈশিষ্ট্য সেই মেশিন ও মেশিনারি-রূপ শ্রম-উপকরণসমূহে বিধৃত মূল্য অপরিমেয় ভাবে বেশি।

প্রথমতঃ, এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, শ্রম-প্রক্রিয়ায় সব সময়ে অখণ্ড ভাবে প্রবেশ করলেও কিন্তু মেশিনারি মূল্য-প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে। গড়ে ক্ষয়ক্ষতি বাবদে যে মূল্য সে হারায়, তার চেয়ে বেশি মূল্য সে কখনো যোগ করেনা। সুতরাং একটি মেশিনের মূল্য এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেই মেশিনটি উৎপন্ন দ্রব্যে যে মূল্য স্থানান্তরিত করে—এই দুয়ের মধ্যে থাকে বিশাল পার্থক্য। মেশিনটির আয়ু যত দীর্ঘতর হয়, এই পার্থক্য হয় তত বিরাটতর। এতে কোনো সন্দেহই নেই, যা আমরা আগেই দেখেছি, যে প্রত্যেকটি শ্রম-যন্ত্র শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে সমগ্র ভাবে, কিন্তু মূল্য-প্রজনন প্রক্রিয়ায় তা প্রবেশ করে কেবলমাত্র টুকরো টুকরো ভাবে—দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতির গড়পড়তা অনুপাতের হারে। কিন্তু একটা সমগ্র শ্রম-যন্ত্র এবং তার দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে যে পার্থক্য, তা একটি টুল-এর ক্ষেত্রে যতটা, তার থেকে একটি মেশিনের ক্ষেত্রে অনেক অনেক বেশি, কেননা একটি মেশিন তৈরি হয় আরো টেকসই দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে এবং তাই তার আয়ুও হয় আরো দীর্ঘ; কেননা তার নিয়োগ নিয়মিত হয় কঠোর বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর দ্বারা এবং তাই তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও তার ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীতে অনেক বেশি মিতব্যয় ঘটে; এবং, কেননা একটি টুলের তুলনায় তার উৎপাদন-ক্ষেত্র বহুগুণ বৃহত্তর। মেশিন ও টুল উভয় ক্ষেত্রেই প্রাত্যহিক খরচের অর্থাৎ দৈনিক গড় ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা

যে-মূল্য তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত করে, তার জন্য এবং, সেই সঙ্গে; তেল, কয়লা ইত্যাদির মত যেসব সহায়ক বস্তু তারা ব্যবহার করে, তার জন্য সংস্থান করার পরে, তারা কাজ করে বিনা-মূল্যে—ঠিক যেমন করে মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রকৃতি-প্রদত্ত শক্তিসমূহ। টুলের তুলনায় মেশিনারির উৎপাদন-ক্ষমতা যত বেশি হয়, ততই টুলের তুলনায় তার বিনা-মূল্যে কাজের মাত্রাও বেশি হয়। আধুনিক শিল্পেই মানুষ সর্বপ্রথম সক্ষম হল তার অতীত শ্রমের উৎপন্ন ফলকে বিনা-মূল্যে বৃহদায়তনে কাজ করাতে, প্রকৃতির শক্তিসমূহেরই মত।[1]

সহযোগ ও ম্যানুফ্যাকচার সম্পর্কে আলোচনা-কালে দেখানো হয়েছিল যে, বিচ্ছিন্ন শ্রমিকেব বিক্ষিপ্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের তুলনায় বাড়ি-ঘরের মত উৎপাদনের কয়েকটি সাধারণ উপকরণ যৌথ-ব্যবহার-জনিত মিতব্যয়ের ফলে সস্তা হয়ে যায়। মেশিনারি-ব্যবস্থায়, কেবল মেশিনটির কাঠামোটিই যে অপারেটিং উপকরণসমূহের দ্বারা যৌথ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই নয়, সেই সঙ্গে ট্রান্সমিটিং মেকানিজম-এর একটা অংশ সমেত খোদ প্রাইম-মুভারটিও যৌথ ভাবে ব্যবহৃত হয় বহুসংখ্যক অপারেটিভ মেশিনের দ্বারা।

মেশিনারির মূল্য এবং একদিনে ঐ মেশিনারি তার উৎপন্ন দ্রব্যে যে মূল্য স্থানান্তরিত করে, সেই মূল্য—এই দুটি মূল্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট থাকলে, এই শেষোক্ত মূল্যটি উক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যে কতটা বৃদ্ধি ঘটায়, তা নির্ভর করে প্রথমতঃ, উৎপন্ন দ্রব্যটির আকারের উপরে, বলা যায়, তার আয়তনের উপরে। ব্ল্যাকবার্ণের মিঃ বেনেস ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত তাঁর এক বক্তৃতায় হিসাব দিয়েছেন যে "প্রত্যেকটি যথার্থ অশ্বশক্তি[2] চালিত করবে প্রস্তুতি-সমেত ৪৫০টি স্বয়ংক্রিয় 'মিউল স্পিণ্ডল',

---

১. মেশিনারির এই ফলটির উপরে রিকার্ডো এখানে এত গুরুত্ব আরোপ করেন যে, মেশিনের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যে যে-মূল্য অর্পিত হয়, সেটার প্রতি নজর দিতে তিনি প্রায়ই ভুলে যান এবং এই ভাবে মেশিনকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মত একই স্থান দান করেন। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ এবং মেশিনারি আমাদের জন্য যে কাজ দেয়, অ্যাডাম স্মিথ কখনো তার মূল্য ছোট করে দেখাননি, কিন্তু তারা পণ্য-সামগ্রীতে যে মূল্য সংযোজন করে, তার প্রকৃতি তিনি খুব সঙ্গত ভাবেই বিশেষিত করেন···যেহেতু তারা তাদের কাজ করে মুফতে, সেই হেতু তাদের প্রদত্ত সাহায্য বিনিময়ে মূল্যের সঙ্গে কিছুই যুক্ত করে না। রিকার্ডো, "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব পলিটিক্যাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাক্সেশন" পৃঃ ৩৩৬, ৩৩৭। রিকার্ডোর এই মন্তব্য অবশ্যই সেই পর্যন্ত সঠিক, যে পর্যন্ত তা জে বি সে'র বিরুদ্ধে পরিচালিত, যিনি ভাবেন যে, মেশিন সেই মূল্য সৃজনের "কাজ" দেয়, "মুনাফার" অংশবিশেষ।

২. একটি অশ্বশক্তি প্রতি মিনিটে ৩৩,০০০ ফুট-পাউণ্ডের শক্তির সমান, কিংবা যে-শক্তি এক মিনিটে ৩৩,০০০ পাউণ্ড এক ফুট উত্তোলন করে অথবা এক পাউণ্ড ৩৩,০০০

কিংবা ২০০টি 'থ্রশল স্পিণ্ডল', কিংবা 'ওয়ার্পিং' ও 'সাইজিং'-এর 'অ্যাপ্লায়েন্স' ইত্যাদি সমেত ৪০ ইঞ্চি কাপড়ের ৬৫টি তাঁত।" প্রথম ক্ষেত্রে এটা হল ৪৫০টি মিউল স্পিণ্ডলের সারা দিনের উৎপাদন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ২০০টি থ্রশল স্পিণ্ডলের, তৃতীয় ক্ষেত্রে ১৫টি পাওয়ার-লুমের—যেগুলির উপরে বিস্তৃত হয় একটি অশ্বশক্তির এবং সেই শক্তি-চালিত মেশিনারির ক্ষয়-ক্ষতির দৈনিক খরচ; সুতরাং এক পাউণ্ড সুতোয় বা এক গজ কাপড়ে এই ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা স্থানান্তরিত হয় অতি ক্ষুদ্র-পরিমাণ মূল্য। উপরে বর্ণিত ষ্টিম-হ্যামার সম্পর্কেও এই একই ঘটনা। যেহেতু সেটির দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতি, কয়লা-খরচ ইত্যাদি বিস্তৃত হয় গোটা দিনে সেটি যে বিরাট বিরাট লৌহ-পিণ্ড পেটায়, সবগুলির উপরে; সেই হেতু এক হন্দর লোহা পিছু যুক্ত হয় খুবই সামান্য পরিমাণ মূল্য, কিন্তু ঐ সাইক্লোপিয়ান যন্ত্রটিকে যদি পেরেক ঢোকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়, তা হলে মূল্য হত খুবই বিরাট।

যদি একটি মেশিনের কাজের সক্ষমতা অর্থাৎ তার অপারেটিং টুলগুলির সংখ্যা, অথবা যখন এটা বলের প্রশ্ন, তখন যদি সেগুলির 'ভর' নির্দিষ্ট থাকে; তা হলে তার উৎপন্নের পরিমাণ নির্ভর করবে তার কর্মসাধক অংশগুলির উপরে, যেমন স্পিণ্ডলগুলির বেগের উপর, কিংবা এক মিনিটে হ্যামার কতগুলি আঘাত হানতে পারে তার উপরে। এই অতিকায় হাতুড়িগুলির মধ্যে এমন অনেক কটি আছে, যেগুলি প্রতি

ফুট তার সমান। এই গ্রন্থে এই অর্থেই অশ্বশক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। চলতি ভাষায়, এবং এই গ্রন্থেও এখানে সেখানে উদ্ধৃতির মধ্যে একই ইঞ্জিনের "নামীয়" এবং "বাণিজ্যিক" কিংবা "নির্দেশিত" অশ্বশক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। পুরনো বা নামীয় অশ্বশক্তি গণনা করা হয় একান্ত ভাবেই পিস্টন-স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য, এবং সিলিণ্ডারের ব্যাস থেকে, এবং বাষ্পের চাপ এবং পিস্টনের বেগকে বাইরে রাখে। কার্যতঃ তা বোঝায় এই: এই ইঞ্জিনটি হবে ৫০ অশ্বশক্তি-সম্পন্ন, যদি তা বুলটন এবং ওয়াট-এর দিনের মত সেই একই নিম্ন বাষ্প-চাপে ও একই মন্থর পিস্টন-বেগে চালানো হয়। কিন্তু এই চাপ ও বেগ পরবর্তী কালে অনেক বেড়ে গিয়েছে। একটি ইঞ্জিন যে-যান্ত্রিক শক্তি আজ খাটায়, তাকে মাপবার জন্য একটি "নির্দেশক" উদ্ভাবিত হয়েছে, যা সিলিণ্ডারের গায়ে চাপ নির্দেশ করে। পিস্টনের বেগ তো সহজেই জানা যায়। এই ভাবে একটি ইঞ্জিনের "নির্দেশিত" বা "বাণিজ্যিক" অশ্বশক্তি প্রকাশিত হয় একটি বাণিজ্যিক 'ফর্মুলা'র দ্বারা, যার মধ্যে যুগপৎ অন্তর্ভুক্ত সিলিণ্ডারের ব্যাস, স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য, পিস্টনের বেগ, বাষ্পের চাপ এবং তা প্রকাশ করে ৩৩,০০০ পাউণ্ডের কত গুণিতক ইঞ্জিনটির দ্বারা এক মিনিটে উত্তোলিত হয়। সুতরাং একটি "নামীয়" অশ্বশক্তি খাটাতে পারে তিন, চার, বা এমনকি, পাঁচটি "নির্দেশিত" বা "বাস্তব" অশ্বশক্তি। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যা যা বলা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য এই ব্যাখ্যাটি যোগ করা হল। এফ, এঙ্গেলস।

মিনিটে ৭০ বার আঘাত হানতে পারে, এবং ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে স্পিণ্ডল তৈরির জন্য রাইডারের পেটেণ্ট-করা মেশিনটি প্রতি মিনিটে হানতে পারে ৭০০ আঘাত।

যে হারে মেশিনারি তার মূল্য উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত করে, সেই হারটি যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে এইভাবে স্থানান্তরিত মূল্যের পরিমাণ নির্ভর করে মেশিনারিটির মোট মূল্যের উপরে।[১] তা যত কম মূল্য ধারণ করে, উৎপন্ন দ্রব্যে তত কম মূল্য তা সঞ্চারিত করে। যত কম মূল্য তা পরিত্যাগ করে, ততই তা অধিকতর উৎপাদনশীল হয় এবং ততই তার অবদান প্রাকৃতিক শক্তিগুলির অবদানের অনুরূপতা লাভ করে। কিন্তু মেশিনারির দ্বারা মেশিনারির উৎপাদন তার সম্প্রসারণ ও ফল-প্রসবের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে তার মূল্যের হ্রাস ঘটায়।

হস্তশিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের দাম এবং মেশিনারি-দ্বারা উৎপাদিত সেই একই পণ্যসমূহের দাম যদি বিশ্লেষণ ও তুলনা করা যায়, তা হলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মেশিনারি-দ্বারা উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যে শ্রমের উপকরণ-জনিত মূল্য আপেক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অনাপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পায়। অন্য ভাবে বলা যায় যে, তার অনাপেক্ষিক পরিমাণ হ্রাস পায়, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর, যথা এক পাউণ্ড সুতোর, মোট মূল্যের সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে তার সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[২]

---

১. যে-পাঠক ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন, তিনি এখানে স্বভাবতই "সুদ"-এর অভাব লক্ষ্য করবেন—যা মেশিন, তার মূলধন-মূল্যেব অনুপাতে, উৎপন্ন সামগ্রীতে সংযোজিত করে। কিন্তু এটা সহজেই বোঝা যায় যে, যেহেতু মেশিন স্থির মূলধনের অন্য কোন অংশ ছাড়া, কোন নোতুন মূল্য সৃষ্টি করে না, সেই হেতু "সুদ" নামে কোনো মূল্য তা সংযোজিত করতে পারে না। এটাও স্পষ্ট যে, যেখানে আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করছি, সেখানে আমরা আগে ভাগেই "সুদ" এই নামের অধীনে মূল্যের কোনো অংশের অস্তিত্বকে ধরে নিতে পারি না। ধনতান্ত্রিক গণনা-পদ্ধতি, যা আপাত দৃষ্টিতেই আজগুবি এবং মূল্য-সৃষ্টির নিয়মের পরিপন্থী বলে মনে হয়, তা পরবর্তী খণ্ডে ব্যাখ্যা করা হবে।

২. মূল্যের এই যে অংশ, যা মেশিনারির দ্বারা সংযোজিত হয়, তা অনাপেক্ষিক এবং আপেক্ষিক উভয় ভাবে হ্রাস পায়, যখন মেশিনারি ঘোড়া ও অন্যান্য পশুকে বিদায় করে দেয়—যারা কেবল সঞ্চলনের শক্তি হিসাবেই কাজ করে, বস্তুর রূপ-পরিবর্তন ঘটাবার জন্য মেশিন হিসাবে কাজ করে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেকার্তে যখন পশুকে বর্ণনা করেন কেবল মেশিন হিসাবে, তখন তিনি দেখেছিলেন ম্যানুফ্যাকচারিং যুগের চোখ দিয়ে, অন্য দিকে, মধ্যযুগের চোখে পশু হল মানুষের সহকারী। দেকার্তে যে বেকনের মত, পরিবর্তিত চিন্তা-পদ্ধতির ফলে, উৎপাদনের রূপে একটি পরিবর্তন এবং প্রকৃতির উপরে মানুষের কার্যতঃ প্রাধান্য-স্থাপনের কথা আগে

এটা স্পষ্ট যে, একটি মেশিন তৈরি করতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়, ঐ মেশিনটি নিয়োগ করলে যদি সেই পরিমাণ শ্রমই বাঁচে, তা হলে কেবল শ্রমের অবস্থান-বিনিময়ই ঘটে ; কাজে কাজেই, একটি পণ্য উৎপাদনে যে-মোট শ্রম দরকার হয়, তার হ্রাস ঘটেনা অথবা শ্রমের উৎপাদনশীলতারও বৃদ্ধি ঘটে না। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে, একটি মেশিন যে-পরিমাণ শ্রম লাগায় এবং যে-পরিমাণ শ্রম বাঁচায় —এই দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য, অর্থাৎ তার নিজের উৎপাদনশীলতা তার নিজের মূল্য এবং যে-উপকণের স্থান সে গ্রহণ করে তার মূল্য—এই দুয়ের পার্থক্যের উপরে নির্ভর করেনা। যে পর্যন্ত একটি মেশিনের উপরে ব্যয়িত শ্রম অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে সংযোজিত মূল্যাংশ শ্রমিক তার টুলের সাহায্যে উৎপন্ন দ্রাব্য যে-মূল্য সংযোজিত করে, তার তুলনায় অল্পতর থাকে, সে পর্যন্ত সব সময়েই মেশিনারির অনুকূলে কিছু-পরিমাণ বেঁচে-যাওয়া শ্রমের পার্থক্য থেকে যায়। সুতরাং কত পরিমাণ মানবিক শ্রম-শক্তির স্থান একটি মেশিন গ্রহণ করে তার দ্বারাই মাপা হয় একটি মেশিনের উৎপাদনশীলতা। মিঃ বেনেস-এর হিসাব অনুসারে, প্রস্তুতিমূলক মেশিনারি সমেত[1]

থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, তা তাঁর "Discours de la Methode" থেকেই পরিষ্কার। সেখানে তিনি বলেছেন, "Il est possible (by the methods he introduced in philosophy) de parvenir a des connaissances fort utiles a la vie, et qu'au lieu de cette philosophie speculative qu'on enseigne dans les ecoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers metiers de nos artisans, nous les pourrions employer en meme facon a tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maitres et possesseurs de la nature" and thus "contrubuer au perfectionnement de la vie humaine". স্যার ডাডলি নর্থ-এর "ডিসকোর্সেস আপন ট্রেড" (১৬৯১)-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, দেকার্তের পদ্ধতি স্বর্ণ, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে পুরনো গল্পকথা ও কুসংস্কার থেকে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বকে মুক্ত করতে শুরু করেছিল। মোটামুটি ভাবে কিন্তু প্রথম দিককার ইংরেজ অর্থতাত্ত্বিকেরা তাঁদের দার্শনিক হিসাবে বেকন এবং হবস-এর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন, যদিও পরবর্তী কালে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে অর্থতত্ত্বের মুখ্য দার্শনিক হয়েছিলেন লক।

১. এসেন বণিক সমিতির বাৎসরিক রিপোর্ট (১৮৬৩) অনুসারে ১৮৬২ সালে, ১৬১টি ফার্নেস, ৩২টি স্টিম-ইঞ্জিন (১৮০০ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে কর্মরত সমস্ত স্টিম-ইঞ্জিন-গুলির সংখ্যার প্রায় সমান), ১৪টি স্টিম-হ্যামার (মোট ১,২৩৬ অশ্বশক্তি প্রতিস্থাপন), ৪৯টি কামারশালা, ২০৩টি টুল-মেশিন এবং প্রায় ২,৪০০ শ্রমিক সমন্বিত ক্রুপ-এর কাস্ট-আয়রণ কারখানায় উৎপন্ন হয়েছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কাস্ট-আয়রণ। এখানে প্রত্যেকটি অশ্বশক্তি-পিছু দুজন করে শ্রমিক নয়।

একটি অশ্বশক্তি-চালিত ৪৫০টি মিউল-স্পিণ্ডলের জন্য লাগে ২½ জন শ্রমিক; দশ ঘণ্টা কাজ করে প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় মিউল-স্পিণ্ডল ১৩ আউন্স সুতো (স্থূলত্বের গড় সংখ্যা) ফলতঃ, ২½ জন শ্রমিক সপ্তাহে উৎপাদন করে ৩৬৫⅝ পাউণ্ড সুতো। সুতরাং ঝরতি-পড়তি বাদ দিয়ে ৩৬৬ পাউণ্ড তুলো সুতোয় রূপান্তরিত হবার সময়ে কেবল ১৫০ ঘণ্টার শ্রম বা রোজ দশ ঘণ্টা হিসাবে ১৫ দিনের শ্রম আত্মসাৎ করে। কিন্তু এক 'স্পিনিং হুইল' দিয়ে একজন হাতে সুতো-কাটুনি ষাট ঘণ্টায় ১৩ আউন্স সুতো কাটলে, ঐ একই পরিমাণ তুলো আত্মসাৎ করবে ১০ ঘণ্টা রোজ হিসাবে ২,৮০০ দিনের শ্রম বা ২৭,০০০ ঘণ্টার শ্রম।[১] যেখানে হাত দিয়ে ক্যালিকো ছাপানোর পুরনো পদ্ধতির, ব্লক-প্রিন্টিং পদ্ধতির স্থান নিয়েছে মেশিন-প্রিন্টিং, সেখানে একজন লোকের বা বালকের সাহায্যে একটি মাত্র মেশিন ছাপায় এক ঘণ্টার চার-রঙের ততটা পরিমাণ ক্যালিকো, যতটা ছাপাতে আগে লাগত ২০০ জন মানুষ।[২] ১৭৯৩ সালে এলি হুইটনি 'কটন জিন' উদ্ভাবন করার পূর্বে এক পাউণ্ড তুলো থেকে তুলাবীজ আলাদা করতে লাগত একটি গড় দিনের শ্রম। তাঁর উদ্ভাবনের সাহায্যে একটি নিগ্রো-মজুরানি পরিষ্কার করতে পারত প্রতিদিন ১০০ পাউণ্ড করে; এবং তার পর থেকে 'জিন'-এর আরো ঢের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এক পাউণ্ড তুলো-পশম আগে উৎপাদন করতে খরচ হত ৫০ সেণ্ট; ঐ মেশিন উদ্ভাবনের পরে তা অন্তর্ভুক্ত করে অধিকতর পরিমাণ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম এবং স্বভাবতই বিক্রি হয় অধিকতর মুনাফায়, ১০ সেণ্টে। ভারতে লোকেরা পশম বীজ আলাদা করার জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহার করে, নাম 'চরকা', যা অর্ধেক মেশিন;অর্ধেক টুল; এই চরকার সাহায্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী দৈনিক ছাড়াতে পারে ২৮ পাউণ্ড পশম। কয়েক বছর আগে ডঃ ফর্বেস কর্তৃক আবিষ্কৃত চরকার সাহায্যে একজন মানুষ ও একটি বালক এখন প্রত্যহ উৎপাদন করতে পারে ২৫০ পাউণ্ড করে। যদি সেটি চালাবার জন্য ষাঁড়, বাষ্প বা জল ব্যবহার করা হয়, তা হলে কেবল কয়েকটি বালক-বালিকার দরকার হয় যোগানদার হিসাবে। আগে ৭৫০ জন মানুষ দিনে গড়ে যে-পরিমাণ কাজ করত, এখন এই ধরনের যণ্ড-চালিত ১৬টি মেশিন সেই কাজ করে।[৩]

যে কথা আগেই বলা হয়েছে, ১৫ শিলিং খরচে ৬৬ জন লোক যে কাজ করত,

---

১. ব্যাবেজ-এর হিসাব অনুযায়ী সুতো-কাটুনি শ্রমই একক ভাবে তুলোর মূল্যে সংযোজিত করে শতকরা ১১৭ ভাগ। একই সময়ে (১৮৩২), মিহি সুতো কাটার শিল্পে মেশিনারি ও শ্রমের দ্বারা তুলোয় সংযোজিত মোট মূল্য ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ। ("অন দি ইকনমি অব মেশিনারি", পৃঃ ১৬৫, ১৬৬)।

২. মেশিনে মুদ্রণের ফলে রঙেরও সাশ্রয় ঘটে।

৩. 'সোসাইটি অব আর্টস'-এর সমক্ষে ভারত সরকারের রিপোর্টার ডঃ ওয়াটসন কর্তৃক পঠিত প্রতিবেদন, ১৭ই এপ্রিল, ১৮৬০।

এখন তিন পেনি খরচে একটি বাষ্পচালিত লাঙল সেই একই কাজ করে। একটি ভ্রান্ত ধারণা পরিষ্কার করার জন্য আমি আবার এই দৃষ্টান্তটিতে ফিরে আসছি। ৬৬ জন লোক একঘণ্টায় যে মোট শ্রম ব্যয় করে, এই ১৫ শিলিং কোনমতেই সেই সমগ্র শ্রমের অর্থগত (টাকার অঙ্কে) অভিব্যক্তি নয়। যদি আবশ্যিক শ্রমের সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রমের অনুপাত হয় ১০০%, তবে এই ৬৬ জন লোক এক ঘণ্টায় উৎপাদন করবে ৩০ শিলিং পরিমাণ মূল্য, যদিও তাদের মজুরি হিসাবে প্রাপ্ত ১৫ শিলিং প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র তাদের অর্ধ ঘণ্টার শ্রমের। তা হলে ধরুন, একটি মেশিন ১৫০ জন লোকের স্থান গ্রহণ করে এবং তার মূল্য পড়ে এই ১৫০ জন লোকের এক বছরে যা মজুরি তার সমান, ধরা যাক ৩০০ পাউণ্ড ; মেশিনটি প্রবর্তনের পূর্বে ১৫০ জন লোক সংশ্লিষ্ট সামগ্রীতে যে-পরিমাণ শ্রম সংযোজিত করত, এই ৩০০০ পাউণ্ড কিন্তু কোন মতেই তার সমগ্রটার অর্থগত অভিব্যক্তি নয়, কেবল সেই অংশের অর্থগত অভিব্যক্তি, যে অংশটি তারা ব্যয় করে নিজেদের জন্য এবং প্রকাশ পায় তাদের মজুরি হিসাবে। অপর পক্ষে, ঐ ৩০০০ পাউণ্ড, যা হল ঐ মেশিনটির অর্থ-মূল্য তা কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করে তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের সমগ্র—এই শ্রম কোন্ অনুপাতে শ্রমিকের জন্য মজুরি এবং ধনিকের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্যের সংস্থান করে, তাতে কিছু এসে যায় না। অতএব যদিও যতটা শ্রম-শক্তিকে একটি মেশিন স্থানচ্যুত করে তার বাবদে ব্যয় এবং মেশিনটির বাবদে ব্যয় সমান, তা হলেও যে-পরিমাণ জীবন্ত শ্রমের স্থান সে গ্রহণ করে তার তুলনায় তার মধ্যে বাস্তবায়িত শ্রম অনেক অনেক কম।[১]

একমাত্র উৎপন্ন দ্রব্যকে সস্তা করার জন্যই মেশিনারির ব্যবহার এইভাবে সীমাবদ্ধ : ঐ মেশিনারি নিয়োগের ফলে যে-পরিমাণ শ্রম স্থানচ্যুত হয়, ওটি তৈরি করতে তার তুলনায় কম পরিমাণ শ্রম ব্যয় করতে হবে। ধনিকের ক্ষেত্রে, অবশ্য, মেশিনের ব্যবহার আরো সীমাবদ্ধ। শ্রমের জন্য মূল্য না দিয়ে, সে কেবল দিয়ে থাকে নিয়োজিত শ্রম-শক্তির মূল্য ; সুতরাং মেশিন ব্যবহারে তার সীমা নির্দিষ্ট হয় মেশিনটির মূল্য এবং তার দ্বারা স্থানচ্যুত শ্রম-শক্তির মূল্য—এই দুয়ের পার্থক্যের দ্বারা। যেহেতু আবশ্যিক ও উদ্বৃত্ত শ্রমে দৈনিক কাজের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের, এবং এমনকি একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-শাখায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের এবং যেহেতু শ্রমিকের সত্যকার মজুরি এক সময়ে তার শ্রম-শক্তির নীচে নেমে যায়, অন্য সময়ে তার উপরে উঠে যায়, সেহেতু মেশিনারির দাম এবং মেশিনারি দ্বারা স্থানচ্যুত শ্রম-শক্তির দামের মধ্যকার পার্থক্যে বড় রকমের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, যদিও উক্ত মেশিনটি তৈরি করতে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ এবং তার দ্বারা স্থানচ্যুত মোট পরিমাণের মধ্যকার পার্থক্য স্থিরই

১. এই সকল নীরব প্রতিনিধিরা (মেশিনসমূহ) যত সংখ্যক শ্রমিককে স্থানচ্যুত করে তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা সর্বসময়ে প্রস্তুত হয়, এমনকি যখন তাদের অর্থ-মূল্য একই থাকে। (রিকার্ডো প্রিন্সিপ ল্‌স অফ পলিটিক্যাল ইকনমি, সি পৃঃ ৪০)

থাকে।[১] কিন্তু ধনিকের কাছে একমাত্র পূর্ববর্তী পার্থক্যটিই একটি পণ্য উৎপাদনের খরচ নির্ধারণ করে দেয় এবং, প্রতিযোগিতার চাপের মাধ্যমে, তার কাজকে প্রভাবিত করে। এই কারণেই আজকাল মেশিনের আবিষ্কার হয় ইংল্যাণ্ডে, যার নিয়োগ হয় একমাত্র উত্তর আমেরিকায়; ঠিক যেমন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে একমাত্র হল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হবার জন্যই মেশিনের আবিষ্কার হত জার্মানিতে এবং ঠিক যেমন অষ্টাদশ শতকে অনেকগুলি ফরাসী আবিষ্কারই প্রয়োগ করা হত একমাত্র ইংল্যাণ্ডে। প্রবীণতর দেশগুলিতে বিভিন্ন শিল্প-শাখায় নিযুক্ত হয়ে মেশিনারি বাকি শিল্প-শাখাগুলিতে এমন শ্রম-বাহুল্যের সৃষ্টি করে যে, সেগুলিতে মজুরি পড়ে যায় শ্রম-শক্তির মূল্যেরও নীচে এবং ব্যাহত করে মেশিনারির প্রবর্তন; ধনিকের মুনাফা আসে নিয়োজিত শ্রমের হ্রাস-প্রাপ্তি থেকে নয়, আসে মজুরি-প্রদত্ত শ্রম থেকে; তার পক্ষে, মেশিনারির প্রচলন হয়ে ওঠে অনাবশ্যক, এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও। ইংল্যাণ্ডে কতকগুলি উল-ম্যানুফ্যাকচারে শিশুদের নিয়োগ সাম্প্রতিক কালে বেশ কমে গিয়েছে, এবং কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। কেন? কারণ কারখানা-আইন দু-প্রস্ত শিশুর নিয়োগ আবশ্যক করে তুলেছে—এক প্রস্ত কাজ করবে ছয়-ঘণ্টা, অন্য প্রস্ত চার ঘণ্টা অথবা দুটিপ্রস্তের প্রতিটিই পাচ ঘণ্টা। কিন্তু "ফুল-টাইমার"-দের তুলনায় "হাফ-টাইমার"-দের সস্তায় বেচে দিতে বাপ-মায়েরা অস্বীকার করে। এই কারণেই "হাফ-টাইমার"-দের বদলে মেশিনারির প্রবর্তন।[২] নারী ও দশ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনিতে নিয়োগ নিষিদ্ধ হবার আগে ধনিকেরা নগ্ন নারী ও বালিকাদের, অনেক সময়ে পুরুষদের সঙ্গে, কর্ম-নিয়োগকে তাদের নীতিবোধের পক্ষে, এবং, বিশেষ করে, হিসাব খাতার-পক্ষে এত অনুকূল মনে করত যে, কেবল উল্লিখিত আইনটি পাশ হবার পরেই তারা মেশিনারির শরণ নিতে বাধ্য হয়। ইয়াঙ্কিরা একটি পাথর-ভাঙা মেশিন উদ্ভাবন করেছে। ইংরেজরা সেটা ব্যবহার করে না, কেননা যে

---

১. সুতরাং একটি বুর্জোয়া সমাজে মেশিনারি নিয়োগের যে অবকাশ ঘটে, তা থেকে একটি কমিউনিস্ট সমাজে তার অবকাশ ঘটবে খুবই ভিন্ন প্রকারের।

২. "শ্রমের নিয়োগকর্তারা অযথা ১৩ বছরের কম-বয়সী দু প্রস্ত শিশুকে বহাল রাখবেন না।...বস্তুতঃ পক্ষে এক শ্রেণীর ম্যানুফ্যাকচারার এখন কদাচিৎ ১৩ বছরের কম-বয়সী শিশুদের অর্থাৎ হাফ-টাইমারদের নিয়োগ করে। তারা নানান ধরনের উন্নত প্রকারের মেশিন প্রবর্তন করেছে, যার ফলে শিশু-নিয়োগ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। (১৩ বছরের কম বয়সী) নমুনা হিসাবে আমি শিশুসংখ্যা-হ্রাসের একটি প্রক্রিয়ার কথা বলব, যে-প্রক্রিয়ায় একটি মাত্র মেশিন—'পিসিং মেশিন'—চার থেকে ছ'জন হাফ-টাইমারের কাজ একজন তরুণ (১০ বছরের বেশি বয়সী) করতে পারে।... 'হাফ-টাইম' ব্যবস্থা 'পিসিং মেশিন'-এর উদ্ভাবনে "প্রেরণা যুগিয়েছে"। (রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর ১৮৫৫)

"বেচারা"[১] এই কাজটা করে, সে তার শ্রমের এত সামান্য অংশের জন্য পয়সা পায় যে তার বদলে মেশিনারি লাগালে ধনিকের উৎপাদন-ব্যয় বেড়ে যাবে।[২] ইংল্যাণ্ডে এখনো মাঝে মাঝেই ঘোড়ার বদলে মেয়েদের ব্যবহার করা হয়, খাল দিয়ে নৌকা টেনে নেবার জন্য[৩], কেননা ঘোড়া বা মেশিন উৎপাদন করতে যে শ্রমের দরকার হয়, তা একটি সুপরিজ্ঞাত রাশি, কিন্তু উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার মেয়েদের খোরপোষের জন্য যা দরকার হয় তা গণনার মধ্যেও আসে না। এই কারণেই, সবচেয়ে জঘন্য উদ্দেশ্যে মানুষের শ্রম-শক্তিকে অপচয় করার এমন ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি আমরা আর কোথাও দেখিনা, যেমন দেখি ইংল্যাণ্ড—মেশিনারির দেশ এই ইংল্যাণ্ডে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ শ্রমিকের উপরে মেশিনারির প্রত্যক্ষ ফলাফল ॥

আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্পের সূচনা-বিন্দু হচ্ছে শ্রমের উপকরণে বিপ্লব, এবং এই বিপ্লব তার সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ অর্জন করে একটি কারখানায় মেশিনারির সংগঠিত ব্যবস্থায়। কেমন করে মানবিক সামগ্রী এই বাস্তব সংগঠনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, সে সম্পর্কে অন্বেষণের পূর্বে আমরা বিবেচনা করব স্বয়ং শ্রমিকের উপরে এই বিপ্লবের কয়েকটি সাধারণ ফলাফল।

ক মূলধন কর্তৃক পরিপূরক শ্রম-শক্তির ব্যবহার: নারী ও শিশুদের কর্মে নিয়োগ।

যতদূর পর্যন্ত মেশিনারি পেশী-শক্তিকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে, ততদূর পর্যন্ত তা ক্ষীণবল পেশী-শক্তি-সম্পন্ন শ্রমিকদের এবং দৈহিক বিকাশের দিক থেকে অসম্পূর্ণ, এবং সেই কারণেই যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরো নমনীয়, তাদের কর্ম সংস্থানের একটি উপায় হয়ে ওঠে। সুতরাং মেশিনারি-ব্যবহারকারী ধনিকদের প্রথম নজর পড়ে নারী ও শিশুদের শ্রমের উপরে। শ্রম ও শ্রমিকদের সেই প্রবল বিকল্পটি সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে গেল নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে শ্রমিক-পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে মূলধনের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের অধীনে ভর্তি করে নিয়ে মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার একটি উপায়ে। ধনিকের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ কেবল শিশুদের খেলা-ধুলোর স্থানই দখল করে নিলনা,

---

১. "বেচারা" ("রেচ") কথাটা ইংরেজ রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বে কৃষি-মজুরকে বোঝাতে ব্যবহৃত একটি স্বীকৃত শব্দ।

২. "শ্রম (তিনি বোঝাতে চাইছেন মজুরি) না বাড়া পর্যন্ত মেশিনারি ঘন ঘন খাটানো যায় না।" (রিকার্ডো, প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব পলিটিক্যাল ইকনমি, পৃঃ ৪৭৯)।

৩. "রিপোর্ট অব দি সোশ্যাল সাইন্স কংগ্রেস, এডিনবরা, ১৮৬৩" দ্রষ্টব্য।

সেই সঙ্গে দখল করে নিল মোটামুটি মাত্রার মধ্যে পরিবার-প্রতিপালনের জন্য বাড়িতে স্বাধীন শ্রমের যে স্থান, সেই স্থানটিকেও।[১]

শ্রম-শক্তির মূল্য নির্ধারিত হত কেবল একক বয়স্ক শ্রমিকটির ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারাই নয়, নির্ধারিত হত তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারাও। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে শ্রমের বাজারে ছুঁড়ে দিয়ে, মেশিনারি মানুষটির শ্রম-শক্তির মূল্যকে ছড়িয়ে দেয় তার গোটা পরিবারের উপরে। এই ভাবে মেশিনারি তার শ্রম-শক্তির অবমূল্যায়ন ঘটায়। হয়তো, পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিটির শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে আগে যে খরচ পড়ত, তার তুলনায় চারজন কাজের লোকের একটি পরিবারের শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে খরচ হয় বেশি, কিন্তু, প্রতিদানে, চার দিনের শ্রম নেয় এক দিনের জায়গা এবং একজনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপরে চারজনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের অতিরিক্ত অংশের অনুপাতে তাদের দামও পড়ে যায়। পরিবারটি যাতে বাঁচতে পারে, তার জন্য চারজন মানুষের কেবল শ্রম করলেই চলবেনা, ধনিকের জন্য উদ্বৃত্ত-শ্রমও ব্যয় করতে হবে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূলধনের শোষণ-ক্ষমতার প্রধান বিষয় যে মানবিক সামগ্রী,[২] মেশিনারি তার বৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে, শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি করে।

---

১. আমেরিকার গৃহযুদ্ধ-জনিত তুলো-সংকটের সময় ইংরেজ সরকার ডঃ এডোয়ার্ড স্মিথকে পাঠায় ল্যাংকাশায়ার, চেশায়ার এবং অন্যান্য জায়গায়—তুলো-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য। তিনি রিপোর্ট করেন, স্বাস্থ্য-বিষয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, কারখানার আবহাওয়া থেকে শ্রমিকদের নির্বাসন ঘটানো ছাড়াও, সংকটের ফলে কয়েকটা সুবিধা ঘটে। "গডফ্রের কর্ডিয়াল" নামক বিষ না খাইয়ে, শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াবার যথেষ্ট অবসর মায়েরা এখন পায়। রান্নাবান্না শেখার সময়ও এখন তাদের আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিদ্যাটা তারা এমন সময়েই শিখল, যখন তাদের রান্না করার মত কিছু নেই। কিন্তু এ থেকে আমরা বুঝতে পারি কি ভাবে মূলধন তার আত্ম-প্রসারের স্বার্থে পরিবারের সাংসারিক প্রয়োজনের শ্রমকে জবর-দখল করে নিয়েছে। এই সংকটকে শ্রমিকদের কন্যারা ব্যবহার করেছিল সেলাইয়ের ইস্কুলে সেলাই শেখার কাজে। একটি আমেরিকান বিপ্লব এবং একটি বিশ্বজনীন সংকট যাতে করে শ্রমিক মেয়েরা, যারা গোটা দুনিয়ার জন্য সুতো কাটে, তারা শিখতে পারে কেমন করে সেলাই করতে হয়!

২. "পুরুষ-শ্রমের জায়গায় নারী-শ্রম এবং বয়স্ক-শ্রমের জায়গায় শিশু-শ্রমের নিয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। সপ্তাহে ৬ শিলিং থেকে ৮ শিলিং পায় এমন ৩ জন করে বালিকা সপ্তাহে ১৮ শিলিং থেকে ৪৫ শিলিং পায় এমন ১ জন পরিণত বয়স্ক শ্রমিকের স্থান গ্রহণ করেছে।" (থমাস ডি কুইন্সি, "দি লজিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি," লণ্ডন ১৮৪৪, টীকা, পৃঃ ১৪৭)। যেহেতু শিশুদের পরিচর্যা করা, শুশ্রূষা করা

শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে যে চুক্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেয়, মেশিনারি সম্পূর্ণ ভাবে সেই চুক্তিটিতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। পণ্য-বিনিময়কে আমাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, আমরা প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম যে, ধনিক এবং শ্রমিক পরস্পরের মুখোমুখি হয় স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে, পণ্যের স্বাধীন মালিক হিসাবে; একজনের মালিকানায় আছে টাকা ও উৎপাদনের উপায়, অন্য জনের মালিকানায় শ্রম-শক্তি। কিন্তু এখন ধনিক কিনে নেয় শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ ছেলেমেয়েদের। পূর্বে শ্রমিক বিক্রি করত তার নিজের শ্রম-শক্তি, যা সে দিত তথা-কথিত স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে। এখন সে বেচে দেয় তার স্ত্রী ও সন্তান। সে পরিণত হয় এক দাস-ব্যবসায়ীতে।[১] শিশু-শ্রমের জন্য চাহিদা প্রায়শই

ইত্যাদির মত কয়েকটি পারিবারিক কাজকে নাকচ করে দেওয়া যায় না, সেহেতু মূলধনের দ্বারা বাজেয়াপ্ত কৃত মায়েরা কিছু কিছু বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা করে। সেলাই, রিফু করার মত গার্হস্থ্য কাজের বদলে চালু করে তৈরি জামা-কাপড় কেনার রেওয়াজ। এই ভাবে ঘরের কাজে কম-পরিমাণ শ্রম-ব্যয়ের সঙ্গে চলে বেশি-পরিমাণ অর্থ-ব্যয়। পরিবারের পোষণের ব্যয় বেড়ে যায় এবং বর্ধিত আয়ের দাবি করে। অধিকন্তু, জীবন-ধারণের দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতি ও ব্যবহারে মিতব্যয় ও বিচার-বিবেচনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সব তথ্য সম্পর্কে প্রচুর সামগ্রী, যা সরকারি অর্থনীতি লুকিয়ে রাখে, পাওয়া যায় কারখানা-পরিদর্শকদের, শিশু-নিয়োগ কমিশনের এবং, বিশেষ করে, জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত রিপোর্টগুলিতে।

১. ইংরেজ কল-কারখানাগুলিতে নারী ও শিশুদের কাজের ঘণ্টা কমাবার দাবি মূলধনের হাত থেকে আদায় করে নিয়েছিল পুরুষ-শ্রমিকেরা—এই মহতী ঘটনার বিপরীত-তুলনায়. আমরা শিশু-নিয়োগ কমিশনের সর্বসাম্প্রতিক রিপোর্টগুলির মধ্যে লক্ষ্য করি শিশুদের দিয়ে ব্যবসা করাবার দিকে শ্রমিক মাতা-পিতাদের এমন কিছু প্রবণতা, যা সত্যসত্যই ধিক্কারজনক এবং পুরোপুরি দাস-ব্যবসার অনুরূপ। কিন্তু ধনিক নামধেয় ঐ বিড়াল-তপস্বী এই পাশবিকতার নিন্দা করে, অথচ সে-ই একে সৃষ্টি করে, বাঁচিয়ে রাখে এবং শোষণ করে আর সেই সঙ্গে একে আশীর্বাদ করে "শ্রমের স্বাধীনতা" বলে। "শিশু-শ্রমকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয়েছে…এমনকি তাদের দৈনিক রুটি রোজগার করার জন্য। এই মাত্রাহীন পরিশ্রম সহ্য করার মত শক্তি ছাড়া, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিচালনা করার মত শিক্ষা ছাড়া, তাদের ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এমন এক পরিস্থিতিতে, যা দৈহিক ও মানসিক উভয় ভাবেই দূষিত। টাইটাস কর্তৃক জেরুজালেম-এর পতন ঘটাবার ঘটনা সম্পর্কে ইহুদী ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, এতে কোনো আশ্চর্যের কারণ নেই যে তা ধ্বংস হবে, যখন এক অমানবিক মাতা তার নিজের সন্তানকে বলি দেয় তীব্র ক্ষুধার তাড়না তৃপ্ত করার জন্য ("পাবলিক ইকনমি কনসেণ্ট্রেটেড," কারলিস্‌ল্‌, ১৮৩৩, পৃঃ ৬৬)।

রূপগত ভাবে মিলে যায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের জন্য অনুসন্ধানের সঙ্গে, যা চোখে পড়ে আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের আকারে। জনৈক ইংরেজ কারখানা-পরিদর্শক বলেন, "আমার জিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যানুফ্যাকচারকারী শহরগুলির মধ্যে একটি শহরের স্থানীয় পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নীচে বিজ্ঞাপনটির একটি প্রতিলিপি দেওয়া হয়: "কর্মখালি: চাই ১২ থেকে ২০ জন তরুণ ব্যক্তি; ১৩ বছর বয়স বলে চালিয়ে দেওয়া যায় তার চেয়ে তরুণ হলে চলবে না; মজুরি সপ্তাহে ৪ শিলিং; আবেদন কর ইত্যাদি ইত্যাদি"[১] "১৩ বছর বয়স বলে চালিয়ে দেওয়া যায়" এই অংশটির প্রাসঙ্গিকতা এই যে, কারখানা-আইন অনুযায়ী ১৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের কেবল দিনে ছয় ঘণ্টা করে কাজ করানো চলে। সরকারি ভাবে নিযুক্ত একজন ডাক্তারকে তাদের বয়স সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিতে হবে। সুতরাং ম্যানুফ্যাকচারকারীরা এমন সব শিশুদের চায় যাদের ১৩ বছর বয়স হয়েছে বলে মনে হয়। কারখানাগুলিতে ১৩ বছরের অনূর্ধ্ব-বয়স্ক শিশুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার অনেক সময়ে দারুণ ভাবে কমে যাওয়ার ঘটনা— যা আশ্চর্যজনক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ইংল্যাণ্ডের গত ২০ বছরের পরিসংখ্যানে—তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেট-প্রদানকারী ডাক্তারদের কাজ, যারা ধনিকের শোষণ-লোলুপতাকে এবং মাতা-পিতার এই হীন কারবারি তাগিদকে তুষ্ট করতে গিয়ে শিশুদের বয়স বাড়িয়ে লিখেছিল—এই সাক্ষ্য দিয়েছেন কারখানা-পরিদর্শকেরা নিজেরাই। 'বেথনীল গ্রীন' নামক কুখ্যাত জিলাটিতে প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার সকালে একটি খোলা বাজার বসে, যেখানে ৯ বছর বয়স থেকে শুরু করে সব বয়সের ছেলে ও মেয়ে শিশুরা সিল্ক্ ম্যানুফ্যাকচার-কারীদের কাছে নিজেদেরকে ভাড়া দিয়ে দেয়। "সচরাচর শর্ত হয় এই: সপ্তাহে ১ শিলিং ৮ পেন্স (যা পাবে বাবা-মা) এবং ২ পেন্স ও চা, যা পাব আমি।' এই চুক্তি বলবৎ থাকবে মাত্র এক সপ্তাহ। বাজার যখন চালু থাকে, তখন সেখানকার দৃশ্য ও ভাষা খুবই কলংকজনক।"[২] ইংল্যাণ্ডে এটাও দেখা যায়, নারী নিয়ে এসেছে "কর্মশালা থেকে শিশুদের এবং তাদের যে কাউকে বাইরে নিয়ে এসেছে সপ্তাহে ২ শিলিং ৬ পেন্সের জন্য"[৩], আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেনে চিমনি-সাফাইয়ের জীবন্ত মেশিন হিসাবে (যদিও সে কাজ করার জন্য প্রচুর মেশিন রয়েছে, তবু) ২০০০-এরও বেশি ছেলেকে তাদের বাপ-মায়েরা বেচে দেয়।[৪] শ্রম-শক্তির ক্রেতা ও বিক্রেতার

১. এ. রেডগ্রেভ, "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ," ৩১ অক্টোবর, ১৮৫৮, পৃঃ ৪০, ৪১।

২. "শিশু-নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", লণ্ডন ১৮৬৬, পৃঃ ৮১।

[৪র্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজিত—বেথনীল গ্রীন সিল্ক ইনডাষ্ট্রি এখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে—এফ. এঙ্গেলস]।

৩. "শিশু-নিয়োগ কমিশন, তৃতীয় রিপোর্ট", লণ্ডন ১৮৬৪, পৃঃ ৫৩।

৪. শিশু-নিয়োগ কমিশন পঞ্চম রিপোর্ট, পৃঃ ২২।

মধ্যে আইনগত সম্পর্কে মেশিনারি যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে, তার ফলে এই লেনদেনের ব্যাপারটা স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে একটি চুক্তি হিসাবে যে চেহারা তার ছিল, তা হারিয়ে ফেলে; এটাই আইনগত নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ পার্লামেন্টের কাছে একটা কৈফিয়ৎ হয়ে দেখা দিল কারখানার ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পক্ষে। যখনি আইন শিশুদের শ্রম ৬ ঘণ্টায় বেঁধে দেয় (আগে এই হস্তক্ষেপ ছিল না), তখনি ম্যান্থফ্যাকচার-কারীরা আবার নোতুন করে তাদের নালিশ জানায়। তারা অভিযোগ জানায় যে, এই আইনের আওতায় পড়ে, এমন সব শিল্প থেকে বাপ-মায়েরা দলে দলে তাদের ছেলে-মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়, যাতে করে যেখানে "শ্রমের স্বাধীনতা" এখনো বজায় আছে অর্থাৎ যেখানে ১৩ বছরের কম-বয়সী শিশুদের বেশি-বয়সী মাহ্নষদের সমান কাজ করতে বাধ্য করা যায় এবং উচ্চতর দামের বিনিময়ে তাদের দায় থেকে রেহাই পাওয়া যায়, সেখানে বিক্রি করে দেবার জন্য। কিন্তু যেহেতু মূলধন নিজেই স্বভাবগত ভাবে এক সমতা-বিধায়ক, যেহেতু শ্রমের শোষণের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সে শর্তাদির সমতা আদায় করে ছাড়ে, সেই হেতু একটি শিল্প-শাখায় শিশু-শ্রমের উপরে আইন-আরোপিত সীমাবদ্ধতা, অন্যান্য শিল্প-শাখাতেও অহ্রূপ সীমাবদ্ধতা-আরোপের হেতু হিসাবে কাজ করে।

প্রথমে, মেশিনারির ভিত্তিতে গজিয়ে-ওঠা কারখানাগুলিতে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং, তার পরে, শিল্পের বাকি সব শাখায় অপ্রত্যক্ষভাবে, মেশিনারি যাদেরকে মূলধনের শোষণের শিকারে পরিণত করে, সেই শিশু ও তরুণ-তরুণীদের, সেই সঙ্গে নারীদেরও, শারীরিক অবনতির কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতএব এখানে আমরা কেবল একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব—শ্রমিকদের শিশুদের মধ্যে জীবনের প্রথম কয়েক বছরে মৃত্যুহারের বিপুলতার বিষয়টি নিয়ে। যে-সমস্ত রেজিষ্ট্রি-জেলায় ইংল্যাণ্ড, বিভক্ত সেই জেলাগুলির ষোলটিতে এক বছরের কম-বয়সী এমন প্রতি ১,০০,০০০ শিশুর মধ্যে এক বছরে গড়ে মারা যায় ৯০০০টি (একটি জেলায় মাত্র ৭,০৪৭); ২৪টি জেলায় ১০,০০০-এর বেশি কিন্তু ১১০০০-এর কম; ৩৯টি জেলায় ১১,০০০-এর বেশি কিন্তু ১২,০০০-এর কম; ৪৮টি জেলায় ১২০০০-এর বেশি কিন্তু ১৩০০০-এর কম; ২২টি জেলায় ২০,০০০-এর বেশি; ২৫টি জেলায় ২১,০০০-এর বেশি; ১৭টিতে ২২০০০-এর বেশি; ১১টিতে ২৩,০০০-এর বেশি; হু, উলভারহ্যাম্পটন, অ্যাশটন-আণ্ডার-লাইন এবং প্রেস্টনে ২৪,০০০-এর বেশি; নটিংহাম, স্টকপোর্ট এবং ব্রাডফোর্ডে ২৫,০০০-এর বেশি; উইসবিচে ২৬,০০৮-এর বেশি এবং ম্যাঞ্চেস্টারে ২৬,১২৫।[১] ১৮৬১ সালে একটি মেডিক্যাল সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল যে, স্থানীয় বিভিন্ন কারণ ছাড়া, এই উচ্চ মৃত্যু-হারের প্রধান কারণ হল বাড়ি থেকে দূরে মায়েদের চাকরি এবং তাদের অহ্নপস্থিতির ফলে অবহেলা ও অযত্ন; দৃষ্টান্ত হিসাবে অনেক কিছুর মধ্যে উল্লেখ করা

১. "জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ষষ্ঠ রিপোর্ট", ১৮৬৪, পৃঃ ৩৪

যায়, অপ্রতুল পুষ্টি, অনুপযোগী খাদ্য ও ঘুমপাড়ানি মাদক সেবন ; এছাড়াও মা ও শিশুর মধ্যে ঘটে এক অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ এবং তার ফলে শিশুদের ইচ্ছাকৃত ভাবে উপোস করিয়ে রাখা, বিষ-খাওয়ানো।[১] সেই সব কৃষি-প্রধান, জেলা, "যেগুলিতে ন্যূনতম সংখ্যায় নারী কর্ম-নিযুক্ত, (শিশু) মৃত্যুর হার কিন্তু খুবই নিচু"[২] অবশ্য, ১৮০১ তদন্ত কমিশন একটি অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে উপনীত হল ; তা এই যে উত্তর সাগরের তীরে অবস্থিত কৃষি-প্রধান জেলাগুলিতে এক বছরের অনূর্ধ্ব-বয়স্ক শিশুদের মৃত্যু-হার সর্বাপেক্ষা খারাপ কারখানা-জেলাগুলির মৃত্যু-হারের প্রায় সমান। সুতরাং ডাঃ জুলিয়ান হাণ্টারকে দায়িত্ব দেওয়া হল ব্যাপারটি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে। "জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ষষ্ঠ প্রতিবেদন"[৩]-এর সঙ্গে তাঁর প্রতিবেদনটিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ততদিন পর্যন্ত ধরে নেওয়া হত যে, নিচু ও জলা-জায়গায় ভরা জেলা-গুলির বিশেষত্ব যে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ, সেগুলির প্রকোপেই প্রতি দশ জনে একটি শিশুর মৃত্যু হয়। কিন্তু তদন্তে যা প্রকাশ পেল, তা ঠিক বিপরীত ; প্রকাশ পেল যে, যে-কারণটি ম্যালেরিয়াকে তাড়িয়ে দিল, সেই কারণটিই—শীতকালে জলাভূমি থেকে এবং গ্রীষ্মকালে তৃণবিরল চারণভূমি থেকে জমির সুফলা শস্য ক্ষেত্রে রূপান্তরণের ঘটনাটিই—আবার অস্বাভাবিক হারে শিশু-মৃত্যুর সূচনা করল।[৪] চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে-সত্তর জন ব্যক্তিকে নিয়ে ডাঃ হাণ্টার ঐ জেলায় অনুসন্ধান চালান, তাঁরা সকলেই এই বিষয়ে "আশ্চর্যজনক ভাবে একমত।" বাস্তবিক পক্ষে কৃষি-পদ্ধতিতে বিপ্লবের ফলে শিল্প-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছিল। চুক্তি-নির্ধারিত একটি টাকার অংকের জন্য বিবাহিত নারীরা কাজ করে বালক-বালিকাদের সঙ্গে দল বেঁধে ; 'আণ্ডারটেকাররা ('ঠিকাদার') নামে এক ব্যক্তি, যে গোটা দলটির হয়ে চুক্তি করে, সে এই গোটা দলটিকে স্থাপন করে একজন জোত-মালিকের অধীনে। "অনেক সময়ে এই ধরনের দলগুলিকে তাদের নিজেদের গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় অনেক অনেক মাইল দূরে ; পথে পথে তাদের দেখা যায়—পরনে খাটো পেটি-কোট, মানানসই

---

১. "এই রিপোর্ট (১৮৬১) দেখায় যে, যখন উল্লিখিত অবস্থার মধ্যে অবহেলা ও অব্যবস্থায়—যা তাদের মায়েদের কাজের প্রকৃতি-সঞ্জাত—শিশুরা মারা যায়, তখন মায়েরা শিশুদের প্রতি এক শোচনীয় ভাবে অস্বাভাবিক মানসিকতা-গ্রস্ত হয়ে ওঠে—শিশুদের মৃত্যুতে তারা কোনো উদ্বেগ পোষণ তো করেই না…অনেক সময় মৃত্যু ঘটানোর ব্যাপারেও তাদের হাত থাকে।" (জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট)

২. ঐ, পৃঃ ৪৫৪।

৩. ঐ, পৃঃ ৪৫৪-৪৬৩ : "ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি গ্রামীণ অঞ্চলে শিশু-মৃত্যুর অত্যধিক হার সম্পর্কে ডঃ হেনরি জুলিয়ান হাণ্টারের রিপোর্ট।"

৪. জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট পৃঃ ৩৫ এবং ৪৫৫, ৪৫৬।

কোট ও বুট এবং কখনো কখনো ট্রাউজার; তাদের দেখায় আশ্চর্য রকম সবলা ও স্বাস্থ্যবতী কিন্তু অভ্যস্ত অসচ্চরিত্রতার দ্বারা কলংকিতা; তাদের হতভাগ্য সন্তানগুলি, যারা বাড়িতে আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করছে, তাদের উপরে নিজেদের এই ব্যস্ত ও স্বাধীন জীবন কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে, সে বিষয়ে তাদের নেই কোনো ভ্রূক্ষেপ।"[১] কারখানা-জেলাগুলির প্রত্যেকটি ঘটনায় এখানে পুনঃ-প্রাদুর্ভাব ঘটে —সেই অ-প্রচ্ছন্ন শিশুহত্যা, আফিমে অভ্যস্ত করা সমেত প্রত্যেকটি ঘটনা,. তবে আরো বর্ধিত হারে।[২] প্রিভি কাউন্সিলের মেডিক্যাল অফিসার ও জন-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহের প্রধান সম্পাদক ডঃ সাইমন বলেন, "যে-গভীর আশংকার সঙ্গে আমি কোন শিল্পক্ষেত্রে বয়স্কা নারীদের বৃহৎসংখ্যায় কর্ম-নিয়োগকে দেখে থাকি, এই সমস্ত খারাপ ব্যাপারের জ্ঞান আমার সেই আশংকার কৈফিয়ৎ হিসাবে কাজ করতে পারে।"[৩] কারখানা-পরিদর্শক মিঃ বেকার তাঁর সরকারি প্রতিবেদনে চিৎকার করে ওঠেন, "ইংল্যাণ্ডের কারখানা-জেলাগুলির পক্ষে বাস্তবিকই সেটা হবে একটা সুখের ব্যাপার, যখন পরিবার আছে এমন প্রত্যেকটি বিবাহিতা নারীর পক্ষে কোনো কাপড়ের কলে কাজ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে।[৪]

ধনতান্ত্রিক শোষণ নারী ও শিশুদের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটায় তার ছবি এফ্ এঙ্গেলস তাঁর "Lage dec Arbeitenden klasse Englands"-এ এমন সামগ্রিক ভাবে চিত্রিত করেছেন যে এখানে বিষয়টির উল্লেখ করাই হবে যথেষ্ট। কিন্তু অপরিণত মানব-সন্তানদের কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের যন্ত্রে রূপান্তরিত করে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি করা হয় যে মানসিক উষরতা—মনের এমন একটা অবস্থা যা স্বাভাবিক অজ্ঞতার অবস্থা থেকে ভিন্ন, কেননা স্বাভাবিক অজ্ঞতা মনকে অনাবাদী ফেলে রাখে কিন্তু তার বিকাশ-ক্ষমতাকে তার স্বাভাবিক উর্বরতাকে ধ্বংস করে দেয়না—এই মানসিক উষরতা শেষ পর্যন্ত এমনকি ইংরেজ পার্লামেণ্টকেও বাধ্য করল কারখানা-

---

১. জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট, পৃঃ ৪৫৬।

২. কৃষি-অঞ্চলে এবং শিল্পাঞ্চলে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্যে অহিফেন-সেবন প্রত্যহ বিস্তার লাভ করছে। "কিছু পাইকারি ব্যবসায়ীর মহৎ লক্ষ্য হল আফিমের বিক্রি আরো বৃদ্ধি করা।" ("জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট", পৃঃ ৪৫৯)। শিশুরা, যারা আফিম খায়, তারা "ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকের মত কুঁচকে যায়" কিংবা "ছোট ছোট বানরের মত শুকিয়ে যায়।" ("জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট" পৃঃ ৪৬০)। আমরা এখানে দেখতে পাই কিভাবে ভারত এবং চীন ইংল্যাণ্ডের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৩. ঐ পৃঃ ৩৭।

৪. "রিপোর্ট অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ", ৩১ অক্টোবর, ১৮৬২, পৃঃ ৫৯, মি. বেকার একজন প্রাক্তন ডাক্তার ছিলেন।

আইনের পরিধিভুক্ত প্রত্যেকটি শিল্পে ১৪ বছরের চেয়ে কম বয়সী শিশুদের "উৎপাদনশীল" কর্ম-নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি আবশ্যিক শর্ত হিসাবে আইন প্রণয়ন করতে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মর্মবস্তুটি প্রকট হয়ে পড়ে কারখানা আইনের তথাকথিত শিক্ষাসংক্রান্ত ধারাগুলির হাস্যকর শব্দ-বিন্যাসে, প্রশাসনিক যন্ত্রের অনুপস্থিতিতে—যে অনুপস্থিতির দরুন বাধ্যবাধকতাটা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অলীক, এই শিক্ষা-সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রতি স্বয়ং মালিকদের বিরোধিতায় এবং এগুলিকে এড়িয়ে যাবার জন্য তারা যেসব ছলাকলা অবলম্বন করে সেইসব ছলাকলায়। "এই জন্য কেবল আইন-সভাকেই দোষ দিতে হয় কেননা সে এমন একটা লোক-ঠকানো আইন পাশ করল, যাতে মনে হয় যেন কারখানায় যে শিশুরা কাজ করবে তাদের আবশ্যিক **শিক্ষাদানের** একটা ব্যবস্থা হল অথচ এমন কোন আইন করা হল না যার বলে ঐ ঘোষিত উদ্দেশ্য সাধনকে সুনিশ্চিত করা যায়। সপ্তাহের কয়েকটি দিন রোজ কয়েক (তিন) ঘণ্টা করে শিশুরা পাঠশালা নামক একটি স্থানে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং নিয়োগকর্তা প্রতি সপ্তাহে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে—চাঁদা-দাতারা যার নাম দিয়েছে 'শিক্ষক' বা 'শিক্ষিকা'—তার কাছ থেকে সেই মর্মে একটি স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট পাবে।"[১] ১৮৪৪ সালে সংশোধিত কারখানা-আইন পাশ হবার আগে প্রায়শই এটা ঘটত যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা ঐ সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করেছে কেবল একটি 'ক্রস' (×) চিহ্ন দিয়ে, কেননা সে নিজেই লিখতে পড়তে জানত না। "একবার 'পাঠশালা' নামে অভিহিত একটি স্থান পরিদর্শন করে, যেখান থেকে পাঠশালায় উপনিত থাকার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এমন একটি স্থান পরিদর্শন করে, আমি মাস্টারটির অজ্ঞতা দেখে এমন স্তম্ভিত হয়ে যাই যে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি," "মার্জনা করবেন, মহাশয়, আপনি কি পড়তে জানেন? সে উত্তর দিল," "ঐ কিছুমিছু।" তার পরে যোগ করল, "যা হোক, আমি তো আমার ছাত্রদের চেয়ে আগে আছি।" ১৮৪৪ সালে যখন ঐ আইনের খসড়া প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন 'পাঠশালা' নামে অভিহিত এই স্থানগুলি, যেগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট আইন-অনুসারে তাঁদের মেনে নিতে হয়, সেগুলি যে কী কলঙ্কজনক অবস্থায় রয়েছে, পরিদর্শকেরা সে সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য জানাতে অক্ষমতা দেখাননি, কিন্তু তাঁরা মাত্র এইটুকু করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ১৮৪৪ সালের আইন পাশ হবার পর থেকে শিক্ষককে নিজের হাতেই সার্টিফিকেটগুলি পূরণ করতে হবে এবং খ্রীস্টান নাম ও পদবী পুরোপুরি স্বাক্ষর করতে হবে।"[২] স্কটল্যাণ্ডের কারখানা-পরিদর্শক স্যার জন কিনকেইডও অনুরূপ

---

১. এল হর্ণার: "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ", ৩০ জুন ১৮৫৭, পৃ: ১৭ দ্রষ্টব্য।

২. এল হর্ণার: "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ", ৩১ অক্টোবর ১৮৫৫, পৃ: ১৮, ১৯ দ্রষ্টব্য।

অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, "যে পাঠশালাটি আমরা প্রথম পরিদর্শন করি, সেটি ছিল জনৈক শ্রীমতী অ্যান কিলিনের দায়িত্বে। তাকে তার নিজের নামের বানান জিজ্ঞাসা করতেই সে চটপট একটি ভুল বানান বলল, সে 'কিলিন' (Killin) বানান শুরু করল "C" অক্ষরটি দিয়ে, তার পরে সঙ্গে সঙ্গেই তা শুধ্‌রে নিয়ে বলল, "K"। কিন্তু সার্টিফিকেট বইগুলিতে আমি লক্ষ্য করলাম, সে তার নামের বানান লিখেছে নানান ভাবে এবং তার হাতের লেখা দেখে আমার সন্দেহ রইলনা যে শিক্ষাদানে সে একেবারেই অযোগ্য। সে নিজেও স্বীকার করল, সে রেজিস্টার রাখতে পারে না ·········দ্বিতীয় পাঠশালাটিতে আমি দেখলাম ঘরটি ১৫ ফুট লম্বা এবং ১০ ফুট চওড়া এবং তাতে রয়েছে ৭৫টি শিশু; তারা কি যেন বিড়বিড় করছিল—একেবারেই অবোধ্য।"[১] কিন্তু উল্লিখিত শোচনীয় স্থানগুলি থেকেই যে কেবল শিশুরা কিছু না শিখেই পাঠশালায় হাজিরার সার্টিফিকেট পায়—হ্যাঁ, কিছু না শিখেই, কারণ যেখানে যোগ্য শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছে, সেখানেও তিন বছর থেকে শুরু করে উপরের দিকে সব বয়সের ছেলে-মেয়েদের বেয়াড়া ভিড়ে তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে না; তার জীবিকার উপায়, যখন সবচেয়ে ভাল, তখনো শোচনীয়, কেননা তাকে নির্ভর করতে হয় যত বেশি সংখ্যক শিশুকে সে ঐ জায়গাটুকুতে ধরাতে পারে, তত সংখ্যক শিশুর কাছ থেকে প্রাপ্ত পেনির উপরে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আসবাবের স্বল্পতা, বইপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীর অভাব এবং একটি বদ্ধ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—হতভাগ্য শিশুগুলির উপরে যার প্রভাব খুব নৈরাশ্যজনক। আমি এমন বহু পাঠশালা দেখেছি যেখানে সারি সারি শিশু একেবারেই কিছু করেনা অথচ এই অবস্থাকেই সার্টিফিকেট দেওয়া হয় পাঠশালায় হাজিরা বলে এবং পরিসংখ্যানগত বিবরণীতে এই শিশুদেরই দেখানো হয় শিক্ষা পাচ্ছে বলে।"[২] স্কটল্যাণ্ডে কারখানা-মালিকরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাতে যে-সব শিশুরা পাঠশালায় যেতে বাধিত হয়, তাদের বাদ দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। "এটা প্রমাণ করতে বড় বেশি যুক্তির প্রয়োজন হয় না যে, যখন কারখানা-আইনের শিক্ষা-সংক্রান্ত ধারাগুলি মিল-মালিকরা এত অপছন্দ করে, তখন তারা বহুল পরিমাণে সচেষ্ট হয় ঐ শ্রেণীর শিশুদের কর্ম-নিয়োগ থেকে এবং উক্ত আইনে অভিপ্রেত সুবিধা থেকে সমভাবে বঞ্চিত করতে।"[৩] ভয়ানক কদর্য আকারে এটা আত্মপ্রকাশ করে মুদ্রণ কারখানায়, যেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় একটি বিশেষ আইনের দ্বারা।

---

১. স্যার জন কিনকেইড: "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ", ৩১ অক্টোবর ১৮৫৮, পৃঃ ৩১, ৩২।

২. এল. হর্ণার: "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ", ৩১ অক্টোবর ১৮৫৭, পৃঃ ১৭, ১৮ দ্রষ্টব্য।

৩. স্যার জন কিনকেইড: "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ", ১৮৫৬, পৃঃ ৬৬।

উক্ত আইন অনুসারে, "একটি মুদ্রণ কাজে নিযুক্ত হবার আগে এই ধরনের কর্ম-নিযুক্তির প্রথম দিনটির ঠিক পূর্ববর্তী ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি শিশুকে অন্তত: ৩০ দিন কিংবা অন্তত: ১৫০ ঘণ্টা অবশ্যই পাঠশালায় হাজিরা দিতে হবে এবং সেই মুদ্রণ কারখানায় কাজে থাকা কালে পর পর প্রতি ছয় মাসে তাকে অনুরূপ ৩০ দিন বা ১৫০ ঘণ্টা করে পাঠশালায় হাজির থাকতে হবে········ পাঠশালায় এই হাজিরা অবশ্যই হতে হবে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে। কোন একটি দিনে ২½ ঘণ্টার কম বা ৫ ঘণ্টার বেশি হাজিরা দিলে, তা ঐ ১৫০ ঘণ্টার মধ্যে গণ্য করা হবে না। সাধারণ অবস্থায় শিশুরা পাঠশালায় যায় সকালে ও বিকালে ৩০ দিনের জন্য, প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে এবং ৩০ দিন পার হলে আইন-নির্ধারিত ১৫০ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হলে, তাদের ভাষায়, বইয়ের পাঠ শেষ হলে, তারা কারখানায় ফিরে যায়, যেখানে তারা আরো ছয় মাস কাজ চালিয়ে যায়, যখন আর এক দফা পাঠশালায় হাজিরার দিন এসে যায় এবং তারা আর একবার পাঠশালায় যায় এবং আর একবার বইয়ের পাঠ শেষ করে।········· অনেক ছেলের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পাঠশালায় হাজিরার নির্ধারিত ঘণ্টা-সংখ্যা সমাপ্ত ক'রে যখন তারা কারখানায় ফিরে গিয়ে ছ-মাস কাজ করার পরে আবার পাঠশালায় যায়, তখন তারা প্রথম যেদিন 'প্রিণ্ট-বয়' হিসাবে যোগ দিয়েছিল, সেদিন যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই রয়েছে; দেখা যায় যে, প্রথম পাঠশালায় হাজিরা থেকে যতটুকুই বা তারা শিখেছিল, তার সবটুকুই তারা ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছে। ·· ·· অন্যান্য মুদ্রণ-কারখানায় শিশুদের পাঠশালায় হাজিরা পুরোপুরি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটির কাজের প্রয়োজনের উপরে। প্রতি ছ-মাসে নির্ধারিত ঘণ্টার সংখ্যা পুষিয়ে দেওয়া হয়, বলা যায়, গোটা ছ-মাস জুড়েই এক-কালীন তিন ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টার দফাওয়ারি ভাবে।···· · যেমন, একদিন হয়তো হাজিরা পড়ে সকাল ৮টা থেকে ১১টা, অন্যদিন আবার বেলা ১টা থেকে ৪টা; তার পরে হয়তো কয়েক দিন ধরে শিশুটির আর পাঠশালায় দেখাই তার মেলেনা; যখন আবার দেখা মিল্‌ল, তখন তার হাজিরা পড়ল বিকাল ৩টা থেকে ৬টা; হয়তো কখনো সে হাজিরা দিল পরপর ৩।৪ দিন, এমনকি এক সপ্তাহ, তার পরে গরহাজির রইল আবার ৩ সপ্তাহ বা এক মাস; তারপরে আবার হাজির হল কোন বেয়াড়া দিনে বেয়াড়া সময়ে—যখন তার নিয়োগকর্তা তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে; এই ভাবে শিশুটিকে নিয়ে যেন ঘুযোঘুষি চলে কারখানা থেকে পাঠশালায় এবং পাঠশালা থেকে কারখানায় এবং এইভাবে চলে, যে-পর্যন্ত-না শেষ হয় ১৫০ ঘণ্টার কাহিনীটি।"[১]

---

১. এ. রেডগ্রেভ, "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ", ১৮৫৭, পৃঃ ৪১-৪২। যেসব শিল্পে আসল কারখানা-আইন (মূল গ্রন্থে উল্লেখিত ছাপাখানা আইন নয়) চালু আছে, সেখানে শিক্ষাগত ধারাগুলি সম্পর্কে বাধাসমূহ সাম্প্রতিককালে অপসারিত হয়েছে। এই আইনের আওতায় পড়েনা, এই সমস্ত শিল্পে মিঃ জে. গেডেস নামক জনৈক কাঁচ

শ্রমিকের সারিতে নারী ও শিশুদের অতিরিক্ত সংখ্যায় ভর্তি করে নিয়ে মেশিনারি শেষ পর্যন্ত ভেঙে ফেলল পুরুষ কর্মীদের সেই প্রতিরোধ, যা তারা ম্যানুফ্যাকচারের আমলে খাড়া করে রেখেছিল মূলধনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে।[১]

(খ) শ্রম-দিবসের দীর্ঘায়ন

মেশিনারি যদি হয় শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করার অর্থাৎ একটি পণ্য-উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাজের সময়ের হ্রস্বতা সাধনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ উপায়, তা হলে মূলধনের হাতে তা পরিণত হয়, যেসব শিল্প সে প্রথম আক্রমণ করে সেই সব শিল্পে, মানব-প্রকৃতির দ্বারা আরোপিত সব সীমারেখার বাইরে শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করার সবচেয়ে বলিষ্ঠ উপায়ে। এক দিকে তা সৃষ্টি করে এমন নোতুন সব অবস্থা যার দ্বারা মূলধন সক্ষম হয় শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করার দিকে তার যে নিরন্তর প্রবণতা তাকে অবাধ সুযোগ দিতে, এবং অন্য দিকে, তা সৃষ্টি করে এমন সব প্রণোদনা যার দ্বারা অপরের শ্রম শোষণ করবার জন্য মূলধনের যে ক্ষুধা তা হয় আরো তীব্র।

প্রথমতঃ মেশিনারির আকারে শ্রমের উপকরণসমূহ হয় স্বয়ংক্রিয়; শ্রমিককে ছাড়াই কাজকর্ম চলে এবং সব কিছু সচল থাকে। তখন থেকে সেগুলি পরিণত হয় একটি শিল্পগত 'পার্পেটাম মোবাইল' (perpetuum mobile)-এ, যা চিরকাল উৎপাদন করে চলবে, যদি না মেশিনারিটি তার মানবিক পার্শ্বচরদের দুর্বল দেহ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি-জনিত কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

ম্যানুফ্যাকচারকারীর কথা আজও প্রযোজ্য। তিনি একজন অনুসন্ধানকারী কমিশনার মি. হোয়াইট-কে জনিয়েছেন "আমি যতটা বুঝি, শ্রমিক শ্রেণীর একটা অংশ যে শিক্ষা অতীতে পেয়েছে, তার বেশির ভাগটাই অমঙ্গলজনক। এটা বিপজ্জনক কারণ শিক্ষা তাদের স্বাধীন করে তোলে।" ("শিশু-নিয়োগ কমিশন, চতুর্থ রিপোর্ট", ১৮৬৫, লণ্ডন পৃঃ ২৫৩)।

১. মিঃ ই. একজন ম্যানুফ্যাকচারার, আমাকে জানালেন···তিনি তাঁর পাওয়ার-লুমগুলিতে একান্তভাবে মহিলাদের নিযুক্ত করেন, বিশেষ করে তাদের যারা বিবাহিত, যাদের বাড়িতে পরিবার পোষণ করতে হয়, তারা অবিবাহিতা মহিলাদের চেয়ে বেশি মনোযোগী, বেশি অনুগত এবং জীবনের আবশ্যিক সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তারা বাধ্য হয় যথাসাধ্য খাটতে। এই গুণগুলি—যা নারী-চরিত্রের নিজস্ব গুণ—সেগুলি বিকৃত করলে তাদেরই ক্ষতি হয়; এই ভাবে নারীর প্রকৃতিতে যা কমনীয়তা, যা কর্তব্যনিষ্ঠা, তার সব কিছুকেই ব্যবহার করা হয় তার উপরে বন্ধন ও দুর্দশা চাপিয়ে দেবার উপায় হিসাবে।" (দশ ঘণ্টার কারখানা আইনের প্রস্তাব, লর্ড অ্যাশলির ভাষণ, ১৫ই মার্চ, লণ্ডন, ১৮৪৪, পৃঃ ২০)।

মূলধনের আকারে এবং যেহেতু তা মূলধন সেই কারণেই, 'অটোমেশন' (স্বয়ংকরণ') ধনিকের ব্যক্তিত্বে ভূষিত হয় বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ; সুতরাং সেই বিস্ময়কর অথচ নমনীয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের তথা মানুষের দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিরোধকে ন্যূনতম মাত্রায় পর্যবসিত করবার কামনায় তা হয়ে ওঠে উজ্জীবিত।[১] অধিকন্তু, মেশিনের কাজের বাহ্যিক লঘুতা এবং কর্ম-নিযুক্ত নারী শিশুদের অপেক্ষাকৃত নমনীয় ও বশ্যতাপ্রবণ স্বভাব এই প্রতিরোধের শক্তিকে হ্রাস করে দেয়।[২]

আমরা আগেই দেখেছি, মেশিনারির উৎপাদনশীলতা সে যে-মূল্য উৎপন্ন-দ্রব্যে স্থানান্তরিত করে, তার সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। মেশিনের আয়ু যত দীর্ঘ হয়, ততই যত সংখ্যক উৎপন্ন দ্রব্যে মেশিনটি কর্তৃক সঞ্চারিত মূল্য বিস্তৃতি লাভ করে, তার সামূহিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ততই সেই মূল্যের আরো কম কম অংশ প্রত্যেকটি একক উৎপন্ন-দ্রব্যে সংযুক্ত হয়। যাই হোক, একটি মেশিনের সক্রিয় আয়ুষ্কাল স্পষ্টতই নির্ভর করে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যের উপরে কিংবা প্রাত্যহিক শ্রম-প্রক্রিয়ার স্থায়িত্বকাল × সেই প্রক্রিয়াটি কতদিন ধরে সম্পাদিত হয়েছে তার সংখ্যার উপরে।

একটি মেশিনের ক্ষয়-ক্ষতি তার কাজের সময়ের সঙ্গে সঠিকভাবে আনুপাতিক

---

১. "মেশিনারির সার্বিক প্রবর্তনের পর থেকে মানব-প্রকৃতিতে জোর করে তার গড়-শক্তির অনেক বাইরে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।" (রবার্ট ওয়েন : "অবজার্ভেশনস অন দি এফেক্টস অব দি ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম" ২য় সংস্করণ লণ্ডন ১৮১৭)।

২. ইংরেজদের একটা প্রবণতা আছে, কোনো জিনিসের আবির্ভাবের প্রথম রূপটিকে তার অস্তিত্বের কারণ বলে গণ্য করার ; কারখানা-ব্যবস্থার শৈশবে ধনিকেরা দুঃস্থ-নিবাস ও অনাথ-ভবনগুলি থেকে পাইকারি ভাবে শিশু-হরণ করত ; এই লুণ্ঠন-কার্যের মাধ্যমে তারা সংগ্রহ করত শোষণের প্রতিরোধহীন সামগ্রী ; কারখানায় কাজের দীর্ঘসময়ের কারণ হিসাবে ইংরেজরা নির্দেশ করে এই শিশু-লুণ্ঠনের রেওয়াজকে। যেমন ফিলডেন, যিনি নিজেই একজন ম্যানুফ্যাকচারার বলেন, "দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে যোগানো হত এত বিপুল সংখ্যক দুঃস্থ শিশু যে মালিকেরা তাদের কর্মীদের আর পরোয়া করতেন না—এই ঘটনাই কাজের দীর্ঘ সময়ের জন্য দায়ী ; এই শোচনীয় সামগ্রী-গুলির উপরে একবার একটা রীতি চালু করে দিলে, পরে প্রতিবেশীদের উপরে তা চালু করে দেওয়া যায় আরো অনায়াসে।" (জে ফিলডেন, "দি কার্স অব দি ফ্যাক্টরি-সিস্টেম", লণ্ডন ১৮৩৬, পৃঃ ১১)। নারী-শ্রম সম্পর্কে কারখানা-পরিদর্শক সণ্ডার্স তাঁর ১৮৪৪ সালের রিপোর্টে বলেন, "নারী-শ্রমিকদের মধ্যেএমন কিছু নারী আছে যারা,সামান্য কয়েক দিন বাদে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ সকাল ৬টা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত কাজ করে, খাবার জন্য পায় দু'ঘণ্টারও কম ; ফলে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন করে তারা বাড়ি যাতায়াতের জন্য এবং বিছানায় বিশ্রাম নেবার জন্য পায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৬ ঘণ্টা।

নয়। আর যদি তা হতও, তা হলে ৭½ বছর ধরে দৈনিক ১৬ ঘণ্টা হিসাবে কাজ ক'রে সেই একই কর্মকাল জুড়ে কাজ করত, যা সে করত ১৫ বছর ধরে দৈনিক মাত্র ৮ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করে এবং প্রথম ক্ষেত্রে মোট উৎপন্ন দ্রব্যে সে যে মূল্য স্থানান্তরিত করত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা থেকে বেশি করত না। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রটিতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির তুলনায় দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি মেশিনটির মূল্য পুনরুৎপাদিত হত এবং প্রথম ক্ষেত্রে মালিক মেশিনটিকে এই ভাবে ব্যবহার করে ৭½ বছরে আত্মসাৎ করত সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য, যা সে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আত্মসাৎ করত ১৫ বছরে।

কোন একটি মেশিনের বস্তুগত ক্ষয়-ক্ষতি দুই প্রকারের। এক প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে ব্যবহারের ফলে, যেমন মুদ্রায় বেলায় ঘটে হাতে হাতে ঘোরার ফলে এবং অন্য প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে অ-ব্যবহারের ফলে, যেমন একটি তলোয়ারকে যদি তার খাপে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তাতে মরচে ধরে যায়। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতির কারণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ। মেশিনের ব্যবহারের সঙ্গে কম-বেশি প্রত্যক্ষভাবে আনুপাতিক কিন্তু দ্বিতীয়টি কিছু মাত্রায় বিপরীত ভাবে আনুপাতিক।[১]

কিন্তু বস্তুগত ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াও, একটি মেশিনের ঘটে থাকে, যাকে বলা যায়, নৈতিক অবমূল্যায়ন। সে হারায় তার বিনিময়-মূল্য—হয়, তার মত একই ধরনের মেশিন তার চেয়ে সস্তায় উৎপাদিত হবার ফলে, আর নয়তো, তার চেয়ে ভাল মেশিন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসার ফলে।[২] উভয় ক্ষেত্রেই, মেশিনটি যতই তারুণ্য ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর হোক না কেন, তার মূল্য আর তার মধ্যে সত্য সত্যই বাস্তবায়িত শ্রমের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় তাকে বা উন্নততর মেশিনটিকে পুনরুৎপাদন করতে যে-শ্রম সময় আবশ্যক হয়, তার দ্বারা; সুতরাং, তা কম বা বেশি মূল্য হারিয়েছে। তার মোট মূল্য পুনরুৎপাদন করতে সময় যত কম লাগে, নৈতিক অবমূল্যায়নের বিপদও তত কম হয়; এবং কাজের দিনটি যত দীর্ঘ হয়, ঐ সময়টাও তত কম লাগে। যখন মেশিনারি প্রথম শিল্পে প্রবর্তিত হয়, তখন থেকে তাকে আরো সস্তায় পুনরুৎপাদনের পদ্ধতি একটার পরে একটা আঘাতের পর

---

১. "নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা ধাতব যন্ত্রটির সূক্ষ্ম সচল অংশগুলির···ক্ষতি সাধন করে।" (উরে, "শিশু-নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ২৮১)।

২. **'ম্যাঞ্চেস্টার স্পিনার' (টাইমস',** ২৬শে·নভেম্বর ১৮৭২) এই প্রসঙ্গে বলে, এটার "(মেশিনারির ক্ষয়-ক্ষতির জন্য প্রদত্ত সুবিধার) উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরনো মেশিন জীর্ণ হয়ে যাবার আগেই তার বদলে নোতুন ও আরো ভাল মেশিন বসাবার যে-নিরন্তর লোকসান তা পুষিয়ে নেওয়া।"

আঘাতের মত আসতে থাকে,[১] এবং উন্নতিও ঘটে একটার পরে একটা, যা কেবল তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে ও প্রত্যঙ্গেই পরিবর্তন ঘটায় না, গোটা কাঠামোটাতেই পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। অতএব, মেশিনারির জীবনের শুরুর দিকেই কর্ম-দিবসকে দীর্ঘতর করা এই বিশেষ প্রেরণাটি সব চেয়ে তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।[২]

কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, অন্যান্য সব কিছু যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে দ্বিগুণ সংখ্যক শ্রমিকের শোষণের জন্য প্রয়োজন হবে স্থির মূলধনের যে অংশটি মেশিনারি ও বাড়িঘরে বিনিয়োজিত হয়, কেবল সেই সঙ্গে সেই অংশেরও দ্বিগুণীকরণ, যা খাটানো হয় কাঁচামাল ও সহায়ক দ্রব্য-সামগ্রীতে। অন্য দিকে, কর্ম-দিবসের দীর্ঘতা-সাধনের ফলে মেশিনারি ও বাড়ি-ঘরের উপরে মূলধনের পরিমাণে পরিবর্তন না ঘটিয়ে, উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি করা যায়।[৩] সুতরাং, কেবল যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি-প্রাপ্তিই ঘটে, তাই নয়, তা পাবার জন্য যে-বিনিয়োগের প্রয়োজন তার হ্রাস প্রাপ্তিও ঘটে। এটা ঠিক যে, কর্ম-দিবস যত বার বাড়ানো যায়, ততবারই এটা ঘটে থাকে, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আরো বেশি প্রকট, কেননা উপকরণে রূপান্তরিত মূলধন আরো বৃহত্তর মাত্রায় গুরুত্ব লাভ করে।[৪] কারখানা- ব্যবস্থার

---

১. "হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, একটি নোতুন উদ্ভাবিত মেশিনের প্রথমটি তৈরি করতে দ্বিতীয়টির তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি খরচ হয়।" (ব্যাবেজ, "শিশু-নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ৩৪৯)

২. " 'পেটেণ্টনেট' তৈরি করার জন্য যে-'ফ্রেম', তাতে কিছুকাল আগে যে-উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তা এত বিপুল যে একটি মেশিন, যা কয়েক বছর আগে কেনা হয়েছিল £১,২০০ পাউণ্ডে, তাই ভাল অবস্থায় বিক্রি করতে হল £৬০ পাউণ্ডে। একটার পরে একটা উন্নয়ন এমন দ্রুত গতিতে ঘটতে লাগল যে প্রস্তুত কারককে তার হাতের মেশিন শেষ হবার আগেই সেটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা ধরতে হল।" কারণ নব-উন্নয়ন তার ব্যবহার উপযোগকে রুদ্ধ করে দিচ্ছিল (ব্যাবেজ, "শিশু-নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ২৩৩)। এই ঝড়ের মত অগ্রগতির সময়ে 'টুলে' (সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়) প্রস্তুত-কারকেরা অচিরেই দুই প্রস্ত কর্মী নিয়োগ করে, কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে নিল ৮ ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টায়।

৩. "এটা স্পষ্ট যে, বাজারের জোয়ার-ভাটা এবং চাহিদার তেজি-মন্দার মধ্যে এমন অবস্থা বারংবার দেখা দেবে যে, ম্যানুফ্যাকচারার অতিরিক্ত স্থির মূলধন নিয়োগ না করে অতিরিক্ত অস্থির মূলধন নিয়োগ করবে·· যদি বাড়িঘর ও মেশিনারি বাবদে অতিরিক্ত খরচ না করে অতিরিক্ত পরিমাণ কাঁচামালকে তৈরি মালে পরিণত করা যায়।" (আর টরেন্স, "অন ওয়েজেস অ্যাণ্ড কম্বিনেশন", লণ্ডন ১৮৩৪, পৃঃ ৬৪)।

৪. এই ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করা হল সম্পূর্ণতার স্বার্থে, কারণ আমি মুনাফার হার অর্থাৎ অগ্রিম-প্রদত্ত মোট মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত তৃতীয় গ্রন্থে যাবার আগে আলোচনা করব না।

অগ্রগতির ফলে মূলধনের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ এমন একটি আকারে স্থাপিত হয়, যে-আকারে তার মূল্য একদিকে, ক্রমাগত আত্মপ্রকাশের সক্ষমতা লাভ করে এবং অন্যদিকে, সে যখনই জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে হারায় তার সংস্পর্শ তখনি হারায় ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য—উভয় মূল্যই। বিরাট তুলো-ব্যবসায়ী মিঃ অ্যাশওয়ার্থ অধ্যাপক নাসাউ ডবল্যু সিনিয়রকে বলেন, "যখন একজন শ্রমিক তার কোদালটি নামিয়ে রাখে, সে তখনকার মত আঠারো পেনি মূল্যের একটি মূলধনকে অকেজো করে দেয়। যখন আমাদের লোকজনদের কেউ একজন মিল ছেড়ে যায়, সে অকেজো করে দেয় এমন একটি মূলধন যাতে ব্যয় হয়েছে ১,০০,০০০ পাউণ্ড।"[১] একবার কল্পনা করুন! একটি মূলধন যাতে খরচ পড়েছে ১,০০,০০০ পাউণ্ড, তাকে এক মুহূর্তের জন্য অকেজো করে রাখা! সত্যিই এটা একটা দানবীয় ব্যাপার যে, আমাদের লোকজনদের কেউ একজনও কারখানা ছেড়ে যাবে! অ্যাশওয়ার্থের কাছ থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে মিঃ সিনিয়র যে-জিনিসটি পরিষ্কার দেখতে পেলেন তা এই যে, মেশিনারির বর্ধিত ব্যবহার কর্ম-দিবসের নিরন্তর বর্ধমান দীর্ঘায়নকে করে তোলে "বাঞ্ছনীয়"।[২]

মেশিনারি উৎপাদন করে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য; কেবল, প্রত্যক্ষভাবে, শ্রম-শক্তির মূল্যহ্রাস ঘটিয়েই, এবং, পরোক্ষভাবে, যেসব পণ্য তার পুনরুৎপাদনে অংশ নেয় তাদের সস্তা করেই যে সে এটা করে, তাই নয়, সেই সঙ্গে যখন সে বিক্ষিপ্তভাবে প্রথম শিল্পে প্রবর্তিত হয় তখনো সে তা করে থাকে—করে থাকে মেশিনারি-মালিকের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমকে উচ্চতর মাত্রাসম্পন্ন ও অধিকতর ফলপ্রসূ শ্রমে রূপান্তরিত করে, উৎপন্ন দ্রব্যটির সামাজিক মূল্যকে তার ব্যক্তিগত মূল্যের উপরে উন্নীত করে, এবং, এইভাবে একদিনের শ্রমশক্তির মূল্যের পরিবর্তে এক দিনের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের একটি ক্ষুদ্রতর অংশকে স্থলাভিষিক্ত করার কাজে মালিককে সক্ষম করে। এই

১. সিনিয়র, "লেটার্স অন দি ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট্", লণ্ডন, ১৮৩৭, পৃঃ ১৩, ১৪।

২. "আবর্তনশীল মূলধনের শেষে স্থিতিশীল মূলধনের বিরাট অনুপাত···দীর্ঘ কাজের সময়কে বাঞ্ছনীয় করে তোলে।" মেশিনারি ইত্যাদির বর্ধিত ব্যবহারের সঙ্গে, "দীর্ঘতর কাজের সময়ের দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, কেননা সেটাই হবে স্থিতিশীল মূলধনের বিরাট অনুপাতকে মুনাফাজনক করার একমাত্র উপায়।" "লেটার্স অন দি ফ্যাক্টরি আক্ট্", পৃঃ ১১-১৩। "মিলের এমন কিছু খরচ আছে, যা: মিলে পুরো সময় চালু থাক আর কম সময় চালু থাক, একই অনুপাতে বহন করতে হয়, যেমন, খাজনা / ভাড়া, শুল্ক, কর, অগ্নি-বীমা, কিছু স্থায়ী কর্মচারীর মজুরি, মেশিনের ক্ষয়-ক্ষতি এবং ম্যানুফ্যাকচারকারী প্রতিষ্ঠানের দেয় আরো কিছু মাশুল, উৎপাদন হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে যাদের অনুপাত বৃদ্ধি পায়।" (রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর ১৮৬২, পৃঃ ১৯)।

অতিক্রান্তির কালে, যখন মেশিনারির ব্যবহার মোটামুটি একটি একচেটিয়া ব্যাপার, তখন স্বভাবতই মুনাফা হয় অসাধারণ এবং মালিকও চেষ্টা করে কর্ম-দিবসকে যথাসাধ্য দীর্ঘায়িত করে তার "প্রথম প্রেমের অরুণালোকিত প্রহরটির" পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে। মুনাফার আয়তন তার আরো মুনাফার লোলুপতাকে আরো শাণিত করে তোলে।

একটি বিশেষ শিল্পে মেশিনারির ব্যবহার যখন আরো ব্যাপকতা লাভ করে, তখন উৎপন্ন দ্রব্যটির সামাজিক মূল্য তার ব্যক্তিগত মূল্যে নেমে যায় এবং সেই যে নিয়ম, যা বলে যে, মেশিনারি যে-শ্রমশক্তির স্থান নিয়েছে, সেই শ্রম-শক্তি থেকে, মুনাফার উদ্ভব হয় না, মুনাফার উদ্ভব হয় সেই শ্রম-শক্তি থেকে, বস্তুতই যা মেশিনারির সঙ্গে কাজ করার জন্যই নিযুক্ত হয়, সেই নিয়মটি কার্যকরী হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব ঘটে কেবল অ-স্থির মূলধন থেকেই, এবং আমরা দেখেছি যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্ভর করে দুটি উপাদানের উপরে, যথা, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং যুগপৎ নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা। কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্ধারিত হয় এক দিনে আবশ্যিক শ্রমের স্থায়িত্ব-কালএবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের স্থায়িত্ব কালের দ্বারা। এদিকে, যুগপৎ নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা নির্ভর করে স্থির মূলধনের সঙ্গে অ-স্থির মূলধনের আনুপাতিক হার দ্বারা। এখন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আবশ্যিক শ্রমের বিনিময়ে মেশিনারির ব্যবহার উদ্বৃত্ত-শ্রমকে যত বেশিই বৃদ্ধি করুক না কেন, এটা পরিষ্কার যে তা এই ফল লাভ করে কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন কর্তৃক কর্ম-নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যায় হ্রাস সাধন করেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ২৪ জন শ্রমিকের কাছ থেকে যতটা উদ্বৃত্ত-মূল্য নিঙড়ে নেওয়া যায়, ২ জনের কাছ থেকে ততটা যায় না। যদি এই ২৪ জন লোকের প্রত্যেকে ১২ ঘণ্টায় কেবল ১ ঘণ্টা করে উদ্বৃত্ত-শ্রম দেয়, তা হলে ২৪ জন মানুষ সম্মিলিত ভাবে দেয় ২৪ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রম, যেখানে ২ জন লোকের মোট শ্রমই হল ২৪ ঘণ্টা। অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে মেশিনারির প্রয়োগ এমন একটি দ্বন্দ্ব সূচিত করে যা তার মধ্যে অন্তর্নিহিত, কেননা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের দুটি উপাদানের মধ্যে একটিকে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকে বাড়ানো যায় না যদি না, অন্যটিকে, শ্রমিকদের সংখ্যাটিকে কমানো হয়। যে মুহূর্তে একটি বিশেষ শিল্পে, মেশিনারির সাধারণ নিয়োগের দ্বারা, মেশিন-উৎপাদিত পণ্যটির মূল্য একই ধরনের সমস্ত পণ্যের মূল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই মুহূর্তেই এই দ্বন্দ্বটির[১] বহিঃপ্রকাশ ঘটে; এবং এই দ্বন্দ্বটিই যা আবার তখন ধনিককে তার নিজের উপলব্ধির আগেই তাড়িত করে কর্ম-দিবসের মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘতা-

---

১. কেন যে ধনিক এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিকেরাও, যারা তার মতামতে অনুরঞ্জিত, এই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটি সম্পর্কে অনবহিত, তা তৃতীয় খণ্ডের (ইং সং) প্রথম অংশ থেকে বোঝা যাবে। (বাংলা সংস্করণ ৫ম খণ্ড)

সাধনে, যাতে করে শোষিত শ্রমিকদের আপেক্ষিক সংখ্যায় যে হ্রাস ঘটেছে, সে তার তার ক্ষতিপূরণ করতে পারে কেবল আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-শ্রমেই নয়, সেই সঙ্গে অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-শ্রমের বৃদ্ধি সাধন করে।

তাহলে, একদিকে যখন মেশিনারির ধনতান্ত্রিক ব্যবহার কর্ম-দিবসে মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘতাসাধনের দিকে শক্তিশালী প্রেরণা যুগিয়ে থাকে এবং যেমন শ্রমের পদ্ধতিসমূহে, তেমনি সামাজিক কর্ম-সংগঠনের চরিত্রেও এমন ভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে যে, দীর্ঘতাসাধনের এই প্রবণতার পথে সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে; অন্য দিকে তখন তা—অংশতঃ শ্রমিক শ্রেণীর নোতুন নোতুন স্তর, যারা ছিল পূর্বে ধনিকের কাছে অনধিগম্য, তাদেরকে তার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়ে এবং অংশতঃ, যে-শ্রমিকদের তা উচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে—সৃষ্টি করে এক উদ্বৃত্ত শ্রমিক জনসংখ্যা[১], যে জনসংখ্যা বাধ্য হয় মূলধনের নির্দেশের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে। এই জন্যই আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হয় এই অসাধারণ ঘটনা—মেশিনারি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয় কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যের উপরে প্রতিটি নৈতিক ও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ। এই জন্যই প্রত্যক্ষ হয় অর্থ নৈতিক দিক থেকে এই আপাত-বিরোধী ঘটনা—শ্রম-সময়ের হ্রস্বতাসাধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ারটিই পরিণত হয় শ্রমিক ও তার পরিবারের সমগ্র সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত ধনিকের আয়ত্তে আনবার অব্যর্থ উপায়, যাতে করে সে বাড়াতে পারে তার মূলধনের মূল্য। পুরাকালের মহত্তম চিন্তাবিদ আরিস্তোতল স্বপ্ন দেখেছিলেন, "যদি প্রত্যেকটি 'টুল' নির্দেশমত অথবা, এমনকি, স্বেচ্ছামত তার উপযোগী কাজ করতে পারত, পারত, ঠিক যেমন দেদেলাস-এর সৃষ্টিগুলি নিজেরাই চলাফেরা করত কংবা হেফিস্তোস-এর তেপায়াগুলি নিজে থেকেই যেত তাদের পবিত্র কর্মানুষ্ঠানে, যদি তাঁতীদের মাকুগুকি আপনা-আপনিই কাপড় বুনত, তা, হলে মালিক-কারিগরের লাগত না কোনো শিক্ষানবিশ কিংবা প্রভুদের লাগত না কোনো ক্রীতদাস।[২] এবং সিসেরোর আমলের একজন বড় কবি আন্তিপাত্রস শস্য-পেষাইয়ের জন্য জল চক্রের উদ্ভাবনটি সমস্ত মেশিনারির প্রাথমিক রূপ, তাকে—স্বাগত জানিয়েছিলেন ক্রীতদাসীদের মুক্তিদাতা বলে এবং স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তক বলে।[৩] হায়রে! হিদেনের (বিধর্মীর) দল! ওঁরা অর্থতত্ত্ব বা

---

১. এটা রিকার্ডোর সবচেয়ে বড় কৃতিত্বগুলির মধ্যে একটি যে, তিনি মেশিনারির মধ্যে কেবল পণ্য উৎপাদনের উপায়ই দেখতে পাননি, একটি "অপ্রয়োজনীয় জনসংখ্যা" সৃষ্টির উপায়ও দেখতে পেয়েছিলেন।

২. F. Biese : "Die Philosophie des Aristotles", Vol. 2, Barlin, 1842, p. 408.

৩. আমি নীচে এই কবিতাটির স্টোলবার্গ-কৃত অনুবাদটি দিচ্ছি, কেননা শ্রম-বিভাজন সম্পর্কিত উদ্ধৃতিগুলির মর্ম অনুযায়ী, এই কবিতাটি ফুটিয়ে তুলেছে প্রাচীন ও

খ্রীস্টতত্ত্বের কিছুই বুঝতে পারেননি যা প্রাজ্ঞ বাষ্টিয়াট এবং তাঁরও আগে প্রাজ্ঞতর ম্যাককুলক আবিষ্কার করেছেন। যেমন তাঁরা বুঝতে পারেননি যে মেশিনারি হচ্ছে কর্ম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়। ওঁরা বোধহয় একজনের ক্রীতদাসত্বকে মাফ করেছিলেন এই কারণে যে তার ফলে আরেকজনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কিন্তু যাতে করে কয়েকজন অমার্জিত অর্ধ-শিক্ষিত ভুঁইফোঁড় ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে "বিশিষ্ট সুতো কল-মালিক" "বৃহৎ সসেজ-প্রস্তুতকারক" ও "প্রভাবশালী জুতোর কালির কারবারি।" সেজন্য জনসমষ্টির ক্রীতদাসত্ব প্রচার করার মত খ্রীস্টধর্মের শব্দঝংকার পদের ছিলনা।

(গ) শ্রমের তীব্রতা-সাধন

মূলধনের করতলগত মেশিনারি কর্ম-দিবসের যে মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘতা-বিধান করে, তা সমাজের উপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কেননা তার ফলে সমাজের প্রাণশক্তির

আধুনিকদের মধ্যেকার মত-বৈপরীত্য: "Spare the hand that grinds the corn, Oh, miller girls, and softly sleep. Let Chanticleer announce the morn in vain! Deo has commanded the work of the girls to be done by the Nymphs, and now they skip lightly over the wheels, so that the shaken axles revolve with their spokes and pull round the load of the revolving stones. Let us live the life of our fathers, and let us rest from work and enjoy the gifts that the Goddess sends us."

"ময়দা-কলের মেয়েরা সব শান্ত ভাবে ঘুমাও;
যে-হাত দিয়ে ময়দা পেষো সে হাত-দুটি থামাও।
মোরগগুলো যাক না ডেকে, 'সকাল হল, জাগো!'
'দেও' দিয়েছেন হুকুম, শোনো,—তোমরা সবাই ভাগো!—
এখন থেকে করবে কাজ জল-পরীরা সব;
হাল্‌কা পায়ে চাকার পরে মেতেছে উৎসব।
চাকাগুলো ঘুরছে যেমন, ঘুরছে তেমন শিল;
আমরা সবাই বাঁচব এবার খুশি-ভরা দিল।
বাপ-দাদারা ঢের খেটেছে, আমরা চাই ছুটি;
ভগবানের দেওয়া দান দুহাত দিয়ে লুটি!"

[অনুবাদ এই গ্রন্থের অনুবাদকের]

(Gedichte aus dem Griechischen ubersetzt von Christian Graf zu Stolberg, Hamburg, 1782.)

উৎসগুলি পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে; এবং তা থেকেই আসে স্বাভাবিক কর্ম-দিবস নির্ধারণের জন্য আইন-প্রণয়ন। সেই থেকে, শ্রমের তীব্রতা-বর্ধনের যে ব্যাপারটির সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই পরিচিত হয়েছি, তা সবিশেষ গুরুত্ব ধারণ করে। অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সংক্রান্ত আমাদের বিশ্লেষণ আমরা করেছিলাম প্রধানতঃ শ্রমের কার্যকালের দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতির প্রসঙ্গে; তখন আমরা শ্রমের তীব্রতাকে ধরে নিয়েছিলাম স্থির বলে। এখন আমরা আলোচনা করব দীর্ঘতর শ্রমের পরিবর্তে তীব্রতর শ্রমের স্থান গ্রহণের বিষয় এবং এই শ্রম-তীব্রতার মাত্রা সম্পর্কে।

এটা স্বতঃ-স্পষ্ট যে, মেশিনারির ব্যবহার যত বিস্তার লাভ করে এবং মেশিনারিতে অভ্যস্ত একটি বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা যত পুষ্টি লাভ করে, ততই তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রমের ক্ষিপ্রতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। যেমন ইংল্যাণ্ডে, অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে, কর্ম-দিবসের দীর্ঘতাবৃদ্ধি এবং কারখানা শ্রমের তীব্রতাবৃদ্ধি হাতে হাত দিয়ে চলেছে। যাই হোক, পাঠক পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে, যেখানে শ্রম আক্ষেপে-বিক্ষেপে সম্পাদিত হয় না, অভিন্ন অপরিবর্তিত ধারাবাহিকতায় পুনরাবর্তিত হয় দিনের পর দিন, সেখানে এমন একটা পর্যায় অনিবার্য ভাবেই আসবে, যে-পর্যায়ে কর্ম-দিবসের বিস্তৃতি এবং তীব্রতা এমন ভাবে পরস্পর-ব্যতিরেকী হবে যে, কর্ম-দিবসের দীর্ঘতা-বিস্তার কেবল শ্রমের তীব্রতা-লাঘবের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং উচ্চ মাত্রার তীব্রতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কেবল কর্ম-দিবসের হ্রস্বতা-সাধনের সঙ্গে। যে মুহূর্তে শ্রমিক-শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের মুখে পার্লামেণ্ট বাধ্য হল বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রমের ঘণ্টা হ্রাস করতে এবং নিয়ম-মাফিক কারখানাগুলির উপরে একটি স্বাভাবিক কর্ম-দিবস চাপিয়ে দিতে, যে মুহূর্তে তার ফলে কর্ম-দিবসকে দীর্ঘতর করে বর্ধিত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল, সেই মুহূর্ত থেকে মূলধন তার সর্বশক্তি প্রয়োগে করল যথাশীঘ্র সম্ভব মেশিনারির আরো উন্নতি সাধন করে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের প্রচেষ্টায়। সেই সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃতিতে ঘটল এক পরিবর্তন। সাধারণ ভাবে বলা যায়, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পদ্ধতি হচ্ছে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিসাধন, যাতে করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই পরিমাণ শ্রম ব্যয় করে সে আরো বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। মোট উৎপন্ন দ্রব্যে শ্রম-সময় আগের মত একই মূল্য সঞ্চারিত করে থাকে, কিন্তু বিনিময়-মূল্যের এই অপরিবর্তিত পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করে অধিকতর ব্যবহার-মূল্যের উপরে; সুতরাং প্রত্যেকটি একক পণ্যের মূল্য পড়ে যায়। অন্যথা, অবশ্য, যখন শ্রমের ঘণ্টা বাধ্যতামূলক ভাবে হ্রাস করা হয়, তখনি এটা ঘটে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণের সাশ্রয়-সাধনে তা যে বিপুল গতিবেগ সঞ্চার করে, সেই বেগ শ্রমিকের উপরে চাপিয়ে দেয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমের বর্ধিত ব্যয়, শ্রম-শক্তির বর্ধিত প্রেষণ ('টেন্‌সন') এবং কর্ম-দিবসের রন্ধ্রগুলি বন্ধ করণ কিংবা এমন মাত্রায় শ্রমের ঘনত্বসাধন, যা সাধ্যায়ত্ত হতে পারে কেবল হ্রস্বীকৃত কর্মদিবসের সীমার মধ্যে। একটি

বৃহত্তর পরিমাণ শ্রমের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই যে ঘনীভবন, তা তখন থেকে গণ্য হতে থাকে, সত্য সত্যই তা ঠিক যা, সেই হিসাবেই, অর্থাৎ বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম হিসাবে। আরো কিছুটা বিস্তৃতি তথা স্থায়িত্ব-কাল ছাড়াও, শ্রম এখন অর্জন করে আরো কিছুটা তীব্রতা, আরো কিছুটা নিবিড়তা বা ঘনত্ব।[১] দশ ঘণ্টার কর্ম-দিবসের একটি রন্ধ্র-বিরল ঘণ্টা একটি বারো ঘণ্টার কর্মদিবসের রন্ধ্রবহুল ঘণ্টার তুলনায় অধিকতর শ্রম অর্থাৎ ব্যয়িত শ্রম-শক্তি ধারণ করে। সুতরাং পূর্বোক্ত ১ ঘণ্টার উৎপন্ন দ্রব্য শেষোক্ত ১$\frac{১}{৫}$ ঘণ্টার উৎপন্ন দ্রব্যের সমান বা তা থেকে বেশি মূল্য ধারণ করে। শ্রমের বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার মাধ্যমে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের বর্ধিত অবদান ছাড়াও, সেই একই পরিমাণ মূল্য এখন ধনিকের জন্য উৎপাদিত হয়, ধরুন, ৩$\frac{১}{৩}$ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত-মূল্য ও ৬$\frac{২}{৩}$ আবশ্যিক মূল্যের দ্বারা, যা পূর্বে উৎপাদিত হত ৪ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত-শ্রম ও ৮ ঘণ্টার আবশ্যিক শ্রমের দ্বারা।

এখন আমরা যে-প্রশ্নটিতে আসি, তা এই : শ্রমের তীব্রতা-বৃদ্ধি কিভাবে সাধিত হয় ?

কর্ম-দিবসকে হ্রস্ব করার প্রথম ফলটি উদ্ভূত হয় এই স্বতঃ-স্পষ্ট নিয়মটি থেকে যে, শ্রম-শক্তির নৈপুণ্য তার ব্যয়িত পরিমাণের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে সম্পর্কিত। অধিকন্তু, শ্রমিক যে বাস্তবিকই অধিকতর শ্রম শক্তি ব্যয় করে, তা নিশ্চয়ীকৃত হয় ধনিক কি পদ্ধতিতে তাকে পারিশ্রমিক দেয়, তার উপরে।[২] কুম্ভকার-শিল্পের মত যে সব শিল্পে মেশিনারি সামান্যই অংশ গ্রহণ করে কিংবা একেবারেই করে না, সেখানে কারখানা-আইনের প্রবর্তনের ফলে জাজ্বল্যমান ভাবে দেখা গিয়েছে যে, কর্ম-দিবসকে কেবল হ্রস্ব করলেই শ্রমের নিয়মিকতা, অভিন্নতা, শৃংখলা-নিষ্ঠা, ধারাবাহিকতা ও উদ্যমশীলতা আশ্চর্যজনক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়[৩]। অবশ্য, এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে যে, সঠিকভাবে যাকে কারখানা বলা যায়, যেখানে মেশিনারির অভিন্ন ও অনবচ্ছিন্ন গতির উপরে নির্ভরশীলতা ইতিমধ্যেই কঠোরতম নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে এই ফল ঘটবে কিনা। সুতরাং ১৮৪৪ সালে যখন কাজের দিনকে ১২ ঘণ্টার নীচে নামিয়ে

---

১. অবশ্য, বিভিন্ন শিল্পে সব সময়েই শ্রম-তীব্রতায় পার্থক্য হয়, কিন্তু এইসব পার্থক্য যেমন অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়েছেন, প্রত্যেক ধরনের শ্রমের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যজনিত সামান্য সামান্য ঘটনার দ্বারা কিছু পরিমাণে পরিপোষিত হয়ে যায়। মূল্যের পরিমাপ হিসাবে শ্রম-সময় কিন্তু এখানে ক্ষুন্ন হয় না—একমাত্র ততটা পরিমাণ ছাড়া, যতটা পরিমাণে শ্রমের স্থায়িত্বকাল, এবং তার তীব্রতার মাত্রা একই অভিন্ন পরিমাণ শ্রমের দুটি পরস্পর-ব্যতিরেকী অভিব্যক্তি।

২. বিশেষ করে, 'সংখ্যা-পিছু' ('পিস-ওয়ার্ক') মজুরির ক্ষেত্রে, যে-রূপটি সম্পর্কে আমরা এই বইয়ের ষষ্ঠ বিভাগে আলোচনা করব।

৩. "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ১৮৬৫", দ্রষ্টব্য।

আনার তর্ক চলছিল, তখন মালিকেরা সমস্বরে ঘোষণা করেছিল যে, "বিভিন্ন ঘরে তাদের তদারককারীরা সযত্নে লক্ষ্য রাখে যাতে কর্মীরা কোনো সময় না হারায়", "শ্রমিকের দিক থেকে সতর্কতা মনোযোগ আর খুব সামান্যই বাড়ানো সম্ভব", এবং, সেই কারণেই, মেশিনারির গতি ও অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, "একটি সুপরিচালিত কারখানায় শ্রমিকের বর্ধিত মনোযোগ থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভের প্রত্যাশা করা একটা অবাস্তব ব্যাপার[১] এই উক্তি অবশ্য পরীক্ষার ফলে ভুল বলে প্রতিপন্ন হল। ১৮৪৪ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে ও তার পর থেকে রবার্ট গার্ডনার প্রেস্টনে অবস্থিত তাঁর দুটি বড় বড় কারখানায় কাজের সময় ১২ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ১১ ঘণ্টা করেন। প্রায় এক বছর এই ভাবে চলার ফল হিসাবে দেখা গেল যে, "একই খরচে একই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে এবং সমগ্রভাবে শ্রমিকেরা আগে ১২ ঘণ্টা করে কাজ করে যে মজুরি পেত, এখন সেই একই পরিমাণ মজুরি পাচ্ছে ১১ ঘণ্টা করে কাজ করে।"[২] 'স্পিনিং' ও 'কার্ডিং' বিভাগ ছেড়ে আমি 'উইভিং' বিভাগে যাচ্ছি, কারণ ঐ দুটি বিভাগে মেশিনের গতি ২ শতাংশ করে বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু 'উইভিং'-এর ঘরে, যেখানে নানান ধরনের সৌখীন সামগ্রী বোনা হয়, সেখানে কাজের অবস্থায় সামান্যতম পরিবর্তনও করা হয়নি। ফল এই: "১৮৪৪ সালের ৬ই জানুয়ারী থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত, যখন ১২ঘণ্টার দিন চালু হয়েছিল, তখন প্রত্যেক কর্মীর সপ্তাহপ্রতি গড় মজুরি হল ১০ শিলিং ১½ পেন্স।" ১৮৪৪-এর ২০শে এপ্রিল থেকে ২৯শে জুন পর্যন্ত, যখন চালু হল ১১ ঘণ্টার দিন, তখন সপ্তাহপ্রতি গড় মজুরি হল ১০ শিলিং ৩½ পেন্স।"[৩] আমরা এখানে আগে ১২ ঘণ্টার যা উৎপাদন করেছি, ১১ ঘণ্টায় তা থেকে বেশি উৎপাদন করলাম—এবং এটা সমগ্রভাবে সম্ভব হল শ্রমিকদের দ্বারা অধিকতর মনঃসংযোগ ও সময়-সাশ্রয়ের কল্যাণে। যদিও তারা পেল একই মজুরি এবং এক ঘণ্টার বাড়তি সময়, তবু ধনিক কিন্তু পেল একই পরিমাণ উৎপাদন এবং বাঁচালো এক ঘণ্টার কয়লা, গ্যাস ও অন্যান্য জিনিস। 'মেসার্স হয়কস অ্যাণ্ড জ্যাকসন'-এর মিলগুলিতে চালানো হয় একই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পাওয়া একই সাফল্য।[৪]

---

১. "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ১৮৪৫", ৩০শে এপ্রিল শেষ হওয়া সপ্তাহ ১৮৪৫ পৃঃ ২০-২১।

২. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ১৯। যেহেতু জিনিস-পিছু মজুরি ছিল অপরিবর্তিত সেই হেতু সাপ্তাহিক মজুরি নির্ভর করত উৎপন্ন পরিমাণের উপরে।

৩. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ২০।

৪. "উল্লিখিত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নৈতিক উপাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল:" "আমরা আরো তেজের সঙ্গে কাজ করি, আমাদের সামনে থাকে রাত্রে তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার পুরস্কার এবং একটা আনন্দময় মনোভাব গোটা মিলটিতে ব্যাপ্ত করে রাখে—

প্রথমতঃ, শ্রমের সময়-হ্রাস শ্রমিককে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিকতর শক্তি প্রয়োগে সক্ষম করে এবং এইভাবে শ্রমের ঘনত্ব-বিধানের বিষয়ীগত অবস্থা সৃষ্টি করে। যে-মুহূর্তে এই সময় হ্রাস বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, সেই মুহূর্ত থেকে ধনিকের হাত মেশিনারি হয়ে ওঠে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরো শ্রম নিঙড়ে নেবার জন্য নিয়মিতভাবে নিযুক্ত বিষয়গত উপায়। এটা কার্যকরী করা হয় দুভাবে : মেশিনারির গতি বৃদ্ধি করে এবং শ্রমিককে আরো মেশিনারি দিয়ে। আরো উন্নত ধরনের মেশিনারি নির্মাণের প্রয়োজন হয়—অংশতঃ এই কারণে যে, তা ছাড়া শ্রমিকের উপরে অধিকতর চাপ সৃষ্টি করা যায় না এবং অংশতঃ এই কারণে যে, শ্রম-সময়ের হ্রাস-সাধনের ফলে ধনিক বাধ্য হয় উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে তীক্ষ্ণতম নজর রাখতে। স্টিম-ইঞ্জিনে উন্নতি সাধনের ফলে পিস্টন-বেগ বেড়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সম্ভব হয়েছে আরো কম শক্তি ব্যয়ে, একই পরিমাণ বা আরো কম পরিমাণ কয়লা খরচ করে একই ইঞ্জিনের সাহায্যে আরো বেশি মেশিনারি চালনা করা। ট্রান্সমিটিং কারিগরির উন্নতি সাধনের ফলে সংঘর্ষণ কমে গিয়েছে এবং, যে-ব্যাপারটি পূর্বতন মেশিনারি ও আধুনিক মেশিনারির মধ্যে এত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে—এই উন্নতিগুলি 'শ্যাফ্‌টিং'-এর ব্যাস ও ওজনকে একটি নিরন্তর হ্রাসমান ন্যূনতম পরিমাপে পর্যবসিত করেছে। সর্বশেষে অপারেটিভ মেশিনগুলিতে উন্নতি সাধনের ফলে একদিকে যেমন সেগুলি আকারে আকারে ক্ষুদ্রতর হয়েছে, অন্যদিকে তেমন বেগে ও নৈপুণ্যে ক্ষিপ্রতর হয়েছে, যথা আধুনিক পাওয়ারলুম ; অথবা তাদের কাঠামো সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির কর্ম-সম্পাদনী অঙ্গগুলিরও মাত্রা ও সংখ্যার সম্প্রসারণ ঘটেছে, যথা স্পিনিং মিউল ; অথবা এই কর্ম-সম্পাদনী অঙ্গগুলিতে যৎসামান্য অদল-বদল ঘটানোয় এগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে—যেমন দশ বছর আগে স্বয়ংক্রিয় মিউল-এ স্পিণ্ডলগুলির গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল এক-পঞ্চমাংশ হারে।

কাজের দিনকে ১২ ঘণ্টায় কমিয়ে আনার ঘটনা ইংল্যাণ্ডে ঘটেছিল ১৮৩২ সালে। ১৮৩৩ সালে এক কারখানা-মালিক বিবৃতি দেন, "ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার তুলনায় ·· এখন কারখানাগুলিতে যে শ্রম করতে হয়, তা ঢের বেশি···মেশিনারিতে এখন যে বিপুলভাবে বর্ধিত বেগ সঞ্চার করা হয় তাতে আবশ্যক হয় অনেক বেশি মনঃসংযোগ ও ও কর্মতৎপরতা।"[১] ১৮৪৪ সালে লর্ড অ্যাশলি, এখন লর্ড শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি, কমন্স সভায় দলিলপত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণসহ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন, "ম্যানুফ্যাকচারের বিবিধ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কর্মীরা যে-শ্রম সম্পাদন করে, তার পরিমাণ এই ধরনের কর্মকাণ্ডের শুরুতে যে-শ্রম প্রয়োজন হত, তার তিন গুণ।

সবচেয়ে অল্পবয়সী 'পিস'-কর্মী থেকে সবচেয়ে বেশী-বয়সী কর্মীকে পর্যন্ত ; আমরা বিপুল ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি।" ("রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ২১)।

১. জন ফিলজেন, "দি কার্স অব দি ফ্যাক্টরি সিস্টেম", পৃঃ ৩২।

যে কাজ দাবি করত লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈহিক শক্তি, সে কাজ যে মেশিনারি করে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা তার ভয়াবহ গতিবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের শ্রম সে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে দানবীর ভাবে।……… ১৮১৫ সালে, যখন কাজের ঘণ্টা ছিল দৈনিক ১২ ঘণ্টা, তখন ৪০ নম্বর সুতো কাটায় নিযুক্ত এক জোড়া 'মিউল'কে অনুসরণ করতে দরকার হত, ৮ মাইল হাঁটবার শ্রম। ১৭৩২ সালে ঐ একই নম্বরের সুতো কাটতে নিযুক্ত এক জোড়া 'মিউল' যে দূরত্ব পার হত, তা অনুসরণ করতে লাগত ২০ মাইল, অনেক সময় তার চেয়েও বেশি। ১৮৩৫ সালে (প্রশ্ন: ১৮১৫ বা ১৮২৫?) সুতো-কাটুনি প্রত্যেকটি মিউলের উপরে প্রত্যহ চাপাত ৮২০টি 'স্ট্রেচ'; সুতরাং গোটা দিনে মোট ১,৬৪০টি 'স্ট্রেচ'; ১৮৩৫ সালে সুতোকাটুনি প্রত্যেকটি মিউলের উপরে চাপাত ২,২০০টি 'স্ট্রেচ', মোট হতো ৪,৪০০টি। ১৮৪৪ সালে, ২,৪০০টি করে, মোট দাঁড়াত ৪,৮০০টি; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরকার পড়ত আরো বেশি পরিমাণ শ্রম। আমার হাতে আরো একটি দলিল আছে যা আমাকে পাঠানো হয়েছে ১৮৪২ সালে, যাতে বলা হয়েছে যে শ্রম ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে—বেড়ে চলেছে এই কারণে নয় যে, যে-দূরত্ব এখন অতিক্রম করতে হচ্ছে তা দীর্ঘতর, কিন্তু এই কারণে যে যখন আগের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা কম, তখন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বহুলভাবে বেশি; তার উপরে আবার এখন সুতো কাটা হয় এক নিকৃষ্ট জাতের তুলো দিয়ে, যা নিয়ে কাজ করা আরো কঠিন। 'কার্ডিং' বিভাগেও শ্রম অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগে দুজনে যে-কাজ করত, এখন তা করে একজনে। বয়ন বিভাগে নিযুক্ত হয় বিরাট সংখ্যক কর্মী, প্রধানতঃ নারী; সেখানেও সুতো কাটার মেশিনারিতে বর্ধিত গতিবেগ সঞ্চারের দরুণ গত কয়েক বছরে শ্রম বেড়ে গিয়েছে পুরো ১০ শতাংশ। ১৮৩৮ সালে যেখানে প্রতি সপ্তাহে কাটা হত ১৮,০০০ ফেটি সুতো, সেখানে ১৮৪৩ সালে তার পরিমাণ দাঁড়াল ২১,০০০ ফেটি। ১৮১৯ সালে যেখানে পাওয়ার-লুম বয়নে মিনিট-পিছু 'পিক'-এর সংখ্যা ছিল ৬০, ১৮৪২ সালে তা দাঁড়াল ১৪০—যাতে দেখা যায় শ্রম কী বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছে।[১]

শ্রমের এই যে আশ্চর্যজনক তীব্রতাবৃদ্ধি ১৮৪৪ সালের ১২ ঘণ্টা আইনের অধীনে যা আগেই সাধিত হয়ে গিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে তৎকালীন ইংরেজ কারখানা-মালিকেরা যে উক্তি করেছিল তাতে কিছুটা যৌক্তিকতা ছিল; তারা বলেছিল, এই দিকে আর অগ্রগতি অসম্ভব; সুতরাং শ্রমের ঘণ্টায় প্রতিটি হ্রাস-সাধনের অর্থ হল হ্রাস-প্রাপ্ত উৎপাদন। তাদের যুক্তির আপাত-সঠিকতা সবচেয়ে প্রকৃষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তাদের সর্বক্ষণের সতর্ক সমীক্ষক, কারখানা-পরিদর্শক লিয়নার্দ হর্নার-এর এই সমসাময়িক বিবৃতিটি থেকে।

"এখন যেহেতু উৎপন্নের পরিমাণ প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় মেশিনারির গতিবেগের

১. "টেন আওয়ার্স ফ্যাক্টরি বিল: লর্ড অ্যাশলির ভাষণ", ১৮৪৪, পৃঃ ৩৭৯-৮০।

দ্বারা, সেই হেতু মিল-মালিকের স্বার্থ হবে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ মেশিনারিকে যথাসাধ্য উচ্চতম গতিবেগে চালনা করা ; শর্তগুলি এই : মেশিনারিটি দ্রুত অবনতি থেকে তাকে রক্ষা করা, উৎপন্ন দ্রব্যটির গুণমান অক্ষুণ্ণ রাখা, এবং যে পরিমাণ দৈহিক চাপ সয়ে সে একটানা কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম তার চেয়ে বেশি চাপ যাতে শ্রমিকের উপরে না পড়ে গতিবেগকে সেই মাত্রায় রাখা। সুতরাং যে-সমস্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কারখানা-মালিককে সমাধান করতে হয়, তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, উল্লিখিত শর্তগুলিকে রক্ষা করে কত উচ্চতম গতিবেগে সে মেশিনারি চালাতে পারে। এমন প্রায়ই ঘটে সে যে দেখতে পায় যে, সে মাত্রাতিরিক্ত গতিবেগে চালিয়ে ফেলেছে ; দেখতে পায় যে, ভাঙচুর ও নিম্নমানের কাজ বর্ধিত গতিবেগের প্রত্যাশিত ফলকে নাকচ করে দেয় এবং যখন একজন তৎপর ও বুদ্ধিমান মালিক নিরাপদ উচ্চতম মাত্রা আবিষ্কার করে, তখন তার পক্ষে ১২ ঘণ্টায় যে পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হত, ১১ ঘণ্টায় সেই পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। আমি আরো ধরে নিয়েছিলাম যে, কত একক দ্রব্য উৎপাদন করেছে, সেই ভিত্তিতে যখন কর্মীকে তার মজুরি দেওয়া হয়, তখন সে যে-সর্বোচ্চ হারে একটানা খেটে যেতে পারে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথাসাধ্য খাটুনি খাটে।"[১] অতএব, হর্নার এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, কাজের ঘণ্টা যদি ১২ ঘণ্টার নীচে নামানো হয়, তা হলে উৎপাদনের পরিমাণও কমে যেতে বাধ্য।[২] দশ বছর পরে তিনি নিজেই তাঁর ১৮৪৫ সালের মতটি উদ্ধৃত করেন এটা প্রমাণ করতে যে, ঐ বছর তিনি মেশিনারির স্থিতিস্থাপকতাকে এবং মানুষের শ্রম-শক্তির স্থিতি-স্থাপকতাকে—কর্ম দিবসের বাধ্যতামূলক হ্রস্বীকরণের দ্বারা যাদের উভয়কেই যুগপৎ বিস্তৃত করা হয় চরম মাত্রায়—সেই উভয়কেই তিনি কত ছোট করে দেখে ছিলেন।

এখন আমরা ১৮৪৭ সালে ইংল্যাণ্ডে তুলো, পশম, রেশম ও শণ শিল্পে 'দশ ঘণ্টা আইন' প্রবর্তনের পরে যে-সময় এল, সেই সময়ের আলোচনায় যাচ্ছি।

"স্পিণ্ডলের গতিবেগ বেড়েছে প্রতি মিনিটে থ্রশল্-এর উপরে ৫০০ ও মিউলের উপরে ১০০০ আবর্তন ; তারে মানে যে থ্রশল-স্পিণ্ডলের বেগ ছিল ১৮৩৯ সালে প্রতি মিনিটে ৪,৫০০ বার, তা এখন (১৮৬২ সালে) হয়েছে প্রতি মিনিটে ৫০০০ এবং যে মিউলে ছিল ৫০০০ তা এখন হয়েছে ৬০০০, প্রথম ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃদ্ধির পরিমাণ এক-দশমাংশ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক, পঞ্চমাংশ।[৩] ম্যানচেষ্টারের নিকটবর্তী প্যাট্রিক্রফ্টের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার জেমস ন্যাস্‌মিথ ১৮৫২

১. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ১৮৪৪", ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহ এবং ১লা অক্টোবর ১৮৪৪ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৮৪৫, পৃঃ ২০।

২. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরীজ", পৃঃ ২২।

৩. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরীজ", ৩১শে অক্টোবর ১৮৬২, পৃঃ ৬২।

সালে লিয়নার্দ হর্নারের কাছে লেখা এক পত্রে ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে স্টিম ইঞ্জিনে যেসব উন্নতি ঘটেছে সেগুলি ব্যাখ্যা করেন। ১৯২৮ সালের অনুরূপ ইঞ্জিন-গুলির শক্তি অনুসারে সব সময়েই সরকারি বিবরণে স্টিম ইঞ্জিনগুলির অশ্বশক্তির যে হিসাব দেওয়া হয়, তা কেবল নামীয়, এবং তা কেবল তাদের আসল শক্তির সূচক হিসাবেই কাজ করতে পারে[১] এই মন্তব্যের পরে ন্যাসমিথ বলেন, "আমি নিশ্চিত যে, স্টিম ইঞ্জিন মেশিনারির একই ওজন থেকে, আমরা এখন লাভ করছি গড়ে অন্ততঃ আরো ৫০ শতাংশ কর্তব্য বা কাজ, এবং অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ স্টিম-ইঞ্জিন, যেগুলি প্রতি-মিনিটে ২২০ ফুটের সীমাবদ্ধ গতিবেগে উৎপাদন করত ৫০ অশ্বশক্তি, সেগুলি এখন উৎপাদন করছে ১০০ অশ্ব-শক্তিরও বেশি।"......"১০০ অশ্বশক্তির ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক স্টিম ইঞ্জিন আগেকার তুলনায় বৃহত্তর বেগে কাজ করতে সক্ষম; তার নিজের নির্মাণকার্যে উৎকর্ষ, বয়লারের নির্মাণকার্যে ও ক্ষমতায় উৎকর্ষ ইত্যাদি থেকেই এই অতিরিক্ত বেগের উদ্ভব।"..."যদিও অশ্ব-শক্তির অনুপাতে আগেকার সময়ের মত সেই একই সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত হয়, মেশিনারির অনুপাতে কিন্তু নিযুক্ত হয় অল্পতর কর্মী।"[২] "১৮৫০ সালে, যুক্তরাজ্যের কারখানাগুলি নিযুক্ত করত ১,৩৪,২১৭ নামীয় অশ্বশক্তি—২৫,৬৩৮,৭১৬টি স্পিণ্ডলকে এবং ৩০১,৪৪৫টি তাঁতকে গতি দান করতে। ১৮৫৬ সালে স্পিণ্ডল ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৩৫,০৩৫৮০ এবং ৩,৬৯,২০৫টি এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্রয়োজনীয় অশ্বশক্তির বেগ ১৮৫০ সালে যে পরিমাণ ছিল সেই বেগের অনুরূপ হতে হবে, তা হলে দরকার হবে, ১৭৫,০০০ অশ্বের শক্তি, কিন্তু ১৮৫৬ সালের বিবরণে প্রদত্ত আসল শক্তির পরিমাণ ছিল ১৬১,৪৩৫—১৮৫০ সালের বিবরণের ভিত্তিতে হিসাব করলে ১৮৫৬ সালে যতটা অশ্বশক্তি লাগা উচিত, তা থেকে ১০,০০০ অশ্ব কম।"[৩] "(১৮৫৬ সালের) বিবরণীতে যে তথ্য দাখিল করা হয়েছে, তাতে বেরিয়ে আসে যে কারখানা ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে; যদিও আগেকার সময়ে অশ্ব-শক্তির অনুপাতে যত সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত করা হত, এখনো তত সংখ্যক কর্মীই

---

১. ১৮৬২ সালের "পার্লামেন্টারি রিটার্ন"-এ এটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। নামীয় অশ্বশক্তির পরিবর্তে আধুনিক স্টিম-ইঞ্জিন ও জল-চক্রের আসল অশ্বশক্তি দেওয়া হয়। 'ডাবলিং স্পিণ্ডল'-গুলিকেও আর 'স্পিনিং স্পিণ্ডল'-গুলির মধ্যে ধরা হয়না (১৮৩৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫৬ সালের রিটার্নে যা ধরা হয়েছিল)। 'উলের মিল'-এর ক্ষেত্রে 'জিগ' যোগ করা হয়; পাট এবং শণ মিলগুলির মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং মোজা-বোনাকে এই প্রথম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২. "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর ১৮৫৬", পৃঃ ১৩, ১৪, ২০ এবং ১৮৫২ পৃঃ ২৩।

৩. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ১৪, ১৫।

নিযুক্ত করা হচ্ছে, তবু মেশিনারি অনুপাতে নিযুক্ত করা হচ্ছে অল্পতর সংখ্যক কর্মী; শক্তির সাশ্রয় জটিল ও অন্যান্য উপায়ে স্টিম ইঞ্জিনকে সক্ষম করে তোলা হচ্ছে বর্ধিত পরিমাণ ওজনে মেশিনারি চালনা করতে এবং মেশিনারিতে ম্যানুফ্যাকচারের পদ্ধতিতে উন্নতি ঘটিয়ে মেশিনারির গতিবেগ বাড়িয়ে ও আরো বহুবিধ উপায়ে অধিকতর পরিমাণ কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।[১]

"সব রকমের মেশিনে প্রভূত উৎকর্ষ সাধনের ফলে তাদের উৎপাদন-শক্তি বিপুল ভাবে বর্ধিত হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কাজের ঘণ্টা কমানোর দরুনই ······এই সব উৎকর্ষ সাধনের তাড়না সৃষ্টি হয়েছে। মেশিনের এই উৎকর্ষের সঙ্গে শ্রমিকের উপরে আরো তীব্র চাপ মিলে এই ফল ঘটেছে যে, আগে দীর্ঘতর কাজের দিনে যতটা উৎপন্ন হত, তখন হ্রস্বতর কাজের দিনেও (দু-ঘণ্টা বা এক ষষ্ঠমাংশ হ্রস্বতর) অন্ততঃ ততটা উৎপন্ন হচ্ছে।"[২]

শ্রম-শক্তির তীব্রতর শোষণের সঙ্গে সঙ্গে কারখানা-মালিকদের ঐশ্বর্য কী বিপুল ভাবে বেড়েছে, একটি মাত্র ঘটনা তুলে ধরাই তা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত, ইংল্যাণ্ডের তুলো ও অন্যান্য কারখানায় গড় আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটেছিল ৩২ শতাংশ, যেখানে ১৮৫০ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত এই বৃদ্ধি ঘটে ৮৬ শতাংশ।

কিন্তু দশ ঘণ্টার কাজের দিনের প্রভাবের অধীনে ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত ৮ বছরে ইংল্যাণ্ডের শিল্পে যত বিরাট অগ্রগতিই ঘটুক না কেন, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত পরবর্তী ৬ বছরের অগ্রগতি তাকে অনেক ছাপিয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে রেশম কারখানাগুলির কথা ধরা যাক; ১৮৫৬ সালে স্পিণ্ড্‌ল-এর সংখ্যা ছিল ১০,৯৩,৭৯৯; ১৮৬২ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ১৩,৮৮,৫৪৪; ১৮৫৬ সালে তাঁতের সংখ্যা ছিল ৯,২৬০, ১৮৬২ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ১০,৭০৯। কিন্তু কর্মীর সংখ্যা ১৮৫৬ সালে যেখানে ছিল ৫৬,১৩১, ১৮৬২ সালে সেখানে নেমে দাঁড়াল ৫২,৪২৯। সুতরাং; যেখানে স্পিণ্ড্‌ল বৃদ্ধি পেল ২৬·৯ শতাংশ, তাঁত বৃদ্ধি পেল ১৫·৬ শতাংশ, সেখানে কর্মী সংখ্যা হ্রাস পেল ৭ শতাংশ। ১৮৫০ সালে পশম মিলগুলিতে কাজে ছিল ৮,৭৫,৮৩০ স্পিণ্ড্‌ল, ১৮৫৬ সালে ১৩,২৪,৫৪৯ (বৃদ্ধি ৫১·২ শতাংশ) এবং ১৮৬২ সালে ১২,৮৯,১৭২ (হ্রাস ২·৭ শতাংশ)। কিন্তু ১৮৫৬ সালের সংখ্যায় যেগুলি স্থান পেয়েছে, অথচ ১৮৬২ সালের সংখ্যায় পায়নি, সেই ডাবলিং স্পিণ্ড্‌লগুলিকে আমরা যদি বাদ দেই, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে ১৮৫৬ সালের পরে স্পিণ্ড্‌ল-এর সংখ্যা প্রায় স্থিরই ছিল। অপর পক্ষে, ১৮৫০ সালের পরে স্পিণ্ড্‌ল ও তাঁদের সংখ্যা

১. "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ২০।

২. "রিপোর্টস ইত্যাদি ৩১শে অক্টোবর," ১৮৫৮, পৃঃ ৯-১০ তুলনীয় "রিপোর্টস ইত্যাদি" ৩০ এপ্রিল, ১৮৬০ পৃঃ ৩০।

অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। পশম মিলগুলিতে পাওয়ার-লুমের সংখ্যা ১৮৫০ সালে ছিল ৩২,৬১৭ ; ১৮৫৬ সালে ৩৮,৯৫৬ ; ১৮৬২ সালে ৪৩,০৪৮। কর্মীর সংখ্যা ছিল ১৮৫০-এ ৭৯,৭৩৭ ; ১৮৫৬-তে ৮৭,৭৯৪ ; ১৮৬২-তে ৮৬,০৬৩ ; অবশ্য, এই সংখ্যাগুলির মধ্যে ধরা আছে ১৪ বছরের অনূর্ধ্ব-বয়সী শিশুদেরও সংখ্যা, যা ১৮৫০-এ ছিল ৯,৯৫৬ ; ১৮৫৬-তে ১১,২২৮ ; ১৮৬২-তে ১৩,১৭৮। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৮৫৬ সালের তুলনায় ১৮৬২ সালে তাঁতের সংখ্যা দারুণ ভাবে বৃদ্ধি পেলেও, নিযুক্ত কাজের লোকের মোট সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, এবং শোষিত শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[1]

১৮৬৩ সালের ২৭শে এপ্রিল মিঃ ফেরাণ্ড কমন্স সভায় বলেন, "এখানে আমি যাদের মুখপাত্র সেই ল্যাংকাশায়ার ও চেশায়ার-এর ১৬টি জেলার প্রতিনিধিরা আমাকে জানিয়েছেন যে মেশিনারির উৎকর্ষ সাধনের দরুন কল-কারখানায় কাজ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। পূর্বে যেমন একজন ব্যক্তি দুজন সহায়কের সাহায্যে দুটি তাঁতকে চালু রাখত, এখন একজন ব্যক্তি কোনো সহায়ক ছাড়াই চালু রাখে তিনটি তাঁত ; এমনকি একজন ব্যক্তি চারটি তাঁত চালু রাখছে এমন দৃশ্যও বিরল নয়। উল্লিখিত তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে ১২ ঘণ্টার কাজকে এমন ঠেসে দেওয়া হয় ১০ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। সুতরাং এটা এখন সুস্পষ্ট, গত ১০ বছরে একজন কারখানা-কর্মীর কাজ কত বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।"[2]

সুতরাং, যদিও কারখানা-পরিদর্শকেরা অবিরাম ভাবে ও যৌক্তিকতা সহকারেই ১৮৪৪ ও ১৮৫০ সালের কারখানা-আইন দুটির সুফলসমূহের সুপারিশ করে থাকেন, তবু তাঁরা স্বীকার করেন যে কাজের ঘণ্টার হ্রাস সাধনের দরুন এমন মাত্রায় শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, তা শ্রমিকের স্বাস্থ্যের পক্ষে এবং তার কর্মক্ষমতার পক্ষে ক্ষতিকারক। "অধিকাংশ তুলো, পশম ও রেশম কারখানাগুলিতে মেশিনারির

---

১. "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ", ৩১ অক্টোবর ১৮৬২, পৃঃ ১০০, এবং ১৩০।

২. দুটি আধুনিক পাওয়ার-লুমে একজন তাঁতী এখন ৬০ ঘণ্টার এক সপ্তাহে করে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গুণমানের ২৬ পিস ; পুরনো পাওয়ার-লুমে সে এইরকম ৪ পিসের বেশি করতে পারত না। এই ধরনের কাপড় বোনার খরচ ১৮৫০ সালের পরে ২ শিলিং ৯ পেন্স থেকে কমে দাঁড়ায় ৫⅛ পেন্স।

"ত্রিশ বছর আগে (১৮৪১) তিন জন 'পিস'-কর্মী সহ একজন সুতো-কাটুনিকে ৩০০-৩২৪টি টাকু-সমন্বিত এক-জোড়ার বেশি মিউলের দায়িত্ব নিতে হত না। আজকে (১৮৭১) ৫ জন 'পিস'-কর্মী সহ তাকে দেখতে হয় ২,২০০ টাকু এবং উৎপাদন করতে হয় ১৮৪১ সালের তুলনায় অন্ততঃ সাত গুণ।" ("জার্নাল অব আর্টস"-এ কারখানা-পরিদর্শক এ. রেডগ্রেভ, ৫ই জানুয়ারি, ১৮৭২)।

গতিবেগ গত কয়েক বছরে এত বিপুল ভাবে বর্ধিত করা হয়েছে যে, সেগুলির প্রতি সন্তোষজনক ভাবে মনোনিবেশ করতে হলে যে-উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের কাজ করতে হয়, আমার মনে হয় ডাঃ গ্রীনহাউ তাঁর সাম্প্রতিক রিপোর্টে যে-ফুসফুসের ব্যাধি-জনিত অতিরিক্ত প্রাণহানির কথা বলেছেন, এটা তার অন্যতম কারণ।"[১] এ বিষয়ে সামান্যতম সংশয় নেই যে, যে-মুহূর্তে কাজের দিনের দীর্ঘতা-সাধন চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে গেল, সেই মুহূর্ত থেকে মূলধনের মধ্যে এমন একটা প্রবণতার সৃষ্টি হল যা তাকে তাড়িত করছে শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করতে এবং মেশিনারির প্রত্যেকটি উন্নয়নকে এমন একটি উপায়ে রূপান্তরিত করতে যাতে শ্রমিককে উজাড় করে নেওয়া যায়; এই প্রবণতা অচিরেই এমন একটা পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে যাতে কাজের ঘণ্টার আবার হ্রাস-সাধন অনিবার্য হয়ে উঠবে।[২] অপর পক্ষে, ১০ ঘণ্টার কাজের দিনের প্রভাবে ১৮৪৮ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শিল্পে এতটা অগ্রগতি ঘটেছে যা ১২ ঘণ্টার কাজের দিনের যুগে ১৮৩৩ থেকে ১৮৪৭-এর অগ্রগতি কারখানা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে প্রথম অর্ধশতাব্দীর অগ্রগতিকে—যখন কাজের দিনের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিলনা, তখনকার অগ্রগতিকে—যতটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।[৩]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ কারখানা ॥

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করেছি, তাকে আমরা বলতে পারি কারখানার শরীর অর্থাৎ একটি প্রণালী হিসাবে সংগঠিত মেশিনারী। সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে নারী ও শিশুদের শ্রম করায়ত্ত ক'রে মেশিনারি মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে—যে মানুষেরাই হল ধনতান্ত্রিক শোষণের সামগ্রী; দেখেছি কিভাবে শ্রমের ঘণ্টা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বাড়িয়ে, মেশিনারি শ্রমিকের খাটাবার মত শ্রমের

---

১. "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬১", পৃঃ ২৫, ২৬।

২. ৮ ঘণ্টার শ্রম-দিবসের জন্য আন্দোলন এখন (১৮৬৭) ল্যাংকাশায়ারে কারখানা-শ্রমিকদের মধ্যে শুরু হয়েছে।

৩. পরপৃষ্ঠার পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে ১৮৪৮ থেকে যুক্তরাজ্যে "কারখানা" কত বৃদ্ধি পেয়েছিল :

সবটাই রাজরাপ্ত করে নেয় ; এবং দেখেছি কিভাবে শেষ পর্যন্ত তার অগ্রগতি—যা সম্ভব করে তোলে আরো আরো অল্প সময়ে আরো আরো বিপুল পরিমাণ উৎপাদন—সেই অগ্রগতি কাজ করে অল্পতর সময়ের মধ্যে অধিকতর উৎপাদন আদায়ের কিংবা শ্রম-শক্তিকে আরো তীব্র ভাবে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে। এখন আমরা আলোচনা করব সমগ্র ভাবে কারখানাটিকে নিয়ে এবং তা তার সবচেয়ে নিখুঁত আকারটিকে নিয়ে।

স্বয়ংক্রিয় কারখানার পিণ্ডার (মহাকবি) ডঃ উরে তাকে বর্ণনা করেছেন, এক দিকে "একটি কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নিরন্তর-প্রণোদিত বহু উৎপাদনশীল মেশিনের একটি সংগঠিত প্রণালীকে যত্নসাধ্য দক্ষতা সহকারে সেবা করার জন্য বিবিধ বর্গের তরুণ ও বয়স্ক শ্রমিকদের সম্মিলিত সহযোগিতা" (প্রধান চালক) হিসাবে অন্য দিকে, "একটি স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত চালক শক্তির অধীনস্থ, একটি অভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অব্যাহত সমন্বয়ে কর্মরত, বহুবিধ যান্ত্রিক ও বৌদ্ধিক অবয়বের দ্বারা গঠিত একটি বিশাল অটোমেশন" হিসাবে। এই দুটি বর্ণনায় বিস্তর প্রভেদ আছে। একটি বর্ণনায়,

	রপ্তানি পরিমাণ ১৮৪৮	রপ্তানি পরিমাণ ১৮৫১	রপ্তানি পরিমাণ ১৮৬০	রপ্তানি পরিমাণ ১৮৬৫
তুলো				
তুলোর সুতো	১৩৫৮৩১১৬২ (পা) *	১৪৩৯৬৬১০৬ (পা)	১৯৭৩৪৩৬৫৫ (পা)	১০৩৭৫১৪৫৫ (পা)
সেলাইয়ের সুতো		৪৩৯২১৭৬ (পা)	৬২৯৭৫৫৪ (পা)	৪৬৪৮৬১১ (পা)
কাপড়	১০৯১৩৭৩৯৩০ (গ) *	১৫৪৩১৬১৭৮৯ (গ)	২৭৭৬২১৮৪২৭ (গ)	২০১৫২৩৭৮৫১ (গ)
শন				
সুতো	১১৭২২১৮২ (পা)	১৮৮৪১৩২৬ (পা)	৩১২১০৬১২ (পা)	৩৬৭৭৭৩৩৪ (পা)
কাপড়	৮৮৯০১৫১৯ (গ)	১২৯১০৬৭৫৩ (গ)	১৪৩৯৯৬৭৭৩ (গ)	২৪৭০১২৩২৯ (গ)
রেশম				
সুতো	৪৬৬৮২৫ (পা)	৪৬২৫১৩ (পা)	৮৯৭৪০২ (পা)	৮১২৫৮৯ (পা)
কাপড়		১১৮১৪৫৫ (গ)	১৩০৭২৯৩ (গ)	২৮৬৯৮৩৭ (গ)
পশম				
পশমী, সুতো		১৪৬৭০৮৮০ (পা)	২৭৫৩৩৯৬৮ (পা)	৩১৬৬৯২৬৭ (পা)
কাপড়		১৫১২৩১১৫৩ (গ)	১৯০৩৭১৫৩৭ (গ)	২৭৮৮৩৭৪১৮ (গ)

* (পা)=পাউণ্ড, * (গ)=গজ

যৌথ শ্রমিকটি অথবা শ্রমের সামাজিক সংগঠনটি প্রতিভাত হয় আধিপত্যশীল কর্তা হিসাবে এবং যান্ত্রিক অটোমেশন তার কর্ম হিসাবে; অন্যটিতে, অটোমেশন নিজেই হচ্ছে কর্তা এবং শ্রমিক হচ্ছে কেবল অটোমেশনের অচেতন অবয়বগুলির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন সচেতন অবয়ব এবং এই অচেতন অবয়গুলির সঙ্গে একযোগে কেন্দ্রীয় চালক শক্তির বশীভূত। প্রথম বর্ণনাটি মেশিনারির প্রত্যেকটি সম্ভাব্য বৃহদায়তন নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; দ্বিতীয় বর্ণনাটি মূলধনের দ্বারা তার ব্যবহারের, এবং

	রপ্তানি মূল্য	রপ্তানি মূল্য	রপ্তানি মূল্য	রপ্তানি মূল্য
	£	£	£	£
তুলো				
সুতো	৫,৯২৭,৮৩১	৬,৬৩৪,০২৬	৯,৮৭০,৮৭৫	১০,৩৫১,০৪৯
কাপড়	১৬,৭৫৩,৩৬৯	২৩,৪৫৪,৮১০	৪২,১৪১,৫০৫	৪৬,৯০৩,৭৯৬
শন				
সুতো	৪৯৩,৪৪৯	৯৫১,৭২৬	১,৮০১,২৭২	২,৫০৫,৪৯৭
কাপড়	২,৮০২,৭৮৯	৪,১০৭,৩৯৬	৪,৮০৪,৮০৩	৯,১৫৫,৩৫৮
রেশম				
সুতো	৭৭,৭৮৯	১৯৬,৩৮০	৮২৬,১০৭	৭৬৮,০৬৪
কাপড়		১,১৩০,৩৯৮	১,৫৮৭,৩০৩	১,৪০৯,২২১
পশম				
সুতো	৭৭৬,৯৭৫	১,৪৮৪,৫৪৪	৩,৮৪৩,৪৫০	৫,৪২৪,০৪৭
কাপড়	৫,৭৩৩,৮২৮	৮,৩৭৭,১৮৩	১২,১৫৬,৯৯৮	২০,১০২,২৫৯

দ্রষ্টব্য: ব্লুবুকস "স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অব দি ইউনাইটেড কিংডম", নং ৮ ও ১৩, ১৮৬১ ও ১৮৬৬। ল্যাংকাশায়ারে মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৮৩৯ এবং ১৮৫০-এর মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ, ১৮৫০ এবং ১৮৫৬-র মধ্যে ১৯ শতাংশ; ১৮৫৬ এবং ১৮৬২-র মধ্যে ৩৩ শতাংশ; এই ১১ বছর সময়ে কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা অনাপেক্ষিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও, আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ("রিপোর্ট অব··· ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬২", পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য)। ল্যাংকাশায়ারে তুলো-ব্যবসার প্রাধান্য। ঐ অঞ্চলের তুলো-ব্যবসার বিশাল প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি, যদি আমরা মনে রাখি যে যুক্ত রাজ্যের কাপড়-কলগুলির মোট সংখ্যার মধ্যে ৪৫·২ শতাংশই সেখানে অবস্থিত—টাকু ৮৩·৩ শতাংশ, পাওয়ার-লুম ৮১·৪ শতাংশ, যান্ত্রিক অশ্বশক্তি ৭২·৬ শতাংশ এবং মোট কর্মনিযুক্ত লোকসংখ্যার ৫৮·২ শতাংশ ("রিপোর্ট অব··· ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ৬২-৬৩)।

সেই কারণেই আধুনিক কারখানা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক। সুতরাং উরে, যে মেশিনটি থেকে গতির সঞ্চার হয়, সেই মেশিনটি কেবল 'অটোমেশন' বলে বর্ণনা করতে চান না, বর্ণনা করতে চান 'অটোক্র্যাট' ('স্বৈরতন্ত্রী') বলে। "এই প্রশস্ত কক্ষগুলিতে বাষ্পের মহিম্ন ক্ষমতা তার চতুর্দিকে সমবেত করে অগণিত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত দাস।"[১]

'টুল'-টির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক যে-দক্ষতা সহকারে টুলটিকে ব্যবহার করে সেই দক্ষতাটাও মেশিনের অন্তীভূত হয়ে যায়। মানুষের শ্রম-শক্তির থেকে যে সীমাবদ্ধতাগুলি অবিচ্ছেদ্য সেগুলি থেকেও মুক্তি পায় টুল-এর কর্মক্ষমতা। তার ফলে 'ম্যানুফ্যাকচার'-ব্যবস্থা যে-কারিগরি বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই বনিয়াদ ভেসে যায়। সুতরাং ম্যানুফ্যাকচারের বৈশিষ্ট্যসূচক, বিশেষায়িত শ্রমিকদের ক্রমোচ্চ স্তরভেদ ব্যবস্থার জায়গায় স্বয়ংক্রিয় কারখানায় পদক্ষেপ করে এমন একটা প্রবণতা, যা ঐসব মেশিনের অনুবর্তী শ্রমিকদের প্রত্যেক রকমের কাজকে একটি অভিন্ন সমান মানে পর্যবসিত করে;[২] প্রত্যংশ শ্রমিকদের কৃত্রিম পার্থক্য বিধানের পরিবর্তে প্রচলন লাভ করে বয়স ও নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক পার্থক্য।

যতটা পর্যন্ত শ্রম-বিভাজনের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তা হল প্রধানতঃ বিশেষায়িত মেশিনসমূহের মধ্যে শ্রমিকদের বিলিবণ্টন; শ্রমিকদের বিভিন্ন ভাগে—অবশ্য, গোষ্ঠী হিসাবে সংগঠিত নয়, এমন বিভিন্ন ভাগে—বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিলি-বণ্টন, যে বিভাগগুলিতে প্রত্যেককেই কাজ করতে হয় পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট একই রকমের অনেকগুলি মেশিনে; সুতরাং তাদের সহযোগ হল নিছক সরল সহযোগ। ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিকদের সংগঠিত গোষ্ঠী; এখানে তার স্থান গ্রহণ করে হেডমিস্ত্রি এবং তার কয়েকজন সহকারীর মধ্যে সংযোগ। মূল বিভাজন হল এক দিকে যারা মেশিনে কাজ করে, সেই সমস্ত শ্রমিক (যাদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকে যারা ইঞ্জিনটির তদারক করে) এবং অন্যদিকে এই সব শ্রমিকের পার্শ্বচর হিসাবে যারা কাজ করে, তারা—এই দুয়ের মধ্যেকার বিভাজন, এই শেষোক্তরা প্রায় সকলেই শিশু। এইসব পার্শ্বচরদের মধ্যে ধরা হয় কমবেশি সমস্ত যোগানদারদের, যারা মেশিনগুলিকে যোগায় যা দিয়ে সেগুলি কাজ করে সেই দ্রব্যসামগ্রী। এই দুটি প্রধান শ্রেণী ছাড়াও, আরো থাকে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির একটি শ্রেণী, যাদের কাজ হল গোটা মেশিনারিটি তদারক করা এবং দরকারমত মেরামত করা, যেমন ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, জয়েনার ইত্যাদি। এরা এক উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর শ্রমিক, যাদের মধ্যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষিত, অন্যান্যরা

১. উরে, "রিপোর্ট অব...ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ১৮।

২. উরে, "রিপোর্ট অব...ফ্যাক্টরিজ", পৃঃ ৩১। দ্রষ্টব্য কার্ল মার্কস, "পভার্টি অব ফিলসফি", পৃঃ ১৪০-১৪১।

একটি বিশেষ কাজে প্রশিক্ষিত ; কারখানার কর্মী-শ্রেণী থেকে এরা স্বতন্ত্র এবং তাদের সঙ্গে শুধুমাত্র সংযুক্ত।[১] এই শ্রম-বিভাজন নিছক নামমাত্র বিভাজন।

কোন মেশিনে কাজ করতে হলে, শ্রমিককে শেখাতে হবে তার শিশুকাল থেকে, যাতে করে সে অটোমেশনের অভিন্ন ও অবিরাম গতির সঙ্গে তার নিজের নড়াচড়াকে খাপ খাইয়ে নিতে শিখতে পারে। যখন সমগ্র ভাবে মেশিনারিটি হল যুগপৎ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কর্মরত নানাবিধ মেশিনের একটি সুসমন্বিত প্রণালী, তখন তার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে সহযোগ, তাতে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের মেশিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রমিক গোষ্ঠীকে বণ্টন করে দেওয়া। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার-প্রণালীতে যেমন একটি বিশেষ কাজে একজন শ্রমিককে নিরন্তর বেঁধে রেখে এই বণ্টনকে স্ফটিকায়িত করার আবশ্যক হয়, মেশিনারির প্রবর্তন সেই আবশ্যকতার অবসান ঘটায়।[২] যেহেতু গোটা প্রণালীটির গতিবেগ মানুষ থেকে আসে না, আসে মেশিনারির থেকে, সেই হেতু কাজে কোনো রকমের ব্যাঘাত না ঘটিয়েই, ব্যক্তির অদলবদল ঘটানো যায়। এর সবচেয়ে জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে 'দৌড় প্রথা' ('রিলে সিস্টেম')—১৮৪৮-৫০-এর বিদ্রোহের কাল থেকে কারখানা মালিকেরা যে প্রথার প্রবর্তন করেছে। সর্বশেষে কচি বয়সের ছেলেমেয়েরা যেমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মেশিনের কাজ শিখে ফেলে, তাতে একান্তভাবে মেশিনারির কাজের জন্য একটি বিশেষ শ্রেণীর কর্মীদের গড়ে তোলার আবশ্যকতা থাকে না।[৩] নিছক পার্শ্বচরদের কাজ সম্পর্কে বলা যায় যে কারখানায়

---

১. মনে হয় ইচ্ছা করেই পরিসংখ্যানগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে (অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধরনের বিভ্রান্তি-সৃষ্টির বিস্তারিত প্রমাণ দেওয়া সম্ভব), যখন ইংল্যাণ্ডের কারখানা আইন তার পরিধি থেকে শেষোক্ত শ্রেণীকে বাইরে রেখেছে, তখন পার্লামেণ্টারি রিটার্ন কারখানা-কর্মীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে কেবল ইঞ্জিনীয়ার ও মেকানিকদেরই নয়—সেই সঙ্গে ম্যানেজার, সেলসম্যান, মেসেঞ্জার, ওয়্যারহাউজ-ম্যান, প্যাকার ইত্যাদিকেও—এক কথায়, স্বয়ং কারখানা-মালিককে ছাড়া বাকি সবাইকেই।

২. উরে এটাকে মেনে নেন। বলেন, "প্রয়োজনের সময়ে", ম্যানেজারের ইচ্ছামত শ্রমিকদের এক মেশিন থেকে অন্য মেশিন সরিয়ে নেওয়া যায়, এবং তিনি বিজয়ীর মত ঘোষণা করেন, "পুরনো যে-রুটিন শ্রমকে বিভক্ত করে এবং একজন শ্রমিককে কাজ দেয় সুচের মাথা তৈরি করার, আরেকজনকে ছুঁচলো করার, সেই রুটিনের সঙ্গে এই ধরনের অদল-বদল সম্পূর্ণ পরিপন্থী।" তাঁর পক্ষে ঢের ভাল হত যদি তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতেন, কেন এই "পুরনো রুটিন" অটোমেটিক কারখানা থেকে প্রস্থান করে কেবল "প্রয়োজনের সময়ে" ?

৩. যখন দুর্দশা খুবই বেশি হয়, যেমন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে, তখন কারখানা-কর্মীকে 'বুর্জোয়া' এখন-তখন রাস্তা তৈরির মত অত্যন্ত বেয়াড়া কাজেও

কিছু পরিমাণে ঐ কাজের জন্য মানুষের বদলে মেশিন বসানো যায়,[১] এবং তার চরম সরলতার জন্য তা এই একঘেয়ে কাজের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত নিয়মিত পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারে।

যদিও তখন, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, মেশিনারি পুরনো শ্রম-বিভাজন-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছে, তবু তা কারখানায় টিকে থাকে ম্যানুফ্যাকচার যুগের উত্তরাগত চিরাচরিত প্রথা হিসাবে এবং পরবর্তীকালে মূলধনের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে পুনঃগঠিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় আরো কদর্য আকারে—শ্রম-শক্তিকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে। একই টুলকে আজীবন সেবা করার বিশেষত্বটি এখন রূপান্তরিত হয় একই অভিন্ন মেশিনকে সেবা করার আজীবন বিশেষত্বে। শিশুকাল হতেই শ্রমিককে একটি প্রত্যংশ মেশিনের অংশে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে মেশিনারিকে লাগানো হয় ভুল কাজে।[২] এইভাবে কেবল যে তার পুনরুৎ-

---

নিয়োগ করে। দুঃস্থ তুলো-শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য স্থাপিত ১৮৬২ ও তার পরবর্তী বছরগুলির ইংরেজ 'জাতীয় কর্মকাণ্ড' এবং ১৮৪৮ সালের ফরাসী 'জাতীয় কর্মকাণ্ড'-র মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, দ্বিতীয়টিতে রাষ্ট্রের খরচে শ্রমিকদের করতে হত অনুৎপাদনশীল কাজকর্ম আর প্রথমটিতে তাদের করতে হত বুর্জোয়াদের স্বার্থে পৌর কর্ম—এবং তা-ও আবার করতে হত নিয়মিত কর্মীর তুলনায় সস্তায় এবং এইভাবে তাদের ঠেলে দেওয়া হত নিয়মিত কর্মীদের তুলনায় প্রতিযোগিতায়। "তুলো-শ্রমিকদের দৈহিক চেহারা নিঃসন্দেহে উন্নত হয়েছে। আমি এটা আরোপ করি··· কারখানার বাইরে পূর্ত-কাজে নিযুক্ত থাকার উপরে।" ("রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর' ১৮৬৩," পৃঃ ৫৯)। লেখক এখানে উল্লেখ করছেন প্রেস্টন ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের কথা, যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল 'প্রেস্টন মুর'-এ।

১. একটি দৃষ্টান্ত: ১৮৪৪ সালের আইনের পর থেকে শ্রমকে স্থানচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের যান্ত্রিক "অ্যাপারেটাস'-এর প্রবর্তন। "মেশিনারির মধ্যে, সম্ভবতঃ, স্বয়ংক্রিয় 'মিউল'-ই অন্য যে-কোনো ধরনের মেশিনারির মতই বিপজ্জনক। এখানে বেশির ভাগ দুর্ঘটনাই ঘটে ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে, যখন 'মিউল' চালু থাকা কালে তাদের হামা দিয়ে তার নিচে যেতে হয় মেঝে ঝাড় দেবার জন্য। এই অপরাধের জন্য বেশ কয়েকজন তদারককারীকে জরিমানা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হয়নি। যদি মেশিন-প্রস্তুতকারকেরা কেবল একটা 'স্বয়ংক্রিয় সম্মার্জনী' ('সেলফ্ সুইপার') উদ্ভাবন করতে পারেন, যার ফলে শিশুদের আর মেশিনের নীচে যাওয়ার দরকার হবে না, তা হলে সেটা হবে আমাদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলিতে একটি সুখকর সংযোজন।" "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৬, পৃঃ ৬৩)।

২. তা হলে, এই হল প্রুধোর আশ্চর্য ভাবনা: তিনি একটি মেশিনারিকে

পাদনের খরচই উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায় তাই নয়, সেই সঙ্গে একই সময়ে সমগ্রভাবে কারখানার উপরে অর্থাৎ ধনিকের উপরে তার অসহায় নির্ভরশীলতাও সম্পূর্ণতা লাভ করে। যেমন সর্বত্র, তেমন এখানেও, আমরা একদিকে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন-ক্ষমতা এবং অন্য দিকে সেই প্রক্রিয়াটির ধনতান্ত্রিক শোষণের কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন-ক্ষমতার মধ্যে আমরা অবশ্যই পার্থক্য করব। হস্তশিল্পে ও ম্যানুফ্যাকচারে শ্রমিক টুল ব্যবহার করে, কারখানায় মেশিন ব্যবহার করে থাকে। সেখানে শ্রম-উপকরণের গতিবেগ উৎসারিত হয় শ্রমিক থেকে, এখানে শ্রমিককেই অনুসরণ করতে হয় মেশিনের গতিকে। ম্যানুফ্যাকচারে শ্রমিকেরা একটি জীবন্ত সংগঠনের বিভিন্ন অংশ। কারখানায় আমরা পাই শ্রমিক থেকে স্বতন্ত্র এক প্রাণহীন সংগঠনকে, শ্রমিক যার কেবল জীবন্ত উপাঙ্গমাত্র। "অন্তহীন একঘেয়েমি ও খাটুনির এই যে শোচনীয় রুটিন যার ভিতর দিয়ে একই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্পাদন করতে হয় বারংবার, তা যেন সিসিফাসের পরিশ্রম। প্রস্তরপিণ্ডের মত শ্রমের বোঝা ক্লান্ত-শ্রান্ত শ্রমিকের উপরে ফিরে ফিরে এসে পড়ে।"[১] সেই সঙ্গে কারখানার কাজ স্নায়ুতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে নিঃশেষিত করে দেয়; তা পেশীর বহুমুখী স্ফুরণের অবসান ঘটায় এবং দেহ ও মনের উভয়েরই কাজকর্মের স্বাধীনতার প্রত্যেকটি পরমাণু বাজেয়াপ্ত করে দেয়।[২] শ্রমকে হাল্কা করার মানেও গিয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের অত্যাচার, কেননা মেশিন শ্রমিককে কাজ থেকে মুক্তি দেয় না, কিন্তু তার কাজকে বঞ্চিত করে সর্বপ্রকার আকর্ষণ থেকে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, যা কেবল একটি শ্রম-প্রক্রিয়াই নয়, সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদকেরও একটি প্রক্রিয়া—সেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রত্যেকটি ধরনের মধ্যেই একটি জিনিস অভিন্ন; তা এই যে এখানে শ্রমিক শ্রমোপকরণকে খাটায় না,

"উপস্থাপিত করেন" শ্রমের উপকরণসমূহের সমন্বয় হিসাবে নয়, স্বয়ং শ্রমিকেরই সুবিধার জন্য প্রত্যংশ প্রক্রিয়াসমূহের সমন্বয় হিসাবে।

১. এফ. এঙ্গেলস, "Die Lage der arbeitenden klasse in England," p. 217. এমন কি মি. মলিনারির মত একজন সাধারণ ও আশাবাদী ব্যবসায়ী পর্যন্ত বলেন, "Un homme s'use plus vite en surveillant, quinze heures par jour, l'evolution uniforme d'un mecanisme, qu'en exercant, dans le meme espace de temps, sa force physique. Ce travail de surveillance qui servirait peut-etre d'utile gymnastique a l'intelligence, s'il n'etait pas trop prolonge, detruit a la longue, par son exces, et l'intelligence, et le corps meme." (G. de Molinari: "Etudes Economiques." Paris, 1846.)

২. এফ. এঙ্গেলস, ঐ, পৃঃ ২১৬।

শ্রমোপকরণই শ্রমিককে খাটায়। কিন্তু কেবল কারখানা-ব্যবস্থাতেই সর্বপ্রথম এই অবস্থান-বিপর্যয় একটি প্রকৌশলগত ও প্রত্যক্ষ-গোচর বাস্তব আকার লাভ করে। অটোমেশনে রূপান্তরিত হয়ে শ্রমের উপকরণ শ্রম-প্রক্রিয়া চলাকালে শ্রমিকের মুখোমুখি হয় মূলধনের আকারে, মৃত শ্রমের আকারে যা জীবন্ত শ্রম-শক্তির উপরে আধিপত্য করে এবং তাকে নিঙড়ে শুষ্ক করে দেয়। দৈহিক শক্তি থেকে উৎপাদনের মানসিক শক্তি-সমূহের বিচ্ছেদ এবং শ্রমের উপরে মূলধনের পরাক্রম হিসাবে ঐ শক্তিসমূহের রূপান্তরণ চূড়ান্ত ভাবে সম্পন্ন হয় মেশিনারির বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিল্পের দ্বারা, যা আমরা আগেই দেখিয়েছি। কারখানা ব্যবস্থার মধ্যে মুক্তি পেয়েছে যে বিজ্ঞান, প্রচণ্ড শারীরিক বল ও পুঞ্জীভূত শ্রম, তার সামনে প্রত্যেকটি তুচ্ছ ব্যক্তিগত কারখানা-কর্মীর বিশেষ দক্ষতা একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশি হিসাবে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং উক্ত ব্যবস্থাটির সঙ্গে একযোগে "মনিব"-এর শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং এই "মনিব", যার মাথায় মেশিনারিটি এবং তার উপরে তার একচেটিয়া অধিকার অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে, সে যখনি তার "হাতগুলি"-র সঙ্গে বিরোধে আসে, তখনি তাচ্ছিল্যভরে তাদেরকে বলে, কারখানা কর্মীদের এটা সর্বসময়ে স্মরণে রাখতে হবে যে, সত্য সত্যই তাদের দক্ষ-শ্রম হচ্ছে নিকৃষ্ট জাতের ; এবং এমন আর কিছু নেই যা আরো সহজে আয়ত্ত করা যায় ; কিংবা তার যা গুণমান তাতে আরো বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া যায় ; কিংবা যা সামান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবচেয়ে কম কুশলী কর্মী আরো তাড়াতাড়ি আরো প্রচুর ভাবে অর্জন করতে পারে।......... কর্মীর শ্রম ও দক্ষতা তো দু'মাসের প্রশিক্ষণেই শেখা যায় এবং একজন মামুলি শ্রমিকও তা শিখে নিতে পারে ; তার শ্রমের তুলনায় মনিবের মেশিনারি উৎপাদন-কার্যে গ্রহণ করে সত্য সত্যই ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১] শ্রম-উপকরণসমূহের একটানা অভিন্ন গতিবেগের কাছে শ্রমিকের প্রযুক্তিগত বশ্যতা এবং কর্মনিযুক্ত জনসমষ্টির অদ্ভুত গঠন, যার মধ্যে আছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব বয়সের ব্যক্তি—এই উভয়ে মিলে সৃষ্টি করে এক ব্যারাকসুলভ শৃংখলা, যা কারখানায় বিস্তার লাভ করে একটি পূর্ণায়ত প্রণালীতে এবং যা পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করে পূর্বোক্ত তদারকির কাজটিকে এবং তা কর্ম-নিযুক্ত জনসমষ্টিকে ভাগ করে দেয় দুটি ভাগে—কর্মী ও তদারককারীতে, শিল্প-সেনাবাহিনীর সৈন্য ও সার্জেন্ট। "(স্বয়ংক্রিয় কারখানায়) প্রধান সমস্যা···দেখা দেয়···এলোমেলো কাজের অভ্যাসগুলি পরিত্যাগে শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তুলতে এবং জটিল অটোমেশনের অপরিবর্তনীয় নিয়মিকতার সঙ্গে তাদের একাত্ম করে তুলতে।

১. "দি মাস্টার স্পিনার্স অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স ডিফেন্স-ফাণ্ড। রিপোর্ট অব দি কমিটি।" ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮৫৪, পৃঃ ১৭। এর পরে আমরা দেখব, 'মাস্টারটি' সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা গানও গাইতে পারে, যখন তার সামনে দেখা দেয় তার "জীবন্ত" স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি হারাবার আশংকা।

কারখানাগত শ্রম-প্রণালীর প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সফল শৃংখলা-বিধির প্রণয়ন ও প্রয়োগই হচ্ছে আর্করাইটের হার্কিউলিয়াস-সুলভ উদ্যমশীলতার মহৎ সাফল্য! এমন কি আজও পর্যন্ত, যখন সমগ্র ব্যবস্থাটি নিখুঁত ভাবে সংগঠিত এবং শ্রম যথাসম্ভব লঘুকৃত, তখনো সাবালকত্ব-অতিক্রান্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত কারখানা-কর্মীতে রূপান্তরিত করা অসম্ভব বলে প্রতিভাত হয়।[১] অন্যান্য ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী যে দায়িত্ব-বিভাজনকে এত সমর্থন জানায়, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার প্রতি আরো বেশি সমর্থন জানায়, সেই দায়িত্ব-বিভাজন ও প্রতিনিধিত্ব-মূলক ব্যবস্থাকে দূরে সরিয়ে রেখে মূলধন এখানে কাজ করে একজন বেসরকারি বিধায়ক হিসাবে এবং তার স্বেচ্ছা অনুসারে প্রণয়ন করে এমন কারখানা-বিধি যাতে সে বিধিবদ্ধ করে তার স্বৈরতন্ত্র; বৃহদায়তন সহযোগে এবং শ্রম-উপকরণসমূহের বিশেষ করে, মেশিনারির, যৌথ ব্যবহারে যে-সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়, এই শৃংখলা-বিধি তার একটি ব্যঙ্গরূপ। দাস-চালকদের চাবুকের জায়গা নেয় তদারককারির "পেনাল্টি-বুক" ("সাজার খাতা")। সমস্ত সাজা বা শাস্তিই পর্যবসিত হয় জরিমানায় বা মজুরি-কাটায় এবং কারখানার বিধান-দাতা লাইকারগাস এমন ভাবে সব কিছুর ব্যবস্থা করে যে তার আইন মানলে তার যে লাভ হয়, ভাঙলে লাভ হয় তার চেয়ে বেশি।[২]

১. উরে 'দি ফিলসফি অব ম্যানুফ্যাকচারার্স পৃঃ ১৫। যিনিই আর্করাইটের জীবন-ইতিহাস জানেন, তিনি কখনো এই পরামানিক প্রতিভাকে "মহৎ" বলে অভিহিত করবেন না। আঠারো শতকের সমস্ত বিরাট উদ্ভাবকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যান্য লোকের উদ্ভাবনগুলি চুরি করার ব্যাপারে সবচেয়ে বিরাট চোর এবং সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তি।

২. বুর্জোয়া শ্রেণী যে-ক্রীতদাসত্বে প্রলেটারিয়্যাট শ্রেণীকে বেঁধেছে, তা কারখানা-ব্যবস্থায় যেমন দিনের আলোয় খোলাখুলি বেরিয়ে আসে আর কোথাও তেমন ভাবে আসে না। এই ব্যবস্থায় সমস্ত স্বাধীনতার ইতি ঘটে—কার্যতঃ ও আইনতঃ। শ্রমিক অবশ্যই কারখানায় হাজির হবে সাড়ে পাঁচটায়। যদি তার আসতে কয়েক মিনিট দেরি হয়, তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে; যদি ১০ মিনিট দেরি হয়, তাকে প্রাতরাশের আগে ঢুকতে দেওয়া হবে না এবং এই ভাবে সে হারাবে ¼ দিনের মজুরি। তাকে খেতে, পরতে, ঘুমোতে হবে মুখের হুকুমে।·· স্বৈরতন্ত্রের ঘণ্টা তাকে ডেকে তোলে তাকে খাবার টেবিল থেকে। এবং 'মিলে' অবস্থা কি? সেখানে মালিকের কথাই নিরঙ্কুশ আইন। 'সে যেমন খুশি, তেমন আইন তৈরি করে; সে তার মর্জিমত তার অদল-বদল, ও যোগ-বিয়োগ করে, এবং সে যদি আজগুবি অর্থহীন কোনো কিছুকে আইনের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়, তা হলে আদালত শ্রমিককে বলবে: যেহেতু তুমি স্বেচ্ছায় এই চুক্তিতে প্রবেশ করেছ, সেই হেতু তোমাকে তা মেনে চলতে হবে···। তাদের নয় বছর বয়স থেকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত শ্রমিকেরা দণ্ডিত হয় এই মানসিক ও

যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে কারখানায় কাজ করতে হয়, এখানে আমরা কেবল তার আভাস দেব। ঘন-সন্নিবিষ্ট মেশিনারির ভীড়ে জীবন ও অঙ্গহানির বিপদ তো আছেই, ঋতু-ক্রমিক নিয়মিকতা অনুসারে শিল্পযুদ্ধে নিহত ও আহত

দৈহিক নির্যাতনে। (এফ. এঙ্গেলস, Die lage der arbeitenden kalasse in England, Leipzing, 1845 পৃঃ ২১৭)। আদালত কি বলে, দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমি তা হাজির করব। একটা ঘটে শেফিল্ডে ১৮৬৬ সালের শেষে। ঐ শহরে একজন শ্রমিক একটা ইস্পাত-কারখানায় দু বছরের জন্য নিজেকে কাজে লাগায়। নিয়োগ-কর্তার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় সে ঐ কারখানা ছেড়ে যায় এবং ঘোষণা করে, কোনো অবস্থাতেই সে আর ঐ মালিকের অধীনে কাজ করবে না। চুক্তিভঙ্গের দায়ে সে অভিযুক্ত হয় এবং দু মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। (মালিক যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তা হলে তার বিরুদ্ধে কেবল দেওয়ানি মামলা করা যায় এবং আর্থিক ক্ষতি-পূরণ ছাড়া আর কোনো কিছুরই ঝুঁকিই তার উপরে বর্তায় না।) দু মাস কারাদণ্ড ভোগের পরে ঐ শ্রমিক যখন বেরিয়ে এল, মালিক তাকে তার চুক্তি অনুসারে আবার কাজে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করল। শ্রমিক বলল, না, সে ইতিমধ্যেই চুক্তিভঙ্গের জন্য দণ্ড ভোগ করেছে। মালিক তার বিরুদ্ধে আবার নালিশ করে, আদালত আবার তাকে দণ্ডিত করে, যদিও মিঃ শী নামে একজন বিচারক একে আইনের দানবীয় বিকৃতি বলে প্রকাশ্যেই নিন্দা করেন—এটা এমন একটা বিকৃতি যার ফলে একই অপরাধের জন্য একজনকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে আজীবন দণ্ডিত করা যায়। এই রায় কোনো মফস্বলের গবুচন্দ্রের রায় নয়, লণ্ডনের অন্যতম সর্বোচ্চ আদালতের রায়। [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজিত—এখন এর অবসান ঘটানো হয়েছে। সেখানে সাধারণ গ্যাস-ওয়ার্কস জড়িত, এমন সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে এখন ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক এবং মালিকের একই অবস্থান এবং উভয়ের বিরুদ্ধেই কেবল দেওয়ানি ভাবেই মামলা করা যায়।—এফ. এঙ্গেলস।] দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে উইল্টশায়ারে, ১৮৬৩ সালে নভেম্বরের শেষ দিকে। ওয়েস্টবেরি লেই-তে অবস্থিত লিওয়ের মিলে হ্যারাপ নামে এক কাপড়-কল-মালিকের অধীনে কর্মরত প্রায় ৩০ জন পাওয়ার-লুম-তাঁতী ধর্মঘট করে, কারণ মালিকের একটা অমায়িক অভ্যাস ছিল সকালে আসতে দেরী হবার জন্য শ্রমিকদের মজুরি কেটে নেওয়া: ২ মিনিটের জন্য ৬ পেন্স, ৩ মিনিটের জন্য ১ শিলিং, ১০ মিনিটের জন্য ১ শিলিং ৬ পেন্স। এটা ছিল ঘণ্টা-পিছু ৯ শিলিং এবং দিন-পিছু £ ৪ ১০ শিলিং হারে; যেখানে একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরি এক বছরের গড়-পড়তা ভিত্তিতে কখনো ১০ থেকে ১২ শিলিং-এর বেশি হত না। কাজ শুরুর সময় ঘোষণা করার জন্য হ্যারাপ একটি বালককে নিযুক্ত করেছিল; সে বাঁশী বাজিয়ে তা ঘোষণা করত এবং প্রায়ই তা করত সকালে ছটা বাজবার আগেই; ঐ সময়ের মধ্যে যদি সমস্ত কর্মী সেখানে হাজির না

সৈনিকদের তালিকা প্রকাশ তো আছেই, তা ছাড়া প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃত্রিমভাবে বর্ধিত তাপমাত্রার দ্বারা, ধুলি-ভারাক্রান্ত আবহাওয়ার

হতে পারত, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত, আর যারা বাইরে পড়ে থাকত, তাদের জরিমানা দিতে হত ; এবং যেহেতু সেখানে কোন ঘড়ি ছিল না, সেই হেতু বেচারা শ্রমিকদের নির্ভর করতে হত হ্যারাপের প্রেরণায় অনুপ্রেরিত বাচ্চা-বয়সী সময়-রক্ষীটির উপরে। ধর্মঘটি কর্মীরা—মায়েরা ও মেয়েরা—প্রস্তাব দিল যে তারা কাজে যোগ দেবে, যদি সময়-রক্ষী বাচ্চাটার বদলে একটা ঘড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং জরিমানার কিছুটা যুক্তিসঙ্গত হয়। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে হ্যারাপ ১৯ জন মহিলা ও বালিকাকে ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে সমন করল। উপস্থিত সকলের ক্রোধ উৎপাদন করে ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যেকের উপরে ৬ পেন্স করে জরিমানা এবং ২ শিলিং ৬ পেন্স করে মামলার খরচ বাবদ চাপিয়ে দিল।—মালিকদের একটা মনোমত কাজ হল শ্রমের উপকরণেও সামগ্রিক ত্রুটির জন্য শ্রমিকদের মজুরি কেটে নিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়া। এই পদ্ধতির ফলে ১৮৬৬ সালে মৃৎশিল্পে এক সাধারণ ধর্মঘটের উদ্ভব হয়। 'শিশু-নিয়োগ কমিশন' (১৮৬৩-৬৬) যেসব রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে এমন বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে, যেখানে শ্রমিক কোনো মজুরি তো পায়ই না, উল্টে, তার শ্রমের বাবদে এবং শাস্তিমূলক বিবিধ ব্যবস্থার বাবদে তার সুযোগ্য মালিকের দেনাদারে পরিণত হয়। মজুরি থেকে কেটে নেবার ব্যাপারে কারখানার স্বৈরপতিরা যে প্রাজ্ঞতার প্রদর্শন করে, তার মহান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সর্বশেষ তুলো-সংকটের সময়ে আর. বেকার নামে কারখানা-পরিদর্শক বলেন, "এই দুঃসহ যন্ত্রণাকর সময়ে তার অধীনে কর্মরত কয়েকজন অল্পবয়সী কর্মীর মজুরি থেকে মাথা পিছু ১০ পেন্স করে কেটে নেবার জন্য সম্প্রতি আমি নিজে একজন তুলো-কল মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার নির্দেশ দিয়েছি ; ওদের মজুরি কেটে নেওয়া হয় সার্জনের সার্টিফিকেটের জন্য, (যে-বাবদে মালিক নিজে দিয়েছে মাত্র ৬ পেন্স) ; এর জন্য আইনতঃ ৩ পেন্স কেটে নেওয়া যায় কিন্তু কিছুই কেটে নেবার রীতি নেই।…এবং আমাকে আরেকজনের কথা জানানো হয়েছে যে, আইনের বাইরে থেকে একই লক্ষ্য সাধনের জন্য তার অধীনস্থ গরিব শিশুদের কাছ থেকে তাদের সুতো-কাটার শিল্পকলা ও রহস্য শেখানোর নাম করে ১ শিলিং করে আদায় করে ; যে মুহূর্তে সার্জন তাদের ঐ পেশার জন্য যোগ্য ও সঠিক ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে, সেই মুহূর্তেই মালিক এই টাকাটা আদায় করে নেয়। সুতরাং, ধর্মঘটের মত অস্বাভাবিক প্রদর্শনীর নেপথ্য কারণ অবশ্যই থাকতে পারে—কেবল সেখানেই নয়, যেখানে তা আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু বিশেষ করে আজকের মত সময়ে ; ব্যাখ্যা না করলে এই নেপথ্য কারণ জনসাধারণের কাছে অবোধ্যই থেকে যায়।" তিনি এখানে উল্লেখ করছেন ১৮৬৩ সালের জুন মাসে ডারওয়েনে পাওয়ার-লুম তন্তুবায়দের ধর্মঘটটির কথা।

দ্বারা।[১] উৎপাদনের সামাজিক উপায়-উপকরণের মিতব্যয়, কারখানা-ব্যবস্থার 'গরম ঘরে' পরিণত ও প্রকোপিত হয়ে, মূলধনের হাতে রূপান্তরিত হয় কর্মরত শ্রমিকের জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার ধারাবাহিক লুণ্ঠনে—লুণ্ঠন স্থান, আলো ও বাতাসের, লুণ্ঠন উৎপাদন-প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক অনুষঙ্গের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত সুরক্ষার; শ্রমিকের আরামের জন্য প্রয়োজনীয়

("রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩০ এপ্রিল ১৮৬৩, পৃঃ ৫০-৫১)। ঐ রিপোর্টগুলি সব সময়ই তাদের সরকারী তারিখকে ছাড়িয়ে যেত।

১. বিপজ্জনক মেশিনারির বিরুদ্ধে কারখানা-আইনগুলি যে-নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে, তার একটা কল্যাণকর ফল ফলেছে। "কিন্তু···২০ বছর আগে যেগুলি ছিল না, এখন বিপদের নানাবিধ নোতুন উৎস দেখা দিয়েছে; বিশেষ করে, একটি—মেশিনারির বর্ধিত গতিবেগ। চাকা, রোলার, টাকু এবং মাকু এখন চালিত হয় বর্ধিত ও বর্ধমান গতিবেগে; ছিঁড়ে যাওয়া সুতো তুলে নেবার জন্য আঙুলগুলিকে হতে হয় আরো ক্ষিপ্র, আরো দক্ষ; যদি কোনো রকমে দ্বিধা বা অসতর্কতা ঘটে যায়, তা হলে সেগুলি চলে যাবে।···বহু সংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটে শ্রমিকদের তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলার ব্যগ্রতায়। মনে রাখতে হবে যে, মালিকের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ই হল মেশিনকে গতিশীল রাখা অর্থাৎ সুতো ও জিনিসপত্র তৈরি করে যাওয়া। প্রত্যেকটি মিনিটের ছেদ মানে কেবল শক্তিরই অপচয় নয়, উৎপাদনেরও ক্ষতি; এবং এটা শ্রমিকদেরও কম বড় স্বার্থ নয়—যাদের মজুরি দেওয়া হয় উৎপন্ন দ্রব্যের ওজন বা সংখ্যা হিসাবে, তাদের পক্ষে—যে, মেশিন সচল থাক। কাজে কাজেই যদিও মেশিন চালু থাকা কালে, তা পরিষ্কার করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ, তবু কার্যক্ষেত্রে মেশিন চালু থাকা কালেই তা পরিষ্কার করা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।" যেহেতু পরিষ্কার করার জন্যে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, শ্রমিকেরা চায় যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এই কাজটা সেরে ফেলা। এই কারণেই "শুক্রবার ও শনিবার অন্যান্য বারের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার আগের চার দিনের তুলনায় দুর্ঘটনা ঘটে ১২ শতাংশ বেশি এবং শনিবার আগের পাঁচ দিনের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি। কিংবা যদি শনিবারগুলির কাজের ঘণ্টা হিসাবে ধরা হয়—অন্যান্য দিনের ১০½ ঘণ্টার তুলনায় শনিবারের ৭½ ঘণ্টা—তাহলে বাকি পাঁচদিনের গড়ের তুলনায় শনিবারগুলিতে বাড়তি থাকে ৬৫ শতাংশ।" ("রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৬," পৃঃ ৯, ১৫, ১৬, ১৭)।

উপকরণ-সমূহের লুণ্ঠনের কথা নাইবা উল্লেখ করলাম।[১] ফুরিয়ার যখন কারখানাকে অভিহিত করেন "উত্তপ্ত কারাগার" বলে, তখন কি তিনি ভুল করেন?[২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রমিক এবং মেশিনের মধ্যে বিরোধ ॥

যখন থেকে মূলধনের জন্ম, তখন থেকেই চলেছে ধনিক এবং মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধ চলেছে গোটা ম্যানুফ্যাকচার-আমল জুড়ে।[৩] কিন্তু কেবল মেশিনারি প্রবর্তনের কাল থেকেই শ্রমিক লড়াই করছে স্বয়ং শ্রম-উপকরণটিরই

১. তৃতীয় খণ্ডের প্রথম বিভাগে আমি ইংরেজ ম্যানুফ্যাকচারারদের একটি সাম্প্রতিক অভিযানের বিবরণ দেব; কারখানা-আইনের যে-সমস্ত ধারায় বিপজ্জনক মেশিনারির বিরুদ্ধে "হাতগুলির" নিরাপত্তামূলক সংস্থান আছে। এই অভিযান সেই সমস্ত ধারার বিরুদ্ধে। আপাততঃ লেওনার্ড হর্ণারের সরকারি রিপোর্ট থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়াই যথেষ্ট: "কিছু মিল-মালিকের মুখে আমি শুনেছি কয়েকটি দুর্ঘটনা সম্পর্কে এমন লঘু ভাবে কথা বলতে যে তা অমার্জনীয়, যেমন, একটা আঙুল হারানো একটা তুচ্ছ ব্যাপার। একজন শ্রমিকের জীবিকা ও ভবিষ্যৎ আঙুলের উপরে এত নির্ভরশীল, যে তার কোনো ক্ষয়-ক্ষতি তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই ধরনের বিবেচনাহীন কথা আমি শুনেছি, আমি প্রশ্ন করেছি, 'মনে করুন, আপনার আরো একজন শ্রমিক চাই, এবং দুজন আপনার কাছে আবেদন করল; দুজনই বাকি সব বিষয়ে সমান গুণসম্পন্ন, কিন্তু একজনের একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা তর্জনী নেই; আপনি কাকে নিযুক্ত করবেন? উত্তর সম্পর্কে আমি কখনো দ্বিধা দেখিনি।"…("রিপোর্টস…ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৫৫")। এই মালিকেরা চালাক লোক এবং তারা যে গোলাম-মালিকদের বিদ্রোহের ব্যাপারে উৎসাহী, তা অকারণ নয়।

২. যেসব কারখানা সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে কারখানা-আইনসমূহ এবং তাদের বাধ্যতামূলক সময়-সীমার আওতায় রয়েছে, সেগুলিতে অনেক পুরানো অনাচারের অবসান ঘটেছে। মেশিনারির উন্নয়নই কিছু পরিমাণে দাবি করে "উন্নত ধরনের বাড়ি-নির্মাণ এবং তা হয় শ্রমিকদের পক্ষে সুবিধাজনক। (কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট: ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬৩, পৃ: ১০৯ দ্রষ্টব্য।)

৩. দ্রষ্টব্য: জন হাউটন, "হাজবাণ্ড্রি অ্যাণ্ড ট্রেড ইম্প্রুভ্ড" ১৭২৭। "দি

বিরুদ্ধে—মূলধনের বস্তুগত মূর্তরূপ হিসাবে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বস্তুগত ভিত্তি হিসাবে উৎপাদন-উপায়ের এই বিশেষ রূপটির বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় সমগ্র ইউরোপ প্রত্যক্ষ করেছে শ্রমিক-জনগণের অনেক বিদ্রোহ—'রিবন' ও 'ট্রিমিং' বোনার মেশিন 'রিবন-লুম'-এর বিরুদ্ধে, জার্মানিতে যে-মেশিনকে বলা হয় 'ব্যাণ্ডমিউল', 'শ্নুরমিউল' ও 'মিউলেনস্টুল'। এই মেশিন উদ্ভাবিত হয়েছিল জার্মানিতে। ১৫৭৯ সালে লেখা কিন্তু ১৬৩৬ সালে ভেনিসে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আব্বে ল্যানসেলোট্টি বলেন, "প্রায় ৫০ বছর আগে ড্যানজিগের অ্যান্ঠনি ম্যুলার শহরে একটি অতি সুকৌশল মেশিন দেখেছিলেন, যেটি একসঙ্গে চার থেকে ছটি করে 'পিস' বোনে। কিন্তু মেয়র আশংকা করলেন যে এর ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিককে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে; তাই তিনি সংগোপনে মেশিনটির উদ্ভাবকের মৃত্যু ঘটালেন—হয় গলা টিপে, নয়তো, জলে ডুবিয়ে।" লেইডেনে এই মেশিনটি ১৬২৯-এর আগে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি; এবং সেখানে শেষ পর্যন্ত রিবন-বয়ন-কারীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে পুর-সভা মেশিনটি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন। লেইডেনে এই মেশিনটি প্রবর্তন প্রসঙ্গে বক্সহর্ণ (ইনস্ট. পল, ১৬৬৩) বলেন, "In hac urbe, ante hos viginti circiter annos instrumentum quidam invenerunt textorium, quo solus plus panni et facilius conficere poterat, quan plures aequali tempore. Hinc turbae ortae et querulae textorum, tandemque usus hujus instrumenti a magistratu prohibitus est." ১৬৩২, ১৬৩৯ ইত্যাদি সালে এই 'লুম'-টির কম-বেশি নিষেধাত্মক বিভিন্ন আইন জারির পরে হল্যাণ্ডের 'স্টেটস জেনারেল' শেষ পর্যন্ত ১৫ই ডিসেম্বর ১৬৬১ সালের বিধান-বলে শর্তসাপেক্ষ ভাবে এই মেশিন ব্যবহারের অনুমতি দান করেন। ১৬৭৬ সালে যখন এই মেশিনটির প্রবর্তনের ফলে ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ চলছিল, তখন কোলোনেও এটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। ১৬৮৫ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারি সম্রাটের এক হুকুমনামা সমগ্র জার্মানিতে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। হামবুর্গে সিনেট-এর আদেশে এটিকে সর্বসমক্ষে দাহ করা হয়। ১৭১৯ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারি সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস ১৬৮৫ সালের হুকুমনামাটি আবার জারি করেন, এবং ১৭৬৫ সালের আগে স্যাক্সনির

অ্যাডভাণ্টেজেস অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেড," ১৭২০। জন বেলার্স, ঐ। "দুর্ভাগ্যক্রমে, মালিক এবং তার শ্রমিকেরা এক চিরন্তন পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত। মালিকের অবধারিত লক্ষ্য হচ্ছে যত সস্তায় সম্ভব কাজটি করিয়ে নেওয়া, এবং লক্ষ্য সাধনের জন্য কোনো কৌশলই তারা বাদ দেয় না; অন্য দিকে শ্রমিকেরাও প্রত্যেকটি উপলক্ষ্যকে কাজে লাগায় তাদের দাবিদাওয়াগুলি মালিকদের দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করতে।" ("অ্যান ইনকুইরি ইনটু দি কজেস অব দি প্রেজেণ্ট হাই প্রাইস অব প্রভিশনস," পৃঃ ৬১-৬২; লেখক রেভঃ নাথানিয়েল ফরস্টার, শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বী)।

ইলেক্টোরেটে এটিকে প্রকাশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই মেশিন, ইউরোপের ভিৎ পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং এটিই হল মিউল ও পাওয়ার-লুমের—এই অষ্টাদশ শতকের শিল্প-বিপ্লবের—পূর্বসূরী। এই মেশিনটির সাহায্যে একটি অনভিজ্ঞ বালকও পারত কেবলমাত্র একটি রডকে আগে-পিছে চালনা করে একটি গোটা তাঁতকে তার সবকটি মাকু ('শাট্‌ল্‌') সমেত চালু করতে; এবং এর উন্নত সংস্করণটির সাহায্যে একই সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০টি 'পিস' বোনা যেত।

১৬৩০-এর নাগাদ, লণ্ডনের অদূরে একজন ওলন্দাজ কর্তৃক স্থাপিত, একটি বায়ু-তাড়িত করাত-কল জনতার বাড়াবাড়ির ফলে বন্ধ করে দিতে হয়। এমনকি আঠারো শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত জল-তাড়িত করাত-কলগুলি খুবই কষ্টে জনতার বিরোধিতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, কেননা সেই-বিরোধিতার পেছনে ছিল পার্লামেন্টের সমর্থন। ১৭৫৮ সালে এভারেট সর্বপ্রথম জলশক্তি-তাড়িত পশম-কাটা কল স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই ১,০০,০০০ কর্মচ্যুত লোক তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পশম পাট, করে যারা জীবিকা নির্বাহ করত এমন ৫০,০০০ মানুষ আর্করাইট-এর স্ক্রিবলিং মিল ও কার্ডিং ইঞ্জিনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানায়। প্রধানতঃ পাওয়ার-লুম প্রচলনের কারণে এই শতাব্দীর প্রথম ১৫ বছরে মেশিনারি ধ্বংসের যে বিরাট অভিযান চলে, লুডাইট আন্দোলন নামে যা পরিচিত, সেই অভিযানই সিডমাউথ, ক্যাস্‌লরিখ-এর মত জ্যাকোবিন-বিরোধী সরকারগুলির পক্ষে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও পীড়নমূলক আইন প্রণয়নের অজুহাত হয়ে উঠল। মেশিনারি এবং মূলধন কর্তৃক তার নিয়োগ—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে, এবং উৎপাদনের বস্তুগত উপায় উপকরণের বিরুদ্ধে নয়, যে-পদ্ধতিতে সেগুলি ব্যবহৃত হয়, তার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করতে, শ্রমিক জনগণের অনেক সময় ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়েছিল।[১]

ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থায় মজুরি নিয়ে লড়াই ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থা না থাকলে হয়না এবং কোনো অর্থেই তা ঐ ব্যবস্থার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় না। নোতুন নোতুন ম্যানুফ্যাকচার স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শ্রমিক-জনগণের কাছ থেকে আসেনা, আসে গিল্‌ড্‌ ও প্রাধিকার-ভোগী শহরগুলির কাছ থেকে। সুতরাং ম্যানুফ্যাকচার-আমলের লেখকগণ শ্রম-বিভাজনের আলোচনা করেছিলেন প্রধানতঃ শ্রমিকদের ঘাটতি পূরণের একটি উপায় হিসাবেই, যারা কাজে আছে তাদের স্থানচ্যুত করার উপায় হিসাবে নয়। এই পার্থক্যটি স্বতঃ-স্পষ্ট। যদি একথা বলা হয় যে, আজ ইংল্যাণ্ডে মিউলের সাহায্যে ৫,০০,০০০ লোক যত সুতো কাটে, পুরনো চরকা

১. পুরানো-ধরনের ম্যানুফ্যাকচারগুলিতে মেশিনারির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের বিদ্রোহ, আজও পর্যন্ত ধারণ করে বর্বর আকার, যেমন করেছিল ১৮৬৫ সালে শেফিল্ডে কাটার'দের বিদ্রোহ।

দিয়ে তত সুতো কাটতে লাগত ১০ কোটি লোক, তার মানে এই নয় যে, মিউলগুলি ঐ কোটি কোটি লোকের স্থান নিয়েছে, যাদের কোনো কালে কোনো অস্তিত্বই ছিলনা। তার মানে দাঁড়ায় এই যে, সুতো কাটার মেশিনের জায়গা নিতে হলে লাগবে কয়েক কোটি লোক। অপর পক্ষে যদি বলা হয় যে, ইংল্যাণ্ডে পাওয়ার-লুম ৮,০০,০০০ তন্তুবায়কে পথে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তা হলে আমরা বর্তমান মেশিনারির কথা বলছিনা যার পরিবর্তে নিয়োগ করতে হবে একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক মানুষ; বলছি এমন একটি শ্রমিকসংখ্যার কথা, যারা সত্য সত্যই বিদ্যমান ছিল এবং যারা সত্য সত্যই পাওয়ার-লুমের দ্বারা স্থানচ্যুত বা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচার-আমলে, শ্রম-বিভাজনের দ্বারা পরিবর্তিত হলেও, হস্তশিল্পের শ্রমই তখনো ছিল ভিত্তিস্বরূপ। মধ্যযুগ থেকে উত্তরাগত অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক শহরে কর্মীদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা নোতুন নোতুন ঔপনিবেশিক বাজারগুলির চাহিদা মেটানো। এবং তাই নিয়মিত ম্যানুফ্যাকচার গ্রামীণ জনগণের সামনে খুলে দিল নোতুন নোতুন উৎপাদন-ক্ষেত্র—সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের ফলে যারা ভূমি থেকে তাড়িত হয়েছিল। সুতরাং সেই সময়ে কর্মশালাগুলিতে শ্রম-বিভাগ ও সহযোগকে দেখা হত প্রধানতঃ এই ইতিবাচক দিক থেকে যে তারা শ্রমিক-জনগণকে করে তোলে আরো উৎপাদনশীল।[২] যেখানে যেখানে এইসব পদ্ধতি কৃষি-কর্মে প্রযুক্ত হয়েছিল, এমন বহুসংখ্যক দেশে, আধুনিক শিল্পের অনেক আগে সহযোগ এবং কয়েক জনের হাতে শ্রম-উপকরণের কেন্দ্রীভবন উৎপাদন পদ্ধতিতে, এবং সেই কারণেই, অস্তিত্বের অবস্থায় ও গ্রামীণ জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের উপায়ে ঘটিয়ে দিয়েছিল বিরাট, আকস্মিক ও সবল বিপ্লব। কিন্তু এই লড়াই মূলধন এবং মজুরি-শ্রমের মধ্যে ঘটবার আগে ঘটে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ভূমি-মালিকদের মধ্যে; অপর পক্ষে, যখন শ্রমিকেরা স্থানচ্যুত হয় শ্রম-উপকরণের

---

১. স্যার জেমস স্টুয়ার্ট-ও মেশিনারিকে সম্পূর্ণ এই অর্থেই বোঝেন। "Je considere donc les machines comme des moyens d'augmenter (virtuellement) le nombre des gens industrieux qu'on n'est pas oblige de nourrier···En quoi l'effet d'une machine differe-t-il de celui de nouveaux habitants ?" (French trans. t. I., l.I., ch. XIX.) বেশি সরল হচ্ছেন পেটী, যিনি বলেন, এ "বহু বিবাহের" স্থান গ্রহণ করে। এই মতটি বড় জোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঞ্চল সম্পর্কে গ্রাহ্য। অন্য দিকে, "কোন ব্যক্তির শ্রমকে সংক্ষিপ্ত করার পক্ষে খুব কদাচিৎ মেশিনারিকে ব্যবহার করা যায়: তার প্রয়োজনে যে সময়টা বেঁচে যায়, তার নির্মাণে তার চেয়ে বেশি সময় লেগে যায়। এটা তখনি উপকারী হয়ে ওঠে যখন এটা বিপুল জনসমষ্টি নিয়ে কাজ করে, যখন একটি মাত্র মেশিন হাজার হাজার লোককে সাহায্য করে। সেই কারণেই সবচেয়ে জন-বহুল দেশে, যেখানে থাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মহীন লোক, সেখানে এর সর্বাধিক প্রাচুর্য।" (পিয়ার্সি র‍্যাভেনস্টোন, "থট্‌স অন দি ফাণ্ডিং সিস্টেম," ১৮২৪, পৃঃ ৪৫)।

দ্বারা, ভেড়া-ঘোড়া ইত্যাদির দ্বারা, তখন শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা হিসাবে প্রথমেই বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রথমে শ্রমিকদের বিতাড়িত করা হয় জমি থেকে, তার পরে আসে ভেড়ার পাল। বৃহদায়তনে কৃষিকর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র-প্রস্তুতির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল বৃহদায়তনে জমি-দখল, যেমন ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে।[১] সুতরাং কৃষিকর্মের এই বিপর্যয়-সাধন প্রথমে আসে রাজনৈতিক বিপ্লবের চেহারায়।

শ্রমের উপকরণ যখনি ধারণ করে মেশিনের রূপ, তখন সে হয়ে ওঠে স্বয়ং শ্রমিকেরই প্রতিযোগী।[২] তখন থেকে মেশিনারির সাহায্যে মূলধনের আত্ম-সম্প্রসারণ এবং যাদের জীবিকা মেশিনারি ধ্বংস করে দিয়েছে, সেই শ্রমিক-জনসংখ্যা হয় প্রত্যক্ষ ভাবে আনুপাতিক। সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিই এই যে, শ্রমিক তার শ্রম-শক্তিকে বিক্রয় করে পণ্য হিসাবে। একটি বিশেষ 'টুল' ব্যবহার দক্ষ করে তুলে শ্রম-বিভাগ এই শ্রম-শক্তিকে বিশেষায়িত করে তোলে। যখন থেকে এই টুলটির ব্যবহার একটি মেশিনের কাজ হয়ে ওঠে, তখন থেকেই শ্রমিকের শ্রম-শক্তির ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে তার বিনিময়-মূল্যও অন্তর্হিত হয়ে যায়; কাগজের নোট যেমন আইন প্রণয়নের ফলে অচল হয়ে যায়, তেমনি শ্রমিকও হয়ে যায় অবিক্রয়যোগ্য। শ্রমিক-শ্রেণীর যে-অংশ এই ভাবে মেশিনারির দ্বারা বাহুল্যে পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ মূলধনের আত্ম-প্রসারণের জন্য আর আশু আবশ্যক হয়না সেই অংশ, হয়, মেশিনারির সঙ্গে পুরনো হস্তশিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারের অসম দ্বন্দ্বে কোণঠাসা হয়ে পড়ে, আর, নয়তো, আরো অনায়াসে অধিগম্য শিল্প-শাখাগুলিকে প্লাবিত করে দেয়, শ্রমের-বাজারকে ভাসিয়ে দেয় এবং শ্রম-শক্তির দামকে তার মূল্যের নীচে ডুবিয়ে দেয়। শ্রমজীবী জনগণের মনে বিরাট সান্ত্বনা হিসাবে প্রথমতঃ এই ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, তাদের দুর্দশা কেবল সাময়িক ("অস্থায়ী অসুবিধা") দ্বিতীয়তঃ, মেশিনারি একটি উৎপাদন-ক্ষেত্রের সমগ্র বিস্তৃতি জুড়ে তার কর্তৃত্ব বিস্তার করে কেবল ধাপে ধাপে যার ফলে তার ধ্বংসাত্মক ফলের ব্যাপকতা ও তীব্রতা কমে যায়। প্রথম সান্ত্বনাটি দ্বিতীয়টিকে অক্রিয় করে দেয়। যখন মেশিনারি একটি শিল্পের উপরে ধাপে ধাপে তার কর্তৃত্ব বিস্তার করে, তখন তা কর্মীদের মধ্যে—যারা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে—তাদের মধ্যে স্থায়ী দুর্দশা সৃষ্টি করে। যখন এই অতিক্রান্তি হয় দ্রুতগতি, তখন তার প্রতিক্রিয়া হয় তীক্ষ্ণ এবং তা ভোগ করে বিপুল জনসমষ্টি। ইংল্যাণ্ডের হস্তচালিত তাঁতের

১. চতুর্থ জার্মান সংস্করণে টীকা—এটা জার্মানির পক্ষেও প্রযোজ্য। আমাদের দেশে যেখানেই বৃহদায়তন কৃষির অস্তিত্ব, সেখানেই তা সম্ভব হয়েছে জমিদারিগুলি পরিষ্করণের ফলে, যা ব্যাপ্তি লাভ করে ষোড়শ শতকে, বিশেষ করে, ১৮৪৮ সালের পর থেকে।—এফ. এঙ্গেলস।]

২. "মেশিনারি এবং শ্রম নিরন্তর প্রতিযোগী।" রিকার্ডো, 'অন দি প্রিন্সিপল্‌স অব পলিটিক্যাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাক্সেসন', ৩য় সংস্করণ, লণ্ডন ১৮২১।

ক্রমিক অবলুপ্তির তুলনায় অধিকতর করুন কোনো কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায় না ; কয়েক দশক ধরে চলেছিল এই অবলুপ্তির প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত ভাবে সমাপ্ত হয়েছিল ১৮৩৮ সালে। তাদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটেছিল অনশনে, অনেকে সপরিবারে দীর্ঘকাল কষ্টেস্বষ্টে বেঁচে ছিল দৈনিক ২½ পেনির উপরে।[১] অন্য দিকে, ইংল্যাণ্ডের তুলা-কল ভারতে সৃষ্টি করল সাংঘাতিক ফল। ১৮৩৪-৩৫ সালে ভারতের বড়লাট রিপোর্ট করেন, "বাণিজ্যের ইতিহাসে এই দুর্দশার কোনো তুলনা নেই। সুতি-বস্ত্রের তন্তুবায়দের হাতে ভারতের সমতল সাদা হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই যে, এই "অনিত্য" সংসার থেকে তাদের বের করে দেবার জন্য মেশিনারি তাদের "অস্থায়ী অসুবিধা" ছাড়া বেশি কিছু করেনি। বাকিদের জন্য, যেহেতু মেশিনারি ক্রমাগত নোতুন নোতুন উৎপাদন-ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব বিস্তার করছে, সেহেতু তার অস্থায়ী ফলটা বস্তুতঃ পক্ষে চিরস্থায়ী। সুতরাং শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্রভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি শ্রম-উপকরণকে ও উৎপন্ন দ্রব্যকে যে স্বতন্ত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা দান করে তার চরিত্র মেশিনারির মাধ্যমে বিকশিত হয় নীরন্ধ্র বৈরিতায়।[২] অতএব, মেশিনারির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক সর্বপ্রথম শ্রম-উপকরণের বিরুদ্ধে পাশবিক ভাবে বিদ্রোহ করে।

১. ১৯৩৩ সালে 'গরিব আইন' পাশ হবার আগে হস্তচালিত তাঁত এবং শক্তি-চালিত তাঁতের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছিল প্যারিস থেকে প্রদত্ত মজুরি-পরিপোষণ সাহায্যের দ্বারা ; মজুরি তখন পড়ে গিয়েছিল ন্যূনতম মজুরিরও অনেক নীচে। "১৮২৭ সালে রেভঃ মিঃ টার্ণার ছিলেন চেশায়ারে অবস্থিত উইলমস্লো-র রেকটর। দেশত্যাগ-সংক্রান্ত কমিটি এবং মিঃ টার্ণার-এর মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর চলে তা থেকে জানা যায়, মেশিনারির বিরুদ্ধে মনুষ্য-শ্রমের প্রতিযোগিতাকে কেমন করে টিকিয়ে রাখা হয়। 'প্রশ্ন: পাওয়ার-লুমের ব্যবহার কি হস্তচালিত তাঁতের স্থান দখল করে নেয়নি? উত্তর: নিঃসন্দেহে ; যতটা দখল করে নিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি নিত, যদি হস্তচালিত তাঁতের তাঁতী মজুরি ছাঁটাইয়ের রাজি না হত।' প্রশ্ন: কিন্তু তাতে রাজি হয়ে, সে কি এমন মজুরি মেনে নিয়েছে, যাতে তার ভরণপোষণ চলে না? উত্তর: হ্যাঁ, আসলে পাওয়ার-লুম আর হ্যাণ্ড-লুমের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাঁচিয়ে রাখা হয় গরিব-ত্রাণের মাধ্যমে।' এইভাবে, অবমাননাকর দুস্থতা বা দেশ থেকে বহিষ্করণ—এই সৌভাগ্যই জোটে পরিশ্রমীদের ভাগ্যে, মেশিনারি প্রবর্তনের ফলে। এটাকে ওঁরা বলেন 'অস্থায়ী অসুবিধা'। ("এ প্রাইস এসে অন দি কম্প্যারাটিভ মেরিটস অব কম্পিটিশন অ্যাণ্ড কো-অপারেশন" ১৮৩৪, পৃঃ ২৯)।

২. "যে কারণ দেশের আয় বাড়ায় ('আয় বলতে রিকার্ডো ঐ একই অনুচ্ছেদ বুঝিয়েছেন জমিদার ও ধনিকদের আয়, অর্থ নৈতিক দিক থেকে, যে-আয়ই হল 'জাতির সম্পদ'), সেই একই কারণ জনসংখ্যাকে করে তুলতে পারে অপ্রয়োজনীয় এবং শ্রমিকের

শ্রমের উপকরণ শ্রমিককে দাবিয়ে রাখে। পুরাগত হস্তশিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে নব-প্রবর্তিত মেশিন যখন প্রতিযোগিতা করে, তখন শ্রম-উপকরণ এবং শ্রমিকের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ বৈরিতা সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন কি আধুনিক শিল্পেও মেশিনারির ক্রমাগত উৎকর্ষ এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার বিকাশেরও ফল হয় অনুরূপ। "মেশিনারির উৎকর্ষ-সাধনের উদ্দেশ্য হয় দৈহিক শ্রমের লাঘব করা এবং কোন কিছু উৎপাদনে মনুষ্য-যন্ত্রের পরিবর্তে লৌহ-যন্ত্রের মাধ্যমে কোন প্রক্রিয়া সম্পাদন করা অথবা কোন সংযোগের সংস্থান করা।"[১] "এতাবৎকাল যা ছিল হস্ত-চালিত, সেই মেশিনারির সঙ্গে শক্তির উপযোজন প্রায় একটি প্রাত্যহিক ঘটনা···মেশিনারিতে ছোট-খাট উন্নয়ন যার উদ্দেশ্য থাকে শক্তির সাশ্রয়সাধন, উন্নততর কাজের উৎপাদন, একই সময়ের মধ্যে অধিকতর কাজ সম্পাদন কিংবা একটি শিশু বা নারী বা লোকের স্থান পূরণ, তেমন উন্নয়ন চলতেই থাকে এবং যদি কখনো কখনো বাহ্যতঃ তা খুব গুরুত্বপূর্ণ না-ও হয়, কার্যত বেশ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ফলপ্রসূ।"[২] যখনি কোন প্রক্রিয়ার দরকার হয় হাতের বিশেষ ধরনের কুশলতা ও অবিচলতা, তখনি যথাসম্ভব শীঘ্র তা তুলে নেওয়া হয় কৌশলী শ্রমিকের কাছ থেকে, কেননা তার নানা রকমের অনিয়মিকতা ঘটতে পারে; সেই প্রক্রিয়াটি তখন তুলে দেওয়া হয় একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দায়িত্ব, যা এমন ভাবে স্বয়ং-নিয়ামক যে একটি শিশু পর্যন্ত তার তদারকি করতে পারে।[৩] "স্বয়ংক্রিয় পরিকল্পনায় কুশলী শ্রম ক্রমবর্ধমান

অবস্থাকে আরো অধঃপতিত।"· রিকার্ডো, ঐ, পৃঃ ৪৬৯। "মেশিনারীতে প্রত্যেকটি উন্নয়নের নিশ্চিত লক্ষ্য ও প্রবণতা হচ্ছে আসলে মনুষ্য-শ্রমকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেওয়া কিংবা বয়স্ক মানুষদের পরিবর্তে নারী ও শিশুদের শ্রম অথবা দক্ষ শ্রমিকের বদলে অদক্ষ শ্রমিককে নিয়োগ করে তার দাম কমিয়ে দেওয়া।" উরে, ঐ, পৃঃ ৩৫)।

১. "রিপোর্ট···ফ্যাক্টরিজ, ১৮৫৮," পৃঃ ৪৩।

২. "রিপোর্ট··ফ্যাক্টরিজ, ১৮৫৬," পৃঃ ১৫।

৩. উরে, ঐ, ১৯: "ইঁট তৈরির কাজে মেশিনারি নিয়োগের বড় অসুবিধা এই যে, নিয়োগকর্তা কুশলী শ্রমিকদের উপরে নির্ভরতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়।" ("শিশু নিয়োগ কমিশন পঞ্চম রিপোর্ট লণ্ডন, ১৮৬৬ পৃঃ ১৩০, টীকা ৪৬।) লোকোমোটিভ, ইত্যাদি নির্মাণ প্রসঙ্গে গ্রেট নর্দান রেলওয়েজ এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এ. স্টুরক বলেন, "প্রতিদিনই ব্যয়বহুল ইংরেজ শ্রমের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের কারখানাগুলির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং এই যন্ত্রপাতিগুলিকে কাজ করানো হচ্ছে নিম্ন মানের শ্রমিকের দ্বারা।···আগে তাদের দক্ষ শ্রমিকেরাই উৎপাদন করত ইঞ্জিনের সমস্ত অংশ। এখন ইঞ্জিনের সেই অংশগুলি উৎপাদিত হচ্ছে কম দক্ষ শ্রমিক কিন্তু উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে। যন্ত্রপাতি বলতে আমি এখানে বোঝাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারের মেশিনারি, লেদ্ প্লেনিং মেশিন, ড্রিল ইত্যাদি।"

হারে স্থানচ্যুত হয়।"[১] একটি নির্দিষ্ট ফল উৎপাদন করবার জন্ত কেবল আগেকার মত একই পরিমাণ বয়স্ক শ্রম নিয়োগের আবশ্যকতাকে অতিক্রম করার জন্তই নয়, সেই সঙ্গে এক ধরনের মনুষ্য-শ্রমের পরিবর্তে অন্ত ধরনের শ্রমের, বয়স্ক শ্রমের পরিবর্তে শিশু শ্রমের, পুরুষ-শ্রমের পরিবর্তে নারী শ্রমের, অধিকতর কুশলী শ্রমের পরিবর্তে অল্পতর কুশলী শ্রমের নানাবিধ নিয়োগের জন্তও মজুরির হারে নানাবিধ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।"[২] "সাধারণ মিউলের জায়গায় স্বয়ংক্রিয় মিউলের প্রবর্তনের ফল দাঁড়িয়ে ছিল অধিকাংশ পুরুষ সুতাকল শ্রমিককে ছাটাই করে দিয়ে, কিশোর ও শিশু শ্রমকে বহাল রাখা।"[৩] হাতে-কলমে কাজের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার দরুন, হাতের কাছে-উপস্থিত যান্ত্রিক উপায়ের দরুন এবং নিরন্তর কারিগরি উৎকর্ষ-বৃদ্ধির দরুন কারখানা-ব্যবস্থার আত্ম-বিস্তারের ক্ষমতা যে কত অসাধারণ, তা আমাদের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছিল কর্ম-দিবস হ্রাসের চাপের অধীনে ঐ ব্যবস্থা যে বিরাট বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছিল, তার দ্বারা। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের তুলা শিল্পের চূড়ান্ত বছরে, ১৮৬০ সালে, কে স্বপ্ন দেখেছিল যে আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের প্রেরণায় পরবর্তী তিন বছরে মেশিনারিতে এমন জোর-কদম অগ্রগতি ঘটবে এবং তার ফলে শ্রমিক জনসংখ্যার এমন কর্মচ্যুতি ঘটবে? 'কারখানা-পরিদর্শকদের রিপোর্ট' থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়াই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। ম্যাঞ্চেস্টারের এক কল-মালিক বলেন, "আগে আমাদের ছিল ৭৫টি কার্ডিং ইঞ্জিন, এখন সেই জায়গায় আছে ১২টি, কিন্তু কাজ করছে সেই একই পরিমাণ।……আমরা ১৪ জন কম লোক নিয়ে কাজ করছি; এতে মজুরি বাবদ প্রতি সপ্তাহে আমাদের বেঁচে যাচ্ছে ১০ পাউণ্ড। ব্যবহৃত তুলোর পরিমাণে ঝরতি-পড়তি খাতে আমাদের বেঁচে যাচ্ছে প্রায় ১০ শতাংশ।" ম্যাঞ্চেস্টারে সূক্ষ্ম সুতাকলে, আমাকে জানানো হয় যে, গতিবেগ বৃদ্ধি করে এবং কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে সংখ্যা হ্রাস ঘটানো গিয়েছে। এক বিভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং আরেক বিভাগে অর্ধেকেরও বেশি এবং দ্বিতীয় বার 'পাট' করার বদলে আঁচড়াবার কল (কুম্বিং মেশিন) চালু করার ফলে 'কার্ডিং' ঘরে আগের তুলনায় কর্মীসংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাস করা গিয়েছে।" আরেকটি সুতা-কলে শ্রমের সাশ্রয় ঘটেছে শতকরা ১০ ভাগ। ম্যাঞ্চেস্টারের সুতাকল-মালিক মেসার্স গিলমোর বলে আমাদের হিসাবে, আমাদের 'ব্লোয়িং রুম' বিভাগে নোতুন মেশিনারি নিয়ে মজুরি ও কর্মীসংখ্যায় সাশ্রয় ঘটেছে পুরো এক-তৃতীয়াংশ।……'জ্যাক ফ্রেম' ও

(রয়্যাল কমিশন অন রেলওয়েজ লণ্ডন, ১৮৬৭, মিনিটস অব এভিডেন্স, মোট ১৭,৮৬২ এবং ১৭,৮৬২ এবং ১৭,৮৬৩)।

১. উরে, 'দি ফিলসফি অব ম্যানুফ্যাকচার্স' ২য় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৩৫, পৃঃ ২০।

২. উরে, 'দি ফিলসফি অব ম্যানুফ্যাকচারার্স' ২য় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৩৫ পৃঃ ৩২১।

৩. উরে, ঐ, পৃঃ ২৩।

'ডুব্লিং ফ্রেম' রুমে ব্যয়-খাতে সাশ্রয় এক-তৃতীয়াংশ এবং কর্মী-বাবদেও তাই; 'স্পিনিং রুম'-এ ব্যয়-খাতে সাশ্রয় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু এটাই সব নয়; যখন আমাদের সুতো ম্যানুফ্যাকচার-কারীদের হাতে যায়, তখন—মেশিনারি প্রবর্তনের কল্যাণে তার উৎকর্ষ এত বেশি হবার দরুন—তারা আরো বেশি পরিমাণে কাপড় উৎপাদন করবে এবং পুরনো মেশিনারিতে উৎপন্ন সুতো থেকে তৈরি কাপড়ের তুলনায় সস্তায় তারা করবে।'[১] ঐ একই রিপোর্টে মিঃ রেডগ্রেভ আরো মন্তব্য করেন, "উৎপাদন-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মী-সংখ্যার হ্রাস, বাস্তবিক পক্ষে, সব সময়েই ঘটছে; পশম মিলগুলিতে কিছু দিন আগে এই কর্মী-ছাঁটাই শুরু হয়েছে এবং এখনো তা চলছে; তার কয়েক দিন পরে রকডেল-এর নিকটবর্তী এক ইস্কুলের মাস্টার আমাকে বলেন, বালিকা-বিদ্যালয়ে ছাত্রী-সংখ্যা দারুণ ভাবে কমে যাবার কারণ কেবল দুর্দশা নয়, তার আরো কারণ হচ্ছে পশম-মিলগুলিতে মেশিনারিতে অদল-বদল, যার ফলে ৭০ জন অল্প-সময়ের ছাত্রী ('শর্ট-টাইমার') কমে গিয়েছে।[২]

আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের কারণে ইংল্যাণ্ডের তুলা শিল্পে যে-সব যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেছিল, তার মোট ফল নিম্ন-প্রদত্ত সারণীতে প্রকাশ:

কারখানার সংখ্যা

	১৮৫৮	১৮৬১	১৮৬৮
ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্স—	২,০৪৬	২,৭১৫	২,৪০৫
স্কটল্যাণ্ড—	১৫২	১৬৩	১৩১
আয়র্ল্যাণ্ড—	১২	৯	১৩
যুক্তরাজ্য—	২,২১০	২,৮৮৭	২,৫৪৯

১. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ১৮৬৩," পৃঃ ১০৮।

২. সংকটের সময়ে মেশিনারির দ্রুত উৎকর্ষ-সাধন ইংরেজ-ম্যানুফ্যাকচারারকে সক্ষম করল, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বিশ্বের বাজারকে আবার ভাসিয়ে দিতে। ১৮৬৬ সালের পরের ছয় মাস কাপড় প্রায় অবিক্রয়যোগ্য হয়ে পড়ল। তার পরে শুরু হল ভারত ও চীনে রপ্তানি; তার ফলে পণ্য-প্লাবন আরো প্রবল হয়ে উঠল। ১৮৬৭ সালে মালিকেরা তাদের সমস্যা-পরিহারের চিরাচরিত পথটি অবলম্বন করল অর্থাৎ মজুরি ৫ শতাংশ ছাঁটাই করল। শ্রমিকেরা প্রতিরোধ করল এবং বলল, একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে কাজের সময় কমানো, ৪ দিনে সপ্তাহ চালু করা; এবং তাদের সূত্রই ছিল ঠিক। কিছু কাল ঠেকিয়ে রাখার পরে শিল্পের স্ব-নির্বাচিত কাণ্ডারীরা শেষ পর্যন্ত কাজের সময় কমানোর সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হল, কোথাও কোথাও মজুরিও কমানো হল, কোথাও কোথাও তা করা হল না।

পাওয়ার-লুমের সংখ্যা

	১৮৫৮	১৮৬১	১৮৬৮
ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স—	২,৭৫,৫৯০	৩,৬৮,১২৫	৩,৪৪,৭১৯
স্কটল্যাণ্ড—	২১,৬২৪	৩০,১১০	৩১,৮৬৪
আয়র্ল্যাণ্ড—	১,৬৩৩	১,৭৫৭	২,৭৪৬
যুক্তরাজ্য—	২,৯৮,৮৪৭	৩,৯৯,৯৯২	৩,৭৯,৩২৯

টাকুর ('স্পিণ্ড্‌ল'-এর) সংখ্যা

	১৮৫৮	১৮৬১	১৮৬৮
ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স—	২,৫৮,১৮,৫৭৬	২,৮৩,৫২,১২৫	৩,০৪,৭৮,২২৮
স্কটল্যাণ্ড—	২,০৪১,১২৯	১৯,১৫,৩৯৮	১৩,৯৭,৫৪৬
আয়র্ল্যাণ্ড—	১,৫০,৫১২	১,১৯,৯৪৪	১,২৪,২৪০
যুক্তরাজ্য—	২,৮০,১০,২১৭	৩,০৩,৮৭,৪৬৭	৩,২০,০০,০১৪

নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা

	১৮৫৮	১৮৬১	১৮৬৮
ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স—	৩,৪১,১৭০	৪,০৭,৫৯৮	৩,৫৭,০৫২
স্কটল্যাণ্ড—	৩৪,৬৯৮	৪১,২৩৭	৩৯,৮০৯
আয়র্ল্যাণ্ড—	৩,৩৪৫	২,৭৩৪	৪,২০৩
যুক্তরাজ্য—	৩,৭৯,২১৩	৪,৫১,৫৬৯	৪,০১,০৬৪

অতএব, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৮-র মধ্যে ৩৩৮টি তুলো কারখানার অবলুপ্তি ঘটল; অন্য ভাবে বলা যায়, অল্পতর সংখ্যক ধনিকের হাতে আরো বৃহৎ আয়তনে অধিকতর উৎপাদক মেশিনারি কেন্দ্রীভূত হল। পাওয়ার-লুমের সংখ্যা ২০,৬৬৩টি কমে গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে যেহেতু তাদের উৎপন্ন বেড়ে গেল, সেইহেতু এই উন্নততর লুম নিশ্চয় পুরনো লুমের তুলনায় বেশি পরিমাণ উৎপাদন করেছিল। সর্বশেষে, টাকুর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল ১৬,১২,৫৪১টি, অথচ কর্মীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল ৫০,৫০৫ জন। তুলো-সংকট-কর্তৃক শ্রমজীবী মানুষদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া "অস্থায়ী অসুবিধা" মেশিনারির দ্রুত ও ক্রমাগত অগ্রগতির ফলে তীব্রতর হল, অস্থায়ী থেকে চিরস্থায়ী হল।

কিন্তু মেশিনারি কেবল শ্রমিকের এমন একটি প্রতিযোগী হিসাবেই কাজ করে না যে তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়, সেই সঙ্গে তাকে সব সময়েই বাহুল্যে পরিণত হবার আশংকায় ঝুলিয়ে রাখে। মেশিনারি এমন একটি শক্তি, যা তার পক্ষে ক্ষতিকারক এবং এই কারণেই মূলধন সোচ্চারে তার গুণকীর্তন করে এবং তাকে ব্যবহার করে। মূলধনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণী মাঝে মাঝে যে বিদ্রোহ করে—যাকে বলা হয় ধর্মঘট, তা দমন করার পক্ষে মেশিনারি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।[১] গ্যাসকেল-এর মতে, শুরু থেকেই স্টিম-ইঞ্জিন ছিল মনুষ্য-শক্তির বৈরী—এমন এক বৈরী যা ধনিককে সক্ষম করেছিল শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দাবিদাওয়াকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিতে, যারা নবজাত কারখানা ব্যবস্থার সামনে সৃষ্টি করেছিল এক সংকটের আশংকা।[২] ১৮৩০ সাল থেকে একমাত্র শ্রমিক-শ্রেণীর বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যেই ধনিকের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার জন্য যে-সমস্ত উদ্ভাবন সংঘটিত হয়েছিল, তা নিয়ে রীতিমত একটা ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। এই সমস্ত উদ্ভাবনের শীর্ষে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় মিউল, কেননা তা খুলে দিয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এক নোতুন যুগ।[৩]

১৮৫১ সালে বহুবিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মেশিনারিতে যে-সমস্ত উৎকর্ষ সাধন করেন এবং সেগুলিকে প্রবর্তন করেন, সে সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন কমিশনের সামনে 'স্টিম-হ্যামার'-এর উদ্ভাবক ন্যাস্‌মিথ যে সাক্ষ্য দেন, তা এই: "আমাদের আধুনিক যান্ত্রিক উন্নয়নগুলির অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল স্বয়ংক্রিয় টুল-মেশিনারির প্রবর্তন। এখন যা একজন মেকানিক-কর্মীকে করতে হয়, এবং যা প্রত্যেক বালকই করতে পারে, তা এই যে, নিজে কোনো কাজ না করে কেবল মেশিনের মনোরম শ্রম তত্ত্বাবধান করা। যারা তাদের দক্ষতার উপরে দাঁড়িয়েছিল, সেই শ্রমিকদের গোটা শ্রেণীটাকেই উচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। অতীতে আমি প্রত্যেক মেকানিক-পিছু চারজন করে বালক নিযুক্ত করতাম। এই নোতুন যান্ত্রিক সংযোজনগুলির কল্যাণে,

---

১. "ফ্লিণ্ট (চকমকি) কাঁচের বোতলের ব্যবসায়ের মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যেকার সম্পর্ক হল একটানা ধর্মঘটের সম্পর্ক।" এই জন্যই 'প্রেস্‌ড' কাঁচ ম্যানুফ্যাকচারে এত উৎসাহ; এখানে বেশির ভাগ কাজটাই হয় মেশিনারিতে। নিউক্যাসলের একটি ফার্ম আগে উৎপাদন করত ৩৫০,০০০ পাউণ্ড ব্লোন-ফ্লিণ্ট কাঁচ; এখন সেটা উৎপাদন করে ৩,০০০, ৫০০ পাউণ্ড প্রেস্‌ড কাঁচ। শিশু-নিয়োগ কমিশন, ৪র্থ রিপোর্ট, পৃঃ ২৬২, ২৬৩।

২. গ্যাসকেল: "দি ম্যানুফ্যাকচারিং পপুলেশন অব ইংল্যাণ্ড," লণ্ডন ১৮৩৩, পৃঃ ৩, ৪।

৩. ডবল্যু· ফেয়ারবেইর্ন তার নিজের কারখানায় ধর্মঘট হবার দরুন মেশিন নির্মাণের ক্ষেত্রে মেশিনারি প্রয়োগের কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আবিষ্কার করেছিলেন।

আমি বয়স্ক লোকদের সংখ্যা ১,৫০০ থেকে কমিয়ে ৭৫০ করেছি। তার ফলে আমাদের মুনাফা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।"

ক্যালিকো ছাপাবার কাজে ব্যবহৃত একটি মেশিন প্রসঙ্গে উরে বলেন, "শেষ পর্যন্ত ধনিকেরা এই অসহ্য বন্ধন থেকে মুক্তির (অর্থাৎ, তাদের ভাষায়, শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তির দুর্বহ শর্তগুলি থেকে অব্যাহতির) সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানের অবদানের মাধ্যমে ; এবং অচিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন তাঁদের বিধিসম্মত কর্তৃত্বের আসনে—অধস্তন সদস্যদের উপরে কর্তা-ব্যক্তির যে কর্তৃত্ব, সেই আসনে। কাঠিমে সুতো পাকাবার জন্য একটি আবিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "তার পরে সেই সমবেত বিক্ষোভকারীরা, যারা নিজেদের কল্পনা করে নিয়েছিল পুরনো শ্রম-বিভাগের প্রতিরক্ষা-গণ্ডীর পশ্চাতে দুর্ভেদ্যভাবে সংরক্ষিত বলে, তারা দেখতে পেল নোতুন যান্ত্রিক রণকৌশলের মুখে তাদের সেই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা অকার্যকারী হয়ে পড়েছে এবং তারা বাধিত হল স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করতে।" স্বয়ংক্রিয় মিউলের উদ্ভাবন সম্পর্কে তিনি বলেন, "এমন একটি সৃষ্টি যা শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট।···এই উদ্ভাবন সেই মহান তত্ত্বটিকেই সপ্রমাণ করে, যা ঘোষণা করে, যখন মূলধন বিজ্ঞানকে তার সেবায় নিয়োজিত করে, তখন শ্রমের অবাধ্য হাত বিনয়ী হতে শিক্ষা পায়।"[১] যদিও উল্লিখিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ৩০ বছর আগে, এমন এক সময়ে যখন কারখানা-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল তুলনামূলকভাবে খুব সামান্যই, তবু তা আজও কেবল তার অনাবৃত উন্নাসিকতাকেই নয়, সেই সঙ্গে ধনিক-মস্তিষ্কের নিরেট দ্বন্দ্বগুলি তুলে ধরায় নির্বুদ্ধিতাতেও প্রকাশ করে কারখানা-ব্যবস্থার মর্মবস্তু। যেমন, মূলধন তার বেতন-ভোগী বিজ্ঞানের সহায়তায় সব সময়েই অবাধ্য শ্রমের হাতকে বিনয়ী করে তোলে—উল্লিখিত এই তত্ত্বটি উপস্থিত করার পরে, তিনি তার ক্রোধ প্রকাশ করেন এই কারণে যে, "একে (ফিজিও-মেকানিক্যাল বিজ্ঞানকে) অভিযুক্ত করা হয়েছে শ্রমিককে হয়রান করার কাজে ধনিকের কাছে নিজেকে বিক্রি করার জন্য। মেশিনারির দ্রুত অগ্রগমন শ্রমিকদের স্বার্থে কত সুবিধাজনক, সে সম্পর্কে এক দীর্ঘ বাণী প্রচারের পরে তিনি তাঁদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে নিজেদের একগুঁয়েমি ও ধর্মঘটের দ্বারা তারাই মেশিনের অগ্রগমন ত্বরান্বিত করছে। তিনি বলেন, "এই ধরনের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া স্বল্পদর্শী ব্যক্তিকে প্রকাশ করে আত্ম-নিপীড়কের ঘৃণার্হ চরিত্রে।" কয়েক পৃষ্ঠা আগেই তিনি কিন্তু বিপরীত কথা বলেছেন, "কারখানা-কর্মীদের মধ্যে যেসব ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে, তার ফলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ; তা যদি না হত, তা হলে কারখানা-ব্যবস্থা আরো দ্রুত বেগে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে আরো কল্যাণকরভাবে বিকশিত করা যেত।" তার পরে তিনি আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, "গ্রেট ব্রিটেনের তুলা-প্রধান জেলা-গুলির সামাজিক অবস্থার পক্ষে এটা সৌভাগ্য যে, মেশিনারির উন্নতি ঘটেছে ক্রমান্বয়ে।"

১. উরে, 'দি ফিলসফি অব ম্যানুফ্যাকচারার্স' পৃঃ ৩৬৮-৩৭০।

"শোনা যায়, বয়স্ক শ্রমিকদের একাংশকে স্থানচ্যুত করে এবং এইভাবে চাহিদার তুলনায় তাদের সংখ্যার অতি-প্রাচুর্য ঘটিয়ে মেশিনারির উন্নতি তাদের উপার্জনের হার কমিয়ে দেয়। কিন্তু তা নিশ্চিতভাবেই শিশু-শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি করে এবং **শিশু-শ্রমিকদের** মজুরির হারও বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে আবার, এই সান্ত্বনা-বণ্টনকারী ব্যক্তিটিই কিন্তু মজুরির নিচু হার শিশুদের মাতা-পিতাকে বিরত করে তাদেরকে অতি অল্প বয়সে কারখানায় পাঠানো থেকে—এই যুক্তিতে মজুরির নিচু হারকে সমর্থন করেন। তাঁর গোটা বইটাই হচ্ছে বিধি-নিষেধহীন কর্ম-দিবসের সপক্ষে কৈফিয়ৎ; পার্লামেণ্ট যে ১৩ বছরের শিশুদের ১২ ঘণ্টার কর্ম-দিবসের দ্বারা নিঃশেষিত করে দেবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তাতে তাঁর মনে পড়ে যায় মধ্য যুগের অন্ধকার দিনগুলির কথা। তাতে অবশ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের জন্য কারখানা-শ্রমিকদের আহ্বান জানাতে তাঁর পক্ষে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না, কেননা মেশিনারির মাধ্যমে তিনিই তাদের দিয়েছেন তাদের "অবিনশ্বর স্বার্থসমূহ" সম্পর্কে চিন্তা করবার অবকাশ।[1]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ মেশিনারির দ্বারা কর্মচ্যুত শ্রমিকদের ক্ষতি-পূরণের তত্ত্ব ॥

জেম্‌স্ মিল, ম্যাক কুলক, টরেন্স সিনিয়র, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং আরো এক গাদা বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিক দাবি করেন যে, সমস্ত মেশিনারি, যা শ্রমজীবী মানুষদের কর্মচ্যুত করে, তা সেই সঙ্গে আবশ্যিক ভাবেই এমন পরিমাণ মূলধনকে মুক্ত করে দেয়, যা সেই একই সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের কর্ম-সংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট।[2]

ধরুন, একটি কার্পেট-কারখানায় বছরে মাথা-পিছু ৩০ পাউণ্ড ব্যয়ে একজন ধনিক ১০০ জন শ্রমিককে নিযুক্ত করে। অতএব, বাৎসরিক অস্থির মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,০০০ পাউণ্ড। আরো ধরুন, ঐ ধনিক ৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে দিয়ে বাকি ৫০ জনকে মেশিনারিসহ নিযুক্ত করল, যে মেশিনারির জন্য তার খরচ পড়ল ১,৫০০ পাউণ্ড। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য আমরা বাড়ি, কয়লা ইত্যাদি হিসাবের মধ্যে

---

১. উরে, ঐ, পৃঃ ৩৬৮, ৭, ৩৭০, ২৮০, ২৮১, ৩২১, ৩৭০, ৪৭৫।

২. রিকার্ডোও গোড়ার দিকে এই মত পোষণ করতেন কিন্তু পরে তাঁর স্বভাবসুলভ বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা ও সত্যানুরাগের জন্য তিনি খোলাখুলি ভাবেই তা পরিহার করেন। (ঐ, "অন মেশিনারি")।

ধরছি না। আরো ধরা যাক, এই পরিবর্তনের আগে এবং পরে—উভয় সময়েই প্রতি বছরে ব্যবহৃত কাঁচামালের জন্য ব্যয় করা হয় ৩,০০০ পাউণ্ড।[১] এই অদল-বদলের ফলে কোনো মূলধন মুক্ত হয় কি? পরিবর্তনের আগে মোট অংকটার অর্থাৎ ৬,০০০ পাউণ্ডের অর্ধেকটা ছিল স্থির মূলধন এবং বাকি অর্ধেকটা অস্থির মূলধন। পরিবর্তনের পরে, স্থির মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল ৪,৫০০ পাউণ্ড (কাঁচামাল ৩,০০০ পাউণ্ড এবং মেশিনারি ১,৫০০ পাউণ্ড) আর অস্থির মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল ১,৫০০ পাউণ্ড। মোট মূলধনের অর্ধেক না হয়ে অস্থির মূলধন হল মাত্র এক-চতুর্থাংশ। মুক্ত হবার বদলে, মূলধনের একটা অংশ এখানে এমন ভাবে অবরুদ্ধ হল যে শ্রম-শক্তির সঙ্গে, তার বিনিময়ের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল; অস্থির মূলধন পরিবর্তিত হল স্থির মূলধনে। অন্যান্য সব কিছু যদি অপরিবর্তিত থাকে, তা হলে ৬,০০০ পাউণ্ড মূলধন ভবিষ্যতে ৫০ জনের বেশি লোককে কর্ম-নিযুক্ত করতে পারে না। মেশিনারির প্রতিটি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা আরো কম কম লোকের কর্মসংস্থান করবে। নব-প্রবর্তিত মেশিনারিটি যদি তার দ্বারা কর্মচ্যুত শ্রম-শক্তি ও উপকরণ পিছু যত ব্যয় হত, তার তুলনায় কম ব্যয়সাধ্য হত, যেমন, যদি ১,৫০০ পাউণ্ড ব্যয়ের পরিবর্তে তা ১,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করাত, তা হলে ১,০০০ পাউণ্ড অস্থির মূলধন রূপান্তরিত হত স্থির মূলধনে এবং অবরুদ্ধ হত; এবং ৫০০ পাউণ্ড পরিমাণ মূলধন মুক্তি পেত। মজুরি অপরিবর্তিত থাকবে ধরে নিলে এই শেষোক্ত টাকাটা যে তহবিল গঠন করবে, তা কর্মচ্যুত ৫০ জন লোকের মধ্যে মাত্র ১৬ জনকে কাজে নিযুক্ত করতে সক্ষম হবে; কেননা মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হতে হলে, এই ৫০০ পাউণ্ডের মধ্যে একটা অংশকে হতে হবে স্থির মূলধন এবং তার ফলে শ্রম-শক্তির বাবদে নিয়োজিত হতে পারবে মাত্র বাকি অংশটি।

কিন্তু, আরো ধরুন নোতুন মেশিনারিটির নির্মাণকার্যে অধিকতর সংখ্যক মেকানিকের কর্মসংস্থান হতে পারে, তা হলেও কি মেকানিকদের বলা যাবে কার্পেট-কর্মীদের জন্য ক্ষতিপূরণ—ঐ মেশিনারিটি যাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পথের ধুলোয়? খুব বেশি হলেও, মেশিনারিটির নিয়োগ যত-সংখ্যক লোককে বেকার করবে, তার নির্মাণ-কার্য তার তুলনায় কম-সংখ্যক লোককে কাজ দেবে। ১,৫০০ পাউণ্ড অঙ্কটি আগে প্রতিনিধিত্ব করত কর্মচ্যুত-কার্পেট-কর্মীদের মজুরির পরিমাণ, এখন তা প্রতিনিধিত্ব করে মেশিনারির আকারে:—(১) উক্ত মেশিনারিটির নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্য, (২) ঐ নির্মাণকার্যে নিযুক্ত মেকানিকদের মজুরি, এবং (৩) তাদের "মনিবের" ভাগের অন্তর্ভুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য। অধিকন্তু, যে পর্যন্ত না মেশিনারিটির জীর্ণ হয়ে অকেজো হয়ে যায়, সে পর্যন্ত তার নবীকরণের দরকার পড়ে না। সুতরাং, উক্ত বর্ধিত-সংখ্যক মেকানিককে নিরন্তর কাজে রাখবার

---

১. দ্রষ্টব্য: আমার উদাহরণগুলি সম্পূর্ণ ভাবেই উল্লিখিত অর্থনীতিকদের প্রদত্ত নকশার অনুরূপ।

জন্য একজনের পরে আরেকজন কার্পেট-ম্যানুফ্যাকচারকারী শ্রমিকের পরিবর্তে মেশিন নিয়োগ করবে।

বাস্তবিক পক্ষে, এই কৈফিয়ৎদাতারা এই ধরনের মুক্তি দানের কথা বোঝান না। তাঁদের মনে আছে মুক্তিপ্রদত্ত শ্রমিকদের জীবন-ধারণের উপায়ের কথা। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে এটা অস্বীকার করা যায় না যে, মেশিনারি কেবল ৫০ জন মানুষকে মুক্তিই দেয় না এবং এইভাবে তাদেরকে অন্যান্যের হাতে ছেড়েই দেয় না, সেই সঙ্গে সে তাদের গ্রাস থেকে তুলে নেয় এবং মুক্ত করে দেয় ১,৫০০ পাউণ্ড মূল্যের জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রী। অতএব, মেশিনারি শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাদের জীবন-ধারণের উপায় থেকে—এই সরল ঘটনাটি, যদিও তা কোন নোতুন ঘটনা নয়, যা বোঝায়, অর্থনৈতিক পরিভাষায় তা দাঁড়ায় এই যে, মেশিনারি শ্রমিকের জন্য জীবন-ধারণের উপায়সমূহকে মুক্ত করে দেয় অথবা তার কর্ম-সংস্থানের জন্য সেই উপায়সমূহকে মূলধনে রূপান্তরিত করে। তা হলে দেখতে পাচ্ছেন, প্রকাশ-ভঙ্গিটাই সবকিছু। "Nominibus mollire licet mala."

এই তত্ত্বের নিহিতার্থ এই যে, ১,৫০০ পাউণ্ড মূল্যের জীবন-ধারণের উপায় ছিল মূলধন, যা কর্মচ্যুত ৫০ জন মানুষের শ্রমের দ্বারা সম্প্রসারিত হচ্ছিল। অতএব, যে মুহূর্ত থেকে এই মানুষগুলি তাদের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ছুটি ভোগ করতে শুরু করে, সেই মুহূর্ত থেকেই এই মূলধন নিয়োগের বাইরে পড়ে যায় এবং যে-পর্যন্ত না তা কোনো নোতুন বিনিয়োগ খুঁজে পায়, যেখানে আবার তা এই ৫০ জন মানুষের দ্বারাই উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হচ্ছে, সে পর্যন্ত তার বিরাম থাকে না। সুতরাং আজ হোক, কাল হোক, মূলধন এবং শ্রম পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবেই। সুতরাং মেশিনারি দ্বারা কর্মচ্যুত শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা এই জগতের ধন-সম্পদের মতই-অনিত্য।

কর্মচ্যুত শ্রমিকদের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ১,৫০০ পাউণ্ড মূল্যের জীবন-ধারণের উপায়গুলি কখনো মূলধন ছিলনা। যা মূলধন হিসাবে তাদের মুখোমুখি হল, তা হল পরবর্তী কালে মেশিনারিতে নিয়োজিত ঐ ১,৫০০ পাউণ্ডে। আরো একটু নিবিড় ভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, ঐ ১,৫০০ পাউণ্ড প্রতিনিধিত্ব করত ১৫০ জন কর্মচ্যুত শ্রমিক এক বছরে যে কার্পেট উৎপাদন করত, তারই একটা অংশ, যে অংশটি তারা তাদের নিয়োগকর্তার কাছ থেকে জিনিসপত্রের অঙ্কে না পেয়ে পেত নগদ টাকায়—তাদের মজুরি হিসাবে। টাকার অঙ্কে কার্পেটের বিনিময়ে তারা কিনত ১,৫০০পাউণ্ড মূল্যের জীবন-ধারণের উপায়। সুতরাং এই উপায়সমূহ তাদের কাছে মূলধন ছিল না, ছিল পণ্য এবং এই পণ্যগুলির ক্ষেত্রে তারা মজুরি-শ্রমিক ছিলনা, ছিল ক্রেতা। তারা যে মেশিনারি থেকে, ক্রয়ের উপায় থেকে "মুক্ত" হয়েছিল, এই ঘটনা তাদেরকে পরিবর্তিত করেছিল ক্রেতা থেকে অক্রেতায়। এই কারণেই ঐ পণ্য-গুলির চাহিদাও হ্রাস পেয়েছিল—"voila tout"। যদি এই হ্রাসপ্রাপ্তি-জনিত ক্ষতি

অন্য কোন মহল থেকে চাহিদা-বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ না হয়, তা হলে পণ্যগুলির বাজার-দর পড়ে যায়। যদি এই পরিস্থিতি কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং দীর্ঘায়িত হয়, তা হলে আসে এই পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি। জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণ উৎপাদনে পূর্বে যে-মূলধন নিয়োজিত হত, এখন তার কিছু অংশ অন্য আকারে পুনরুৎপাদিত হতে হবে। যখন দাম পড়ে যায় এবং মূলধনের স্থানচ্যুতি ঘটছে, তখন জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকেরা আবার তাদের বেলায় তাদের মজুরির একটা অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, যখন মেশিনারি শ্রমিককে তার জীবন-ধারণের উপায় থেকে "মুক্ত" করে, তখন তা সেই সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য এই উপায়গুলিকে মূলধনে রূপান্তরিত করে—এই বক্তব্য প্রমাণ করার পরিবর্তে আমাদের কৈফিয়ৎদাতারা তাঁদের চাহিদা ও যোগানের পূর্ব-প্রস্তুত নিয়মটির সাহায্যে বরং উল্টো এটাই প্রমাণ করেন যে, উৎপাদনের যে-শাখায় মেশিনারি প্রবর্তিত হয়, কেবল সেই শাখাতেই নয়, যে-সব শাখাতে হয় না, সেইসব শাখাতেও তা শ্রমিকদের পথে ছুঁড়ে দেয়।

আসল যে ঘটনা যা অর্থতাত্ত্বিকদের আশাবাদের প্রেরণায় হাস্যকর ভাবে উপস্থাপিত হয়, তা এই : যখন শ্রমিকেরা মেশিনারির দ্বারা কর্মশালা থেকে বিতাড়িত হয়, তখন তারা নিক্ষিপ্ত হয় শ্রমের বাজারে ; এবং সেখানে ধনিকের ইচ্ছামত ব্যবহারের জন্য যে-শ্রমিকেরা ভিড় করে আছে, তারা সেই ভিড়কে আরো স্ফীত করে। এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যাবে যে, মেশিনারির এই ফল, যা আমরা আগেই দেখেছি, দেখানো হয় শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, অথচ তা বরং উল্টো একটা ভয়াবহ অভিশাপ। আপাততঃ আমি কেবল এই কথাই বলব : শিল্পের কোন এক শাখা থেকে উৎখাত শ্রমিকেরা নিঃসন্দেহে অন্য কোন শাখায় কাজ খোঁজ করতে পারে। যদি তারা তা পায় এবং এইভাবে তাদের নিজেদের এবং জীবন-ধারণের উপায়সমূহের মধ্যেকার বন্ধন নোতুন করে স্থাপন করতে পারে, তা হলে সেটা অসম্ভব হয় কেবল এক নোতুন ও অতিরিক্ত মূলধনের মধ্যস্থতায়, যে মূলধন বিনিয়োগের সন্ধান করছিল—কোন ক্রমেই সেই মূলধনের মধ্যস্থতায় নয়, যে তাদের পূর্বে নিয়োগ করেছিল এবং পরে মেশিনারিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এবং যদি তারা কাজ পেয়েও থাকে, তা হলেও কী হতভাগ্য তাদের চেহারা! যেহেতু তাঁরা শ্রম-বিভাগের দ্বারা পঙ্গু, সেহেতু এই বেচারা শয়তানগুলোর মূল্য তাদের পুরনো কাজের বাইরে এত নগণ্য, যে তারা কয়েকটি অপকৃষ্ট ধরনের শিল্প ছাড়া—যেগুলি ইতিপূর্বেই স্বল্প মজুরির শ্রমিকদের দ্বারা 'জনাকীর্ণ'—সেগুলি ছাড়া, অন্য কোথাও প্রবেশাধিকার পায় না।[১] অধিকন্তু, প্রত্যেক শিল্প প্রতি বছর আকর্ষণ করে একটি করে নোতুন

---

১. জে বি সে-র মামুলিপনার জবাবে রিকার্ডোর এক শিষ্য বলেন, "শ্রম-বিভাজন যেখানে সু-বিকশিত, সেখানে শ্রমিকের দক্ষতা কেবল সেই শাখাতেই সুপ্রাপ্য,

শ্রম-স্রোত, যা থেকে পূরণ করে নিতে হয় শূন্য স্থানগুলি এবং সংগ্রহ করে নিতে হয় সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ। যে মুহূর্তে মেশিনারি একটি নির্দিষ্ট শিল্প-শাখায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মুক্ত করে দেয়, সেই মুহূর্তে এই প্রতীক্ষমান কর্মপ্রার্থী মানুষগুলি ছড়িয়ে পড়ে কর্ম-সংস্থানের নোতুন নোতুন প্রবাহে এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অন্যান্য শাখায়; ইতোমধ্যে, এই অতিক্রমণের কালে যে-শ্রমিকেরা গোড়ায় বলি হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই উপোস করে থাকতে থাকতে শেষ হয়ে যায়।

এটা একটা সন্দেহাতীত ঘটনা যে, মেশিনারি নিজে শ্রমিকদের তাদের জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ থেকে "মুক্ত করে দেবার" জন্য দায়ী নয়। যেখানেই মেশিনারি আত্মবিস্তার করে, উৎপাদনের সেই শাখাতেই সে উৎপাদনকে সস্তা করে এবং বৃদ্ধি করে, এবং অপরাপর শাখায় উৎপাদিত জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের পরিমাণে গোড়ার দিকে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। অতএব, মেশিনারি প্রবর্তনের পরে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের জন্য সমাজ পায়, আগেকার তুলনায় বেশি না হলেও, অন্ততঃ সম-পরিমাণ জীবন-ধারণের সামগ্রী; এবং সেটা অ-শ্রমিকদের দ্বারা প্রতি-বছর যে-বিপুল-পরিমাণ উৎপন্ন সম্ভার অপচয়িত হয়, তা বাদ দিয়েই। এবং এই 'পয়েণ্ট'-টির উপরেই আমাদের কৈফিয়ৎদাতারা দাঁড়িয়ে আছেন! মেশিনারির ধনতান্ত্রিক নিয়োগের সঙ্গে যেসব দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা অবিচ্ছেদ্য, এঁরা বলেন, সেগুলির নাকি কোনো অস্তিত্ব থাকেনা, কেননা সেগুলির উদ্ভব স্বয়ং মেশিনারির থেকে নয়, মেশিনারির ধনতান্ত্রিক নিয়োগ থেকে! সুতরাং যেহেতু মেশিনারিকে যদি আলাদা করে একক ভাবে বিবেচনা করা যায়, তা হলে সে শ্রমের ঘণ্টা কমিয়ে দেয়, কিন্তু যখন সে মূলধনের সেবায় নিয়োজিত থাকে তখন সে শ্রমের ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়, যেহেতু এককভাবে সে শ্রমের তীব্রতাকে হ্রাস করে এবং যখন সে নিযুক্ত থাকে মূলধনের অধীনে তখন তা বৃদ্ধি করে; যেহেতু একক ভাবে সে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপরে মানুষের জয়লাভের সূচক কিন্তু মূলধনের হাতে পড়ে পরিণত হয় ঐ শক্তিসমূহের ক্রীতদাসে; যেহেতু একক ভাবে সে উৎপাদন-কারীদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু মূলধনের হাতে সে তাদের করে দেয় সর্বস্বান্ত—এই সমস্ত কারণে এবং আরো অন্যান্য কারণে, বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকেরা বেশি হৈ চৈ না করেই বলে থাকেন যে, এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে এই সব দ্বন্দ্ব-বিরোধ কেবল বাস্তবের আপাত-দৃশ্য রূপ মাত্র আসলে, এদের

যে-শাখাতে তা অর্জিত হয়েছে; সে নিজেই এক ধরনের মেশিন। সুতরাং, কেবল তোতা পাখির মত এই একই বুলি আউড়ে যাওয়া যে, জিনিসের স্বভাবই হচ্ছে নিজের মান খুজে নেওয়া—এতে কোনো সুরাহা হয় না। আমাদের চারদিকে তাকিয়ে আমরা এটা না দেখে পারি না যে সে তার মান অনেক কাল পর্যন্ত খুঁজে পায় না; এবং যখন তা পায় তখন সেই মানটি উক্ত প্রক্রিয়ার শুরুতে যা ছিল, তার চেয়ে নিচু।" ("ইনকুইরি ইনটু প্রিন্সিপলস···নেচার অব ডিম্যাণ্ড," লণ্ডন, ১৮২১, পৃঃ ৭২)।

না আছে কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব না আছে কোনো তত্ত্বগত অস্তিত্ব। এইভাবে ওঁরা মস্তিষ্কের অধিকতর বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে থাকেন; আরো বড় কথা, ওঁরা ইঙ্গিতে বলে থাকেন যে তাঁদের বিরোধিরা এত বোকা যে মেশিনারির ধনতান্ত্রিক নিয়োগের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে, তাঁরা দাঁড়ান খোদ মেশিনারিরই বিরুদ্ধে।

সন্দেহ নেই, মেশিনারির ধনতান্ত্রিক ব্যবহার থেকে যে কিছু সাময়িক অসুবিধা ঘটতে পারে, ওঁরা তা মোটেই অস্বীকার করেন না। কিন্তু এমন 'মেডাল' কোথায় আছে, যার এক পিঠ আছে, অন্য পিঠ নেই! মূলধনের দ্বারা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে তার নিয়োগ একটা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং ওঁদের কাছে মেশিনের দ্বারা শ্রমিকের শোষণ এবং শ্রমিকের দ্বারা মেশিনের শোষণ অভিন্ন। অতএব, মেশিনারির ধনতান্ত্রিক নিয়োগে আসল অবস্থা কি দাঁড়ায় যিনিই সেটা উদ্ঘাটিত করুন না কেন, তিনিই তার যে-কোনো ভাবে নিয়োগেরই বিরোধী; এবং সামাজিক প্রগতিরও শত্রু।[১] প্রখ্যাত বিল স্কাইজ যে যুক্তি দিয়েছিলেন, অবিকল সেই যুক্তি। "জুরির ভদ্রমহোদয়গণ, কোনো সন্দেহ নেই যে এই বাণিজ্যিক সফরকারীর গলা কাটা হয়েছে। কিন্তু সেটা আমার দোষ নয়, সেটা ছুরিটার দোষ। এমন সাময়িক অসুবিধার জন্য কি আমাদের ছুরির ব্যবহারকে নির্বাসন দিতে হবে? কেবল ভেবে দেখুন, ছুরির ব্যবহার বাদ দিলে কৃষি ও শিল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? অঙ্গ-সংস্থানের ক্ষেত্রে যেমন সে উপকারক, অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও সে তেমন উপকারক নয় কি? অধিকন্তু, ভোজের টেবিলেও কি তা একটি স্বেচ্ছামূলক সহায়ক নয়? যদি আপনারা ছুরিকে নির্বাসনে পাঠান, তা হলে আপনারা ফের আমাদের বর্বরযুগের গভীরে ছুঁড়ে দেবেন।"[২]

যদিও যেসব শিল্পে মেশিনারি প্রবর্তিত হয়, সেখানে অবধারিত ভাবেই মানুষকে কর্মচ্যুত হতে হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা অন্যান্য শিল্পে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটালেও ঘটাতে

---

১. অন্যান্যদের মধ্যে ম্যাককুলক-ও এই ধরনের হাবাগোবার ভান করতে একজন বাহাদুর ব্যক্তি। ৮ বছরের শিশুর কৃত্রিম সরলতার ভান দেখিয়ে তিনি বলেন, "যদি, শ্রমিকের দক্ষতার আরো বিকাশ সাধন করা সুবিধাজনক হয়, যাতে করে সে একই পরিমাণ বা অল্পতর পরিমাণ শ্রমের সাহায্যে নিরন্তর-বর্ধিত পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করতে পারে, তা হলে এটাও সুবিধাজনক হবে যে, সে এমন মেশিনারিরও সাহায্য গ্রহণ করবে যা তাকে এই ফল অর্জন করতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে।" (ম্যাককুলক: "প্রিন্সিপ্‌লস অব পলিটিক্যাল ইকনমি," লণ্ডন, ১৮৩০, পৃঃ ১৬৬)।

২. "সুতো-কাটার যন্ত্র ('চরকা') ভারতকে ধ্বংস করে দিয়েছে; অবশ্য এটা এমন একটা ঘটনা, যাতে সামান্যই যায় আসে।"—এম. তিয়েস´: "দ্য লা প্রপিয়েতে"। তিয়েস´ এখানে সুতো-কাটার যন্ত্রকে তাঁতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন, যেটা "এমন একটা ঘটনা, যাতে আমাদের সামান্যই যায় আসে।"

পারে। অবশ্য, এই ফলের সঙ্গে তথাকথিত ক্ষতিপূরণ তত্ত্বের কোনো মিল নেই। যেহেতু হাতে-তৈরি প্রত্যেকটি জিনিসের তুলনায় মেশিনে তৈরি প্রত্যেকটি জিনিস সস্তা হয়, সেই হেতু আমরা নিম্নলিখিত অভ্রান্ত নিয়মটি নির্ণয় করতে পারি: যদি মেশিনারি দ্বারা উৎপাদিত জিনিসটির মোট পরিমাণ পূর্বে হস্তশিল্প বা ম্যান্নুফ্যাকচারের দ্বারা উৎপাদিত, এবং এখন মেশিনারি দ্বারা তৈরি, জিনিসটির মোট পরিমাণের সমান হয়, তা হলে মোট ব্যয়িত শ্রম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। শ্রমের উপকরণসমূহের উপরে, মেশিনারির উপরে, কয়লা ইত্যাদির উপরে নোতুন যে-শ্রম ব্যয়িত হয় তা অবশ্যই মেশিনারি দ্বারা কর্মচ্যুত শ্রমের তুলনায় কম হবে; অন্যথায় মেশিনারির দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য দৈহিক শ্রমের-দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের সমান মহার্ঘ বা অধিকতর মহার্ঘ হত। কিন্তু, কার্যতঃ, অল্পতর সংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যে মেশিনারি জিনিসটির যে-মোট পরিমাণ উৎপন্ন করে তা হাতে-তৈরি জিনিসটির মোট পরিমাণের সমান থাকেনা, তাকে ঢের ছাড়িয়ে যায়—হাতে-তৈরি জিনিসটির যে পরিমাণটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ধরা যাক, যত-সংখ্যক তাঁতী হাত দিয়ে ১,০০,০০০ গজ কাপড় তৈরি করতে পারত, তার চেয়ে কম সংখ্যক তাঁতী পাওয়ার-লুম দিয়ে ৪,০০,০৪০ গজ কাপড় তৈরি করেছে। চতুর্গুণিত উৎপন্ন সম্ভারে চারগুণ কাঁচামালের দরকার হয়েছে। কিন্তু শ্রমের উপকরণ-সমূহের বেলায়, বাড়ি-ঘর, কয়লা, মেশিনারি ইত্যাদির বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকম; সেগুলির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনমত অতিরিক্ত শ্রম যে-মাত্রা পর্যন্ত বর্ধিত করা যায়, তা মেশিনে-তৈরি জিনিসের পরিমাণ এবং সেই একই সংখ্যক লোক একই জিনিসের যে-পরিমাণ হাতে তৈরি করতে পারত—এই দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্যের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

অতএব, যখন মেশিনারির ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট শিল্পে প্রসার লাভ করে, তার আশু ফল হয় অন্যান্য শিল্পে উৎপাদন-বৃদ্ধি, যে-শিল্পগুলি প্রথমোক্ত শিল্পটিকে উৎপাদনের উপকরণ-সমূহ সরবরাহ করে। তার দ্বারা কত সংখ্যক বাড়তি লোকের জন্য কর্মসংস্থান হয় তা নির্ভর করে, কাজের দিনের দৈর্ঘ্য ও শ্রমের তীব্রতা যদি নির্দিষ্ট থাকে তা হলে, বিনিয়োজিত মূলধনের গঠন-বিন্যাসের উপরে অর্থাৎ অ-স্থির উপাদানের সঙ্গে স্থির-উপাদানের অনুপাতের উপরে। এই অনুপাত আবার তার বেলায় প্রভূত ভাবে পরিবর্তিত হয় যে-মাত্রায় মেশিনারি ইতিমধ্যেই সেই ব্যবসাগুলি দখল করে নিয়েছে কিংবা তখনো দখল করে নিচ্ছে, সেই মাত্রাটির উপরে। ইংল্যাণ্ডে কারখানা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কয়লা ও তামার খনির কাজে অভিশপ্ত লোকদের সংখ্যা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু খনির কাজে নোতুন মেশিনারি প্রবর্তিত হবার দরুন গত কয়েক দশক ধরে এই বৃদ্ধি কম দ্রুত গতিতে ঘটেছে।[১] মেশিনের

১. ১৮৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, (২য় খণ্ড, লণ্ডন ১৮৬৩) ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এ কয়লা খনিতে নিযুক্ত লোক-সংখ্যা ছিল ২,৪৬৬১৩ জন, যাদের মধ্যে

সঙ্গে সঙ্গে নোতুন এক ধরনের শ্রমিকের জন্ম হয়—মেশিনের নির্মাণকারী। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি, এমন কি উৎপাদনের এই শাখাটিকে মেশিন এমন আয়তনে অধিকার করে নিয়েছে যে আয়তন প্রতিদিনই বৃদ্ধি পায়।[১] কাঁচামালের ক্ষেত্রে[২] এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, সুতো কাটার প্রবল পদক্ষেপে অগ্রগতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল তুলো উৎপাদনে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রাচুর্য এবং আফ্রোদেশীয় দাস-ব্যবসাতেই প্রেরণা সৃষ্টি করেনি, সেই সঙ্গে, তা সীমান্তের দাস-রাষ্ট্রগুলিতে দাস-প্রজননকে প্রধান ব্যবসাতে পরিণত করল। যখন, ১৭৯০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসদের প্রথম আদমসুমারি তৈরি হয়েছিল, তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৬,৯৭,০০০; ১৮৬১ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪০ লক্ষে। অপর পক্ষে, এটাও কম নিশ্চিত নয় যে, ইংল্যাণ্ডে উল-কারখানাগুলির উদ্ভব এবং সেই সঙ্গে আবাদি জমির মেষ-চারণ ভূমিতে রূপান্তর কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যায় ঘটাল মাত্রাতিরিক্ত বাহুল্য এবং দলে দলে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল শহরগুলিতে। আয়ার্ল্যাণ্ড গত কুড়ি বছরে তার জনসংখ্যাকে নামিয়ে এনেছে অর্ধেকে এবং এখনো তার অধিবাসী-সংখ্যাকে আরো কমিয়ে আনছে, যাতে করে তা তার জমিদারদের এবং ইংল্যাণ্ডের উল-ম্যানুফ্যাকচারকারীদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঠিক ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

শ্রমের বিষয়কে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য যে সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পার হতে হয়, তাদের যে কোনো একটি পর্যায়ে যদি মেশিনারি প্রবর্তিত হয়, তা হলে সেই সমস্ত পর্যায়ে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই একই সঙ্গে হস্তশিল্পে ও ম্যানুফ্যাকচারে শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়—সেই সব হস্তশিল্পে ও

৭৩,৫৪৫ জন ছিল ২০ বছরের নীচে এবং ১,৭৩,০৬৭ জন ছিল, উপরে। ২০ বছরের নীচে যারা ছিল, তাদের মধ্যে ২০,৮৩৫ জন ছিল ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, ৩০,৭০১ জন ছিল ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, ৪২,০১০ জন ছিল ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। লোহা, তামা, সীসা, টিন এবং অন্যান্য খনিতে নিযুক্তদের সংখ্যা ছিল ৩,১৯,২২২ জন।

১. ১৮৬১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এ মেশিনারি তৈরিতে নিযুক্ত ছিল ৬০,৮০৭ জন। মালিক, করণিক, দালাল, শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধরে কিন্তু সেলাই-কল ইত্যাদির মত ছোট মেশিনের নির্মাতাদের বাদ দিয়ে) সিভিল ইঞ্জিনিয়র, মোট সংখ্যা ৩,৩২৯ জন।

২. যেহেতু লোহা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালগুলির মধ্যে একটি সেই হেতু আমি বলতে চাই যে ১৮৬১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে ছিল ১২৫,৭৭১ চালু লোহা লোহা-চালাইকার, যাদের মধ্যে ১২৩,৪৩০ জন ছিল পুরুষ, ২৩৪১ জন নারী। পুরুষদের মধ্যে ৩০৮২০ জন ২০ বছর বয়সের নীচে, ৯২৬২০ জন তার উপরে।

ম্যানুফ্যাকচারে যেগুলি তাদের সরবরাহ পায় মেশিন-জনিত উৎপন্ন-সম্ভার থেকে। যেমন, মেশিনারি দিয়ে সুতো কাটার দরুন সুতোর সরবরাহ এত সস্তা ও প্রচুর হল যে হাতে তাঁত-চালকেরা প্রথমে সক্ষম হল বিনিয়োগ না বাড়িয়েও পুরো সময় কাজ করতে। সেই অনুসারে তাদের আয়ও বৃদ্ধি পেল।[১] তার ফলে চলল তুলা-বয়ন-শিল্পে জনতার স্রোত, যে পর্যন্ত না অবশেষে পাওয়ার-লুম এসে ঠেলে ফেলে দিল সেই ৮,০০,০০০ মানুষকে যাদের স্থান করে দিয়েছিল 'জেনি', 'থ্রশল্'-এবং 'মিউল'। ঠিক সেই ভাবে, মেশিনারি দ্বারা উৎপাদনের ফলে কাপড়ের দ্রব্য-সামগ্রীর এত প্রাচুর্য দেখা দিল যে দর্জি, সেলাই ও সূঁচের কাজে নিযুক্ত মেয়েদের সংখ্যা বেড়েই যেতে থাকল, যে পর্যন্ত না সেলাই কলের আবির্ভাব ঘটল।

যে অনুপাতে মেশিনারি, অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের সাহায্যে, কাঁচামাল, মধ্যবর্তী সামগ্রী, শ্রমের উপকরণ ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, সেই অনুপাতে এইসব কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী সামগ্রীর প্রস্তুতি-প্রক্রিয়াও অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে যায়; সামাজিক উৎপাদনে বৃদ্ধি পায় বৈচিত্র্য। ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থা শ্রম-বিভাজনকে যতদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, কারখানা-ব্যবস্থা তাকে নিয়ে যায় বহু বহু গুণ দূরে; কারণ যে-সব শিল্প সে করায়ত্ত করে, তাদের উৎপাদশীলতাকে সে বাড়িয়ে দেয় অনেক উঁচু মাত্রায়।

মেশিনারির আশু ফল হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি এবং সেইসব দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন বৃদ্ধি, যার মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্য বিধৃত থাকে। এবং ধনিক ও তাদের পরিবার-পরিজন যেসব দ্রব্য-সামগ্রী পরিভোগ করে, সেগুলির প্রাচুর্য যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় সে সবের জন্য সমাজের ফরমাশ। একদিকে, তাদের ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে জীবন-ধারণের আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সংখ্যায় হ্রাসের ফলে সৃষ্টি হয় বিবিধ নোতুন ও বিলাসী অভাব এবং সেই সঙ্গে সেই অভাব-পূর্তির উপকরণ। সমাজের উৎপন্ন সম্ভারের একটা বৃহত্তর অংশ পরিবর্তিত হয় উদ্বৃত্ত-উৎপন্নে এবং এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটি বৃহৎ অংশ পরিভোগের জন্য সরবরাহ করা হয় বহুবিধ সুসংস্কৃত আকারে। অন্যভাবে বলা যায়, বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।[২] বিশ্বের বাজারের সঙ্গে নোতুন নোতুন সম্পর্কের উদ্বোধনও উৎপন্ন-দ্রব্যাদির

---

১. চার জন বয়স্ক লোকের একটি পরিবার, গুটি পাকানোর জন্য দুজন শিশু সহ, গত শতকের শেষে এবং এই শতকের শুরুতে, দৈনিক দশ ঘণ্টা শ্রম করে, উপার্জন করত সপ্তাহে £ ৪ পাউণ্ড। যদি কাজটা খুব জরুরি হত, তা হলে বেশি উপার্জন করতে পারত।···তার আগে পর্যন্ত সুতোর সরবরাহে সব সময়েই ছিল ঘাটতির দুর্ভোগ। (গ্যাসকেল—দি ম্যানুফ্যাকচারিক পপুলেশন অব ইংল্যাণ্ড পৃঃ ২৫-২৭)।

২. এফ. এঙ্গেলস তাঁর "Lage···Klasse in England"-এ দেখিয়েছেন ঐসব

এইসব সুসংস্কৃত ও বিচিত্র রূপের জন্য দায়ী, আধুনিক শিল্প এই নোতুন সম্পর্কসমূহের স্রষ্টা। কেবল যে স্বদেশে তৈরি দ্রব্যাদির সঙ্গে বিদেশে তৈরি বিলাস-দ্রব্যাদির বিনিময় ঘটে, তাই নয়, সেই সঙ্গে বিদেশী কাঁচামাল, উপাদান, মধ্যবর্তী উৎপন্ন সামগ্রীও বিপুলতর পরিমাণে স্বদেশী শিল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের বাজারের সঙ্গে এই সম্পর্ক-সূত্রের সুবাদে, পরিবহণ-ব্যবস্থাগুলিতে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এই ব্যবসাগুলি অসংখ্য প্রকারে বিভক্ত হয়।[১]

শ্রমিক-সংখ্যায় আপেক্ষিক হ্রাসের সঙ্গে উৎপাদন ও জীবন-ধারণের উপায়-সমূহের এই বৃদ্ধির ফলে খাল, 'ডক' (জাহাজঘাটা), 'টানেল' (সুড়ঙ্গপথ), সেতু ইত্যাদি তৈরি করার জন্য শ্রমিকেরা চাহিদা বৃদ্ধি পায় ; এই সব নির্মাণকার্য কেবল সুদূর ভবিষ্যতেই ফল করতে পারে। হয় মেশিনারির, নয়তো, তজ্জনিত সাধারণ শিল্পগত পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাব সম্পূর্ণ নোতুন নোতুন উৎপাদন-শাখার উদ্ভব ঘটে এবং তার ফলে শ্রমের নোতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমনকি সবচেয়ে বিকশিত দেশগুলিতেও সামগ্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন-শাখাগুলির স্থান আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেগুলিতে কত সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়, তা ঐসব শিল্প কত পরিমাণ স্থূলতম প্রকারের দৈহিক শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে আনুপাতিক। বর্তমানে এই ধরনের প্রধান শিল্প হচ্ছে গ্যাস-কারখানা, টেলিগ্রাফি, বাষ্পীয় নৌ-চলাচল এবং রেলওয়ে। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর ১৮৬১ সালের আদম-সুমারি অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে গ্যাস-শিল্পে (গ্যাস-কারখানা, মেকানিক্যাল অ্যাপারেটাসের উৎপাদন, গ্যাস-কোম্পানিগুলির কর্মীবৃন্দ ইত্যাদি) ছিল ১৫,২১১ জন ব্যক্তি, টেলিগ্রাফিতে ২,৩৯৯ জন, ফটোগ্রাফিতে ২,৩৬৬ জন ; বাষ্পীয় নৌ-চলাচলে ৩,৫৭০ জন এবং রেলওয়েতে ৭০,৫৯৯ জন, যাদের মধ্যে কম-বেশি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত অদক্ষ "আনাড়িদের" এবং সমগ্র প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক স্টাফের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২৮,০০০ জন। সুতরাং এই পাঁচটি শিল্পে মোট নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হল ৯৪,১৪৫ জন। সর্বশেষে, উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির আরো ব্যাপক ও আরো তীব্র শোষণের সঙ্গে সংযুক্ত আধুনিক শিল্পের অসাধারণ উৎপাদনশীলতা সুযোগ করে শ্রমিক-শ্রেণীর এক ক্রম-বৃহত্তর অংশের অনুৎপাদক কর্মসংস্থানের এবং নিরন্তর-বর্ধমান আয়তনে প্রাচীন ঘরোয়া ক্রীতদাসের পুনরুৎপাদনের ; 'পরিচারক-শ্রেণী' নামের আড়ালে এই ক্রীতদাস-শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে পুরুষ-পরিচারক, নারী-পরিচারিকা, পার্শ্বচর-ভৃত্য ইত্যাদি। ১৮৬১ সালের আদম-সুমারি অনুযায়ী, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা ছিল ২,০০,৬৬, ২৪৪ ; এদের

বিলাস-দ্রব্যাদি উৎপাদনে যারা কাজ করে, তাদের বিপুল অংশের কী শোচনীয় অবস্থা। "শিশু-নিয়োগ কমিশন"-এর রিপোর্টগুলিতেও অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১. ১৮৬১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়ালেসে মার্চেন্ট সার্ভিসে ছিল ৯৪,৬৬৫ জন নাবিক।

মধ্যে পুরুষ ৯৭,৭৬,২৫৯ এবং নারী ১,০২,৮৯,৯৬৫। এই জনসংখ্যা থেকে যদি আমরা বাদ দিই এমন সকলকে যারা কাজের পক্ষে অতি বৃদ্ধ বা অতি কচি তাদেরকে, সমস্ত অনুৎপাদনশীল নারী, তরুণ ও শিশুদেরকে, সরকারী কর্মচারী, পুরোহিত, আইনজীবী ও সৈনিক ইত্যাদির মত "ভাবাদর্শগত" শ্রেণীসমূহকে এবং সেই সঙ্গে, এমন সকলকে যাদের খাজনা, সুদ ইত্যাদির আকারে অন্যের শ্রম পরিভোগ করা ছাড়া আর কোনো পেশা নেই এবং, সর্বশেষে, নিঃস্ব, ভবঘুরে ও দুর্বৃত্তদেরকে, তা হলে থাকে পুরো সংখ্যায় সব বয়সের নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ৮০ লক্ষ মানুষ, যাদের মধ্যে ধরা হয়েছে এমন প্রত্যেকটি ধনিককে, যে কোন-না-কোন ভাবে শিল্প, বাণিজ্য বা ফিন্যান্স (অর্থ-সংস্থান)-এর কাজে লিপ্ত। এই ৮০ লক্ষের মধ্যে আছে:

কৃষি শ্রমিক (মেষ-পালক, খামার-কর্মী, কৃষকের বাড়িতে কর্ম-নিযুক্ত ঝি সমেত)	১,০৯৮,২৬১ জন
তুলো, উল, পশম, শণ রেশম ও পাট কলে এবং মেশিনারি-সহযোগে মোজা ও লেস তৈরিতে নিযুক্ত এমন এমন সকলে	৬৪২,৬০৭[১] জন
কয়লা ও ধাতুর খনিতে নিযুক্ত এমন সকলে	৫৬৫,৮৩৫ জন
ধাতুর কারখানায় (ব্লাস্ট ফার্নেস, রোলিং মিল ইত্যাদি) এবং প্রত্যেক ধরনের মেটাল-ম্যানুফ্যাকচারে নিযুক্ত এমন সকলে	৩৯৬,৯৯৮[২] জন
ভৃত্য-শ্রেণী	১,২০৮,৬৪৮[৩] জন

কাপড়-কলে ও খনিতে নিযুক্ত এবং সকলকে ধরে সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২০৮,৪৪২; কাপড় কলে ও ধাতু শিল্পে নিযুক্ত এমন সকলকে ধরে সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৩৯,৬০৫; উভয় ক্ষেত্রেই সংখ্যাটি আধুনিক ঘরোয়া ক্রীতদাসদের সংখ্যার চেয়ে কম; মেশিনারির ধনতান্ত্রিক শোষণের কী চমৎকার ফল!

---

১. এদের মধ্যে মাত্র ১৭৭, ৫৯৬ জন পুরুষ, যাদের বয়স ১৩ বছরের উপরে।

২. এদের মধ্যে ৩০,৫০১ জন নারী।

৩. এদের মধ্যে ১৩৭,৪৪৭ জন পুরুষ। ব্যক্তিগত বাড়িতে কাজ করে না এমন একজনকেও এদের মধ্যে ধরা হয় নি। ১৮৬১ এবং ১৮৭০ সালের মধ্যে পুরুষ ভৃত্যের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তা' বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৭,৬৭১। ১৮৪৭ সালে (জমিদারদের পশু-জননক্ষেত্রের জন্য) ছিল ২,৬৯৪ জন পশু-পালক, ১৮৬৯ সালে ছিল ৪,৯২১ জন। লণ্ডনের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাড়িতে নিযুক্ত অল্পবয়সী কাজের মেয়েদের সাধারণ ভাবে বলা হয় বাঁদী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ কারখানা-ব্যবস্থার দ্বারা মেহনতি মানুষের বিকর্ষণ ও আকর্ষণ ॥

॥ তুলো ব্যবসায়ে সংকট ॥

যে কোনো মানের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদেরা স্বীকার করেন যে, নোতুন মেশিনারি প্রবর্তন পুরনো হস্তশিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারে শ্রমিকদের উপরে সর্বনাশা ফল সৃষ্টি করে—এই হস্তশিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গেই নোতুন মেশিনারি প্রথম প্রতিযোগিতা করে। তাঁরা প্রায় সকলেই কারখানা-শ্রমিকের ক্রীতদাসত্বে শোক প্রকাশ করেন। এবং তাঁদের হাতে সেই মস্ত তুরুপের তাসটি কি, যেটি তাঁরা খেলেন? সেটি হল এই যে, প্রথম প্রবর্তন ও বিকাশের যুগের বিভীষিকাগুলি প্রশমিত হবার পরে, মেশিনারি শ্রমের ক্রীতদাসদের সংখ্যা না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে দেয়! হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এই বীভৎস তত্ত্বটিতে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের চিরন্তন প্রকৃতি-নির্দিষ্ট ভবিতব্যতায় বিশ্বাসী প্রত্যেকটি "লোক-হিতৈষী ব্যক্তির কাছেই যা বীভৎস, সেই তত্ত্বটিতে—উল্লাস প্রকাশ করেন যে, অগ্রগতি ও অতিক্রান্তির একটা যুগের পরে, এমন কি তার চূড়ান্ত সাফল্যের পরে, কারখানা-ব্যবস্থা তার প্রথম প্রবর্তনের কালে যত শ্রমিককে পথে ছুঁড়ে দেয়, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিককে পেষণ করে।[১]

---

১. বিপরীত দিকে, গ্যানিল মনে করেন, কারখানা-ব্যবস্থার চূড়ান্ত ফল হল কর্মীসংখ্যায় অনাপেক্ষিক হ্রাস, আর তাদের বিনিময়ে বেঁচে থাকে এক বর্ধিত সংখ্যক "gens honnetes" এবং গড়ে তোলে তাদের সুপরিচিত "perfectibilite perfectible"। যেহেতু তিনি উৎপাদনের গতি খুব সামান্যই বোঝেন, তিনি অন্ততঃ মনে করেন যে, মেশিনারিকে অবশ্যই হতে হবে একটা মারাত্মক প্রতিষ্ঠান, যদি তার প্রবর্তন কর্মব্যস্ত শ্রমিকদের পরিবর্তিত করে দুঃস্থে, এবং তার অগ্রগতি সে যত-সংখ্যক ক্রীতদাসত্বের অবসান ঘটিয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রীতদাসত্বের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। তাঁর নিজের কথাতেই ছাড়া, তাঁর এই বক্তব্যের ভাঁড়ামি আর কোনো ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়: "Les classes condamnees a produire et a consommer diminuent, et les classes qui dirigent le travail, qui soulagent, consolent, et eclairent toute la population, se multiplient…et s'approprient tous les bienfaits qui resultant de la diminution des frais du travail, de l'abondance des productions, et du bon marche des consomma-

এটা ঠিক যে কিছু ক্ষেত্রে, যেমন আমরা জেনেছি ইংল্যাণ্ডের পশম ও রেশম কারখানাগুলিতে, কারখানা-ব্যবস্থার অসাধারণ সম্প্রসারণ, তার বিকাশের বিশেষ এক পর্যায়ে, ঘটাতে পারে কর্ম-নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যায় কেবল আপেক্ষিক হ্রাসই নয়, অনাপেক্ষিক হ্রাসও। ১৮৬০ সালে, যখন পার্লামেন্টের নির্দেশে যুক্তরাজ্যের সমস্ত কারখানার একটি বিশেষ সুমারি তৈরি করা হয়, তখন কারখানা-পরিদর্শক মিঃ বেকার-এর জেলায় অন্তর্ভুক্ত ল্যাংকাশায়ার, চেশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের অংশগুলিতে কারখানার সংখ্যা ছিল ৬৫২টি; এদের মধ্যে ৫৭০টিতে ছিল ৮৫,৬২২টি পাওয়ার-লুম ৬৮,১৯,১৪৬টি স্পিণ্ডল (ডাবলিং স্পিণ্ডল বাদে); এরা নিয়োগ করত ২৭,৪৩৯ অশ্বশক্তি (বাষ্প) ও ১৩৯০ অশ্বশক্তি (জল) এবং ৯৪,১১৯ জন ব্যক্তি ১৮৬৫ সালে ঐ একই কারখানাগুলিতে লুমের সংখ্যা দাঁড়াল ৯৫,১৬৩ স্পিণ্ডল্-এর ৭০,২৫ ০৩১; বাষ্প-শক্তির পরিমাণ দাঁড়াল ২৮,৯২৫ অশ্ব এবং জল-শক্তির ১৪,৪৫ অশ্ব; এবং কর্ম-নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৮,৯১৩। অতএব, ১৮৬০ থেকে ১৮৩৫ এই পাঁচ বছরের মধ্যে লুমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল ১১ শতাংশ, স্পিণ্ডল-এর ৩ শতাংশ, ইঞ্জিন-শক্তির পরিমাণ ৩ শতাংশ, কিন্তু কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমে গেল ৫½ শতাংশ।[১] ১৮৫২ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের উল ম্যানুফ্যাকচার প্রভৃতি প্রসার ঘটে অথচ তাতে কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা থাকে প্রায় স্থির; এ থেকে বোঝা যায়, নোতুন নোতুন মেশিনের প্রবর্তন পূর্বতন কালের কত সংখ্যক শ্রমিকের স্থান দখল করছে।[২] কয়েকটি ক্ষেত্রে, নিযুক্ত শ্রমিকেরা সংখ্যা বৃদ্ধি কেবল আপাত-দৃশ্য;

---

tions. Dans cette direction, l'espece humaine s'eleve aux plus hautes conceptions du genie, penetre dans les profondeurs mysterieuses de la religion, etablit les principes salutaires de la morale (which consists in 's'approprier tous les bienfaits,' &c.), les lois tutelaires de la liberte (liberty of 'les classes condamnees a produire ?') et du pouvoir, de l'obeissance et de la justice, du devoir et de l'humanite.'' For this twaddle see "Des systemes d'Economie Politique, &c., Par M. Ch. Ganilh.'' 2eme ed., Paris, 1821, t. I. p. 224, and see p. 212.

১. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর ১৮৬৫," পৃঃ ৫৮। যাই হোক, একই সময়ে, বর্ধিত সংখ্যক কর্মীর জন্য কর্ম-সংস্থানের উপায় ১১০টি নোতুন মিল-এ প্রস্তুত ছিল, যেগুলিতে ছিল ১১,৬২৫টি তাঁত; ৬,২৮,৫৭৬টি টাকু এবং বাষ্প ও জলের মোট ২,৬৯৫ অশ্বশক্তি। (ঐ)।

২. "রিপোর্টস ইত্যাদি, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬২," পৃঃ ৭৯। ১৮৭১ সালের শেষে, মিঃ এ. রেডগ্রেভ, কারখানা-পরিদর্শক, ব্রেডফোর্ডে 'নিউ মেকানিক্স ইনস্টিটিউশনে' এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "কিছুকাল ধরে যেটা আমার নজরে পড়ছে, সেটা হল উল ফ্যাক্টরিগুলির পরিবর্তিত চেহারা। আগে এগুলি ভর্তি ছিল মহিলা

অর্থাৎ ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির প্রসারণের দরুন এই বৃদ্ধি ঘটেনি, ঘটেছে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবসাগুলিকে অঙ্গীভূত করে নেবার দরুন; যেমন, ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে তুলা-শিল্পে পাওয়ার লুমের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে কেবল এই শিল্পেরই প্রসারলাভের কারণে; কিন্তু অন্যান্য শিল্পে তা ঘটে কার্পেট-লুমে, রিবন-লুমে এবং লিনেন-লুমে বাষ্পশক্তি প্রয়োগের কারণে; পূর্বে এগুলি চালিত হত মনুষ্য-শক্তির দ্বারা।[১] সুতরাং; এই শেষোক্ত শিল্পগুলিতে কর্মী-সংখ্যায় বৃদ্ধি হচ্ছে কেবল মোট সংখ্যায় হ্রাসপ্রাপ্তিতে লক্ষণমাত্র। সর্বশেষে, আমরা এই সমগ্র প্রশ্নটিকে আলোচনা করেছি একটি ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে; সেই ঘটনাটি এই যে, ধাতব শিল্পগুলি ব্যতিরেকে সর্বত্রই অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা (যারা আঠারো বছরের কম-বয়সী, তারা) এবং নারী ও শিশুরাই গঠন করে কারখানা-কর্মীদের অধিপ্রধান অংশ।

যাই হোক, বিপুল কর্মীসংখ্যা কর্মচ্যুত ও কার্যতঃ মেশিনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা বুঝতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট শিল্পে আরো কল-কারখানা নির্মাণ এবং পুরনো কল-কারখানাগুলির সম্প্রসারণের মাধ্যমে, কারখানা-শ্রমিকের সংখ্যা ম্যানুফ্যাকচার ও হস্তশিল্প থেকে কর্মচ্যুত শ্রমিক-সংখ্যা থেকে আরো বহুলতা লাভ করতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতিতে, প্রতি সপ্তাহে ৫০০ পাউণ্ড করে বিনিয়োগ করা হয়, যার দুই-পঞ্চমাংশ স্থির মূলধন এবং বাকি তিন-পঞ্চমাংশ অস্থির মূলধন অর্থাৎ ২০০ পাউণ্ড খাটানো হচ্ছে উৎপাদনের উপায়ে এবং ৩০০ পাউণ্ড, ধরুন, মাথা-পিছু ১ পাউণ্ড হিসাবে, শ্রম-শক্তিতে। মেশিনারি প্রবর্তনের সঙ্গে, এই সঙ্গে এই অনুপাতটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা ধরে নেব যে তখন চার-পঞ্চমাংশ হবে স্থির মূলধন এবং এক-পঞ্চমাংশ অস্থির মূলধন, যার মানে এখন মাত্র ১০০ পাউণ্ড লাগানো হয় শ্রম-শক্তির বাবদে। কাজে কাজেই দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক সংখ্যার কর্মচ্যুতি ঘটে। এখন যদি ব্যবসা বিস্তার লাভ করে এবং বিনিয়োজিত মূলধন বেড়ে দাঁড়ায় ১,৫০০ পাউণ্ড, অথচ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, তা হলে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়াবে ৩০০—মেশিনারি প্রবর্তনের আগে যা ছিল ঠিক সেই সংখ্যায়। যদি মূলধন আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২,০০ পাউণ্ড, তা হলে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যা হবে ৪০০ অর্থাৎ আগেকার ব্যবস্থায় যা ছিল, তার

আর শিশুতে; এখন মনে হয়, মেশিনারিই সব কাজ করে। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় একজন ম্যানুফ্যাকচারার আমাকে বলল, 'পুরনো ব্যবস্থায় আমি নিয়োগ করতাম ৬৩ জন ব্যক্তি, উন্নত ধরনের মেশিনারি প্রয়োগের পরে আমি তাদের সংখ্যা কমিয়ে করেছিলাম ৩৩ জন, সম্প্রতি আরো নোতুন ও বিস্তারিত অদল-বদলের পরে আমি সেই সংখ্যা নামিয়ে আনতে পেরেছি ১৩-তে।"

১. রিপোর্টস···ইত্যাদি, ৩১ অক্টোবর, ১৮৫৬, পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ বেশি। তথ্যের দিক থেকে, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু কেবল আপেক্ষিক ভাবে; অর্থাৎ আগাম-খাটানো মূলধনের হিসাবে তাদের সংখ্যা ৮০০ জন হ্রাস পেয়েছে, কেননা আগেকার অবস্থা বজায় থাকলে ২০০০ পাউণ্ড মূলধন নিযুক্ত করত ৪০০ জনের জায়গায় ১২০০ জন। অতএব, শ্রমিক-সংখ্যায় আপেক্ষিক হ্রাস এবং বাস্তবিক বৃদ্ধি পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপরে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, যখন মোট মূলধন বাড়ে, তখন তার গঠন-বিন্যাস একই থাকে, কেননা উৎপাদনের অবস্থাবলী অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, মেশিনারির ব্যবহারে প্রতিটি অগ্রগতির সঙ্গে মূলধনের স্থির উপাদানটি—যে অংশটি গঠিত হয় মেশিনারি, কাঁচামাল ইত্যাদি দিয়ে, সেই অংশটি—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; অন্য দিকে, অস্থির উপাদানটি—যে অংশটি ব্যয়িত হয় শ্রম-শক্তি বাবদে, সেই অংশটি—হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। আমরা আরো জানি, কারখানা ব্যবস্থার মত অন্য কোন উৎপাদন-ব্যবস্থায় উন্নয়ন এত নিরবচ্ছিন্ন নয় এবং বিনিয়োজিত মূলধনের গঠন-বিন্যাসও এত নিরন্তর পরিবর্তনশীল নয়। অবশ্য, এই পরিবর্তনগুলি কিছুকাল অন্তর-অন্তর বাধাপ্রাপ্ত হয় সাময়িক বিশ্রামের দ্বারা, যখন উপস্থিত কৃৎকৌশলগত ভিত্তির উপরেই কারখানা-গুলির কেবল মাত্রাগত সম্প্রসারণই ঘটে। এই ধরনের সময়কালে শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। যেমন, ১৮৩৫ সালে যুক্তরাজ্যে তুলো, উল, পশম, শণ ও রেশম কারখানাগুলিতে মোট শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মাত্র ৪,৪৪,৬৮৪, যেখানে ১৮৩১ সালে একমাত্র পাওয়ার-লুম তন্তুবায়দের (নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ও আট বছর থেকে উপরের দিকে সব বয়সের কর্মী-সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৪০,৬৫৪। নিশ্চয়ই, এই বৃদ্ধির গুরুত্ব কমে যায় যখন আমরা মনে করি যে, ১৮৩৮ সালে তখনো হস্ত-চালিত তাঁতে নিযুক্ত তন্তুবায়দের সপরিবারে সংখ্যা ছিল ৮,০০,০০০;[১] এশিয়ায় ও ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যাদের কাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, তাদের কথা নাইবা উল্লেখ করলাম।

এই প্রসঙ্গে আমার যে-সামান্য কটি মন্তব্য এখনো বাকি আছে, সেগুলিতে আমি সত্য সত্যই বর্তমান আছে এমন কয়েকটি সম্পর্কের উল্লেখ করব—যে সম্পর্ক-সমূহের অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত আমাদের অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়নি।

যতকাল পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট শিল্প-শাখায়, কারখানা-ব্যবস্থা আত্ম-বিস্তার করে পুরনো হস্তশিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারের বিনিময়ে, ততকাল পর্যন্ত তার ফল হয় এক

১. "হস্তচালিত তাঁতের তাঁতীদের দুঃখ-দুর্দশা একটি 'রয়্যাল কমিশন'-এর তদন্তের বিষয় হয়েছিল,.যদিও তা স্বীকৃত হয়েছিল এবং তার জন্য বিলাপ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের অবস্থা সুরাহা করার ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল দৈব ও কালগত পরিবর্তনের উপরে; আশা করা যায় (২০ বছর পরে!) এখন সেই দুঃখ-দুর্দশা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সম্ভবতঃ পাওয়ার-লুমের বর্তমান ব্যাপক বিস্তারের কল্যাণে।" (রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ১৮৫৬, পৃঃ ১৫)।

দিকে বন্দুক-কামান-সজ্জিত সেনাবাহিনী এবং অন্যদিকে তীর-ধনুকে সজ্জিত সেনা-বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষেরই অনুরূপ। এই প্রথম যুগটি, যখন মেশিনারি তার কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে—এই যুগটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা অসাধারণ পরিমাণে মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে। এই মুনাফা যে কেবল দ্রুতগতি সঞ্চয়নের উৎস গড়ে তোলে, তাই নয়, সেই সঙ্গে, নিরন্তর সৃষ্টি হচ্ছে যে সামাজিক মূলধন এবং যা খুঁজে বেরোচ্ছে নোতুন নোতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্র, তার বৃহত্তর অংশটিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে উৎপাদনের অনুকূল ক্ষেত্রে। প্রথম যুগের এই ক্ষিপ্র ও প্রচণ্ড তৎপরতার বিশেষ সুবিধাগুলি অনুভূত হয় মেশিনারি কর্তৃক আক্রান্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। যখন কারখানা-ব্যবস্থা দাঁড়াবার মত প্রশস্ত ভিত্তি পেয়ে গিয়েছে এবং একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিপক্কতা লাভ করেছে, বিশেষ করে, যখন তার নিজের কারিগরি ভিত্তি যে মেশিনারি, সেই মেশিনারি নিজেই উৎপাদিত হচ্ছে মেশিনারির দ্বারা, যখন কয়লা খনন ও লৌহ খননে, ধাতব শিল্পসমূহ এবং পরিবহণ-ব্যবস্থায় ঘটে গিয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন; সংক্ষেপে, যখন আধুনিক শিল্পের দ্বারা উৎপাদনের জন্য আবশ্যক অবস্থাগুলি তৈরি হয়ে গিয়েছে, তখনি এই উৎপাদন পদ্ধতি এমন একটা প্রসারণশীলতা, লাফে লাফে আচমকা বিস্তারলাভের এমন একটা ক্ষমতা অর্জন করে যে, তার পথে কাঁচামালের সরবরাহে এবং উৎপন্ন সম্ভারের বিক্রি-বন্দেজ ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে কোনো বাধা থাকে না। একদিকে মেশিনারির আশু ফল হয় কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করা, যেমন কটন জিন বৃদ্ধি করেছিল কটনের উৎপাদন।[১] অপরদিকে মেশিনারির দ্বারা উৎপাদিত জিনিসের সস্তায় সুলভতা এবং পরিবহণ ও যোগাযোগের উপায়সমূহের উন্নতি যোগায় বিদেশী বাজার জয় করার হাতিয়ার। অন্যান্য দেশের হস্তশিল্প-উৎপাদনকে ধ্বংস করে দিয়ে, মেশিনারি তাদের বলপূর্বক রূপান্তরিত করে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে। এই ভাবেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাধ্য হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেনের জন্য তুলা, পশম, শণ, পাট ও নীল উৎপাদন করতে।[২] যেসব দেশে আধুনিক শিল্প শিকড় গেড়েছে, সেসব দেশে কর্মীসংখ্যার একাংশকে তা চিরকাল "অনুপূরক" হিসাবে দেশান্তরী হতে এবং বিদেশের ভূখণ্ডগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করতে প্রেরণা যোগায়, যে-ভূখণ্ডগুলি তার ফলে রূপান্তরিত হয় মূলদেশটির জন্য কাঁচামাল উৎপাদনের উপনিবেশে, ঠিক যেমন,

---

১. অন্যান্য যে-সব উপায়ে মেশিনারি কাঁচামালের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে, তা তৃতীয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হবে।

২. **ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে তুলা রপ্তানির পরিমাণ** (পাউণ্ড)

১৮৪৬—৩,৪৫,৪০,১৪৩ / ১৮৬০—২০,৪১,৪১,১৬৮ / ১৮৬৫—৪৪,৫৯,৪৭,৬০০

ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে উল রপ্তানির পরিমাণ (পাউণ্ড)

১৮৪৬—৪৫,৭০,৫৮১ / ১৮৬০—২,০২,১৪,১৭৩ / ১৮৬৫—২,০৬,৭৯,১১১

নমুনা হিসাবে, অস্ট্রেলিয়া রূপান্তরিত হয়েছিল উল উৎপাদনের উপনিবেশে।[১] একটি নোতুন ও আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের, আধুনিক শিল্পের প্রধান কেন্দ্রের প্রয়োজন সমূহের পক্ষে উপযোগী এমন এক শ্রম-বিভাগের, উদ্ভব ঘটে এবং ভূমণ্ডলের একটি অংশকে রূপান্তরিত করে প্রধানতঃ কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে যার কাজ হবে ভূমণ্ডলের অন্য অংশটিকে—যা থেকে যায় শিল্প-প্রধান, সেই অংশটিকে—কাঁচামালের যোগান দেওয়া। এই বিপ্লব যুক্ত হয় কৃষিতে আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে, যে সম্পর্কে এখানে আমরা আর অনুসন্ধান চালাব না।[২]

---

১. কেপ থেকে গ্রেট ব্রিটেনে উল-রপ্তানির পরিমাণ: ১৮৪৬—২,৯৫৮,৪৫৭ পাউণ্ড, ১৮৬০—১৬,৫৭৪,৩৪৫ পাউণ্ড, ১৮৬৫—২৯,৯২০,৬২৩ পাউণ্ড।

অস্ট্রেলিয়া থেকে গ্রেট ব্রিটেনে উল-রপ্তানির পরিমাণ: ১৮৪৬—২,১৭,৮৯,৩৪৬ পাউণ্ড, ১৮৬০—৫,৯১,৬৬,৬১৬ পাউণ্ড, ১৮৬৫—১০,৯৭,৩৪,২৬১ পাউণ্ড।

২. স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশও ইউরোপের, বিশেষ করে, ইংল্যাণ্ডের আধুনিক শিল্পের অবদান। তাদের বর্তমান রূপে ঐ রাষ্ট্রগুলিকে এখনো (১৮৬৬) ইউরোপের উপনিবেশ বলেই গণ্য করা উচিত। [চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজিত—"তারপর থেকে তারা বিকশিত হয়েছে এমন একটি দেশে যার শিল্প এখন দখল করেছে দ্বিতীয় স্থান; অবশ্য তার জন্য তাদের ঔপনিবেশিক চরিত্র এখনো সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পায়নি।" এফ. এঙ্গেলস]

যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রেট ব্রিটেনে তুলো রপ্তানির পরিমাণ

(পাউণ্ডের হিসাবে)

১৮৪৬—৪০,১৯,৪৯,৩৯৩ / ১৮৫২—৭৬,৫৬,৩০,৫৪৩
১৮৫৯—৯৬,১৭,০৭,২৬৪ / ১৮৬০—১,১১,৫৮,৯০,৬০৮।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রেট ব্রিটেনে শস্য ইত্যাদি রপ্তানির পরিমাণ

		১৮৫০	১৮৬২
গম	(হন্দরের হিসাবে)	১৬,২০২,৩১২	৪১,০৩৩,৫০৩
বার্লি	,,	৩,৬৬৯,৬৫৩	৬,৬২৪,৮০০
ওট	,,	৩,১৭৪,৮০১	৪,৪২৬,৯৯৪
রাই	,,	৩৮৮,৭৪৯	৭,১০৮
ময়দা	,,	৩,৮১৯,৪৪০	৭,২০৭,১১৩
বাকহুইট	,,	১,০৫৪	১৯,৫৭১
মেইজ	,,	৫,৪৭৩,১৬১	১১,৬৯৪,৮১৮
বেরী	,,	২,০৩৯	৭,৬৭৫
পীজ্	,,	৮১১,৬২০	১,০২৪,৭২২
বিন	,,	১,৮২২,৯৭২	২,০৩৭,১৩৭
মোট রপ্তানি:		৩,৫৩,৬৫,৮০১	৭,৪০,৮৩,৪৪১

১৮৩১ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত প্রতি পঞ্চবার্ষিক এবং ১৮৬৬-বার্ষিক হিসাব

বার্ষিক গড়	১৮৩১—১৮৩৫	১৮৩৬—১৮৪০	১৮৪১—১৮৪৫	১৮৪৬—১৮৫০	১৮৫১—১৮৫৫	১৮৫৬—১৮৬০	১৮৬১—১৮৬৫	১৮৬৬
আমদানি (কোয়ার্টার্স)	১০,৯৬,৩৭৩	২৩,৮৯,৭২৯	২৮,৪৩,৮৬৫	৮৭,৭৬,৫৫২	৮৩,৪৫,২৩৭	১,০৯,১৮,৬১২	১,৫০,০৯,৮১৭	১,৬৪,৫৭,৩৪০
রপ্তানি („)	২,২৫,২৬৩	২,৫১,৭৭০	১,৩৯,০৫৩	১,৫৫,৪৬১	৩,০৭,৪৯১	৩,৪১,১৫০	৩,০২,৭৫৪	২,১৩,২১৮
রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য	৮,৭১,১১০	২১,৩৭,৯৫৯	২,৭৪,৮০৯	৮৬,২১,০৯১	৮০,৩৭,৭৪৬	১,০৫,৭২,৪৬২	১,৪৭,০৭,১১৭	১,৬২,৪১,১২২
জনসংখ্যা								
প্রত্যেক বছরের বার্ষিক গড়	২,৪৬,২১,১০৭	২,৫৯,১৯,২০৭	২,৭২ ৬২,৫৬৯	২,৭৭,৯৭,৫৯৮	২,৭৫,৭২,৯২৩	২,৮৩,৯১,৫৪৪	২,৯৩,৮১,৪৬০	২,৯৯,৩৫;৪০৪
পরিভুক্ত স্বদেশ-জাত উৎপন্ন সামগ্রী-সম্ভারের অতিরিক্ত বার্ষিক পরিভুক্ত শস্য ইত্যাদির গড় পরিমাপ (কোয়ার্টার্সে)	০·০৩৬	০·০৮৫	০·০৯৯	০·৩১০	০·২৯১	০·১৭২	০·৫৪৩	০·৫৪৩

মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের প্রস্তাব অনুযায়ী কমন্স সভা, ১৮৬৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, নির্দেশ দেয় যে ১৮৩১ ও ১৮৬৬-র মধ্যে যুক্তরাজ্যে আমদানিকৃত এবং যুক্তরাজ্য থেকে রপ্তানিকৃত সমস্ত রকমের খাদ্যশস্য ও আটা-ময়দার বিবরণী ('রিটার্ণ') দাখিল করতে হবে। নিম্নে আমি উক্ত ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন দিলাম। আটা-ময়দার হিসাব দেওয়া হয়েছে শস্যের কোয়ার্টারের হিসাব।

দমকে দমকে সম্প্রসারণের যে বিপুল শক্তি কারখানা-ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত এবং বিশ্বের বাজারের উপরে তার যে নির্ভরতা, তা অনিবার্যভাবেই প্রচণ্ড উৎপাদনের সূচনা করে, যার ফলে বাজারগুলি মাত্রাধিক দ্রব্য-সামগ্রীতে ছাপিয়ে যায় এবং তখন শুরু হয় বাজারে সংকোচন এবং উৎপাদনের পঙ্গুতাসাধন। আধুনিক শিল্পের জীবন হয়ে ওঠে পরিমিত তৎপরতা, সমৃদ্ধি, অতি-উৎপাদন, সংকট ও অচলাবস্থার একটি পরম্পরা। শ্রমিকদের কর্মনিয়োগে এবং স্বভাবতই অস্তিত্বের অবস্থায়, মেশিনারি যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে তা শিল্পচক্রের এই পর্যায়-ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে হয়ে ওঠে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। একমাত্র সমৃদ্ধির পর্যায় ছাড়া, অন্যান্য পর্যায়ে ধনিকদের পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড ভাবে চলে বাজারে প্রত্যেকের ভাগ পাবার জন্য সবচেয়ে সাংঘাতিক লড়াই। উৎপন্ন দ্রব্যটি কত সস্তা করা যায়, এই লড়াই তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আনুপাতিক। এই লড়াই শ্রম-শক্তির জায়গায় উন্নত মেশিনারি ও নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দেয়, তা ছাড়াও প্রত্যেক শিল্প-চক্র এমন একটা পর্যায় আসে যখন পণ্যসামগ্রীকে আরো সস্তা করা জন্য শ্রম-শক্তির মূল্যের নীচে মজুরি কমিয়ে আনার চেষ্টা হয়।[১]

---

১. 'লক-আউট'-এর ফলে কর্মচ্যুত লাইসেস্টার-এর জুতো-প্রস্তুতকারীরা ১৮৬৬ সালের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডের 'ট্রেড সোসাইটিজ'-এর কাছে এক আবেদনে বলা হয়: "২০ বছর আগে সেলাইয়ের বদলে 'রিবেট'-এর প্রবর্তন করে লাইসেস্টারের জুতো শিল্পে বিপ্লব ঘটানো হয়। সেই সময়ে ভাল মজুরি আয় করা যেত। বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা চলত—কে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন জিনিস তৈরি করবে। কিন্তু অল্পকাল পরেই এক খারাপ ধরনের প্রতিযোগিতার প্রাদুর্ভাব ঘটে—কে কত কম দামে জিনিস বেচে অন্যকে কোণঠাসা করতে পারবে। এর ক্ষতিকর ফল শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করল মজুরি ছাঁটাইয়ের আকারে, এবং মজুরি এত দ্রুত এত দারুণ কমে গেল যে অনেক ফার্ম এখন দেয় আগেকার মজুরির অর্ধেক। কিন্তু মজুরি যতই কমে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি কমতির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা বেড়েই যাচ্ছে"। এমনকি অত্যন্ত দুঃসময়কেও মালিকেরা কাজে লাগায় শ্রমিকের মজুরি দারুণ ভাবে ছাঁটাই করে অর্থাৎ তার জীবন ধারণের দ্রব্য-সামগ্রীকে সরাসরি লুঠ করে তার মুনাফা অসাধারণ ভাবে বাড়িয়ে নিতে। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে (এটা ইঙ্গিত দেয় 'কভেন্ট্রি সিল্ক-উইভিং'-এ সংকটের)। "মালিক এবং শ্রমিক

সুতরাং কারখানা-কর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধির একটি আবশ্যিক শর্ত হল, কল-কারখানায় বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণে অনুপাতের তুলনায় অধিকতর বেগে বৃদ্ধিসাধন। অবশ্য, এই বৃদ্ধি শিল্পচক্রের জোয়ার-ভাটা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। তা ছাড়া, তা কৃৎকৌশলগত অগ্রগতির দ্বারা নিরন্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়—যে অগ্রগতি এক সময়ে নোতুন শ্রমিকের স্থান করে দেয়, অন্য সময়ে সত্য সত্যই পুরনো শ্রমিকেরও স্থান কেড়ে নেয়। যান্ত্রিক শিল্পে এই গুণগত পরিবর্তনের ফলে কারখানা থেকে ক্রমাগত শ্রমিক ছাঁটাই হয় কিংবা নোতুন নিয়োগের স্রোতের মুখে কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যায়; যেখানে বিশুদ্ধ মাত্রাগত সম্প্রসারণের ফলে কেবল কর্মচ্যুত লোকগুলির পুনর্নিয়োগেই হয় না, দলে দলে নোতুন শ্রমিকদেরও কর্মসংস্থান হয়। এইভাবে শ্রমিকেরা ক্রমাগত আহূত ও বিতাড়িত হয়, একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে তাড়া খায় এবং সেই সময়েই চলতে থাক নোতুন নিয়োগে নারী-পুরুষে, বয়সে ও দক্ষতায় অনবরত অদল-বদল।

কারখানা-কর্মীদের ভাগ্য সবচেয়ে ভালো ভাবে আঁকা যায় যদি আমরা ইংল্যাণ্ডের তুলা শিল্পের একটি দ্রুত সমীক্ষা করে ফেলি।

১৭৭০ সালের ১৮১৫ সাল পর্যন্ত এই শিল্পটি মন্দায় আক্রান্ত হয়েছিল বা অচলাবস্থায় নিপতিত হয়েছিল মাত্র ৫ বছরের জন্য। এই ৪৫ বছর কাল ইংরেজ শিল্পপতিরা ভোগ করত মেশিনারির উপরের এবং বিশ্বের বাজারগুলির উপরে একচেটিয়া অধিকার। ১৮১৫ থেকে ১৮২১ মন্দা; ১৮২২ এবং '২৩ তেজি; ১৮২৪ ট্রেড ইউনিয়ন-বিরোধী আইনের অবলুপ্তি, সর্বত্র কল-কারখানার বিরাট প্রসার; ১৮২৫ সংকট; ১৮২৬ কারখানা-শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক দুর্দশা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা; ১৮২৭ অবস্থার সামান্য উন্নতি; ১৮২৮ পাওয়ার-লুমের এবং রপ্তানি-পরিমাণের বিরাট বৃদ্ধি; ১৮২৯ রপ্তানি, বিশেষ করে ভারতে রপ্তানি, ছাড়িয়ে যায় পূর্ববর্তী সমস্ত বছরকে; ১৮৩০ পরিপ্লাবিত বাজার, দারুণ দুর্গতি; ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩ একটানা মন্দা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

উভয় পক্ষ থেকেই আমি যেসব খবর পেয়েছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মজুরি যে-হারে ছাঁটাই করা হয়েছে তা বিদেশী মালিকদের পক্ষে প্রতিযোগিতার জন্য যতটা দরকার অথবা অন্যান্য ঘটনার দরুণ যতটা দরকার, তার চেয়ে বেশি···বেশির ভাগ শ্রমিককে কাজ করতে হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কম মজুরিতে। এক পিস রিবন, যা তৈরি করে তন্তুবায় পাঁচ বছর আগে পেত ৬ পা ৭ শিলিং, এখন পায় ৩ শিলিং ৬ পেন্স অথবা ৩ শিলিং ৬ পেন্স; অন্য ধরনের যে কাজের দাম আগে ছিল ৪ শিলিং বা ৪ শিলিং ৩ পেন্স, তার দাম এখন হয়েছে ২ শিলিং বা ২ শিলিং ৩ পেন্স। চাহিদা বাড়াবার জন্য মজুরি যতটা কমানো দরকার, তার চেয়ে বেশি কমানো হয়েছে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ পক্ষে, অনেক ধরনের রিবনের বুনন-খরচ কমানো হলেও, তৈরি জিনিস-গুলির বিক্রির দাম কিন্তু কমানো হয়নি।" (মিঃ এফ. ডি. লঙ্‌এর রিপোর্ট, 'শিশু-নিয়োগ কমিশন', ৫ম রিপোর্ট, ১৮৬৬, পৃঃ ১১৪)।

হাত থেকে ভারত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চালাবার একটি অধিকার প্রত্যাহার; ১৮৩৪ কারখানা ও মেশিনারির বিপুল বৃদ্ধি, শ্রমিক-স্বল্পতা। নোতুন 'গরিব আইন'-এর ফলে কৃষি-শ্রমিকদের কারখানায় অভিপ্রয়াণ আরো বৃদ্ধি। মফঃস্বলের অঞ্চলগুলি থেকে শিশু উধাও। শ্বেতাঙ্গ দাস-ব্যবসা; ১৮৩৫ দারুণ সমৃদ্ধি একই সময়ে হাতে-চালানো তাঁতের তাঁতীদের অনাহার; ১৮৩৬ দারুণ সমৃদ্ধি, ১৮৩৭ ও ১৮৩৮ মন্দা ও সংকট; ১৮৩৯ পুনর্জাগরণ ; ১৮৪৭ দারুণ মন্দা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সৈন্য তলব; ১৮৪১ ও '৪২ কারখানা-শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ দুর্গতি; ১৮৩৩ 'শস্য আইন'-এর প্রত্যাহার সকলে কার্যকরী করার জন্য কল-কারখানায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তালা বন্ধ (লক-আউট')। ল্যাংকাশায়ার ও ইয়র্কশায়ার শহর হাজার হাজার শ্রমিকদের প্রবাহ সামরিক বাহিনীর দ্বারা প্রতিহত এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে ল্যাংকাশায়ারে বিচারের জন্য উপস্থাপিত; ১৮৪৩ দারুণ দুর্দশা; ১৮৪৪ পুনর্জাগরণ; ১৮৪৫ বিপুল সমৃদ্ধি; ১৮৪৬ গোড়ার দিকে ক্রমাগত উন্নতি, তারপরে প্রতিক্রিয়া। শস্য আইন প্রত্যাহার; ১৮৪৭ 'বড়া খানা'-র প্রতি সম্মানার্থে শতকরা দশ বা ততোধিক হারে মজুরি ছাঁটাই, ১৮৪৮ ক্রমাগত মন্দা; সামরিক প্রহরাধীনে ম্যাঞ্চেস্টার; ১৮৪৯ পুনর্জাগরণ; ১৮৫০ সমৃদ্ধি, ১৮৫১ পড়তি দাম, কমতি মজুরি, ঘন ঘন ধর্মঘট; ১৮৫২ উন্নতির সূচনা, ধর্মঘট অব্যাহত, মালিকদের দ্বারা বিদেশী মজুর আমদানির হুমকি; ১৮৫৩ রপ্তানি বৃদ্ধি। ৮ মাস ধর্মঘট, প্রেস্টনে দারুণ দুর্গতি; ১৮৫৪ বিপুল সমৃদ্ধি, পরিপ্লাবিত বাজার; ১৮৫৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও প্রাচ্যের বাজারগুলি থেকে ক্রমাগত ব্যর্থতার সংবাদ; ১৮৫৬ বিপুল সমৃদ্ধি; ১৮৫৭ সংকট; ১৮৫৮ উন্নতি; ১৮৫৯ বিপুল সমৃদ্ধি কল-কারখানায় অগ্রগতি; ১৮৬০ ইংল্যাণ্ডের তুলো শিল্পে উন্নতির চূড়ান্ত, ভারত অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য বাজার এমন পণ্য-প্লাবিত যে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত তা সব পরিভুক্ত হয়নি; ফরাসী বানিজ্য-চুক্তি কারখানা ও মেশিনারির বিরাট বাড়-বাড়ন্ত; ১৮৬১ কিছু কাল পর্যন্ত সমৃদ্ধি, তারপরে প্রতিক্রিয়া, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ; তুলা-দুর্ভিক্ষ; ১৮৬২ থেকে ১৮৬৩ সম্পূর্ণ বিপর্যয়।

তুলা দুর্ভিক্ষের ইতিহাস এত বৈশিষ্ট্য-সূচক যে একটু আলোচনা না করে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ১৮৬০ ও ১৮৬১ সালে বিশ্বের বাজারগুলির অবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা থেকে আমরা দেখি যে সেই দুর্ভিক্ষটি এসেছিল কল-মালিকদের পক্ষে ঠিক সময়মত এবং কিছু পরিমাণে হয়েছিল তাদের পক্ষে সুবিধাজনক—একটা ঘটনা যা স্বীকৃত হয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স-এর রিপোর্টে; পামারস্টোন এবং ডার্বি কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল পার্লামেন্টে এবং সমর্থিত হয়েছিল ঘটনাবলীর দ্বারা।[১] কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৮৬১ সালে যুক্তরাজ্যে ২৮৮৭টি তুলা কলের মধ্যে অনেকগুলি ছিল ছোট আকারে। মিঃ রেডগ্রেড-এর রিপোর্ট অনুসারে তাঁর

১. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬২," পৃঃ ৩০।

জেলায় অন্তর্ভুক্ত ২,১০৯টি মিলের মধ্যে ৩৯২টি অর্থাৎ শতকরা ১৯টি প্রত্যেকে নিয়োগ করত ১০ অশ্বশক্তিরও কম; ৩৪৫টি অর্থাৎ শতকরা ১৬টি প্রত্যেকে ২০ অশ্বেরও কম; এবং ১৩৭২টি প্রত্যেকে ২০ অশ্ব থেকে বেশি।[১] ছোট মিলগুলির অধিকাংশই ছিল কাপড় বোনার 'শেড'; নির্মিত হয়েছিল ১৮৫৮ সালের পরে সমৃদ্ধির সময়ে; নির্মাতারা বেশির ভাগই ছিল ফাটকাবাজ, যাদের মধ্যে কেউ যোগাত সুতো, কেউ মেশিনারি, কেউবা বাড়িঘর; এগুলি চালাত তত্ত্বাবধায়কেরা বা অন্যান্য স্বল্প বিত্তের লোকজনেরা। এই সব ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা বেশির ভাগই কোণ-ঠাসা হয়ে গেল। একই অদৃষ্ট তাদের বাণিজ্যিক সংকটে পর্যুদস্ত করত, যদি তুলা-দুর্ভিক্ষ তা প্রতিহত না করত। যদিও তারা ছিল, উৎপাদনকারীদের মোট সংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, তবু তাদের মিলগুলিতেও বিনিয়োজিত ছিল তুলা-শিল্পের মোট মূলধনের একটি আরো অল্পতর অংশ। কত মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার প্রামাণ্য হিসাবে দেখা যায়, ১৮৬২ সালে ৬০·৩ শতাংশ স্পিণ্ড্‌ল, ৫৮ শতাংশ লুম কর্মরত ছিল। এটা হল সমগ্রভাবে তুলা-শিল্পের পরিসংখ্যান, বিশেষ বিশেষ জেলায় যার কিছুটা অদল-বদল করে নিতে হয়। কেবল খুব স্বল্পসংখ্যক মিলই পুরো সময় (সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা) কাজ করেছে, বাকি সব কাজ করেছে মাঝে মাঝে। এমনকি সেই স্বল্পসংখ্যক মিল, যেগুলি পুরো সময় কাজ করেছে এবং প্রথানুসারে একক-পিস হারে (পিস-রেটে) মজুরি দিয়েছে, সেগুলিতেও শ্রমিকদের মজুরি—খারাপ তুলো ভালো তুলোর জায়গা নেবার দরুন, মিশরীয় তুলো সি-আইল্যাণ্ডের তুলোর জায়গা (সূক্ষ্ম সুতো কাটার মিলগুলিতে), সুরাটের তুলো মার্কিন ও মিশরীয় তুলোর জায়গা এবং ফালতু ও সুরাটি মেশাল তুলো খাঁটি তুলোর জায়গা নেবার দরুন—কমে গিয়েছিল। সুরাটি তুলোর ক্ষুদ্রতর তন্তু এবং তার অপরিচ্ছন্ন অবস্থা, সুতোর অধিকতর ভঙ্গুরতা এবং টানা সুতোয় আঠা মাখাবার জন্য ময়দার বদলে যাবতীয় ভারি উপাদানের ব্যবহার—এই সব-কিছু মেশিনারির গতিবেগ, কিংবা একজন তাঁতী যতগুলি তাঁত তদারক—করতে পারে তার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল, মেশিনারির ত্রুটিজনিত শ্রম বেড়ে গিয়েছিল এবং উৎপাদনের মোট পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে একক-পিছু মজুরিও কমিয়ে দিয়েছিল। যখন সুরাটের তুলো ব্যবহার করা হত, তখন যে-শ্রমিক পুরো সময় কাজ করত, তার ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াত ২০,৩০ কিংবা তারও বেশি শতাংশ। কিন্তু এ ছাড়াও, অধিকাংশ মিল-মালিক একক-পিছু মজুরির হারে ৫, ৭½, এবং ১০ শতাংশ ছাঁটাই করত। সুতরাং, যে সমস্ত শ্রমিক সপ্তাহে মাত্র ৩, ৩½ বা ৪ দিনের জন্য অথবা দিনে ৬ ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত হত, তাদের অবস্থা যে কী ছিল, তা আমরা ধারণা করে নিতে পারি। এমনকি ১৮৬৩ সালে, তুলনামূলক ভাবে অবস্থার উন্নতি শুরু হবার পরেও সুতো কাটুনি ও তাঁতীদের মজুরি ছিল ৩শি ৪পে, ৩শি ১০পে, ৪ শি ৬ পে এবং ৫শি

১. ঐ, পৃঃ ১৯।

১ পে।[১] অবশ্য, এই শোচনীয় পরিস্থিতিতেও মনিবদের উদ্ভাবনী উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যায়নি ; তা সক্রিয় ছিল মজুরি থেকে কিছু কিছু ছাঁট-কাট করার প্রচেষ্টায়। এই ছাঁটকাট কিছু পরিমাণে করা হত তৈরি মালে ত্রুটি থাকার দণ্ড হিসাবে, যে-ত্রুটির আসল কারণ কিন্তু খারাপ তুলা বা অনুপযুক্ত মেশিনারি। অধিকন্তু, যেখানে মিল-মালিক নিজেই শ্রমিকদের কুঁড়েঘরগুলির মালিক, সেখানে সে তাদের শোচনীয় মজুরি থেকে ভাড়া কেটে রেখে নিজেকেই তা দিত। মিঃ রেডগ্রেভ আমাদের এমন স্বয়ংক্রিয় তদারককারীদের (এক-জোড়া স্বয়ংক্রিয় মিউল যারা তদারক করে, তাদের) কথা বলেছেন, যারা "এক পক্ষ কালের পুরো কাজের শেষে আয় করত ৮শি ১১পে, যা থেকে আবার মিল-মালিক কেটে নিত তার ঘর-ভাড়া ; অবশ্য, এই কেটে নেওয়া ঘর-ভাড়ার অর্ধেকটা আবার সে ফিরিয়ে দিত দান হিসাবে। তদারককারীরা পেত ৬শি ১১পে। ১৮৬২ সালের পরবর্তী অংশে অনেক জায়গায় স্বয়ংক্রিয় তদারককারীরা মজুরি পেত সপ্তাহে ৫শি থেকে ৯শি এবং তাঁতীরা পেত ২শি থেকে ৬শি।"[২] এমনকি যখন কারখানাগুলি আংশিক সময় কাজ করত, তখনো বাড়ি-ভাড়া শ্রমিকদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া হত।[৩] ল্যাংকাশায়ারের কোন কোন অঞ্চলে যে কোন রকমের দুর্ভিক্ষ হয়নি, তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু এসব থেকেও বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যাপারটি এই যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় এই যে, বিপ্লব ঘটল, তা ঘটল শ্রমিকদের বিনিময়ে। Experimenta in corpore vili, ব্যাঙের উপরে অ্যানাটমিস্টরা (অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকারীরা) যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, আনুষ্ঠানিক ভাবে তেমনই চালানো হত। মিঃ রেডগ্রেভ বলেন, যদিও আমি কয়েকটি মিলের শ্রমিকদের সত্যকার আয়ের হিসাব দিয়েছি, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐ একই পরিমাণ আয় করে থাকে। কল-মালিকদের নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরুন শ্রমিকদের দারুণ ওঠা-নামার মধ্যে থাকতে হয়।......... বিভিন্ন জাতের তুলোর মেশালের গুণমানের দরুনও মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কথনো এই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে পূর্বতন আয়ের ১৫ শতাংশের মধ্যে এবং তার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে তা নেমে যায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশে।"[৪] কেবল শ্রমিকের জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের বিনিময়েই এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হত না। তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেও দণ্ড ভোগ করতে হত। "সুরাটি তুলো নিয়ে কাজ করার জন্য যাদের নিযুক্ত করা হত তাদের অভিযোগ ছিল অনেক। তারা আমাকে জানায়

১. রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ ৩১ অক্টোবর ১৮৬৩ পৃঃ ৪১-৪৫

২. ঐ, পৃঃ ৪১-৪২।

৩. ঐ, পৃঃ ৫৭।

৪. ঐ, পৃঃ৫০-৫১।

যে, তুলোর গাঁট খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক অসহ্য দুর্গন্ধ বেরোয়, যাতে গা গুলিয়ে ওঠে। ………'মিক্সিং', 'স্ক্রিবলিং'; ও 'কার্ডিং ঘরগুলিতে যে ধুলো-ময়লা ছাড়ানো হয়, তা বায়ু চলাচলের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, কাশির উদ্রেক করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর করে তোলে। সুরাটি তুলোয় এমন এক রকম ময়লা থাকে যা এক ধরনের চর্মরোগ ঘটায়।………তন্তু এত ছোট যে জান্তব ও উভয় প্রকারের আঠাই বিপুল পরিমাণে লাগাতে হয়।………ধুলোর জন্য ব্রংকাইটিসের প্রকোপ ঘটে। একই কারণে গলায় প্রদাহ ও ক্ষত খুব ব্যাপক। মাকুর ছিদ্র দিয়ে তাঁতী যখন পড়েন চুষে নেয়, তখন পড়েনটি বারবার ভেঙে যাবার দরুণ অসুস্থতা ও অজীর্ণতা দেখা দেয়।" অন্য দিকে, ময়দার বিকল্পগুলি ছিল মিল-মালিকের কাছে একটি 'ফর্চুনেটাস'-এর মানিব্যাগ-স্বরূপ—সেগুলি বাড়িয়ে দিয়েছিল সুতোর ওজন। সেগুলির দৌলতে "১৫ পাউণ্ড কাঁচামালের ওজন বোনার পরে দাঁড়াতে ২৬ পাউণ্ড।"[১] ১৮৬৪ সালের ৩০শে এপ্রিলের জন্য কারখানা-পরিদর্শকের রিপোর্টে আমরা পাই: "এই উপকরণটি শিল্প এখন এমন এক মাত্রা পর্যন্ত কাজে লাগাচ্ছে, যা এমনকি কলংকজনক। আমি খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এমন একটি কাপড়ের কথা শুনেছি যার ৮ পাউণ্ড ওজন তৈরি হয়েছিল ৫$\frac{১}{৪}$ পাউণ্ড তুলো আর ২$\frac{৩}{৪}$ পাউণ্ড আঠা দিয়ে; এবং আরো একটি কাপড়ের কথা শুনেছি যার ৫$\frac{১}{২}$ পাউণ্ড ওজনের মধ্যে ২ পাউণ্ডই আঠা। কাপড় ছিল রপ্তানির জন্য মামুলি শার্টের কাপড়। অন্যান্য প্রকারের কাপড়ে কখনো কখনো ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আঠা যোগ করা হত; যার ফলে মিল-মালিক বড়াই করে বলতে পারত, এবং সত্য সত্য বলত যে, যে-সুতো দিয়ে সেই কাপড় বোনা হয়েছে, সেই সুতোর জন্য সে যা খরচ করেছে, তা থেকেও পাউণ্ড-পিছু কম টাকায় সে তা বিক্রি করে ধনী হচ্ছে।[২] কিন্তু কেবল ভিতরে মিল-মালিকের এবং বাইরে মিউনিসিপ্যালিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে, কেবল মজুরি হ্রাস ও কাজের অভাব থেকে, অনটন থেকে এবং বদান্যতা থেকে এবং লর্ড সভা ও কমন্স সভার প্রশস্তিবাচক বক্তৃতাগুলি থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় না। "তুলা দুর্ভিক্ষের দরুন গোড়াতেই যে দুর্ভাগা নারী-শ্রমিকেরা কর্মচ্যুত, তারা কিন্তু আজও যখন শিল্পে ঘটেছে পুনর্জাগরণ, কাজ রয়েছে সুপ্রচুর, তখনো তারা থেকে যায় সেই দুর্ভাগা শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, এবং থেকেও যাবে তাই। 'বরো'-তে এখন এত যৌবনবতী বারবনিতা আছে, গত ২৫ বছরে যা আমি জানিনি।"[৩]

১. ঐ, পৃঃ ৬২-৬৩।

২. রিপোর্টস ইত্যাদি, ৩১ এপ্রিল, ১৮৬৪, পৃঃ ২৭।

৩. রিপোর্টস ইত্যাদি ৩১ অক্টোবর ১৮৬৫, পৃঃ ৬১-৬২, মিঃ হ্যারিস চিফ কনস্টেবল অব বোলটন-এর চিঠি থেকে উদ্ধৃত।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইংল্যাণ্ডের তুলো-শিল্পের প্রথম ৪৫ বছরে, ১৭৭০ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র পাঁচটি বছর ছিল সংকট ও অচলাবস্থার বছর ; কিন্তু এটা ছিল একচেটিয়া অধিকারের কাল। দ্বিতীয় যুগে, ১৮১৫ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত ৪৮ বছরে, ছিল ২৮ বছরের মন্দা ও অচলাবস্থার পাল্টা মাত্র ২০ বছরের পুনর্জাগরণ ও সমৃদ্ধি। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে ইউরোপ মহাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। ১৮৩৩-এর পরে এশিয়ার বাজারের বিস্তৃতি সংঘটিত হয় "মানবজাতির ধ্বংস-সাধনের মাধ্যমে" (ভারতীয় হস্তচালিত তাঁতের তন্তুবায় শ্রেণীর সামগ্রিক-অবলুপ্তির মাধ্যমে)। শস্য আইন প্রত্যাহারের পরে ১৮৪৬ থেকে ১৮৬৩ বছর পর্যন্ত ১৭ বছরের মধ্যে ৮ বছর বলে মাঝারি রকমের তৎপরতা ও সমৃদ্ধি এবং ৯ বছর চলে মন্দা ও অস্থিরতা। এমনকি সমৃদ্ধির বছরগুলিতেও বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ শ্রমিকদের অবস্থা কি ছিল, তা এই সঙ্গে প্রদত্ত 'নোট'টি থেকে বিচার করা যায়।

---

৩. সংগঠিত ভাবে দেশান্তর-গমনের জন্য একটি সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে ল্যাংকাশায়ারের কারখানা-কর্মীদের এক আবেদনে (তাং ১৮৬৩) আমরা দেখতে পাই: "একথা খুব কম লোকই অস্বীকার করবেন যে কারখানা-কর্মীদের বর্তমান ভূপাতিত অবস্থা থেকে তুলতে হলে, তাদের বিরাট সংখ্যায় দেশান্তরে চলে যাওয়া অত্যাবশ্যক, কিন্তু দেশান্তর অভিমুখে একটা অবিরাম প্রবাহ প্রয়োজন এবং তা ছাড়া সাধারণ সময়েও যে তারা তাদের অবস্থা বজায় রাখতে পারে না, তা দেখানোর জন্যই আমরা সবিনয়ে এই তথ্যগুলি আমরা এখানে একত্রে উপস্থিত করছি: ১৮১৪ সালে রপ্তানিকৃত তুলাজাত দ্রব্যাদির সরকারী মূল্য ছিল £ ১,৭৬,৬৫-৩৭৮, যেখানে সত্যকার বিপননযোগ্য মূল্য ছিল £ ২,০০,৭০,৮২৪। ১৮৫৮ সালে রপ্তানিকৃত তুলাজাত দ্রব্যাদির সরকারী মূল্য ছিল £ ১৮,২২,২১,৬৮১, প্রকৃত বিপনন যোগ্য মূল্য ছিল এবং £ ৪,৩০,০১,৩২২ ; প্রায় ১০ গুণ জিনিস বিক্রি হয়েছে আগেকার দামের দ্বিগুণের চেয়ে বেশিতে। সাধারণ ভাবে দেশের পক্ষে এবং বিশেষ ভাবে শ্রমিকদের পক্ষে এত হানিকর ফলাফল উৎপন্ন করতে কয়েকটি কারণ এক সঙ্গে কাজ করছে, যা অবস্থা অনুকূল হলে, আমরা বিশদভাবে আপনার নজরে আনতাম ; আপাততঃ এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে এই সব কারণের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট কারণ হল শ্রমের নিরন্তর বাহুল্য, যা না থাকলে এমন একটা শিল্প, যার ফল হল এমন সর্বনাশা, তা চালু থাকতে পারত না এবং ধ্বংসের হাত থেকে যাকে বাঁচাতে হলে চাই একটি নিরন্তর প্রসারণশীল বাজার। আমাদের তুলা-কলগুলি পর্যায়ক্রমিক শিল্প-মন্দার জন্য অচল হয়ে যেতে পারে ; বর্তমান অবস্থায় যা মৃত্যুর মত অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু মানুষের মন সর্বদাই কাজ করে চলেছে এবং যদিও আমার মনে হয় যে যখন আমরা বলি যে গত ২৫ বছরে ৬০ লক্ষ মানুষ এই তীর ছেড়ে চলে গিয়েছে, তখন আমরা কম করেই বলি,

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ ম্যানুফ্যাকচার, হস্তশিল্প, ও গৃহ-শিল্পে আধুনিক শিল্প কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব ॥

ক. হস্তশিল্প ও শ্রম-বিভাগের উপরে ভিত্তিশীল সহযোগের অবসান

হস্তশিল্পের উপরে ভিত্তিশীল সহযোগের এবং হস্তশিল্প-শ্রমের বিভাজনের উপরে ভিত্তিশীল ম্যানুফ্যাকচারের অবসান মেশিনারি কিভাবে ঘটায় আমরা তা দেখছি। প্রথম ধরনের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফসল-কাটাই যন্ত্র ('মোইং মেশিন'); ফসল-কাটা কর্মীদের মধ্যে যে সহযোগ, এই যন্ত্র তার স্থান দখল করে নেয়। দ্বিতীয় ধরনের একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুঁচ তৈরির যন্ত্র ('নিড্‌ল্‌-মেকিং মেশিন')। অ্যাডাম স্মিথের তথ্যানুসারে, তাঁর সময়কালে ১০ জন মানুষ সহযোগের ভিত্তিতে তৈরি করত দিনে ৪৮,০০০-এরও বেশি সুঁচ। অন্য দিকে, একটি মাত্র সুঁচ তৈরির মেশিন ১১ ঘণ্টার একটি কাজের দিনে তৈরি করে ১,৪৫,০০০-এরও বেশি সুঁচ। একজন মহিলা বা একজন বালিকা তদারক করে এইরকম চারটি মেশিন; সুতরাং দিনে উৎপাদন করে প্রায় ৬,০০,০০০ সুঁচ এবং সপ্তাহে ৩০,০০,০০০-এরও বেশি।[১] যখন তা সহযোগের বা ম্যানুফাকচারের স্থান দখল করে, তখন একটি একক মেশিন নিজেই হতে পারে একটি হস্তশিল্প-জাতীয় শিল্পের ভিত্তি। কিন্তু হস্তশিল্পে এই ধরনের প্রত্যাবর্তন কারখানা-ব্যবস্থায় অতিক্রমণ ছাড়া কিছুই নয়, যার আবির্ভাব ঘটে তখনি যখন মেশিন চালানোর জন্য মানুষের পেশির স্থলাভিষিক্ত হয় বাষ্প বা জলের মত কোন

তবু জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে এবং উৎপাদন সস্তা করার জন্য শ্রমের স্থান চ্যুতি থেকে, সব চেয়ে সমৃদ্ধির সময়েও বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের একটা বৃহৎ শতাংশের পক্ষে যে-কোনো শর্তে কাজ পাওয়া অসম্ভব।" ("রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ৩০এপ্রিল ১৮৬৩," পৃঃ ৫১-৫২)। একটি পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের বন্ধুরা, ম্যানুফ্যাক-চারকারীরা, তুলো-শিল্পের বিপর্যয়ের সময়ে, চেষ্টা করেছিলেন যে কোনো উপায়ে, এমনকি, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মাধ্যমেও, শ্রমিকদের দেশান্তরগমনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে।

১. 'শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট-৩', ১৮৬৪, টীকা ৪৪৭ পৃঃ ১০৮।

যান্ত্রিক শক্তি। এখানে সেখানে, কিন্তু কেবল কিছুকালের জন্যই, একটি শিল্প ক্ষুদ্র আয়তনে, যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে চালিত হতে পারে। এটা সংঘটিত হয় বাষ্পশক্তি ভাড়া করার মাধ্যমে, যেমন করা হয় বার্মিংহামের শিল্পগুলিতে কিংবা ছোট ছোট ক্যালেরিক ইঞ্জিনের মাধ্যমে, যেমন করা হয় বয়নের ('উইভিং-এর) কয়েকটি শাখায়।[১] কভেন্ট্রি রেশম-বয়ন শিল্পে "কুটির কারখানা"র পরীক্ষা যাচাই করা হয়েছিল। সারি সারি কুটির-বেষ্টিত একটি চত্বরের কেন্দ্রস্থলে একটি ইঞ্জিন-ঘর তৈরি করা হয়েছিল এবং ঐ কুটিরগুলির মধ্যে অবস্থিত 'লুম'গুলির সঙ্গে 'শ্যাফ্‌ট্'-এর সাহায্যে সেগুলিকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'লুম'-পিছু একটা টাকা দিয়ে ভাড়া করা হয়েছিল। লুম কাজ করুক আর নাই করুক ভাড়া দিতে হত প্রতি সপ্তাহে। প্রত্যেকটি কুটিরে ছিল ২—৬টা করে লুম; কতকগুলির মালিক ছিল তাঁতীরা নিজেরাই, কতকগুলি আনা হয়েছিল ধারে এবং কতকগুলি আনা হয়েছিল ভাড়ার ভিত্তিতে। এই কুটির-কারখানাগুলির সঙ্গে নিয়মিত কারখানাগুলির সংগ্রাম চলে ১২ বছর ধরে। এর পরিণতি ঘটে ৩০০টি কুটির-কারখানারই সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।[২] যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির প্রকৃতিতে বৃহদায়তন উৎপাদনের আবশ্যিকতা ছিলনা, সেখানে গত কয়েক দশকে নোতুন যেসব শিল্প গড়ে উঠেছে, যেমন লেফাফা-তৈরি, ইস্পাতের কলম তৈরি ইত্যাদি, সেখানেই, সাধারণ নিয়ম অনুসারে, তা প্রথম পার হয়েছে হস্তশিল্পের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং পরে ম্যানুফ্যাকচারের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে—কারখানা-পর্যায়ে অতিক্রমণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায় হিসাবে। যেখানে ম্যানুফ্যাকচারের দ্বারা জিনিসটির উৎপাদন কেবল এক প্রস্ত ক্রমান্বয়ী প্রক্রিয়া দিয়ে গঠিত নয়, বহুসংখ্যক সংলগ্ন প্রক্রিয়া দিয়ে গঠিত, সেখানে এই অতিক্রমণ খুবই দুরূহ। ইস্পাত-কলম তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার পথে এই ঘটনাটা বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যাইহোক, প্রায় ১৫ বছর আগে একটি মেশিন আবিষ্কৃত হয় যা একই সঙ্গে ছটি বিচ্ছিন্ন কর্ম-প্রক্রিয়াকে স্বয়ং-ক্রিয় ভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। প্রথম ইস্পাত-কলমটিকে সরবরাহ করেছিল হস্তশিল্প-ব্যবস্থা, ১৮২০ সালে, প্রতি 'গ্রস' ৭ পাউণ্ড ৪ শিলিং দামে; তারপরে সেগুলিকে সরবরাহ করে ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থা প্রতি 'গ্রস' ৮ শিলিংএ; আর আজ কারখানা-ব্যবস্থা সেগুলিকে সরবরাহ করে প্রতি গ্রস ২ শিলিং ৬ পেন্সে।[৩]

---

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ভাবে মেশিনারির উপরে ভিত্তিশীল হস্তশিল্পের পুনরুদ্ধার একটি চলতি ঘটনা; সুতরাং যখনি ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবী অতিক্রমণ সংঘটিত হয়, তখনি তজ্জনিত কেন্দ্রীভবন, ইউরোপ, এমনকি, ইংল্যাণ্ডেরও তুলনায় পদক্ষেপে এগিয়ে যায়।

২. "রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর ১৮৬৫", পৃঃ ৬৪।

৩. মিঃ গিল্লট বার্মিংহামে প্রথম বড় আকারে ইস্পাত-কলম কারখানা স্থাপন

খ. ম্যানুফ্যাকচার ও গৃহ-শিল্পের উপরে কারখানা-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া

কারখানা-ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে এবং তার সহগামী কৃষি-ব্যবস্থায় বিপ্লবের সঙ্গে, শিল্পের অন্যান্য শাখায় উৎপাদন কেবল বিস্তার লাভই করেনা, তার চরিত্রও বদলে দেয়। কারখানা-ব্যবস্থায় অনুসৃত নীতিই হচ্ছে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে তার সংগঠনী পর্যায়সমূহে বিশ্লেষণ করা এবং এই ভাবে উপস্থাপিত সমস্যাগুলিকে 'মেকানিক্স', 'কেমিস্ট্রি' এবং তাবৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা সমাধান করা; এই নীতিটিই হয়ে ওঠে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ামক নীতি। অতএব, মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারকারী শিল্পে নিজেকে সবলে অনুপ্রবিষ্ট করায় প্রথমে একটি প্রত্যংশ ('ডিটেল') প্রক্রিয়ার জন্য, পরে আরেকটির জন্য। এই ভাবে, পুরাতন শ্রম-বিভাজনের ভিত্তিতে গঠিত তাদের সংগঠন-রূপ অখণ্ড স্ফটিকটি খণ্ড হয়ে যায় এবং নিরন্তর পরিবর্তনের পথ করে দেয়। এ থেকে স্বতন্ত্র ভাবেও, যৌথ শ্রমিকটির গঠনবিন্যাসে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়—সম্মিলিত ভাবে কর্মরত ব্যক্তিদের পরিবর্তন। ম্যানুফ্যাকচার-আমলের সঙ্গে প্রতি-তুলনায়, থেকে শ্রম-বিভাজন গড়ে তোলা হয়, যেখানেই সম্ভব সেখানেই, মহিলাদের, সব বয়সের শিশুদের ও অদক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগের ভিত্তিতে, এক কথায়, সস্তা শ্রমের ভিত্তিতে—ইংল্যাণ্ডের যে যে ভাষায় একে বৈশিষ্ট্য-সূচক ভাবে অভিহিত করা হয়। মেশিনারি নিয়োগ করুক আর নাই করুক, সমস্ত বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রেই যে এটা চলছে, কেবল তাই নয়, তথাকথিত গৃহ-শিল্পের ক্ষেত্রেও এটা চলছে, তা শ্রমিকের নিজের ঘরেই চালু থাক বা ছোট ছোট কর্মশালাতেই চালু থাক। আধুনিক গৃহ-শিল্পের নামটি ছাড়া আর কিছুই পুরানো প্রথার গৃহ-শিল্পের সঙ্গে অভিন্ন নেই—পুরানো প্রথার গৃহ-শিল্পের অস্তিত্বের পূর্বশর্ত ছিল স্বতন্ত্র শহুরে হস্তশিল্প, স্বতন্ত্র কৃষক-খামার, এবং সর্বোপরি, শ্রমিক ও তার পরিবারের বাসের জন্য একটি বাসা-বাটি। পুরানো প্রথার শিল্প এখন রূপান্তরিত হয়েছে কারখানার একটি বহির্বিভাগে—'ম্যানুফ্যাক্টরি'তে (শ্রম-কারখানায়) বা 'ওয়্যারহাউজে' (গুদোম-ঘরে)। কারখানা-শ্রমিক, ম্যানুফ্যাকচার-শ্রমিক এবং হস্তশিল্প-শ্রমিক—যাদেরকে সে দলে দলে একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরকে ছাড়াও, মূলধন অদৃশ্য সূত্রের মাধ্যমে আরো একটি সেনাবাহিনীকে গতিশীল করে; সেই বাহিনীটি হল ঘরোয়া শিল্পগুলির

করেন। সেই ১৮৫১ সালেই তা উৎপাদন করত বছরে ১৮,০০,০০,০০০ কলম এবং ব্যবহার করত ১২০ টন ইস্পাত। যুক্তরাজ্যে এই শিল্পের একচেটিয়া অধিকার ছিল বার্মিংহামের হাতে, বর্তমানে তা উৎপাদন করে হাজার হাজার মিলিয়ম ইস্পাত কলম। ১৮৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা ছিল ১,৪২৮ জন, যাদের মধ্যে ছিল ১,২৬৮ জন নারী—৫ বছর বয়স থেকে শুরু করে বেশি বয়স্ক।

কর্মীবৃন্দ, যারা বাস করে বড় বড় শহরে এবং ছড়িয়ে থাকে সারা দেশ জুড়ে। একটি দৃষ্টান্ত: লণ্ডনডেরিতে অবস্থিত মেসার্স টিল্লির শার্ট-কারখানা: কারখানাটি নিজের ভিতরেই খাটায় ১,০০০ শ্রমিক; ছাড়াও খাটায় আরো ৯০০০ মানুষ, যারা ছড়িয়ে আছে দেশের সর্বত্র এবং কাজ করেছে নিজ নিজ বাড়িতে।[1]

নিয়মিত কারখানার তুলনায় আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারে সস্তা ও অপরিণত শ্রম-শক্তিকে শোষণ করা হয় আরো নির্লজ্জ ভাবে। এর কারণ এই যে, কারখানা-ব্যবস্থার কারিগরি ভিত্তি অর্থাৎ পেশি-শক্তির জায়গায় মেশিনের প্রচলন, এবং শ্রমের লঘু চরিত্র ম্যানুফ্যাকচারে সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত এবং সেই সঙ্গে আবার নারী ও অতি-কম-বয়সী শিশুদের নির্মম ভাবে অভ্যস্ত করা হয় বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক সব পদার্থের প্রভাবে। ম্যানুফ্যাকচারের তুলনায় তথাকথিত ঘরোয়া শিল্পে আবার এই শোষণ আরো বেশি নির্লজ্জ; কারণ শ্রমিকেরা যত ছড়িয়ে থাকে, তত তাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম হয়; কারণ লুঠেরা পরগাছাদের একটা গোটা বাহিনী নিজেদের স্থান করে নেয় নিয়োগকর্তা এবং কর্মীদের মাঝখানে; কারণ ঘরোয়া শিল্পকে সব সময়েই প্রতিযোগিতা করতে হয় একই উৎপাদন-শাখায় কারখানা-ব্যবস্থা ও ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থার সঙ্গে; কারণ শ্রমিকের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি যে-সব জীবন-যাপনের ব্যবস্থা—জায়গা, আলো, হাওয়া—দারিদ্র্য তার কাছ থেকে সেগুলিকে কেড়ে নেয়; কারণ কর্ম-প্রাপ্তি ক্রমেই হয়ে ওঠে আরো আরো অনিয়মিত; এবং, সর্বশেষে, আধুনিক শিল্প ও কৃষি যাদের পরিণত করেছে "অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যে," সেই বিপুল জন-সমষ্টির এই শেষ আশ্রয়গুলিতেও কাজের জন্য প্রতিযোগিতা ওঠে চরমে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণে ব্যয়সংকোচন, যা প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে কার্যকরী করা হয়। কারখানা-ব্যবস্থায় এবং সেখানে যা শুরু থেকেই সংঘটিত হয় শ্রম-শক্তির বেপরোয়া অপচয়ের সঙ্গে এবং, তৎসহ, শ্রমের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োজনীয় যে-সব অবস্থা তা থেকে তার বঞ্চনার সঙ্গে—এই ব্যয়-সংকোচন এখন আরো বেশি করে আত্মপ্রকাশ করে তার বৈরিতাপূর্ণ ও মারণাত্মক রূপে; সেই শিল্প-শাখায় তা তত বেশি করে আত্মপ্রকাশ করে, যেখানে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-ক্ষমতা এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংযোজনের কারিগরি ভিত্তি যত কম বিকশিত।

গ. আধুনিক ম্যানুফ্যাকচার

উপরে যে নীতিগুলি উপস্থাপিত হয়েছে, আমি এখন সেগুলিকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝাতে অগ্রসর হব। বাস্তবিক পক্ষে, শ্রম-দিবসের অধ্যায়ে প্রদত্ত বহুসংখ্যক দৃষ্টান্তের সঙ্গে ইতিপূর্বেই পাঠকের পরিচয় ঘটেছে। বার্মিংহামের হার্ডওয়্যার

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট-২", ১৮৬৪ টীকা ৪১৫ পৃ: ৬৮।

(লোহা, তামা ইত্যাদি) ম্যানুফ্যাকচারগুলিতে এবং তার আশেপাশের এলাকায়, প্রধানতঃ খুবই ভারি কাজে নিযুক্ত ছিল ১০,০০০ মহিলা ছাড়াও, ৩০,০০০ শিশু ও তরুণ ব্যক্তি। সেখানে তাদের দেখা যেত অস্বাস্থ্যকর পেতল-ঢালাইয়ের ঘরে ('ব্রাস ফ্রাউণ্ড্রি'-তে), বোতাম কারখানায়, কলাই ('এনামেলিং') রাং-ঝালাই (গ্যালভানাইজিং) ও বার্নিশ ('ল্যাকারিং') করার বিভাগগুলিতে।[১] প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক উভয় ধরনের শ্রমিকদের মাত্রাধিক খাটুনির জন্য লণ্ডনের যেসব ভবনে সংবাদপত্র ও বই ইত্যাদি ছাপা হয়, সেগুলিকে অভিহিত করা হয় "কশাইখানা" এই অশুভ নামে।[২] একই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করানো হয় বই-বাঁধাইয়ের কারখানাগুলিতে, যেখানে বলি হয় প্রধানতঃ মহিলারা, বালিকারা ও শিশুরা ; অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের ভারি কাজ করতে হয় দড়ি-পাকানোর কারখানায় এবং নৈশ কাজ করতে হয় নুনের খনি, মোম তৈরির কারখানা ও রাসায়নিক কারখানায় ; রেশম-বোনায় তাঁত ঘোরানোর কাজ যখন মেশিনারি দিয়ে করানো হয় না, তখন বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের দিয়ে সেই কাজ করাতে করাতে তাদের প্রাণান্ত করা হয়।[৩] সবচেয়ে বেশি লজ্জাজনক, সবচেয়ে বেশি নোংরা, সবচেয়ে কম মজুরি-দেওয়া কাজগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে ন্যাকড়া-বাছাইয়েয় কাজ ; আর এই কাজে বেছে বেছে নিয়োগ করা হয় মহিলাদের ও তরুণী বালিকাদের। এটা সুপরিচিত যে, গ্রেট ব্রিটেনের নিজের বিপুল-পরিমাণ ন্যাকড়ার যোগান থাকলেও, সে কাজ করে গোটা বিশ্বের ন্যাকড়া-বাণিজ্যের বড় বাজার হিসাবে। ন্যাকড়ার চালান আসে জাপান থেকে, দক্ষিণ আমেরিকার দূর দূর রাষ্ট্র থেকে এবং ক্যানারি আইল্যাণ্ডস থেকে। কিন্তু ন্যাকড়া সরবরাহের প্রধান প্রধান উৎস হচ্ছে জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি, মিশর, তুরস্ক, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড। ন্যাকড়া ব্যবহার হয় সারের জন্য, বিছানার জাজিমের জন্য, ফেঁসোর জন্য এবং কাজ করে কাগজের কাঁচামাল হিসাবে। ন্যাকড়ার ভাণ্ডারগুলি হচ্ছে বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বাহন এবং তারা নিজেরাই হয় সেই সব ব্যাধির প্রথম শিকার।[৪] অতিরিক্ত কাজ, কঠিন ও অনুচিত শ্রমের, এবং শিশুকাল থেকেই শ্রমিকের উপরে তার পাশবিক প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কেবল যে কয়লা খননকারীদের মধ্যে এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত খননকারীদের মধ্যেই পাওয়া যায় তা নয়,

---

১. এবং, সত্য কথা বলতে কি, শিশুরা এখন শেফিল্ডে নিযুক্ত করা হয় ফাইল-কাটিং-এ।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট-৫", ১৮৬৬ পৃঃ ৩ টীকা ২৪ পৃঃ ৬, টীকা ৫৫, ৫৬, পৃঃ ৭, টীকা ৫৯-৬০।

৩. ঐ, পৃঃ ১১৪, ১১৫ টীকা ৬, ৭। কমিশনার সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন, যদিও সাধারণত মেশিন মানুষের স্থান গ্রহণ করে, কিন্তু এখানে আক্ষরিক ভাবেই অল্প-বয়সী ছেলে-মেয়েরা মেশিনের স্থান গ্রহণ করেছে।

৪. কম্বল ব্যবসা এবং জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়, দ্রষ্টব্য অষ্টম রিপোর্ট—১৮৬৬, পৃঃ ১৯৬-২০৮।

সেই সঙ্গে পাওয়া যায় টালি-তৈরি ও ইট-তৈরির কাজে লিপ্ত কর্মীদের মধ্যেও—যে শিল্পটিতে সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত মেশিনটি ইংল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে কেবল বিক্ষিপ্ত ভাবে। মে এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিদিন কাজ চলে সকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা অবধি এবং, যেখানে খোলা হাওয়ায় শুকোনো হয়, সেখানে সকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা অবধি। সকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কাজকে ধরা হয় "মাত্রানিম্ন" ও "পরিমিত" কাজ বলে। ৬, এমনকি, ৪ বছরের ছেলে ও মেয়েদের পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়। তারা বয়স্কদের সমান ঘণ্টা, এমনকি, অনেক সময়েই তাদের চেয়ে বেশি ঘণ্টা কাজ করে। কাজটা খুবই কঠিন এবং গ্রীষ্মের তাপ অবসাদ আরো বাড়িয়ে দেয়। মোস্‌লে-তে একটা টালি খোলায় ২৪ বছর বয়সের এক যুবতী নারী ২টি ছোট ছোট বালিকার সাহায্যে দৈনিক নিয়মিত ভাবে ২০০০ করে টালি তৈরি করত; মেয়ে দুটি তার জন্য মাটি বয়ে আনত ও টালিগুলিকে সাজিয়ে রাখত। তাদের প্রতিদিন ১০ টন মাটি ৩০ ফুট গভীর মাটির খাদ থেকে খাদের পিছল গা বেয়ে উপরে নিয়ে আসতে হত এবং তার পরে আরো ২১০ ফুট দূরে বয়ে নিয়ে যেতে হত। "নিদারুণ নৈতিক অধঃপতন ছাড়া কোন শিশুর পক্ষে টালি খোলার সংশোধনাগারের ভিতর দিয়ে পার হওয়া অসম্ভব।·········যে অশ্লীল ভাষা শুনতে তারা তাদের কোমলতম বয়স থেকে অভ্যস্ত হয়, যে নোংরা কদর্য ও ন্যাক্কারজনক অভ্যাসের পরিবেশে তারা অজানিত ও অর্ধ-বন্য ভাবে বড় হয়, তা পরবর্তী জীবনে তাদেরকে করে তোলে উচ্ছৃংখল, উড়নচণ্ডে ও দুশ্চরিত্র। জীবন-যাপনের পদ্ধতিটাই হচ্ছে নৈতিক অধঃপতনের একটি ভয়াবহ উৎস। প্রত্যেক ঢালাইকার ('মোল্ডার'), যে সব সময়েই একজন দক্ষ শ্রমিক এবং একটি গ্রুপের প্রধান, তাকে তার কুটিরে তার অধীন ৭ জন কর্মীকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। তারা তার পরিবারের সদস্য হোক বা না হোক, সকলকে—পুরুষ, বালক, বালিকা সকলকে—শুতে হয় ঐ একই কুটিরে, যাতে থাকে সাধারণতঃ দুটি ঘর, বিরল ক্ষেত্রে তিনটি ঘর এবং যে ঘরগুলি সবই একতলার এবং প্রায় আলো-হাওয়া শূন্য। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে এই লোকগুলি হয়ে পড়ে এত অবসন্ন যে স্বাস্থ্যের বা পরিচ্ছন্নতার বা শালীনতার কোনো বিধি-নিয়ম তারা এতটুকুও মানতে পারে না। এই ধরনের অধিকাংশ কুটিরই অপরিচ্ছন্নতা, অশ্লীলতা ও ধুলো-ময়লার তোশাখানা।·········এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় পাপ এই যে, এতে নিযুক্ত করা হয় তরুণী মেয়েদের এবং শিশুকাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের দৃঢ় ভাবে বেঁধে রাখা হয় সবচেয়ে লম্পট এক দঙ্গলের সঙ্গে। তারা যে মেয়ে, প্রকৃতি তাদের তা শেখাবার আগেই, তারা হয়ে ওঠে একদল বেয়াড়া 'ছেলে', যাদের মুখে সব সময়েই লেগে আছে খারাপ কথা। পরনে কয়েক টুকরো ন্যাকড়া, হাঁটুর উপর পা অনেকটাই নগ্ন, চুল ও মুখ ময়লায় মাখা—এই মেয়েরা শালীনতা ও সংকোচের সমস্ত অনুভূতিকে অবজ্ঞাভরে ঝেড়ে ফেলে। খাবার সময়ে তারা তারা মাঠের মধ্যে সটান শুয়ে পড়ে, বা কাছের কোন

খালে ছেলেদের স্নান করার দৃশ্য দেখে। সারা দিনের ভারি কাজের শেষে অপেক্ষাকৃত ভাল জামা-কাপড় পরে পুরুষদের সঙ্গ ধরে সরাইখানায় যায়।" এই সমগ্র শ্রেণীটির মধ্যে যে শিশুকাল থেকে শুরু করে বাকি জীবন-ভর মাত্রাহীন অমিতাচারের প্রকোপ দেখা যাবে, তা তো স্বাভাবিক। "সবচেয়ে খারাপ জিনিস এই যে, ইট প্রস্তুতকারীরা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একটু ভাল এমন একজন সাউদলফিল্ড-এর এক যাজককে বলেছিল, মহাশয়, ইট-ওয়ালার মত শয়তানকে উপরে টেনে তোলার, ভাল কবার চেষ্টা করুন।"[১]

আধুনিক ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থায় (যার মধ্যে আমি ধরি নিয়মিত কারখানা বাদে বড় আকারের সব কর্মশালা) মূলধন কিভাবে ব্যয়-সংকোচন ঘটায়, সে সম্পর্কে সরকারি ও সুপ্রচুর তথ্য পাওয়া যায় 'পাবলিক হেল্‌থ্‌ রিপোর্ট (৪)' এবং 'পাবলিক হেল্‌থ্‌ রিপোর্ট (৬)'-এ (১৮৬৪)। কর্মশালাগুলির বর্ণনা, বিশেষ করে, লণ্ডনের মুদ্রাকর ও দরজিদের কর্মশালাগুলির বর্ণনা আমাদের খেয়ালী গল্প-লেখকদের সবচেয়ে ন্যাক্‌কারজনক উদ্ভট কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপরে এর প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্পষ্ট। প্রিভি-কাউন্সিলের চীফ মেডিক্যাল অফিসার এবং 'পাবলিক হেল্‌থ্‌ রিপোর্ট'-এর সরকারি সম্পাদক ডাঃ সাইমন বলেন, "আমার চতুর্থ রিপোর্টে (১৮৬৩) আমি দেখিয়েছিলাম, যেটি তাদের প্রথম স্বাস্থ্য-বিষয়ক অধিকার সেটি নিয়ে পীড়াপীড়ি করাও শ্রমিকদের পক্ষে বাস্তবে কত অসম্ভব; সেই অধিকারটি হল এই যে, কোন্ কাজের জন্য নিয়োগকর্তা তাদের এক জায়গায় জড়ো করেছেন, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সমস্ত পরিহার্য অস্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে শ্রমকে মুক্ত করতে হবে—যতদূর পর্যন্ত নিয়োগকর্তার উপরে তা নির্ভর করে। আমি দেখিয়েছিলাম, যেখানে শ্রমিকেরা নিজেদের স্বাস্থ্যের স্বার্থে এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে কার্যতঃ অক্ষম থাকবে, সেখানে তারা স্বাস্থ্যরক্ষী পুলিশের বেতনভোগী প্রশাসন থেকে কোনো ফলপ্রসূ সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবে না।.........হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন এখন নিরর্থক নির্যাতিত হয় এবং দীর্ঘায়ু থেকে বঞ্চিত হয় কেবল তাদের পেশাগত অবস্থা-সঞ্জাত অন্তহীন শারীরিক ক্লেশ থেকে।"[২] কিভাবে কাজের ঘরগুলি স্বাস্থ্যের অবস্থাকে প্রভাবিত করে, তা বোঝাবার জন্য ডাঃ সাইমন নিম্নোধৃত সারণীটি উপস্থিত করেছেন।[৩]

---

১. "শিশু-নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট-৫, ১৮৬৬", পৃঃ ১৬-১৮ টীকা ৮৬-৯৭ এবং পৃঃ ১৩০-১৩৩ টীকা ৩৯-৭১ এবং ৩য় রিপোর্ট ১৮৬৪ পৃঃ ৪৮, ৫৬ দ্রষ্টব্য।

২. "জনস্বাস্থ্য, ষষ্ঠ রিপোর্ট", লণ্ডন ১৮৬৪, পৃঃ ২৯, ৩১।

৩. ঐ, পৃঃ ৩০। ডাঃ সাইমন মন্তব্য করেন, লণ্ডনের ২৫ বছর থেকে ৩৫ বছর বয়সী দর্জি এবং মুদ্রণ-কর্মীর মধ্যে মৃত্যু-হার বেশি; এর কারণ নিয়োগ কর্তারা মফস্বল থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক অল্প-বয়সীদের সংগ্রহ করে আনে 'শিক্ষা-নবিশ' এবং 'প্রশিক্ষার্থী' হিসাবে, যারা আসে ঐ শিল্পে দক্ষতা অর্জনের জন্য। এদের বেশির ভাগই আবার ফিরে যায় কঠিন রোগাক্রান্ত হয়। (ঐ) এই সংখ্যা লণ্ডনের আদমসুমারীতে

উল্লিখিত শিল্পগুলিতে নিযুক্ত সব বয়সের ব্যক্তিদের সংখ্যা	স্বাস্থ্য-বিষয়ে তুলনাকৃত বিভিন্ন শিল্প	উল্লিখিত শিল্পগুলিতে উল্লিখিত বয়সের ব্যক্তিদের মৃত্যুহার—প্রতি ১,০০,০০০-এর হিসাবে বয়স ২৫—৩৫	বয়স ৩৫—৪৫	বয়স ৪৫—৫৫
৯,৫৮,২৬৫	ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে কৃষি	৭৪৩	৮০৫	১,১৪৫
২২,৩০১ পুরুষ ১২,৩৭৯ নারী	লণ্ডনের দর্জি	৯৫৮	১,২৬২	২,০৯৩
১৩,৮০৩	লণ্ডনের মুদ্রাকর	৮৯৪	১,৭৪৭	২,৩৬৭

ঘ. আধুনিক গৃহ-শিল্প

আমি এখন আসছি তথাকথিত গৃহ-শিল্পের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, যেখানে মূলধন তার শোষণকার্য চালায় আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের পটভূমিকায়—এই ক্ষেত্রে বিভীষিকাগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে হলে যেতে হবে বাহ্যতঃ খুবই নিরীহ-দর্শন পেরেক-তৈরির শিল্পে,[১] যা পরিচালিত হয় ইংল্যাণ্ডের দূর দূর গ্রামে। অবশ্য, এখানে লেস-বোনা ও খড়ের বিনুনি বানানোর শিল্প দুটির যেসব শাখা এখনো মেশিনারির সাহায্যে চালানো হয় না এবং কারখানায় বা ম্যানুফ্যাকচারে চালিত শাখাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না, সেইসব শাখা থেকে গুটিকয়েক নমুনা দেওয়াই যথেষ্ট।

ইংল্যাণ্ডে লেস-উৎপাদনে নিযুক্ত ১,৫০,০০০ ব্যক্তির মধ্যে, ১০,০০০ জন ১৮৬১ সালের কারখানা-আইনের পরিধির মধ্যে পড়ে। বাকি ১,৪০,০০০ জনের মধ্যে প্রায় সকলেই মহিলা, তরুণ-তরুণী এবং ছেলে ও মেয়ে ছিল—অবশ্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্র

উল্লেখ আছে—ঐ জায়গার মৃত্যু-হার হিসাবে না ধরে লণ্ডন-মৃত্যু হার গণনা করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই প্রকৃত পক্ষে দেশে ফিরে আসে, বিশেষতঃ রোগের প্রকোপের সময়।

১. আমি এখানে বলেছি হাতুড়ি-পেটা পেরেকের কথা, কেটে বা মেশিনে তৈরি পেরেকের কথা নয়। দ্রষ্টব্য: "শিশু নিয়োগ কমিশন, তৃতীয় রিপোর্ট", পৃঃ ১১-১৯ টীকা ১২৫-১৩০, পৃঃ ৫২, টীকা ১১, পৃঃ ১১৪, টীকা ৪৮৭ পৃঃ ১৩৭, টীকা ৬৭৪।

দুটিতে ছেলেদের সংখ্যা খুবই কম। শোষণের এই সস্তা-সুলভ সামগ্রীর স্বাস্থ্যের অবস্থাটি নিচেকার সারণীটি থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে; এটি তৈরি করেছেন ডাঃ ট্রুম্যান, নটিংহাম জেনারেল ডিসপেন্সারির চিকিৎসক। ৬৮৬টি রোগিণীর মধ্যে, যাদের সকলেই লেস বোনে এবং যাদের অধিকাংশই ১৭ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে বয়স, ক্ষয়রোগাক্রান্তের সংখ্যা নিম্নরূপ :

১৮৫২—৪৫ জনে ১	১৮৫৭—১৩ জনে ১
১৮৫৩—২৮ জনে ১	১৮৫৮—১৫ জনে ১
১৮৫৪—১৭ জনে ১।	১৮৫৯— ৯ জনে ১
১৮৫৫—১৮ জনে ১	১৮৬০— ৮ জনে ১
১৮৫৬—১৫ জনে ১	১৮৬১— ৮ জনে ১[১]

ক্ষয়রোগের এই অগ্রগতি সর্বাপেক্ষা আশাবাদী প্রগতিবাদীদের পক্ষে এবং জার্মানির স্বাধীন বাণিজ্যের ধ্বজাধারীদের মধ্যে যে ব্যক্তিটি মিথ্যাপ্রচারের সবচেয়ে বড় ফেরিওয়ালা তার পক্ষেও যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।

১৮৬১ সালের কারখানা-আইনটি মেশিনারি পরিচালিত লেস উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রন করে এবং ইংল্যাণ্ডে সেটা চালু আছে। এখানে আমরা সেই শাখাগুলির পর্যালোচনা করছি যেখানে শ্রমিকেরা কাজ করে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে—ম্যানুফ্যাক্টরি (শ্রম-কারখানা) বা গুদামঘরে নয়; এরা পড়ে দুটি ভাগে : (১) 'ফিনিশিং' এবং (২) 'মেনডিং'। প্রথম ভাগে যারা কাজ করে, তারা মেশিনে তৈরি লেসকে 'ফিনিশিং টাচ' দেয় এবং নানা উপভাগে ভাগ হয়ে কাজ করে।

লেস ফিনিশিং-এর কাজটা করা হয়, যাকে বলা হয় "মনিবানীর বাড়ি", তাতে, অথবা মহিলাদের দ্বারা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে—কখনো তাদের বাচ্চাদের সাহায্য নিয়ে, কখনো তা না নিয়ে। মনিবানীরা বায়না নেয় ম্যানুফ্যাকচারকারীদের কাছ থেকে বা গুদাম-ঘর-মালিকদের কাছ থেকে এবং তারপরে ঘরের আয়তন ও চাহিদার ওঠানামা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা, বালিকা ও অল্পবয়সী বাচ্চাদের কাজে নিয়োগ করে। নিযুক্ত মহিলাদের সংখ্যা কোথাও হয় ২০ থেকে ৪০ অবধি এবং কোথাও ১০ থেকে ২০ অবধি। যে-বয়সে এই বাচ্চারা কাজ শুরু করে, তা গড়ে দাঁড়ায় ৬ বছর, কোন কোন ক্ষেত্রে ৫ বছরের কম। সাধারণ ভাবে কাজের ঘণ্টা সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, খাবার জন্য ১½ ঘণ্টা সমেত; অবশ্য, খাবার খেতে হয় এক-এক দিন এক-এক সময়ে এবং প্রায়ই সেই অপরিচ্ছন্ন কাজের ঘরের মধ্যেই।

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট-২", পৃঃ ২২, টীকা ১৬৬।

যখন কাজ থাকে প্রচুর, তখন অনেক সময়েই কাজ করতে হয় সকাল ৮টা, এমন কি ৬টা থেকে রাত ১০টা, ১১টা, এমন কি ১২টা পর্যন্ত। ইংল্যাণ্ডের ব্যারাকগুলিতে সৈন্যদের মাথাপিছু জায়গা আইনতঃ বরাদ্দ করতে হয় ৫০০/৬০০ কিউবিক ফুট এবং সামরিক হাসপাতালগুলিতে মাথাপিছু ১,২০০ ফুট, কিন্তু ঐ 'ফিনিশিং' কর্মক্ষেত্রগুলিতে মাথা-পিছু জায়গা ৬৭ থেকে ১০০ কিউবিক ফুটের বেশি হয় না। সেই সঙ্গে বাতাসের অম্লজান (অক্সিজেন) আবার নিঃশেষিত হয় ঘরের গ্যাস-বাতিগুলির দ্বারা। লেস যাতে পরিষ্কার থাকে সেইজন্য এমনকি শীতকালেও বাচ্চাগুলিকে পর্যন্ত বাধ্য করা হয় পায়ের জুতো খুলে ফেলতে—যদিও মেঝে টালি বা পাথরের ফলকে বাঁধানো থাকে। "নটিংহামে এটা কোন বিরল দৃশ্য নয় যে, ছোট্ট একটা ঘরে, সম্ভবত ১২ বর্গফুট জায়গায়, ১৪ থেকে ২০ জন বাচ্চাকে ঠাসাঠাসি করে কাজ করানো হচ্ছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৫ ঘণ্টা—এমন কাজ, যা কেবল সম্ভাব্য সব রকমের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যেই পরিচালিত হয় না, সেই সঙ্গে যার ক্লান্তি ও একঘেয়েমি তাদের নিঃশেষ করে দেয়।.........এমন কি সবচেয়ে ছোট যে বাচ্চাগুলি তাদেরও কাজ করতে হয় এমন অত্যধিক মনোযোগ ও ক্ষিপ্রতা সহকারে যে অবাক হয়ে যেতে হয়; তাদের আঙুল পায় না কোনো বিশ্রাম, গতি হয় না কখনো শ্লথ। যদি তাদের কোনো প্রশ্ন করা হয়, তারা কখনো তাদের মাথা তোলে না—পাছে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট হয়। যতই কাজের ঘণ্টা আরো লম্বা করা হয়, ততই মনিবানীর "লম্বা লাঠিটা" আরো বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হয় উদ্দীপক-অংকুশ হিসাবে। "শিশুগুলি ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘকাল ধরে একটা একঘেয়ে চোখ-জ্বালাকারী কাজে আটকে থাকার দরুন এবং একই অনড় ভঙ্গিতে কাজ করে যাবার অবসাদের দরুন দিনের শেষ দিকে তারা পাখির মত ছটফট করতে থাকে। তাদের কাজ ক্রীতদাসত্বের মত।"[১] যখন মহিলারা ও শিশুরা বাড়িতে থেকে কাজ করে—বাড়িতে মানে ভাড়া-করা একখানা ঘরে, প্রায়ই একটা চিলেকোঠায়, তখন পরিস্থিতি হয় সম্ভবতঃ আরো খারাপ। নটিংহামের চারদিকে ৪০ মাইলের বৃত্তের মধ্যে এই ধরনের কাজ দেওয়া হয়। রাত ৯টা বা ১০টার সময়ে কাজের বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় তাদেরকে প্রায়ই দিয়ে দেওয়া হয় এক বাণ্ডিল লেস যাতে তারা নিজেদের কাজটি শেষ করে ফেলতে পারে। বাণ্ডিলটা দিয়ে দেবার সময়ে অবশ্য মালিকের এক চাকর 'ফ্যারিসি'-র মত ভণ্ডামির সঙ্গে বলে দেয়, "এ কাজটা মায়ের জন্য", যদিও সে জানে যে বেচারা শিশুদেরই রাত জেগে ঐ কাজটি শেষ করতে সাহায্য করতে হবে।[২]

ইংল্যাণ্ডে বালিশের জন্য লেস তৈরির কাজ চলে প্রধানতঃ দুটি জেলায়: একটি হল হনিটন লেস ডিষ্ট্রিক্ট, ডেভনশায়ারের দক্ষিণ তীর বরাবর যা ছড়িয়ে আছে ২০ থেকে ৩০

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট-২", ১৮৬৪, পৃঃ ১৯, ২০, ২১।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ২১, ২২।

মাইল পর্যন্ত ; তা ছাড়া, নর্থ ডেভনের কয়েকটি স্থানও পড়েছে যার মধ্যে ; আর অন্য জেলাটি গঠিত হয়েছে বাকিংহাম, বেডফোর্ড ও নর্দাম্পটনকে এবং, সেই সঙ্গে, অক্সফোর্ড-শায়ার ও হান্টিংডনশায়ারের সংলগ্ন অংশগুলিকে নিয়ে। কাজটি পরিচালিত হয় প্রধানতঃ কৃষি-শ্রমিকদের কুটিরগুলিতে। এমন অনেক ম্যানুফ্যাকচারকারী আছে যারা ৩০০০-এরও বেশি এই ধরনের লেস-তৈরিকারকে নিয়োগ করে। এরা প্রধানতঃ শিশু এবং একান্তভাবেই মেয়ে—কিশোরবয়সী। লেস-ফিনিশিং-এর কাজের আনুষঙ্গিক যে সব অবস্থার কথা আগে বলা হয়েছে, এখানে তার সবই আছে—পার্থক্য কেবল এই যে, এখানে "মনিবানীর বাড়ি"-র বদলে পাই "লেস-স্কুল", যেগুলি গরিব মহিলারা পরিচালনা করে নিজেদের কুটিরে। শিশুরা তাদের পঞ্চম বছর বয়স থেকে, অনেক সময়ে তারও আগে থেকে, দ্বাদশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত এই স্কুলগুলিতে কাজ করে। প্রথম বছরে খুবই অল্প-বয়সী শিশুরা কাজ করে চার থেকে আট ঘণ্টা অবধি এবং, পরবর্তী কালে, সকাল ছটা থেকে রাত দশটা অবধি। "ঘরগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট কুটিরের মামুলি থাকার ঘর ; দমকা হাওয়া বাইরে রাখার জন্য চিমনি রাখা হয় বন্ধ এবং ঘরের বাসিন্দারা নিজেদের গরম রাখে কেবল গায়ের উত্তাপের সাহায্যে ; শীতকালেও প্রায় এই একই ঘটনা ঘটে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এই তথাকথিত স্কুলগুলি হল 'ফায়ার-প্লেস'-ছাড়া ভাঁড়ার ঘরের মত।……এই কুঠরিগুলিতে ভিড়ের ঠাসাঠাসি এবং তারই ফলে বায়ু দূষণের বাড়াবাড়ি প্রায়ই চরম। এর উপরে আবার আছে নর্দমা, পায়খানা এবং এই ধরনের ছোট ছোট কুটির-সংলগ্ন আস্তাকুড়ে পচা জিনিস ও আবর্জনার ক্ষতিকর ফলাফল। জায়গার পরিসর সম্পর্কে : "একটা লেস-স্কুলে আঠারজন বালিকা ও একজন মনিবানী, মাথাপিছু ৩৫ কিউবিক ফুট, অন্য একটিতে, যেখানে দুর্গন্ধ ছিল অসহ্য, ১৮ জন, মাথাপিছু ২৪½ কিউবিক ফুট। এই শিল্পে কর্ম-নিযুক্তদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ২ ও ২½ বছরের শিশুদের পর্যন্ত।"[১]

বাকিংহাম ও বেডফোর্ডের কাউন্টিগুলিতে যখন লেস-বোনার কাজ শেষ হয়, তখন শুরু হয় খড়ের বিনুনি বানানোর কাজ এবং এই রেওয়াজ চালু আছে হার্টফোর্ডশায়ারের একটি বড় অংশে এবং ইসেক্স-এর পশ্চিম ও উত্তরাংশে। ১৮৬১ সালে খড়ের বিনুনি ও টুপি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল ৪০,০৪৩ জন ব্যক্তি ; এদের মধ্যে সব বয়সের পুরুষ ছিল ৩,৮১৫ জন এবং বাকিরা ছিল নারী যাদের মধ্যে ৭০০০ শিশুকে ধরে ২০ বছরের কম-বয়সী মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১৪,৯১৩। লেস-স্কুলের বদলে আমরা এখানে দেখি খড়ের বিনুনি বানানোর স্কুল। শিশুরা খড়-বিনুনিতে হাতে খড়ি দেয় সাধারণতঃ তাদের ৪ বছরে, প্রায়ই ৩ আর ৪ বছরের মাঝামাঝি সময়ে। অবশ্য, শিক্ষা তারা কিছুই পায় না। শিশুরা নিজেরাই এক রক্তচোষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পার্থক্য বোঝাবার জন্য প্রাথমিক স্কুলগুলিকে বলে "স্বাভাবিক স্কুল" ; এই রক্তচোষা প্রতিষ্ঠান-

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ১৯, ৩০।

গুলিতে তাদের কাজে রাখা হয় একমাত্র তাদের 'টাস্ক' করিয়ে নেবার জন্য, যা হচ্ছে সাধারণতঃ ৩০ গজ এবং এটা ঠিক করে দেয় তাদেরই অর্ধাশনক্লিষ্ট মায়েরা। এই একই মায়েরাই আবার স্কুলের পরে তাদের বাড়িতে কাজ করায় রাত ১০, ১১, এমনকি ১২টা অবধি। অনবরত মুখে দিয়ে খড় ভিজিয়ে নেয় বলে তাদের মুখ কেটে যায়; খড়ে তাদের আঙুলও কেটে যায়। ডাঃ ব্যালার্ড লণ্ডনের সমস্ত মেডিক্যাল অফিসারদের বক্তব্য হিসাবে বলেন যে, শোবার ঘরে বা কাজের ঘরে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন হল ৩০০ কিউবিক ফুট, কিন্তু খড় বিনুনির স্কুলগুলিতে লেস-বোনার স্কুলগুলির চেয়েও মাথাপিছু কম জায়গা বরাদ্দ করা হয়—"প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১২⅔, ১৭, ১৮½ কিউবিক ফুট এবং ২২-এর কম কিউবিক ফুট।" কমিশনারদের মধ্যে একজন, মিঃ হোয়াইট বলেন, সব দিকে ৩ ফুট করে এমন একটি বাক্সের মধ্যে যদি একটি শিশুকে ঠেসে দেওয়া হয়, তাহলে সে যতটা জায়গা জুড়ে থাকবে, এই সংখ্যাগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতর সংখ্যাটি তার অর্ধেকেরও কম। ১২ বা ১৪ বছর অবধি শিশুরা এই রকম একটা জীবনই উপভোগ করে। হতভাগা, অর্ধভুক্ত মা-বাবার আর কিছুই ভাবনা নেই—একমাত্র বাচ্চাগুলিকে নিঙড়ে যতটা আদায় করে নেওয়া যায়, তা ছাড়া বাচ্চাগুলিও আবার যখন বড় হয়, তখন তারা মা-বাবার জন্য এক কড়িও পরোয়া করে না, মা-বাবাকে ছেড়ে চলে যায়—এবং সেটাই স্বাভাবিক। "এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে এইভাবে যারা বড় হয়, তাদের মধ্যে অজ্ঞতা ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রাবল্য দেখা যায়।…তাদের নৈতিকতা থাকে সবচেয়ে নিচু স্তরে।…মহিলাদের একটা বড় সংখ্যারই থাকে অবৈধ সন্তান এবং সেটা এমন একটা অপরিণত বয়সে যে, অপরাধ-পরিসংখ্যানের সঙ্গে যাদের সম্যক পরিচয় আছে, তাঁরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যান।"[১] আর এইসব আদর্শ পরিবারের জন্মভূমি হল ইউরোপের সামনে আদর্শস্থানীয় খ্রীষ্টান দেশ; একথা বলেছেন, কাউন্ট মণ্টালেমবার্ট, যিনি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টধর্মের উপরে একজন সুযোগ্য কর্তৃত্ব!

উল্লিখিত শিল্পগুলিতে একেই তো মজুরি শোচনীয় (খড়-বিনুনির স্কুলগুলিতে খুব বিরল ক্ষেত্রেই তা ৩ শিলিং পর্যন্ত ওঠে), তা-ও আবার টাকার বদলে জিনিসে মজুরি দেওয়ার দরুন তার আর্থিক পরিমাণ আরো কমিয়ে দেওয়া হয়; এই জিনিস মজুরি দেবার প্রথা সর্বত্রই বিদ্যমান, বিশেষ করে, লেস-উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে।[২]

ঙ. আধুনিক ম্যানুফ্যাকচার ও গৃহশিল্পের আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পে অতিক্রমণ। ঐসব শিল্পে কারখানা-আইনের প্রয়োগে এই বিপ্লবের ত্বরিতায়ন।

নারী ও শিশুদের শ্রমের নিছক অপব্যবহারের মাধ্যমে, কাজ করা ও বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত অবস্থা প্রয়োজন তার প্রত্যেকটির নিছক লুণ্ঠনের মাধ্যমে এবং অতি-শ্রম

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ৪০, ৪১।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট-১", ১৮৬৩, পৃঃ ১৮৫।

ও নৈশ-শ্রমের মাধ্যমে শ্রম-শক্তিকে সস্তা করার এই প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয় অনতিক্রম্য স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকের দ্বারা। ঠিক একই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় এই পদ্ধতিগুলির উপরে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ভাবে পণ্য-সামগ্রীকে সস্তা করার এবং ধনতান্ত্রিক শোষণ-কার্যের প্রক্রিয়া। যখনি এই বিন্দুটিতে উপনীত হওয়া যায়—যদিও তাতে লাগে অনেক বছর—তখনি ঘণ্টা বেজে ওঠে মেশিনারি প্রবর্তনের এবং সেই সঙ্গে বিক্ষিপ্ত গৃহ-শিল্পগুলির ও ম্যানুফ্যাকচারগুলির কারখানা-শিল্পে দ্রুতগতি রূপান্তরণের।

এই আলোড়নের এক বিরাট আয়তনের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় পরিধেয় পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে। 'শিশু-নিয়োগ কমিশন'-এর শ্রেণী-বিন্যাস অনুসারে এই শিল্পের মধ্যে পড়ে খড়ের টুপি প্রস্তুতকারক, মেয়েদের টুপি-প্রস্তুত-কারক, ক্যাপ-প্রস্তুতকারক, দর্জি মেয়েদের মাথার সাজ ও পোশাক-আশাক প্রস্তুতকারক, শার্ট-প্রস্তুতকারক; কাঁচুলি প্রস্তুতকারক, দস্তানা-প্রস্তুতকারক, জুতো-প্রস্তুতকারক এবং, তা ছাড়াও, আরো অনেক শাখা যেমন গলাবন্ধ, কলার ইত্যাদি। ১৮৬১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে এই শিল্পগুলিতে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ছিল ৫,৮৬,২৯৯; এদের মধ্যে অন্ততঃ ১১৫,২৪২ জন ছিল ২০ বছর বয়সের নীচে এবং ১৬,৬৫০ জন ১৫ বছর বয়সের নীচে। ১৮৬১ সালে যুক্তরাজ্যে নারী-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৭,৫০,৩৩৪ জন। টুপি তৈরি, জুতো তৈরি, দস্তানা তৈরি ও দর্জির কাজে নিযুক্ত পুরুষ-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪,৩৭,৯৬৯; এদের মধ্যে ১৪,৯৬৪ জন ছিল ১৫ বছর বয়সের নীচে, ৮৯,২৮৫ জন ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে এবং ৩,৩৩,১১৭ জন ২০ বছর বয়সের উপরে। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখাকে ধরা হয়নি। কিন্তু যেভাবে আছে, সেই ভাবেই সংখ্যাগুলিকে ধরা যাক; তা হলে ১৮৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে একমাত্র ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সেই আমরা পাই ১০,২৪,২৭৭ জন, কৃষি ও গো-পালনে যত লোক নিযুক্ত রয়েছে তার প্রায় সমান। মেশিনারির যাদু-দ্বারা উৎপন্ন বিপুল- পরিমাণ পণ্য-সম্ভারের এবং ঐ মেশিনারির দ্বারা মুক্তি-প্রদত্ত বিরাট শ্রমিক-জনতার কি অবস্থা হয়, তা আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করি।

পরনের পোশাক-আশাকের উৎপাদন অংশতঃ সম্পাদিত হয় ম্যানুফ্যাক্টরিগুলিতে, যেখানে কর্মশালাসমূহে আমরা পাই সেই শ্রম-বিভাজনেরই পুনরুৎপাদন, যার 'মেমব্রা ডিসজেক্টা' প্রস্তুত অবস্থাতেই পাওয়া যায় হাতের কাছেই; আর অংশতঃ সম্পাদিত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিক-হস্তশিল্পীদের দ্বারা; এরা অবশ্য আগে যেমন ব্যক্তিগত পরিভোক্তাদের জন্য কাজ করত, এখন তা করেনা, এখন কাজ করে ম্যানুফ্যাক্টরি ও গুদাম-ঘরের জন্য—এবং কাজ করে এমন মাত্রায় যে প্রায়ই গোটা শহর বা গোটা অঞ্চল একটি স্থানীয় বিশেষত্ব হিসাবে নিযুক্ত থাকে বিশেষ বিশেষ শাখায়, যেমন জুতো তৈরি; এবং সর্বশেষে, এক বিপুল আয়তনে সম্পাদিত হয় তথাকথিত গৃহশিল্প-

শ্রমিকদের দ্বারা, যারা পরিণত হয় ম্যানুফ্যাক্টরিগুলির বহিরবস্থিত বিভাগে, এমনকি, ক্ষুদ্রতর মালিকদের কর্মশালায়।[১]

কাঁচামাল ইত্যাদির যোগান আসে যান্ত্রিক শিল্প থেকে, সস্তা মানবিক মালের সমষ্টি গঠিত হয় (Taillable a merci et misericorde) যান্ত্রিক শিল্পের দ্বারা এবং উন্নতকৃত কৃষি কর্মের দ্বারা "মুক্ত-কৃত" ব্যক্তিদের দিয়ে। চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলে তার প্রয়োজন মেটাতে ধনিকদের চাই হাতের কাছে প্রস্তুত একটি সুসজ্জিত বাহিনী—ধনিকদের এই প্রয়োজন থেকেই উল্লিখিত শ্রেণীর ম্যানুফ্যাকচারের উৎপত্তি।[২] যাই হোক, এইসব ম্যানুফ্যাকচার কিন্তু একটি সুবিস্তৃত ভিত্তি হিসাবে এই বিক্ষিপ্ত হস্তশিল্প ও গৃহ-শিল্পগুলিকে বেঁচে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে সুযোগ দেয়। শ্রমের এই শাখাগুলিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের বিপুল উৎপাদন এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান হারে মূল্যহ্রাসের কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ, যা এত সামান্য যে তা দিয়ে কেবল কায়ক্লেশে প্রাণ বাঁচানোই যায় এবং সেই সঙ্গে, কাজের সময়ের যথাসম্ভব সম্প্রসারণ, যা এত সাংঘাতিক যে মানব-দেহের সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষের যে ঘর্ম ও রক্ত রূপান্তরিত হয় পণ্যসামগ্রীতে, সেই ঘর্ম ও রক্তকে সস্তা করেই অতীতে বাজারগুলিকে নিরন্তর আরো বিস্তৃত করা হয়েছে এবং আজও প্রত্যহ করা হচ্ছে; এই ঘটনা আরো বিশেষভাবে লক্ষণীয় ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক বাজারগুলি সম্বন্ধে, যেখানে, তা ছাড়াও, ইংরেজ রুচি ও অভ্যাসগুলি প্রাধান্য লাভ করে। শেষ পর্যন্ত সেই সংকট-বিন্দুটিতে উপনীত হতে হল। পুরনো পদ্ধতির ভিত্তিটি—শ্রমিক-জনগণের পাশবিক শোষণ এবং সেই সঙ্গে মোটামুটি প্রণালীবদ্ধ শ্রম-বিভাজন আর ক্রমবর্ধমান বাজারগুলির পক্ষে এবং ধনিকদের মধ্যে আরো দ্রুত-বর্ধমান প্রতিযোগিতার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হলনা। মেশিনারির আবির্ভাবের ঘণ্টা বেজে উঠল। চূড়ান্ত ভাবে বৈপ্লবিক যে মেশিন, যা সমভাবে আক্রমণ চালাল এই উৎপাদন-ক্ষেত্রটির সংখ্যাহীন শাখায় উপরে—পোশাক তৈরি, দর্জির কাজ, জুতো তৈরি, সেলাই-ফোঁড়াই, টুপি-তৈরি এবং আরো অনেক কিছুর সামগ্রিক ব্যবস্থার উপরে, সেটি আর কিছু নয়—'সিউয়িং মেশিন', 'সেলাই-কল'।

---

১. ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের টুপি তৈরি ও পোশাক-আশাক তৈরির কাজ প্রধানতঃ নিয়োগ-কর্তার জায়গাতেই করা হয়; কিছু করে যারা সেখানে থাকে সেই মহিলারা আর কিছু করে যারা বাইরে থেকে আসে তারা।

২. মিঃ হোয়াইট নামে জনৈক কমিশনার একটি সামরিক পোশাক তৈরির ম্যানুফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন, যেখানে কাজ করত ১,০০০ থেকে ১,২০০ ব্যক্তি, প্রায় সকলেই মহিলা। তিনি একটি জুতো তৈরির কারখানাও পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে কাজ করত ১,৩০০ জন, যাদের মধ্যে অর্ধেকই ছিল শিশু ও অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে।

শ্রমিক-জনসংখ্যার উপরে তার আশু প্রতিক্রিয়া অন্যান্য সব মেশিনারির মতই, আধুনিক শিল্পের উদ্ভব থেকে যে মেশিনারি শিল্পের নোতুন শাখায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। অতি কচি বয়সের শিশুরা ভেসে যায়। মেশিন-কর্মীদের মজুরি গৃহ-কর্মীদের মজুরির তুলনায় বৃদ্ধি পায়; এই গৃহ-কর্মীদের মধ্যে অনেকেই গরিবদের মধ্যেও সবচেয়ে গরিব। অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে অবস্থিত হস্তশিল্পীদের সঙ্গে মেশিনারি প্রতিযোগিতা করে, ফলে তাদের মজুরি দারুণ নেমে যায়। এই নোতুন মেশিন-কর্মীরা একান্ত ভাবেই বালিকা ও যুবতী নারী। যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে তারা, ভারি কাজের উপরে পুরুষ শ্রমিকদের যে-একচেটিয়া অধিকার এতকাল ছিল, সেই অধিকারকে ভেঙ্গে দেয় এবং অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা কাজ থেকে বৃদ্ধ নারী ও অতি কচি শিশুদের দলে দলে উৎখাত করে দেয়। প্রবল প্রতিযোগিতা দৈহিক শ্রমিকদের মধ্যে যারা দুর্বলতম তাদের চূর্ণ করে দেয়। গত ১০ বছরে লণ্ডনে অনাহার-মৃত্যুর ভয়াবহ বৃদ্ধি এবং মেশিনে-সেলাইয়ের বিস্তার পাশাপাশি অগ্রসর হয়েছে।[১] নোতুন মেয়ে-শ্রমিকেরা মেশিনের বিশেষ গড়ন, ওজন ও আকার অনুযায়ী হাতে ও পায়ে কিংবা কেবল হাতে মেশিন চালায়—কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে এবং যথেষ্ট-পরিমাণ শ্রম-শক্তি ব্যয় ক'রে। যদিও পুরনো ব্যবস্থায় কাজের ঘণ্টা যত দীর্ঘ ছিল, এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা থেকে কম, তবু কাজের ঘণ্টার এই দৈর্ঘ্যের জন্যই এই মেয়ে-শ্রমিকদের কাজ হয়ে পড়ে অস্বাস্থ্যকর। যেখানেই একটি সেলাই-কলকে স্থাপন করা হয় সংকীর্ণ ও ইতিপূর্বেই জনাকীর্ণ কোন কাজের ঘরের মধ্যে, তা অস্বাস্থ্যকর প্রভাবগুলিকে বাড়িয়ে তোলে। মিঃ লর্ড বলেন, "নিচু ছাদ-ওয়ালা কাজের ঘর, যার মধ্যে কাজ করছে ৩০।৪০ জন মেশিন-কর্মী—এমন একটি ঘরে প্রবেশ করার প্রথম প্রতিক্রিয়াই অসহনীয়।······ঘরের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ভয়ংকর; অংশতঃ যার কারণ হচ্ছে ইস্তিরি গরম করার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস স্টোভ; এমনকি যখন কাজের ঘণ্টা পরিমিত, সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, তখনো এই সব জায়গায় প্রতিদিন ৩।৪ জন করে কর্মী অজ্ঞান হয়ে যায়।"[২]

উৎপাদনের উপকরণে বিপ্লবের অবশ্যিক ফল হল শিল্প-পদ্ধতিতে বিপ্লব, যা সংঘটিত হয় বিবিধ অতিক্রান্তিকালীন রূপের বিচিত্র এক সংমিশ্রণের দ্বারা। শিল্পের কোন-না-

---

১. একটি দৃষ্টান্ত: রেজিস্ট্রার-জেনারেল-এর সাপ্তাহিক মৃত্যু-তালিকায়, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪, অনশন-জনিত ৫টি মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ একই দিনে 'টাইমস' পত্রিকায় আরো একটি মৃত্যুর খবর বের হয়। এক সপ্তাহে ৬টি অনশন-মৃত্যু!

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, দ্বিতীয় রিপোর্ট, ১৮৬৪", পৃঃ ৬৭; নং ৪০৬-৯, পৃঃ ৮৪; নং ১২৪, পৃঃ ৭৩; নং ৪৪১, পৃঃ ৬৮, নং ৬, পৃঃ ৮৪; নং ১২৬, পৃঃ ৭৮; নং ৮৫, পৃঃ ৭৬ নং ৬৯, পৃঃ ৭২, নং ৪৮৩।

কোন শাখায় যে-হারে সেলাই-কলের প্রচলন ঘটেছে, যে-সময় জুড়ে তা কাজ করে এসেছে, শ্রমিক-জনগণের পূর্ববর্তী অবস্থা যা ছিল, ম্যানুফ্যাকচার বা হস্তশিল্প বা গৃহ-শিল্পের কার কতটা প্রাধান্য, কাজের ঘরের ভাড়া কত ইত্যাদি অনুযায়ী এই রূপগুলিরও পরিবর্তন ঘটে।[১] দৃষ্টান্ত হিসাবে, পোশাক-আশাকে তৈরির ক্ষেত্রে, যেখানে শ্রম প্রায় সর্বত্র সংগঠিত প্রধানতঃ সরল সহযোগের ভিত্তিতে, সেখানে সেলাই-কল গোড়ার দিকে সেই ম্যানুফ্যাকচার-শিল্পে দেখা দিত কেবল একটা নোতুন উপাদান হিসাবে। দর্জির কাজে, শার্ট তৈরিতে, জুতো তৈরি ইত্যাদিতে সব কটি রূপই পরস্পর-মিশ্রিত। এখানে নিয়মিত ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থা। সেখানে মধ্যবর্তী লোকেরা ধনিকের কাছ থেকে সরাসরি কাঁচামাল পায় এবং ১০ থেকে ৫০ জন বা তারও বেশি মেয়ে-কর্মীকে তাদের সেলাই-কলগুলিকে আলাদা আলাদা গ্রুপে—"কামরা" বা "চিলেকোঠা"-য়—ভাগ করে দেয়। সর্বশেষে, যেখানে মেশিনারি প্রণালী হিসাবে সংগঠিত নয় এবং যেখানে তাকে খর্বাকার অনুপাতেও ব্যবহার করা যায়, সেখানে, সর্বত্রই যা ঘটে থাকে, হস্তশিল্পী ও গৃহ-কর্মীরা তাদের পরিবারবর্গের সহায়তায় কিংবা বাইরে থেকে কিছুটা অতিরিক্ত শ্রমের সাহায্যে, তাদের নিজেদের সেলাই কলগুলিকেই কাজে লাগিয়ে থাকে।[২] যে-ব্যবস্থাটা ইংল্যাণ্ডে বাস্তবে চালু আছে, তা এই যে, ধনিক তার মোকামে বহুসংখ্যক মেশিন কেন্দ্রীভূত করে এবং তার পরে ঐসব মেশিনে উৎপন্ন জিনিসগুলিতে বাকি কাজের জন্য সেগুলি বিলি করে দেওয়া হয় গৃহ-কর্মীদের মধ্যে।[৩] ক্রান্তিকালীন এই রূপগুলির বিচিত্র বিভিন্নতা কিন্তু নিয়মিত কারখানা-ব্যবস্থায় রূপান্তরণের প্রবণতাকে প্রচ্ছন্ন রাখেনা। সেলাই মেশিনের যা প্রকৃতি, তাতে এই প্রবণতা আরো পরিপুষ্ট হয়; আগে তার যে-বহুবিধ ব্যবহার সম্পাদিত হত একটি শিল্পের বিভিন্ন শাখায়, এখন সেগুলি সম্পাদিত হয় একই ছাদের নীচে, একই পরিচালনার অধীনে। এই প্রবণতা আরো উৎসাহ পায় এই ঘটনা থেকে যে, প্রাথমিক সুঁচের কাজ ও আরো কিছু ক্রিয়াকর্ম সবচেয়ে সুবিধাজনক ভাবে করা যায় সেই জায়গায়, যেখানে মেশিনটি কাজ করছে; সেই সঙ্গে যারা হাতে সেলাই

---

১. "কাজের ঘরের জায়গাগুলির খাজনাই সম্ভবতঃ সেই উপাদান, যা শেষ পর্যন্ত বিষয়টিকে নির্ধারণ করে এবং তার ফলে প্রধান শহরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়োগকর্তাকে ও পরিবারকে কাজ দেবার পুরানো প্রথাটি সবচেয়ে বেশি কাল বজায় ছিল এবং সবচেয়ে আগে আবার চালু করা হয়েছে।" ("শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ৮৩, নোট: ১২৩) এই উদ্ধৃতির শেষ অংশটিতে কেবল জুতো তৈরির শিল্পের কথাই বলা হয়েছে।

২. দস্তানা তৈরি ও অন্যান্য শিল্পে, যেখানে কর্মীদের অবস্থা দুঃস্থদের তুলনায় কোনো মতে ভাল নয়, সেখানে এটা ঘটেনা।

৩. ঐ পৃঃ ৮৩, টীকা ১২২।

করে এবং যারা নিজেদের মেশিনে সেলাই করে, সেই গৃহকর্মীদের অবশ্যম্ভাবী উদ্বাসনও এই প্রবণতাকে উৎসাহ দেয়। এই ভবিতব্য ইতিমধ্যেই তাদের অংশতঃ কবলিত করেছে। সেলাই-কলে[১] বিনিয়োজিত মূলধনের নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলে মেশিনে-তৈরি জিনিসপত্রের উৎপাদনে প্রেরণা সঞ্চার করে এবং তা দিয়ে বাজারকে ভাসিয়ে দেয় আর এই ভাবে গৃহ- কর্মীদের নিশানা দেয় তাদের মেশিনগুলিকে বিক্রি করে দেবার জন্য। খোদ সেলাই-মেশিনেরই অতি উৎপাদন তাদের উৎপাদন-কারীদের বাধ্য করে, সেগুলিকে বিক্রি করতে না পেরে, কিছু পরিমাণ টাকার বদলে সাপ্তাহিক হিসাবে ভাড়া দিতে এবং এই ভাবে মারাত্মক প্রতিযোগিতার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেশিন-মালিককে ধ্বংস করে দিত।[২] মেশিনগুলির গঠনে নিরন্তর পরিবর্তন এবং সেগুলির ক্রমবর্ধমান মূল্যহ্রাস পুরনো মেশিনগুলির দিন দিন অবমূল্যায়ন ঘটায় এবং অসম্ভব সস্তা দামে সেগুলিকে বড় বড় ধনিকদের কাছে বিক্রি করে দেবার ব্যবস্থা করে, একমাত্র যারা সেগুলিকে লাভজনক ভাবে কাজে লাগাতে পারে। সর্বশেষে, মানুষের জায়গায় স্টিম-ইঞ্জিনের প্রবর্তন, যেমন অনুরূপ সব বিপ্লবে, তেমন এই বিপ্লবেও হানে শেষ আঘাত। প্রথমে বাষ্প-শক্তির ব্যবহার কিছু নিছক কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন মেশিনগুলির মধ্যে অনিয়মিকতা, সেগুলির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা, হাল্‌কা মেশিনগুলিতে অতিরিক্ত ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি; অচিরেই অভিজ্ঞতার কল্যাণে এই সমস্যাগুলি অতিক্রম করা সম্ভব হয়।[৩] যদি, এক দিকে বড় বড় ম্যানুফ্যাক্টরিতে অনেক মেশিনের কেন্দ্রীভবনের ফলে বাষ্প-শক্তির প্রয়োগ সম্ভব হয়, অন্য দিকে তখন মানুষের পেশির সঙ্গে বাষ্পের প্রতিযোগিতার ফলে বড় বড় কারখানায় শ্রমিক ও মেশিনের কেন্দ্রীভবন ত্বরান্বিত হয়। যেমন বর্তমান ইংল্যাণ্ড, যেখানে আধুনিক শিল্পের প্রভাবে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত বিপর্যস্ত ম্যানুফ্যাকচার, হস্তশিল্প ও গৃহ-শিল্পের মত উৎপাদনের প্রত্যেকটি রূপই অনেক কাল আগেই কারখানা-ব্যবস্থার বিভীষিকাগুলি পুনরুৎপাদন করেছে, এমনকি মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই করেছে, অথচ সেই ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক সামাজিক প্রগতির কোনো উপাদানে অংশ গ্রহণ করেনি, সেই ইংল্যাণ্ড আজ প্রত্যক্ষ করছে ম্যানুফাকচার, হস্তশিল্প, গৃহশিল্প, প্রভৃতি

---

১. একমাত্র লাইসেস্টারেই পাইকারি বুট ও জুতো শিল্পে ১৮৬৪ সালে ব্যবহারে ছিল ৮০০টি সেলাই-কল।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, দ্বিতীয় রিপোর্ট, '৮৬৪", পৃঃ ৮৪, নং ১২৪।

৩. দৃষ্টান্ত: লণ্ডনে পিমলিকোয় 'আর্মি ক্লোদিং ডিপো; লণ্ডনডেরিতে টিল্লি ও হেণ্ডার্সনে সার্ট ফ্যাক্টরি; লিমারিকে মেসার্স টেইট-এর ফ্যাক্টরিতে, যেখানে কাজ করে ১,২০০ কর্মী।

প্রত্যেকটি উৎপাদন-রূপের কারখানা-ব্যবস্থায় রূপান্তরণ—কেবল পোশাক তৈরির শিল্পের মত বিশাল শিল্পেই নয়, উল্লিখিত অন্যান্য শিল্পগুলিরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে।[১]

যে সমস্ত শিল্পে নারী, তরুণ-তরুণী ও শিশুরা নিযুক্ত হয়, সেই সমস্ত শিল্পে কারখানা-আইনের বিস্তার সাধন শিল্প-বিপ্লবকে কৃত্রিম ভাবে সাহায্য করে, যদিও শিল্প-বিপ্লব ঘটে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। কাজের দিনের দৈর্ঘ্য, ছেদ, শুরু ও শেষ সম্পর্কিত বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ, শিশুদের দৌড়-প্রথা, নির্দিষ্ট বয়সের কম-বয়সী সমস্ত শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদির কারণে, এক দিকে যেমন দরকার হয় আরো মেশিনারি,[২] অন্য দিকে তেমন দরকার হয় সঞ্চলক শক্তি হিসাবে পেশি-শক্তির বদলে বাষ্প-শক্তির প্রয়োগ।[৩] অপর পক্ষে, সময়ের ক্ষতিকে পুষিয়ে দেবার জন্য যৌথ ভাবে ব্যবহার্য উৎপাদন-উপায়-উপকরণের ফার্নেস-এর ও বাড়ি-ঘরের সম্প্রসারণ ঘটে ; এক কথায়, উৎপাদনের উপায়-উপকরণের বৃহত্তর কেন্দ্রীভবন এবং সেই সঙ্গে শ্রমিক-জনসংখ্যার বৃহত্তর সমাবেশ। কারখানা-আইনের দ্বারা আহত প্রত্যেকটি ম্যানুফ্যাকচারকারী বারংবার আবেগভরে যে প্রধান আপত্তিটি উত্থাপন করে, তা আসলে এই যে, পুরাতন আয়তনে উৎপাদন চালিয়ে যেতে হলে বৃহত্তর পরিমান মূলধনের প্রয়োজন হবে। কিন্তু তথাকথিত গৃহ-শিল্পগুলিতে এবং গৃহ-শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যবর্তী রূপগুলিতে শ্রমের বেলায়,

---

১. "কারখানা-ব্যবস্থার দিকে প্রবণতা" (ঐ, পৃঃ ৬৭)। "গোটা কর্ম-নিয়োগের ব্যাপারটা তখন পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এবং 'লেস' শিল্পে, বয়নকার্যে যে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, সেই দিকে যাচ্ছে" (ঐ, নং ৪০৫)। "একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব" (ঐ, পৃঃ ৪৬, নং ৩১৮)। ১৮৪০ সালে শিশু নিয়োগ কমিশনের সময়ে মোজা-তৈরি তখনো হত দৈহিক শ্রমের সাহায্যে। ১৮৪৬ সাল থেকে নানা ধরনের মেশিন প্রবর্তিত হয়, যেগুলি চলত বাষ্পে। মোজা-তৈরিতে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ৩ বছর বয়স থেকে শুরু করে সব বয়সের কর্মীর সংখ্যা ১৮৬২ সালে ছিল প্রায় ১,২৯,০০০। এদের মধ্যে ৪,০৬৩ জন কাজ করত কারখানা-আইনের অধীনে, ১৮৬২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি মাসের 'পার্লামেণ্টারি রিটার্ন' দ্রষ্টব্য।

২. যেমন মৃৎ-সামগ্রী শিল্পে গ্লাসগোর 'ব্রিটেন পটারি'-র মেসার্স কচরেন রিপোর্ট করেন : "আমাদের পরিমাণ ঠিক রাখবার জন্য আমরা ব্যাপক ভাবে মেশিন চালু করছি, যেগুলি চালায় অদক্ষ শ্রমিকেরা ; প্রতি দিনই আমরা আরো নিশ্চিত হচ্ছি যে পুরনো ব্যবস্থার তুলনায় আমরা বেশি পরিমাণ উৎপন্ন করতে পারি ("রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ১৩)। "কারখানা আইনের একটা ফল হল জোর করে মেশিনারি প্রবর্তন করা।" (ঐ, পৃঃ ১৩-১৪)।

৩. যেমন, মৃৎশিল্পে ('পটারিজ'-এ) কারখানা-আইনের বিস্তার-সাধনের পরে, হস্ত-চালিত 'জিগার'-এর বদলে শক্তি-চালিত 'জিগার'-এর ব্যবহারে বিপুল বৃদ্ধি।

যখনি কাজের দিন ও শিশুদের নিয়োগের উপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তখনি ঐ শিল্পগুলি কোণঠাসা হয়ে যায়। সস্তা শ্রমের সীমাহীন শোষণই হচ্ছে তাদের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতার একমাত্র ভিত্তি।

বিশেষ করে, কাজের দিনের দৈর্ঘ্য যখন নির্দিষ্ট, তখন কারখানা-ব্যবস্থার অস্তিত্বের একটি অত্যাবশ্যক শর্ত হচ্ছে ফল সম্পর্কে নিশ্চয়তা অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের কিংবা একটি প্রয়োজনীয় পরিমাণের উৎপাদন সম্পর্কে নিশ্চয়তা। একটি শ্রম-দিবসে আইন-অনুসারে কয়েকটি ছেদ দিতে হয়; এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, মাঝে মাঝে ও আকস্মিক এই যে কর্ম-বিরতি, তা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রমণশীল জিনিসটির কোনো ক্ষতি করেনা। ফলের ব্যাপারে এই নিশ্চয়তা এবং কাজে বিরতি ঘটাবার এই সম্ভাব্যতা বিশুদ্ধ যান্ত্রিক শিল্পগুলিতে যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়াসমূহ যে-সব শিল্পে অংশ গ্রহণ করে সেখানে তত সহজে করা যায়না। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, মৃৎপাত্র শিল্পে, 'ব্লিচিং', 'ডাইং', 'বেকিং' এবং অধিকাংশ ধাতব শিল্পে, যেখানেই এমন শ্রম-দিবস রয়েছে যার দৈর্ঘ্যের উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, যেখানেই নৈশ কাজ ও মনুষ্য-জীবনের সীমাহীন অপচয় চালু আছে, সেখানেই কাজটির প্রকৃতিই যদি ভালোর দিকে পরিবর্তনের পথে সামান্যতম বাধাও সৃষ্টি করে, তা হলে অচিরেই সেই বাধাকে দেখা হয় প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধক হিসাবে। কারখানা-আইন যতটা নিশ্চিত ভাবে এই সব প্রতিবন্ধক অপসারণ করে, কোনো বিষয়ই তার চেয়ে বেশি নিশ্চিত ভাবে কীট-পতঙ্গের মৃত্যু ঘটায় না। "অসম্ভাব্যতা" সম্পর্কে আমাদের বন্ধুরা, মৃৎপাত্র-প্রস্তুতকারকেরা যত হৈ-চৈ করেছিল তার চেয়ে বেশি আর কেউ করেনি। যাই হোক, ১৮৪৬ সালে তাদের এই আইনের আওতায় আনা হয়, এবং ষোল মাসের মধ্যেই সমস্ত "অসম্ভাব্যতা" অন্তর্হিত হয়ে যায়। বাষ্পীকরণের পরিবর্তে চাপের সাহায্যে 'স্লিপ' তৈরির যে উন্নত পদ্ধতি এই আইনের ফলে সংঘটিত হল, মৃৎপাত্রকে তার কাঁচা অবস্থায় শুকিয়ে নেবার জন্য যে নোতুন স্টোভ আবিষ্কৃত হল—এই সবই মৃৎ-শিল্পকলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এইগুলি এমন এক অগ্রগতির পরিচায়ক, যার সমকক্ষ পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ছিলনা।····· এই উন্নত পদ্ধতি এমনকি স্টোভগুলির তাপও বহুল পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে এবং জ্বালানির সাশ্রয় ঘটিয়েছে; পাত্রের উপরে যাতে চটপট ক্রিয়া করে তারও ব্যবস্থা করেছে।"[১] সব রকমের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, মাটির জিনিসের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি অথচ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে—এবং বৃদ্ধি পেয়েছে এমন মাত্রায় যে ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বরে যে বারো মাস শেষ হল, সেই এক বছরে পূর্ববর্তী তিন বছরের গড়কে ছাড়িয়ে রপ্তানির পরিমাণ মূল্য হিসাবে বেড়ে গেল ১,৩৮,৬২৮ পাউণ্ড। দিয়াশলাই ম্যানুফ্যাকচারে এটাকে ধরে নেওয়া হত একটা অপরিহার্য প্রয়োজন বলে যে, বালকেরা যখন নাকে-মুখে

১. "রিপোর্টস ···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ৯৬ এবং ১২৭।

তাদের খাবার গিলবে, তখনো কাঠির মাথাগুলিকে গলানো ফসফোরাসের মধ্যে ডুবিয়ে যাবে, আর ফসফোরাসের বিষাক্ত বাষ্প তাদের মুখে গিয়ে লাগবে। (১৮৬৪) সালের কারখানা-আইন সময়ের সংকোচন-সাধনকে আবশ্যিক ব্যাপারে পরিণত করল এবং একটি ডোবানো যন্ত্রের ('ডিপিং মেশিন-এর) আবিষ্কার ঘটাল, যার বাষ্প আর কর্মীদের গায়ে এসে লাগতে পারেনা।[1] অনুরূপ ভাবে, বর্তমানে লেস-ম্যানুফ্যাকচারের যেসব শাখাকে এখনো পর্যন্ত কারখানা-আইনের আওতায় আনা হয়নি, সেই সব শাখায় এই রীতি অনুসরণ করা হয় যে খাবারের জন্য কোনো নিয়মিত সময় নির্দিষ্ট করা যায়না, কেননা বিভিন্ন রকমের লেস শুকোবার জন্য বিভিন্ন সময়কালের দরকার হয়, যা কখনো হতে পারে তিন মিনিট, কখনো বা এক ঘণ্টা বা তারও বেশি। এর জবাবে শিশু-নিয়োগ কমিশনের কমিশনাররা বলেন, 'এই ক্ষেত্রের অবস্থাবলী ঠিক কাগজ-রঞ্জকদের অবস্থাবলীর মত, যার কথা আমরা প্রথম রিপোর্টে আলোচনা করেছি। এই শিল্পের প্রধান কয়েকজন ম্যানুফ্যাকচারকারী বলেন, যেসব মাল-মশলা ব্যবহার করা হয় সেগুলির প্রকৃতি এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দরুন, তাদের পক্ষে গুরুতর লোকসান ছাড়া একটি নির্দিষ্ট সময়কে খাবার খাওয়ার জন্য স্থির রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা গেল যে, একটু নজর দিলে এবং আগে থেকে ব্যবস্থা করলে, আশংকিত অসুবিধাকে অতিক্রম করা যায় এবং তদনুযায়ী পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনে গৃহীত 'কারখানা সম্প্রসারণ আইন'-এর ৬ ধারার ৬ উপধারা বলে কারখানা-আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাবারের সময় চালু করার জন্য তাদেরকে আঠারো মাস সময় দেওয়া হল।"[2] এই আইনটি পাশ হতে না হতেই আমাদের ম্যানুফ্যাকচারকারী বন্ধুরা আবিষ্কার করে ফেলল, "আমাদের উৎপাদন-শাখায় কারখানা-আইনের সম্প্রসারণের ফলে যে-সমস্ত অসুবিধা ঘটবে বলে আশংকা করেছিলাম, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই, সেগুলি ঘটেনি। উৎপাদনে আদৌ কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বস্তুত এখন আমরা একই সময়ে বেশি উৎপাদন করছি।"[3] এটা সুস্পষ্ট যে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট—যার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কেউ এই অপবাদ দিতে পারবেন না যে সেখানে প্রতিভার খুব আধিক্য রয়েছে, সেই পার্লামেন্ট—অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কাজের ঘণ্টা কমানো

---

১. দিয়াশলাই তৈরির ক্ষেত্রে এই এবং অন্যান্য মেশিনারি প্রবর্তনের ফলে কেবল একটি বিভাগেই ২৩০ জন যুবক-যুবতীর পরিবর্তে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের ৩২ জন বালক-বালিকা নিয়োগ করা যয়। শ্রমের এই সাশ্রয় আরো বেশি করে সাধিত হয় ১৮৬৫ সালে বাষ্প-শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, দ্বিতীয় রিপোর্ট, ১৮৬৪", পৃঃ ৯, নং ৫০।

৩. "রিপোর্টস·· ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ২২।

ও নিয়মিত করার প্যাল্টা হিসাবে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি যে-সমস্ত প্রতিবন্ধক খাড়া করেছে, সেগুলিকে একটা সাদাসিধে বাধ্যতামূলক আইন-প্রণয়নের সাহায্যেই ভাসিয়ে দেওয়া যায়। অতএব, একটি নির্দিষ্ট শিল্পে কারখানা আইন চালু করার পরে ছয় থেকে আঠারো মাস সময় দেওয়া হচ্ছে যার মধ্যে উক্ত আইনটি কার্যকরী করার পক্ষে যেসব প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধক আছে, সেগুলিকে অপসারিত করা হবে ম্যানুফ্যাকচার-কারীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। "Impossible ! ne me dites jamais ce bete de mot !"—মিরাবোর এই উক্তিটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য আধুনিক প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ('টেকনোলজি'-র) ক্ষেত্রে। কিন্তু যদিও ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থাকে ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থায় রূপান্তরণের জন্য, প্রয়োজনীয় বৈষয়িক উপাদানগুলিকে কারখানা-আইনসমূহ এইভাবে কৃত্রিম ভাবে পরিপক্ক করে তোলে, তবু কিন্তু সেই সময়ে বৃহত্তর পরিমাণ মূলধন নিয়োগের আবশ্যকতা ঘটিয়ে সেই আইনসমূহ ক্ষুদ্র মালিকদের অবক্ষয় এবং মূলধনের কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।[১]

নিছক প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকসমূহ ছাড়াও—যেগুলি প্রযুক্তিগত উপায়ের মাধ্যমে অপসারণ করা যায়, সেগুলি ছাড়াও, শ্রমিক-জনগণের বিবিধ অনিয়মিত আচার-অভ্যাসও শ্রমের সময় নিয়ন্ত্রণে বাধা সৃষ্টি করে। যেখানে একক-পিছু মজুরি ('পিস-ওয়েজ') প্রথার প্রাধান্য থাকে কিংবা যেখানে দিনের বা সপ্তাহের একাংশের নষ্ট সময় অন্য অংশে উপরি-সময় খেটে বা নৈশকাজের মাধ্যমে—যে-নৈশ কাজের রেওয়াজ বয়স্ক শ্রমিককে পাশবিক করে তোলে এবং তার স্ত্রী ও শিশুদের সর্বনাশ ঘটায় সেই কাজের মাধ্যমে, পুষিয়ে নেওয়া যায়, বিশেষ করে সেখানে শ্রমিকের এই অনিয়মিত আচার-অভ্যাসই মূলতঃ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।[২] যদিও শ্রমশক্তি-ব্যয়ের এই অনিয়মিকতা

---

১. "কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত উন্নয়ন যদিও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পুরোপুরি প্রযুক্ত হয়েছে, তা হলেও সেগুলি কোনক্রমেই ব্যাপক নয় এবং অনেক পুরনো ম্যানুফ্যাক্টরিতেই নোতুন মূলধন নিয়োগ না করে সেগুলিকে নিয়োগ করা যায় না অথচ এই মূলধন নিয়োগ বর্তমান অধিকারীদের অনেকেরই সাধ্যের বাইরে।" উপ-পরিদর্শক মে লিখেছেন, "আমি আনন্দ না করে পারিনা যে, এমন একটা ব্যবস্থা (যেমন 'কারখানা-আইন প্রসারণ আইন') প্রবর্তন ফলে সাময়িক বিশৃংখলা হলেও এবং বস্তুতঃ পক্ষে যে-সমস্ত খারাপ জিনিস তা দূর করতে চায় সরাসরি তার নির্দেশক হলেও···" ইত্যাদি ইত্যাদি ("রিপোর্টস অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫")।

২. যেমন ব্লাস্ট ফার্নেস-এর ক্ষেত্রে, "সপ্তাহের শেষ দিকে কাজের সময় সাধারণতঃ বেড়ে যায়, কেননা মানুষের অভ্যাসই হল সোমবারটা, এমনকি মঙ্গলবারটাও আলসেমি করে কাটিয়ে দেওয়া।" ("শিশু নিয়োগ কমিশন, তৃতীয় রিপোর্ট", পৃঃ ৬)। "ছোট মালিকদের কাজের সময় খুব অনিয়মিত। তারা ২।৩ দিন করে হারায় এবং তার পরে সেই ক্ষতিটা পূরণ করার জন্য সারা রাত ধরে কাজ করে।···তারা সব সময়েই

একঘেয়ে উঞ্ছবৃত্তির ক্লান্তিকরতার বিরুদ্ধে একটি স্বাভাবিক ও রূঢ় প্রতিক্রিয়া, তা হলেও এর উৎপত্তি প্রধানতঃ ঘটে উৎপাদনক্ষেত্রে নৈরাজ্য থেকে—যে নৈরাজ্যের আবার কারণ হল ধনিকের দ্বারা শ্রমশক্তির বল্গাহীন শোষণ। শিল্পচক্রের সাধারণ পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন এবং বাজারের বিশেষ ওঠা-নামা, যা প্রত্যেকটি শিল্পকে শাসন করে, সেগুলি ছাড়াও, আমরা "মরশুম"-কে বিবেচনার মধ্যে ধরতে পারি, যা নির্ভর করে নৌ-চলাচলের পক্ষে অনুকূল ঋতুগুলির উপরে কিংবা ফ্যাশন এবং, যথাসম্ভব স্বল্পকালের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে, এমন আকস্মিক বিরাট বায়নার উপরে। রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফের সম্প্রসারণের সুবাদে এই ধরনের বায়না দেবার রেওয়াজ ঘন ঘন ঘটে। "সারা দেশ জুড়ে রেলওয়ে-ব্যবস্থার প্রসার স্বল্পকালীন নোটিশ দেবার প্রবণতাকে খুবই উৎসাহ যুগিয়েছে। এখন, আমরা যেসব পণ্যাগারে সরবরাহ যোগাই, গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেস্টার ও এডিনবরা থেকে ক্রেতারা সেখানে আসে ; আগে যেমন তারা উপস্থিত স্টক থেকেই জিনিস কিনত, এখন তা না করে তারা ছোট ছোট বায়না দেয়, যেগুলিকে অবিলম্বে সরবরাহ করতে হয়। কয়েক বছর আগে আমরা আলগা সময়ে কাজ করতে পারতাম, যাতে করে পরের মরশুমের চাহিদা মেটাতে পারি, কিন্তু এখন কেউই আগে থেকে বলতে পারে না তখন চাহিদা কতটা হবে।[১]

এখনো কারখানা-আইনের আওতায় আসেনি, এমন সব ফ্যাক্টরি ও ম্যানুফ্যাক্টরিতে সবচেয়ে ভয়ানক অতিরিক্ত কাজ (ওভার-ওয়ার্ক") কিছুকাল অন্তর অন্তর দেখা যায়, যাকে বলা হয় 'মরশুম', সেই সময়ে, যা ঘটে থাকে আকস্মিক বায়না পেয়ে যাবার ফলে। ফ্যাক্টরি, ম্যানুফ্যাক্টরি ও ওয়্যার-হাউজ (পণ্যাগার)-এর বহিরবস্থিত বিভাগে, তথাকথিত গৃহ-কর্মীরা, যাদের কর্ম-নিয়োগ খুব ভাল হলে অনিয়মিত, তারা তাদের কাঁচামালের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে ধনিকের বায়না বা খেয়ালের উপরে, যে এই শিল্পে তার বাড়িঘর বা যন্ত্রপাতির অবমূল্যায়নের ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং কাজ বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকের নিজের চামড়ার ঝুঁকি ছাড়া আর কোনো কিছুরই ঝুঁকি গ্রহণ করে না। এখানে তাই সে নিজেকে নিয়োজিত করে একটি মজুদ

তাদের নিজেদের শিশুদেরকে নিযুক্ত করে, অবশ্য যদি থাকে।" (ঐ, পৃঃ ৭) "কাজে আসতে এই নিয়মিকতার অভাব উৎসাহিত হয় অতিরিক্ত সময় কাজ করে ক্ষতি পূরণের এই সম্ভাব্যতার দ্বারা। (ঐ, পৃঃ ২৮) "বার্মিংহামে··· বিপুল পরিমাণ সময় নষ্ট হয়···কিছুটা সময় আলসেমি করে কাটিয়ে, বাকি সময়টা গোলামি করতে হয়।" (ঐ, পৃঃ ১১)।

১. ("শিশু নিয়োগ কমিশন, চতুর্থ রিপোর্ট", পৃঃ ৩২)। "বলা হয় যে, রেল-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দরুন এই আকস্মিক 'অর্ডার' এবং তজ্জনিত তাড়াহুড়ো, খাবার সময়ের বেনিয়ম, কর্মীদের বেশি সময় ধরে কাজ ইত্যাদির রেওয়াজ বিপুল ভাবে বেড়ে গিয়েছে।" (ঐ পৃঃ ৩১)

শিল্প-বাহিনী গড়ে তুলতে, যে-বাহিনী এক মুহূর্তের নোটিশে তৈরি হয়ে যাবে, বছরের একটি অংশে যে সবচেয়ে অমানুষিক পরিশ্রমের দ্বারা এই বাহিনীর প্রতি দশজনের একজনকে মৃত্যুর কবলে ঠেলে দেয় এবং আরেকটি অংশে কাজের অভাবে অনাহারে থাকতে বাধ্য করে। "যখন এক ধাক্কায় কোনো বাড়তি কাজ করিয়ে নিতে হয়, তখন নিয়োগকর্তারা শ্রমিকের এই অভ্যাসগত অনিয়মিকতার সুযোগ নেয়, যার ফলে কাজ চলে রাত ১১টা, ১২টা, কিম্বা ২টা পর্যন্ত অথবা, চলতি কথায় যাকে বলা হয়, "চব্বিশ ঘণ্টা" এবং যেসব অঞ্চলে "দুর্গন্ধে তোমার দম আটকে আসে, তুমি দরজার দিকে হঠে যাও, হয়তো খুলেও ফেলো, কিন্তু তার পরে আর এক পা বাড়াতে গিয়ে কেঁপে ওঠো।"[১] মনিবদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন সাক্ষী, পাদুকাকার, বলেন, "এরা অদ্ভুত লোক ; এরা ভাবে একটা ছেলেকে যদি বছরের ছমাস হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটানো হয় এবং বাকি ছমাস প্রায় অলস বসিয়ে রাখা হয় তা হলে ছেলেটার কোনো ক্ষতি হয় না।"[২]

যে-ভাবে প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকগুলিকে, ঠিক তেমনি "যেসব রীতি গড়ে উঠেছে শিল্পের গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে" সেই রীতিগুলিকে, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ধনিকেরা আগেও যেমন ঘোষণা করত কাজের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত প্রতিবন্ধক বলে, আজও তেমন করে। যখন তারা প্রথম কারখানা-আইনের শংকায় শংকিত হল, তখন এটা ছিল তুলাকল-মালিকদের পছন্দসই আওয়াজ। যদিও অন্য যে-কোনো শিল্পের তুলনায় তাদের শিল্প নৌ-চলাচলের উপরে বেশি নির্ভরশীল, তথাপি অভিজ্ঞতা তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করেছে। সেই থেকে, ব্যবসার পথে, ইচ্ছাকৃত যে-কোনো প্রতিবন্ধককে কারখানা-পরিদর্শকেরা গণ্য করেছেন নিছক ধাপ্পা বলে।[৩] শিশু-নিয়োগ কমিশনের সম্পূর্ণতঃ নীতি-নিষ্ঠ সমীক্ষা প্রমাণ করে যে, শ্রমের ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণের ফলে কয়েকটি শিল্পে পূর্ব-নিযুক্ত-শ্রম-সমষ্টি সারা বছর জুড়ে অধিকতর সমভাবে বিস্তার

---

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, চতুর্থ রিপোর্ট", পৃঃ ৩৫ নং ২৩৫, ২৩৭।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, চতুর্থ রিপোর্ট", পৃঃ ১২৭, নং ৫৬।

৩. "১৮৩২-৩৩ সালে 'শিপিং-অর্ডার' যথাসময়ে পূরণ না করার জন্য লোকসানের যুক্তিটি কারখানা-মালিকদের ছিল একটা প্রিয় যুক্তি। এই বিষয়ে এখন যে যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন, তখন তার যা গুরুত্ব হত, এখন তা হতে পারে না —তখন মানে, যখন বাষ্পের দরুন সমস্ত দূরত্ব অর্ধেক হয়ে গিয়েছে এবং পরিবহনের নোতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছে, তার আগে। যতবার পরীক্ষা করা গিয়েছে, তত বারই যুক্তিটি অসার বলে বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ; আমি নিশ্চিত এখনো পরীক্ষা করলে, তাই হবে।" ("রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬২", পৃঃ ৫৪, ৫৫)।

লাভ করেছে[১]; প্রমাণ করে যে, এই নিয়মই হচ্ছে প্রচলিত প্রথার মারণাত্মক, নিরর্থক যথেচ্ছাচারের উপরে প্রথম যুক্তিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ,—যথেচ্ছাচার যা আধুনিক শিল্পের সঙ্গে এত খারাপভাবে লগ্ন হয়ে থাকে[২]; প্রমাণ করে যে, সমুদ্রগামী নৌ-পরিবহন ও সাধারণভাবে যোগাযোগ-ব্যবস্থার অগ্রগতি মরশুমি কাজের প্রযুক্তিগত ভিত্তিটিকে তথা অবলম্বনটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে[৩]; এবং প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আরো বড় বড় বাড়ি, আরো মেশিনারি, নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যায় আরো অগ্রগতি[৪] এবং পাইকারি ব্যবসা পরিচালনায় এই সবের জন্য সংঘটিত রদবদলের মুখে অন্যান্য সর্বপ্রকারের তথাকথিত দুর্জয় সমস্যাগুলি অন্তর্হিত হয়ে যায়।[৫] কিন্তু তথাপি

---

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, চতুর্থ রিপোর্ট", পৃঃ ১৮, নং ১১৮।

২. সেই ১৬৯৯ সালে জন বেলার্স মন্তব্য করেছিলেন : ফ্যাশনের অনিশ্চয়তার দরুন অভাবী দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর দুটি ক্ষতিকর দিক আছে : প্রথমতঃ, শীতকালে কাজের অভাবে ঠিকা-মজুরদের অবস্থা হয় শোচনীয়; বস্ত্র ব্যবসায়ী ও তাঁত মালিকেরা বসন্ত কাল আসার আগে তাদের কর্ম-সংস্থানের জন্য পুঁজি খাটাতে সাহস করে না; এবং তারা জানে বসন্ত কাল এলে তখন তাদের মজুদ প্রকাশ করার সাহস পায় না বসন্তকাল আসবার আগে কেউ তাদের নিয়োগ করে না; তখন বোঝা যায় কি ফ্যাশন আসবে। দ্বিতীয়তঃ, বসন্তকালে ঠিকা-মজুরদের সংখ্যা অপ্রতুল, কিন্তু তাঁত-মালিকদের বহুসংখ্যক শিক্ষা-নবিশ অবশ্যই সংগ্রহ করতে হয়, কারণ ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে তাদের যোগাতে হয় গোটা রাজ্যের প্রয়োজন; সুতরাং, দেশ উজাড় করে, লাঙল থেকে হাত লুটে এনে কাজ করাতে হয়; এরাই আবার শীতকালে পরিণত হয় ভিখারীতে কিংবা ভিক্ষা করতে লজ্জা বোধ করলে মারা যায় অনাহারে।" "এসেজ অ্যাবাউট দি পুয়োর", পৃঃ ৯।

৩. "শিশু নিয়োগ কমিশন, চতুর্থ রিপোর্ট", পৃঃ ১৭১, নোট ৩৪।

৪. ব্রাডফোর্ডের কিছু রপ্তানি-প্রতিষ্ঠানের সাক্ষ্য নিম্নরূপ : "এই অবস্থায় এটা পরিষ্কার যে কোনো বালককে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা বা ৭টা ৩০-এর বেশি খাটাবার দরকার নেই। এটা কেবল বাড়তি হাত আর বাড়তি বিনিয়োগের ব্যাপার। যদি কিছু মালিক এত লোভী না হত, তা হলে বালকদের এত দেরি পর্যন্ত কাজ করতে হত না; একটা বাড়তি মেশিনের খরচ মাত্র £১৬ বা £১৮; এখন যে অতিরিক্ত সময় খাটানো হয়, তার বেশির ভাগটারই কারণ হল যন্ত্রপাতি আর জায়গার অভাব।" ("শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ১৭১, নং ৩৫, ৩৬, ৩৮)।

৫. ঐ, লণ্ডনের এক ম্যানুফ্যাকচারার, যিনি অন্যান্য ব্যাপারে কাজের ঘণ্টার বাধ্যতা-মূলক নিয়ন্ত্রণকে দেখে থাকেন ম্যানুফ্যাকচারারদের বিরুদ্ধে কাজের লোকদের এবং পাইকারী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে স্বয়ং ম্যানুফ্যাকচারারদের সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে,

মূলধন কখনো এই সব পরিবর্তন এবং তার প্রতিনিধিরাই বারংবার সেটা স্বীকার করেছেন—যতদিন না শ্রমের ঘণ্টা বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে "পার্লামেন্টের সার্বিক আইন তার উপরে তা চাপিয়ে দেয়"।১

নবম পরিচ্ছেদ

॥ কারখানা-আইন ঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবিধ অনুচ্ছেদ ঃ ইংল্যাণ্ডে সেই আইনের সাধারণ সম্প্রসারণ ॥

কারখানা সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন হল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত রূপের বিরুদ্ধে সমাজের প্রথম সচেতন ও সুশৃংখল প্রতিক্রিয়া; আমরা আগেই দেখেছি, তুলোর সুতো, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিক তার-বার্তা যেমন আধুনিকশিল্পের আবশ্যিক অবদান, কারখানা-আইনও তেমন তাই। ইংল্যাণ্ডে সেই আইনের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনায় যাবার আগে আমরা কারখানা-আইনগুলির কয়েকটি অনুচ্ছেদের দিকে সংক্ষেপে নজর দেব, এমন কয়েকটি অনুচ্ছেদ যেগুলির সঙ্গে কাজের ঘণ্টার সম্পর্ক নাই।

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলির শব্দ-বিন্যাসই এমন যাকে ধনিকদের পক্ষে সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়; এই শব্দ-বিন্যাস ছাড়া ঐ অনুচ্ছেদগুলিতে আর যা আছে, তা একেবারেই নগণ্য; বস্তুতঃপক্ষে, সেগুলি দেয়ালে চুনকাম, অন্যান্য কিছু ব্যাপারে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, আলো-বাতাস চলাচলের বন্দোবস্ত এবং বিপজ্জনক মেশিনারির

বলেন, "আমাদের ব্যবসার উপরে চাপ সৃষ্টি করে জাহাজ-মালিকেরা; তারা এমন সময়ে জাহাজে পাল তুলে দিতে চায়, যাতে করে গন্তব্য স্থলে একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে পৌঁছে গিয়ে মাল বেচতে পারে, এবং সেই সঙ্গে আবার পাল-তোলা জাহাজ আর বাষ্প-চালিত জাহাজের মধ্যে মাল-ভাড়ার পার্থক্যটাও পকেটস্থ করতে পারে, কিংবা যারা দুটি বাষ্প-চালিত জাহাজের মধ্যে আগেরটা ধরতে চায়, যাতে করে তাদের প্রতিযোগীদের চেয়ে আগে গিয়ে বিদেশী বাজারে পৌঁছাতে পারে।"

১. একজন ম্যানুফ্যাকচারকারীর মতে "এটাকে অতিক্রম করা যেত পার্লামেন্টের একটি সার্বিক আইনের চাপের অধীনে কারখানার প্রসার-সাধনের বিনিময়ে।" ঐ, পৃঃ ১০, নোট ঃ ৩৮।

বিরুদ্ধে সুরক্ষা-সংক্রান্ত সংস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় গ্রন্থটিতে আমরা সেই অনুচ্ছেদগুলির সম্পর্কে মালিকদের উন্মত্ত বিরোধিতার বিষয়ে ফিরে আসব, যে অনুচ্ছেদগুলি তাদেরই শ্রমিকদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুরক্ষার জন্য কয়েকটি উপকরণ বাবদে তাদের উপরে সামান্য অর্থব্যয় চাপিয়ে দিয়েছিল; তাদের সেই বিরোধিতা স্বাধীন বাণিজ্যের মন্ত্রটির উপরে করে নোতুন ও প্রোজ্জ্বল আলোক-সম্পাত, যে মন্ত্রটি বলে যে, যে-সমাজে রয়েছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, সেই সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই এগিয়ে নিয়ে যায় সকলের অভিন্ন স্বার্থ—আর কিছু করে নয়, কেবল তার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করেই! একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। পাঠক জানেন যে, গত ২০ বছরে শন শিল্প বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং সেই বিস্তার লাভের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডে শন-পাটিকরণের কল ('স্কাচিং মিল')-ও বিস্তার লাভ করেছে। ১৮৬৪ সালে এই দেশে এই ধরনের মিলের সংখ্যা ছিল ১,৮০০টি। নিয়মিত ভাবে শরৎকালে ও শীতকালে নারী ও "তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদের", নিকটবর্তী ক্ষুদ্র কৃষক-ঘরের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের—এমন একটি শ্রেণীর মানুষ যারা মেশিনারির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, তাদের তাদের—ক্ষেতের কাজ থেকে তুলে নেওয়া হয় 'স্কাচিং মিল'—গুলির রোলারে শন যোগাবার কাজে। যেসব দুর্ঘটনা ঘটে, তা সংখ্যা ও প্রকৃতি উভয় দিক থেকেই ইতিহাসে তুলনারহিত। কর্ক-এর অদূরে কিল্‌ডিনানে একটি স্কাচিং মিলে ১৮৫২ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে ছটি প্রাণনাশা দুর্ঘটনা এবং যাটটি অঙ্গহানি ঘটে, যে-দুর্ঘটনাগুলির প্রত্যেকটি নিবারণ করা যেত, যদি কয়েক শিলিং মাত্র খরচ করে কয়েকটি সহজ উপকরণের ব্যবস্থা করা হত। ডাউনপ্যাট্রিকের কারখানাসমূহের সার্টিফাইং সার্জন ডাঃ ডবল্যু হোয়াইট তাঁর ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫ তারিখের সরকারি রিপোর্টে বলেন, "স্কাচিং মিলগুলিতে যে সব গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে, সেগুলি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ প্রকৃতির। অনেক ক্ষেত্রেই দেহের চার ভাগের এক ভাগ ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে হয় মৃত্যু আর নয়তো অক্ষমতা ও যন্ত্রণাভোগের এক করুণ ভবিষ্যৎ। দেশে মিলের সংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যই এই ভয়ংকর পরিণামের আরো বিস্তার ঘটাবে, এবং যদি সেগুলিকে আইন-সভার অধীনে আনা হয়, তা হয়ে সেটা হবে একটা বিরাট আশীর্বাদ। আমি নিশ্চিত, যদি স্কাচিং মিলগুলির যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা করা করা হয়, তা হলে জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করা যায়।"[১]

পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি সহজতম উপকরণের ব্যবস্থা করতেও যে পার্লামেণ্টের আইন-প্রণয়নের সাহায্যে বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেবার আবশ্যকতা রয়েছে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির চরিত্র প্রদর্শনে এর তুলনায় আরো ভালো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? মৃৎশিল্প-কারখানাগুলিতে ('পটারি') দীর্ঘকাল ধরে,

---

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ১৫, নং ৭২ ইত্যাদি

কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ বছর, আবার কোনটিতে আজন্মকাল পরিষ্কার করার কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার পরে" (এটাই বুঝি ধনিকদের 'ভোগ-নিবৃত্তির' তত্ত্ব!) ১৮৩৪ সালের কারখানা-আইন সেগুলিকে করায় চুনকাম ও পরিষ্কার", এই কারখানাগুলিতে কাজ করত ২৭,৮০০ শ্রমিক, যাদের এতকাল সারাদিন ও প্রায়শঃই সারা রাত-ভর কাজের সময়ে শ্বাস নিতে হত একটা পূতিগন্ধপূর্ণ আবহাওয়ায়, অন্য দিক থেকে ক্ষতিকারক না হলেও এই আবহাওয়ার দরুন এই পেশাটি হয়ে ওঠে রোগ ও মৃত্যুতে আকীর্ণ। এই আইনের ফলে আলো-হাওয়া চলাচলের অনেকটা উন্নতি ঘটে।"[১] একই সঙ্গে এই আইনটির এই অংশটি জাজ্বল্যমান ভাবে দেখিয়ে দেয় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, তার নিজস্ব প্রকৃতির দরুণই, একটা নির্দিষ্ট মাত্রার পরে যাবতীয় যুক্তিসঙ্গত উন্নয়নের কাজকে পরিহার করে। একথা বারংবার বলা হয়েছে যে, ইংরেজ ডাক্তাররা এবিষয়ে একমত যে, যেখানে কাজ চলে একটানা সেখানে সবচেয়ে কম করে হলেও প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন ৫০০ ফুট জায়গা। এখন, যদি কারখানা-আইনগুলি তাদের বাধ্যতামূলক সংস্থানগুলির মাধ্যমে ছোট ছোট কর্মশালাগুলির বড় বড় কারখানায় রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে এবং এইভাবে পরোক্ষতঃ ছোট ছোট ধনিকদের স্বত্বাধিকারকে আক্রমণ করে এবং বড় বড় ধনিকদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপনকে সুনিশ্চিত করে, তা হলে প্রত্যেক কর্মশালায় প্রত্যেকটি কর্মীর জন্য উপযুক্ত স্থান সংকুলানের সংস্থানটিকে যদি বাধ্যতামূলক করা হয়, তার ফল দাঁড়াবে এই যে এক ধাক্কায় হাজার হাজার ছোট ধনিক প্রত্যক্ষভাবে উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে! ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির যেটি শিকড় তথা শ্রম-শক্তির "অবাধ" ক্রয় ও ব্যবহারের মাধ্যমে ছোট বড় সমস্ত মূলধনের আত্ম-প্রসারণ—সেই শিকড়ই হবে আক্রান্ত। সুতরাং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় এই ৫০০ ফুট জায়গার সামনে এসেই কারখানা-আইন প্রণয়নের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। স্যানিটারি (স্বাস্থ্য-বিভাগীয়) অফিসার, শিল্প-তদন্ত কমিশনার, কারখানা-ইন্সপেক্টর (পরিদর্শক) সকলেই ঐ ৫০০ কিউবিক ফুটের আবশ্যকতার কথা এবং মূলধনের কাছ থেকে তা আদায় করে নেবার অসম্ভাব্যতার কথা বারংবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে, তাঁরা এইভাবে এটাই ঘোষণা করেছেন যে, শ্রমিক-জনসংখ্যার মধ্যে ক্ষয়-রোগ ও ফুসফুসের অন্যান্য রোগের অস্তিত্ব মূলধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত।[২]

---

১. "রিপোর্ট·· ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ১২৭।

২. পরীক্ষা করে পাওয়া গিয়েছে, একজন স্বাস্থ্যবান সাধারণ ব্যক্তির প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রায় ২০ কিউবিক ইঞ্চি বায়ু পরিভুক্ত হয়। এভাবে ২৫ কিউবিক ইঞ্চি বায়ু ব্যবহার করে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টায় যে বায়ু টেনে নেয় তার পরিমাণ হচ্ছে ৭,২০,০০০ কিউবিক ইঞ্চি বা ৪১৬ কিউবিক ফুট। কিন্তু এটা পরিষ্কার,

কারখানা-আইনের শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলি নগণ্য বলে প্রতিভাত হলেও, তা প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুদের কর্ম-নিয়োগের অপরিহার্য শর্ত বলে ঘোষণা করেছে।[১] এই অনুচ্ছেদগুলির সাফল্য প্রথম বারের মত প্রমাণ করে দিল দৈহিক শ্রমের সঙ্গে শিক্ষা ও ব্যায়ামের মিলন ঘটাবার সম্ভাব্যতা।[২] স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করে কারখানা-পরিদর্শকেরা অচিরেই আবিষ্কার করলেন যে, কারখানার শিশুরা যদিও নিয়মিত ডে-স্কুলগুলির শিক্ষার্থীরা যতটা শিক্ষালাভ করে তার অর্ধেকটা পায়, তা হলেও অন্যান্য বিষয়ে তাদের তুলনায় সমান বা তার বেশই শেখে। "এর কারণ এই সহজ সত্যটি যে, মাত্র অর্ধেক সময় স্কুলে থাকে বলে তারা সব প্রাণবন্ত সময়েই এবং শিক্ষা গ্রহণে প্রায় সব সময়েই আগ্রহী। যে-প্রণালীতে তারা কাজ করে—অর্ধেক দৈহিক শ্রম, অর্ধেক শিক্ষা, তাতে এই দুটির মধ্যে একটিতে নিযুক্তি অন্যটিকে দেয় বিশ্রাম ও মুক্তি; কাজে কাজেই, একমাত্র একটিতে নিরন্তর নিযুক্ত থাকার চেয়ে দুটিতে নিযুক্ত থাকা শিশুদের পক্ষে ঢের বেশি অনুকূল। এটা খুবই স্পষ্ট যে, একটি বালক যে গোটা সকালটাই স্কুলে ব্যস্ত থাকে, সে, যে-বালকটি তার কাজ থেকে উজ্জীবিত ও উৎফুল্ল হয়ে ফিরল, তার সঙ্গে পেরে ওঠে না (বিশেষ করে, গরম আবহাওয়ায়)।[৩] এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৮৬৩ সালে এডিনবরায়

যে বায়ু একবার টেনে নেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতির বিপুল কর্মশালায় শোধিত হবার আগে আর একই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। ভ্যালেন্টিন এবং ব্রুনার-এর পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১,৩০০ কিউবিক ইঞ্চি কার্বনিক অ্যাসিড পরিত্যাগ করে; ২৪ ঘণ্টায় ফুসফুস প্রায় ৮ আউন্স সলিড কার্বন নিঃসরণ করে। "প্রত্যেকটি মানুষের চাই অন্ততঃ ৮০০ কিউবিক ফুট।" (হাক্সলি)।

১. ইংরেজ কারখানা আইন অনুসারে, মাতা-পিতা তাদের ১৪ বছরের কম-বয়সী শিশুদের কারখানা-আইনের অন্তর্গত কারখানায় পাঠাতে পারে না, যদি সেই সময়ে তারা তাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিতে অনুমতি না দেয়। ম্যানুফ্যাকচারারের দায়িত্ব এই আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করা। "কারখানা-শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং তা শ্রমের একটি শর্ত।" ("রিপোর্ট অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ১১১।)

২. কারখানার শিশু ও নিঃস্ব শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সঙ্গে দৈহিক ব্যায়াম (এবং বালকদের বেলায় ড্রিল) সংযুক্ত করার অতি সুবিধাজনক ফল-সমূহ প্রসঙ্গে দেখুন "ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোমোশন অব সোশ্যাল সাইন্স"-এর সপ্তম বার্ষিক কংগ্রেসে এন. ডবল্যু সিনিয়র-এর বক্তৃতা: "রিপোর্ট অব প্রসিডিংস ইত্যাদি", লণ্ডন, ১৮৬৩, পৃঃ ৬৩, ৬৪ এবং সেই সঙ্গে "কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৬ ইত্যাদি।

৩. "রিপোর্ট ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ১১৮। একজন সিল্ক-ম্যানুফ্যাকচারার সরল ভাবে 'শিশু নিয়োগ কমিশনার'-দের বলেন, আমি এ বিষয়ে

অনুষ্ঠিত সামাজিক বিজ্ঞান সম্মেলনে 'সোশ্যাল সাইন্স কংগ্রেস'-এ প্রদত্ত সিনিয়রের ভাষণ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, স্কুলের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর শিশুদের একঘেয়ে ও অনর্থক দীর্ঘায়িত স্কুলঘণ্টাগুলি কেমন করে কেবল শিক্ষকদের কাজের ভারকেই অনর্থক ভাবে বাড়িয়ে তোলে, "যখন তিনি কেবল নিষ্ফলভাবেই নয়, সেই সঙ্গে চূড়ান্ত ভাবেও নষ্ট করেন শিশুদের সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তি"।[১] যে-কথা রবার্ট ওয়েন আমাদের সবিস্তারে বলেছেন, কারখানা-ব্যবস্থা থেকে কুসুমিত হয় ভবিষ্যতের শিক্ষার বীজ—যে-শিক্ষা কেবল একটা নির্দিষ্ট বয়সের বেশি-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে উৎপাদন-নৈপুণ্য বারাবার পদ্ধতি হিসাবেই শিক্ষা ও ব্যায়ামের সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রমের মিলন ঘটাবে না, সেই সঙ্গে হয়ে উঠবে পূর্ণ-বিকশিত মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র পদ্ধতি।

আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্প প্রযুক্তিগত উপায়ের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থার শ্রম-বিভাগকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যার অধীনে প্রত্যেকটি মানুষ একটিমাত্র প্রত্যংশ কাজে আজীবন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আটক থাকত। একই সময়ে আবার, আধুনিক শিল্পের ধনতান্ত্রিক রূপটি সে একই শ্রম-বিভাগের পুনরাবির্ভাব ঘটায় আরো দানবীয় আকারে—কারখানার ভিতরে, শ্রমিককে মেশিনের একটি জীবন্ত উপাঙ্গে পর্যবসিত করে এবং কারখানার বাইরে সর্বত্র অংশতঃ মেশিনারি ও মেশিন-

সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, নৈপুণ্যসম্পন্ন কর্মী তৈরি করার সত্যিকার গুপ্তকথা হল শিশুকালে শিক্ষা ও শ্রমের মধ্যে ঐক্যসাধন। অবশ্য, শ্রম যেন বেশি কঠোর, বিরক্তিকর বা অস্বাস্থ্যকর না হয়। এই ঐক্যসাধনের সুবিধা সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। আমি চাই আমার নিজের সন্তানেরা যদি তাদের লেখাপড়ায় বৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্য কিছু কাজ ও কিছু খেলার সুযোগ পেত।" ("শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ৮২, নং ৩৬।)

১. সিনিয়র, "ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোমোশন অব সোশ্যাল সাইন্স"-এর সপ্তম বাৎসরিক কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা, পৃঃ ৬৬। কেমন করে আধুনিক শিল্প, যখন তা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছেছে, তখন উৎপাদনের পদ্ধতিতে এবং উৎপাদনের সামাজিক অবস্থায় তা যে বিপ্লব ঘটায়, তার দ্বারা মানুষের মনকেও বিপ্লবায়িত করে, তা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যদি ১৮৬৩ সালে প্রদত্ত সিনিয়র-এর বক্তৃতাটির সঙ্গে ১৮৩৩ সালের কারখানা আইনের বিরুদ্ধে তার শ্লেষাত্মক আক্রমণের তুলনা করা যায় কিংবা যদি উল্লিখিত কংগ্রেসের মতামতসমূহের সঙ্গে এই ঘটনাটির তুলনা করা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি মফস্বল অঞ্চলে গরিব মাতা-পিতায় তাদের শিশুদের শিক্ষা দিতে চাইলে তাদের ওপরে নেমে আসে অনাহারে মৃত্যুবরণের দণ্ড। যেমন, মিঃ স্নেল সমারসেটশায়ারে এটাকে একটা মামুলি ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন যে, যখন একজন

কর্মীদেরকেই[১] বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যবহার করে এবং অংশতঃ নারী ও শিশুদের শ্রম এবং সস্তা অদক্ষ শ্রমের ব্যাপক প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রম-বিভাগকে নোতুনতর ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থার শ্রম-বিভাগ এবং আধুনিক শিল্পের পদ্ধতিসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সজোরে আত্ম-প্রকাশ করে। অন্যান্য ভাবে ছাড়াও এই দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে এই ভয়াবহ ঘটনায় যে আধুনিক শিল্পে ও আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারে শিশুদের একটি বৃহৎ অংশই তাদের অতি কচি বয়স থেকে আটকে থাকে সবচেয়ে সরল কয়েকটা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় এবং শোষিত হয় বছরের পর বছর অথচ তাদের শেখানো হয়না এমন একটি কাজও যার দৌলতে সে পরবর্তী জীবনে ফ্যাক্টরিতে বা ম্যানুফ্যাক্টরিতে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ইংল্যাণ্ডের ছাপাখানায় আগে পুরনো ম্যানুফ্যাকচার ও হস্তশিল্পের অনুরূপ একটা ব্যবস্থা ছিল, যাতে শিক্ষানবিশদের উন্নীত করা হত সহজ কাজ থেকে কঠিন এবং আরো কঠিন কাজে। তারা একটা প্রশিক্ষণ-ক্রমের মধ্য দিয়ে যেত, যত দিন তারা উপযুক্ত মুদ্রাকর হয়ে না উঠছে। পড়তে এবং লিখতে সক্ষম হওয়া ছিল তাদের কাজের আবশ্যক শর্ত। এই সব কিছুই বদলে গেল মুদ্রণ-যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে। এই যন্ত্র নিযুক্ত করে দু-ধরনের শ্রমিক—এক ধরনের 'বয়স্ক', 'টেন্টার', অন্য ধরনের বালক, ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সী, যাদের একমাত্র কাজ হল মেশিনের নীচে কাগজের 'শিট'

গরিব মানুষ প্যারিশ থেকে ত্রাণ-সামগ্রী চায়, তখন তাকে তার শিশুদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হয়। মিঃ উলারটন নামে ফেলটহ্যাম-এর ধর্মযাজকও এমন সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, যেখানে কয়েকটি পরিবারকে সমস্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, "কেননা তারা তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাবেই।"

১. যেখানেই মনুষ্য-চালিত হস্তশিল্প-যন্ত্র যান্ত্রিক শক্তি-চালিত যন্ত্রের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করে, সেখানেই যে-শ্রমিক তাকে চালায় তার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রথমে বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন তার স্থান নেয়, পরে সে অবশ্যই বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনটির স্থান নেবে। কাজে কাজেই, উদ্বেগ এবং ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ হয় দানবিক, এবং বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে যারা এই নির্যাতনের বলি হয়। যেমন কমিশনারদের মধ্যে একজন মিঃ লঙ্গ কভেন্ট্রি এবং তার আশেপাশে রিবন-লুম চালনায় নিযুক্ত ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী বালকদের দেখেছিলেন—ছোট ছোট মেশিন চালনায় নিযুক্ত আরো অল্পবয়সী শিশুদের কথা না হয় না-ই উল্লেখ করা হল: "এটা একটা অসাধারণ ক্লান্তিজনক কাজ। বালকটি কেবল বাষ্প-শক্তির বিকল্প মাত্র।" ("শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট, ১৮৬৬", পৃঃ ১১৪, নোট ৬)। সরকারি রিপোর্ট যাকে বলা হয়েছে "গোলামী ব্যবস্থা" তার মারাত্মক ফলগুলি সম্পর্কে দেখুন: ঐ, পৃঃ ১১৪ ইত্যাদি।

বিছিয়ে দেওয়া কিংবা সেখান থেকে মুদ্রিত 'শিট' সরিয়ে নেওয়া। এই ক্লান্তিকর কাজ তাদের করতে হয়, বিশেষ করে লণ্ডনে, সপ্তাহে কয়েক দিন একটানা ১৪, ১৫ এমনকি ১৬ ঘণ্টা, অনেক সময়ে ৩৬ ঘণ্টা, যার মধ্যে তারা খাওয়া ও ঘুমের জন্য বিশ্রামের সময় পায় মাত্র ২ ঘণ্টা।[১] তাদের অধিকাংশই পড়তে পারে না এবং, সাধারণ ভাবে, চরম বর্বর এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক জীব। "যে-কাজ তাদের করতে হয়, তার উপযুক্ততা অর্জনের জন্য তাদের কোনো মেধাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়না; এ কাজে দক্ষতার দরকার আছে সামান্যই এবং বিচার-বুদ্ধির দরকার নেই আদৌ; তাদের মজুরি বালকদের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি হলেও, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আনুপাতিক ভাবে বাড়েনা এবং তাদের অধিকাংশই আশা করতে পারেনা যে তারা ভবিষ্যতে মেশিন-চালকের দায়িত্বশীল পদে উন্নীত হবে ও বেশি মজুরি পাবে, কেননা যেখানে মেশিন-প্রতি বালক কাজ করে চার জন, সেখানে চালক লাগে একজন।"[২] যখন তারা এই কাজের তুলনায় বেশি বয়সী হয়ে পড়ে অর্থাৎ ১৭ বছরে পা দেয়, তখনি তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা তখন নানাবিধ অপরাধের কাজের নবিশ হয়। তাদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের একাধিক প্রচেষ্টা তাদের অজ্ঞতা, অমানুষিকতা এবং মানসিকতা ও শারীরিক অধঃপতনের দরুন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যেমন ম্যানুফ্যাকচারকারী কর্মশালার অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগের ক্ষেত্রে, তেমনি সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগের ক্ষেত্রে। যতকাল হস্তশিল্প ও ম্যানুফ্যাকচার রচনা করে সামাজিক উৎপাদনের সাধারণ ভিত্তিভূমি, তত কাল পর্যন্ত একটি শাখার কাছে উৎপাদকের একান্ত বশ্যতা তথা তার কর্মসংস্থানের বহুমুখিতার সমাপ্তি[৩] বিকাশের পথে একটি আবশ্যক শর্ত। ঐ ভিত্তিভূমির উপরে উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শাখা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে সেই আকার যা কৃৎকৌশলগত ভাবে তার পক্ষে উপযোগী, তার পরে আস্তে আস্তে তা সেটিকে নিখুঁত করে তোলে এবং

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ৩, নং ২৪।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ৭, নং ৬০।

৩. বেশি বছর আগে নয়, স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডস-এর কিছু অংশে, প্রত্যেক চাষী তার নিজের 'ট্যান'-করা চামড়া দিয়ে নিজের জুতো তৈরি করে নিত। অনেক খামার কুটিরবাসী মেষপালক তাদের স্ত্রী ও শিশুদের নিয়ে এমন জামাকাপড় পরে গীর্জায় যেত যা তৈরি করতে তাদের নিজেদের ছাড়া আর কারো হাতের ছোঁয়া লাগেনি। এই সব তৈরি করতে কেবল সূঁচ, অঙ্গুষ্ঠানা এবং কয়েকটি লোহার সরঞ্জাম ছাড়া অন্য কিছুই প্রায় তারা ক্রয় করত না। এমন কি রঙও মেয়েরা নিষ্কর্ষণ করে আনত গাছপালা, ঝোপঝাড় থেকে (ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট: "ওয়ার্কস", হামিলটন সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩২৭-৩২৮)।

সেই আকারটিকে দ্রুত স্ফটিকায়িত করে। বাণিজ্যের মারফৎ প্রাপ্ত নোতুন কাঁচামাল ছাড়া আর একটি মাত্র জিনিস যা পরিবর্তন ঘটায় তা হল শ্রম উপকরণসমূহের ক্রমিক পরিবর্তন। কিন্তু সেগুলিরও রূপও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একবার নির্দিষ্ট হয়ে গেলে তা-ও হয়ে যায় শিলীভূত—হাজার বছর ধরে সেগুলি যে একই রূপে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়, এটাই তার প্রমাণ। একটি বৈশিষ্ট্য-সূচক নিদর্শন হচ্ছে এই যে, এমনকি এই অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্তও বিভিন্ন শিল্পকে অভিহিত করা হত "রহস্য" ('মিষ্ট্রি') বলে। যার গুপ্ত তথ্যে কেবল যথাবিহিত ভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারত না।[১] তাদের নিজেদেরই সামাজিক উৎপাদনকে মানুষদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত যে অবগুণ্ঠন, এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিভিন্ন ভাবে আধুনিক শিল্প সেই অবগুণ্ঠনটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল বিভক্ত উৎপাদন শাখাকে, কেবল বাইরের লোকদের কাছেই নয়, ভিতরের লোকদের কাছেও পরিণত করত কতগুলি ধাঁধায় সেগুলি মানুষের হাতের সাহায্যে সম্পাদন করা সম্ভব কিনা সে দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে তার উপাদানগত কতকগুলি গতিক্রিয়ায় বিভক্ত করার যে নীতি আধুনিক শিল্প অনুসরণ করে, তাই সৃষ্টি করল প্রযুক্তিতত্ত্বের ('টেকনোলজি'-র) আধুনিক বিজ্ঞানকে। শিল্প প্রক্রিয়াসমূহের বিভিন্ন-বিচিত্র, বাহ্যতঃ অসংলগ্ন, শিলীভূত রূপগুলি এখন নিজেদেরকে পর্যবসিত করল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কতকগুলি সচেতন ও সুশৃংখল প্রয়োগে। প্রযুক্তি বিজ্ঞান আরো আবিষ্কার করল গতির প্রধান প্রধান মৌল রূপ-কটিকে, ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলির বিচিত্র-বিভিন্নতা সত্ত্বেও গতির যে-রূপগুলিকে মানব-দেহের প্রত্যেকটি উৎপাদনমুখী ক্রিয়া আবশ্যিক ভাবেই ধারণ করে থাকে; ঠিক যেমন বল-বিজ্ঞান ('মেকানিক্স') সবচেয়ে জটিল মেশিনারির মধ্যেও দেখতে পায় কেবল কতকগুলি সরল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি—তা ছাড়া, আর কিছুই নয়।

আধুনিক শিল্প কখনো কোনো প্রক্রিয়ায় উপস্থিত রূপটিকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করে না, বা সেভাবে তাকে ব্যবহারও করে না। সুতরাং, যেখানে উৎপাদনের পূর্ববর্তী সব কটি রূপই ছিল মূলতঃ সংরক্ষণশীল, সেখানে আধুনিক শিল্পের কৃৎ-

---

১. এতিয়েনে বইলো-র "Livre des métiers" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, একজন ঠিকা-মজুর মালিকদের মধ্যে গৃহীত হলে তাকে শপথ করতে হত "ভাইয়ের মত ভালবাসা দিয়ে তাকে সম-ব্যবসায়ীদের ভালবাসতে, তাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ে তাদের সাহায্য করতে, ব্যবসায়ের গুপ্ততথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ না করতে এবং, তা ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পণ্যসামগ্রীতে ত্রুটি দেখিয়ে ক্রেতাদের মনোযোগ নিজের সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট না করতে।

কৌশলগত ভিত্তি হচ্ছে বৈপ্লবিক।[1] মেশিনারি, বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও অন্যান্য পদ্ধতিসমূহের সাহায্যে, তা নিরন্তর পরিবর্তন সংঘটিত করছে—কেবল উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতেই নয়, সেই সঙ্গে শ্রমিকের কার্যাবলীতে এবং শ্রম-প্রক্রিয়ার সামাজিক সংযোজনসমূহেও। একই সময়ে, তা এইভাবে সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগকেও বিপ্লবায়িত করে এবং উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় মূলধন ও শ্রমিক-জনসমষ্টির অবিরাম স্থানান্তর ঘটায়। কিন্তু একদিকে যখন আধুনিক শিল্প তার নিজস্ব প্রকৃতিবশতঃই শ্রমের পরিবর্তন, কাজের সাবলীলতা, শ্রমিকের বিশ্বব্যাপী সচলতা দাবি করে, অন্যদিকে তা তখন তার ধনতান্ত্রিক রূপটিতে পুরনো শ্রম-বিভাজনকে তার শিলীভূত বিশেষত্বসমূহসহ পুনরুৎপাদন করে। আমরা দেখেছি কিভাবে আধুনিক শিল্পের কৃৎকৌশলগত প্রয়োজনসমূহ এবং ধনতান্ত্রিক রূপটির মধ্যে নিহিত সামাজিক চরিত্রের মধ্যেকার চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব শ্রমিকের অবস্থিতিতে যাবতীয় নির্দিষ্টতা ও নিরাপত্তার অবলুপ্তি ঘটায়; কিভাবে তা সমস্ত শ্রম-উপকরণকে অধিগত করে তার হাত থেকে তার প্রাণ-ধারণের উপায়গুলিকে ছিনিয়ে নেয়[2] এবং তার প্রত্যংশ কাজকে দাবিয়ে দিয়ে তাকে অবান্তর করে তোলে। আমরা আরো দেখছি, এই দ্বন্দ্ব কিভাবে তার রোষকে অভিব্যক্ত করে সেই কিম্ভূত কাণ্ডের সৃষ্টিকার্যে, যাকে বলা হয় 'মজুদ বাহিনী' এবং রাখা হয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে, যাতে করে তা সব সময়েই থাকে মূলধনের হাতের তলায়; অভিব্যক্ত করে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্য থেকে

১. উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহে এবং সেই সঙ্গে, উৎপাদনের সম্পর্কে এবং সমস্ত সামাজিক সম্পর্কসমূহে ক্রমাগত বিপ্লব না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। বিপরীত পক্ষে, পূর্ববর্তী সমস্ত শিল্প-শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম শর্তই ছিল উৎপাদনের পুরনো পদ্ধতিগুলিকে অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত করা। উৎপাদনে নিরন্তর বিপ্লব সাধন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অব্যাহত অস্থিতিশীলতা, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বুর্জোয়া যুগকে পূর্ববর্তী সকল যুগ থেকে বিশিষ্টতা দান করে. সমস্ত স্থাণু, শিলীভূত সম্পর্কসমূহ তাদের প্রাচীন ও পবিত্র সংস্কারগুলিসহ ভেসে যায়; নবগঠিত সম্পর্কসমূহ সংযত হবার আগেই সেকেলে হয়ে যায়। যা কিছু দৃঢ়, বাতাসে উবে যায়; যা কিছু শুচি, অশুচি হয়ে যায় এবং মানুষ, সর্বশেষে, সুস্থিত বিচার-বুদ্ধি নিয়ে তার জীবনের বাস্তব অবস্থাবলীও তার স্বজাতির সঙ্গে তার সম্পর্কসমূহের মুখোমুখি হতে পারে।" ('ম্যানিফেস্টো অব দি কমিউনিস্ট পার্টি'—এফ. এঙ্গেলস-এর কার্ল মার্কস, ১৮৪৮, পৃঃ ৫)।

২. "তুমি কেড়ে লও আমার জীবন,
যখন তুমি কেড়ে লও সেই সব উপায়,
যা দিয়ে আমি করি জীবন-ধারণ।"—শেক্সপিয়ার

অবিশ্রাম নর-বলির মধ্যে, শ্রম-শক্তির সবচেয়ে বেপরোয়া অপচয়ের মধ্যে এবং সামাজিক নৈরাজ্য-ঘটিত ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে—যে-বিপর্যয় প্রত্যেকটি অর্থ নৈতিক অগ্রগতিকে পর্যবসিত করে একটি জাতীয় বিপত্তিতে। এটা হচ্ছে নেতিবাচক দিক। কিন্তু, একদিকে যখন কাজের পরিবর্তন বর্তমানে নিজেকে চাপিয়ে দেয় একটি প্রবল পরাক্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে এবং চাপিয়ে দেয় এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়মের অন্ধ-বিধ্বংসী সক্রিয়তাসহ,[১] যাকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় সমস্ত বিন্দুতে, তা হলে আধুনিক শিল্প চাপিয়ে দেয়, তার বিপর্যয়গুলির মাধ্যমে, কাজের পরিবর্তন সাধন, অতএব বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রমিকের যোগ্যতা বিধান, অতএব তার বিভিন্ন প্রবণতার সর্বাধিক সম্ভব বিকাশ-সাধন ইত্যাদিতে উৎপাদনের একটি মৌল নিয়ম হিসাবে উপলব্ধি করার আবশ্যকতা। এই নিয়মটির স্বাভাবিক সক্রিয়তার সঙ্গে উৎপাদনের পদ্ধতিটিকে অভিযোজিত করার প্রয়োজনটি তখন সমাজের পক্ষে হয়ে ওঠে একটি জীবন-মরণ প্রশ্ন। বাস্তবিক পক্ষে, অন্যথা করলে মৃত্যু-দণ্ড, এই শর্তে আধুনিক শিল্প সমাজকে বাধ্য করে, আজীবন অভিন্ন একটি তুচ্ছ কাজের পুনরাবৃত্তির দ্বারা পঙ্গুকৃত এবং এইভাবে একটি মানুষের ভগ্নাংশমাত্রে পর্যবসিত, আজকের প্রত্যংশ শ্রমিকের পরিবর্তে একজন পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপিত করতে—এমন এক ব্যক্তি যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের পক্ষে উপযুক্ত. উৎপাদনের যে-কোনো পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত এবং যার কাছে যে-সমস্ত সামাজিক কার্য সে সম্পাদন করে, সেই কাজগুলি তার নিজের প্রকৃতিগত ও উপার্জিত শক্তিসমূহকে অবাধ সুযোগ দানের কতকগুলি পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বিপ্লব ঘটানোর দিকে একটি পদক্ষেপ যা ইতিমধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেওয়া হয়েছে, তা হল কারিগরি ও কৃষি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং "ecoles d'enseignement professionnel"-এর প্রতিষ্ঠা, যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমজীবী মানুষদের শিশু-সন্তানেরা প্রযুক্তি-বিদ্যায় এবং শ্রমের বিভিন্ন হাতিয়ার হাতে-কলমে ব্যবহারে কিঞ্চিৎ

১. স্যান ফ্রান্সিকো থেকে ফিরে একজন ফরাসী শ্রমিক লেখেন: "আমি কখনো বিশ্বাস করতে পারতাম না যে ক্যালিফোর্নিয়ায় আমাকে যত রকম কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তত রকম কাজ আমি করতে সক্ষম। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল ছাপার কাজ ছাড়া আমি আর কোনো কাজের নই।·· একবার এই ভাগ্যান্বেষীদের জগতে গিয়ে, যারা তাদের সার্টের মতই ঝটপট পেশা বদল করে, আমিও তাদের মত হয়ে গেলাম। খনির কাজে মজুরি তেমন ভাল না হওয়ায়, আমি খনি ছেড়ে শহরে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি পর-পর টাইপোগ্রাফার, স্লেটার, প্লাম্বার ইত্যাদি হলাম। এই ভাবে যখন দেখলাম আমি সব কাজেরই যোগ্য, তখন আমি আর একটা জড়পিণ্ড রইলাম না, আমি নিজেকে বোধ করলাম মানুষ হিসাবে।" (এ কর্বন: "De l'enseignement professionnel", 2eme ed. p. 50.)

শিক্ষা লাভ করে। যদিও কারখানা-আইনের আকারে মূলধনের হাত থেকে সর্বপ্রথম ও সামান্য-পরিমাণ যে সুবিধা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তা কারখানায় কাজের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে সংযোজিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবু এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যখন শ্রমিক-শ্রেণী ক্ষমতায় আসে, যা তারা অনিবার্য ভাবেই আসবে, তখন তত্ত্বগত ও কার্যগত উভয় ধরনের কারিগরি শিক্ষাই শ্রমিক-শ্রেণীর বিদ্যালয়-গুলিতে যথোচিত স্থান পাবে। এ ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই ধরনের বৈপ্লবিক আলোড়ন, যার চূড়ান্ত পরিণাম হল পুরনো শ্রম-বিভাগের অবসান, তা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-রূপ এবং সেই রূপ অনুযায়ী শ্রমিকের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে নিহিত দ্বন্দ্বগুলির ঐতিহাসিক বিকাশই হল একমাত্র পথ, যে পথে উৎপাদনের সেই রূপটিকে ভেঙে দেওয়া যায় এবং তার জায়গায় নোতুন একটি রূপ প্রতিষ্ঠা করা যায়। "Ne sutor ultra crepidam" – হস্তশিল্প সম্পর্কে জ্ঞানের এই "nec plus ultra" সেই মুহূর্ত থেকেই হয়ে পড়ল অর্থহীন, যে-মুহূর্ত থেকে ঘড়ি-নির্মাণকারী ওয়াট উদ্ভাবন করলেন 'ষ্টিম-ইঞ্জিন', ক্ষৌরকার আর্করাইট করলেন 'থ্রশল্' এবং কমরত জহুরী ফুলটন করলেন 'ষ্টিমশিপ'।[১]

যতদিন কারখানা-আইন সীমাবদ্ধ থাকে ফ্যাক্টরি, ম্যানুফ্যাক্টরি ইত্যাদিতে কাজের ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে, ততদিন তাকে গণ্য করা হয় মূলধনের শোষণ করার অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বলে। কিন্তু যখন তা বিস্তার লাভ করে—তথাকথিত "ঘরোয়া শ্রম"[২] নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, তখনি তা পরিগণিত হয় "patria potestas",

২. রাষ্ট্রীয় অর্থতন্ত্রের ইতিহাসে সত্যই একটি বিস্ময় জন বেলার্স তাঁর রাষ্ট্রীয় অর্থ-তন্ত্রের ইতিহাস নামক গ্রন্থে সতেরো শতকের শেষে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছিলেন শিক্ষা ও শ্রম-বিভাগের বর্তমান ব্যবস্থার অবসান ঘটানো কত প্রয়োজন –যার ফলে সমাজের একদিকে দেখা দেয় অস্বাভাবিক স্ফীতি, অন্যদিকে অস্বাভাবিক ক্ষয়। অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: অলস শিক্ষা অলসতার শিক্ষার চেয়ে ভাল নয় দৈহিক শ্রম হল বিধাতার স্বাভাবিক আদিম প্রতিষ্ঠান খাদ্য যেমন দেহের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন, শ্রম তেমন তাকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন কেননা, মানুষ আরামে যা সঞ্চয় করে, ব্যারামে তা হারায়· জীবনের প্রদীপে শ্রম তেল যোগায়, চিন্তা তাকে প্রজ্জ্বলিত করে · একটা বালখিল্যসুলভ বুদ্ধিহীন ব্যস্ততা"। 'বেসডাউ'-দের এবং তাঁদের আধুনিক অনুকারীদের প্রতি আগে থেকেই হুঁশিয়ারি) "শিশুদের মনকে করে রাখে বুদ্ধিহীন।" ("প্রপোজালস ফর রেইজিং এ কলেজ অব ইণ্ডাষ্ট্রি অব অল ইউজফুল ট্রেড্স অ্যাণ্ড হাজব্যাণ্ড্রি", ১৬৯৬, পৃঃ ১২, ১৪, ১৮)।

২. এই ধরনের শ্রম প্রধানতঃ চলে ছোট ছোট কর্মশালায়, যেমন আমরা দেখেছি

মাতা-পিতার কর্তৃত্বের উপরে প্রত্যক্ষ আক্রমণ বলে, কোমল-হৃদয় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দীর্ঘকাল এই পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। অবশ্য, ঘটনার চাপে সে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হল স্বীকার করতে যে আধুনিক শিল্প চিরাচরিত পারিবারিক শ্রম যার উপরে প্রতিষ্ঠিত সেই অর্থনৈতিক বনিয়াদকে চুরমার করে দিচ্ছে এবং তার সঙ্গে জড়িত পারিবারিক শ্রমও ইতিপূর্বেই সমস্ত চিরাচরিত পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করে দিয়েছে। শিশুদের অধিকারসমূহ ঘোষণা করতে হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে শিশু-নিয়োগ কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টে বলা হয়, সমগ্র সাক্ষ্যের ভিতর দিয়ে এটা দুঃখজনক ও যন্ত্রণাদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে হয়ে ওঠে যে, তাদের মাতা-পিতার হাত থেকে ছেলে-মেয়ে-নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর যতটা সুরক্ষা দরকার আর কোনো ব্যক্তির হাত থেকে ততটা নয়।" সাধারণভাবে শিশু-শ্রমের এবং বিশেষভাবে তথাকথিত ঘরোয়া শ্রমের সীমাহীন শোষণের এই যে ব্যবস্থা তা চালু থাকতে পারে একমাত্র এই কারণে যে, মাতা-পিতারা তাদের কচিকাচা সন্তানদের উপরে তাদের স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষতিকারক কর্তৃত্বকে কোনো নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রয়োগ করতে সক্ষম। ...তাদের শিশুদের কেবল "এতটা পরিমাণ সাপ্তাহিক মজুরি অর্জনের মেশিন" হিসাবে ব্যবহার করার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব মাতা-পিতাদের হাতে অবশ্যই থাকা উচিত নয়। ... সুতরাং এইরকম সকল পরিস্থিতিতে আইনসভার কাছে স্বাভাবিক অধিকার হিসেবেই যৌক্তিকভাবে দাবি করতে পারে যে, যা তাদের অপরিণত বয়সেই শারীরিক শক্তিকে ধ্বংস করে এবং বুদ্ধিমান ও নীতিবান জীবের মানদণ্ডে নিচের স্তরে নামিয়ে দেয়, তার কবল থেকে তাদের পরিত্রাণের একটা ব্যবস্থা করা উচিত।"[১] অবশ্য, মাতা-পিতার কর্তৃত্বই যে শিশু-শ্রমের ধনতান্ত্রিক শোষণের—তা প্রত্যক্ষই বা পরোক্ষই হোক—সৃষ্টি করেছে, তা নয়; বরং বিপরীত,—ধনতান্ত্রিক শোষণই মাতা-পিতার কর্তৃত্বের ভিত্তিটিকে ভাসিয়ে দিয়ে তাকে অধঃপতিত করল ক্ষমতার দুষ্ট অপব্যবহারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরনো পারিবারিক বন্ধনসমূহের ভাঙন যতই ভয়ংকর হোক না কেন, তবু আধুনিক শিল্প পারিবারিক পরিধির বাইরে নারী, তরুণ-তরুণী ও ছেলে-মেয়ে-নির্বিশেষে শিশুদেরকে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করায় পরিবারের ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের এক উচ্চতর রূপের ভিত্তি সৃষ্টি করেছে। অবশ্য, পরিবারের টিউটনি খ্রীষ্টান রূপটিকেই পরম রূপ বলে ধরে নেওয়া হবে এক আজগুবি ব্যাপার, যেমন আজগুবি ব্যাপার হত যদি প্রাচীন রোমে, প্রাচীন গ্রীক বা প্রাচ্য-দেশীয় পরিবারের উপরে ঐ অভিধানটি প্রয়োগ করা; আসলে একসঙ্গে করে

লেস-তৈরি ও খড়ের বিনুনি বাঁধার শিল্পে, শেফিল্ড্, বার্মিংহাম ইত্যাদি জায়গার ধাতু-শিল্প-গুলিতে আরো বিস্তারিতভাবে দেখানো যায়।

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ২৫, নং ১৬২ এবং দ্বিতীয় রিপোর্ট পৃঃ ৩৮, নং ২৮৫, ২৮৯ পৃঃ ২৫, ২৬, নং ১৯১।

দেখলে এই রূপগুলি হচ্ছে ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি পর্যায়-ক্রম। অধিকন্তু, এটা স্পষ্ট যে যৌথ কর্মী-গোষ্ঠী নারী ও পুরুষ এবং সব বয়সের মানুষদের নিয়ে গঠিত হওয়ায় তা অবশ্যই হয়ে উঠবে মানবিক বিকাশের একটি উৎসস্বরূপ, যদিও তার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে-ওঠা, পাশবিক, ধনতান্ত্রিক রূপটি—যেখানে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার জন্যই শ্রমিকের অস্তিত্ব, শ্রমিকের জন্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব নয়—সেখানে ঐ ঘটনাটি হল দুর্নীতি ও দাসত্বের জীবাণু-সংক্রামক উৎসবিশেষ।[১]

কারখানা আইনগুলির সার্বিকীকরণের আবশ্যকতা, কেবল মেশিনে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার ক্ষেত্রে—মেশিনারির প্রথমতম দুটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে—প্রযোজ্য ব্যতিক্রমস্বরূপ আইন থেকে সামগ্রিক ভাবে সামাজিক উৎপাদন সংক্রান্ত আইনে রূপান্তরিত করার আবশ্যকতা দেখা দিল আধুনিক শিল্প যে-পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত হয়েছিল, সেই পদ্ধতিটি থেকে, এটা আমরা আগেই দেখেছি। সেই শিল্পের পিছু পিছু ম্যানুফ্যাকচার, হস্ত শিল্প ও গৃহ-শিল্পের চিরাচরিত রূপটিও বিপ্লবায়িত হয়ে যায়; ম্যানুফ্যাকচার নিরন্তর পরিণতি লাভ করে ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থায় এবং হস্তশিল্প ম্যানুফ্যাকচারে; এবং সর্বশেষে হস্ত ও গৃহ-শিল্পের পরিধি, তুলনামূলক বিচারে আশ্চর্যজনক স্বল্প সময়ে, পরিণত হয় যন্ত্রণার নরককুণ্ডে, যেখানে ধনতান্ত্রিক শোষণ পায় তার জঘন্যতম অত্যাচারের অবারিত অবকাশ। দুটি ঘটনা শেষ পর্যন্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়ঃ প্রথমতঃ, এই পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা যে, মূলধন যখনি এক ক্ষেত্রে আইনের অধীনে পড়ে যায়, তখনি সে অন্যান্য ক্ষেত্রে আরো বেপরোয়া হয়ে সেটা পুষিয়ে নেয়[২]; দ্বিতীয়তঃ, ধনিকদের এই সোচ্চার দাবি যে, প্রতিযোগিতার অবস্থা-গুলিতে সমতা-বিধান করা হোক অর্থাৎ শ্রমের সকল রকম শোষণের উপরে সমান নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হোক।[৩] এই প্রসঙ্গে, আসুন আমরা দুটি হৃদয়-বিদারক চিৎকারে কর্ণপাত করি। ব্রিস্টলের পেরেক ও শিকল প্রস্তুতকারক মেসার্স কুকস্লি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তাদের কারখানায় কারখানা-আইনের নিয়ম-কানুনগুলি প্রবর্তন করল। "যেহেতু পুরনো অনিয়মিত ব্যবস্থাটা নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলিতে চালু আছে, যেহেতু মেসার্স কুকস্লি এক অসুবিধায় পড়ল, তারা দেখতে পেল যে তাদের ছেলেদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র সন্ধ্যা ৬টার পরেও কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা স্বভাবতই বলল, "এটা আমাদের প্রতি একটি অন্যায় এবং আমাদের পক্ষে একটা লোকসান, যেহেতু এর ফলে ছেলেদের শক্তি-সামর্থ্যের একটা

১. "কারখানা-শ্রম ঘরোয়া শ্রমের মতই বিশুদ্ধ ও সরল হতে পারে।" ("রিপোর্টস অব··ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ১২৯)।

২. "রিপোর্টস অব···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৫", পৃঃ ২৭-৩২।

৩. "রিপোর্টস · ফ্যাক্টরিজ"-এ অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

অংশ ফুরিয়ে যায়, যে-অংশটির সুযোগ আমরা নিতে পারতাম।"[১] লণ্ডনের কাগজ-বাক্স ও থলি প্রস্তুতকারক মিঃ জে সিম্পসন শিশু নিয়োগ কমিশনারদের সামনে বক্তব্যে বলেন যে, "এর জন্য (আইন-সভার হস্তক্ষেপের জন্য) তিনি যে-কোনো দরখাস্তে সই দিতে প্রস্তুত।" "বাস্তবিক পক্ষে, রাতের বেলায় তিনি সব সময়েই খুব অস্বস্তিতে কাটান, পাছে তিনি যখন তাঁর কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন অন্যরা তাঁদের কাজ চালু রাখেন এবং পাত্র পেয়ে যান।"[২] সংক্ষিপ্ত করে শিশু নিয়োগ কমিশন বলে, বড় বড় নিয়োগকর্তাদের প্রতি এটা হবে একটা অবিচার যদি তাদের কারখানাগুলিকে কাজ করতে দেওয়া হয় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা বিনা-নিয়ন্ত্রণে। এবং কাজের ঘণ্টার ক্ষেত্রে ছোট ছোট কারখানাগুলির উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করায় প্রতিযোগিতার এই যে অসম অবস্থা তার দরুন যে-অবিচার ঘটে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় বড় বড় মালিকদের পক্ষে আরো একটি অসুবিধা—তারা দেখতে পায় যে তাদের নাবালক ও নারী শ্রমকে টেনে নেওয়া হচ্ছে সেই সব প্রতিষ্ঠানে, যেগুলি আইনগত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। অধিকন্তু, এর ফলে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিকে প্রেরণা সৃষ্টি হয়, যেগুলি জনগণের স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা ও সাধারণ উন্নয়নের পক্ষে অবশ্যম্ভাবীরূপেই সবচেয়ে কম অনুকূল।"[৩]

কমিশন তার চূড়ান্ত রিপোর্টে প্রস্তাব করেছে যে ১৪,০০,০০০ শিশু কিশোর-কিশোরীও মহিলাকে কারখানা আইনের আওতায় আনা হোক; এদের মধ্যে অর্ধেকই শোষিত হয় ছোট কারখানাগুলিতে এবং ঘরোয়া কাজের মাধ্যমে;[৪] কমিশন বলেছে, কিন্তু পার্লামেন্ট যদি এই সমগ্র সংখ্যক শিশু, কিশোর-কিশোরী ও মহিলাকেই

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ১০, নং ৩৫।

২. ঐ পৃঃ ৯, নং ২৮।

৩ "শিশু নিয়োগ কমিশন, রিপোর্ট", পৃঃ ২৫, নং ১৬৫-১৬৭, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের তুলনায় বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা সম্পর্কে 'শিশু নিয়োগ কমিশন, তৃতীয় রিপোর্ট', পৃঃ ১৩, নং ১৪৪, পৃঃ ২৫, নং ১২১, পৃঃ ২৬, নং ১২৫, পৃঃ ২৭, নং ১৪০ দ্রষ্টব্য।

৪ উক্ত আইনের অধীনে আনবার জন্য যেসব শিল্পের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে: লেস তৈরি, মোজা-বোনা, খড়-বিনুনি, বিভিন্ন প্রকারের পরিধেয় প্রস্তুত, কৃত্রিম ফুল তৈরি, জুতো তৈরি, টুপি তৈরি, দস্তানা বানানো, দর্জির কাজ, ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে সূঁচ পর্যন্ত সমস্ত ধাতুর কাজ, ইত্যাদি, কাগজ-কল, গ্লাস-তৈরী, তামাক কারখানা ভারতীয় রবার তৈরী, বিনুনী কাজ (কাপড় বোনার জন্য) হাতে গালিচা বোনা, ছাতা তৈরি, প্যারাসল তৈরি, টাকু ও নাটাই তৈরি, টাইপ-প্রেসে মুদ্রণ, বই বাঁধানো, মণিহারি দ্রব্যাদি তৈরি (কাগজের থলে, কার্ড, রঙিন কাগজ ইত্যাদি সহ) দড়ি তৈরি, অলংকার নির্মাণ, ইঁট তৈরি, হাতে রেশম উৎপাদন, মোমের ঝাড়লণ্ঠন তৈরি, লবণ তৈরি, সিমেন্ট কারখানা, চিনি শোধনাগার, বিস্কুট বানানো, কাঠের বিভিন্ন শিল্প ইত্যাদি।

উল্লিখিত আইনের আশ্রয়ে নিয়ে আসাকে সঠিক বলে বিবেচনা করে· ···· তা হলে নিঃসন্দেহে সেই আইনের কল্যাণকর ফল কেবল তার আশু লক্ষ্যস্থানীয় অল্প বয়সী ও ক্ষীণবল ব্যক্তিদের উপরেই পড়বে না, প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের উপরেও পড়বে যারা এই সব কর্ম-প্রতিষ্ঠানে অবলম্বে এর প্রভাবে আসবে। এই আইন তাদের জন্য নিয়মিত ও পরিমিত কাজের ঘণ্টা বাধ্যতামূলক করবে; এই এই আইন তাদের কাজের জায়গাগুলিতে স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করবে, এই আইন স্বভাবতই সেই শারীরিক শক্তি-সঞ্চয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটাবে যার উপরে তার নিজের এবং তার দেশের মঙ্গল এতটা নির্ভর করে; এই আইন উদীয়মান শিশু-প্রজন্মকে রক্ষা করবে কচি-বয়সের অত্যধিক খাটুনির চাপ থেকে, যা তাদের শরীরকে ভেঙে দেয় এবং অসময়ে অপটু করে দেয়; সর্বশেষে, এই আইন তাদের জন্য—অন্ততঃ ১৩ বছর পর্যন্ত—নিশ্চিত করবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ এবং অবসান ঘটাবে সেই চরম অজ্ঞতার · · যার অতি বিশ্বস্ত বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে আমাদের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারদের রিপোর্টে, যা পড়া যন্ত্রণা গভীরতম বেদনা এবং জাতীয় অধঃপতনের এক প্রগাঢ় অনুভূতি ছাড়া।"[১]

১৮৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি রাজকীয় ভাষণের মাধ্যমে টোরি* মন্ত্রিসভা ঘোষণা করে যে, তাঁরা শিল্প-কমিশনের প্রস্তাবগুলিকে "বিল"-এর আকার দিয়েছেন।[২] ঐ পর্যন্ত উপনীত হতে তাদের লেগেছে আরো ২০ বছরের "এক্সপেরিমেণ্টাম ইন কর্পোর ভিলি।" সেই ১৮৪০ সালেই শিশু-শ্রম সম্পর্কে একটি পার্লামেন্টির কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত এই কমিশনের রিপোর্টে উদ্ঘাটিত হয়, নাসাউ ডবল্যু সিনিয়র-এর ভাষায়, একদিকে মনিব ও মাতা-পিতার অর্থ-গৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার এবং অন্যদিকে, কিশোর ও শিশু-বয়সী ছেলে-মেয়েদের দুর্দশা, অধঃপতন ও সর্বনাশের এক সবচেয়ে ভয়ংকর চিত্র। ধরা যেতে পারে যে এটা একটা অতীত যুগের চিত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, এই বিভীষিকাগুলি অতীতেও যেমন ছিল, আজও তেমন আছে। প্রায় ২ বছর আগে হার্ডউইক কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে ১৮৪২ সালে যেসব অনাচারের

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন, পঞ্চম রিপোর্ট", পৃঃ ২৫, নং ১৬৯।

* এখানে (টোরি মন্ত্রীসভা থেকে নাসাউ ডবলিউ সিনিয়র পর্যন্ত) ইংরেজী মূল অংশটি ৪র্থ জার্মাণ সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে।—সম্পাদক ইং সংস্করণ

২. 'কারখানা আইন বিস্তার আইন' পাশ হয় ১৮৬৭ সালের ১২ই আগস্ট-এর আওতায় আসে সমস্ত ঢালাই কারখানা, কামার-শালা, ধাতু-ম্যানুফ্যাক্টরি, কাঁচ কারখানা, কাগজ মিল, রাবার কারখানা, তামা ম্যানুফ্যাক্টরি, ছাপাখানা, বই-বাঁধাই-শালা এবং ৫০ জনের বেশি লোক নিয়োগ করে এমন সমস্ত কর্মশালা; এই আইনগুলির ব্যাপারে পরবর্তী খণ্ডে আমি আবার ফিরে আসব।

বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, আজও সেগুলি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত আকারে রয়ে গিয়েছে। শ্রমিক-শ্রেণীর শিশুদের নীতি ও স্বাস্থ্যের প্রতি সাধারণ অবহেলার এটা একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত যে গত ২০ বছর ধরে এই রিপোর্টটির প্রতি কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, যে দীর্ঘ সময় ধরে 'নীতি' কথাটির মানে কি সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা ছাড়াই বড় হয়ে উঠেছে যে শিশুরা, যাদের না ছিল কোনো জ্ঞান, ধর্মবোধ বা স্বাভাবিক স্নেহ-মমতা, তারাই আজ হয়েছে বর্তমান যুগের মাতা-পিতা।"[১]

যেহেতু সামাজিক ব্যবস্থা পাল্‌টে গিয়েছে, সেই হেতু পার্লামেণ্টের আজ সাহস হয়নি ১৮৬২ সালের কমিশনের দাবিগুলিকে তাকবন্দী করে রাখবার যেমন সে রেখেছিল ১৮৪২ সালের কমিশনের দাবিগুলিকে। অতএব, ১৮৬৪ সালে যখন কমিশন তার রিপোর্টের চার ভাগের এক ভাগও প্রকাশ করে উঠতে পারেনি, তখনি মৃৎ শিল্প (কুম্ভকার-শিশু সমেত) কাগজের ঝালর, দিয়াশলাই, কার্টিজ ও ক্যাপ প্রস্তুতকারক এবং ফুশিয়ান-কাটারদের নিয়ে আসা হয়, বস্ত্র-শিল্পে যে-আইনটি চালু ছিল, সেই আইনটির আওতায়। ১৮৬৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারির রাজকীয় ভাষণের মাধ্যমে তৎকালীন টোরি মন্ত্রিসভা উক্ত শিল্প-কমিশনের সুপারিশগুলির ভিত্তিতে "বিল" উত্থাপনের কথা ঘোষণা করে ; কমিশন অবশ্য তার কাজ শেষ করেছিল ১৮৬৬ সালেই।

১৮৬৭ সালের ১৫ই আগস্ট এবং ২১শে আগস্ট 'কারখানা আইন সম্প্রসারণ আইন' এবং 'কর্মশালা নিয়ন্ত্রণ আইন' যথাক্রমে রাজকীয় অনুমোদন লাভ করে : প্রথম আইনটি বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় আইনটি ছোট ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথমটি প্রযোজ্য ব্লাস্ট ফার্নেস, লোহা ও তামা কল, ঢালাই কারখানা, মেশিন শপ, তামা ম্যানুফ্যাক্টরি, গাট্টা-পার্চা কারখানা, কাগজ কল, কাঁচ কারখানা, তামাক ম্যানুফ্যাক্টরি, ছাপাখানা (সংবাদপত্র সমেত), বই-বাঁধাই, সংক্ষেপে উল্লিখিত ধরনের সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যেখানে ৫০ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক যুগপৎ এবং বছরে অন্ততঃ ১০০ দিন কাজ করে।

কর্মশালা নিয়ন্ত্রণ আইনটির কর্ম-পরিধি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার জন্য আমরা তার ব্যাখ্যামূলক অনুচ্ছেদ থেকে নিচেকার অংশগুলি উদ্ধৃত করছি :

"**হস্তশিল্প**" বলতে বোঝাবে যে-কোন দৈহিক শ্রম, যা বৃত্তিগত ভাবে প্রয়োগ করা হয় কোন একটি জিনিস বা তার কোন একটি অংশ তৈরি ক'রে কিংবা বিক্রয়ের জন্য কোন একটি জিনিসের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন, অলংকরণ ও সম্পূর্ণতা বিধান অথবা অন্য ভাবে তার অভিযোজন ঘটিয়ে লাভ করার উদ্দেশ্য।"

১. সিনিয়র, 'সোশ্যাল সাইন্স কংগ্রেস', পৃঃ ৫৫-৫৮।

"**কর্মশালা** বলতে বোঝাবে যে-কোন ঘর বা জায়গা, তার উপরে কোন ছাত থাক বা না থাক, যেখানে কোন হস্তশিল্প সম্পাদিত হয় কোন শিশু, কিশোর-কিশোরী বা মহিলার দ্বারা এবং এই শিশু, কিশোর-কিশোরী বা মহিলাদের নিয়োগ করে যে-ব্যক্তি তার যে ঘরে বা জায়গায় প্রবেশের অধিকার আছে এবং যার উপরে তার নিয়ন্ত্রণ আছে।"

"**কর্ম-নিযুক্ত**' বলতে বোঝাবে মনিবের কিংবা মাতা-পিতার যে-কোন একজনের অধীনে কোন হস্তশিল্পে মজুরির বিনিময়ে বা বিনা-মজুরিতে নিযুক্ত থাকা।"

"**মাতা-পিতার** যে-কোন একজন বলতে বোঝাবে হয় মাতা, নয় পিতা কিংবা অভিভাবক কিংবা এমন কোন লোক, যার হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে আছে কোন ...... শিশু, তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তি বা মহিলা।"

"শিশু, তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তি বা মহিলার চাকরির ব্যাপারে আইনের বিধান লঙ্ঘন করলে ৭ম অনুচ্ছেদে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে ; সে ক্ষেত্রে কেবল কর্মশালার অধিকারীকেই নয়, তা সে মাতা বা পিতাই হোক বা অন্য কেউ হোক, তাকেই যে কেবল জরিমানা দিতে হবে, তাই নয়, "শিশু, তরুণ-তরুণী বা মহিলার মাতা বা পিতা কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি যে তার শ্রম থেকে সুবিধা ভোগ করে বা তার উপরে নিয়ন্ত্রণ ভোগ করে, তাকেও জরিমানা দিতে হবে।"

'কারখানা আইন সম্প্রসারণ আইন', যা বৃহৎ শিল্পগুলির ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য, তা এক গাদা ব্যতিক্রম ও মালিকের সঙ্গে কাপুরুষোচিত আপস-রফার ফলে 'কারখানা আইন'-এর তুলনায় শিথিলতা-প্রাপ্ত হল।

'কর্মশালা নিয়ন্ত্রণ আইন', যা ছিল সর্বাংশে শোচনীয়, তাও পৌর ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে অকেজো হয়ে গেল, অথচ এদের উপরেই ভার ছিল এই আইন কার্যকরী করার। ১৮৭১ সালে পার্লামেন্ট যখন তাদের হাত থেকে এই ক্ষমতা তুলে নিয়ে কারখানা-পরিদর্শকদের হাতে ন্যস্ত করল এবং এই ভাবে এক কলমের খোঁচায় পরিদর্শকদের দায়িত্বে আরো একশ-হাজার কর্মশালা এবং তিনশ ইট-কারখানা স্থাপন করল, তখন খুব সতর্কভাবেই ব্যবস্থা করা হল, যাতে তাদের স্টাফে আর আট জনের বেশি লোক যুক্ত করা না হয় অথচ এই অতিরিক্ত দায়িত্ব-দানের আগে থেকেই এই স্টাফে লোক ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম।[১]

১. এই স্টাফের "কর্মীবৃন্দের" মধ্যে পড়ে ২ জন পরিদর্শক, ২ জন সহকারী পরিদর্শক এবং ৪১ জন উপ-পরিদর্শক। ১৮৭১ সালে নিযুক্ত হয়েছিল ৮ জন অতিরিক্ত উপ-পরিদর্শক, ১৮৭১-৭২ সালে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে এই আইন প্রয়োগ করতে মোট খরচ হয়েছিল £২১৩৫৭-এরও বেশি, যার মধ্যে দোষী মালিকদের বিরুদ্ধে মামলার খরচও ধরা হয়েছে।

তা হলে ইংল্যাণ্ডের ১৮৬৭ সালের আইনে যেটা আমাদের নজরে পড়ে সেটা হল, একদিকে ধনতান্ত্রিক শোষণের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে খুবই ব্যাপক ও অসাধারণ সব ব্যবস্থা গ্রহণে শাসক শ্রেণীগুলির পার্লামেন্ট নীতিগত ভাবে বাধ্য হয়; অন্য দিকে, সেই ব্যবস্থাগুলিকে কার্যে পরিণত করতে সে দ্বিধা, বিরুদ্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

১৮৬২ সালের তদন্ত কমিশন খনি-শিল্পের জন্যও একটি নোতুন আইনের প্রস্তাব করে ছিল; অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এই শিল্পের একান্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ভূস্বামী ও ধনিকের স্বার্থ হাতে হাত মিলায়। এই দুটি স্বার্থের পারস্পরিক বৈরিতা কারখানা-আইন প্রণয়নের পক্ষে সহায়ক হয়েছে; অন্য দিকে, এই বৈরিতার অনুপস্থিতি খনি-আইন প্রণয়নে বিলম্ব ও প্রতারণার যথেষ্ট কারণ হিসাবে কাজ করেছে।

১৮৪০ সালের তদন্ত কমিশন এত ভয়ানক, এত শোচনীয় সব ব্যাপার ফাঁস করে দিয়েছিল এবং তার ফলে গোটা ইউরোপ জুড়ে এমন ছিছি পড়ে গিয়েছিল যে নিজের বিবেককে রক্ষা করার জন্য ১৮৪২ সালে খনি আইন পাশ করতে হয়, যে, আইনে সে কেবল ১০ বছরের কম-বয়সী শিশুদের এবং নারীদের খনিগর্ভে কাজ করার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।

তারপরে, আর একটি আইন, ১৮৬০ খনি-পরিদর্শন আইন, পাশ হয় এবং তাতে সংস্থান রাখা হয় যে, বিশেষ ভাবে এই কাজের জন্যই মনোনীত সরকারি কর্মচারীরা খনিগুলি পরিদর্শন করবে এবং যদি তারা স্কুল থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট না দেখাতে পারে বা স্কুলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টা হাজিরা না দেয়, তা হলে ১০ এবং ১২ বছরের মধ্যবর্তী বয়স্ক ছেলেরা খনির কাজে নিযুক্ত হবে না। স্কুল-পরিদর্শকদের হাস্যকর ভাবে স্বল্প সংখ্যা, তাদের ক্ষমতার যৎসামান্যতা এবং অন্যান্য কারণের দরুন এই আইনটি সম্পূর্ণ অকেজো-ই থেকে যায়; যতই আমরা এগোব ততই এই অন্যান্য কারণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খনি প্রসঙ্গে প্রকাশিত সাম্প্রতিকতম 'ব্লু বুক'-গুলির মধ্যে একটি হল "খনি-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট এবং তৎসহ সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি, ২৩শে জুলাই, ১৮৬৬।" এই কমিটি গঠিত হয় কমন্স সভা থেকে বাছাই-করা সদস্যদের নিয়ে এবং এর অধিকার ছিল সাক্ষীদের তলব ও জেরা করবার। উক্ত রিপোর্টটি এই কমিটিরই কাজ। রিপোর্টটি একটি মোটা আকারের 'ফোলিও' বই; যার মধ্যে খোদ রিপোর্টটি হচ্ছে মাত্র পাঁচ লাইনের এই বক্তব্যটি: কমিটির বলার মত কিছু নেই; আরো সাক্ষীকে জেরা করা দরকার!

সাক্ষীদের যে-পদ্ধতিতে জেরা করা হয়, তা ইংল্যাণ্ডের আদালতগুলিতে যে-পদ্ধতিতে জেরা করা হয়, তাকেই মনে পড়িয়ে দেয়, যেখানে উকিল চেষ্টা করেন ধৃষ্ট, অপ্রত্যাশিত, দ্ব্যর্থবোধক ও জটিলতাপূর্ণ ও প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য প্রশ্নের সাহায্যে সাক্ষীকে ভয় দেখাতে, চমকে দিত এবং বিভ্রান্ত করে দিতে এবং তার পরে

তার কাছ থেকে আদায় করা উত্তরগুলির উপরে নিজের ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতে। এই তদন্তে কমিটির সদস্যরা নিজেরাই জেরা করেন, এবং তাঁদের মধ্যে থাকেন খনির ভূস্বামী ও খনিজ-আহরণকারী ধনিক উভয়েই ; সাক্ষীরা প্রায় সকলেই হল খনি-শ্রমিক। গোটা প্রহসনটা মূলধনের মর্ম-প্রকৃতির এত বৈশিষ্ট্যসূচক যে তা থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত না করে পারা যায় না। সংক্ষেপে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে আমি সেগুলিকে বিভিন্ন শিরোনামায় ভাগ করেছি। এই সঙ্গে বলে রাখছি যে, প্রত্যেকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ইংল্যাণ্ডের ব্লু-বুকগুলিতে নম্বর দ্বারা চিহ্নিত আছে।

১. খনিতে ১০ বছর ও তদূর্ধ বছর বয়স্ক বালকদের নিয়োগ :

খনিতে যাতায়াতের সময় হিসাবে নিয়ে কাজের সময় সচরাচর ১২ বা ১৫ ঘণ্টা ; সকাল ৩, ৪ ও ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৫ ও ৬টা অবধি (নং ৬,৪৫২,৮৩)। বয়ঃপ্রাপ্তরা কাজ করে দুই শিফটে, প্রত্যেকটি শিফট ৮ ঘণ্টা করে, কিন্তু খরচের দরুন, বালকদের বেলায় কোন অদল-বদল করা হয় না (নং ৮০,২০৩,২০৪)। প্রধানতঃ কম-বয়সী বালকদের নিযুক্ত করা হয় খনির বিভিন্ন অংশে হাওয়া চলাচলের দরজা খোলা ও বন্ধ করার কাজে ; অপেক্ষাকৃত বেশি-বয়সীদের নিযুক্ত করা হয় কয়লা বহনের মত ভারী কাজে (নং ১২২,৭৩৯,১৭৪৭) ; এই দীর্ঘ ঘণ্টা ধরে তারা খনিগর্ভে কাজ করে ১৮ বা ২২ বছর বয়স পর্যন্ত, যখন তাদের লাগানো হয় নিয়মিত খনি-খননের কাজে (নং ১৬১)। যে-কোনো পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রতি এখন আরো খারাপ আচরণ করা হয়, আরো কঠোর কাজ করানো হয় (নং ১৬৬৩—১৬৬৭)। খনি-ধনিকরা প্রায় সর্বসম্মতভাবে দাবি করে যে পার্লামেণ্ট ১৪ বছরের কম-বয়সী শিশুদের খনির কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে একটা আইন পাশ করুক। এবং এখন হাসি ভিভিয়ান, যিনি নিজেই একজন খনি-ধনিক, প্রশ্ন করছেন, "শ্রমিকের পরিবারের দারিদ্র্যের উপরেই কি নির্ভর করে না শ্রমিকের মতামত ?" মিঃ ব্রুস : "আপনি কি মনে করেন, যেখানে মাতা বা পিতা কেউ আহত বা রোগগ্রস্ত, কিংবা যেখানে পিতা মৃত এবং কেবল মাতাই জীবিত, সেখানে ১২।১৪ বছরের একটি শিশু যদি পরিবারের জন্য দিনে ১ শি ৭ পেন্স আয় করে, তা হলে খুব কঠিন ব্যাপার হবে ?" ... আপনাকে নিশ্চয়ই একটা সাধারণ নিয়ম বেঁধে দিতে হবে ? আপনি কি এমন একটি আইন প্রণয়নের সুপারিশ করতে প্রস্তুত যা ১২/১৪ বছরের কম-বয়সী শিশুদের কাজে নিয়োগ ঢালাওভাবে বন্ধ করে দেবে, তা তাদের মাতা-পিতার অবস্থা যা-ই হোক না কেন ? "হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।" (নং ১০৭—১১০)। ভিভিয়ান : "যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ১৪ বছরের কম-বয়সী শিশুদের কর্ম-নিয়োগ নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাশ করা হল ... তা হলে, তাদের মাতা-পিতারা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের জন্য কাজের খোঁজ করবে, যেমন ম্যানুফ্যাকচারে।" "সাধারণভাবে সেটা

হবে না বলেই আমার ধারণা।" (নং ১৭৪)। কিন্নেয়ার্ড: "কিছু বালক দরোয়ানের কাজ করে?" "হ্যাঁ।" "যতবার আপনি দরজা খোলেন বা বন্ধ করেন সাধারণতঃ ততবারই কি একটা প্রবল দমকা বাতাসের সৃষ্টি হয় না?" এটা শুনতে বেশ সহজ বলেই মনে হয় কিন্তু আসলে এটা একটা কষ্টকর ব্যাপার?" "সেখানে সে আটকে থাকে ঠিক যেন জেলখানার সেলের মধ্যে কয়েদীর মত।" বুর্জোয়া ভিভিয়ান: "যখনি একটি বালকের হাতে একটা ল্যাম্প দেওয়া হয়, সে কি পড়তে পারে না?" হ্যাঁ সে পারে, যদি তাকে মোম দেওয়া হয়· তবে আমার ধারণা, তাকে যদি বই পড়তে দেখা যায়, তা হলে সেটা তার দোষ বলে ধরা হবে; সেখানে তাকে তার কাজ করতে হয়; তার করণীয় একটা কর্তব্য রয়েছে এবং তাকে সবচেয়ে আগে সেদিকেই মন দিতে হবে; আমি মনে করিনা, খনির গর্তে তাকে বই পড়তে দেওয়া হবে।" (নং ১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৫৮, ১৬০)।

২. শিক্ষা:

খনি-শ্রমিকেরা চায় কারখানার ক্ষেত্রে যেমন আছে, খনির ক্ষেত্রেও তেমন তাদের শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য একটি আইন পাশ করা হোক। তারা বলে যে, ১০ এবং ১২ বছরের শিশুদের কর্মে নিয়োগের পূর্বশর্ত হিসাবে স্কুল-সার্টিফিকেট দেখানোর যে নিয়ম আছে, সেটা একটা ফাঁকি। এই বিষয়ে সাক্ষীদের পরীক্ষা করার ব্যাপারটা সত্য সত্যই ভাঁড়ামো। "এই আইনটি কার বিরুদ্ধে প্রয়োজন—শিক্ষক না মাতা-পিতার বিরুদ্ধে?" "আমার মনে হয়, উভয়েরই বিরুদ্ধে।" "আপনি কি বলতে পারেন না কার বিরুদ্ধে বেশি?" "না, আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।" (নং ১১৫, ১১৬) "শিশুরা যাতে স্কুলে যাবার জন্য কয়েক ঘণ্টা করে ছাড়া পায়, এমন কোনো ইচ্ছা নিয়োগকর্তাদের মধ্যে দেখা যায় কি?" "না, তার জন্য কাজের ঘণ্টা কখনো কমানো হয় না।" (নং ১৩৭)। মিঃ কিন্নেয়ার্ড, "আপনি কি বলতে পারেন, যে সাধারণভাবে খনি-মজুরেরা তাদের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করে? আপনার কি এমন দৃষ্টান্ত জানা আছে যে, কাজ শুরু করার সময়ে তার যতটা শিক্ষা ছিল, পরে তা থেকে তার শিক্ষা খুব বেশি একটা উন্নত হয়েছে? বরং যখন তারা ফিরে যায়, তখন তারা আগে যতটাও বা আয়ত্ত করেছিল, তাও হারিয়ে ফেলে?" "সাধারণতঃ তাদের আরো অবনতি ঘটে, তাদের উন্নতি হয় না; তারা বিভিন্ন বদঅভ্যাস আয়ত্ত করে; তারা মদে ও জুয়ায় এবং অনুরূপ সব ব্যাপারে মেতে ওঠে এবং সম্পূর্ণ সর্বনাশের গহ্বরে তলিয়ে যায়।" (নং ২১১) "শিক্ষাদানের জন্য তারা কি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়?" "সামান্য কয়েকটা কোলিয়ারি আছে যেখানে নৈশ স্কুল চালু আছে, এবং সম্ভবতঃ সেইসব স্কুলে কিছুসংখ্যক ছেলে যায়; কিন্তু শারীরিক ভাবে তারা এমন শ্রান্ত থাকে যে স্কুলে গিয়ে কাজের কাজ কিছুই হয় না।" (নং ৪৫৪)। "তা হলে আপনি শিক্ষার বিরুদ্ধে?"—সিদ্ধান্ত

করেন বুর্জোয়া ব্যক্তিটি। "নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু ···" (নং ৪৪৩)। "কিন্তু নিয়োগ-কর্তারা কি স্কুল-সার্টিফিকেট দাবি করতে বাধ্য নন?" "আইনত তাঁরা বাধ্য ; কিন্তু তাঁরা যে তা করেন, সে ব্যাপারে আমি অবহিত নই।" "তা হলে এটাই আপনার মত যে সার্টিফিকেট দাবি করার এই যে ধারাটি তা কোলিয়ারিগুলিতে সাধারণত মেনে চলা হয় না।" (নং ৪৪৩, ৪৪৪)। "লোকেরা কি এই শিক্ষার প্রশ্নে বিশেষ আগ্রহ দেখায়?" "বেশির ভাগ লোকই দেখায়।" (নং ৭১৭) তারা কি এ ব্যাপারে ব্যগ্র যে আইনটি কার্যকরী করা হোক?" "বেশির ভাগই ব্যগ্র।" (নং ৭১৮) "আপনি কি মনে করেন, এই দেশে আপনি যদি কোন আইন পাশ করেন, তা হলে জনগণ নিজেরাই যদি সেই আইন কার্যকরী করতে এগিয়ে না আসে, সেই আইন ফলপ্রসূ হতে পারে?" "এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বালকের নিয়োগে আপত্তি করতে চান, কিন্তু তা করলে তাঁরা সম্ভবত চিহ্নিত হয়ে যাবেন?" (নং ৭২০) "কাদের দ্বারা চিহ্নিত?" "তাঁদের নিয়োগকর্তাদের দ্বারা।" (নং ৭২১)। "আপনি কি মনে করেন কোন লোক আইন মেনে কাজ করলে, নিয়োগকর্তা তাঁর পিছনে লাগবেন?" "আমার বিশ্বাস, হ্যাঁ, লাগবেন।" (নং ৭২২)। "লেখাপড়া জানে না এমন ১০—১২ বছর-বয়সী কোন বালকের নিয়োগে কোন শ্রমিককে আপত্তি তুলতে আপনি শুনেছেন কি?" "এটা মানুষের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।" (নং ১২৩) "আপনি কি পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ দাবি করেন?" "আমি মনে করি, খনি-শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য ফলপ্রসূ কিছু করতে হলে তা অবশ্যই পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করতে হবে।" (নং ১৬৩৪)। "আপনি কি বাধ্যবাধকতাটা কেবল কয়লা-খনি-শ্রমিকদের পক্ষেই আরোপ করতে চান, গ্রেট-ব্রিটেনের সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের পক্ষেই আরোপ করতে চান?" "আমি এখানে এসেছি কয়লা-শ্রমিকদের হয়ে কথা বলতে।" (নং ১৬৩৬)। "আপনি অন্যান্য বালকদের থেকে ওদের আলাদা করে দেখছেন কেন?" "কারণ আমি মনে করি, ওরা সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম।" (নং ১৬৩৮)। "কোন্ দিক থেকে?" "শারীরিক দিক থেকে।" (নং ১৬৩৯)। "অন্যান্য শ্রেণীর ছেলেদের তুলনায় ওদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বেশি মূল্যবান হবে কেন?" "আমি জানি না যে তা বেশি মূল্যবান ; কিন্তু খনির কাজে অতিরিক্ত খাটুনি খেটে তাদের পক্ষে সাণ্ডে স্কুলে বা ডে-স্কুলে লেখাপড়া শিখবার সুযোগ ঢের কম।" (নং ১৬৪০)। "এই ধরনের একটি প্রশ্নকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র করে দেখা অসম্ভব।" (নং ১৬৪৪)। "স্কুলের সংখ্যা কি যথেষ্ট প্রচুর?"—"না।" (নং ১৬৪৬)। "যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়ম করে দেওয়া হয় যে প্রত্যেকটি শিশুকে স্কুলে যেতে হবে, তা হলে প্রত্যেকের যাবার মত অত স্কুল কোথায় হবে?" "না, হবে না, কিন্তু আমি মনে করি, তেমন অবস্থা উদ্ভূত হয়' তা হলে স্কুলেরও উদ্ভব ঘটবে।" (নং ১৬৪৭)। "আমার ধারণা, তাদের (ছেলেদের) কেউ

লিখতে পড়তে জানে না।" "বেশির ভাগই জানে না।… বয়স্কদের মধ্যেও বেশির ভাগ জানেন না।" (নং ৭০৫, ৭২৫)।

৬. নারীদের কর্মে নিয়োগ :

১৮৪২ সাল থেকে নারীদের আর মাটির তলায় কাজ করতে হয় না; এখন তারা নিযুক্ত হয় মাটির উপরকার নানা কাজে, যেমন, কয়লা বোঝাই করা, টবগুলিকে খাল বা ওয়াগন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া, বাছাই করা ইত্যাদি। গত তিন চার বছরে তাদের সংখ্যা প্রভূত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (নং ১৭২৭)। তাদের মধ্যে অধিকাংশই খনি-মজুরদের স্ত্রী, কন্যা বা বিধবা পত্নী; বয়স ১২ থেকে ৫০ বা ৬০। (নং ৬৪৫, ১৭৭৯)। "নারীদের এই কর্মনিযুক্তিতে কর্মরত খনি-মজুরদের মনোভাব কি?" "আমার মনে হয়, তারা সাধারণ ভাবে একে নিন্দা করে।" (নং ৬৪৮) "আপনি এর মধ্যে আপত্তিজনক কি দেখতে পান?" "আমার মতে এটা নারীর পক্ষে অবমাননাকর" (নং ৬৪৯) "পোশাকে কোন বৈশিষ্ট্য আছে?" "হ্যাঁ, এটা এট, বরং পুরুষের পোশাক এবং কিছু ক্ষেত্রে সব রকমের শালীনতার পরিপন্থী" "মেয়েরা কি ধূমপান করে?" "কেউ কেউ করে।" "আর আমার মনে হয় কাজটা বড় নোংরা।" "খুবই নোংরা।" "তারা কালিঝুলিতে কদাকার হয়ে যায়।" "মাটির তলায় যারা কাজ করে, তাদের মতই কালিময় হয়ে যায়।… আমার বিশ্বাস যে-মহিলাদের শিশু-সন্তান আছে (এবং খাদের কিনারায় অনেকেরই আছে), তারা তাদের প্রতি কর্তব্য করতে পারে না।" (নং ৬৫০-৬৫৪, ৭০১)। "আপনি কি মনে করেন ঐ বিধবারা অন্য কোথাও কাজ করলে এখানে যে মজুরি পায় (সপ্তাহে ৮শি থেকে ১০শি), সেই মজুরি পেত?" "সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না।" (নং ৭০৯)। "এই ভাবে জীবিকা অর্জন থেকে তাদের বাধা দিতে আপনি এখনো প্রস্তুত?" (হায়রে, নির্মম-হৃদয় ব্যক্তি!) "আমি প্রস্তুত।" (নং ৭১০) মেয়েদের কর্ম-নিয়োগ সম্পর্কে অঞ্চলে সাধারণ মনোভাব কি?" "মনোভাব কি?" "মনোভাব হচ্ছে এই যে এই কাজটা অবমাননাকর এবং খনি-শ্রমিক হিসাবে আমরা মনে করি যে, খাদের কিনারায় তাদের দেখতে পাওয়া ছাড়া অন্য কোন অধিকতর সম্মানের জায়গায় তাদের দেখতে পাওয়া ভাল।… … কাজের কোন কোন অংশ দারুণ কষ্টকর; এই বালিকাদের মধ্যে অনেকে দিনে ১০ টন পর্যন্ত মাল তোলে।" (নং ১৭১৫, ১৭১৭)। আপনি কি মনে করেন ফ্যাক্টরিতে যে-মেয়েরা কাজ করে তাদের চেয়ে কোলিয়ারিতে যে-মেয়েরা কাজ করে, তাদের নৈতিকতা নিচু মানের?" "… … ফ্যাক্টরিতে কাজ-করা মেয়েদের তুলনায় খারাপের শতকরা ভাগ কিছুটা বেশি হতে পারে।" (নং ১২৩৭), 'কিন্তু ফ্যাক্টরির নৈতিক মান সম্পর্কেও তো আপনি খুব খুশি নন?" "না, আমি খুশি নই।" (নং ১৭৩৩) "আপনি কি ফ্যাক্টরিতেও মেয়েদের নিয়োগ

নিষিদ্ধ করতে চান?" "না, আমি চাইনা।" (নং ১৭৩৪) "কেন চান না?" "আমি মনে করি মিল-ফ্যাক্টরিতে কাজ করা তাদের পক্ষে বেশি সম্মানজনক।" (নং ১৭৩৫) "তবু, আপনি মনে করেন, এ কাজ তাদের নৈতিকতার পক্ষে হানিকর?" "খাদের পারে কাজ করা যতটা হানিকর, ততটা নয়।" কিন্তু আমি ব্যাপারটা দেখছি সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে; আমি কেবল নৈতিক অবস্থানের দিক থেকেই দেখছি না। বালিকাদের উপরে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে এই অধঃপতন চরম শোচনীয়। যখন এই ৪০০ বা ৫০০ বালিকা খনি-শ্রমিকদের স্ত্রী হয়, তখন তাদের স্বামীরা এই অধঃপতনের দরুন দারুন কষ্ট ভোগ করে; এর ফলে তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে যায় এবং পানাসক্ত হয়।" (নং ১৭৩৬), "যদি আপনি কয়লা-খনিতে মেয়েদের নিয়োগ বন্ধ করতে চান, তা হলে তো আপনি লোহা কারখানাতেও তাদের নিয়োগ বন্ধ করতে চাইবেন; কি, তাই না?" "অন্য কোন ক্ষেত্রের কথা আমি বলতে পারিনা।" (নং ১৭৩৭)। "লোহা-কারখানায় নিযুক্ত মেয়েদের পরিস্থিতি এবং কয়লা-খনিতে মাটির উপরে নিযুক্ত মেয়েদের পরিস্থিতি—এ দুয়ের মধ্যে আপনি কি কোনো পার্থক্য দেখতে পান?" "এ সম্পর্কে আমি এখনো যাচাই করে দেখিনি" (নং ১৭৪০)। "আপনি কি এমন কিছু দেখতে পান যা দুটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য-সূচক?" "আমি তা যাচাই করে দেখিনি, কিন্তু বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আমি যা দেখেছি তা থেকে আমি জানি যে আমাদের অঞ্চলে অবস্থাটা অতি শোচনীয়।" (নং ১৭৪১)। "যেখানেই মেয়েদের নিয়োগ অধঃপতন ঘটায়, এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কি হস্তক্ষেপ করবেন?" আমি মনে করি, এদিক থেকে এটা ক্ষতিকারক হবে: ইংরেজদের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলি তারা লাভ করেছে তাদের মায়েদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা থেকে।" (নং ১৭৫০) "সেটা তো কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগের বেলাতেও সমান ভাবে প্রযোজ্য; নয় কি?" "হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কেবল দুটি ঋতুর জন্য, আর এখানে আমাদের কাজ রয়েছে চারটি ঋতুর সব কটি ঋতু জুড়েই। (নং ১৭৫১) "তারা প্রায়ই কাজ করে দিন এবং রাত; গা ভিজে যায়; তাদের শরীর নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।" "আপনি সম্ভবত ব্যাপারটি সম্পর্কে খোঁজ খবর করেন নি?" "আমি যেতে যেতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি, কিন্তু খাদের পাড়ে কাজের যে ফলাফল মেয়েদের উপরে ঘটে, আর কোনোখানেই তার তুলনা দেখিনি।·· এটা হল পুরুষের কাজ, বলিষ্ঠ পুরুষের কাজ।" (১৭৫৩, ১৭৯৩, ১৭৯৪)। আপনার অনুভূতিটি এই রকম যে, উন্নততর শ্রেণীর খনি-শ্রমিকেরা, যারা নিজেদের আরো উন্নীত করতে চায়, মনুষ্যত্ব বিকশিত করতে চায়, তারা তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায় না। বরং তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে আরো, নীচে টেনে আনে।" "হ্যাঁ।" (নং ১৮০৮)। এই বুর্জোয়াদের কাছ থেকে আরো কিছু কুটিল প্রশ্নের পরে, অবশেষে, বিধবাদের জন্য, দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য তাদের "সহানুভূতি"র গোপন

রহস্যটি বেরিয়ে পড়ে। "কয়লা-মালিক কয়েকজন ভদ্রলোককে নিয়োগ করেন কাজকর্ম তদারক করার জন্য এবং তাঁর অনুমোদন পাবার জন্য ; এরা যে 'পলিসি'টি অনুসরণ করে তা হল যথাসাধ্য স্বল্প ব্যয়ের ভিত্তিতে সবকিছু পরিচালনা করা, আর এই বালিকাদের নিযুক্ত করে দৈনিক ১ শিলিং থেকে ১ শিলিং ৬ পেন্স মজুরির হারে, যেখানে একজন পুরুষ মানুষকে নিযুক্ত করতে লাগত দৈনিক ২ শিলিং ৬ পেন্স করে।" (নং ১৮১৬)।

৪. 'করোনার'-এর (মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তকারীর) তদন্ত কার্য :

"করোনার'-এর তদন্ত প্রসঙ্গে, দুর্ঘটনা ঘটার পরে যে তদন্তকার্য চালানো হয়, তাতে আপনার জেলার শ্রমিকদের আস্থা কি ?" "না ; তাদের আস্থা নেই। (নং ৩৬০)। "কেন নেই ?" "প্রধানত এই কারণে আস্থা থাকে না যে, যাঁদের এই কাজের জন্য সাধারণত মনোনীত করা হয়, খনি বা এ-জাতীয় কোনো কিছু সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না।" "শ্রমিকদের কি জুরিতে ডাকা হয় না ?" আমি যতদূর জানি, কখনো সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয় না।" "সাধারণতঃ কাদের এই সব জুরিতে ডাকা হয় ?" "ডাকা হয় সাধারণতঃ এলাকার ব্যবসায়ীদের · তাদের যা অবস্থান তাতে অনেক সময়েই তারা নিয়োগ কর্তাদের······ কর্মশালা-মালিকদের ······ প্রভাবাধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়। তারা সাধারণত এমন ধরনের মানুষ, যাদের কোনো জ্ঞান নেই, এবং তাদের সামনে যেসব সাক্ষীদের হাজির করা হয় তাদের কথা-বার্তা কিংবা যেসব শব্দ তারা ব্যবহার করে তা তারা কদাচিৎ বুঝতে পারে।" "আপনারা কি চান যে জুরি এমন লোক নিয়ে গঠিত হোক যাঁরা খনির কাজে নিযুক্ত ছিলেন ?" "হ্যাঁ, অংশত তাই চাই।··· শ্রমিকেরা মনে করে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা হাজির করা হয়, করোনারের রায় সাধারণত তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।" (নং ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৫)। "জুরি ডাকবার একটা মহৎ উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে তা হবে নিরপেক্ষ ; নয় কি ?" "হ্যাঁ, সেটাই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।" "আপনি কি মনে করেন যে প্রধানত শ্রমিকদের দিয়েই যদি জুরি গঠিত হত, তা হলে তা হত পক্ষপাতশূন্য ?" "আমি এমন কোনো উদ্দেশ্য দেখিনা যার বশে শ্রমিকেরা পক্ষপাতী হয়ে কাজ করত।··· একটা খনির কাজকর্ম কিভাবে চলে, সে সম্পর্কে স্বভাবতই তাদের ভাল জ্ঞান থাকে।" "আপনি মনে করেন না যে, শ্রমিকদের পক্ষে একটা প্রবণতা থাকবে অন্যায় ভাবে কঠোর রায় দেবার ?" "না, আমি তা মনে করি না।" (নং ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০)।

৫. মিথ্যা ওজন ও পরিমাপ :

শ্রমিকেরা দাবি করে যে, তাদের মজুরি পাক্ষিক হিসাবে না দিয়ে সাপ্তাহিক

হিসাবে দেওয়া হোক এবং টবগুলির ভিতরকার জিনিসের ঘন ক্ষেত্র অনুসারে না দিয়ে ওজন অনুসারে দেওয়া হোক ; তারা জাল বাটখারা দিয়ে মিথ্যা ওজনের বিরুদ্ধেও প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা দাবি করে। (নং ১০৭১) "যদি টবগুলি জুয়াচুরি করে বাড়ানো হয়, তা হলে ১৪ দিনের নোটিশ দিয়েই তো কেউ কাজ বন্ধ করে দিতে পারে?" "কিন্তু সে যেখানেই যাবে, সেখানেও দেখবে সেই একই জুয়াচুরি।" (নং ১০৭১), "কিন্তু যেখানে ঐ অন্যায় করা হচ্ছে, তো সে ছেড়ে যেতে পারে?" "এটা সর্বব্যাপক, যেখানেই সে যাক, সেখানেই তাকে এটা মেনে নিতে হবে। (নং ১০৭২), "১৪ দিনের নোটিশ দিয়েই কি কেউ ছেড়ে যেতে পারে?" "হ্যাঁ, পারে।" (নং ১০৭৩)। এবং তবু তারা খুশি নয়! /

৬. খনি পরিদর্শন ঃ

বিস্ফোরণের ফলে হতাহত হওয়াই শ্রমিকের একমাত্র দুর্ভোগ নয়। (নং ২৩৪) "আমাদের লোকেরা কোলিয়ারিগুলির হাওয়া-চলাচল ব্যবস্থার দুরবস্থা সম্পর্কেও তীব্র অভিযোগ জানায়। · হাওয়া চলাচল ব্যবস্থা এত খারাপ যে শ্বাস-প্রশ্বাসও কষ্টকর বোধ হয় ; তাদের কাজের সঙ্গে কিছু কাল যুক্ত থাকার পরে তারা যে-কোনো রকমের কর্ম-নিয়োগের পক্ষে অচল হয়ে পড়ে ; বাস্তবিক পক্ষে, খনির যে-অংশে আমি কাজ করছি, ঠিক সেই অংশটিতেই, লোকেরা বাধ্য সেই কারণেই তাদের কাজ ছেড়ে দিতে। ·· সেখানে কোনো বিস্ফোরক গ্যাস না থাকা সত্বেও কেবল হাওয়া-চলাচলের অব্যবস্থার জন্য তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জন কয়েক সপ্তাহ ধরে বেকার অবস্থায় রয়েছে। ·· প্রধান প্রধান যাতায়াত-পথে সাধারণত প্রচুর পরিমাণ বাতাস থাকে কিন্তু যেখানে মানুষদের কাজ করতে হয় সেখানে তা নিয়ে যাবার জন্য কোনো চেষ্টাই করা হয় না।" "আপনারা পরিদর্শকের কাছে আবেদন করেন না কেন?" "সত্য কথা বলতে কি, এমন অনেকেই আছে যারা এ ব্যাপারে ভয় পায় ; পরিদর্শকের কাছে দরখাস্ত করার ফলে বলি হয়েছে এবং চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে।" "কেন, অভিযোগ জানানোর জন্য সে কি দাগী হয়ে যায়?" সে কি অন্য খনিতে কাজ পেতে অসুবিধা বোধ "হ্যাঁ।" আপনি কি মনে করেন যে আইনের সংস্থানগুলি মানা হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য আপনার অঞ্চলের খনিগুলি পরিদর্শনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে?" "না, পরিদর্শন আদৌ কখনো হয় না·····৭ বছর আগে একবার একজন পরিদর্শক খনিগর্ভে নেমেছিলেন ; এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এইভাবেই চলছে। ·····আমি যে জেলায় কাজ করি, সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শকও নেই। আমাদের আছেন একজন বৃদ্ধ পরিদর্শক, যাঁর বয়স ৭০ বছরের উপরে এবং যাঁর পরিদর্শন করার কথা ১৩০টিরও বেশি খনি।" "আপনারা কি চান যে উপ-পরিদর্শকদের একটা শ্রেণীও

থাকে ?" "হ্যাঁ।" (নং ২৩৪, ২৪১, ২৫১, ২৫৪, ২৭৪, ২৭৫, ৫৫৪, ২৭৬, ২৯৩)। "কিন্তু আপনি কি মনে করেন সরকারের পক্ষে এমন এক পরিদর্শক-বাহিনী পোষণ করা সম্ভব যারা আপনারা যা যা চান, তার সব কিছুই করবেন অথচ লোকেরা তাঁদের কোনো তথ্য যোগাবে না ?" "না, আমার মনে হয়, সেটা হবে প্রায় অসম্ভব। ... এটা বাঞ্ছনীয় যে, পরিদর্শকেরা একটু ঘন ঘন আসুন।" "হ্যাঁ, এবং ডেকে পাঠাবার আগেই।" (নং ২৮০, ২৭৭)। "আপনি কি মনে করেন যে পরিদর্শকদের এত ঘন ঘন পরিদর্শনের ফলে বায়ু-চলাচলের সুব্যবস্থার দায়িত্ব (!) কোলিয়ারি-মালিকদের কাঁধ থেকে সরে গিয়ে বর্তাবে সরকারি কর্মচারীদের কাঁধে ?" "না, আমি তা মনে করিনা ; আমি মনে করি, ইতিপূর্বেই যেসব আইন তৈরি হয়ে আছে সেগুলিকেই কার্যকরী করা তাঁরা তাঁদের কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করবেন। (নং ২৮৫)। "যখন আপনি উপ-পরিদর্শক নিয়োগের কথা বলেন, তখন কি আপনি বোঝাতে চান যে তাঁদের বেতন হবে কম এবং তাঁরা হবেন অপকৃষ্ট মাপের কর্মচারী ?" আপনি যদি উৎকৃষ্ট লোক পান, তা হলে আমি অপকৃষ্ট লোক চাইব কেন ?" (নং ২৫৪)। "আপনি কি কেবল আরো পরিদর্শক চান, নাকি চান পরিদর্শক হিসাবে নিচু মানের লোক ?" "আমি চাই এমন লোক, যিনি কোলিয়ারিগুলিতে কড়া নেড়ে নেড়ে ঘুরবেন এবং দেখবেন সব কিছু ঠিক চলছে কিনা ; চাই এমন মানুষ যে নিজের ভয়ে ভীত নয়।" (নং ১৯৫) "নিচু মানের পরিদর্শক নিয়োগের জন্য আপনার যে অভিলাষ, তা যদি পূরণ করা হয়, তা হলে আপনি কি মনে করবেন না যে কুশলতার অভাব ঘটবে ?" "আমি তা মনে করি না, আমি মনে করি, সরকার সেদিকে নজর দেবে এবং যোগ্য লোককে সেই পদে নিয়োগ করবে।" (নং ২৯৭)। এই ধরনের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের কাছেও বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় এবং তিনি বাধা দিয়ে মন্তব্য করেন, "আপনি এমন এক ক্লাস মানুষ চান, যাঁরা খনির সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখাশোনা করবেন এবং প্রতি কোণে ও রন্ধ্রে প্রবেশ করবেন এবং আসল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। তাঁরা প্রধান পরিদর্শকের কাছে রিপোর্ট করবেন, যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করবেন তাঁদের দ্বারা উপস্থাপিত তথ্যগুলি অনুধাবনে ?" (নং ২৯৮, ২৯৯) "খনির এইসব পুরনো কর্মক্ষেত্রগুলিতেও যদি বায়ু-চলাচলের সুব্যবস্থা করতে হয়, তা হলে কি বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না ?" "হ্যাঁ, ব্যয় হয়তো হবে, কিন্তু তাতে জীবনও রক্ষা পাবে।" (নং ৫৩১) ১৮৬০ সালে আইনের ১৭তম অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে জনৈক কর্মরত খনি-শ্রমিক বলেন, "এখন যদি পরিদর্শক কোন খনির একটি অংশকে কাজের জন্য অনুপযুক্ত বলে দেখেন, তা হলে তাঁকে খনি-মালিক ও স্বরাষ্ট্র-সচিবকে রিপোর্ট করতে হয়। তা করার পরে, মালিককে ২০ দিনের সময় দেওয়া হয় ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ; ২০ দিন পার হয়ে গেলে তার অধিকার থাকে খনিতে কোনো পরিবর্তন সাধনে অস্বীকার করার ; কিন্তু যখন সে অস্বীকার করে, তখন তা তাকে লিখতে

হয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে এবং সেই সঙ্গে পাঠাতে হয় তার মনোনীত পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ারের নাম, যাদের মধ্য থেকে স্বরাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত করেন একজনকে, আমার মনে হয় সালিশ হিসাবে কিংবা নিযুক্ত করেন একাধিক সালিশকে, সুতরাং সে ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে খনির মালিক কার্যত নিজেই তার সালিশদের নিয়োগ করে।" (নং ৫৮১)। বুর্জোয়া পরীক্ষক, যিনি নিজেও একজন খনি-মালিক: "কিন্তু এটা কি নিছক অনুমান-ভিত্তিক আপত্তি নয়।" (নং ৫৮৬)। "তা হলে, খনি-ইঞ্জিনিয়ারদের সততা সম্পর্কে আপনার ধারণা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।" "এটা নিশ্চিত-ভাবেই চরম অন্যায় ও সংস্কারদুষ্ট।" (নং ৫৮৮)। "খনি-ইঞ্জিনিয়ারদের কি জনসমক্ষে একটা লোকমান্য চরিত্র নেই? এবং আপনি কি মনে করেন না যে, আপনি যেমন আশংকা করছেন তেমন পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত করা থেকে তাঁরা অনেক উর্ধ্বে?" "আমি ঐ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। আমার বিশ্বাস, অনেক ক্ষেত্রেই তারা বস্তুতই পক্ষপাতদুষ্ট কাজ করবেন এবং যেখানে মানুষের জীবন বিপন্ন, সেখানে তা করার ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকা উচিৎ নয়।" (নং ৫৮৯)। এই একই বুর্জোয়া ব্যক্তিটি কিন্তু এই প্রশ্নটি করতে লজ্জা বোধ করেন না: "আপনি কি মনে করেন যে একটা বিস্ফোরণ ঘটলে খনি-মালিকেরও ক্ষতি সহ্য করতে হয়?" সর্বশেষে, "সরকারকে ডেকে না এনে আপনারা, ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকেরা, আপনারা কি পারেন না আপনাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে?" "না"। (নং ১০৪২)।

১৮৬৫ সালে ইংল্যাণ্ডে কয়লাখনি ছিল ৩,২১৭টি এবং পরিদর্শক ছিলেন ১২ জন। ইয়র্কশায়ারের জনৈক খনি-মালিক নিজেই হিসাব করেছেন ('টাইমস', ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৬৭), এক দিকে তাদের অফিসের কাজ করে, যা তাদের গোটা সময়-টাকেই নিয়ে নেয়, একজন পরিদর্শকের পক্ষে প্রতি দশ বছরে একবার করে একটি খনি পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। গত দশ বছরে যে সংখ্যায় ও ব্যাপকতায় (অনেক ক্ষেত্রে ২০০—৩০০ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে) উভয়তই বিস্ফোরণ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কারণ নেই। এইগুলিই হচ্ছে "অবাধ" ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সৌন্দর্য।*

১৮৭২ সালে প্রণীত অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ আইনটিই সর্বপ্রথম খনিতে নিযুক্ত শিশুদের কাজের ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তথাকথিত দুর্ঘটনার জন্য খনিজ-আহরণকারী ধনিককে এবং খনির স্বত্বাধিকারী ভূস্বামীকে, কিছুটা পরিমাণে দায়ী বলে ঘোষণা করে।

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও মহিলাদের কৃষিকর্মে নিয়োগ সম্পর্কে ১৮৬৭ সালে নিযুক্ত রাজকীয় কমিশন খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। কৃষিকর্মের

* এই বাক্যটি ৪র্থ জার্মান সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্ত করা হয়েছে—সম্পাদক ইং সংস্করণ।

ক্ষেত্রে কারখানা আইন, কিছুটা সংশোধিত আকারে, প্রয়োগের চেষ্টা কয়েকবার হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যে ব্যাপারটির দিকে আমি এখানে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, তা হল ঐ নীতিসমূহের সর্বব্যাপক প্রয়োগের অনুকূলে একটি অপ্রতিরোধ্য প্রবণতার অস্তিত্ব।

যখন শ্রমিক শ্রেণীর মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে সমস্ত বৃত্তিতে কারখানা-আইনের সম্প্রসারণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তখন অন্যদিকে, যেমন আমরা আগেই দেখেছি, ঐ সম্প্রসারণই আবার বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের বৃহদায়তনে পরিচালিত স্বল্পসংখ্যক সংযোজিত শিল্পে রূপান্তরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে; এইভাবে তা মূলধনের কেন্দ্রীভবন ও কারখানা-ব্যবস্থার একান্ত প্রাধান্য অর্জনকে ত্বরিতায়িত করে। তা পুরাতন ও অতিক্রান্তিকালীন উভয় ধরনের রূপকেই ধ্বংস করে দেয়, যার নেপথ্যে মূলধনের রাজত্ব এখনো অংশত প্রচ্ছন্ন; এবং তার স্থলে অভিষিক্ত করে মূলধনের প্রত্যক্ষ আধিপত্যকে; কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তা আবার নিজের আধিপত্যের পথে বিরোধিতাকে সর্বব্যাপক করে তোলে। যখন তা, প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা কর্মশালায় অভিন্নতা, নিয়মিকতা, শৃংখলা ও মিতব্যয়িতা বলবৎ করে, তখন তা, শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যের আরোপিত সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ-সাধনে যে প্রেরণা সঞ্চার করে, সেই প্রেরণাকে আরো প্রবল ভাবে উদ্দীপিত করে এবং সমগ্রভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নৈরাজ্য, শ্রমের তীব্রতা, শ্রমিকের সঙ্গে মেশিনারির প্রতিযোগিতার বৃদ্ধিসাধন করে। ক্ষুদে ও ঘরোয়া শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে, তা "বাড়তি জনসংখ্যা"-র শেষ আশ্রয়গুলিকেও ধ্বংস করে দেয় এবং তারই সঙ্গে ধ্বংস করে দেয় গোটা সমাজ-ব্যবস্থার সর্বশেষ নিরাপত্তা-ব্যবস্থাটিকে, 'সেফটি ভাল্ব'-টিকে। উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলির অবস্থাবলীকে পরিণত করে তুলে এবং সংযোজন সাধন করে, তা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব ও বৈরিতাগুলিকেও আরো পরিণত করে তোলে এবং এইভাবে, নোতুন এক সমাজ গঠনের উপাদানসমূহসহ, পুরাতন ব্যবস্থাকে চুরমার করে দেবার প্রয়োজনীয় শক্তির সংস্থান করে।[১]

---

১. সমবায় ফ্যাক্টরি এবং স্টোর-এর প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ওয়েন রূপান্তর-সাধনের এই বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলির প্রভাব সম্পর্কে তাঁর অনুগামীদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের শরিক ছিলেন না—এ কথা আগেই বলা হয়েছে; তিনি কারখানা-ব্যবস্থাকে কেবল কার্যক্ষেত্রেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার একমাত্র ভিত্তি হিসাবেই গ্রহণ করেন নি, সেই সঙ্গে তত্ত্ব ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাকে ঘোষণা করেছিলেন সমাজ-বিপ্লবের সূচনা-স্থল হিসাবে। লিডেন ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হের ভিসারিং-এর এ বিষয়ে সংশয় আছে বলে মনে হয়, যখন তিনি তাঁর **"Handbook van Praktische Staatshuishoudkunde, 1860-62"**-তে, যাতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে হাতুড়ে অর্থনীতির সমস্ত মামুলি উক্তি-

দশম পরিচ্ছেদ

॥ আধুনিক শিল্প এবং কৃষিকার্য ॥

কৃষিকর্মে এবং কৃষি-উৎপাদনকারীদের সামাজিক সম্পর্কসমূহে আধুনিক শিল্প যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, তা নিয়ে পরে অনুসন্ধান করা হবে। এখানে আমরা কেবল পূর্বানুগমন হিসাবে কয়েকটি ফলাফল সম্পর্কে আভাস দেব। যদিও কারখানা-কর্মীদের উপরে মেশিনের ব্যবহার যে হানিকর শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়, তার তুলনায় কৃষিতে মেশিনের ব্যবহার বহুলাংশে মুক্ত, তা হলেও কৃষি-শ্রমিকদের উৎখাত করে তাদের সেই স্থান দখলে তার তৎপরতা ঢের বেশি তীব্র অথচ তা পায় ঢের কম প্রতিরোধ, যা আমরা পরে সবিস্তারে আলোচনা করব। যেমন, কেম্ব্রিজ ও সাফোক কাউন্টি-দুটিতে

গুলির, তাতে তিনি কারখানা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হস্তশিল্পকে প্রবল ভাবে সমর্থন করেন। **(চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজিত):** "পরস্পর-বিরোধী কারখানা-আইন, কারখানা-আইন সম্প্রসারণ আইন এবং কর্মশালা আইনের মাধ্যমে ইংরেজ আইন-প্রণেতারা পরস্পর-পরিপন্থী বিধি-বিধানের যে অদ্ভুত জট পাকিয়েছেন, সেগুলি শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠল, এবং এই ভাবেই এই বিষয়টি সংক্রান্ত যাবতীয় আইন ১৮৭৮ সালের কারখানা ও কর্মশালা আইনে বিধিবদ্ধ করা হল। অবশ্য, ইংল্যাণ্ডের এই শিল্প-বিধির কোনো বিশদ সমালোচনা এখানে উপস্থিত করা যাবে না।" নিচের মন্তব্য-গুলিকেই যথেষ্ট বলে ধরতে হবে। এই আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

(১) কাপড়-কল: এখানে যা ছিল, প্রায় তাই আছে; ১০ বছরের বেশি বয়সের শিশুরা দৈনিক ৫½ ঘণ্টা কিংবা, শনিবার ছুটি নিলে, দৈনিক ৬ ঘণ্টা কাজ করতে পারে; তরুণ-তরুণীরা ৫ দিন ১০ ঘণ্টা এবং শনিবার সর্বাধিক ৬½ ঘণ্টা কাজ করতে পারে।

(২) কাপড়-কল ছাড়া অন্যান্য কারখানা: এখানে নিয়ম-কানুনগুলিকে আগের চেয়ে ১ নম্বরের নিয়ম-কানুনগুলির আরো কাছাকাছি আনা হয়েছে; কিন্তু এখনো এমন কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেগুলি ধনিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে এবং যেগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র সচিবের বিশেষ অনুমতি-বলে সম্প্রসারিত করা যায়।

(৩) কর্মশালাগুলির সংজ্ঞা আগেকার আইনের মতই প্রায় রাখা হয়েছে। সেখানে নিযুক্ত শিশু, তরুণ এবং নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কর্মশালাগুলি কাপড়-কল ছাড়া অন্যান্য কারখানার অনুরূপ কিন্তু খুঁটিনাটির বেলায় শর্তগুলি শিথিল।

(৪) যেসব কর্মশালায় কোনো শিশু বা তরুণকে নিযুক্ত করা হয় না; কেবল ১৮ বছর বয়সের বেশি বয়সী পুরুষ ও নারীকেই নিযুক্ত করা হয়; এরা কিছুটা সহজতর শর্ত ভোগ করে।

গত ২০ বছরে (১৮৬৮ সাল পর্যন্ত) কর্ষিত ভূমির এলাকা দারুণ ভাবে বেড়ে গিয়েছে, অথচ সেই একই সময়ে গ্রামীণ জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে—কেবল আপেক্ষিক ভাবেই নয়, অনাপেক্ষিক ভাবেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো পর্যন্ত কেবল দৃশ্যতই কৃষি-মেশিন শ্রমিকের স্থান গ্রহণ করে; অন্য ভাবে বলা যায়, এই মেশিন জোত-মালিককে সক্ষম করে একটি বৃহত্তর এলাকাকে কর্ষণ করতে, কিন্তু কার্যত নিযুক্ত শ্রমিকদের নির্বাসিত করে না। ১৮৬১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে কৃষি-মেশিন ম্যানুফ্যাকচারের কাজে নিযুক্ত ছিল ১,০৩৪ জন শ্রমিক, যখন কৃষি-মেশিন ও বাষ্প-ইঞ্জিন ব্যবহারে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১,২০৫ জনের বেশি ছিল না।

অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পের ফল অধিকতর বৈপ্লবিক, কেননা তা চাষীকে অর্থাৎ পুরোনো সমাজের দুর্গপ্রাচীর ধ্বংস করে দেয় এবং তার জায়গায় স্থাপন করে মজুরি-শ্রমিককে। এইভাবে তা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আগ্রহকে গ্রামে ও শহরে একই মাত্রায় নিয়ে আসে। কৃষির অবৈজ্ঞানিক ও প্রাচীন-পন্থী পদ্ধতিগুলির পরিবর্তে তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে। কৃষি ও শিল্পের (ম্যানুফ্যাকচারের) মধ্যে শৈশবে যে-বন্ধন ছিল, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এক উচ্চতর সমন্বয়ের জন্য তা বাস্তব অবস্থাবলী তৈরি করে দেয় অর্থাৎ তাদের সাময়িক বিচ্ছেদের কালে তারা উভয়েই যে উৎকর্ষিত রূপ অর্জন করেছে সেই নবতর রূপের ভিত্তিতে উচ্চতর সমন্বয়। বিরাট বিরাট কেন্দ্রে জনসংখ্যাকে সমবেত করে এবং শহরবাসী জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ক'রে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন একদিকে সমাজের ঐতিহাসিক সঞ্চলক শক্তিকে

---

(৫) ঘরোয়া কর্মশালা, যেখানে পারিবারিক বাসস্থানে কেবল পরিবারের সদস্যরাই নিযুক্ত থাকে: আরো বেশি নমনীয় নিয়ম-কানুন এবং সেই সঙ্গে এই নিয়ন্ত্রণ যে, মন্ত্রিসভার বিশেষ অনুমতি ছাড়া, পরিদর্শক কেবল সেই ঘরগুলিতেই প্রবেশ করতে পারে, যেগুলি উপরন্তু বাসের জন্যও ব্যবহার করা হয় না, এবং সর্বশেষে খড়-পাকানো, লেস ও দস্তানা বানানোর জন্য পরিবারের লোকদের অবাধ স্বাধীনতা। ১৮৭৭ সনের ২৩শে মার্চ তারিখের সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় কারখানা আইনটি সমেত এই আইনটি, এর সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঢের ভাল আইন। উক্ত সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনটির সঙ্গে এর একটি তুলনা বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক, কারণ তাতে পরিষ্কার প্রকাশ পায় দুটি আইনগত পদ্ধতির গুণাগুণ—ইংল্যাণ্ডের "ঐতিহাসিক" পদ্ধতি, অবস্থা-বিশেষে যার প্রয়োগ ঘটে, এবং ইউরোপ-ভূখণ্ডের পদ্ধতি, যার প্রতিষ্ঠা ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্যের উপরে এবং যা তাকে করে আরো ব্যাপক। দুর্ভাগ্যক্রমে, উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শন-কর্মীর অভাবে, ইংল্যাণ্ডের বিধিটি কর্মশালায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখনো একটি কাগুজে দলিল মাত্র।

('মোটিভ পাওয়ার'-কে কেন্দ্রীভূত করে; অন্য দিকে, তা মানুষ ও মৃত্তিকার মধ্যে বস্তুর সঞ্চলনকে ব্যাহত করে অর্থাৎ মৃত্তিকার যেসব উপাদান মানুষ খাদ্য ও পরিধেয় হিসাবে পরিভোগ করে সেগুলিকে আর মৃত্তিকায় ফিরে আসতে দেয় না; সুতরাং তা মাটির চিরন্তন উর্বরতার আবশ্যিক শর্তগুলিকে লঙ্ঘন করে। এই একই কাজের দ্বারা, আধুনিক শিল্প একই সঙ্গে শহরের শ্রমিকের স্বাস্থ্য এবং গ্রামের শ্রমিকের বুদ্ধিজীবী জীবনকে ধ্বংস করে।[1] কিন্তু সেই বস্তু-সঞ্চলনের জন্য প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে ওঠা শর্তাবলীকে বিপর্যস্ত করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে, তা আবার ঔদ্ধত্যভরে একটি প্রণালী হিসাবে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়—সামাজিক উৎপাদনের একটি নিয়ামক বিধান হিসাবে এবং মানবজাতির পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে উপযোগী এক রূপ হিসাবে। যেমন ম্যানুফ্যাকচারে, তেমন কৃষিকর্মেও, মূলধনের প্রাধান্যের অধীনে উৎপাদনের রূপান্তরণের একই সঙ্গে অর্থ দাঁড়ায় উৎপাদনকারীর শহিদ-শোভন মৃত্যু; শ্রমের উপকরণ পরিণত হয় শ্রমিককে গোলাম করার, শোষণ করার এবং সর্বস্বান্ত করার হাতিয়ারে; শ্রম-প্রক্রিয়াসমূহের সামাজিক সংযোজন ও সংগঠন পরিণত হয় শ্রমিকের ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি, স্বাধিকার ও স্বাধীনতাকে সবলে নিঃশেষিত করার একটি সংগঠিত ব্যবস্থায়। বিরাট বিরাট এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার দরুন গ্রামীণ শ্রমিকদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়, অন্য দিকে শহরের শ্রমিকদের কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পায়। যেমন শহরের শিল্পগুলিতে, তেমন আধুনিক কৃষিকর্মে শ্রমের যে বর্ধিত উৎপাদন শক্তি ও পরিমাণকে গতিমুক্ত করে দেওয়া হয়, তা ক্রয় করা হয় স্বয়ং শ্রম-শক্তিকেই অনুর্বর ফেলে রাখা ও রোগে-ভোগে জীর্ণ করার বিনিময়ে। অধিকন্তু, ধনতান্ত্রিক কৃষিকর্মে সমস্ত অগ্রগতির মানেই হল কেবল শ্রমিককেই নয়, সেই সঙ্গে মৃত্তিকাকেও লুণ্ঠন করার কলা-কৌশলের অগ্রগতি; একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতির মানেই হল সেই উর্বরতার চিরস্থায়ী উৎস সমূহের বিনাশ-সাধনের অগ্রগতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত যতই একটা দেশ আধুনিক শিল্পের বনিয়াদের উপরে বেশি বেশি করে তার বিকাশ-কাণ্ড শুরু করে, ততই তার সর্বনাশের প্রক্রিয়া আরো আরো দ্রুতগতি

১. 'আপনি জনসংখ্যাকে দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে দেন—অমার্জিত বর্বর এবং নপুংশক বামন। হায় ভগবান! কৃষি ও বাণিজ্যিক স্বার্থে বিভক্ত একটি জাতি নিজেকে মনে করে সুস্থ-মস্তিষ্ক বলে! কেবল তাই নয়, নিজেকে আখ্যাত করে আলোকদীপ্ত ও সুসভ্য বলে! আর তা করে এই দানবীয় ও অস্বাভাবিক বিভাগ সত্ত্বেও নয়, তার কারণেই।' (ডেভিড আর্কুহার্ট, "ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডস", ১৮৫৫, পৃঃ ১১৯)। এই অনুচ্ছেদটিতে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে সেই ধরনের সমালোচনার শক্তি ও দুর্বলতা, যা জানে কিভাবে বর্তমানকে নিন্দা করতে হয়, কিন্তু জানে না কিভাবে তাকে অনুধাবন করতে হয়।

হয়।[১] অতএব, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায় এবং বিবিধ প্রক্রিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে একটি সামাজিক সমগ্রতা গড়ে তোলে, তা কেবল সম্পদের মূল উৎস দুটিকে নিঃশেষিত করার মাধ্যমেই সম্পাদন করে ; সেই উৎস দুটি হল—মৃত্তিকা ও শ্রমিক।

---

১. দ্রষ্টব্য : লাইবিগ : "Die chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie", 1862, এবং বিশেষ করে "Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaus, প্রথম খণ্ড। লাইবিগ-এর অন্যতম অবিনশ্বর কীর্তি হল প্রকৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক কৃষিকর্মের নঙর্থক অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক দিকটিকে বিকশিত করা। কৃষিকর্মের ইতিহাসের তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণী, যদিও গুরুতর ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত নয়, তবু তাতে আছে এখানে সেখানে আলোর ঝলক। এটা অবশ্য দুঃখজনক যে কিছু কিছু এলোমেলো বক্তব্য তাঁর কাছ থেকে এসেছে, যেমন এই বক্তব্যটি : "আরো বেশি গুঁড়ো গুঁড়ো করে এবং আরো ঘন ঘন করে সচ্ছিদ্র মৃত্তিকার অন্তর্ভাগে বায়ু-চলাচল বৃদ্ধি করা যায় এবং আবহাওয়ার ক্রিয়াশীলতার দিকে উন্মুক্ত মৃত্তিকাপৃষ্ঠকে বর্ধিত ও নবীকৃত করা যায় ; কিন্তু সহজেই চোখে পড়ে যে জমির বর্ধিত ফলন কখনো সেই জমিতে ব্যয়িত শ্রমের সঙ্গে আনুপাতিক হয়না ; কিন্তু ত বৃদ্ধি পায় অনেক অল্পতর অনুপাতে। এই নিয়মটি," লাইবিগ বলেন, "প্রথম উপস্থাপিত করেন জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি' নামক গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭) : তাঁর উপস্থাপনা ছিল এইরকম : 'নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে জমির ফলন বৃদ্ধি পায় হ্রাসমান হারে' (রিকার্ডোর মতাবলম্বীদের দ্বারা প্রণীত একটি নিয়মকে মিল এখানে একটি ভ্রান্ত রূপে উপস্থিত করেছেন, কেননা যেহেতু নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার হ্রাস' ইংল্যাণ্ডে কৃষিকর্মের অগ্রগতির সঙ্গে সমান তাল রক্ষা করেছিল, সেই হেতু ইংল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত ও প্রযুক্ত নিয়মটির সেই দেশে, সর্বক্ষেত্রে, প্রযোজ্য হতে পারেন।'—এটা হল কৃষি-শিল্পের সর্বজনীন নিয়ম।' এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা মিল এই নিয়মের কারণটি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।" (লাইবিগ, ঐ, পৃঃ ১৪৩ ও 'নোট')। 'শ্রম' কথাটি রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বে যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, লাইবিগ সে অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস বুঝেছেন ; 'শ্রম' কথাটির এই ভুল ব্যাখ্যা ছাড়াও, এটা 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য' যে, যে-তত্ত্বটি অ্যাডাম স্মিথের আমলে জেমস এণ্ডার্সন প্রথম প্রকাশ করেছিলেন এবং যেটি উনিশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত নানা রচনায় বারবার পুনরুল্লিখিত হয়, যে-তত্ত্বটি লেখা-চুরিতে ওস্তাদ সেই ম্যালথাস নামে ব্যক্তিটি ১৮১৫ সালে আত্মসাৎ করে ফেলেন, যে তত্ত্বটি ওয়েস্ট বিকশিত করেছিলেন এণ্ডার্সন থেকে স্বতন্ত্র ভাবে এবং একই সময়ে ; যে তত্ত্বটিকে ১৮১৭ সালে রিকার্ডো সংযোজিত করেছিলেন মূল্যের সাধারণ তত্ত্বটির বিকৃতি সাধন করেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলের জনক জেমস মিল এবং যে বহুল-প্রচলিত এবং এমনকি স্কুলের ছাত্রদের কাছেও পরিজ্ঞাত

পঞ্চম বিভাগ

অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন

ষোড়শ অধ্যায়

অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য

শ্রম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানের সূচনায় আমরা তাকে আলোচনা করেছিলাম অমূর্ত ভাবে, তার ঐতিহাসিক রূপগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সেখানে বলেছিলাম, "সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে যদি আমরা পরীক্ষা করি তার ফলের তথা উৎপন্ন দ্রব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, তা হলে এটা স্পষ্ট হয় যে, শ্রমের যন্ত্রপাতি ও তার বিষয় উভয়ই হল উৎপাদনের উপায় এবং শ্রম নিজেই হল উৎপাদনশীল শ্রম।" এবং ঐ একই পৃষ্ঠায় ২নং টীকায় আমরা আরো বলেছিলাম, "উৎপাদনশীল শ্রম কি তা এককভাবে শ্রম-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারণের পদ্ধতিটি কোনক্রমেই প্রত্যক্ষত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।" এখন আমরা এই বিষয়টির আরো বিস্তার-সাধন করব।

যতদূর পর্যন্ত শ্রম-প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত, ততদূর একই শ্রমিক তার মধ্যে সংযুক্ত করে সব কটি কাজ, যা পরবর্তীকালে বিযুক্ত হয়ে যায়। যখন একজন ব্যক্তি তার জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রকৃতি-প্রদত্ত বিষয়গুলি আত্মসাৎ করে, তখন সে নিজে ছাড়া আর কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। একজন একক ব্যক্তি প্রকৃতির উপরে কাজ করতে পারে না

তত্ত্বটিকে সর্বশেষে জন স্টুয়ার্ট মিল ও অন্যান্যরা পুনরুৎপাদিত করেন একটা বদ্ধ মতবাদ হিসাবে—সেই তত্ত্বটির প্রথম প্রণেতা হিসাবে লাইবিগ নাম করবেন জন স্টুয়ার্ট মিলের! এটা অস্বীকার করা যায়না যে, জন স্টুয়ার্ট মিল সর্বক্ষেত্রে, তাঁর "উল্লেখযোগ্য" কর্তৃত্বের জন্য প্রায় সমগ্র ভাবেই ঋণী এই ধরনের পারস্পারিক পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়নের কাছে।

তার নিজেরই মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে তার নিজেরই পেশীসমূহকে কাজে না লাগিয়ে। যেমন একটি স্বাভাবিক দেহে মাথা এবং হাত পরস্পরের উপরে নির্ভর করে, তেমনি শ্রম-প্রক্রিয়া মাথার শ্রমকে হাতের শ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত করে। পরবর্তীকালে তারা বিযুক্ত হয়ে যায়, এমনকি পরস্পরের সাংঘাতিক শত্রুতে পরিণত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যটি আর ঐ ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্য থাকে না, সেটি পরিণত হয় একটি সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যে, যা উৎপাদিত হয় সমষ্টিগত ভাবে একজন যৌথ-শ্রমিকের দ্বারা অর্থাৎ শ্রমিকদের একটি সংযোজনের দ্বারা, যাদের প্রত্যেকে তাদের শ্রমের বিষয়টিকে একটি নির্দিষ্টরূপে রূপায়িত করার জন্য কেবল একটি আংশিক ভূমিকা মাত্র গ্রহণ করে, তা সে ভূমিকা একটু বড়ই হোক বা একটু ছোটই হোক। শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগমূলক চরিত্রটি যতই বেশি বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে, ততই তার আবশ্যিক ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপাদনশীল শ্রম সম্পর্কে এবং তার যে প্রতিনিধি, উৎপাদনশীল শ্রমিক, তার সম্পর্কে আমাদের ধারণাও বিস্তার লাভ করতে থাকে। উৎপাদনশীল ভাবে শ্রম করতে হলে এখন আর আপনার নিজের পক্ষে দৈহিক শ্রম করার প্রয়োজন পড়ে না ; আপনি যদি ঐ যৌথ-শ্রমিকের একটি অঙ্গ-মাত্র হন এবং তার যে-কোনো একটি অধীনস্থ কাজ করেন, তা হলেই যথেষ্ট। উৎপাদনশীল শ্রমের যে প্রথম সংজ্ঞাটি উপরে দেওয়া হয়েছে, যা নির্ণীত হয়েছিল বস্তুগত বিষয়সমূহের উৎপাদনের নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই, সেই সংজ্ঞা এখনো যৌথ-শ্রমিকের ক্ষেত্রেও সঠিকই আছে, যদি আমরা যৌথ-শ্রমিককে সমগ্র ভাবে একটি সত্তা হিসাবে বিবেচনা করি। কিন্তু ঐ যৌথ-শ্রমিকের প্রত্যেকটি সদস্যকে যদি আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা হয়, তা হলে ওটি আর খাটে না।

অন্য দিকে, অবশ্য, উৎপাদনশীল শ্রম-সম্পর্কে আমাদের ধারণা সংকীর্ণ হয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কেবল পণ্যদ্রব্যেরই উৎপাদন-মাত্র নয়, মূলত তা উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন। শ্রমিক তার নিজের জন্য উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে মূলধনের জন্য। সুতরাং, সে যদি কেবল উৎপাদনই করে, তা হলেই যথেষ্ট হয় না। তাকে অবশ্যই উৎপাদন করতে হবে উদ্বৃত্ত-মূল্য। একমাত্র সেই শ্রমিকই উৎপাদনশীল, যে ধনিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, এবং এইভাবে মূলধনের আত্মবিস্তারের জন্য কাজ করে। বস্তুগত বিষয়ের উৎপাদন-পরিধির বাইরে থেকে যদি একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়, তা হলে বলা যায় যে, একজন স্কুল-মাস্টারকে তখনি উৎপাদনশীল শ্রমিক বলে গণ্য করা হবে যখন তিনি তাঁর ছাত্রদের মাথার উপরেই কেবল গায়ের জোর-খাটাবেন না, সেই সঙ্গে তিনি স্কুল-মালিককে ধনী করার জন্য ঘোড়ার মত কাজ করবেন। সসেজ-কারখানায় না খাটিয়ে ঐ মালিকটি যে স্কুল-কারখানায় টাকা খাটাচ্ছে, তাতে কোনো ইতর-বিশেষ হয় না। সুতরাং উৎপাদনশীল শ্রমিকের ধারণা কেবল কাজ এবং তার কার্যোপযোগী ফলের মধ্যেকার, শ্রমিক এবং তার শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যেকার সম্পর্ককেই বোঝায় না, সেই সঙ্গে তা বোঝায় উৎপাদনের একটি

নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ককে—যে-সম্পর্কটির উদ্ভব ঘটে ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় এবং শ্রমিককে ছাপ মেরে দেয় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ উপায় হিসাবে। সুতরাং, উৎপাদনশীল শ্রমিক হওয়া আজ আর ভাগ্যের কথা নয়, দুর্ভাগ্যের কথা। চতুর্থ গ্রন্থে, যেখানে আলোচনা করা হবে এই তত্ত্বটির ইতিবৃত্ত, সেখানে আরো পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে যে, চিরায়ত অর্থনীতিবিদরা বরাবরই উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদনকে উৎপাদনশীল শ্রমিকের পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখিয়ে এসেছেন। অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রমিক সম্পর্কে তাঁদের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটে যায়। এই প্রকৃতি-তাত্ত্বিক অর্থতাত্ত্বিকেরা ('ফিজিওক্র্যাটস') সজোরে বলতেন যে, একমাত্র কৃষি-শ্রমই হচ্ছে উৎপাদনশীল, কেননা, তাঁদের মতে, একমাত্র কৃষি-শ্রমই উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রদান করে। এবং তাঁরা একথা বলেন কারণ তাঁদের কাছে খাজনার রূপে ছাড়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের অন্য কোনো রূপে কোনো অস্তিত্বই নেই।

শ্রমিক যতটা সময় খাটলে তার শ্রম-শক্তির মূল্যের ঠিক সমান পরিমাণ উৎপন্ন করা যেত, ততটা সময়ের বাইরে শ্রম-দিবসের দীর্ঘতা-সাধন এবং সেই উদ্বৃত্ত-শ্রমের ফলকে মূলধন কর্তৃক আত্মীকরণ—এটাই হল অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন। এই অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদনই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ ভিত্তিভূমি রচনা করে এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের সূত্রপাত করে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের পূর্বশর্ত হল শ্রম-দিবসের দুটি ভাগে বিভাজন, আবশ্যিক শ্রম এবং উদ্বৃত্ত-শ্রম। উদ্বৃত্ত শ্রমকে দীর্ঘায়িত করার জন্যে, আবশ্যিক শ্রমকে এমন সব পদ্ধতি দিয়ে হ্রস্বায়িত করা হয়, যার ফলে প্রদেয় মজুরির সম-পরিমাণ মূল্য উৎপাদিত হয় অল্পতর সময়ে। অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন একান্তভাবে নির্ভর করে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যের উপরে; অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন শ্রমের কারিগরি প্রক্রিয়াগুলিতে এবং সমাজের গঠন-বিন্যাসে পুরোপুরি বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। সুতরাং, তার পূর্বশর্ত হল একটি বিশেষ প্রণালীর, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর অস্তিত্ব—যে-প্রণালীটি মূলধনের কাছে শ্রমের আনুষ্ঠানিক বশ্যতার ভিত্তিতে— নিজের রীতি-পদ্ধতি, উপায়-উপকরণ ও অবস্থাবলী সমেত—আপনা-আপনি গড়ে ওঠে ও বেড়ে ওঠে। এই বিকাশের পথে আনুষ্ঠানিক বশ্যতার স্থান গ্রহণ করে আসল বশ্যতা।

উৎপাদনকারীর উপরে প্রত্যক্ষ জবরদস্তি না খাটিয়ে কিংবা মূলধনের কাছে স্বয়ং উৎপাদনকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধীনস্থ না করে, উদ্বৃত্ত-শ্রম আদায় করে নেবার কয়েকটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। এই ধরনের ব্যবস্থাগুলিতে মূলধন তখনো পর্যন্ত শ্রম-প্রক্রিয়ার উপরে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেনি। পুরাতন চিরাচরিত উপায়ে হস্তশিল্প ও কৃষিকর্ম পরিচালনা করে এমন স্বাধীন উৎপাদনকারীদের পাশাপাশি, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে তার তেজারতি মূলধন বা সওদাগরি মূলধন নিয়ে কুসিদজীবী বা সওদাগর—যে তাদের উপরে পুষ্ট হয় পরগাছার মত। যে সমাজে

শোষণের এই রূপটির আধিপত্য থাকে সেখানে তা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে স্থান দেয় না ; তবে এই রূপটি ঐ পদ্ধতিটির অভিমুখে একটি ক্রান্তিকালীন পর্যায় হিসাবে কাজ করতে পারে। যেমন করেছিল মধ্যযুগের শেষ দিকে। সর্বশেষে, আধুনিক "গৃহশিল্প" থেকে যে ঘটনাটা প্রতিপন্ন হয়, আধুনিক শিল্পের পটভূমিকায় কিছু অন্তর্বর্তী রূপ এখানে সেখানে পুনরুৎপাদিত হয়, যদিও তাদের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।

যদি, এক দিকে, মূলধনের কাছে শ্রমের কেবল আনুষ্ঠানিক অধীনতাই অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হয়, দৃষ্টান্ত হিসাবে, যদি, যে-হস্তশিল্পীরা পূর্বে স্বাধীন ভাবে বা কোন মনিবের অধীনে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করত, তারা এখন কোন ধনিকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে মজুরি-শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, তা হলে, অন্য দিকে, আমরা দেখেছি, কিভাবে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পদ্ধতিগুলি সেই সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনেরও পদ্ধতি হয়ে ওঠে। অধিকন্তু, শ্রম-দিবসের অতিরিক্ত দীর্ঘতা-সাধন আধুনিক শিল্পের স্ববিশিষ্ট অবদান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, সুনির্দিষ্টভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি আর তখন আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের নিছক উপায়মাত্র থাকে না, যখন তা উৎপাদনের একটি সমগ্র শাখাকে জয় করে ফেলেছে ; আরো থাকে না যখন তা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি জয় করে ফেলেছে। এটা তখন পরিণত হয় সাধারণ, সামাজিক-ভাবে আধিপত্যশীল রূপ আপেক্ষিক মূল্য উৎপাদনের একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে তখন তা কার্যকর থাকে, প্রথমতঃ, যতদূর পর্যন্ত তা সেইসব শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, যেগুলি পূর্বে ছিল কেবল আনুষ্ঠানিক ভাবে মূলধনের অধীনে, অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত তা পালন করে 'ধর্মান্তর-সাধনকারী'-র ('প্রোপাগাণ্ডিস্ট'-এর) ভূমিকা ; দ্বিতীয়তঃ যতদূর পর্যন্ত তা যেসব শিল্প অধিগ্রহণ করেছে, সেগুলি উৎপাদন-পদ্ধতিতে পরিবর্তনের দ্বারা বিপ্লবায়িত হতে থাকে।

এক দিক থেকে, অনাপেক্ষিক এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে যে-কোনো পার্থক্যকে মনে হয় অলীক। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যই অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য, কেননা তা শ্রমিকেরা নিজের অস্তিত্বের জন্য যে শ্রম-সময় আবশ্যক, তার বাইরেও শ্রম-দিবসের অনাপেক্ষিক দীর্ঘায়ন ঘটায়। অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যই আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য, কেননা, তা শ্রমের উৎপাদনশীলতার এতটা অগ্রগতি আবশ্যক করে তোলে যে আবশ্যক শ্রম-সময়কে শ্রম-দিবসের একটি অংশমাত্রে সীমিত করা যায়। কিন্তু আমরা যদি উদ্বৃত্ত মূল্যের আচরণকে স্মরণে রাখি, তাহলে এই একাত্মতা অন্তর্হিত হয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি একবার যদি প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, তা হলে যখনি উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠবে, তখনি অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠবে। শ্রম-শক্তিকে তার যা মূল্য তাই মজুরি হিসাবে দেওয়া হয়, এটা ধরে নিলে আমরা এই বিকল্পের মুখোমুখি হই : শ্রমের উৎপাদন-শীলতা এবং তার স্বাভাবিক তীব্রতা নির্দিষ্ট থাকলে, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বৃদ্ধি করা

যায় কেবল মাত্র শ্রম-দিবসকে সত্য সত্যই দীর্ঘায়িত করে; অন্য দিকে, শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বৃদ্ধি করা যায় কেবলমাত্র শ্রম-দিবসের দুটি উপাদানের অর্থাৎ আবশ্যিক শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমের আপেক্ষিক আয়তনে পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন একটি পরিবর্তন যার পূর্বশর্ত হল হয়, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় আর নয়তো তার তীব্রতার পরিবর্তন সাধন—যদি মজুরিকে শ্রম-শক্তির নীচে নেমে যেতে না হয়।

শ্রমিক যদি তার নিজের ও তার বংশের জন্য জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপকরণাদি উৎপাদন করতেই তার গোটা সময়টা লাগিয়ে দেয়, তা হলে অন্যান্যের জন্য মুফতে কাজ করার মত কোনো সময় বাকি থাকে না। তার শ্রমে একটা বিশেষ মাত্রায় উৎপাদনশীলতা ছাড়া, তার হাতে কোনো বাড়তি সময় নাই; এই বাড়তি সময় ছাড়া, কোনো উদ্বৃত্ত শ্রম নয় এবং কোনো ধনিকও নয়, কোনো গোলাম-মালিকও নয় কোনো সামন্ত প্রভুও নয়, এক কথায়, বৃহৎ স্বত্বাধিকারীদের কোনো শ্রেণীই নয়।[১]

অতএব, আমরা বলতে পারি যে উদ্বৃত্ত-মূল্য দাঁড়ায় একটি প্রাকৃতিক ভিত্তির উপরে; কিন্তু এটা মেনে নেওয়া যায় কেবল এই অতি ব্যাপক অর্থে যে, তার নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম থেকে নিজেকে ভারমুক্ত করা এবং অন্য কাউকে তদ্দ্বারা ভারমুক্ত করা থেকে কোন মানুষকে অনাপেক্ষিক ভাবে নিবারণ করার পথে কোনো প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক নেই, যেমন অন্য মানুষের মাংস ভক্ষণ করা থেকে কোন মানুষকে নিবারণ করার পথে নেই কোনো অজেয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক।[২] ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় বিকশিত শ্রমের এই উৎপাদনশীলতার সঙ্গে কোনক্রমেই কোনো রহস্যময় ধ্যান-ধারণা যুক্ত করা উচিত নয়। মানুষ যখন নিজেদেরকে জন্তু-জানোয়ারের স্তর থেকে উর্ধ্বে তুলতে সক্ষম হয়েছে, অতএব যখন তাদের শ্রম কিছুটা মাত্রায় সমাজীকৃত হয়েছে, কেবল তার পরেই এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যেখানে একজনের উদ্বৃত্ত শ্রম আর একজনের অস্তিত্বের শর্ত হয়ে ওঠে। সভ্যতার প্রত্যুষকালের শ্রমের উপার্জিত উৎপাদনশীলতা ছিল সামান্য, কিন্তু তখন অভাবও ছিল স্বল্প, যা বিকাশ লাভ করে তাদের পরিপূর্তি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এবং মাধ্যমে। তা ছাড়া, সেই প্রত্যুষকালে,

---

১. "একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে মালিক-ধনিকদের খোদ অস্তিত্বটাই শিল্পের উৎপাদনশীলতার উপরে নির্ভরশীল।" (র‍্যামসে, "অ্যান এসে অন দি ডিষ্ট্রিবিউশন অব ওয়েলথ," ১৮৩৬, পৃঃ ২০৬)। "যদি প্রত্যেকটি মানুষের শ্রম কেবল তার নিজের খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট হত, তা হলে কোনো সম্পত্তি হতে পারত না।" (র‍্যাভেনস্টোন, "থটস অন দি ফাণ্ডিং সিস্টেম এ্যাণ্ড ইট্‌স্‌ এফেক্টস", পৃঃ ১৪, ১৫)।

২. একটি সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবীর যেসব অঞ্চল ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে এখনো অন্ততঃ ৭০,০০,০০০ রাক্ষস আছে।

সমাজের যে-অংশ অন্যান্যের শ্রমের উপরে বেঁচে থাকত, তার আয়তন ছিল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারিদের বিপুল সমষ্টির তুলনায় নিরতিশয় ক্ষুদ্র শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এই ক্ষুদ্র অংশটিও অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উভয় ভাবেই বৃদ্ধি পায়।[১] তা ছাড়া, তার আনুষঙ্গিক সম্পর্কসমূহ সহ মূলধনেরও উদ্ভব ঘটে—উদ্ভব ঘটে এমন একটি অর্থ নৈতিক ভূমি থেকে, যা এক দীর্ঘ বিকাশ-প্রক্রিয়ার ফল। তার ভিত্তি ও সূচনা-বিন্দু হিসাবে কাজ করে যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা তা প্রকৃতির দান নয়, সহস্র সহস্র শতাব্দীর ইতিহাসের দান।

সামাজিক উৎপাদনের রূপটিতে বিকাশের কম বা বেশি মাত্রা ছাড়া, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাস্তব অবস্থাবলীর দ্বারা শৃংখলিত। এই সব অবস্থা স্বয়ং মানুষের গঠন (বংশ ইত্যাদি) এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। বাইরেকার বাস্তব অবস্থাগুলি দুটি বৃহৎ অর্থ নৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) জীবন-ধারণের উপায়-সমূহে প্রাকৃতিক সম্পদ, যথা ফলে ভরা মাটি, মাছে ভরা জল ইত্যাদি শ্রমের-উপকরণাদিতে প্রাকৃতিক সম্পদ, যথা ঝরনা, নাব্য নদ-নদী, বন, ধাতু, কয়লা ইত্যাদি। সভ্যতার প্রত্যূষে প্রথম শ্রেণীটিরই প্রাধান্য থাকে; বিকাশের একটি উচ্চতর পর্যায়ে প্রাধান্য করে দ্বিতীয় শ্রেণীটি। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ইংল্যাণ্ডের তুলনা করুন ভারতের সঙ্গে, অথবা প্রাচীন যুগে, আথেন্স ও কোরিন্থের সঙ্গে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী দেশগুলির।

অবশ্যই পূরণ করতে হবে এমন স্বাভাবিক অভাবের সংখ্যা যত অল্প হবে এবং ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতা এবং জল-বায়ুর আনুকূল্য যত অধিক হবে, উৎপাদনকারীর ভরণ-পোষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য তত কম শ্রম-সময়ের আবশ্যক হবে। সুতরাং নিজের জন্য তার শ্রমের তুলনায় অন্যান্যের জন্য তার শ্রমের আধিক্য ঢের বেশি হতে পারে। প্রাচীন মিশরীয়দের সম্পর্কে ডিয়োডোরাস অনেক কাল আগে এই মন্তব্য করেছিলেন: "এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, তাদের শিশু-সন্তানের প্রতিপালনের জন্য তাদের কত সামান্য ঝামেলা পোয়াতে হয় এবং খরচ পোষাতে হয়। তাদের জন্য তারা রান্না করে হাতের কাছে প্রথম পাওয়া সাদামাটা খাবার; নল-খাগড়ার নিচের দিকটা আগুনে সেঁকে তারা তাদের খেতে দেয়; জলজ গাছপালার ডাঁটা ও শিকড়ও তারা দেয়—কোনটা কাঁচা কোনটা সেদ্ধ করে কোনটা সেঁকে। বাতাস এত স্নিগ্ধ যে অধিকাংশ শিশুই পায়ে জুতো বা গায়ে কাপড় পরে না। সুতরাং যত কাল পর্যন্ত শিশু বড় না হচ্ছে, তত কাল তার জন্য তার মা-বাবার সর্বসাকুল্যে কুড়ি 'ড্র্যাকমা'-রও বেশি খরচ লাগে না। মিশরের জনসংখ্যা যে এত সুবিপুল এবং, অতএব, সেখানে এত

---

১. "আমেরিকার বন্য 'ইণ্ডিয়ান'-দের মধ্যে, প্রায় সব কিছুই শ্রমিকের, ৯৯ শতাংশই পড়ে শ্রমের ভাগে। ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক বোধ হয় দুই-তৃতীয়াংশও পায় না।" ("দি অ্যাডভান্টেজেস অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেড", ইত্যাদি, পৃঃ ৭৩)।

বিরাট বিরাট কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা সম্ভব হত, এটাই তার প্রধান কারণ।"[১] যাই হোক, প্রাচীন মিশরের মহৎ নির্মাণ কার্যগুলির প্রধান কারণ এটা নয় যে তার জনসংখ্যা ছিল সুবিপুল, প্রধান কারণ এই যে, এই জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অনুপাতই ছিল অবাধে ব্যবহার্য। যেমন কোন ব্যক্তিগত শ্রমিকের বেলায় তার আবশ্যিক শ্রম-সময় যত কম হয়, সেই অনুপাতে সে বেশি উদ্বৃত্ত শ্রম করতে পারে, একটি শ্রমজীবী জন-সংখ্যার বেলায়ও তেমনি। জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপকরণসমূহ উৎপাদনের জন্য শ্রম-সময়ের যত কম অংশের প্রয়োজন হয়, তার তত বেশি অংশ অন্য কাজে নিয়োগ করা যায়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন একদা ধরে নিত যে, তখন, অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণ শ্রমের বাস্তব অবস্থাবলীর সঙ্গে, বিশেষ করে, মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে, পরিবর্তিত হবে। কিন্তু এ থেকে কোনক্রমেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে সবচেয়ে, সুফলা মৃত্তিকাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। এই পদ্ধতিটির ভিত্তি হচ্ছে প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্য। যেখানে প্রকৃতি অতিরিক্ত অমিতব্যয়ী, সেখানে সে "তাকে হাতে রাখে দড়িতে বাঁধা শিশুর মত।" সে তার উপরে নিজেকে বিকশিত করার কোনো আবশ্যকতা আরোপ করে না।[২] উদ্ভিজ্জে সুসমৃদ্ধ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল সমূহ নয়, কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলই হচ্ছে মূলধনের মাতৃভূমি। কেবল মৃত্তিকার উর্বরতাই নয়, মৃত্তিকার বিভিন্নতা তার প্রাকৃতিক উৎপন্নগুলির বিচিত্রতা, ঋতুক্রমিক পরিবর্তনশীলতা—এই সমস্তই রচনা করে সামাজিক শ্রম-বিভাজনের বাস্তব ভিত্তি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে প্রণোদিত করে তার অভাব, তার সামর্থ্য, তার শ্রমের উপায় ও উপকরণ

---

১. ডিওডোরাস "হিস্টোরিশে বিবলিওথেক" খণ্ড ১, ৩, ১৮২৮, ৮০।

২. "প্রথমটি (প্রাকৃতিক সম্পদ), যেমন তা অত্যন্ত মহৎ ও সুবিধাজনক, তেমন তা মানুষকে করে দেয় অসতর্ক, অহংকারী এবং আতিশয্যপ্রবণ; অপর পক্ষে, দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে সতর্কতা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও কর্মনীতি।" ("ইংল্যাণ্ড'স ট্রেজার বাই ফরেন ট্রেড", লণ্ডনের বণিক টমাস মান কর্তৃক লিখিত এবং এখন জনহিতার্থে তাঁর পুত্র কর্তৃক প্রকাশিত। ১৬৬৯, পৃঃ ১৮১, ১৮২)। 'যেখানে জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রী ও খাদ্যের উৎপাদন বহুলাংশে স্বতঃস্ফূর্ত এমন জলবায়ু এমন যে পোশাক বা আবরণের প্রয়োজন হয়না···অন্য দিকে হতে পারে চরম, তেমন এক ভূখণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবার তুলনায় বৃহত্তর কোন অভিশাপ কোনো জনসমষ্টির পক্ষে আমি কল্পনা করতে পারি না। শ্রমের দ্বারা উৎপাদনে অক্ষম যে ভূমি তা সেই ভূমির মতই মন্দ যা কোনো শ্রম ছাড়াই উৎপাদন করে প্রচুর।" ("অ্যান ইনকুইরি ইনটু দি কজেস অব দি প্রেজেন্ট হাই প্রাইস অব প্রভিশনস", লণ্ডন ১৭৬৭ পৃঃ ১০)।

ইত্যাদিকে বহুগুণিত করতে। একটি প্রাকৃতিক শক্তিকে সমাজের নিয়ন্ত্রণে আনা, ব্যয়-সংকোচ করা, মানুষের হাতের কাজের সাহায্যে তাকে বৃহদায়তনে আত্মীকৃত বা বশীভূত করার আবশ্যকতাই শিল্পের ইতিহাসে সর্বপ্রথমে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে। মিশর লোম্বার্ডি ও হল্যাণ্ডে কিংবা ভারত ও পারস্যে সেচ-ব্যবস্থাগুলি তার নিদর্শন ;[১] সেখানে কৃত্রিম খালগুলি কেবল জমিতে অত্যাবশ্যক জলই যোগায় না, সেই সঙ্গে পাহাড় থেকে পলি হিসাবে খনিজ সারও বয়ে নিয়ে যায়। আরবদের রাজত্বে স্পেন ও সিসিলিতে শিল্পের সমৃদ্ধ অবস্থার রহস্য নিহিত ছিল তাদের সেচকার্য সমূহের মধ্যে।[২]

অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা একক ভাবে কেবল উদ্বৃত্ত-শ্রমের সম্ভাবনাই সৃষ্টি করে, বাস্তবে উদ্বৃত্ত-শ্রম সৃষ্টি করে না এবং স্বভাবতই উদ্বৃত্ত-মূল্য ও উদ্বৃত্ত উৎপন্ন সৃষ্টি করে না। প্রাকৃতিক অবস্থায় পার্থক্যের ফল হল এই যে, একই পরিমাণ শ্রম বিভিন্ন দেশে একগাদা ভিন্নতর প্রয়োজন পূরণ করে[৩] এবং,কাজে কাজেই, অন্যান্য দিক থেকে

---

১. নীলনদের জোয়ার-ভাটা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার আবশ্যকতা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম হল এবং তার সঙ্গে হল কৃষি-কর্মের নির্দেশক হিসাবে পুরোহিতদের আধিপত্যের। "Le solstice est le moment. de l'annee ou commence la crue du Nil, et celui que les Egyptiens ont du observer avec le plus d'attentention…C'etait cette anne tropique qu'il leur importait de marquer pour se diriger dans leurs operations agricoles. Ils durent donc chercher dans le ciel un signe apparent de son retour." (Cuvier : "Discours sur les revolutions du globe", ed. Hoefer, Paris, 1863, p. 141).

২. ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংবদ্ধ উৎপাদনকারী সমাজ-সত্তাগুলির উপরে রাষ্ট্রের ক্ষমতার অন্যতম ভিত্তি ছিল জল-সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ। ভারতের মুসলমান শাসকেরা এটা তাঁদের ইংরেজ উত্তরাগতদের চেয়ে ভাল বুঝেছিলেন। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করাই যথেষ্ট, যে দুর্ভিক্ষে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উড়িষ্যায় মারা গিয়েছিল ১০ মিলিয়নের (এক কটি) বেশি হিন্দু (অর্থাৎ ভারতীয়—বাং অনুবাদক)।

৩. এমন দুটি দেশ নেই যা সমান প্রাচুর্য সহকারে সমান সংখ্যক জীবন-ধারণের জন্য আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করে—এবং সমান পরিমাণ শ্রমের ফলে। যে-জলবায়ুতে মানুষ বাস করে, তার তীব্রতা বা নাতিশীতোষ্ণতার সঙ্গে তাদের অভাব বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় ; সুতরাং, বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা অভাবের দরুন বাধ্য হয়ে যেসব ব্যবসা করে তার অনুপাত একই হতে পারে না ; পরিবর্তনের মাত্রাও তাপ ও শৈত্যের মাত্রার তুলনায় বেশি দূর নির্ণয় করা যায় না ; যা থেকে কেউ এই সাধারণ

অনুরূপ এমন অবস্থাতেও আবশ্যিক শ্রম-সময় হয় ভিন্নতর। এই অবস্থাগুলি উদ্বৃত্ত-শ্রমকে প্রভাবিত করে কেবল প্রাকৃতিক সীমারেখা হিসাবে অর্থাৎ সেই মাত্রাগুলিকে বেঁধে দিয়ে, যেখান থেকে অপরের জন্য শ্রম শুরু করা যেতে পারে। শিল্প যে-অনুপাতে অগ্রসর হয় এই প্রাকৃতিক সীমারেখাগুলি সেই অনুপাতে পিছিয়ে যায়। আমাদের ইউরোপীয় সমাজে, যেখানে শ্রমিক তার নিজের জীবিকার জন্য কাজ করার অধিকার ক্রয় করে কেবল উদ্বৃত্ত-শ্রমের অঙ্কে তার মূল্য দিয়ে সেখানে এই ধারণাটি অনায়াসে শিকড় বিস্তার করে যে, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সরবরাহ করাটা হচ্ছে মনুষ্য-শ্রমের একটি অন্তর্নিহিত গুণ।[১] কিন্তু, নমুনা হিসাবে, এশীয়-দ্বীপপুঞ্জের পুব দিককার দ্বীপগুলির কথা ভেবে দেখুন, যেখানে সাগু বনের মধ্যে ইতস্ততঃ বিপুল পরিমাণে জন্মায়। "একটি গাছের ভিতরে গর্ত করে অধিবাসীরা যখন নিশ্চিত হয় যে তার অন্তর্বস্তু পেকে গিয়েছে, তখন কাণ্ডটিকে কেটে ফেলা হয় এবং কয়েক খণ্ডে ভাগ করা হয়; ভিতরের বস্তুটিকে বের করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়; এই ভাবেই তাকে সাগু হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে নেওয়া হয়। একটা গাছ থেকে পাওয়া যায় ৩০০ পাউণ্ড; কখনো কখনো ৫০০ থেকে ৬০০ পাউণ্ড। তা হলে, সেখানে মানুষ বনে যায় এবং রুটি কেটে আনে ঠিক যেমন আমাদের লোকেরা জ্বালানি কেটে আনে।"[২] এখন ধরে নিন যে এই ভাবে পুব দেশের একজন রুটি-কাটিয়ের লাগে তার সব অভাব পূরণের জন্য সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা কাজ। প্রকৃতি তাকে প্রত্যক্ষভাবে দিয়েছে প্রচুর বিশ্রামের সময়। যাতে সে এই বিশ্রামের সময়টাকে তার নিজের জন্য উৎপাদনশীল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, তার জন্য আগে ঘটা দরকার গোটা এক প্রস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম; বহিরাগতদের জন্য উদ্বৃত্ত শ্রমে সেই সময় ব্যয় করার আগে প্রয়োজন বাধ্যতা-আরোপ। যদি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রবর্তন করা যেত, তা হলে সেই ভাল মানুষটিকে একটি শ্রম-দিবসের ফল নিজের জন্য আত্মকৃত করতে সম্ভবতঃ সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করতে হত। প্রকৃতির দাক্ষিণ্য থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না কেন তাকে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করতে হবে কিংবা কেন তাকে ৫ দিন উদ্বৃত্ত-শ্রম

সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের ঠাণ্ডা জলবায়ুতে সবচেয়ে বেশি, গরম জলবায়ুতে মানুষই কেবল বেশি জামা-কাপড় চায় না, মাটিও চায় বেশি কর্ষণ।" ("অ্যান এসে অন দি গভর্নিং কজেস অব দি ন্যাচারাল রেট অব ইণ্টারেস্ট", ১৭৫০, পৃঃ ৫৯)। এই যুগান্তকারী অনামী গ্রন্থটির লেখক হলেন জে ম্যাসি। হিউম তাঁর সুদের তত্ত্বটি এখান থেকে নিয়েছিলেন।

১. "Chaque travail doit (This appears also to be part of the droits et devoirs du citoyen) laisser un excedant." Proudhon.

২. F. Schouw: "Die Erde, die pflanzen und der Mensch," 2 Ed. Leipz. 1854, P. 148.

যোগাতে হবে। এ থেকে কেবল এই ব্যাখ্যাটাই পাওয়া যায় যে, তার আবশ্যিক শ্রম-সময় কেন সপ্তাহে মাত্র এক দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন মনুষ্য-শ্রমের অন্তর্নিহিত কোনো গূঢ় গুণ থেকে উদ্ভূত হয় না।

এই ভাবে, কেবল ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় বিকশিত শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-শীলতাই নয়, এমনকি, তার স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতাও প্রতিভাত হয় মূলধনের উৎপাদনশীলতা বলে— যে-মূলধনের সঙ্গে শ্রম-সংবদ্ধ!

উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব নিয়ে রিকার্ডো কখনো মাথা ঘামান না। তিনি তাকে গণ্য করেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত একটি জিনিস হিসাবে, যে-পদ্ধতিটি, তাঁর চোখে সামাজিক উৎপাদনের স্বাভাবিক রূপ। যখনি তিনি শ্রমের উৎপাদন-শীলতা সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখনি তিনি তার মধ্যে সন্ধান করেন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের কারণ নয়, তিনি সন্ধান করেন সেই কারণটিকে যা নির্ধারিত করে মূল্যের আয়তন। অন্য দিকে, তাঁর ভক্তমণ্ডলী খোলাখুলিই ঘোষণা করে দিয়েছেন মুনাফার (পড়ুন 'উদ্বৃত্ত-মূল্যের') উৎপত্তি-কারক কারণ হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা। যাই হোক, বাণিজ্যবাদীদের তুলনায় এটা একটা অগ্রগামী পদক্ষেপ কেননা, তাঁরা কোন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় তার দামের আধিক্যকে দেখতেন বিনিময়-ক্রিয়ার ফল হিসাবে, তার মূল্যের তুলনায় তাকে বেশি দামে বিক্রয়ের ফল হিসাবে। কিন্তু রিকার্ডোর ভক্ত-মণ্ডলী সমস্যাটিকে সোজাসুজি পরিহার করে চলেন, তাঁরা তার সমাধান করেননি। বস্তুতঃপক্ষে, এই বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকেরা তাঁদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী বুঝতে পেরেছিলেন, এবং সঠিকভাবেই পেরেছিলেন, যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপত্তির জ্বলন্ত প্রশ্নটিকে নিয়ে বেশি গভীরে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিল সম্পর্কে আমরা কি ভাবব, যিনি রিকার্ডোর অর্ধ-শতাব্দী পরে, রিকার্ডোর প্রথমতম ব্যাখ্যা-কারীরা যেসব প্রশ্ন শোচনীয় ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলিকে পুনর্বার নির্লজ্জভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন, অথচ গম্ভীরভাবে দাবি করেছেন যে, তিনি নাকি বাণিজ্যবাদীদের তুলনায় উৎকর্ষ ঘটিয়েছেন।

মিল বলেন, "মুনাফার কারণ এই যে, নিজের ভরণপোষণের জন্য যতটা প্রয়োজন শ্রম তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করে।" এই পর্যন্ত পুরনো কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু মিল চান নিজের কিছু যোগ করতে এবং তাই তিনি আরো বলেন, "উপপাদ্যটির রূপ বদলে এইভাবে দেখা যায় যে, মূলধন কেন মুনাফা দেয় তার কারণ এই যে খাদ্য, পরিধেয় দ্রব্য-সামগ্রী ও হাতিয়ারসমূহকে উৎপাদন করতে যত সময় লেগেছিল, তারা তার থেকে দীর্ঘতর কাল টিকে থাকে।" মিল এখানে শ্রম-সময়ের স্থায়িত্বকালকে তার উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। এই মত অনুসারে, যেহেতু একজন রুটি প্রস্তুতকারকের উৎপন্ন দ্রব্যটি কেবল একদিন স্থায়ী হয় এবং একজন মেশিন প্রস্তুতকারকের উৎপন্ন দ্রব্যটি স্থায়ী হয় ২০ বছর বা তারও বেশি কাল, সেহেতু একজন মেশিন-প্রস্তুতকারক তার শ্রমিকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ

মুনাফা আদায় করে নেয়, একজন রুটিপ্রস্তুতকারক তার শ্রমিকের কাছ থেকে সেই একই পরিমাণ মুনাফা আদায় করে নিতে পারে না। অবশ্য, এটা খুবই সত্য যে, একটা বাসা তৈরি করতে একটা পাখি যে সময় নেয়, বাসাটি যদি তার চেয়ে বেশি সময় টিকে না থাকত, তা হলে বাসা ছাড়াই পাখিদের কাজ চালাতে হত।

এই মৌল সত্যটি একবার প্রতিষ্ঠিত করেই মিল বাণিজ্যবাদীদের উপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। তিনি আরো বলেন, "অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিনিময়ের ঘটনা থেকে মুনাফার উদ্ভব হয় না, উদ্ভব হয় শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি থেকে, এবং শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যা তৈরি করে, সর্বদা তাই হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক মুনাফা—কোনো বিনিময় ঘটুক আর নাই ঘটুক। যদি কোন কর্ম-বিভাগ না থাকত, তা হলে কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকত না, কিন্তু তবু মুনাফা থাকত।" সুতরাং মিল-এর কাছে, বিনিময়, ক্রয় ও বিক্রয়—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের এই সাধারণ অবস্থাবলী আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র এবং এমনকি শ্রম-শক্তির ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও সব সময়েই মুনাফা হবে।

তিনি আরো বলেন, "যদি দেশের শ্রমিকেরা সমষ্টিগত ভাবে তাদের মজুরির তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেশি উৎপাদন করে, তা হলে মুনাফা হবে শতকরা ২০ ভাগ—দাম যা-ই হোক বা না হোক।" এক দিকে, এটা 'থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়'-এর একটি বিরল নমুনা, কেননা শ্রমিকেরা যদি ধনিকের জন্য শতকরা ২০ ভাগ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, তা হলে, তার মুনাফা শ্রমিকদের মোট মজুরির অনুপাতে হবে ২০ : ১০০। অন্য দিকে কিন্তু একথা বলা যে "মুনাফা হবে শতকরা ২০ ভাগ" সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা। মুনাফা হবে সব সময়েই অপেক্ষাকৃত কম, কেননা তা গোনা হয় অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের **মোট সমষ্টির** উপরে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, ধনিক অগ্রিম দিয়েছে ৫০০ পাউণ্ড, যার মধ্যে ৪০০ পাউণ্ড বিনিয়োজিত হয়েছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে এবং ১০০ পাউণ্ড মজুরিতে এবং ধরা যাক, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ২০%, তা হলে মুনাফার হার হবে ২০ : ৫০০ অর্থাৎ ৪% ; ২০% নয়।

তার পরে আসে সামাজিক উৎপাদন বিভিন্ন ঐতিহাসিক রূপ নিয়ে মিল-এর আলোচনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। "আমি আগাগোড়াই এমন একটি পরিস্থিতি ধরে নিচ্ছি যা—যেখানে ধনিকেরা এবং শ্রমিকেরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, সেখানে—সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই বিশ্বজনীন ভাবে বিদ্যমান : সেই পরিস্থিতিটি এই যে শ্রমিকের সমগ্র পারিশ্রমিক-সহ সমস্ত খরচই ধনিক অগ্রিম দেয়।" যে পরিস্থিতিটি এখনো পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বিরাজ করে কেবল ব্যতিক্রম হিসাবে তাকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া একটি অপূর্ব দৃষ্টি-বিভ্রম! যাক, আগে আমরা শেষ করে নিই মিল স্বীকার করতে রাজি আছেন যে, "সে যে এই রকম করবে তা কোনো

অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতার ব্যাপার নয়।"* বরং বিপরীত, "নিছক প্রাণ-ধারণের জন্য অপরিহার্য অংশটি বাদে মজুরির বাকি সকল অংশের জন্য শ্রমিকের উৎপাদন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে, এমনকি, সমগ্র মজুরির জন্যও অপেক্ষা করতে হতে পারে—যদি নিজের সাময়িক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যথেষ্ট অর্থ তার হাতে থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক সেই মাত্রা পর্যন্ত, বাস্তবিক পক্ষে, একজন ধনিক, কেননা কারবারটি চালিয়ে নেবার জন্য সেও প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অংশ সরবরাহ করেছে।" মিল আরো একটু এগিয়ে যেতে এবং এই কথা কটি জুড়ে দিতে পারতেন যে, যে-শ্রমিক নিজেকে কেবল প্রাণ-ধারণের উপকরণই নয় উৎপাদনের উপকরণও অগ্রিম দেয়, সেই শ্রমিক বস্তুতঃ পক্ষে নিজের মজুরি-শ্রমিক ছাড়া কিছু নয়। তিনি একথাও বলতে পারতেন যে, আমেরিকার ক্ষুদ্র-চাষী-মালিক ভূমি-দাস ছাড়া কিছু নয়, কেননা সে তার প্রভুর বদলে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম করে।

এইভাবে প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে প্রমাণ করে দেবার পরে যে, এমনকি যদি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের কোনো অস্তিত্ব না থাকত, তা হলেও তা সব সময়েই অস্তিত্বশীল থাকত, মিল খুব সঙ্গতভাবেই দেখিয়েছে যে এমনকি যখন তা অস্তিত্বশীল থাকে না, তখন তার অস্তিত্বও থাকে না। "এবং প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে (যখন শ্রমিক হচ্ছে একজন মজুরি-শ্রমিক যাকে ধনিক প্রাণ-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী অগ্রিম দেয়, তখন তাকে অর্থাৎ সেই শ্রমিককে দেখা যেতে পারে একই আলোকে" (অর্থাৎ ধনিক হিসাবে), কেননা, বাজার-দর থেকে কমে সে তার শ্রম দান করায় (!), তাকে গণ্য করা যেতে পারে এমন একজন হিসাবে যে তার নিয়োগকর্তাকে "পার্থক্যটি" (?) ধার দিচ্ছে এবং সুদ-সমেত তা ফেরৎ পাচ্ছে।"[১] আসলে, শ্রমিক, ধরা যাক, এক সপ্তাহের জন্য ধনিককে মুফতে আগাম দেয় তার শ্রম এবং সপ্তাহের শেষে পায় তার তার বাজারদর আর, মিলের মতে, এটাই তাকে রূপান্তরিত করে ধনিকে। সমতল-ভূমিতে, সাদামাঠা ঢিপিগুলিকে মনে হয় পাহাড় বলে এবং বর্তমানে বুর্জোয়া শ্রেণীর মানসিক জড়তার সমতল থেকে পরিমাপ করতে হয় তার মহান মনীষাদের উচ্চতা।

---

* ১৮৭৮ সালের ২৮শে নভেম্বর মার্কস এন এফ ড্যানিয়েলসনকে যা লিখেছিলেন, তদনুযায়ী "যে-পরিস্থিতিতে এখনো পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বিরাজ করে···তা কোনো অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতার ব্যাপার নয়"—উল্লিখিত এই অনুচ্ছেদটি এইভাবে পড়া উচিত: "মিঃ মিল একথা স্বীকার করতে রাজি যে তার পক্ষে এই রকম হওয়াটা চূড়ান্ত ভাবে আবশ্যিক কিছু নয়—এমন কি যেখানে শ্রমিকেরা এবং ধনিকেরা দুটি ভিন্ন শ্রেণী, সেই অর্থনীতির অধীনেও নয়"—রুশ সংস্করণে 'ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম-লেনিনিজম'-এর টীকা।

১. জন স্টুয়ার্ট মিল, "প্রিন্সিপল্‌স অব পলিটিক্যাল ইকনমি", ১৮৬৮, পৃঃ ২৫২-২৫৩।

সপ্তদশ অধ্যায়

॥ শ্রম-শক্তির দামে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে আয়তনের পরিবর্তন ॥

শ্রম-শক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক সেই সব দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের দ্বারা, যেগুলি একজন গড় শ্রমিকের অভ্যাসগত ভাবে প্রয়োজন হয়। একটি নির্দিষ্ট সমাজের একটি নির্দিষ্ট যুগে এই অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর পরিমাণ কি তা পরিজ্ঞাত, এবং সেইজন্য তাকে একটি স্থির রাশি বলে গণ্য করা যায়। যা পরিবর্তিত হয়, তা হচ্ছে এই পরিমাণটির মূল্য। তা ছাড়া, আরো দুটি উপাদান আছে, যারা শ্রম-শক্তির মূল্য-নির্ধারণে অংশ নেয়। এক, সেই শক্তিকে বিকশিত করার জন্য ব্যয়, যে-ব্যয় পরিবর্তিত হয় উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে; অন্যটি, তার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা—পুরুষ এবং নারীর, শিশু এবং বয়স্কের শ্রম-শক্তির মধ্যে বিভিন্নতা। এই ধরনের শ্রম-শক্তির নিয়োগ, যা আবার আবশ্যক হয় উৎপাদন-পদ্ধতির প্রয়োজনে, তা শ্রমিকের পরিবার-পোষণের খরচে এবং বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের শ্রম-শক্তি মূল্যে বিরাট পার্থক্য ঘটায়। কিন্তু এই দুটি উৎপাদনকেই নিম্নলিখিত পর্যালোচনা থেকে বাদ রাখা হচ্ছে।[১]

আমি ধরে নিচ্ছি, (১) পণ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় তাদের নিজ নিজ মূল্যে; এবং (২) শ্রম-শক্তির দাম মাঝে মাঝে তার মূল্যের চেয়ে উপরে ওঠে কিন্তু কখনো তার নীচে নামে না।

এটা ধরে নিয়ে আমরা দেখেছি যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তন নির্ধারিত হয় তিনটি বিষয়ের দ্বারা: (১) শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য কিংবা শ্রমে বিস্তৃত আয়তন, (২) শ্রমের স্বাভাবিক তীব্রতা কিংবা তার নিবিড় আয়তন, যার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যয়িত হয়; (৩) শ্রমের উৎপাদনশীলতা, যার দ্বারা একই পরিমাণ শ্রম একটি নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষাকৃত বেশি বা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ উৎপাদন—যা নির্ভর করে উৎপাদনের অবস্থাবলী কতটা বিকাশ লাভ করেছে তার উপরে। এটা পরিষ্কার যে, অত্যন্ত বিভিন্ন ধরনের নানা সন্নিবেশ ঘটতে পারে, যেমন, তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি স্থির ও দুটি অ-স্থির কিংবা দুটি স্থির ও একটি অ-স্থির

---

১. তৃতীয় জার্মান সংস্করণে প্রদত্ত টীকা—৫-৮ পৃষ্ঠায় বাংলা সংস্করণ (ইংরেজি সংস্করণ ৩০০-৩০২ পৃষ্ঠায়) আলোচিত বিষয়টি অবশ্য এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। এফ.ই.

কিংবা তিনটিই যুগপৎ অ-স্থির। এবং এই সন্নিবেশ সমূহের সংখ্যা এই ঘটনার ফলে বর্ধিত হয় যে, যখন এই তিনটি বিষয়ই যুগপৎ পরিবর্তিত হয়, তখন তাদের নিজ নিজ পরিবর্তনগুলির পরিমাণ ও গতিমুখ বিভিন্ন হতে পারে। নীচে আমরা কেবল প্রধান প্রধান সন্নিবেশগুলি নিয়েই আলোচনা করব।

১. শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য ও শ্রমের তীব্রতা স্থির : শ্রমের উৎপাদনশীলতা অ-স্থির

এইগুলি ধরে নিলে, শ্রম-শক্তির মূল্য-নির্ধারিত হয় তিনটি নিয়মের দ্বারা :

(১) নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি শ্রম-দিবস সব সময়ে একই পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে ; শ্রমের উৎপাদনশীলতা এবং, তার সঙ্গে, উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি এবং, প্রত্যেকটি একক পণ্যের দাম কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তাতে কিছু যায় আসে না।

যদি ১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসে উৎপাদিত মূল্য হয়, ধরা যাক, ৬ শিলিং, তা হলে যদিও উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তা হলে একমাত্র ফল হয় এই যে, ছয় শিলিং-এ প্রতিফলিত মূল্যটি একটি বেশি-সংখ্যক বা অল্প-সংখ্যক দ্রব্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

(২) উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং শ্রম-শক্তির মূল্য বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন, তার বৃদ্ধি বা হ্রাস, শ্রম-শক্তির মূল্যে বিপরীত দিকে, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে একই দিকে পরিবর্তন ঘটায়।

১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবস যে মূল্য সৃষ্টি করে তা একটি স্থির রাশি, ধরুন, ছয় শিলিং। এই স্থির রাশিটি দুটি মূল্যের—উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং শ্রম-শক্তির মূল্যের—যোগফল ; এই দ্বিতীয়টিকে অর্থাৎ শ্রম-শক্তির মূল্যটিকে শ্রমিক তুল্যমূল্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে। এটা স্বতঃস্পষ্ট যে যদি একটি স্থির রাশি দুটি অংশ দিয়ে গঠিত হয়, তা হলে একটিকে না কমিয়ে অন্যটি বাড়তে পারে না। ধরা যাক, শুরুতে দুটি অংশই সমান : শ্রম-শক্তি ৩ শিলিং এবং উদ্বৃত্ত মূল্য ৩ শিলিং। তা হলে, শ্রম-শক্তির মূল্য ৩ শিলিং থেকে বেড়ে ৪ শিলিং হতে পারে না, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্য ৩ শিলিং থেকে কমে ২ শিলিং না হয় ; এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যও ৩ শিলিং থেকে বেড়ে ৪ শিলিং হতে পারে না, যদি শ্রম শক্তির মূল্য ৩ শিলিং থেকে কমে ২ শিলিং না হয়। অতএব, এই পরিস্থিতিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের কিংবা শ্রম-শক্তির মূল্যের কোনটিরই অনাপেক্ষিক আয়তনে কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না, যদি তাদের আপেক্ষিক আয়তনে অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আপেক্ষিকভাবে একটি যুগপৎ পরিবর্তন না ঘটে।

অধিকন্তু, শ্রম-শক্তির মূল্য কমতে পারে না এবং, অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়তে পারে না যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি না ঘটে। যেমন, উল্লিখিত ক্ষেত্রে, শ্রম-শক্তির মূল্য তিন শিলিং থেকে দুই শিলিং-এ কমে যেতে পারে না যদি শ্রমের উৎপাদন-

শীলতায় একটি বৃদ্ধি ঘটার ফলে আগে যে-পরিমাণ অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে লাগত ৬ ঘণ্টা—সেই একই পরিমাণ অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী এখানে ৪ ঘণ্টার মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব না হয়। অন্য দিকে, শ্রম-শক্তির মূল্য তিন শিলিং থেকে বেড়ে চার শিলিং হতে পারে না, যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতায় একটি হ্রাস না ঘটে, যার ফলে—আগে যে-পরিমাণ অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে ছয় ঘণ্টাই ছিল যথেষ্ট —সেই একই পরিমাণ অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে এখন লাগে আট ঘণ্টা। এ থেকে যে ব্যাপারটা বেরিয়ে আসে, তা এই যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে শ্রম-শক্তির মূল্য হ্রাস পায় এবং, অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায়; অন্য দিকে, এই উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেলে শ্রম-শক্তির মূল্য বৃদ্ধি পায়, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য হ্রাস পায়।

এই নিয়মটি সূত্রায়িত করতে গিয়ে রিকার্ডো একটি ঘটনা উপেক্ষা করেছিলেন; যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্যের বা উদ্বৃত্ত-শ্রমের আয়তনে একটি পরিবর্তন শ্রম-শক্তির মূল্যে কিংবা আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণে বিপরীত দিকে একটি পরিবর্তন ঘটায়, তা থেকে এটা কোনক্রমেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে তারা একই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। তারা অবশ্যই একই পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। কিন্তু তাদের আনুপাতিক বৃদ্ধি বা হ্রাস নির্ভর করে, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি ঘটার পূর্বে তাদের যে মূল আয়তন ছিল, সেই আয়তনের উপরে। যদি শ্রম-শক্তির মূল্য হয় ৪ শিলিং, কিংবা আবশ্যিক শ্রম-সময় হয় ৮ ঘণ্টা, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য হয় ২ শিলিং কিংবা উদ্বৃত্ত-শ্রম হয় ৪ ঘণ্টা, এবং যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি ঘটার ফলে শ্রম-শক্তির মূল্য কমে দাঁড়ায় ৩ শিলিং কিংবা আবশিশ্যক শ্রম কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৬ ঘণ্টা, তা হলে, উদ্বৃত্ত-মূল্য বেড়ে যাবে ৩ শিলিং-এ কিংবা উদ্বৃত্ত-শ্রম বেড়ে যাবে ৬ ঘণ্টায়। একই পরিমাণ, ১ শিলিং বা ২ ঘণ্টা, এক ক্ষেত্রে যোজিত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে বিয়োজিত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আয়তনের আনুপাতিক পরিবর্তন বিভিন্ন। যখন শ্রম-শক্তির মূল্য হ্রাস পায় ৪ শিলিং থেকে ৩ শিলিংএ অর্থাৎ ¼ বা ২৫ ভাগ, তখন উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায় ২ শিলিং থেকে ৩ শিলিংএ ½ বা শতকরা ৫০ ভাগ। সুতরাং এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের দরুণ উদ্বৃত্ত-মূল্যে যে অনুপাতিক বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে নির্ভর করে শ্রম-দিবসের সেই অংশের আয়তনের উপরে, যা নিজেকে প্রমূর্ত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে; সেই অংশটি যত বেশি হয়, আনুপাতিক পরিবর্তন তত কম হয়।

(৩) উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস সব সময়েই শ্রম-শক্তির মূল্যে আনুষঙ্গিক হ্রাস বা বৃদ্ধির অনুবর্তী, কখনো তা তার কারণ নয়।[১]

২. এই তৃতীয় নিয়মটির সঙ্গে ম্যাককুলক যা যা যোগ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে এই আজগুবি সংযোজনটি যে, শ্রম-শক্তির মূল্য-হ্রাস ব্যতিরেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের বৃদ্ধি ঘটতে পারে—যদি ধনিক কর্তৃক দেয় করগুলিকে লোপ করে দেওয়া হয়।

যেহেতু শ্রম-দিবসের আয়তন স্থির এবং প্রতিরূপায়িত হয় একটি স্থির আয়তনের মূল্যের দ্বারা, যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনে প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে সংঘটিত হয় শ্রম-শক্তির মূল্যে একটি বিপরীতমুখী পরিবর্তন এবং যেহেতু শ্রম-শক্তির মূল্য শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন না ঘটলে পরিবর্তিত হতে পারে না, সেহেতু এই পরিস্থিতিতে এ থেকে পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনে প্রত্যেকটি পরিবর্তনের উদ্ভব ঘটে শ্রম-শক্তির মূল্যে আয়তনের বিপরীত-মুখী পরিবর্তন থেকে। তা হলে, যা আমরা আগেই দেখেছি, যদি শ্রম-শক্তির মূল্যের এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক আয়তনে পরিবর্তন ছাড়া তাদের অনাপেক্ষিক আয়তনে কোনো পরিবর্তন না ঘটতে পারে, তা হলে এখন এটা বেরিয়ে আসে যে, শ্রম-শক্তির মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তনে আগে পরিবর্তন না ঘটলে তাদের আপেক্ষিক আয়তনে পরিবর্তন ঘটতে পারে না।

এই তৃতীয় নিয়মটি অনুসারে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনে কোন পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হল শ্রম-শক্তির মূল্যে পরিবর্তন, যে পরিবর্তন সাধিত হয় শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে পরিবর্তনের দ্বারা। এই পরিবর্তনের মাত্রা নির্দিষ্ট হয় শ্রম-শক্তির পরিবর্তিত মূল্যের দ্বারা। যাই হোক, এমনকি যখন অবস্থাবলীর এমন যে নিয়মটি কাজ করতে পারে, তখন অনুপূরক পরিবর্তন ঘটতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি শ্রমের বর্ধিত উৎপাদন-শীলতার ফলে, শ্রম-শক্তির মূল্য ৪ শিলিং থেকে ৩ শিলি-এ পড়ে যায় কিংবা আবশ্যিক শ্রম-সময় ৮ ঘণ্টা থেকে ৬ ঘণ্টায় পড়ে যায়, তা হলে শ্রম-শক্তির মূল্য সম্ভবতঃ ৩ শি ৮পে, ৩শি ৬পে বা ৩শি ২ পেন্সের নীচে নামতে পারে না এবং, কাজে কাজেই উদ্বৃত্ত-মূল্য ৩শি ৮পে, ৩শি ৬পে বা ৩শি ১০ পেন্সের উপরে উঠতে পারে না। এই পড়ে যাওয়ার পরিমাণ—যার সর্বনিম্ন সীমা হল ৩ শিলিং (শ্রম-শক্তির নোতুন মূল্য)—নির্ভর করে আপেক্ষিক ওজনের উপরে, যা একদিকে মূলধনের চাপ এবং অন্য দিকে শ্রমিকের প্রতিরোধ তুলাদণ্ডের উপরে স্থাপন করে।

শ্রম-শক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট-পরিমাণ অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের দ্বারা। শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের সঙ্গে এই অত্যাবশ্যক দ্রব্য-

---

শ্রমিকের কাছ থেকে ধনিকে প্রত্যক্ষভাবে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেয়, তার পরিমাণে করের অবলুপ্তি কোনো পরিবর্তনই ঘটাতে পারে না। তা কেবল তার এবং তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কোন্ অনুপাতে উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন ঘটবে, সেই অনুপাতটির পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং তা উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং শ্রম-শক্তির মূল্যের মধ্যেকার সম্পর্কটিতে কোনো পরিবর্তনই ঘটায় না। অতএব, ম্যাককুলকের ব্যতিক্রম কেবল ঐ নিয়মটির অনুধাবনে তার অক্ষমতাই প্রমাণ করে। রিকার্ডোর অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন দুর্ভাগ্য তাঁর প্রায়ই হয়েছে, যেমন হয়েছে বি সে'র অ্যাডাম স্মিথের অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে।

সামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে না, ঘটে তার মূল্যে। অবশ্য, এটা সম্ভব যে, উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধির দরুন, শ্রমিক এবং ধনিক একই সময়ে সক্ষম হতে পারে এই দ্রব্য-সামগ্রীর বৃহত্তর পরিমাণ আত্মকৃত করতে—শ্রম-শক্তির দামে বা উদ্বৃত্ত-মূল্যে কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই। যদি শ্রম-শক্তির মূল্য হয় ৩ শিলিং এবং আবশ্যিক শ্রম-সময়ের পরিমাণ হয় ৬ ঘণ্টা, যদি অনুরূপ ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য হয় ৩ শিলিং উদ্বৃত্ত-শ্রম ৬ ঘণ্টা, তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রমের সঙ্গে আবশ্যিক শ্রমের অনুপাতে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে দ্বি-গুণিত করা যায়, তবে উদ্বৃত্ত-মূল্যে এবং শ্রম-শক্তির দামে আয়তনের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। একমাত্র ফল দাঁড়াবে এই যে তাদের প্রত্যেকেই পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ ব্যবহার-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করবে; এই ব্যবহার মূল্যগুলি পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ সস্তা হবে। যদি শ্রম-শক্তি দামের দিক থেকে থাকে অপরিবর্তিত, তা হলে, তা হবে তার মূল্যের উর্ধ্বে। কিন্তু যদি শ্রম-শক্তির দাম পড়ে যেত—তার নোতুন মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যথাসম্ভব নিম্নতম বিন্দুটিতে নয়, ১ শিলিং ৬ পেন্সে নয়—পড়ে যেত ২শি ১০ পেন্সে বা ২ শিলিং ৬ পেন্সে, তা হলেও এই নিম্নতর দামটি প্রতিনিধিত্ব করত অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর একটি বর্ধিত পরিমাণের। এইভাবে এটা সম্ভব যে, শ্রম-শক্তির উৎপাদনশীলতা যখন বেড়ে চলেছে, শ্রম-শক্তির দাম তখন কমে চলেছে, এবং তবু এই কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের জীবন-ধারণের উপকরণসমূহের পরিমাণ অবিরত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রেও, শ্রম-শক্তির মূল্য-হ্রাসের ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের আনুষঙ্গিক বৃদ্ধি ঘটবে; এবং শ্রমিকের অবস্থান ও ধনিকের অবস্থানের মধ্যেকার ব্যবধান আরো প্রশস্ত হতে থাকবে।[১]

রিকার্ডোই সর্বপ্রথম উল্লিখিত তিনটি নিয়মকে সঠিক ভাবে সূত্রায়িত করেছিলেন। কিন্তু তিনি কয়েকটি ভুল করে ফেলেন, যেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল (১) যে বিশেষ অবস্থাবলীতে এই নিয়মগুলি কার্যকরী হয়, তিনি সেগুলিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নির্বিশেষ ও একমাত্র অবস্থাবলী বলে ধরে নেন। তিনি কোনো পরিবর্তনকেই জানেন না—না শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য, না শ্রমের-তীব্রতায়; সুতরাং তাঁর চোখে কেবল একটিই পরিবর্তনীয় উপাদান থাকতে পারে; সেটি হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা; (২) এবং এই ভুলটি (১) নং ভুলটির তুলনায় তাঁর বিশ্লেষণকে বেশি বিভ্রান্ত করে দেয়; অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা যেমন উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অর্থাৎ মুনাফা, খাজনা ইত্যাদির মত বিশেষ বিশেষ রূপ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে অনুসন্ধান করেছেন, তিনিও তাঁদের চেয়ে

---

১. "যখন শিল্পের উৎপাদনশীলতায় কোনো পরিবর্তন ঘটে এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের দ্বারা বেশি কিংবা কম উৎপন্ন হয় তখন মজুরির অনুপাত স্পষ্টতই পরিবর্তিত হতে পারে—যখন ঐ অনুপাতটি যে পরিমাণটির প্রতিনিধিত্ব করে সেটা, একই থাকে কিংবা পরিমাণটি পরিবর্তিত হয় অথচ অনুপাতটি একই থাকে। ("আউটলাইনস অব পলিটিক্যাল ইকনমি", ইত্যাদি পৃঃ ৬৭)

বেশি কিছু করেন নি। সুতরাং তিনি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের নিয়মগুলির সঙ্গে মুনাফার হারের নিয়মগুলিকে গুলিয়ে ফেলেন। আমরা আগেই দেখেছি, মুনাফার হার হল অগ্রিম-প্রদত্ত মোট মূলধনের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার; উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হল মূলধনের পরিবর্তনীয় অংশের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। ধরা যাক, £ ৫০০ পাউণ্ড পরিমাণ একটি মূলধন (ধ) গঠিত হয় £ ৪০০ পাউণ্ড পরিমাণ কাঁচামাল, শ্রম-উপকরণ ইত্যাদি (ধ´) এবং £ ১০০ পাউণ্ড পরিমাণ মজুরি (ম) নিয়ে; আরো ধরা যাক, উদ্বৃত্ত-মূল্য (উ) = £১০০ পাউণ্ড। তা হলে আমরা দেখি, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{উ}{ম} = \frac{£১০০}{£১০০} = ১০০\%$। কিন্তু মুনাফার হার $\frac{উ}{ধ} = \frac{£১০০}{£৫০০} = ২০\%$। তা ছাড়া এটা পরিষ্কার যে, মুনাফার হার এমন সমস্ত ঘটনার উপরে নির্ভর করতে পারে যেগুলি কোনক্রমেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে প্রভাবিত করে না। তৃতীয় গ্রন্থে আমি দেখাব যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি মাত্র হার নির্দিষ্ট থাকলেও, আমরা পেতে পারি যে-কোনো সংখ্যক মুনাফার হার; আরো দেখাব যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভিন্ন হার নির্দিষ্ট অবস্থায়, একটি অভিন্ন হারে নিজেদের প্রকাশ করে।

২. শ্রম-দিবস স্থির : শ্রমের উৎপাদনশীলতা স্থির : শ্রমের তীব্রতা অ-স্থির

শ্রমের বর্ধিত তীব্রতার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমের বর্ধিত ব্যয়। সুতরাং অধিকতর তীব্রতার একটি কর্মদিবস অল্পতর তীব্রতার একটি কর্মদিবসের তুলনায় অধিকতর সংখ্যক দ্রব্যোৎপাদনের প্রতিমূর্তি। একথা সত্য যে শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতাও একটি নির্দিষ্ট কর্ম-দিবসে অধিকতর সংখ্যক দ্রব্য উৎপাদন করবে। কিন্তু এই পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়, কেননা তাতে আগের তুলনায় অল্পতর শ্রম-ব্যয় হয়; পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে, ঐ মূল্য থাকে অপরিবর্তিত, কেননা প্রত্যেকটি উৎপন্ন দ্রব্য ব্যয়িত হয় আগের মত একই পরিমাণ শ্রম। এখানে তাদের একক-প্রতি মূল্য-হ্রাস ছাড়াই আমরা অধিকতর সংখ্যক দ্রব্য পেয়ে থাকি; যেমন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তেমন তাদের দামের যোগফলও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্ধিত উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট মূল্য অধিকতর সংখ্যক উৎপন্ন দ্রব্যে বিস্তৃত হয়। সুতরাং কর্মদিবসের দৈর্ঘ্য যদিও স্থির থাকে, তা হলে বর্ধিত তীব্রতার একটি দিবস বিধৃত হবে একটি বর্ধিত মূল্যে; এবং টাকার মূল্য অপরিবর্তিত থাকলে, অধিকতর সংখ্যক টাকায়। সৃষ্ট মূল্য সেই মাত্রায় পরিবর্তিত হয়, যে-মাত্রায় শ্রমের তীব্রতা তার সাধারণ তীব্রতা থেকে বিচ্যুত হয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট কর্ম-দিবস আর একটি স্থির মূল্য সৃষ্টি করে না সৃষ্টি করে একটি পরিবর্তনীয় মূল্য; ১২ ঘণ্টার মামুলি তীব্রতার একটি দিনে সৃষ্ট মূল্যের পরিমাণ, ধরা যাক, ৬ শিলিং কিন্তু বর্ধিত তীব্রতার সঙ্গে তা

বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৭, ৮ বা তারও বেশি শিলিং-এ। এটা পরিষ্কার যে যদি এক দিনের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য, ধরুন, ৬ শিলিং থেকে বেড়ে ৮ শিলিং হয়, তা হলে যে দুটি অংশে—শ্রম-শক্তির দাম এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে—এই মূল্য বিভক্ত, সেই দুটিই যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং বৃদ্ধি পেতে পারে হয় সমভাবে আর, নয়তো, অসমভাবে। দুটি মূল্যই একই সঙ্গে ৩ শিলিং থেকে বেড়ে ৪ শিলিং করে হতে পারে। এখানে শ্রম-শক্তির মূল্য-বৃদ্ধি আবশ্যিক ভাবেই সূচিত করে না যে দামটি শ্রম-শক্তির মূল্যের চেয়ে উপরে উঠেছে। বরং বিপরীত, দামে বৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যে-হ্রাস ঘটতে পারে। যখনি শ্রম-শক্তির দামে যে বৃদ্ধি ঘটে, তা তার বর্ধিত ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে না দেয়, তখনি এটা ঘটে।

আমরা জানি যে, কয়েকটি স্বল্পকালীন ব্যতিক্রম ছাড়া, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় কোন পরিবর্তন শ্রম-শক্তির মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনের কোনো পরিবতন ঘটায় না—যদি না তদ্দ্বারা প্রভাবিত শিল্পগুলির উৎপন্ন দ্রব্যগুলি শ্রমিকদের অভ্যাসগত ভাবে আবশ্যিক পরিভোগের বিষয় হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে এই শর্তটি আর প্রযোজ্য নয়। কারণ যখন পরিবর্তনটি ঘটে শ্রমের দীর্ঘতায় বা তীব্রতায়, তখন সর্বদাই সৃষ্ট মূল্যের আয়তনে ঘটে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন এবং এটা ঘটে জিনিসটিকে উক্ত মূল্যটি মূর্তি ধারণ করে, তা নির্বিশেষে।

যদি শ্রমের তীব্রতা একই সঙ্গে ও একই মাত্রায় শিল্পের সকল শাখায় বৃদ্ধি পেত, তা হলে নোতুন ও উচ্চতর তীব্রতাই হয়ে উঠত সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক মাত্রা, এবং সেই জন্য তাকে আর হিসাবেও ধরা হত না। কিন্তু তবু, কখনো, শ্রমের তীব্রতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং মূল্যের নিয়মটির আন্তর্জাতিক প্রয়োগকে তদনুযায়ী প্রভাবিত করত। এক দেশের অধিকতর তীব্র শ্রমের একটি কর্মদিবস আরেক দেশে অল্পতর তীব্র শ্রমের একটি কর্মদিবসের তুলনায় একটি বৃহত্তর পরিমাণ অর্থের প্রতিনিধিত্ব করত।[১]

৩. শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও তীব্রতা স্থির ঃ কর্মদিবসের দৈর্ঘ্য অ-স্থির

একটি কর্ম-দিবস দুভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। আমাদের হাতে যে-তথ্য আছে এবং ইতিপূর্বে আমরা যা যা ধরে নিয়েছি, সেই ভিত্তিতে আমরা নিম্নলিখিত নিয়মগুলিতে উপনীত হই :

---

১. "সব কিছু সমান থাকলে একজন বিদেশী ম্যানুফ্যাকচারের চেয়ে একজন ইংরেজ ম্যানুফ্যাকচারার একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনেক বেশি কাজ আদায় করতে পারে, এত বেশি যে, অন্য জায়গার ৭২-৮০ ঘণ্টার সপ্তাহ এবং এখানকার ৬০ ঘণ্টার সপ্তাহ সমান হয়ে যায়।" ("রিপোর্টস ···· ফ্যাক্টরিজ", ৩১ অক্টোবর ১৮৫৫, পৃঃ ৬৫)।

(১) কর্ম-দিবস তার দৈর্ঘ্য অনুপাতে বেশি বা কম পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে—সুতরাং একটি স্থির-পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে একটি অ-স্থির পরিমাণ মূল্য।

(২) উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তন এবং শ্রম-শক্তির মূল্যের আয়তনের মধ্যেকার সম্পর্কে সংঘটিত প্রত্যেকটি পরিবর্তন উদ্ভূত হয় উদ্বৃত্ত-শ্রমের, অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অনাপেক্ষিক আয়তনে কোন পরিবর্তন থেকে।

(৩) শ্রম শক্তির ক্ষয়-ক্ষতির উপরে উদ্বৃত্ত-শ্রমের দীর্ঘায়ন যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, কেবল তারই ফলে শ্রম-শক্তির অনাপেক্ষিক মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে। অতএব, এই অনাপেক্ষিক মূল্যে প্রত্যেকটি পরিবর্তনই উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনে একটি পরিবর্তনের ফল, কিন্তু কখনো তার হেতু নয়।

আমরা এমন একটি ক্ষেত্র দিয়ে আরম্ভ করি, যেখানে-কর্ম-দিবসকে হ্রস করা হয়েছে।

(১) উল্লিখিত অবস্থাবলীতে কর্ম-দিবসের হ্রস্বতাসাধন শ্রম-শক্তির মূল্যকে এবং, সেই সঙ্গে, আবশ্যিক শ্রম-সময়কে অপরিবর্তিতই রাখে। তা উদ্বৃত্ত-শ্রম ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের হ্রাস সাধন করে। শেষোক্তটির আয়তনের সঙ্গে, তার আপেক্ষিক আয়তনও হ্রাস পায় অর্থাৎ শ্রম-শক্তির মূল্যের—যার আয়তন থাকে অপরিবর্তিত—তার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে তার আয়তনও হ্রাস পায়। একমাত্র শ্রম-শক্তির দামকে তার মূল্যের নীচে নামিয়ে এনেই ধনিক পারে অক্ষত অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে।

কর্ম-দিবসকে হ্রস্বতর করার বিরুদ্ধে সচরাচর যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়, সেগুলিতে ধরে নেওয়া হয় যে, এই হ্রস্বতা-সাধন ঘটে থাকে এমন অবস্থাবলীর অধীনে যেগুলি বিদ্যমান আছে বলে আমরা এখানে ধরে নিয়েছি, কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার বিপরীতটাই হয়; শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বা তীব্রতায় কোন পরিবর্তন কর্ম-দিবসের হ্রস্বতাসাধনের আগে বা অব্যবহিত পরে ঘটে।[১]

(২) কর্ম-দিবসের দীর্ঘতা সাধন। ধরা যাক, আবশ্যিক শ্রম-সময় হচ্ছে ৬ ঘণ্টা, কিংবা শ্রম-শক্তির মূল্য হচ্ছে ৩ শিলিং; আরো ধরা যাক যে উদ্বৃত্ত-শ্রম হচ্ছে ৬ ঘণ্টা কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে ৩ শিলিং। তা হলে, গোটা কর্ম-দিবসের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ ঘণ্টায় এবং তা রূপান্তরিত হয় ৬ শিলিং পরিমাণ মূল্যে। এখন, যদি কর্ম-দিবসকে

ইংরেজ এবং মহাদেশীয় শ্রম-ঘণ্টার মধ্যে এই গুণগত পার্থক্য হ্রাস করার সবচেয়ে অভ্রান্ত উপায় হল আইন করে মহাদেশীয় কারখানাগুলিতে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য পরিমাণগত ভাবে কমিয়ে দেওয়া।

১. "দশ ঘণ্টা আইনের প্রচলনের ফলে প্রকাশ পেয়েছে······যে অনেক ক্ষতিপূরণকারী ব্যাপার রয়েছে।" ("রিপোর্টস······ফ্যাক্টরিজ", ৩১ অক্টোবর ১৮৪৮, পৃঃ ৭)।

আরো ২ ঘণ্টা দীর্ঘতর করা হয় এবং শ্রম-শক্তির দাম অপরিবর্তিত থাকে, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায়—আপেক্ষিক ভাবে ও অনাপেক্ষিক ভাবে উভয়তঃ। যদিও শ্রম-শক্তির মূল্যে কোনো অনাপেক্ষিক পরিবর্তন হয় না, তবু এর আপেক্ষিক হ্রাস ঘটে। (১)-এ যে অবস্থাবলী ধরে নেওয়া হয়েছে, শ্রম-শক্তির অনাপেক্ষিক মূল্যে কোনো পরিবর্তন না ঘটলে তার মূল্যে আপেক্ষিক আয়তনের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। এখানে, বরং বিপরীত, শ্রম-শক্তির মূল্যে আপেক্ষিক আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যে অনাপেক্ষিক আয়তনের পরিবর্তনের ফল।

যেহেতু যে-মূল্যটির মধ্যে এক দিনের শ্রম রূপায়িত আছে, তা ঐ দিনটির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং শ্রম-শক্তির দাম যুগপৎ বৃদ্ধি পেতে পারে—হয়, সম-পরিমাণে আর, নয়তো অসম পরিমাণে। এই যুগপৎ বৃদ্ধি, অতএব সম্ভব হয় দুটি ক্ষেত্রে, এক, কর্ম-দিবসের সত্যসত্যই দীর্ঘতা-সাধন: অন্যটি, এই দীর্ঘতা-সাধন ব্যতিরেকে শ্রমের তীব্রতায় বৃদ্ধি-সাধন।

কর্ম-দিবসকে যখন দীর্ঘায়িত করা হয়, তখন শ্রম-শক্তির দাম তার মূল্য থেকে পড়ে যেতে পারে, যদিও সেই দাম নামে অপরিবর্তিত থাকতে পারে, এমনকি বেড়েও যেতে পারে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, একটি কর্ম-দিবসের শ্রম শক্তির মূল্য পরিমাপ করা হয় তার স্বাভাবিক গড়পড়তা স্থায়িত্বকাল হতে কিংবা শ্রমিকদের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক স্থায়িত্বকাল হতে, এবং মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি অনুযায়ী সংগঠিত শারীরিক বস্তুর গতিতে আনুষঙ্গিক ও স্বাভাবিক রূপান্তরণ হতে।[১] একটি বিন্দু পর্যন্ত, শ্রম-দিবসের দীর্ঘায়ন-জনিত শ্রম-শক্তির ক্ষয়-ক্ষতি উচ্চতর মজুরি দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই বিন্দুটি পার হয়ে গেলেই ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে এবং শ্রম-শক্তির স্বাভাবিক পুনরুৎপাদন ও কাজকর্ম ব্যাহত হয়। শ্রম-শক্তির দাম এবং তার শোষণের মাত্রা আর সম-পরিমাণ থাকে না।

৪. শ্রমের স্থায়িত্বকাল, উৎপাদনশীলতা ও তীব্রতায় যুগপৎ পরিবর্তন

এটা স্পষ্ট যে, এক্ষেত্রে বহুসংখ্যক সন্নিবেশ সম্ভব। তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো দুটির পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং বাকিটি স্থির থাকতে পারে, কিংবা তিনটির সব কটিরই একই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটতে পারে। তারা একই দিকে বা ভিন্ন ভিন্ন দিকে

১. "২৪ ঘণ্টা কি পরিমাণ শ্রম একজন মানুষ করেছে তা মোটামুটি হিসাব করা যায় যদি তার দেহে যে-সব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলিকে পরীক্ষা করা যায়; বস্তুর রূপগত পরিবর্তন নির্দেশ করে সক্রিয় শক্তির পূর্বকৃত অনুশীলন।" (গ্রোভ: "অন দি কো-রিলেশন অব ফিজিক্যাল ফোর্সেস।")।

পরিবর্তিত হতে পারে ; একই বা বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হতে পারে ; ফল হয় এই যে পরিবর্তনগুলি একটি অপরটির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে এবং পরস্পরকে সমগ্র ভাবে বা আংশিক ভাবে বিফল করে দেয়। যাইহোক, [১], [২] এবং [৩]-এ প্রদত্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, সম্ভাব্য প্রত্যেকটি সন্নিবেশের বিশ্লেষণ সহজেই করা যায়। সম্ভাব্য প্রত্যেকটি সন্নিবেশের ফল পাওয়া যেতে পারে—যদি পালাক্রমে সেই মুহূর্তে প্রত্যেকটি বিষয়কে অ-স্থির এবং বাকি দুটি বিষয়কে স্থির বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র পরীক্ষা করে দেখব—তাও খুবই সংক্ষেপে।

(১) কর্ম-দিবসের দীর্ঘতা সাধনের সঙ্গে যুগপৎ শ্রমের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা

শ্রমের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতার কথা বলতে গিয়ে, আমরা এখানে সেইসব শিল্পে হ্রাসপ্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ করব, যেগুলির উৎপন্ন দ্রব্য শ্রম-শক্তির মূল্য নির্ধারণ করে, এই ধরনের হ্রাসপ্রাপ্তি যা ঘটে, ধরা যাক, মাটির হ্রাসমান উর্বরতা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের তজ্জনিত মহার্ঘতার ফল হিসাবে। ধরুন, কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১২ ঘণ্টা এবং তার দ্বারা সৃষ্ট মূল্য হচ্ছে ৬ শিলিং, যার মধ্যে অর্ধেক শ্রম-শক্তির মূল্য প্রতিস্থাপিত করে এবং বাকি অর্ধেক গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য। ধরুন, মাটির উৎপন্ন দ্রব্যে বর্ধিত মহার্ঘতার ফলে, শ্রম-শক্তির মূল্য ৩ শিলিং থেকে বেড়ে হয় ৪ শিলিং এবং অতএব, আবশ্যিক শ্রম-সময় ৬ ঘণ্টা থেকে বেড়ে হয় ৮ ঘণ্টা। যদি কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যে কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রম ৬ ঘণ্টা থেকে কমে-যাবে ৪ ঘণ্টায়, উদ্বৃত্ত-মূল্য ৩ শিলিং থেকে ২ শিলিং-এ। যদি কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা করা যায়, তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রম ৬ ঘণ্টাই থেকে যায় এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে যায় ৩ শিলিং ; কিন্তু আবশ্যিক শ্রম-সময়ের হিসাবে পরিমাপ করলে দেখা যায় যে, শ্রম-শক্তির মূল্যের তুলনায় উদ্বৃত্ত-মূল্য কমে যায়। যদি কর্ম-দিবসটিকে ৪ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা করা যায়, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং শ্রম-শক্তির মূল্যের, উদ্বৃত্ত-শ্রম এবং আবশ্যিক শ্রমের আনুপাতিক আয়তনগুলি অপরিবর্তিতই থেকে যায়, কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তন ৩ শিলিং থেকে বেড়ে হয় ৪ শিলিং, উদ্বৃত্ত-শ্রমের অনাপেক্ষিক আয়তন ৬ ঘণ্টা থেকে বেড়ে হয় ৮ ঘণ্টা—শতকরা ৩৩⅓ ভাগ বৃদ্ধি। সুতরাং শ্রমের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতার সঙ্গে এবং যুগপৎ শ্রম-দিবসের দীর্ঘতা সাধনের সঙ্গে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তন অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে—যে সময়ে তার আপেক্ষিক আয়তন হ্রাস পায় ; তার আপেক্ষিক আয়তন অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে—যে সময়ে তার অনাপেক্ষিক আয়তন বৃদ্ধি পায় ; এবং যদি শ্রম-দিবসটির দৈর্ঘ্য যথেষ্ট হয়, তা হলে

উভয়েই বৃদ্ধি পেতে পারে। ১৭৯৯ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যবর্তী কালে ইংল্যাণ্ডে খাদ্য-দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান দামের ফলে আর্থিক মজুরির বৃদ্ধি ঘটেছিল যদিও আসল মজুরি—অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির আকারে প্রকাশিত মজুরি হ্রাস পেয়েছিল। এই ঘটনা থেকে ওয়েস্ট এবং রিকার্ডো এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, কৃষি-শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবার ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে হ্রাস ঘটেছে, এবং তাঁরা এমন একটি ঘটনাকে ধরে নিয়েছিলেন যার অস্তিত্ব ছিল কেবল তাঁদের কল্পনায়—মজুরি, মুনাফা ও খাজনা সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যের সূচনা স্থল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, শ্রমের তীব্রতা-বৃদ্ধি এবং শ্রম-দিবসের দীর্ঘতা বৃদ্ধির কল্যাণে সেই সময়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য উভয়তই বৃদ্ধি পেয়েছিল —অনাপেক্ষিক আয়তনে এবং আপেক্ষিক আয়তনে। এটাই ছিল সেই সময়, যখন দোর্দণ্ড মাত্রায় শ্রমের ঘণ্টা বাড়াবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল;[১]—যে সময়ের বিশেষ

---

১. শস্য এবং শ্রম কদাচিৎ সমান তালে চলে; কিন্তু একটা পরিষ্কার মাত্রা আছে, যার বাইরে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মহার্ঘতার সময়ে, যখন মজুরির হ্রাস ঘটে, যেটা সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় (পার্লামেন্টের তদন্ত কমিটির সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্য, ১৮১৪-১৫), তখন শ্রমজীবী শ্রেণীগুলিকে যে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হয়, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচায়ক এবং নিশ্চয়ই মূলধন বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। কিন্তু মানবজাতির কোনো একজনও এটা চাইতে পারে না যে ঐ পরিশ্রম হোক চিরস্থায়ী, থাক অপ্রশমিত। সাময়িক পরিত্রাণ হিসাবে তা প্রশংসনীয়, কিন্তু তা যদি নিরন্তর চালু থাকে, তা হলে তা থেকে ঘটবে একই ফলাফল যা ঘটে থাকে কোন দেশের জনসংখ্যাকে খাদ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দিলে।" (ম্যালথাস, "ইনকুইরি ইনটু দি নেচর অ্যাণ্ড প্রোগ্রেস অব রেণ্ট।" লণ্ডন ১৮১৫, পৃঃ ৪৮ টীকা)। ম্যালথাসকে শ্রদ্ধা জানাই, তিনি শ্রম-ঘণ্টার দীর্ঘতাসাধনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, একটা ঘটনা যার প্রতি তাঁর পুস্তিকায় তিনি অন্যত্রও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, অন্য দিকে রিকার্ডো এবং অন্যান্যরা, সবচেয়ে কলংকজনক ঘটনাবলী সত্ত্বেও, শ্রম-দিবসের দীর্ঘতার অপরিবর্তনীয়তাকে তাঁদের যাবতীয় অনুসন্ধানের ভিত্তিস্বরূপে পরিণত করেছেন। কিন্তু যে সংরক্ষণশীল স্বার্থগুলিকে ম্যালথাস সেবা করতেন, তা তাঁকে দেখতে দেয়নি যে, শ্রম-দিবসের মাত্রাহীন দীর্ঘতাসাধন এবং সেই সঙ্গে মেশিনারির অসাধারণ অগ্রগমন এবং নারী ও শিশুদের শোষণ শ্রমিক-শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশকে নিশ্চয়ই পর্যবসিত করবে "সংখ্যাতিরিক্ত বাহুল্যে"—বিশেষ করে, তখন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এবং বিশ্বের বাজারগুলিতে ইংল্যাণ্ডের একচেটিয়া অধিকারেরও অবসান ঘটবে। অবশ্য ম্যালথাস যাদের পূজা করতেন, যথার্থ পুরোহিত হিসাবে সেই শাসক শ্রেণীগুলির কাছে এই "জনবাহুল্য"কে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক নিয়মাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার তুলনায় প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা ঢের বেশি সুবিধাজনক ও স্বার্থসঙ্গত।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিল, এক দিকে, মূলধনের ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন এবং অন্য দিকে, নিঃস্বতার সম্প্রসারণ।[১]

(২) শ্রম-দিবসের হ্রস্বতা-সাধনের সঙ্গে যুগপৎ শ্রমের তীব্রতা ও উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি সাধন

শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা এবং অধিকতর তীব্রতার ফলাফল একই রকম। তারা উভয়েই একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং উভয়েই শ্রম-দিবসের সেই অংশটির হ্রস্বতা সাধন করে, যে-অংশটি শ্রমিকের প্রয়োজন তার জীবন-ধারণের উপকরণ-সামগ্রী বা সেগুলির তুল্যমূল্য কিছু উৎপাদন করার জন্য। শ্রম-দিবসের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয় তার এই আবশ্যিক অথচ চুক্তি-সাপেক্ষ অংশের দ্বারা। যদি গোটা দিবসটিকে সংকুচিত করে আনা যেত ঐ অংশটির দৈর্ঘ্যের মধ্যে, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যে অন্তর্হিত হয়ে যেত—সেটা এমন একটা পরিণতি, মূলধনের রাজত্বে যা কোনক্রমেই ঘটতে পারে না। একমাত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অবসান ঘটিয়েই শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য আবশ্যিক শ্রম-সময়ে কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আবশ্যিক শ্রম-সময় তার মাত্রার সম্প্রসারণ ঘটাবে। এক দিকে, কারণ তখন "জীবন-ধারণের উপকরণ-সামগ্রীর" ধারণাটির অর্থ সম্প্রসারিত হবে এবং শ্রমিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক জীবন-মান দাবি করবে। অন্য দিকে, কারণ তখন আজকের দিনে যা উদ্বৃত্ত-মূল্য, তার একটা অংশ গণ্য হবে আবশ্যিক শ্রম হিসাবে। আমি বোঝাতে চাইছি (ভবিষ্যৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে) সংরক্ষণ ও সঞ্চয়নের একটি ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত বেশি বৃদ্ধি পায়, শ্রম-দিবসকে তত বেশি হ্রাস করা যায়; এবং শ্রম-দিবসকে যত বেশি হ্রাস করা যায়, শ্রমের তীব্রতাকে তত বেশি বৃদ্ধি করা যায়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্রমের সাশ্রয়ের সঙ্গে একই হারে উৎপাদন-শীলতা বৃদ্ধি পায়, শ্রমের সাশ্রয় আবার তার বেলায় কেবল উৎপাদন উপকরণের ব্যয়-

---

১. যুদ্ধ চলাকালে মূলধন বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ হল শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির আরো বেশি পরিশ্রম এবং সম্ভবতঃ আরো বেশি বঞ্চনা—প্রত্যেক সমাজেই যারা সবচেয়ে সংখ্যাধিক। অভাবের তাড়নায় আরো মহিলা, আরো শিশু বাধ্য হয়েছিল শ্রমসাধ্য বৃত্তিগুলিতে যোগ দিতে এবং আগেকার শ্রমিকেরা ঐ একই কারণে বাধ্য হয়েছিল তাদের বেশির ভাগ সময়টা উৎপাদন-বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করতে ('এসেজ অন পলিটিক্যাল ইকনমি ইন হুইচ আর ইলাস্ট্রেটেড দি প্রিন্সিপাল কজেস অব দি প্রেজেন্ট ন্যাশনাল ডিসট্রেস' ১৮৩০, পৃঃ ২৪৮।)

সংকোচই বোঝায় না, সেই সঙ্গে বোঝায় অপ্রয়োজনীয় শ্রমের পরিহারও। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, একদিকে, যখন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কারবারের ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচ সংঘটিত করে, অন্য দিকে, তখন তা তার প্রতিযোগিতার নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির দ্বারা শ্রম-শক্তির ও উৎপাদনের সামাজিক উপকরণ সমূহের সবচেয়ে বেপরোয়া অপব্যয়ের জন্ম দেয়—আপাততঃ অপরিহার্য কিন্তু কার্যতঃ অপ্রয়োজনীয় এক বিশাল-সংখ্যক কর্ম-সৃষ্টির কথা নয় বাদই দিলাম।

শ্রমের তীব্রতা ও উৎপাদনশীলতা যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে সমাজ বৈষয়িক উৎপাদনে যে-পরিমাণ সময় নিয়োগ করতে বাধ্য তা হ্রাস পায়, এবং ব্যক্তির অবাধ মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সমাজ তার হাতে বিপুলতর সময় পায়—যে-অনুপাতে সমগ্র কাজ সমাজের সকল সক্ষম-দেহী সদস্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয় এবং যে-অনুপাতে একটি বিশেষ শ্রেণী শ্রমের স্বাভাবিক ভারকে নিজেদের কাঁধ থেকে অপসারিত করে সমাজের অন্য এক স্তরের কাঁধে তা চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়, সেই অনুপাতে। এই দিক থেকে, শ্রম-দিবসের হ্রস্বতা-সাধন শেষ পর্যন্ত শ্রমের সাধারণীকরণের মধ্যে একটা সীমাপ্রাপ্ত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে একটি শ্রেণীর জন্য অবকাশ অর্জন করা হয় জনগণের সমগ্র জীবন-কালকে শ্রম-সময়ে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

॥ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার প্রসঙ্গে বিবিধ সূত্র ॥

আমরা দেখেছি, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার প্রকাশিত হয় নিম্নলিখিত সূত্রসমূহের দ্বারা :

(১) $\dfrac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{অস্থির মূলধন}} \left(\dfrac{\text{উ}}{\text{অ}}\right) = \dfrac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{শ্রম-শক্তির মূল্য}}$

$= \dfrac{\text{উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{আবশ্যিক শ্রম}}$

এই সূত্রগুলির মধ্যে প্রথম দুটি যা প্রকাশ করে বিবিধ মূল্যের অনুপাত হিসাবে, তৃতীয়টি তাই প্রকাশ করে বিবিধ সময়ের অনুপাত হিসাবে, যে যে সময়ে এই মূল্যগুলি উৎপাদিত হয়। পরস্পরের-পরিপূরক এই সূত্রগুলি কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট ও সঠিক। সুতরাং আমরা এগুলিকে চিরায়ত রাষ্ট্রিক অর্থতত্ত্বেও পাই মূলতঃ নির্ণয়ীকৃত আকারে, যদিও তা সচেতন ভাবে করা হয়নি। সেখানে আমরা উল্লিখিত সূত্রগুলি থেকে উপনীত নিম্নোধৃত সূত্রসমূহও পাই :

(২) $\dfrac{\text{উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{শ্রম-দিবস}} = \dfrac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{উৎপন্ন ফলের মূল্য}} = \dfrac{\text{উৎপন্ন দ্রব্য}}{\text{মোট উৎপন্ন ফল}}$

একই অনুপাত এখানে প্রকাশিত হয়েছে বিবিধ শ্রম-সময়ের অনুপাত হিসাবে, যে যে মূল্যে এই বিবিধ শ্রম-সময় মূর্ত হয়, সেই সেই সময়ের অনুপাত হিসাবে এবং যে যে উৎপন্ন দ্রব্যে ঐ বিবিধ মূল্য বিদ্যমান থাকে, সেই সেই দ্রব্যের অনুপাত হিসাবে। এটা অবশ্য স্পষ্ট যে, 'উৎপন্ন ফলের মূল্য' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে একটি শ্রম-দিবসে কেবল নোতুন সৃষ্ট মূল্যটিকে—উক্ত উৎপন্ন ফলের মূল্যের স্থির অংশটিকে বাদ দিয়ে।

(২) এর অন্তর্ভুক্ত সব কটি সূত্রেই শ্রম-শোষণের আসল মাত্রাটি, অথবা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি মিথ্যাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ধরা যাক, একটি ১২ ঘণ্টার শ্রম-দিবস। তা হলে, আগেকার দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা যা যা ধরে নিয়েছি,

সেইগুলি এ ক্ষেত্রেও ধরে নিলে শ্রম-শোষণের আসল মাত্রাটি প্রকাশ পাবে এই এই অনুপাতে :

$$\frac{\text{৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-সময়}}{\text{৬ ঘণ্টা আবশ্যিক সময়}} = \frac{\text{৩ শিলিং উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{৩ শিলিং অ-স্থির মূলধন}} = \text{১০০}\%$$

কিন্তু (২) নম্বরের সূত্রগুলি থেকে আমরা যা পাই তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ; আমরা পাই :

$$\frac{\text{৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{১২ ঘণ্টা শ্রম-দিবস}} = \frac{\text{৩ শিলিং উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{৬ শিলিং সৃষ্ট মূল্য}} = \text{৫০}\%$$

আসলে এই (২) নম্বরের অন্তর্ভুক্ত সূত্রগুলি কেবল সেই অনুপাতটিকেই প্রকাশ করে, যে-অনুপাতে শ্রম-দিবসটি, কিংবা তার উৎপাদিত মূল্যটি ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত হয়। যদি তাদের গণ্য করা হয় মূলধনের আত্ম-সম্প্রসারণের মাত্রার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি হিসাবে, তা হলে নিম্নোক্ত ভ্রান্ত নিয়মটি সঠিক বলে ধারণা হবে : উদ্বৃত্ত-শ্রম বা উদ্বৃত্ত-মূল্য কখনো শতকরা ১০০ ভাগে পৌঁছাতে পারে না।[১] যেহেতু

১. "Dritter Brief an V. kirchmann von Rodbertus. Widerlegung der Ricardo's chen Lehre von der Grundrente und Begrundung einer neuen Rententheorie" দ্রষ্টব্য। এই চিঠিটিতে আমি পরে আবার ফিরে আসব ; খাজনা সম্পর্কে এর ভুল তত্ত্ব সত্ত্বেও, এ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রকৃতি দেখতে সক্ষম হয়েছে। [তৃতীয় জার্মান সংস্করণে সংযোজিত : এ থেকে বোঝা যায় মার্কস কতটা সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর পূর্বগামীদের বিচার করতেন—যখনি তিনি তাঁদের মধ্যে খুঁজে পেতেন সত্যকার অগ্রগতি কিংবা নোতুন ও সুষ্ঠু ভাবনা। পরবর্তী কালে রুড মেয়ারের কাছে লেখা রডবার্টাসের এই চিঠিগুলি প্রকাশিত হয় এবং তা থেকে দেখা যায় যে মার্কসের উল্লিখিত স্বীকৃতির কিছুটা সীমিত-করণ দরকার। ঐ চিঠিগুলিতে এই অনুচ্ছেদটি রয়েছে, 'মূলধনকে কেবল শ্রমের কাছ থেকে রক্ষা করলেই চলবে না, তার নিজের কাছ থেকেও রক্ষা করতে হবে এবং সেটা সবচেয়ে ভাল ভাবে করা যাবে, যদি শিল্প-ধনিকের কাজ-কর্মকে আমরা গণ্য করি এমন অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড হিসাবে যার দায়িত্ব মূলধনের দায়িত্বের সঙ্গে তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং তাঁর মুনাফাকে গণ্য করি এক প্রকারের বেতন হিসাবে, কেননা আমরা এখনো অন্য কোনো সামাজিক সংগঠনকে জানিনা। কিন্তু বেতনকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, এমনকি কমানোও যেতে পারে, যদি বেতন মজুরি থেকে খুব বেশি নিয়ে নেয়। সমাজের মধ্যে মার্কসের

উদ্বৃত্ত-শ্রম হচ্ছে সৃষ্ট মূল্যেরই একাংশ, সেহেতু উদ্বৃত্ত-শ্রম, অবশ্যই সব সময়ে হবে শ্রম-দিবসের চেয়ে অল্পতর কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্য অবশ্যই সব সময়ে হবে সৃষ্ট মূল্যের চেয়ে অল্পতর। কিন্তু ১০০ : ১০০ অনুপাতে পৌছাতে তারা অবশ্যই হবে সমান সমান। যাতে করে উদ্বৃত্ত-শ্রম গোটা শ্রম-দিবসটিকেই (অর্থাৎ যেকোনো সপ্তাহের বা বছরের একটি গত দিবসকে) আত্মসাৎ করতে পারে, আবশ্যিক শ্রমকে অবশ্যই পর্যবসিত হতে হবে শূন্যে। কিন্তু যদি আবশ্যিক শ্রম অন্তর্হিত হয় তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রমও হয় অন্তর্হিত ; কেননা দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই একটি ক্রিয়া।

$\frac{\text{উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{শ্রম-দিবস}}$ কিংবা $\frac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{সৃষ্ট-মূল্য}}$ —এই অনুপাত কখনো $\frac{১০০}{১০০}$ মাত্রায় পৌছাতে পারে না, $\frac{১০০+x}{১০০}$ তে উঠতে তো পারেই না। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের বেলায়, শ্রম-শোষণের আসল হারের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে এল-ভ্য লেভারগেঁ-র হিসাবটাই ধরা যাক ; এই হিসাব অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিক পায় উৎপন্ন ফসলের মাত্র $\frac{১}{৪}$, অন্য দিকে ধনিক (কৃষক) পায় $\frac{৩}{৪}$;[১] এই লুঠের মাল কিভাবে পরে ধনিক, ভূস্বামী ও অন্যান্যদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়, সে প্রশ্ন এখানে তোলা হচ্ছে না। এই হিসাব অনুযায়ী একজন ইংরেজ কৃষি শ্রমিকের উদ্বৃত্ত-শ্রমের সঙ্গে তার আবশ্যিক শ্রমের অনুপাত দাঁড়ায় ৩ : ১, যদনুযায়ী শোষণের মাত্রা দাঁড়ায় শতকরা ৩০০ ভাগ।

শ্রম-দিবসকে আয়তনে স্থির হিসাবে গণ্য করার প্রিয় পদ্ধতিটি, (২)-নম্বরভুক্ত সূত্রাবলীর ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সুস্থিত প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল, কেননা ঐ সূত্রগুলিতে উদ্বৃত্ত-শ্রমকে সব সময়ে তুলনা করা হয় একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের শ্রম-দিবসের সঙ্গে। একই ব্যাপার প্রযোজ্য হয় যখন উৎপাদিত মূল্যের পুনর্বণ্টনকেই একান্তভাবে নজরে রাখা হয়।

সবলে প্রবেশ, আমি তাঁর বইখানাকে তাই বলেই মনে করি, অবশ্যই প্রতিহত করতে ···সব মিলিয়ে মার্কসের বইটি যে পরিমাণে মূলধন সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধান, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে মূলধনের বর্তমান রূপের বিরুদ্ধে, যে-রূপটিকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন মূলধনের খোদ ধারণাটারই সঙ্গে, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ।" তাঁর "সামাজিক চিঠিপত্রে' রডবার্টাস যে নির্ভীক আক্রমণ চালিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা পর্যবসিত হয় এই মতাদর্শমত জগাখিচুড়িতে।—এফ. এঙ্গেলস।]

১. উৎপন্নের যে অংশটি কেবল অগ্রিম-দত্ত স্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপন করে, সেটিকে অবশ্য এখানে হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের একজন অন্ধ স্তাবক মিঃ এল দ্য লেভার্ন'র প্রবণতা হল ধনিকের হিস্যাকে খুব বেশি করে না ধরে খুব কম করে ধরা।

উদ্বৃত্ত-মূল্যকে এবং শ্রম-শক্তির মূল্যকে সৃষ্ট মূল্যের ভগ্নাংশ হিসাবে গণ্য করার অভ্যাস—এমন একটি অভ্যাস যার উৎপত্তি ঘটে স্বয়ং ধনতান্ত্রিক-উৎপাদন-পদ্ধতি থেকেই, এবং যার তাৎপর্য এর পরে আলোচনা করা হবে—এই অভ্যাস সেই খোদ লেন-দেনের ব্যাপারটাকেই লুকিয়ে রাখে, যা মূলধনের বৈশিষ্ট্য, যথা, জীবন্ত শ্রম-শক্তির জন্য অ-স্থির মূলধনের বিনিময় এবং, তার পরিণামে, উৎপন্ন ফল থেকে শ্রমিকের বঞ্চনা। আসল ঘটনার পরিবর্তে আমরা পাই এমন একটি সম্মিলনের একটি মিথ্যা প্রতিরূপ যাতে শ্রমিক এবং ধনিক উক্ত ফলটির উৎপাদনে তাদের নিজ নিজ উপাদান-সমূহের অবদান অনুপাতে সেটিকে ভাগ করে নেয়।[১]

তা ছাড়া, (২)-নং সূত্রাবলীকে যে-কোনো সময়ে (১)-নং সূত্রাবলীতে রূপান্তরিত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আমাদের থাকে $\frac{\text{৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{১২ ঘণ্টা কর্ম-দিবস}}$, তাহলে যেহেতু আবশ্যিক শ্রম-সময় হল ১২ ঘণ্টা বিয়োগ ৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রম, সেহেতু আমরা পাই নিম্নোক্ত ফলটি :

$$\frac{\text{৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{৬ ঘণ্টা আবশ্যিক শ্রম}} = \frac{\text{১০০}}{\text{১০০}}$$

আরো একটি তৃতীয় সূত্র আছে, যার আভাস আমি ইতিপূর্বে মাঝে মাঝে দিয়েছি; সে সূত্রটি এই :

$$(৩)\quad \frac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{শ্রম-শক্তির মূল্য}} = \frac{\text{উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{আবশ্যিক শ্রম}} = \frac{\text{মজুরি-প্রদত্ত শ্রম}}{\text{মজুরি-বঞ্চিত শ্রম}}$$

উপরে আমরা যে বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছি, তার পরে আর $\frac{\text{মজুরি-প্রদত্ত শ্রম}}{\text{মজুরি-বঞ্চিত শ্রম}}$ এই সূত্রের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি না যে ধনিক শ্রম-

১. ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সমস্ত সু-পরিণত রূপই হল সহযোগের বিভিন্ন রূপ; তাই তাদের স্ববিরোধী চরিত্র থেকে একটা অমূর্ত তত্ত্বে উপনীত হওয়া এবং সেই রূপগুলিকে এক কথায় কোন-না-কোন ধরনের স্বাধীন সম্মিলনে রূপান্তরিত করার তুলনায় সহজতর আর কিছু নেই, যা করেছেন এ দ্য লাবোর্দে তাঁর "De l' Esprit d' Association dans tous les interets de la communaute"-এ (প্যারিস, ১৮১৮)। এইচ্ ক্যারি নামক সেই ইয়াংকিটিও মাঝে মাঝে সমান সাফল্যের সঙ্গে এই ধরনের ছলাকলা পরিদর্শন করেন—এমনকি ক্রীতদাসত্ব থেকে উদ্ভূত সম্পর্ক সমূহের ক্ষেত্রেও।

শক্তির জন্য মূল্য দেয় না, মূল্য দেয় শ্রমের জন্য। এই সূত্রটি কেবল $\frac{\text{উদ্বৃত্ত-শ্রম}}{\text{আবশ্যিক শ্রম}}$ সূত্রটিরই জনরঞ্জন সংস্করণ। ধনিক মূল্য দেয় যতটা পর্যন্ত শ্রম-শক্তির দাম তার মূল্যের সঙ্গে অনুরূপ হয় এবং বিনিময়ে স্বয়ং জীবন্ত শ্রমের ভোগ-ব্যবহারের উপরে অধিকার প্রাপ্ত হয়। তার ভোগ-স্বত্ব দুটি সময়ের উপরে বিস্তৃত থাকে। একটি সময় যখন শ্রমিক এমন একটি মূল্য উৎপাদন করে যা কেবল তার শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান হয়, সে তার একটি তুল্যমূল্য সামগ্রী উৎপাদন করে এইভাবে ধনিক শ্রম-শক্তির দাম বাবদে যা অগ্রিম দিয়ে থাকে, প্রতিদানে তার একই দামের উৎপন্ন দ্রব্য পায়। ব্যাপারটা যেন এইরকম যে সে উক্ত দ্রব্যটি 'রেডি-মেড' আকারেই বাজার থেকে কিনেছে। বাকি সময়টিতে, উদ্বৃত্ত-শ্রমের সময়টিতে, উক্ত শ্রম-শক্তির উপরে ধনিকের ভোগ-স্বত্ব তার (ধনিকের) জন্য এমন একটি মূল্য সৃষ্টি করে যার জন্য তাকে কোনো প্রতিদান দিতে হয় না।[১] শ্রম-শক্তির এই ব্যয় সে পেয়ে যায় মুফতে। এই অর্থেই উদ্বৃত্ত-শ্রমকে মজুরি-বঞ্চিত শ্রম বলা যায়।

সুতরাং, মূলধন কেবল, অ্যাডাম স্মিথ যা বলেছেন, শ্রমের উপরে আধিপত্য, তাই নয়। মূলধন মূলতঃ মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের উপরে আধিপত্য। সমস্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা পরবর্তী কালে যে-বিশেষ রূপটিতেই (মুনাফা, সুদ বা খাজনা) তা স্ফটিকায়িত হোক না কেন, তা মর্মগত ভাবে মজুরি-বঞ্চিত শ্রমেরই বাস্তবায়ন। মূলধনের আত্ম-সম্প্রসারণের গুপ্ত রহস্যটি আত্ম-প্রকাশ করে অন্য লোকের মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে ভোগ-স্বত্ব হিসাবে।

২. 'ফিজিওক্র্যাট'রা যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্যের রহস্য ভেদ করতে পারেন নি, তবু এই পর্যন্ত তাঁদের কাছে পরিষ্কার ছিল যে, "une richesse independante et disponible qu'il (the possessor) n'a point achetee et qu'il vend,, (Turgot: Reflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses." p. 11).

ষষ্ঠ বিভাগ

মজুরি

উনবিংশ অধ্যায়

॥ শ্রম-শক্তির মূল্যের (এবং যথাক্রমে দামের) মজুরিতে রূপান্তর ॥

বুর্জোয়া সমাজের উপরিতলে শ্রমিকের মজুরি প্রতিভাত হয় শ্রমের দাম হিসাবে, একটি বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য ব্যয়িত একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ। এই জন্যই লোকে শ্রমের মূল্যের কথা বলে এবং অর্থের অঙ্কে তার অভিব্যক্তিকে তার আবশ্যিক বা স্বাভাবিক দাম বলে অভিহিত করে। এবং এই মূল্যের পরিমাণকে আমরা কি ভাবে পরিমাপ করি? তার মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণ দিয়ে। তা হলে, ধরা যাক, ১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসের মূল্য কি ভাবে নিরূপিত হয়? ১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবসের মধ্যে বিধৃত ১২ ঘণ্টা দ্বারা; এটা একই কথার একটি আজগুবি পুনরাবৃত্তি।[১]

---

১. 'মিঃ রিকার্ডো যথেষ্ট কৌশল সহকারে একটা সমস্যা পরিহার করেন, যে-সমস্যাটা, প্রথম দৃষ্টিতে, তাঁর এই মতবাদকে আচ্ছন্ন করে ফেলার আশংকা সৃষ্টি করেছিল: মূল্য নির্ভর করে উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের উপরে। যদি এই নীতির প্রতি কঠোর ভাবে নিষ্ঠাবান হতে হয়, তা হলে এই সিদ্ধান্ত টানতে হয় যে, শ্রমের মূল্য নির্ভর করে তার উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের উপরে—যা স্পষ্টতই অসম্ভব। সুতরাং একটা সুকৌশলী মোচড় মেরে মিঃ রিকার্ডো শ্রমের মূল্যকে নির্ভরশীল করে তোলেন মজুরি উৎপাদন করতে যে-পরিমাণ শ্রম লাগে, তার উপরে; কিংবা তাঁকে যদি নিজের ভাষাতেই বলার সুবিধা দেওয়া যায়, তিনি পোষণ করেন যে, শ্রমের মূল্য হিসাবে করতে হবে মজুরি উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শ্রমের দরকার হয় তার দ্বারা; যার দ্বারা তিনি বোঝাতে চান শ্রমিককে প্রদত্ত অর্থ বা পণ্য উৎপাদন করতে

বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রীত হতে হলে, বিক্রয়ের আগে শ্রমের অস্তিত্ব সর্ব ক্ষেত্রেই আবশ্যিক। কিন্তু শ্রমিক যদি তাকে একটি স্বতন্ত্র বাস্তব অস্তিত্ব দান করতে পারত, তা হলে সে একটি পণ্যই বিক্রয় করত, শ্রম বিক্রয় করত না।[১]

এই সমস্ত স্ববিরোধ ছাড়াও, জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে অর্থের, তথা রূপায়িত শ্রমের প্রত্যক্ষ বিনিময় হয়, মূল্যের নিয়মটির—যে নিয়মটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে সবেমাত্র নিজেকে অবাধে বিকশিত করতে শুরু করে, সেই নিয়মটির—অবসান ঘটাবে, আর নয়তো, মজুরি-শ্রমের উপরে প্রত্যক্ষত প্রতিষ্ঠিত খোদ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনেরই অবসান ঘটাবে। ১২ ঘণ্টার একটি শ্রম-দিবস নিজেকে মূর্ত করে একটি অর্থ-মূল্যে, ধরা যাক, ৬ শিলিংয়ে। হয়, দুটি তুল্যমূল্যের মধ্যে বিনিময় ঘটে এবং তখন শ্রমিক তার ১২ ঘণ্টার শ্রমের জন্য ৬ শিলিং প্রাপ্ত হয়; তার শ্রমের দাম তার উৎপন্ন দ্রব্যের দামের সমান হয়। এই ক্ষেত্রে সে তার শ্রমের ক্রেতার জন্য কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে না, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিটাই অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক এই ভিত্তিটির উপরেই সে তার শ্রম বিক্রি করে এবং তার শ্রম হচ্ছে মজুরি-শ্রম। আর নয়তো, সে তার ১২ ঘণ্টার শ্রমের জন্য পায় ৬ শিলিংয়ের কম অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার শ্রমের চেয়ে কম। ১২ ঘণ্টার শ্রমের সঙ্গে বিনিময় ঘটে ১০, ৬ ইত্যাদি ঘণ্টার শ্রম। অসম দুটি পরিমাণের সমতা-বিধান কেবল একটি আত্ম-বিধ্বংসী স্ববিরোধ এমন কি কোন ভাবেই একটি নিয়ম হিসাবেও বিধৃত বা সূত্রায়িত করা যায় না।

যে-পরিমাণ শ্রমের দরকার হয় তাই। ওকথা বলার মানেও যেমন, একথা বলার মানেও তেমন যে, কাপড়ের মূল্যের হিসাব করা হয় তার উৎপাদনে যে-পরিমাণ শ্রম অর্পিত হয়, তার দ্বারা নয়; হিসাব করা হয় ঐ কাপড়ের বিনিময়ে যে রুপো পাওয়া যায়, সেই রুপো উৎপাদনে কতটা শ্রম অর্পিত হয়েছে তার দ্বারা।' ('এ ক্রিটিক্যাল ডিসারটেশন অন দি নেচর…অব ভ্যালু,' পৃঃ ৫০, ৫১)।

১. আপনি যদি শ্রমকে একটি পণ্য বলেন যা প্রথমে উৎপন্ন হয় বিনিময় করার জন্য, এবং পরে নিয়ে আসা হয় বাজারে, যেখানে তা অবশ্যই বিনিমিত হবে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী যে পরিমাণ তখন বাজারে থাকতে পরে; শ্রম সৃষ্ট হয় তখনি, যে-মুহূর্তে তাকে বাজারে আনা হয়; এমনকি তাকে বাজারে আনা হয় তার সৃষ্টি হবার আগেই।' ("অবজার্ভেশসন অন সার্টেন ভার্বাল ডিসপিউটস," পৃঃ ৭৫, ৭৬)।

২. "শ্রমকে একটা পণ্য হিসাবে এবং শ্রমের ফল যে মূলধন তাকে আরেকটা পণ্য হিসাবে গণ্য করলে, তারপরে এই দুটি পণ্যের দুটি মূল্যকে শ্রমের সমান পরিমাণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করলে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম…সেই পরিমাণ মূলধনের সঙ্গে বিনিমিত হবে, যা উৎপাদিত হয়েছে একই পরিমাণ শ্রমের দ্বারা; পূর্বতন শ্রম… বিনিমিত হবে একই পরিমাণ বর্তমান শ্রমের সঙ্গে। কিন্তু অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কে

রূপায়িত শ্রম এবং জীবন্ত শ্রম—এই রূপগত পার্থক্যের মধ্যে বেশি শ্রমের সঙ্গে অল্প শ্রমের বিনিময়ের কোন সূত্র বার করা নিরর্থক।[১] এটা আরও আজগুবি, কেননা একটি পণ্যের মূল্য তার মধ্যে সত্য সত্যই রূপায়িত হয়েছে এমন শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের জন্য আবশ্যক জীবন্ত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা। ধরা যাক, একটি পণ্য ৬টি শ্রম ঘণ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি এমন একটা আবিষ্কার ঘটে যার দ্বারা ঐ পণ্যটি ৩ ঘণ্টাতেই করা যায়, তা হলে তার মূল্য, এমন কি যেটি আবিষ্কারের আগেই উৎপন্ন হয়েছে, তারও মূল্য অর্ধেক হয়ে যায়। আগে যে পণ্যটি প্রতিনিধিত্ব করত ৬ ঘণ্টা আবশ্যিক শ্রমের, এখন তা প্রতিনিধিত্ব করে ৩ ঘণ্টা সামাজিক শ্রমের। এটা হচ্ছে ঐ পণ্যটি উৎপাদন করতে যতটা শ্রম লাগে, তার পরিমাণ, তার রূপায়িত আকার নয়, যার দ্বারা একটি পণ্যের মূল্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়।

বাস্তবিক পক্ষে, বাজারে টাকার মালিকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যার মুখোমুখি হয়, তা শ্রম নয় শ্রমিক। সে যা বিক্রি করে, তা হল তার শ্রম শক্তি। যে মুহূর্ত থেকে তার শ্রম কার্যতঃ আরম্ভ হয়, সেই মুহূর্ত থেকে সে আর তার শ্রমের মালিক থাকে না, সুতরাং তখন সে আর তা বিক্রি করতে পারে না। শ্রম হচ্ছে মূল্যের অন্তর্বস্তু, তার অন্তর্নিহিত পরিমাপ, কিন্তু **শ্রমের নিজের কোনো মূল্য নেই**।[২]

"শ্রমের মূল্য" কথাটির মধ্যে মূল্যের ধারণাটি কেবল যে মুছে যায়, তা-ই নয়, বস্তুতঃ উল্টে যায়। "পৃথিবীর মূল্য" কথাটির মত "শ্রমের মূল্য" কথাটিও কাল্পনিক। অবশ্য, উৎপাদনের সম্পর্কসমূহ থেকেই এই ধরনের কাল্পনিক কথার উদ্ভব ঘটে। এগুলি হল মর্মগত সম্পর্কসমূহের জন্য বাহ্য রূপগুলির বিবিধ অভিধা মাত্র। অনেক সময়েই যে, জিনিসের বাহ্য রূপ নিজেকে উপস্থিত করে উল্টো ভাবে, এই ঘটনা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ছাড়া প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেরই সুপরিজ্ঞাত।[৩]

শ্রমের মূল্য নির্ধারিত সম-পরিমাণ শ্রমের দ্বারা নয়।" (ই· জি ওয়েকফিল্ড, অ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অব নেশনস'-এর তৎকৃত সংস্করণে, প্রথম খণ্ড, লণ্ডন ১৮৩৬, পৃঃ ২৩১, টীকা)।

১. 'Il a fallu convenir (a new edition of the contrat social !) que toutes les fois qu'il echangerait due travail fait contre du lavail a faire ; le dernier (le capitaliste) aurait une valeur superieure au premier' (le travailleur). Simonde (i.e. Sismondi), "De la Richesse Commerciale," Geneve, 1803, t. 1. পৃঃ 37.

২. 'শ্রম মূল্যের একান্ত মান···সমস্ত ধনের স্রষ্টা, কোনো পণ্য নয়।' টমাস হজস্কিন, 'পপুলার পলিটিক্যাল ইকনমি,' পৃঃ ১৮৬।

৩. অন্য দিকে, এই ধরনের বাচনভঙ্গিকে নিছক 'কবিশোভন স্বাধিকার' বলে

"শ্রমের দাম"—এই অভিধাটি চিরায়ত রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব বিনা সমালোচনাতেই দৈনন্দিন জীবন থেকে ধার করে নিল এবং তার পরে সরলভাবে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করল, কিভাবে এই দামটি নিরূপিত হয়? চিরায়ত অর্থতত্ত্ব অচিরেই বুঝতে পারল যে, চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কে কোন পরিবর্তন, বাকি সমস্ত পণ্যের দামের ক্ষেত্রেও যেমন, শ্রমের দামের ক্ষেত্রেও তেমন, তার পরিবর্তনগুলি ছাড়া, অর্থাৎ একটি বিশেষ মানের উর্ধ্বে বা নীচে বাজার দরের ওঠা-নামাগুলি ছাড়া, আর কিছুই ব্যাখ্যা করে না। বাকি সমস্ত কিছু অপরিবর্তিত থেকে, যদি চাহিদা ও যোগান সমান হয়, তাহলে দামের ওঠানামা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানও কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যখন চাহিদা ও যোগান সাম্যাবস্থায় থাকে, তখনকার শ্রমের দাম হচ্ছে তার স্বাভাবিক দাম—যা নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। কিন্তু এই দামটি কিভাবে নির্ধারিত হয়, ঠিক সেইটাই তো প্রশ্ন। অথবা, ওঠা-নামার একটি

ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা কেবল ঐ বিশ্লেষণের নিষ্ফলত্বই প্রমাণ করে। এই কারণেই প্রুধোঁর যে উক্তি: "Le travail est dit valoir, non pas en tant que marchandise lui-meme, mais en vue des valeurs qu'on suppose renfermees puissanciellement en lui. La valeur du travail est une expression figuree," সেই উক্তির উত্তরে আমি মন্তব্য করেছি, "Dans le travail-marchandise qui est d'une realite effrayante il (Proudhon) ne voit qu'une ellipse grammaticale. Donc, toute la societe actuelle fondee sur le travail-marchandise, est desormais fondee sur une license poetique, sur une expression figuree. La societe veut-elle 'eliminer tous les inconvenients,' qui la travaillent, eh bien; qu'elle elimine les termes malsonnants, qu'elle change de langage, et pour cela elle n'a qu'a s'adresser a l'Academie pour lui demander une nouvelle edition de son dictionnaire." (Karl Marx, "Misere de la Philosophie," pp. 34, 35). স্বভাবতই মূল্যের দ্বারা কিছুই না বোঝা আরো সহজ। সেক্ষেত্রে যে কেউ অনায়াসেই এই শিরোনামের অধীনে সব কিছুই ধরে নিতে পারেন। যেমন, জে বি সে প্রশ্ন করেন, 'valeur' কি? উত্তর: 'C'est ce qu'une chose vau't। এবং "prix" কি? উত্তর: 'La valeur d'une chose exprimee en monnaie.' এবং কেন 'le travail de la terre···une valeur? Parce qu'on y met un prix., সুতরাং একটি জিনিসের মূল্য হচ্ছে তাই, যা তার মূল্য এবং জমির 'মূল্য' আছে, কেননা তার মূল্য 'প্রকাশিত হয় টাকার অঙ্কে'। যাই হোক, কোন কিছুর হেতু ও উৎস বোঝাবার পক্ষে এটা বড় সরল উপায়!

দীর্ঘতর সময়কে, ধরা যাক, একটি গোটা বছরকে, নেওয়া হল এবং দেখা গেল যে ওঠা-নামাগুলি পরস্পরকে খারিজ করে দিল, যার ফলে থেকে গেল একটি গড়পড়তা পরিমাণ, একটি আপেক্ষিক ভাবে স্থির আয়তন। স্বভাবতই তাকে নির্ধারণ করতে হলে তার নিজের পরস্পর-পরিপূরক পরিবর্তনগুলির সাহায্যে ছাড়া, অন্য কিছুর সাহায্যে তা করতে হবে। এই যে দামটি, যা সর্বদাই শেষ পর্যন্ত শ্রমের আকস্মিক বাজার-দামগুলির উপরে আধিপত্য করে এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই "আবশ্যিক দামটি" ('ফিজিওক্র্যাট'দের মতে), এই "স্বাভাবিক দামটি" (অ্যাডাম স্মিথের মতে), যেমন অন্যান্য সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে, তেমন এ ক্ষেত্রেও অর্থের অঙ্কে অভিব্যক্ত তার মূল্য ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এই ভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব আশা করল শ্রমের আকস্মিক দাম-গুলির মধ্যে, শ্রমের মূল্যের মধ্যে, তির্যকভাবে প্রবেশ করতে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন এই ক্ষেত্রেও এই মূল্য নির্ধারিত হল উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা। কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ স্বয়ং শ্রমিকের উৎপাদন বা পুনরুৎপাদনের ব্যয় কি? রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বে এই প্রশ্নটি অচেতন ভাবে মূল প্রশ্নটির স্থান গ্রহণ করল; কেননা শ্রমের উৎপাদন-ব্যয়ের সন্ধানে অন্বেষণ চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকল এবং কখনো বিদায় নিল না। সুতরাং অর্থতত্ত্ববিদেরা যাকে বলেন শ্রমের মূল্য, তা আসলে শ্রম-শক্তির মূল্য, যে-ভাবে সেই শক্তি থাকে শ্রমিকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যা তার কাজ থেকে অর্থাৎ শ্রম থেকে ততটা ভিন্ন, যতটা ভিন্ন একটি মেশিন তার করণীয় কাজ থেকে। শ্রমের বাজার দাম ও তার তথাকথিত মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্য নিয়ে, মুনাফা-হারের সঙ্গে এবং শ্রম ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মূল্য সমূহের সঙ্গে এই মূল্যের সম্পর্ক নিয়ে, ব্যস্ত থাকায় তাঁরা কখনো আবিষ্কার করলো না যে, আলোচনার ধারাটি কেবল শ্রমের বাজার দাম থেকে তার পরিগৃহীত মূল্যের দিকে চলে যায়নি, সেই সঙ্গে চলে গিয়েছে শ্রম-শক্তির মূল্যের মধ্যে স্বয়ং শ্রমের এই মূল্যেরই পর্যবসানে। চিরায়ত অর্থতত্ত্ব কখনো নিজের বিশ্লেষণের ফলাফলের সচেতনায় উপনীত হতে পারেনি; বিনা সমালোচনায় তা "শ্রমের মূল্য" "শ্রমের স্বাভাবিক দাম" ইত্যাদির মত অভিধাগুলিকে চূড়ান্ত বলে এবং আলোচনাধীন মূল্য-সম্পর্কের সঠিক পরিচায়ক বলে গ্রহণ করেছিল, এবং এর ফলে চালিত হয়েছিল অমোচনীয় বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্ব বিরোধে (যে বিষয়টি আমরা পরে দেখব); সেই সঙ্গে হাতুড়ে অর্থনীতিবিদদের জন্য উপহার দিয়েছিল তাদের অগভীরতা অনুশীলনের জন্য নিরাপদ ভিত্তি, যা নীতিগত ভাবেই পূজা করে কেবল বাহ্যরূপ।

এর পরে আসুন আমরা দেখি কিভাবে এই রূপান্তরিত অবস্থায় শ্রম-শক্তির মূল্য (এবং মজুরি) তাদের নিজেদেরকে উপস্থিত করে।

আমরা জানি যে, শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য হিসাব করা হয় শ্রমিকের জীবনের একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে, যার সঙ্গে আবার সাযুজ্যপ্রাপ্ত হয় শ্রম-দিবসের একটি বিশেষ দৈর্ঘ্য। ধরা যাক, একটি প্রচলিত শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য হল ১২ ঘণ্টা এবং শ্রম-শক্তির

দৈনিক মূল্য হল ৩ শিলিং—৬ ঘণ্টার শ্রমকে বিধৃত করে এমন একটি মূল্যের আর্থিক অভিব্যক্তি। যদি শ্রমিক পায় ৩ শিলিং, তা হলে সে তার শ্রম-শক্তির মূল্য পায়, যা কাজ করে ১২ ঘণ্টা ধরে। এখন, যদি এক দিনের শ্রম-শক্তির এই মূল্যকে খোদ এক দিনের শ্রমের মূল্য হিসাবে প্রকাশ করা হয়, তা হলে আমরা এই সূত্রটিতে উপনীত হই: ১২ ঘণ্টার শ্রমের মূল্য ৩ শিলিং। শ্রম-শক্তির মূল্য এই ভাবে নির্ধারিত করে শ্রমের মূল্যকে অথবা আর্থিক অঙ্কে প্রকাশ করলে, শ্রমের আবশ্যিক দামকে। অন্যদিকে, যদি শ্রম-শক্তির দাম তার মূল্য থেকে পৃথক করা হয়, তা হলে, অনুরূপ ভাবে শ্রমের দামও তার তথাকথিত মূল্য থেকে পৃথক হয়।

যেহেতু 'শ্রমের মূল্য' 'শ্রম-শক্তির মূল্য' বোঝাবার পক্ষে কেবল একটি অযৌক্তিক ভাষা, এটা অবশ্যই অনুসরণ করে যে শ্রমের মূল্য সব সময়েই হবে তার উৎপাদিত মূল্যের তুলনায় কম, কেননা শ্রম-শক্তির আপন মূল্য পুনরুৎপাদন করতে যতটা সময় লাগে ধনিক তাকে সব সময়েই দীর্ঘতর সময় কাজ করতে বাধ্য করে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তটিতে, ১২ ঘণ্টা ধরে কাজ করে যে শ্রম-শক্তি তার মূল্য হল ৩ শিলিং—এমন একটি মূল্য যা পুনরুৎপাদনের জন্য লাগে ৩ ঘণ্টা। অন্য দিকে, উক্ত শ্রম-শক্তি যে-মূল্য উৎপাদন করে, তার মূল্য হল ৬ শিলিং, কারণ বস্তুতঃ পক্ষে তা কাজ করে ১২ ঘণ্টা ধরে, এবং তা যে-মূল্য উৎপাদন করে, সেই মূল্য তার নিজের মূল্যের উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে তা যত সময় কাজ করে তার দৈর্ঘ্যের উপরে। তা হলে আমরা এমন একটি ফল পাই যা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়: যে, শ্রম সৃষ্টি করে ৬ শিলিং মূল্য, তার নিজের মূল্য ৩ শিলিং।[১]

আমরা আরো দেখতে পাই: ৩ শিলিং মূল্য, যার দ্বারা দিবসটির মাত্র একটি অংশের মূল্য দেওয়া হয়, তা প্রতিভাত হয়, সমগ্র ১২ ঘণ্টার শ্রম-দিবসটির মূল্য বা দাম হিসাবে—যে ১২ ঘণ্টায় অন্তর্ভুক্ত আছে এমন ৬টি ঘণ্টা যার জন্য মূল্য দেওয়া হয়নি। এই ভাবে মজুরি-রূপ শ্রম-দিবসের আবশ্যিক ও উদ্বৃত্ত-শ্রমে, মূল্য-প্রদত্ত ও মূল্য-বঞ্চিত শ্রমে বিভাজনের সকল চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সমস্ত শ্রমই প্রতিভাত হয় মূল্য-প্রদত্ত শ্রম হিসাবে। বেগার প্রথায়, শ্রমিকের নিজের জন্য শ্রম হিসাবে। বেগার প্রথায়, শ্রমিকের নিজের জন্য শ্রম এবং তার প্রভুর জন্য তার বাধ্যতামূলক শ্রম—এই দুয়ের মধ্যে স্থান ও কালের দিক থেকে পার্থক্য যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ

১. দ্রষ্টব্য: 'Zur Kritik der Politischen Oekonomie,' পৃঃ ৪০, যেখানে আমি বলেছি যে, মূলধন-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশে এই সমস্যাটি আলোচিত হবে। 'কেবল শ্রম-সময়ের দ্বারা নির্ধারিত বিনিময়-মূল্যের ভিত্তিতে কেমন করে উৎপাদন এই ফলে উপনীত হয় যে, শ্রমের বিনিময়-মূল্য তার উৎপন্ন ফলের বিনিময়-মূল্যের চেয়ে কম?'

করে। দাস-শ্রমে এমনকি শ্রম-দিবসের যে অংশে দাস কেবল তার নিজের জীবন ধারণের উপকরণাদি প্রতিস্থাপন করে, অতএব, যে অংশে, সে কেবল তার নিজের জন্যই কাজ করে, সেই অংশটিও প্রতিভাত হয় মালিকের জন্য তার কাজ হিসাবে। দাসের সমস্ত শ্রমই প্রতিভাত হয় মূল্য-বঞ্চিত শ্রম হিসাবে।[১] মজুরি-শ্রমে, বিপরীত, এমন কি উদ্বৃত্ত-শ্রমও, কিংবা মূল্য-বঞ্চিত শ্রমও প্রতিভাত হয় মূল্য-প্রদত্ত শ্রম হিসাবে। ওখানে সম্পত্তি-সম্পর্ক দাসের নিজের জন্য কৃত শ্রমকে লুকিয়ে রাখে; এখানে অর্থ-সম্পর্ক মজুরি শ্রমিকের প্রতিদান-বঞ্চিত শ্রমকে লুকিয়ে রাখে।

সুতরাং মজুরির রূপে, যা খোদ শ্রমের মূল্য ও দামের রূপে শ্রম-শক্তির রূপান্তরণের চূড়ান্ত গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। এই যে বাহ্য রূপ, যা আসল সম্পর্কটিকে অদৃশ্য করে রাখে এবং বাস্তবিক পক্ষে, সেই সম্পর্কের প্রত্যক্ষ বিপরীতটিকেই প্রদর্শন করে থাকে—এই বাহ্যরূপটিই শ্রমিক এবং ধনিক উভয়েরই সমস্ত আইনগত ধারণার, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর সমস্ত রহস্যময়তার, স্বাধীনতা সম্পর্কে তার সমস্ত বিভ্রমের, হাতুড়ে অর্থতাত্ত্বিকদের সমস্ত ত্রুটিস্বীকারসূচক বক্তব্য-পরিবর্তনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

ইতিহাস যদি মজুরির মূলদেশে উপনীত হতে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকে, তা হলে, অন্য দিকে, এই মজুরি-রূপটির আবশ্যিকতা, অস্তিত্বের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার তুলনায় সহজতর আর কিছুই নেই।

মূলধন এবং শ্রমের মধ্যে বিনিময় প্রথমে আমাদের মনের কাছে হাজির হয় অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের মত একই চেহারায়। ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়, বিক্রেতা দেয় অর্থ থেকে প্রকৃতিগতভাবে আলাদা একটি জিনিষ। আইনবিদের চেতনা এখানে উপলব্ধি করে বড় জোর একটি বস্তুগত পার্থক্য, যা অভিব্যক্ত হয়েছে আইনগতভাবে সমরূপ এই সূত্রটির মধ্যে: "Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias"।

অধিকন্তু, বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য হল অপরিমেয় রাশি; তাই "শ্রমের মূল্য", "শ্রমের দাম" এই কথাগুলি "তুলোর মূল্য" "তুলোর দাম" কথাগুলির তুলনায় বেশি যুক্তিহীন নয়। তা ছাড়া, শ্রমিককে তার প্রাপ্য দেওয়া হয় সে শ্রম দিয়ে দেবার পরে। মূল্য দানের উপায় হিসাবে অর্থের যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা অনুযায়ী, অর্থ পরে সরবরাহ-

---

১. 'দি **মর্নিং স্টার**,' লণ্ডন থেকে প্রকাশিত অবাধ বাণিজ্যের একটি মুখপত্র, এত সরল যে প্রায় বোকা, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলাকালে, মানুষের যতটা নৈতিক ক্রোধ থাকতে পারে সেই সমগ্র ক্রোধ সহ, মুখপত্রটির উচিত ছিল লণ্ডনের ইস্ট-এণ্ড-এর একজন স্বাধীন শ্রমিকের দৈনিক ব্যয়ের সঙ্গে এমন একজন নিগ্রোর দৈনিক ব্যয় তুলনা করে দেখা।

কৃত জিনিসটির মূল্য বা দামটি—এই বিশেষ ক্ষেত্রে সরবরাহ-কৃত শ্রমের মূল্য বা দামটি —বাস্তবায়িত করে। সর্বশেষে, শ্রমিক ধনিককে যে ব্যবহার-মূল্য সরবরাহ করে তা আসলে তার শ্রম-শক্তি নয়, তা হচ্ছে শ্রম-শক্তির কাজ, কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন-পূরক শ্রম, দর্জির কাজ, জুতো তৈরি, সুতো কাটা ইত্যাদি। এই একই শ্রম যে আবার বিশ্বজনীন মূল্যস্রজনী উপাদান, এবং সেই কারণে এমন একটি গুণ যা তাকে বাকি সমস্ত পণ্য থেকে স্বতন্ত্রতা দান করে, তা মামুলি বুদ্ধির ধারণার বাইরে।

আসুন, আমরা নিজেদেরকে এমন একজন শ্রমিকের জায়গায় বসাই, যে ১২ ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে পায়, ধরুন, ৬ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য, ধরুন, ৩ শিলিং। বস্তুতঃ পক্ষে, তার দিক থেকে, তার এই ১২ ঘণ্টার শ্রম হচ্ছে তার ৩ শিলিং কেনার উপায়। তার জীবন-ধারণের মামুলি উপকরণাদির মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রম-শক্তির মূল্যও পরিবর্তিত হতে পারে, ৩ শিলিং থেকে ৪ শিলিং-এ, বা ৩ শিলিং থেকে ২ শিলিং-এ; অথবা যদি তার শ্রম-শক্তির মূল্য স্থির থাকে, তাহলে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কে পরিবর্তন অনুযায়ী তার দাম বেড়ে গিয়ে, ৪ শিলিং হতে পারে বা কমে গিয়ে ২ শিলিং হতে পারে। সে কিন্তু সব সময়ই দিচ্ছে ১২ ঘণ্টা শ্রম। এই ঘটনাটি অ্যাডাম স্মিথকে, যিনি শ্রম-দিবসকে গণ্য করতেন একটি স্থির রাশি[1] হিসাবে, এই ভুল সিদ্ধান্তে ঠেলে দিয়েছিল যে শ্রমের মূল্য স্থির থাকে, যদিও জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে, এবং, সেই কারণে, একই শ্রম-দিবস শ্রমিকের কাছে নিজেকে উপস্থিত করতে পারে বেশি বা কম টাকা হিসাবে।

অন্য দিকে আসুন ধনিকের অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখি। সে চায় যত কম টাকা দিয়ে যত বেশি শ্রম পাওয়া যায়, তাই পেতে। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে একমাত্র যে জিনিসটিতে তার আগ্রহ থাকে, সেটি হল শ্রম-শক্তির দাম এবং যে-মূল্য ঐ শ্রম-শক্তির কাজের দ্বারা সৃষ্ট হয় সেই মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্যটি। কিন্তু, সেখানে সে চায় যত সস্তায় সম্ভব সব জিনিস ক্রয় করতে এবং সময়ই তার মুনাফার কারণ হিসাবে দেখায় তার প্রতারণামূলক লেন-দেনকে—মূল্যের তুলনায় কমে ক্রয় করে মূল্যের তুলনায় বেশিতে বিক্রয় করার ব্যাপারটিকে। সুতরাং সে কখনো দেখতে পায় না, শ্রমের মূল্যের মত কোন একটা কিছু যদি সত্যই থাকত, এবং সে এই মূল্য দিয়ে দিত, তা হলে কোনো মূলধন থাকত না, তার অর্থ মূলধনে রূপান্তরিত হত না।

অধিকন্তু, মজুরির আসল গতিবিধি এমন সব বাহ্যরূপ উপস্থিত করে, যা যেন প্রমাণ করে যে শ্রম-শক্তির মূল্য বাবদে কিছু দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় তার কাজের মূল্য বাবদে, স্বয়ং শ্রমের মূল্য বাবদে। এই সব বাহ্য-রূপকে আমরা দুটি বড় বড় শ্রেণীতে

---

১. 'পিস-ওয়েজ'-এর ('জিনিস পিছু মজুরির) কথা বলতে গিয়ে অ্যাডাম স্মিথ কেবল হঠাৎ শ্রম-দিবসের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা বলে ফেলেন।

বিভক্ত করতে পারি : (১) শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মজুরির পরিবর্তন। কেউ অনুরূপ ভাবে এই সিদ্ধান্তেও আসতে পারেন যে, একটি মেশিনের মূল্য দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় তার কাজের মূল্য, কেননা এক দিনের জন্য একটি মেশিনকে ভাড়া করতে যা খরচ হয়, এক সপ্তাহের জন্য সেটাকে ভাড়া করলে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়। (২) একই ধরনের কাজ করে এমন বিভিন্ন শ্রমিকের মজুরিতে ব্যক্তিগত পার্থক্য। ক্রীতদাস-প্রথায়, যেখানে কোনো কথার মারপ্যাচ না করে, খোলাখুলি ও অবাধে খোদ শ্রম-শক্তিই বিক্রি হয়, সেখানে আমরা এই পার্থক্য প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তার দ্বারা প্রতারিত হই না। একমাত্র ক্রীতদাস-প্রথাতেই গড়ের তুলনায় উচ্চতর একটি শ্রম-শক্তির সুবিধা এবং গড়ের তুলনায় নিম্নতর একটি শ্রম-শক্তির অসুবিধা দাস-মালিককে প্রভাবিত করে; মজুরি-শ্রম প্রথায় তা স্বয়ং শ্রমিককে প্রভাবিত করে, কেননা এক ক্ষেত্রে সে নিজেই তার শ্রম-শক্তি বিক্রি করে, অন্য ক্ষেত্রে তৃতীয় এক ব্যক্তি তা বিক্রি করে।

বাহ্য-রূপ প্রসঙ্গে "শ্রমের মূল্য ও দাম" কিংবা "মজুরি" বাকি বিষয়ের ক্ষেত্রে তন্মধ্যে প্রকাশিত মর্মগত সম্পর্কের প্রতি তুলনায়, অর্থাৎ শ্রম-শক্তির মূল্য ও দামের প্রতি-তুলনায়, সেই পার্থক্য বলবৎ থাকে, যা বলবৎ থাকে সমস্ত বাহ্য-রূপ এবং তাদের প্রচ্ছন্ন অন্তর্বস্তুর মধ্যে। প্রথমটি প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রতিভাত হয় প্রচলিত চিন্তাধারা হিসাবে; দ্বিতীয়টিকে প্রথমতঃ আবিষ্কৃত হতে হয় বিজ্ঞানের দ্বারা। চিরায়ত অর্থতত্ত্ব জিনিসগুলির সত্যকার সম্পর্কের কিনারা প্রায় স্পর্শ করেছিল, যদিও সচেতনভাবে তাকে সূত্রায়িত করতে পারে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত বুর্জোয়া চামড়া তার গায়ে লেগে থাকবে, ততক্ষণ সে তা করতেও পারবে না।

বিংশ অধ্যায়

॥ সময়-ভিত্তিক মজুরি ॥

মজুরিসমূহ নিজেরাই আবার বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করে; গতানুগতিক অর্থ নৈতিক গ্রন্থগুলিতে এই ঘটনাটা স্বীকৃতি পায় না; এই সব গ্রন্থ একান্তভাবেই ব্যস্ত থাকে প্রশ্নটির বৈষয়িক দিকটি নিয়ে এবং সেই কারণেই তা রূপগত প্রত্যেকটি পার্থক্যকে উপেক্ষা করে। অবশ্য, এই ধরনের সব কটি রূপের বিশদ ব্যাখ্যা মজুরি-শ্রমের বিশেষ পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত এবং স্বভাবতই এই গ্রন্থের পরিধির মধ্যে পড়ে না। তবু দুটি মৌল রূপের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এখানে অত্যাবশ্যক।

স্মরণীয় যে, শ্রম-শক্তি বিক্রি হয় একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। সুতরাং যে-রূপান্তরিত শ্রম-শক্তির রূপে দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি মূল্য নিজেকে জাহির করে, তা হল সময়-ভিত্তিক মজুরির রূপ, সুতরাং দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি মজুরির রূপ।

তারপরে লক্ষণীয় যে, শ্রম-শক্তির দাম ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক আয়তনে পরিবর্তন সম্পর্কে সপ্তদশ অধ্যায়ে যে-নিয়মগুলি উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলিই একটি সরল রূপ-পরিবর্তনের মাধ্যমে মজুরির নিয়মাবলীতে পরিণত হয়। অনুরূপ ভাবে, শ্রম-শক্তির বিনিময়-মূল্য এবং জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মোট দ্রব্যসম্ভার যাতে এই বিনিময়-মূল্যটি রূপান্তরিত হয়—এই দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য এখন আবার দেখা দেয় আর্থিক মজুরি এবং আসল মজুরির মধ্যকার পার্থক্য হিসাবে। মর্মগত রূপ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই যা বলা হয়েছে, বাহ্য-রূপ সম্পর্কে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা সময়-ভিত্তিক মজুরির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়ে আলোচনার মধ্যেই নিজেদেরকে নিবদ্ধ রাখব।

যে পরিমাণ অর্থ[১] শ্রমিক তার দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি হিসাবে পায়, সেটা তার আর্থিক মজুরির পরিমাণ বা মূল্যের অঙ্কে পরিমিত তার মজুরির পরিমাণ। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী, অর্থাৎ দৈনিক যতটা শ্রম কার্যতঃ সরবরাহ করা হয়েছে তদনুযায়ী, একই দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি-শ্রমের অত্যন্ত বিভিন্ন দামের অর্থাৎ একই পরিমাণ শ্রমের জন্য অত্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণ অর্থের

---

১. স্বয়ং অর্থের মূল্যকে এখানে সব সময়ে ধরা হয়েছে স্থির বলে।

প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।[1] সুতরাং সময়-ভিত্তিক মজুরির বিষয় বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা অবশ্যই আবার দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি ইত্যাদির মোট পরিমাণ এবং শ্রমের দামের মধ্যে পার্থক্য করব। তা হলে, এই দাম অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের এই আর্থিক মূল্য কিভাবে বার করা যায়। শ্রমের গড় দাম বার করা যায় যখন শ্রম-শক্তির গড় দৈনিক মূল্যকে কর্ম-দিবসের গড় ঘণ্টার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। ধরা যাক, যদি শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য হয় ৩ শিলিং, তখন ৬টি শ্রম-ঘণ্টার উৎপন্ন-দ্রব্যের মূল্য, এবং যদি শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য হয় ১২ ঘণ্টা, তা হলে একটি শ্রম-ঘণ্টার দাম হবে $\frac{৩}{১২}$ শিলিং অর্থাৎ ৩ পেন্স।

এইভাবে প্রাপ্ত শ্রম-ঘণ্টার দামটি কাজ করে শ্রমের দামের একক পরিমাপ হিসাবে।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, দৈনিক ও সাপ্তাহিক মজুরি ইত্যাদি একই থাকতে পারে, যদি শ্রমের দাম নিরন্তর কমেও যায়। যেমন, যদি অভ্যস্ত কাজের দিনটি হয় ১০ ঘণ্টা এবং শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্যটি হয় ৩ শিলিং, তা হলে কাজের ঘণ্টাটির দাম হবে ৩$\frac{৩}{৫}$ পেন্স। যখনি কাজের দিনটি বেড়ে দাঁড়ায় ১২ ঘণ্টা তখনি কাজের ঘণ্টার দাম কমে দাঁড়ায় ৩ পেন্স; যখনই বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ ঘণ্টা, তখনি এই দাম কমে দাঁড়ায় ২$\frac{২}{৫}$ পেন্স। এই সব সত্ত্বেও দৈনিক ও সাপ্তাহিক মজুরি থেকে যায় অপরিবর্তিত। বিপরীত দিকে দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি বেড়ে যেতে পারে, যদিও শ্রমের দাম একই থাকে, কিংবা এমনকি পড়েও যায়। যেমন, যদি কাজের দিনটি ১০ ঘণ্টা এবং শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্যটি ৩ শিলিং, তা হলে একটি কাজের ঘণ্টার দাম হবে ৩$\frac{৩}{৫}$ পেন্স। যদি ব্যবসা বাড়াবার দরুন শ্রমিক কাজ করে ১২ ঘণ্টা, তা হলে শ্রমের দাম অপরিবর্তিত থাকলে, তার দৈনিক মজুরি তখন, শ্রমের দামে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি না হয়েই, বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩ শিলিং ৭$\frac{১}{৫}$ পেন্স। একই ফল ফলবে যদি তার শ্রমের দীর্ঘতার পরিমাপ না বাড়িয়ে তার তীব্রতার পরিমাপ বাড়ানো হয়।[2] তা হলে,

১. "শ্রমের দাম হল সেই পরিমাণ অর্থ, যা দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের বাবদে।" (স্যার এডোয়ার্ড ওয়েস্ট, "প্রাইস অব কর্ণ অ্যাণ্ড ওয়েজেস অব লেবর", লণ্ডন ১৮২৬ পৃঃ ৬৭)। "জমিতে মূলধন প্রয়োগ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ" শীর্ষক অনামী লেখাটির লেখকও হলেন ওয়েস্ট। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজের একজন সদস্য দ্বারা, লণ্ডন, ১৮১৫ সালে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের ইতিহাস একটি যুগান্তকারী রচনা।

২. শ্রমের মজুরি নির্ভর করে শ্রমের দাম এবং সম্পাদিত শ্রমের পরিমাণের উপরে।...শ্রমের মজুরি বাড়লে আবশ্যিকভাবেই শ্রমের দাম বাড়বে। এটা নাও ঘটতে পারে। পূর্ণতর কর্মনিয়োগ এবং অধিকতর পরিশ্রমের ফলে শ্রমের মজুরি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, অথচ শ্রমের দাম একই থেকে যেতে পারে। "ওয়েস্ট, ঐ, পৃঃ ৬৭, ৬৮, ১১২। প্রধান প্রশ্নটি হল: "কিভাবে শ্রমের দাম নির্ধারিত হয়?" ওয়েস্ট অবশ্য মামুলি কথাবার্তা দিয়েই তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রমের দাম স্থির থাকলেও, এমনকি পড়ে গেলেও, আর্থিক দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি বাড়তে পারে। শ্রমিকের পরিবারের আয়ের বেলাতেও এই একই জিনিস খাটে, যখনি পরিবারের অভিভাবকটির দ্বারা ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ তার পরিবারের লোকজনদের শ্রমের দ্বারা বর্ধিত হয়। সুতরাং দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি হ্রাস না করেও শ্রমের দাম কমাবার বিবিধ পদ্ধতি আছে।[১]

সাধারণ নিয়ম হিসাবে এটা বেরিয়ে আসে যে, দৈনিক, সাপ্তাহিক শ্রম ইত্যাদি নির্দিষ্ট থাকলে, দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি নির্ভর করে শ্রমের দামের উপরে, যা নিজেই পরিবর্তিত হয় শ্রম-শক্তির মূল্যের সঙ্গে আর নয়তো তার দাম এবং তার মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের সঙ্গে।

সময়-ভিত্তিক মজুরির এককগত পরিমাপ হল গড় শ্রম-দিবসের গড় ঘণ্টা-সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত এক দিনের শ্রম-শক্তির ভাগফল (এক দিনের শ্রম-শক্তি ÷ একটি গড় শ্রম-দিবসের ঘণ্টা)। ধরা যাক, গড় শ্রম-দিবসের ঘণ্টা সংখ্যা হল ১২ ঘণ্টা এবং শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য ৩ শিলিং। এই পরিস্থিতিতে একটি শ্রম-ঘণ্টার দাম হল ৩ পেন্স এবং তার মধ্যে উৎপাদিত মূল্য হল ৬ পেন্স। যদি এখন শ্রমিকটি নিযুক্ত থাকে ১২ ঘণ্টার কম (কিংবা সপ্তাহে ৬ দিনের কম), ধরা যাক ৬ বা ৮ ঘণ্টা, তা হলে, শ্রমের এই দাম থাকা-কালে, সে পায় দৈনিক ২ শিলিং বা ১ শিলিং ৬ পেন্স।[২] যেহেতু

---

১. আঠারো শতকের শিল্প-বুর্জোয়া শ্রেণীর গোঁড়া প্রতিনিধি, 'ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স'-এর সেই লেখকটি এটা লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁকে আমরা অনেকবার উদ্ধৃত করেছি, যদিও তিনি ব্যাপারটিকে উপস্থিত করেছেন গোলমেলে ভাবে: "শ্রমের দাম নয় (যার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন দৈনিক বা সাপ্তাহিক আর্থিক মজুরি), শ্রমের পরিমাণ নির্ধারিত হয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দ্বারা: অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর দাম অত্যন্ত কমিয়ে দিন, আপনি শ্রমের পরিমাণও আনুপাতিকভাবে কমিয়ে দেবেন। মালিক ম্যানুফ্যাকচারারগণ জানে যে, শ্রমের দামের আর্থিক অঙ্ক অদল-বদল করা ছাড়াও শ্রমের দাম বাড়ানোর বা কমানোর নানান উপায় আছে।" (ঐ, পৃঃ ৪৮, ৬১)। তাঁর "থ্রী লেকচার্স অন দি রেট অফ ওয়েজেস" লণ্ডন ১৮৩৮-এ এন ডবল্যু সিনিয়র নাম না করেও ওয়েস্ট-এর বইটি ব্যবহার করেছেন; তিনি সেখানে লিখেছেন, "শ্রমিকের প্রধান আগ্রহ তার মজুরির পরিমাণটিতে", (পৃঃ ১৫), অর্থাৎ শ্রমিকের প্রধান আগ্রহ সে যা পায় তাতে, তার মজুরির আর্থিক পরিমাণটিতে— যা সে দেয় তাতে নয়, তার শ্রমের পরিমাণটিতে নয়!

২. কর্মনিয়োগের সংখ্যায় এই অস্বাভাবিক হ্রাসের ফল আইনের দ্বারা প্রযুক্ত শ্রম-দিবসের সাধারণ হ্রাসের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রম-দিবসের অনাপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে প্রথমটির কিছু করার নেই, এবং তা যেমন ১৫ ঘণ্টার শ্রম-দিবসেও ঘটতে

আমাদের প্রকল্প ('হাইপোথেসিস') অনুসারে, কেবল তার শ্রম-শক্তির মূল্যের সম-পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করতে তাকে দৈনিক গড়ে কাজ করতে হবে ৬ ঘণ্টা করে এবং যেহেতু ঐ একই প্রকল্প অনুসারে সে প্রত্যেকটি ঘণ্টার মাত্র অর্ধেকটা কাজ করে নিজের জন্য আর বাকি অর্ধেকটা ধনিকের জন্য, এটা পরিষ্কার যে, সে যদি ১২ ঘণ্টার কম সময় নিযুক্ত থাকে, তা হলে সে ৬ ঘণ্টায় উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য নিজের জন্য পেতে পারে না। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা অত্যধিক পরিশ্রমের সর্বনাশা ফলগুলি দেখেছি; এখানে আমরা দেখছি অপ্রতুল কর্ম-নিয়োগ থেকে উদ্ভূত তার দুঃখ-দুর্দশার উৎসগুলি।

যদি ঘণ্টা-প্রতি মজুরি ধার্য হয়, যাতে করে ধনিক আর দিন-প্রতি বা সপ্তাহ-প্রতি মজুরি দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কেবল সেই ক' ঘণ্টার মজুরি দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, যে ক' ঘণ্টার জন্য শ্রমিককে নিযুক্ত করতে সে মনস্থ করে, সে তাকে ঘণ্টা-প্রতি মজুরি গণনার মূল ভিত্তিটির চেয়েও কিংবা শ্রমের দামের একক গত পরিমাপের চেয়েও অল্পতর সময়ের জন্য তাকে নিযুক্ত করতে পারে। যেহেতু একক নির্ধারিত হয় নিম্ন-লিখিত অনুপাতটির দ্বারা:

$$\frac{\text{শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য}}{\text{একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টার শ্রম-দিবস}}$$

সেহেতু তা স্বভাবতই, যে মুহূর্ত থেকে শ্রম-দিবস একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টা দিয়ে আর গঠিত হয না, সেই মুহূর্ত থেকেই, হারায় তার সকল তাৎপর্য। মূল্য-প্রদত্ত শ্রম এবং মূল্য-বঞ্চিত শ্রম—এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তাকে তার নিজের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক কোনো শ্রম-সময় না দিয়েই ধনিক শ্রমিকের কাছ থেকে নিঙড়ে নিতে পারে একটা বিশেষ পরিমাণ শ্রম-সময়। নিয়োগের সমস্ত নিয়মিকতাকে সে ধ্বংস করে দিতে পারে, এবং তার নিজের তাৎক্ষণিক সুবিধা, খেয়াল ও স্বার্থ অনুযায়ী কখনো চাপিয়ে দিতে পারে অতিরিক্ত কাজের প্রচণ্ড গুরুভার কখনো চাপিয়ে দিতে পারে আংশিক বা সামগ্রিক কর্মহীনতা। "শ্রমের স্বাভাবিক দাম" দেবার ভাণ করে সে পারে শ্রমিকের জন্য আনুষঙ্গিক ক্ষতি পূরণের কোনো প্রকার সংস্থান না করেই কাজের দিনকে অস্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘায়িত করতে। এই জন্য ১৮৬০ সালে লণ্ডনে ঘণ্টা প্রতি মজুরি চাপানোর যে চেষ্টা ধনিকেরা করেছিল, তার বিরুদ্ধে সেখানকার ইমারতি শিল্পগুলির শ্রমিকেরা সংগত কারণেই বিদ্রোহ করেছিল। শ্রম দিবসের

পারে, তেমন ৬ ঘণ্টার শ্রম-দিবসেও ঘটতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে শ্রমের স্বাভাবিক দাম গণনা করা হয় দিনে গড়ে ১৫ ঘণ্টা কর্মরত শ্রমিকের উপরে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দিনে ৬ ঘণ্টা হিসাবে। যদি সে একটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয় কেবল ৭½ ঘণ্টার জন্য এবং অন্য ক্ষেত্রে কেবল ৩ ঘণ্টার জন্য, ফল দাঁড়ায় সেই একই।

আইনগত সীমা নির্দেশের ফলে এই ধরনের অপচেষ্টার অবসান ঘটে, যদিও তা মেশিনারির প্রতিযোগিতা, নিযুক্ত শ্রমিকদের গুণমানে পরিবর্তন এবং আংশিক বা সার্বিক সংকটের দ্বারা সংঘটিত কর্মহানির অবসান ঘটায় নি।

দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমের দাম আর্থিক অঙ্কে স্থির থাকতে পারে, এবং তবু তার স্বাভাবিক মানের নীচে নেমে যেতে পারে। শ্রমের দাম (কাজের ঘণ্টার হিসাবে) স্থির রেখে যত বার কাজের দিনকে তার প্রথাগত দৈর্ঘ্যের বাইরে দীর্ঘায়িত করা হয়, তত বার এই ব্যাপারটা ঘটে। যদি এই ভগ্নাংকটিতে : $\frac{\text{শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য}}{\text{শ্রম-দিবস}}$, 'হর বৃদ্ধি পায়, তা হলে 'লব' বৃদ্ধি পায় আরো বেশি দ্রুতগতিতে। শ্রম-শক্তির মূল্য, তার ক্ষয়-ক্ষতি-সাপেক্ষ হওয়ায়, তার কার্যের স্থায়িত্বকালের সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং সেই স্থায়িত্বকালের বৃদ্ধির তুলনায় দ্রুততর অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অতএব, শিল্পের অনেক শাখায়, যেখানে কাজের সময়ের উপরে কোনো আইনগত সীমা-নির্দেশ ছাড়া সময়-ভিত্তিক মজুরিই সাধারণ নিয়ম, সেখানে কেবল একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত, যথা, দশম ঘণ্টার সমাপ্তি পর্যন্ত, শ্রম-দিবসকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করার অভ্যাস স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গড়ে উঠেছে ("স্বাভাবিক কাজের দিন", "রোজের কাজ", "কাজের নিয়মিত সময়")। এই মাত্রার বাইরে কাজ মানেই "ওভার-টাইম", এবং, ঘণ্টার মাপের একক ধরে নিয়ে, এর জন্য দেওয়া হয় অপেক্ষাকৃত ভাল পারিশ্রমিক ("বাড়তি মজুরি") যদিও প্রায়ই এমন অনুপাতে যা হাস্যকরভাবে কম।[১] স্বাভাবিক কাজের দিনটির অস্তিত্ব এখানে আসল কাজের দিনের একটি ভগ্নাংশ হিসাবে, এবং, প্রায়ই গোটা বছর জুড়ে, শেষোক্তটির স্থায়িত্ব, পূর্বোক্তটির চেয়ে দীর্ঘতর।[২] একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে কাজের দিনের সম্প্রসারণের সঙ্গে শ্রম-শক্তির

---

১. "(লেস-তৈরিতে) উপরি-সময়ে মজুরির হার এত কম—ঘণ্টা-প্রতি ১/২ পেন্স ও ৩/৪ পেন্স থেকে ২ পেন্স—যে উপরি-সময়ের কাজের ফলে শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ও সহ্য-শক্তির যে ক্ষতি হয়, তার প্রতি-তুলনায়, তা অত্যন্ত শোচনীয়।...এইভাবে যে সামান্য বাড়তি আয় হয়, সেটুকুও খরচ করে ফেলতে হয় বাড়তি পুষ্টির জন্য", ("শিশু নিয়োগ কমিশন, দ্বিতীয় রিপোর্ট", পৃঃ ১৬, নং ১১৭)।

২. যেমন, কাগজে রঙ লাগানোর কাজে এই শিল্পে কারখানা-আইন প্রযুক্ত হবার আগে। "আমরা খাওয়ার জন্য কোনো ছুটি না নিয়ে দিনের সাড়ে দশ ঘণ্টার কাজ শেষ করে ফেলি ৪টা ৩০ মিনিটে আর তার পরে সবটাই 'ওভার-টাইম'; এবং সন্ধ্যা ৬ বাজার আগে কদাচিৎ কাজ ছেড়ে ওঠি; সুতরাং, বাস্তবিক পক্ষে গোটা বছর ধরেই আমরা 'ওভার-টাইম' করি।" ('শিশু-নিয়োগ কমিশন'-এর সমক্ষে মিঃ স্মিথের সাক্ষ্য-প্রথম রিপোর্ট, পৃঃ ১২৫)।

দামে এই বৃদ্ধি, বিভিন্ন ব্রিটিশ শিল্পে এমন আকার ধারণ করে যে তথাকথিত স্বাভাবিক সময়ে নিচু দাম শ্রমিককে বাধ্য করে অপেক্ষাকৃত ভাল পারিশ্রমিকের বাড়তি-সময়ে ("ওভার-টাইম"-এ) কাজ করতে—যদি সে আদৌ যথেষ্ট মজুরি পেতে চায়।[১] শ্রম-দিবসের উপরে আইনগত সীমা আরোপ এই সুযোগের অবসান ঘটায়।[২]

এটি একটি সাধারণ ভাবে পরিজ্ঞাত ঘটনা যে, শিল্পের কোনো শাখায় কাজের দিন যত দীর্ঘ হয়, মজুরি তত কম হয়।[৩] কারখানা-পরিদর্শক এ. রেডগ্রেভ ১৮৩৯ থেকে

---

১. যেমন, স্কচ 'ব্লিচিং'-কারখানায় "স্কটল্যাণ্ডের কিছু অঞ্চলে (১৮৬২ সালের কারখানা-আইন প্রবর্তনের আগে) এই কাজটি পরিচালনা করা হত এক ধরনের 'ওভার-টাইম' ব্যবস্থার মাধ্যমে ; কাজের নিয়মিত সময় ছিল দিনে ১০ ঘণ্টা, যার জন্য একজন দৈনিক মজুরি পেত টাকার অঙ্কে ১ শিলিং ২ পেন্স ; প্রতিদিন 'ওভার-টাইম' হত ৩—৪ ঘণ্টা, যার জন্যে পেত ঘণ্টাপিছু ৩ পেন্স হারে। এই ব্যবস্থার ফল দাঁড়ায় এই···নিয়মিত ঘণ্টা কাজ করে কেউ সপ্তাহে ৮ শিলিং-এর বেশি আয় করতে পারত না···'ওভার-টাইম' বাদ দিয়ে তারা একটা ন্যায্য দিনের মজুরি পেত না।" ("রিপোর্ট··· ফ্যাক্টরিজ, ৩০ এপ্রিল ১৮৬৩", পৃঃ ১০)। "দীর্ঘতর সময় কাজ করার জন্য বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের বেশি মজুরির প্রলোভন ছিল এত প্রবল যে তা প্রতিরোধ করা যেত না।" (ঐ, ১৮৪৮, পৃঃ ৫)। লণ্ডনে বই-বাঁধাইয়ের কাজে নিযুক্ত আছে বহু-সংখ্যক তরুণী, বয়স ১৪ থেকে ১৫ ; তাদের কাজ করার কথা চুক্তিনামা অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা। সে যাই থাক, প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে তাদের কাজ করতে হয় রাত ১০, ১১, ১২, এমনকি ১টা পর্যন্ত—বয়স্ক শ্রমিকদের সঙ্গে পাঁচ-মিশেলি সংসর্গে। "মালিকেরা তাদের প্রলুব্ধ করে বাড়তি পয়সা ও রাতের খাবারের লোভ দেখিয়ে ; তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় কাছাকাছি কোন হোটেলে। এই ভাবে এই 'তরুণী-অমৃতপুত্রী'দের মধ্যে ("শিশু নিয়োগ কমিশন", পঞ্চম রিপোর্ট, পৃঃ ৪৪, নং ১৯১) যে ব্যাভিচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় এই ঘটনায় যে, অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে তারা বহুসংখ্যক বাইবেল ও ধর্মগ্রন্থও বাঁধাই করে থাকে।

২. 'রিপোর্টস··· ফ্যাক্টরিজ', ৩০ এপ্রিল ১৮৬৩, ঐ দ্রষ্টব্য। ১৮৬০ সালে বিরাট ধর্মঘট ও 'লক-আউট' চলাকালে পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করে, লণ্ডনের শ্রমিকেরা ঘোষণা করেছিল যে, তারা ঘণ্টার হিসাবে মজুরি মেনে নেবে কেবল দুটি শর্তে : (১) কাজের ঘণ্টার দামের সঙ্গে যথাক্রমে ৯ ও ১০ ঘণ্টার স্বাভাবিক কাজের রোজ কায়েম করতে হবে এবং ৯ ঘণ্টার কাজের রোজের চেয়ে ১০ ঘণ্টার কাজের রোজের বেলায় ঘণ্টা-পিছু মজুরি উঁচু হবে : (২) স্বাভাবিক কাজের রোজের বাইরে প্রতিটি কাজের ঘণ্টাকে 'ওভার-টাইম' বলে ধরতে হবে এবং তার জন্য আনুপাতিক ভাবে উচ্চতর হারে মজুরি দিতে হবে।

৩. 'এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে দীর্ঘতর কাজের দিনই রেওয়াজ,

১৮৫৯ অবধি কুড়ি বছরের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার সাহায্যে এটা প্রমাণ করেন, যে-পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ঐ সময়ে ১০ ঘণ্টা আইনের অধীনে কারখানাগুলিতে মজুরি বেড়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে, 'যে কারখানাগুলিতে কাজ চলত প্রতিদিন ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা, সেখানে মজুরি পড়ে গিয়েছিল।[১]

"শ্রমের দাম যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরি নির্ভর করে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের উপরে"—এই নিয়মটি থেকে, সর্বপ্রথমে অনুসৃত হয় যে, শ্রমের দাম যত কম হবে, শ্রমের পরিমাণ অবশ্যই তত বেশি হবে, অথবা কাজের দিন অবশ্যই তত দীর্ঘ হবে—যাতে করে শ্রমিকের পক্ষে এমনকি শোচনীয় গড়পড়তা মজুরিটি পাওয়া সম্ভব হয়। শ্রমের দামের স্বল্পতা এখানে কাজ করে শ্রম-সময় সম্প্রসারণের প্রেরণা হিসাবে।[২]

অপর পক্ষে আবার, কাজের সময়ের এই সম্প্রসারণ শ্রমের দামে পতন ঘটায় এবং সেই সঙ্গে পতন ঘটায় দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিতে।

শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য

একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টার শ্রম-দিবস

—এর দ্বারা শ্রমের মূল্যের নির্ধারণ প্রমাণ করে যে শ্রম-দিবসের শুধুমাত্র দীর্ঘতা-সাধন ঘটালে, তা শ্রমের দামে পতন ঘটাবে, যদি কোনো ক্ষতি-পূরণের সংস্থান না হয়ে থাকে। কিন্তু যে-ঘটনাবলী ধনিককে অনুমতি দেয় শেষ পর্যন্ত শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করতে, তাই আবার তাকে প্রথমে অনুমতি দেয় এবং সর্বশেষে বাধ্য করে শ্রমের আর্থিক দাম হ্রাস করতে—যে পর্যন্ত না বর্ধিত ঘণ্টা-সংখ্যার মোট দাম হ্রাস করা হয় এবং, কাজে কাজেই, দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিও হ্রাস করা হয়। দুটি ঘটনার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট। যদি একজন লোক ১½ জন বা দুজন লোকের কাজ করে, তা হলে শ্রমের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, যদিও বাজারে শ্রম-শক্তির সরবরাহ স্থির থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা ধনিককে সুযোগ করে দেয় শ্রমের দাম দাবিয়ে

সেখানে অল্পতর মজুরিও রেওয়াজ।' ("রিপোর্টস···ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৩, পৃঃ ৯)। "যে-কাজের জন্য পাওয়া যায় সামান্য খাবারের খয়রাতি, সেই কাজটাই অত্যধিক লম্বা।" (জন-স্বাস্থ্য, ষষ্ঠ রিপোর্ট, ১৮৬৪ পৃঃ ১৫)।

১. 'রিপোর্ট···ফ্যাক্টরিজ', ৩০ এপ্রিল, ১৮৬০, পৃঃ ৩১, ৩২।

২. দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইংল্যাণ্ডের হাতে পেরেক তৈরি করার মজুরের যে শোচনীয় সাপ্তাহিক মজুরি পায়, তার জন্যও তাদের খাটতে হয় দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করে। "এটা দিনের অনেকটা সময় (সকাল ৬টা থেকে রাত আটটা অবধি) এবং মাত্র ১১ পে বা ১ শি পেতে তাকে গোটা সময়টাই দারুণ খাটতে হয়; আর তা ছাড়া আছে যন্ত্রের

দিতে ; অন্য দিকে, শ্রমের দামে এই পতন তাকে সুযোগ করে দেয় কাজের সময়[১] নিয়ে আরো মোচড় দিতে। অবশ্য, মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের অস্বাভাবিক পরিমাণের উপরে অর্থাৎ গড় সামাজিক পরিমাণের অতিরিক্ত পরিমাণের উপরে এই কর্তৃত্ব অচিরেই ধনিকদের নিজেদের মধ্যেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার উৎস হয়ে ওঠে। পণ্যের দামের একটা অংশ শ্রমের দাম দিয়ে তৈরি। শ্রম-দামের এই মজুরি-বঞ্চিত অংশ পণ্যের দামের মধ্যে ধরার আবশ্যকতা নেই। এটা ক্রেতার কাছে উপস্থিত করা যেতে পারে। এই হল প্রথম পদক্ষেপ, প্রতিযোগিতা যেখানে চালিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় যে পদক্ষেপে তা চালিয়ে নেয়, সেটা হল শ্রম-দিবসের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্ট করা হয় সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে, অন্ততঃ তার একটা অংশকে, বাদ দেওয়া। এই ভাবে একটি অস্বাভাবিক ভাবে পড়ে যাওয়া পণ্যের বিক্রয়-দাম আবার উঠতে থাকে— প্রথম দিকে অনিয়মিত ভাবে, তারপরে ধাপে ধাপে স্থিতিলাভ করে ; তখন থেকে এই নিম্নতর বিক্রয়-দামই পরিণত হয় মাত্রাহীন কর্ম-কালের শোচনীয় পরিমাণ মজুরির স্থির ভিত্তিতে, যেমন একেবারে গোড়ায় তা ছিল এইসব ঘটনারই ফলশ্রুতি। মজুরির এই গতিবিধি এখানে কেবল মাত্র উল্লেখ করা হল, যেহেতু প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের এই বিষয়ের এই অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। যাই হোক, ক্ষণেকের জন্য ধনিকের নিজের মুখেই তার কথা শোনা যাক : "বার্মিংহামে মালিকদের নিজেদের মধ্যে বড় একটা বেশি প্রতিযোগিতা নেই ; নিয়োগকর্তা হিসাবে তাদের অনেকেই এমন কাজ করতে বাধ্য হয়, যা করতে অন্যথা তারা লজ্জা বোধ করত ; এবং তবু আর বেশি টাকা করা হয় না ; কিন্তু কেবল জনসাধারণই সুবিধাটা পায়।"[১] পাঠকরা স্মরণে রাখবেন যে, লণ্ডনে দুরকমের রুটি-প্রস্তুতকারক আছে, যাদের মধ্যে একরকমের প্রস্তুত-কারকেরা তাদের রুটি বিক্রি করে তার পুরো দামে ("পুরো-দামী" রুটিওয়ালা), অন্য রকমের প্রস্তুতকারকেরা তাদের রুটি বিক্রি করে তার স্বাভাবিক দামের নীচে ("নিচু-

---

ক্ষয়-ক্ষতি, আগুন জ্বালানোর খরচ এবং বাজে লোহার জন্য ক্ষতি—সব মিলিয়ে এ থেকেও আবার বেরিয়ে যায় ২½ বা ৩ পেন্স। (শিশু নিয়োগ কমিশন তৃতীয় রিপোর্ট, পৃঃ ১৩৬ নং ৬৭১) ঐ একই সময়ে মেয়েরা পায় সপ্তাহে মাত্র ৫ শি (ঐ, পৃঃ ১৩৭ নং ৬৭১)।

১. যদি কোন কারখানা-শ্রমিক প্রচলিত দীর্ঘ সময় কাজ করতে অস্বীকার করত, তা হলে অচিরেই তার জায়গায় এমন কাউকে নিয়োগ করা হত যে, যে-কোনো দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে রাজি হত ; এই ভাবে আগের লোকটিকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।" (কারখানা পরিদর্শকদের রিপোর্ট, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৪৮, সাক্ষ্য পৃঃ ৩৯, টীকা ৫৮।) "যদি একজন মানুষ দুজনের কাজ করে তা হলে সাধারণতঃ মুনাফার হার বেড়ে যায় শ্রমের বাড়তি যোগানের দরুন তার দাম কমে যায় বলেই এটা হয়।" (সিনিয়র, ঐ, পৃঃ ১৫)।

২. 'শিশু-নিয়োগ কমিশন', তৃতীয় রিপোর্ট, সাক্ষ্য, পৃঃ ৬৬, নং ২২।

দামী” রুটিওয়ালা, (“ছাড়-দামে বেচ্‌নেওয়ালা”)। পুরোদামীরা সংসদীয় তদন্ত কমিটির সামনে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের এই বলে নিন্দা করে, “ওরা এখন টিকে আছে প্রথমতঃ জনসাধারণকে ঠকিয়ে এবং, তার পরে, তাদের লোকদের ১৮ ঘণ্টা কাজের বদলে ১২ ঘণ্টার মজুরি দিয়ে।…ঐ লোকগুলির মাগনা-আদায়-করা শ্রমকে…তৈরি করা হয় প্রতিযোগিতা চালাবার হাতিয়ারে এবং আজও পর্যন্ত তাই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।…মালিক রুটি-প্রস্তুতকারীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাই রাতের কাজ থেকে রেহাই পাবার পথে বাধা। একজন বিক্রেতা যে ছাড়-দামে বিক্রি করে অর্থাৎ ময়দার দামের খরচের হিসাবে রুটির যে-দাম হওয়া উচিত তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করে, সে অবশ্যই তা পুষিয়ে নেবে তার লোকগুলির শ্রমের বিনিময়ে।…আমি যদি আমার লোকদের কাছ থেকে ১২ ঘণ্টা শ্রম পাই, আর আমার প্রতিবেশী পায় ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা, তা হলে সে আমাকে বিক্রির দামে হারিয়ে দেবে। লোকগুলি যদি বেশি কাজের জন্য বেশি মজুরির জন্য জিদ ধরতে পারত, তা হলে অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যেত।…এই ছাড়-দামে বিক্রেতাদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের অনেকেই বিদেশী ও কিশোর, যারা যে-মজুরিই পাক না কেন, তাতেই খুশি থাকতে বাধ্য।”[১]

এই পরিতাপ আরো কৌতূহলকর, কেননা এতে প্রকাশ পায় উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের নিছক বাহ্যরূপটি ধনিকের মস্তিষ্কে কিভাবে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে। ধনিক জানে না যে, শ্রমের স্বাভাবিক দামেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম অন্তর্ভুক্ত এবং ঠিক এই মজুরি-বঞ্চিত শ্রমই হচ্ছে তার লাভের স্বাভাবিক উৎস। উদ্বৃত্ত-মূল্যরূপ অভিধাটা তার কাছে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন, কেননা তা স্বাভাবিক শ্রম-দিবসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, যার জন্য, সে মনে করে যে, সে প্রাপ্য মূল্য দৈনিক মজুরির আকারে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু “ওভার-টাইম”-এর অস্তিত্ব, শ্রমের চলতি দাম অনুযায়ী শ্রম-দিবসের মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘতা-বিধানের অস্তিত্ব, তার কাছে অস্তিত্বশীল। ছাড়-দামে বিক্রয়কারীর মুখোমুখি হয়ে, সে এমন কি এই বাড়তি সময়ের জন্য বাড়তি মজুরি পর্যন্ত দাবি করে। সে আবার এটাও জানে না যে, নিয়মিত কর্ম-কালের কাজের দামের মধ্যে যেমন মজুরি-বঞ্চিত শ্রম অন্তর্ভুক্ত ঠিক তেমনি এই বাড়তি সময়ের বাড়তি দামের মধ্যেও মজুরি-বঞ্চিত শ্রম অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তঃ ১২ ঘণ্টার কর্ম-দিবসের এক ঘণ্টার দাম ৩ পেন্স; ধরা যাক, একটি কাজের ঘণ্টার অর্ধাংশের শ্রম-ফল; অন্য দিকে, ‘ওভার-টাইম’ কাজের ঘণ্টার দাম ৪ পেন্স কিংবা একটি কাজের ঘণ্টার ⅔ ভাগ মূল্য-ফল। প্রথম ক্ষেত্রে, ধনিক বিনা-মূল্যে আত্মসাৎ করে কাজের ঘণ্টার অর্ধেকাংশ ; দ্বিতীয়টিতে এক-তৃতীয়াংশ।

১. “রিপোর্ট ইত্যাদি ঃ রুটি-কারখানার ঠিকা-মজুরদের অভিযোগ সম্পর্কে”, লণ্ডন, ১৮৬২, পৃঃ ৫২। সাক্ষ্য, নোট ৪৭৯, ৩৫৯, ২৭। যাই হোক, “পুরো-দামী”

একবিংশ অধ্যায়

॥ সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি ॥

সময়-ভিত্তিক মজুরি যেমন শ্রম-শক্তির মূল্য বা দামের পরিবর্তিত রূপ, ঠিক তেমন সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিও হল সময়-ভিত্তিক মজুরির পরিবর্তিত রূপ।

সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিতে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন শ্রমিকের কাছ থেকে ক্রীত ব্যবহার-মূল্য তার শ্রম-শক্তির জীবন্ত শ্রমের কাজ নয়, তা হল উৎপন্ন দ্রব্যটিতে ইতিপূর্বেই রূপায়িত শ্রম ; মনে হয় যেন এই শ্রমের দাম সময়-ভিত্তিক মজুরির মত একই ভগ্নাংকের দ্বারা :

$$\frac{\text{শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য}}{\text{একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টার শ্রম-দিবস}}$$

—এই ভগ্নাংকটির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় উৎপাদকের কর্মক্ষমতার দ্বারা।[1]

রুটি-ওয়ালারাও তাদের লোকদের রাত ১১টা থেকে···পর দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করে···তার পরে তাদের কাজ করানো হয় গোটা দিন···সেই সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ; এ কথা উপরে বলা হয়েছে এবং "পুরোদামী"-দের মুখপাত্র বেনেট নিজেই স্বীকার করেছেন। (ঐ, পৃঃ ২২)।

১. "টুকরো-কাজের ('পিস-ওয়ার্ক'-এর) ব্যবস্থা শ্রমিকের ইতিহাসে একটা যুগের পরিচায়ক ; এক দিকে ধনিককের মর্জির উপরে নির্ভরশীল নিছক দিন-মজুর, অন্য দিকে সহযোগমূলক কারিগর যে অদূর ভবিষ্যতে নিজের মধ্যে কারিগর ও ধনিকের সম্মিলন ঘটাবার প্রতিশ্রুতি—এই দুজনের অবস্থানের মধ্য-পথে তার অবস্থিতি। 'পিস-ওয়ার্কার'রা (জিনিস-পিছু মজুরির ভিত্তিতে যারা কাজ করে, সেই মজুরেরা) আসলে তাদের নিজেদেরই মনিব, এমনকি যখন তারা নিয়োগকর্তার মূলধনের উপরে কাজ করছে, তখনো। (জন ওয়াটস, "ট্রেড সোসাইটিজ অ্যাণ্ড স্ট্রাইকস, মেশিনারি অ্যাণ্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ", ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮৬৫, পৃঃ ৫২, ৫৩)। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, কারণ অনেক কাল আগেকার যাবতীয় বস্তাপচা বুলির এটা একটা ঝুড়ি-বিশেষ। এই একই মিঃ ওয়াটস এক সময়ে 'ওয়েনবাদ' নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছিলেন এবং ১৮৪২ সালে আরেকখানা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, যার নাম রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিকদের তথ্য ও গল্প ; সেই পুস্তিকায় আরো অনেক কিছুর সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "সম্পত্তি মানে লুণ্ঠন", সে অনেক দিন আগেকার কথা।

এই আপাত রূপের উপরে ন্যস্ত যে বিশ্বাস, তা এই ঘটনা থেকে এক প্রথম প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়া উচিত যে শিল্পের একই শাখাসমূহে এই দ্বিবিধ রূপের মজুরিই পাশাপাশি, যুগপৎ প্রচলিত থাকে; যেমন লণ্ডনের কম্পোজিটারেরা সাধারণ রীতি অনুসারে কাজ করে থাকে সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি অনুযায়ী—সময়-ভিত্তিক মজুরি সেখানে ব্যতিক্রম মাত্র; অথচ মফস্বলের কম্পোজিটারেরা কাজ করে থাকে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে—সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি সেখানে ব্যতিক্রম মাত্র।[১]

লণ্ডনের একই 'জিন' তৈরির কর্মশালাগুলিতে ফরাসীদের দেওয়া হয় সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি কিন্তু ইংরেজদের দেওয়া হয় সময়-ভিত্তিক মজুরি। যে-সমস্ত নিয়মিত কারখানায় সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিই সর্বত্র আধিপত্য করে, সেখানেও বিশেষ বিশেষ কাজ এই ধরনের মজুরির পক্ষে অনুপযোগী এবং সেইজন্য মজুরি দেওয়া হয় সময়ের হিসাবে।[২] কিন্তু এটা স্বতঃস্পষ্ট যে মজুরি দেবার দুটি রূপের মধ্যে এই পার্থক্য কোনক্রমেই তাদের মর্মগত প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় না, যদিও একটি বিশেষ রূপ ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে অন্য রূপটির তুলনায় বেশি অনুকূল হতে পারে।

ধরা যাক, একটি সাধারণ শ্রম-দিবস গঠিত হয় ১২টি ঘণ্টা নিয়ে, যার মধ্যে, ৬টি মজুরি-প্রদত্ত এবং ৬টি মজুরি-বঞ্চিত। ধরা যাক, তার মূল্য-ফল ৬ শিলিং, অতএব ১ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য-ফল হবে ৬ পেন্স। আরো ধরা যাক যে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, একজন শ্রমিক—যে কাজ করে গড়-পরিমাণ তীব্রতা ও দক্ষতা সহকারে, অতএব, যে

১. টি. জে. ডানিং: 'ট্রেডস ইউনিয়নস অ্যাণ্ড স্ট্রাইকস', লণ্ডন, ১৮৬০, পৃঃ ২২।

২. কি ভাবে এই ধরনের মজুরির পাশাপাশি ও যুগপৎ প্রচলন মালিকদের প্রতারণার কাজকে সাহায্য করে: "একটা কারখানায় ৪০০ লোক কাজ করে, যাদের মধ্যে অর্ধেক কাজ করে 'পিস'-এর ভিত্তিতে এবং দীর্ঘতর সময় কাজ করায় স্বার্থবান। বাকি ২০০ জন মজুরি পায় 'রোজ' হিসাবে, কাজ করে অন্যান্যদের মত একই দীর্ঘতর সময়, কিন্তু তাদের উপরি-সময়ের জন্য পায়না কোনো পয়সা।...এই ২০০ জন লোকের প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে কাজ একজন লোকের ৫০ ঘণ্টার কাজের সমান কিংবা এক সপ্তাহের ভাগ ⅚ কাজের সমান, এবং তা সরাসরি নিয়োগকর্তার পক্ষে একটা অতিরিক্ত লাভ।" ("রিপোর্টস.. ফ্যাক্টরিজ, ১৮৬০", পৃঃ ৯)। "উপরি-খাটুনি এখনো প্রভূত পরিমাণে চালু আছে; এবং চালু আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়া ও শাস্তি পাবার বিরুদ্ধে সেই সব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সমেত, খোদ আইনই, যার সুযোগ রেখে দিয়েছে। আমি আমার আগেকার, অনেক রিপোর্টে দেখিয়েছি...যেসব শ্রমিকেরা 'পিস-ওয়ার্ক'-এর ভিত্তিতে কাজ করে না, কাজ করে সাপ্তাহিক মজুরির ভিত্তিতে, তাদের কি ক্ষতি হয়।" (লিওনার্ড হর্নার, "রিপোর্টস...ফ্যাক্টরিজ", ৩০ এপ্রিল, ১৮৫৯, পৃঃ ৮, ৯)।

বাস্তবিক পক্ষে দেয় একটি দ্রব্য উৎপাদনে যতটা শ্রম সামাজিক,ভাবে আবশ্যক, কেবল সেই পরিমাণ শ্রম—সে সরবরাহ করে ১২ ঘণ্টায় ২৪টি জিনিস ; হয়, প্রত্যেকটি একক আলাদা আলাদা আর, নয়তো, একটি অখণ্ড সমগ্র সামগ্রীর খণ্ড খণ্ড ভাবে পরিমেয় অংশ। তা হলে, এই ২৪টি এককের মূল্য থেকে তাদের মধ্যে বিধৃত স্থির মূলধন বাবদ একটি অংশ বিয়োগ করে রাখার পরে তা দাঁড়ায় ৬ শিলিং এবং একটি এককের মূল্য দাঁড়ায় ৩ পেন্স। শ্রমিক প্রত্যেক একক-প্রতি পায় ১½ পেন্স, এবং এই ভাবে ১২ ঘণ্টায় আয় করে ৩ শিলিং। ঠিক যেমন সময়-ভিত্তিক মজুরির বেলায়, এতে কিছু এসে যায় না যে আমরা কি ধরে নিলাম—শ্রমিক নিজের জন্য ৬ ঘণ্টা এবং ধনিকের জন্য ৬ ঘণ্টা কাজ করছে, নাকি, প্রত্যেকটি ঘণ্টার অর্ধেকটা করছে নিজের জন্য এবং অর্ধেকটা ধনিকের জন্য, ঠিক তেমনি এখানেও কিছু এসে যায় না যে আমরা কি ধরে নিলাম—প্রত্যেকটি এককের অর্ধেকটার জন্য মজুরি দেওয়া হয়, অর্ধেকটার জন্য দেওয়া হয় না, নাকি, ১২টি একক ধারণ করে কেবল শ্রম-শক্তির সম-পরিমাণ মূল্য এবং বাকি ১২টি ধারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য।

সময়-ভিত্তিক মজুরি যেমন অযৌক্তিক, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিও তেমন অযৌক্তিক। যেখানে আমাদের উল্লিখিত দৃষ্টান্তটিতে, পরিভুক্ত উৎপাদন-উপকরণসমূহের মূল্য বিয়োগ করে রাখার পরে একটি পণ্যের দুটি এককের মূল্য—ঐ দুটি একক এক ঘণ্টার শ্রম-ফল হবার দরুন—দাঁড়ায় ৬ পেন্স, সেখানে শ্রমিক তাদের জন্য পায় দাম হিসাবে ৩ পেন্স। সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি, বস্তুতঃ পক্ষে, কোনো মূল্য-সম্পর্ক স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে না। সুতরাং, তার মধ্যে কতটা কাজের সময় বিধৃত আছে, তা দিয়ে একটি জিনিসের মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন এটা নয় ; বরং, উল্টো, কতটা কাজের সময় শ্রমিক তার উপরে ব্যয় করেছে, তাকে তার উৎপন্ন জিনিসগুলির সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করার প্রশ্ন। সময়-ভিত্তিক মজুরিতে শ্রমকে পরিমাপ করা হয় তার তাৎক্ষণিক স্থিতিকাল অনুসারে, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিতে শ্রমকে পরিমাপ করা হয় দ্রব্যসম্ভারের পরিমাণ দিয়ে, যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে শ্রম নিজেকে মূর্ত করেছে।[১] শ্রম-সময়ের দাম নিজেই নির্ধারিত হয় এই সমীকরণের দ্বারা : এক দিনের শ্রমের মূল্য শ্রম-শক্তির দৈনিক মূল্য। সুতরাং সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি হল সময়-ভিত্তিক মজুরির একটি উপযোজিত রূপ।

এখন সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরির স্বকীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি আরো একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে বিবেচনা করা যাক।

শ্রমের গুণমান এখানে নিয়ন্ত্রিত হয় খোদ কাজেরই দ্বারা, একক-প্রতি দাম পুরোপুরি

---

২. "Le salaire peut se mesurer de deux manieres : ou sur la duree du travail, ou sur son produit." ("Abrege elementaire des principes de l'Economie Politique." Paris, 1796, p. 32.)। এই অনামী বইটির লেখক : জি. গার্নিয়ার।

ভাবে পেতে হলে যাকে অবশ্যই হতে হবে গড় উৎকর্ষের অধিকারী। সুতরাং এদিক থেকে সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি হল মজুরি-হ্রাসের ও প্রতারণার সবচেয়ে ফলপ্রসূ উৎস।

সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি ধনিককে যোগায় শ্রম-তীব্রতার একটি সঠিক পরিমাপ। কেবল সেই পরিমাণ কাজের সময়, যা বিধৃত হয় একটি পূর্ব-নিরূপিত ও পরীক্ষামূলক ভাবে নির্ধারিত পণ্য-পরিমাণে, সেই পরিমাণ কাজের সময়কেই ধরা হয় সামাজিক ভাবে আবশ্যিক শ্রম-সময় হিসাবে এবং কেবল তারই জন্য মজুরি দেওয়া হয়। এই কারণে লণ্ডনের দর্জিদের বৃহত্তর কর্মশালাগুলিতে একটি বিশেষ কাজকে, যেমন একটি ওয়েস্ট কোটকে বলা হয় 'একটি ঘণ্টা' কিংবা 'একটি আধ-ঘণ্টা'—যেখানে ঘণ্টা-প্রতি মজুরি হল ৬ পেন্স। এক ঘণ্টায় গড় উৎপাদন কত, সেটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা হয়ে যায়। নোতুন নোতুন ফ্যাশন, রিফুর কাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়, একটা বিশেষ কাজ কি এক ঘণ্টা, না এক ঘণ্টা নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি শ্রমিক গড় কর্মক্ষমতার অধিকারী না হয়, যদি সে দৈনিক একটা ন্যূনতম পরিমাণ কাজের যোগান দিতে না পারে, তা হলে তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়।[১]

যেহেতু এখানে কাজটির গুণমান ও তীব্রতা খোদ মজুরির রূপের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই হেতু শ্রমের উপরে তদারকির ব্যাপারটা অনেকাংশেই বাহুল্য হয়ে পড়ে। সুতরাং সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি উপরে বর্ণিত আধুনিক 'ঘরোয়া শ্রম'-এর এবং সেই সঙ্গে শোষণ ও পীড়নের একটি ক্রমোচ্চ স্তরতন্ত্রের সংগঠিত ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। এই সংগঠিত ব্যবস্থার দুটি মৌল-রূপ আছে। এক দিকে, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি এবং ধনিক মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে পরগাছাদের জন্য স্থান করে দেয়, "ভাড়া-করা শ্রমকে আবার ভাড়া খাটানোর ("সাব-লেট" করার) সুযোগ করে দেয়। এই মধ্যস্থদের পুরো ভাড়াটাই আসে, ধনিক শ্রমের জন্য যে দাম দেয় এবং সেই দামের যে-অংশ তারা কার্যতঃ শ্রমিকের হাতে পৌঁছুতে দেয়—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থেকে।[২] ইংল্যাণ্ডে এই ব্যবস্থাটিকে তার চরিত্রানুযায়ী অভিহিত করা হয় "রক্ত জল-করা ব্যবস্থা" (সোয়েটিং সিস্টেম) বলে। অন্য দিকে, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি ধনিককে সুযোগ করে দেয় প্রতিটি জিনিস-পিছু এতটা দামের ভিত্তিতে মুখিয়া শ্রমিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে

২. "এতটা ওজন তুলো তাকে (সুতো-কাটুনিকে) দিয়ে দেওয়া হয়, তার বদলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার সূক্ষ্মতা-সম্পন্ন এতটা ওজন সুতো দিতে হয় এবং এই ভাবে সে যা ফিরিয়ে দেয় তার জন্য সে পায় পাউণ্ড-পিছু এত পরিমাণ পারিশ্রমিক। যদি তার কাজে খুঁৎ থাকে, তা হলে তার জন্য তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয়; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ন্যূনতম যতটা করার কথা, তা থেকে কম করলে তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং করতে সক্ষম এমন একজনকে সংগ্রহ করা হয়।

১. 'যখন কাজটি কয়েকজনের হাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, যাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের মুনাফার অংশ নেয়, অথচ কাজ করে কেবল শেষের লোকটিই, তখন

ম্যানুফ্যাকচারে কোন শ্রমিক-গোষ্ঠীর প্রধানের সঙ্গে খনিতে কয়লা-আহরকের সঙ্গে, কারখানায় খোদ মেশিন-শ্রমিকের সঙ্গে ; যে-দামে চুক্তিটি হয়, সেই দামে ঐ মুখিয়া শ্রমিক নিজেই দায়িত্ব নেয় তার সহকারী কাজের লোকদের সংগ্রহ করতে এবং মজুরি দিতে। এখানে ধনিকের দ্বারা শ্রমিকের শোষণ সংঘটিত হয় শ্রমিকের দ্বারা শ্রমিকের শোষণের মাধ্যমে।[১]

উৎপন্ন জিনিসের সংখ্যার ভিত্তিতে মজুরি দেওয়া হয় বলে, স্বভাবতই তার শ্রম-শক্তিকে যথা সম্ভব তীব্রতা সহকারে প্রয়োগ করা শ্রমিকের নিজেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ হয়ে ওঠে : এর ফলে ধনিক সুযোগ পায় শ্রমের তীব্রতার স্বাভাবিক মাত্রাকে আরো বৃদ্ধি করতে।[২] অধিকন্তু, শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করাও হয়ে ওঠে শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ, কেননা সেই সঙ্গে তার দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিও বৃদ্ধি পায়।[৩] সময়-ভিত্তিক মজুরির মত, যা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, এই সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিও ক্রমে ক্রমে

মহিলা-কর্মীটির হাতে যে মজুরি গিয়ে পৌছায়, তা শোচনীয় ভাবে বেমানান।" ("শিশু নিয়োগ কমিশন," দ্বিতীয় রিপোর্ট, পৃঃ ৭০ নং ৪২৪)।

১. এমন কি ধ্বজাধারী ওয়াটস পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, "পিস-ওয়ার্ক ব্যবস্থায় এটা হত একটা বিরাট উন্নতি, যদি একজন লোকের নিজের স্বার্থে বাকিদের উপরে খবরদারি করার বদলে, একটি বিশেষ কাজে নিযুক্ত সকলেই হত চুক্তিটির শরিক, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী।" (ঐ, পৃঃ ৫৩) এই ব্যবস্থার জঘন্যতা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য "শিশু নিয়োগ কমিশন," তৃতীয় রিপোর্ট পৃঃ ৬৬নং ২২, পৃঃ ১১ নং ১২৪ পৃঃ ১১, নং ১৩, ৫৩, ৫৯ ইত্যাদি ইত্যাদি।

২. এই স্বতঃস্ফূর্ত ফল-লাভে প্রায়শই আবার কৃত্রিম ভাবে সাহায্য যোগানো হয়; যেমন, লণ্ডনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে একটা চলতি কৌশল হল "এক-এক দল শ্রমিকের প্রধান হিসাবে এমন এক-একজন লোককে বাছাই করা যে-লোকটি অতিরিক্ত দৈহিক শক্তি ও তৎপরতার অধিকারী এবং তাকে এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া যাতে সে নিজে প্রাণপণ পরিশ্রম করে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে। (ট্রেড ইউনিয়নে) লোকদের বিরুদ্ধে তৎপরতা, কুশলতা-বৃদ্ধি ও কর্মোদ্যম সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করার যে-সব অভিযোগ মালিকেরা করে থাকেন, এ থেকে, বিনা মন্তব্যেই, তার অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।" (ডানিং, "ট্রেড ইউনিয়নস অ্যাণ্ড স্ট্রাইকস : দেয়ার ফিলসফি অ্যাণ্ড ইণ্টেনশন', ১৮৬০, পৃঃ ২২-২৩)। যেহেতু লেখক নিজেই একজন শ্রমিক এবং একটি ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক, তাতে এটা একটু অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পাঠক জে সি মর্টনের "বহু-মান্য" "সাইক্লোপেডিয়া অব অ্যাগ্রিকালচার"-এর অন্তর্ভুক্ত "লেবারার" শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন, যেখানে এই পদ্ধতিটির সুপারিশ করা হয়েছে।

৩. 'যারা সকলে 'পিস-ওয়ার্ক-এর ভিত্তিতে মজুরি পায়, তারা সকলেই···কাজের

ঘটায় এক প্রতিক্রিয়া ;—এমনকি সংখ্যাপিছু মজুরি যদি স্থিরও থাকে, তা হলেও শ্রম-দিবসের দীর্ঘতা-বৃদ্ধি যে আবশ্যিক ভাবেই শ্রমের দামে হ্রাস ঘটায়, এটা হিসাবে না ধরে।

সময়-ভিত্তিক মজুরিতে, সামান্ত কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, একই কাজের জন্য একই মজুরি চালু থাকে ; কিন্তু সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিতে, যদিও কাজের সময়ের দাম মাপা হয় উৎপন্ন দ্রব্যের একটি বিশেষ পরিমাণের দ্বারা, তা হলেও দিনের বা সপ্তাহের মজুরি পরিবর্তিত হবে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত পার্থক্যসমূহের দ্বারা ; শ্রমিকদের মধ্যে একজন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করছে কেবল ন্যূনতম পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য, আর একজন করছে গড় পরিমাণ এবং তৃতীয় জন করছে গড়ের চেয়ে বেশি পরিমাণ। সুতরাং তাদের ব্যক্তিগত শ্রমিকদের বিভিন্ন দক্ষতা, শক্তি ও উদ্যম অনুযায়ী আয়ের ক্ষেত্রেও হয় বিরাট বিরাট পার্থক্য।[২] অবশ্য, এর ফলে মূলধন ও মজুরি-শ্রমের মধ্যে সাধারণ সম্পর্কের পতন ঘটে না। প্রথমতঃ, সমগ্র ভাবে কর্মশালাটির ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি পরস্পরকে পুষিয়ে দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে, যার দরুন ঐ কর্মশালাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে গড় পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয় ; এবং প্রদত্ত মোট মজুরি হবে শিল্পের ঐ বিশেষ শাখার গড় মজুরি। দ্বিতীয়ত, মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতও থাকে অ-পরিবর্তিত, কেননা প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত শ্রমিক যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য সরবরাহ করে, তা তার প্রাপ্ত মজুরির অনুরূপ হয়। কিন্তু সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি ব্যক্তিত্বকে যে ব্যাপক অবকাশ দান করে, তা এক দিকে, সেই ব্যক্তিত্বের এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বিকাশ ঘটায় এবং, অন্য দিকে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতারও বিকাশ ঘটায়। সুতরাং সংখ্যা-ভিত্তিক

আইনগত মাত্রার লংঘন থেকে লাভবান হয়। উপরি-সময় কাজ করবার এই ইচ্ছা সম্পর্কিত এই মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য সেই সব মহিলাদের ক্ষেত্রে যারা নিযুক্ত হয় বোনা বা সুতো গুটি করা কাজে।' 'রিপোর্ট···ফ্যাক্টরিজ, ৩০ এপ্রিল, ১৮৫৮, পৃঃ ৯।' "এই ব্যবস্থা ('পিস-ওয়ার্ক'), নিয়োগকর্তার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক···অল্পবয়সী মৃৎ-কর্মী ('পটার') চার-পাচ বছর ধরে যখন নিযুক্ত থাকে 'পিস'-কাজের ভিত্তিতে কিন্তু সামান্য মজুরিতে, তখন এই ব্যবস্থা দারুণ উপরি-খাটুনি খাটতে তাকে সরাসরি উৎসাহ যোগায়।···মৃৎ-কর্মীদের স্বাস্থ্য যে এত খারাপ, এটাকে তার একটা কারণ বলে ধরা উচিত।" ("শিশুনিয়োগ কমিশন", প্রথম রিপোর্ট, পৃঃ ১৩)।

২. "যেখানে কোন শিল্পে কাজের জন্য মজুরি দেওয়া হয় 'পিস'-এর ভিত্তিতে, 'এতটা কাজের জন্য একটা'—এই ভিত্তিতে···সেখানে মজুরির পরিমাণ দারুণভাবে বিভিন্ন হতে পারে।···কিন্তু রোজ হিসাবে মজুরির হার মোটামুটি অভিন্ন হয়—যে হারটিকে নিয়োগকর্তা ও নিযুক্ত ব্যক্তি উভয়েই সেই শিল্পের শ্রমিকদের জন্য সাধারণভাবে চালু মান হিসাবে মেনে নেয়।" (ডানিং, ঐ পৃঃ ১৭)।

মজুরির এই প্রবণতা আছে যে, যখন তা ব্যক্তিগত মজুরিকে গড়ের চেয়ে উপরে তোলে, তখন তা এই স্বয়ং গড়টিকেই নিচে নামিয়ে আনে। কিন্তু যেখানে সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরির একটা বিশেষ হার দীর্ঘকাল ধরে প্রথাগত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, এবং তাকে নামিয়ে আনতে গেলে বিশেষ বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে, তেমন বিরল ক্ষেত্রগুলিতে মালিকেরা সংখ্যাভিত্তিক মজুরিকে বাধ্যতামূলক ভাবে সময়-ভিত্তিক মজুরিতে রূপান্তর সাধনের আশ্রয় নেয়। এই কারণেই ১৮৬০ সালে কভেন্ট্রির রিবন-শ্রমিকদের মধ্যে এক বিরাট ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল।[১] সর্বশেষে, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি হচ্ছে ঘণ্টা-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অবলম্বন, যে-ব্যবস্থার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

১. "Le travail des compagnons-artisans sera regle a la journee ou a la piece···Ces maitres-artisans savent a peu pres combien d'ouvrage un compagnon-artisan peut faire par jour dans chaque metier, et les payent souvent a proportion de l'ouvrage qu,ils font ; ainsi ces compagnons travaillent autant qu'ils peuvent, pour leur propre interet, sans autre inspection." (Cantillon, "Essai sur la Nature du Commerce en general," Amst. Ed., 1756, pp. 185, এবং 202). প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৭৫৫ সালে; কেনে, জেমস স্টুয়ার্ট, অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ সকলেই ক্যান্টিলন-এর এই বই থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন; এই সংস্করণটিতে 'পিস'-ভিত্তিক মজুরিকে দেখানো হয়েছে কেবল সময়-ভিত্তিক মজুরিরই একটা রকমফের হিসাবে। ক্যান্টিলনের ফরাসী সংস্করণে বলা হয়েছে যে এটা ইংরেজি সংস্করণের অনুবাদ। কিন্তু ইংরেজি সংস্করণটি : লণ্ডন শহরের প্রয়াত সওদাগর ফিলিফ ক্যাণ্টালিন-এর লেখা "দি অ্যানালিসিস অব ট্রেড, কমার্স" ইত্যাদি কেবল পরবর্তী তারিখেই নয় (১৭৫৯), তার বিষয়বস্তু প্রমাণ করে যে সেখানা পরবর্তী সময়ের সংশোধিত সংস্করণ; যেমন, ফরাসী সংস্করণে হিউম তখনো উল্লিখিত হননি কিন্তু ইংরেজি সংস্করণে, পেটী ও স্থান পেয়েছেন কদাচিৎ। ইংরেজী সংস্করণটি স্বভাবতই কম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাতে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য বুলিয়ন ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে, যা ফরাসী সংস্করণে নেই। ইংরেজী সংস্করণের নাম-পত্রে লেখা এই কথাগুলি : "অত্যন্ত উদ্ভাবনশীল এক প্রয়াত ব্যক্তির পাণ্ডুলিপি থেকে প্রধানতঃ সংকলিত ও সংশোধিত' ইত্যাদি" : স্পষ্টতই বিশুদ্ধ কল্পকথা; এই ধরনের ব্যাপার তখন খুব প্রচলিত ছিল।

২. "Combien de fois n'avons-nous pas vu, dans certains ateliers, embaucher beaucoup plus d'ouvriers que ne le demandait le travail a mettre en main ? Souvent, dans la prevision d'un travail aleatoire quelquefois meme imaginaire, on admet des ouvriers : comme on les paie aux pieces, on se dit qu'on ne court aucun risque, parce que toutes les partes de temps seront a la charge des inoccupes".

এতদূর পর্যন্ত যা দেখানো হল, তা থেকে অনুসরণ করে যে, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ। যদিও কোন ক্রমেই নোতুন নয়—চতুর্দশ শতাব্দীর ফরাসী ও ইংরেজ শ্রম-আইনে সময়-ভিত্তিক মজুরির পাশাপাশি এরও উল্লেখ আছে—তবু যথার্থ ভাবে যাকে বলা যায় ম্যানুফ্যাকচার-যুগ; সেই যুগেই কেবল সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি প্রথা এক বৃহত্তর কর্ম-পরিধিতে তার আধিপত্য বিস্তার করে। আধুনিক শিল্পের ঝঞ্ঝা-মুখর যৌবনে, বিশেষ করে ১৭৯৭ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি শ্রম-দিবস সম্প্রসারণের এবং মজুরি সংকোচনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ঐ সময়কার মজুরি হ্রাস-বৃদ্ধির খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব মাল-মশলা এই 'ব্লু-বুক'গুলিতে পাওয়া যাবে: "শস্য আইন সংক্রান্ত আবেদনসমূহ প্রসঙ্গে সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন ও সাক্ষ্য" (১৮১৩-১৪ সালের সংসদ-অধিবেশন) এবং "দানা-শস্যের বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও ব্যবহার ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রসঙ্গে লর্ড-কমিটির প্রতিবেদন" (১৮১৪-১৫ সালের অধিবেশন)। জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধের সূচনা থেকে মজুরি-হ্রাসের প্রামাণ্য সাক্ষ্য আমরা এখানে পাই। নমুনা হিসাবে, বয়ন-শিল্পে সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি এত কমে গিয়েছে যে, শ্রম-দিবসের দারুণ বৃদ্ধি ঘটানো সত্ত্বেও দৈনিক মজুরি তখন দাঁড়িয়েছিল আগের চেয়েও কম। "তুলো-তন্তুবায়দের আসল মজুরি এখন আগের তুলনায় অনেক কম; মামুলি মজুরের তুলনায় এক সময়ে তার অবস্থান ছিল অনেক উপরে; এখন তা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই লোপ পেয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে,…দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির পার্থক্য এখন আগেকার তুলনায় ঢের কম।"[১] সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরির মাধ্যমে শ্রমের তীব্রতা ও দীর্ঘতা বৃদ্ধি কৃষি-মজুর কত সামান্য উপকার করেছে, তা জমিদার ও কৃষকদের পক্ষের একটি বই থেকে উদ্ধৃত এই অনুচ্ছেদটি থেকেও বোঝা যাবে, "কৃষির অধিকাংশ কাজকর্মই করানো হয় দৈনিক ভিত্তিতে ভাড়া-করা লোকদের দিয়ে কিংবা সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরির হিসাবে, তাদের সাপ্তাহিক মজুরি প্রায় ১২ শিলিং এবং যদিও এটা ধরে নেওয়া যায় যে অধিকতর কর্ম-প্রেরণার দরুন সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি-হারে মানুষ সাপ্তাহিক মজুরির তুলনায় ১ শিলিং, হয়তো ২ শিলিং বেশি পায়, তবু তার মোট হিসাব করে দেখা যায় যে, সারা বছরে তার কর্মহানি-জনিত ক্ষতি তার লাভকে ছাড়িয়ে যায়।…অধিকন্তু, সাধারণ ভাবে এটাও দেখা যাবে যে এই লোকগুলির মজুরির সঙ্গে জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের দামের একটা বিশেষ আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে, যার ফলে দুটি সন্তান সহ একজন মানুষ 'প্যারিশ' থেকে সাহায্য ছাড়াও তার পরিবার প্রতিপালন করতে পারে।"[২] পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত

(H. Gregoir : "Les Typographes devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles," Bruxelles, 1855, p. 9.)

১. 'রিমার্কস অন দি কমার্সিয়াল পলিসি অব গ্রেট ব্রিটেন,' লণ্ডন, ১৮১৫।

২. 'এ ডিফেন্স অব দি ল্যাণ্ড-ওনার্স অ্যাণ্ড ফার্মার্স অব গ্রেট ব্রিটেন,' ১৮১৪, পৃ: ৪, ৫।

তথ্যাদি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যালথাস তখন বলেন, "আমি স্বীকার করছি যে, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরির বিপুল বিস্তৃতিকে আমি সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখি। দিনের ১২।১৪ ঘণ্টা, এমনকি তারও বেশি সময়, বস্তুতই কঠোর পরিশ্রম যে-কোন মানুষের পক্ষেই অসহনীয়।"[১]

কারখানা-আইনের অধীন কর্মশালাগুলিতে সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিই হয়ে ওঠে সাধারণ রেওয়াজ, কেননা সেখানে কেবল শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করেই শ্রম-দিবসের ফলপ্রসূতা বাড়ানো যায়।[২]

শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন কাজের সময়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অতএব, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিও পরিবর্তিত হয়, কেননা তা হল একটি নির্ধারিত কর্মকালের আর্থিক অভিব্যক্তি। আমাদের উল্লিখিত দৃষ্টান্তটিতে, ১২ ঘণ্টায় উৎপন্ন হয়েছিল ২৪টি জিনিস, আর ১২ ঘণ্টার উৎপন্ন ফলের মূল্য ছিল ৬ শিলিং, শ্রম-শক্তির মূল্য ছিল ৩ শিলিং, শ্রম-ঘণ্টার দাম ৩ পেন্স এবং একটি জিনিসের দাম ১½ পেন্স। একটা জিনিসে বিধৃত ছিল অর্ধেক ঘণ্টার শ্রম। এখন যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণিত হবার দরুন, একই কাজের দিন এখন সরবরাহ করে ২৪টি জিনিসের বদলে ৪৮টি জিনিস, এবং বাকি সব কিছু থাকে অপরিবর্তিত, তা হলে সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি ১½ পেন্স থেকে কমে দাঁড়ায় ¾ পেন্স, কেননা প্রত্যেকটি জিনিস এখন প্রতিনিধিত্ব করে একটি শ্রম-ঘণ্টার ½ ভাগের জায়গায় মাত্র ¼ ভাগ। ২৪ × ১½ পেন্স = ৩ শিলিং এবং অনুরূপ ভাবেই ৪৮ × ¾ পেন্স = ৩ শিলিং। ভাষান্তরে বলা যায়, সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরি সেই অনুপাতে হ্রাস পায়, যে-অনুপাতে উৎপন্ন জিনিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়[৩] এবং, অতএব, সেই একই জিনিসে ব্যয়িত কর্ম-সময় হ্রাস পায়।

---

১. ম্যালথাস, 'ইনকুইরি ইনটু দি নেচর অ্যাণ্ড প্রোগ্রেস অব রেণ্ট,' লণ্ডন, ১৮১৫।

২. "যারা 'পিস'-ভিত্তিক মজুরিতে কাজ করে···তারা সম্ভবতঃ কারখানা-শ্রমিক সংখ্যার পাঁচ ভাগের চার ভাগ।" ("রিপোর্ট···ফ্যাক্টরিজ, ৩০ এপ্রিল, ১৮৫৮")।

৩. 'সুতো কাটার মেশিনের উৎপাদন-ক্ষমতা সঠিকভাবে মাপা হয়, এবং তার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে, যদিও সম-হারে নয়, কাজের মজুরি হ্রাস পায়। (উরে, ঐ পৃঃ ৩১৭)। এই সর্বশেষ কৈফিয়ৎ-মূলক কথাটি উরে নিজেই আবার খারিজ করে দেন। 'মিউল'-এর দীর্ঘতা-সাধনের দরুন শ্রম কিছুটা বৃদ্ধি পায় বলে তিনি স্বীকার করেন। অধিকন্তু: 'এই বৃদ্ধির ফলে মেশিনের উৎপাদন-ক্ষমতা এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি বর্ধিত হবে। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন সুতা-কাটুনি আগেকার হারে আর মজুরি পাবে না, কিন্তু সেই হারটি এক-পঞ্চমাংশ হ্রাস পাবে না, উন্নতিটি যে-কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টার জন্য তার আর্থিক উপার্জন বাড়িয়ে দেবে,' কিন্তু 'এই পূর্ববর্তী বিবৃতিটির একটা সংশোধন দরকার।···কাটুনিকে তার অতিরিক্ত কপর্দক থেকে কিশোর-কল্যাণের জন্য অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে, যার সঙ্গে ঘটবে বয়স্কদের

সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিতে এই পরিবর্তন, যা এখনো পর্যন্ত কেবল অর্থের হিসাবে, তা পরিণতি লাভ করে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে নিরন্তর লড়াইয়ে। হয়; যেহেতু ধনিক একে ব্যবহার করে শ্রমের দাম সত্যসত্যই কমিয়ে দেবার অছিলা হিসাবে অথবা যেহেতু শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংঘটিত হয় শ্রমের বর্ধিত তীব্রতা। আর, নয়তো, যেহেতু 'সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরির আকৃতিকে সে গুরুত্বসহকারে নেয়, যথা, তার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্যই টাকা দেওয়া হচ্ছে, তার শ্রম-শক্তির জন্য নয়, এবং, সেই জন্যই, পণ্যের বিক্রয়-মূল্য না কমিয়ে মজুরি কমাবার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। "শ্রমিকেরা···কাঁচা-মালের দাম এবং তৈরি মালের দাম সযত্নে লক্ষ্য করে এবং এই ভাবে তাদের মালিকের মুনাফার একটা সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হয়।"[১]

মজুরি-শ্রমের প্রকৃতি সম্পর্কে বিরাট বিভ্রান্তি বলে এই ধরনের দাবিকে মালিক সঠিক ভাবেই মাথার উপরে আঘাত হানে।[২] শিল্পের অগ্রগমনের উপরে কর-আরোপের এই দখলদারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সে চেঁচিয়ে ওঠে এবং ঘুরিয়ে ঘোষণা করে যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা আদৌ শ্রমের ব্যাপারই নয়।[৩]

একটা অংশের স্থানচ্যুতি' (ঐ পৃঃ ৩২১), মজুরি বাড়াবার কোনো রকমের ঝোঁকই যার নেই।

১. এইচ ফসেট, "দি ইকনমিক পোজিশন অব দি ব্রিটিশ লেবারার," কেম্ব্রিজ অ্যাণ্ড লণ্ডন, ১৮৬৫, পৃঃ ১৭৮।

২. ১৮৬১ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের **স্ট্যাণ্ডার্ড** পত্রিকায় রকডেল ম্যাজিস্ট্রেটদের সমক্ষে 'জন ব্রাইট অ্যাণ্ড কোম্পানী'-র একটি আবেদনের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে; (আবেদনটি হল) "ভীতি প্রদর্শনের অপরাধে কার্পেট উইভার্স ট্রেডস ইউনিয়নের এজেন্টদের অভিযুক্ত করবার জন্য। ব্রাইট কোম্পানীর অংশীদারেরা নোতুন মেশিনারি প্রবর্তন করেছে, যা আগে ১৬০ গজ কার্পেট তৈরি করতে যে সময় ও শ্রম লাগত, সেই একই সময় ও শ্রমের দ্বারা ২৪০ গজ কার্পেট উৎপাদন করবে। যান্ত্রিক উন্নতি-সাধনে মালিকের মূলধন-বিনিয়োগ-জনিত মুনাফায় শ্রমিকদের কোনো দাবি নেই। সুতরাং ব্রাইট কোম্পানি গজপ্রতি মজুরির হার ১½ পেন্স থেকে কমিয়ে ১ পেন্স করবার প্রস্তাব করে—একই শ্রমের জন্য আগে শ্রমিকদের যা উপার্জন হত, ঠিক সেইখানেই তা বজায় রেখে। কিন্তু একটা নামমাত্র হ্রাস ঘটেছে, যে সম্পর্কে শ্রমিকরা বলছে তাদের আগে যথোচিত ভাবে সতর্ক করা হয়নি।"

৩. "মজুরি রক্ষা করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি উন্নত মেশিনারি-জনিত সুবিধার অংশ পেতে চেষ্টা করে (কী ভয়ানক কথা!)···শ্রমের সংক্ষেপ সাধন করা হয়েছে বলে উচ্চতর মজুরির দাবি, অন্য ভাবে বললে দাঁড়ায়, যান্ত্রিক উন্নয়নের উপরে কর আরোপণ।" ("অন কম্বিনেশন অব ট্রেডস" নতুন সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৩৪, পৃঃ ৪২)।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

॥ দেশে দেশে মজুরির পার্থক্য ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ে আমরা বহুবিধ সংযোজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, এমন সব সংযোজন নিয়ে যা শ্রম-শক্তির আয়তনে পরিবর্তন ঘটাতে পারে; এই আয়তনকে আমরা বিবেচনা করেছিলাম, হয়, অনাপেক্ষিক ভাবে আর, নয়তো, আপেক্ষিক ভাবে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে; অথচ, অন্যদিকে, জীবন-ধারণের উপকরণসমূহের পরিমাণ, যার মধ্যে শ্রমের দাম রূপায়িত হয়, তা আবার এই দামের পরিবর্তন থেকে স্বতন্ত্রভাবে ও ভিন্নতরভাবে ওঠা-নামা করতে পারে।[১] যে কথা আগেই বলা হয়েছে, মজুরির মামুলি রূপটিতে শ্রম-শক্তির মূল্যের, কিংবা, যথাক্রমে দামের, এই সরল রূপায়ণ এই সমস্ত নিয়মকে রূপান্তরিত করে মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মাবলীতে। একটি মাত্র দেশের অভ্যন্তরে যা মজুরির এই হ্রাস-বৃদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ করে পরিবর্তনশীল সংযোজনসমূহের একটি ক্রম হিসাবে, তা বিভিন্ন দেশে আত্মপ্রকাশ করতে পারে জাতীয় মজুরিতে সমকালীন পার্থক্য হিসাবে। বিভিন্ন দেশে মজুরির তুলনা করতে গিয়ে, আমাদের তাই অবশ্যই হিসাবে ধরতে হবে এমন সমস্ত উপাদানকে, যা শ্রম-শক্তির মূল্যের পরিমানে পরিবর্তনগুলিকে নির্ধারণ করে; স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত জীবন-ধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহের দাম ও মাত্রা, শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করার খরচ, নারী ও শিশুদের শ্রমের দ্বারা সম্পাদিত ভূমিকা, শ্রমের উৎপাদন-শীলতা, তার ব্যক্তিগত ও তীব্রতাগত মাত্রা। এমনকি, একান্ত ভাসা-ভাসা তুলনা করার জন্যও চাই বিভিন্ন দেশে একই রকমের বৃত্তির জন্য গড় দৈনিক মজুরিতে একটি অভিন্ন কর্ম-দিবসে পর্যবসিত করা। দৈনিক মজুরিতে একই শর্তাবলীতে পর্যবসিত করার পরে, সময়-ভিত্তিক মজুরিকে আবার রূপায়িত করতে সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিতে, কেননা একমাত্র সংখ্যা-ভিত্তিক মজুরিই শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও তীব্রতা এই উভয়েরই একটা পরিমাপ হিসাবে কাজ করতে পারে।

---

১. 'এটা বলা ঠিক নয় যে' (এখানে কেবল টাকার অঙ্কে প্রকাশিত মজুরির কথা বলা হয়েছে) 'মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা তা অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে অপেক্ষাকৃত বেশি জিনিস ক্রয় করতে পারছে।' (ডেভিড বুকানন কৃত অ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ···'-এর সংস্করণে, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১৭, টীকা)।

প্রত্যেক দেশেই শ্রমের একটা নির্দিষ্ট গড় তীব্রতা আছে, যার নীচে কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিকভাবে আবশ্যিক সময়ের চেয়ে বেশি সময়; সুতরাং তা স্বাভাবিক গুণমানের শ্রম হিসাবে পরিগণিত হয় না। কোন একটি দেশে জাতীয় গড়ের তুলনায় উচ্চতর মাত্রার তীব্রতাই কেবল মূল্যের পরিমাপকে কাজের সময়ের নিছক স্থিতিকাল দিয়ে প্রভাবিত করে। বিশ্বজনীন বাজারে, যার সংগঠনী অংশগুলি হচ্ছে বিভিন্ন স্বতন্ত্র দেশ, সেখানে এমন ঘটেনা। শ্রমের গড় তীব্রতা দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন; এখানে তা বেশি, ওখানে কম। এই জাতীয় (দেশগত) গড়গুলি একটি মানদণ্ড ('স্কেল') রচনা করে, যার পরিমাপের এককই হল বিশ্বজনীন শ্রমের গড় একক। অতএব, কম তীব্র জাতীয় শ্রমের তুলনায় বেশি তীব্র জাতীয় শ্রম একই সময়ের মধ্যে বেশি মূল্য উৎপাদন করে, যা নিজেকে অভিব্যক্ত করে বেশি অর্থের আকারে।

কিন্তু মূল্যের নিয়মটি তার আন্তর্জাতিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ঘটনার দ্বারা আরো উপযোজিত হয় যে, বিশ্ব-বাজারে অধিকতর উৎপাদনশীল জাতীয় শ্রম পরিগণিত হয় অধিকতর তীব্র শ্রম হিসাবে, যে-পর্যন্ত না অধিকতর উৎপাদনশীল জাতিটি (দেশটি) প্রতিযোগিতার চাপে তার পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়-দাম তাদের মূল্যের স্তরে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়।

যে-অনুপাতে একটি দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বিকশিত হয়, সেই অনুপাতে সেখানে শ্রমের জাতিগত তীব্রতা ও উৎপাদনশীলতা আন্তর্জাতিক স্তরের উপরে ওঠে।[১] সুতরাং বিভিন্ন দেশে একই কাজের সময়ের মধ্যে উৎপাদিত, একই ধরনের পণ্যের বিভিন্ন পরিমাণ হয় অসমান আন্তর্জাতিক মূল্যের অধিকারী, যা আবার অভিব্যক্তি পায় বিভিন্ন দামের মধ্যে অর্থাৎ টাকার অঙ্কে, যে-অঙ্ক আবার পরিবর্তিত হয় আন্তর্জাতিক মূল্য অনুযায়ী। সুতরাং যে জাতির মধ্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি কম বিকশিত, সেই তুলনায়, যে জাতির মধ্যে সেই পদ্ধতি বেশি বিকশিত, সেই জাতিতে অর্থের আপেক্ষিক মূল্য অল্পতর হবে। সুতরাং এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, কম বিকশিত জাতিটির তুলনায় বেশি বিকশিত জাতিটির আর্থিক মজুরি অর্থাৎ অঙ্কে প্রকাশিত শ্রম-শক্তির মূল্য বেশি হবে; অবশ্য, এতে প্রমাণিত হয় না যে আসল মজুরির ক্ষেত্রেও, অর্থাৎ শ্রমিকের প্রাপ্ত জীবন-ধারণের দ্রব্য সামগ্রী পরিমাণের ক্ষেত্রেও, তা হবে।

বিভিন্ন দেশে টাকার মূল্যের এই আপেক্ষিক পার্থক্য ছাড়াও, এটা প্রায়ই দেখা যাবে, কম বিকশিত দেশটির চেয়ে বেশি বিকশিত দেশটিতে দৈনিক বা সাপ্তাহিক ইত্যাদি মজুরি বেশি, অথচ শ্রমের আপেক্ষিক দাম অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের

---

১. আমরা অন্যত্র আলোচনা করব উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পর্কে কোন্ কোন্ ঘটনা এই নিয়মটিকে আলাদা শিল্প-শাখার সঙ্গে উপযোজিত করতে পারে।

দাম উভয়ের তুলনায় শ্রমের দাম বেশি বিকশিত দেশটির চেয়ে কম বিকশিত দেশটিতে বেশি।[১]

সুতো-কাটা শিল্পে সমীক্ষা চালিয়ে ১৮৩৩ সালের কারখানা কমিশনের সদস্য জে ডবল্যু কাওয়েল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, "ইউরোপ-ভূখণ্ডের তুলনায় ইংল্যাণ্ডে মজুরি কার্যত ধনিকের ক্ষেত্রে কম, যদিও শ্রমিকের ক্ষেত্রে বেশি।" (উরে, পৃঃ ৩১৪)। ইংরেজ কারখানা-পরিদর্শক আলেক্সাণ্ডার রেডগ্রেভ তাঁর ১৮৬৬, ৩১শে অক্টোবরের রিপোর্টে ইউরোপীয় ভূখণ্ডবিস্তৃত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তুলনামূলক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলেন, অল্পতর মজুরি ও দীর্ঘতর কাজের সময় সত্ত্বেও, উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতে ভূখণ্ডের শ্রম ইংল্যাণ্ডের শ্রমের তুলনায় মহার্ঘতর। ওল্‌ডেনবুর্গের একটি তুলো-কারখানায় একজন ইংরেজ ম্যানেজার ঘোষণা করেন যে, শনিবার সমেত সেখানে কাজের সময়ের দৈর্ঘ্য সকাল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে রাত পর্যন্ত; এবং সেখানকার শ্রমিকেরা ঐ সময়ে যখন তারা কাজ করে ইংরেজ তদারককারীদের অধীনে, তখন তারা ততটা জিনিসও উৎপাদন করে না, যতটা তারা করে ১০ ঘণ্টায়, কিন্তু জার্মান-তদারককারীদের অধীনে, তারা উৎপাদন করে অনেক কম। ইংল্যাণ্ডের তুলনায় মজুরি অনেক কম; বহু ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগেরও কম; কিন্তু মেশিনারির অনুপাতে শ্রমিক-সংখ্যা ঢের বেশি, কোন কোন বিভাগে ৫ : ৩ অনুপাতে।—মিঃ রেডগ্রেভ রুশ তুলো কারখানাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য উপস্থিত করেন। অতি

১. অ্যাডাম স্মিথের বিরুদ্ধে তাঁর তর্কযুদ্ধে জেমস এণ্ডার্সন মন্তব্য করেন: "অনুরূপ ভাবে এই প্রসঙ্গেও মন্তব্য হওয়া উচিত যে, যদিও শ্রমের দাম দরিদ্র দেশগুলিতে সচরাচর কম, যেখানে মাটির ফসল এবং সাধারণ ভাবে দানা-শস্য সস্তা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। কারণ শ্রমিককে দিন-প্রতি যে মজুরি দেওয়া হয়, তা শ্রমের আসল দাম নয়, যদিও তা তার আপাত দাম। আসল দাম হল যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম সম্পাদন করার জন্য নিয়োগকর্তাকে বস্তুতই ব্যয় করতে হয়; এবং এই আলোতে দেখলে, শ্রম প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই দরিদ্র দেশের তুলনায় ধনী দেশে সস্তা, যদিও দানা-শস্য ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর দাম ধনী দেশের তুলনায় দরিদ্র দেশে ঢের কম।…দিনের ভিত্তিতে হিসাব করা শ্রম ইংল্যাণ্ডের তুলনায় স্কটল্যাণ্ডে অনেক কম।…সংখ্যার ('পিস-এর) ভিত্তিতে হিসাব করা শ্রম ইংল্যাণ্ডে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত সস্তা।" (জেমস এণ্ডার্সন, 'অবজার্ভেশনস অন দি মিনস অব একসাইটিং এ স্পিরিট অব ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রি', ১৭৭৭, পৃঃ ৩৫০, ৩৫১)। বিপরীত দিকে, মজুরির নিম্নহার আবার তার বেলায় শ্রমের মহার্ঘতা ঘটায়। 'ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আয়ার্ল্যাণ্ডে শ্রম মহার্ঘতর…কেননা মজুরি এত বেশি নিম্নতর।' (নং ২০৭৪, "রয়্যাল কমিশন অন রেলওয়েজ, মিনিটস', ১৮৬৭")।

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করেছেন, এমন একজন ইংরেজ ম্যানেজারের কাছ থেকে তিনি ঐ তথ্যগুলি পেয়েছেন। যাবতীয় অখ্যাতিতে ফলবতী এই রুশ মৃত্তিকায় ইংরেজি কারখানার সেই প্রথম যুগের বিভীষিকাগুলি আজও পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করছে। ম্যানেজাররা অবশ্যই ইংরেজ, কেননা ব্যবসার এই ব্যাপারে স্থানীয় রুশ ধনিক একেবারেই অপদার্থ। দিন-রাত জুড়ে মাত্রাহীন খাটুনি সত্ত্বেও, শ্রমিকের মজুরির লজ্জাজনক স্বল্পতা সত্ত্বেও, রুশ ম্যানুফ্যাকচার কেবল বিদেশী প্রতিযোগিতার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেই কোনক্রমে টিকে আছে। উপসংহারে, আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কারখানা-পিছু ও সুতো-কাটুনি-পিছু টাকুর গড় সংখ্যা-সংক্রান্ত মিঃ রেডগ্রেভের তুলনামূলক সারণীটি এখানে তুলে দিচ্ছি। তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন যে, তিনি কয়েক বছর আগে এগুলি সংগ্রহ করেছেন এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে কারখানাগুলির আয়তন এবং শ্রমিক-পিছু টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য, তিনি মনে করেন যে, ইউরোপীয় ভূখণ্ডের উল্লিখিত দেশগুলিতে মোটামুটি সমান অগ্রগতি ঘটেছে, সুতরাং যে-সংখ্যাতথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে, তুলনা করার উদ্দেশ্যে এখনো তার মূল্য আছে।

কারখানা-পিছু টাকুর গড় সংখ্যা

ইংল্যাণ্ড	কারখানা-পিছু টাকুর গড় সংখ্যা	১২,৬০০
ফ্রান্স	,, ,, ,, ,, ,,	১,৫০০
প্রুশিয়া	,, ,, ,, ,, ,,	১,৫০০
বেলজিয়াম	,, ,, ,, ,, ,,	৪,০০০
স্যাক্সনি	,, ,, ,, ,, ,,	৪,৫০০
অষ্ট্রিয়া	,, ,, ,, ,, ,,	৭,০০০
সুইজারল্যাণ্ড	,, ,, ,, ,, ,,	৮,০০০

ব্যক্তি-পিছু টাকুর গড় সংখ্যা

ফ্রান্স	একজন ব্যক্তি-পিছু	১৪ টাকু
রাশিয়া	,, ,, ,,	২৮ ,,
প্রুশিয়া	,, ,, ,,	৩৭ ,,
ব্যাভেরিয়া	,, ,, ,,	৪৬ ,,
অষ্ট্রিয়া	,, ,, ,,	৪৯ ,,
বেলজিয়াম	,, ,, ,,	৫০ ,,
স্যাক্সনি	,, ,, ,,	৫০ ,,
সুইজারল্যাণ্ড	,, ,, ,,	৫৫ ,,
জার্মানির ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রসমূহ	,, ,, ,,	৫৫ ,,
গ্রেট ব্রিটেন	,, ,, ,,	৭৪ ,,

মিঃ রেডগ্রেভ বলেন, "এই তুলনা গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে আরো কম অনুকূল, যেহেতু এক বিরাট-সংখ্যক কারখানায় শক্তির সাহায্যে বয়নের কাজ সুতো তৈরির সঙ্গে একযোগে পরিচালিত হয় (অথচ উল্লিখিত সারণীতে বয়নকারীদের বাদ দেওয়া হয়নি), এবং বিদেশের কারখানাগুলি প্রধানতঃ সুতো তৈরির কারখানা ; যদি কঠোরভাবে সমানে সমানে তুলনা করা যেত, আমি আমার জেলায় এমন অনেক তুলো-কারখানা দেখতে পারতাম, যেখানে ২,০০০ মাকুর কাজ দেখছে মাত্র একজন লোক ('মাইণ্ডার') এবং তার সঙ্গে দুজন সহকারী, দৈনিক উৎপাদন করছে ২২০ পাউণ্ড সুতো, যার দৈর্ঘ্য হবে ৪০০ মাইল" (কারখানা-পরিদর্শকের রিপোর্ট, ৩১শে অক্টোবর, ১৮৬৬ সাল, পৃঃ ৩১—৩৭)।

এটা সুপরিজ্ঞাত যে, পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়ায়, ইংরেজ কোম্পানিগুলি রেলপথের নির্মাণকার্য শুরু করেছে এবং তা করতে গিয়ে, তদ্দেশীয় শ্রমিকদের পাশাপাশি কিছু সংখ্যক ইংরেজ শ্রমিকও নিযুক্ত করেছে। বাস্তব প্রয়োজনের চাপে তারা এইভাবে বাধ্য হয়েছে শ্রম-তীব্রতায় জাতিগত পার্থক্যকে হিসাবের মধ্যে ধরতে, অবশ্য তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, এমনকি যদি মজুরির উচ্চতা শ্রমের গড় তীব্রতার মোটামুটি অনুরূপ হয়, তাহলে আমরা শ্রমের আপেক্ষিক দাম সাধারণতঃ বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়।

তাঁর প্রথম অর্থ নৈতিক লেখাগুলির একটিতে,"মজুরির হার প্রসঙ্গে প্রবন্ধে"[১] এইচ. ক্যারি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন জাতির মজুরি জাতীয় কর্ম-দিবসের উৎপাদনশীলতার মাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আনুপাতিক ; এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত টানেন যে, সর্বত্রই মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে শ্রমের উৎপাদনশীলতার অনুপাতে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন সম্পর্কে আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণটি প্রমাণ করে দেয় ক্যারির এই সিদ্ধান্তটি কত আজগুবি ; তাঁর অভ্যাসগত অবিবেচক ও ভাসাভাসা ভঙ্গিমায় এক গাদা পরিসংখ্যানের তালগোল পাকানো পিণ্ড নিয়ে এদিক ওদিক কসরৎ না করে, তিনি নিজে যদি এমনকি তার প্রতিজ্ঞাগুলিও প্রমাণ করতে পারতেন ! তাঁর বক্তব্যের সবচেয়ে ভাল দিক এইটাই যে, তিনি বলেননি, তাঁর তত্ত্ব অনুসারে যা যা হওয়া উচিত, ঠিক তাই তাই হয়েছে। কেননা, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক সম্পর্কসমূহকে ভেস্তে দিয়েছে। অতএব, বিভিন্ন জাতীয় মজুরিগুলিকে গণ্য করতে হবে যেন তার প্রত্যেকটির যে-অংশ ট্যাক্সের আকারে রাষ্ট্রের হাতে যায়, তাই শ্রমিকের নিজের হাতে এসে গিয়েছে। মিঃ ক্যারির কি আরো

১. 'এসে অন দি রেট অব ওয়েজেস উইথ অ্যান এগজামিনেশন অব দি কজেস অব দি ডিফারেন্সেস ইন দি কণ্ডিশন অব দি লেবারিং পপুলেশন থ্রুআউট দি ওয়ার্ল্ড' ফিলাডেলফিয়া, ১৮৩৫। ('মজুরির হার প্রসঙ্গে প্রবন্ধ : তৎসহ সমগ্র বিশ্বে শ্রমজীবী জনসংখ্যার অবস্থায় পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা)।'

বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল না যে ঐ "রাষ্ট্রীয় ব্যয়গুলি" ধনতান্ত্রিক বিকাশের "স্বাভাবিক" ফল নয়? যে-ব্যক্তিটি সর্বপ্রথমে ঘোষণা করেছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সম্পর্কসমূহ হল প্রকৃতি ও যুক্তির শাশ্বত নিয়ম,—যার অবাধ ও সুষম ক্রিয়াশীলতা ব্যাহত হয় কেবল রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দ্বারা এবং যিনি পরে আবিষ্কার করেছিলেন যে বিশ্ব-বাজারের উপরে ইংল্যাণ্ডের শয়তানি প্রভাবই (যে-প্রভাব, মনে হয়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী থেকে উদ্ভূত হয় না), রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক, ওরফে, "সংরক্ষণ-তন্ত্র"-কর্তৃক, প্রকৃতি ও যুক্তির ঐ নিয়মাবলীর সংরক্ষণেকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল, সেই ব্যক্তিটির পক্ষে এমন ধারা যুক্তি প্রদর্শন খুবই শোভন। তিনি আরো আবিষ্কার করেছিলেন যে, রিকার্ডো ও অন্যান্যদের যেসব উপপাদ্যে উপস্থিত সামাজিক বৈরিতা ও বিরোধগুলি সূত্রায়িত হয়েছে, সেই উপপাদ্যগুলিতে বাস্তব অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির তত্ত্বগত ফল নয়, বরং, বিপরীত, ইংল্যাণ্ডে ও অন্যত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বাস্তব সম্পর্কগুলিই রিকার্ডো ও অন্যান্যদের তত্ত্বসমূহের ফল। সর্বশেষে, তিনি আবিষ্কার করলেন যে, বাণিজ্যই শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সহজাত সৌন্দর্য ও সুষমা সমূহের সংহার সাধন করে। আরো এক পা এগোলেই, সম্ভবত, তিনি আবিষ্কার করে ফেলবেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে একটিই মাত্র খারাপ জিনিস আছে, সেটি হল মূলধন নিজেই। বিবেচনা-বৃত্তির এমন নিদারুণ অভাব এবং এমন মিথ্যা পাণ্ডিত্যের ভড়ং যাঁর আছে, তিনিই হতে পারেন, তাঁর সংরক্ষণবাদী বিধর্মিতা সত্ত্বেও, বাস্টিয়াট এবং আজকের দিনের তাবৎ অবাধ-বাণিজ্যকামী আশাবাদীদের গোপন উৎস।

সপ্তম বিভাগ

॥ মূলধনের সঞ্চয়ন ॥

মূল্যের যে-পরিমাণটি মূলধন হিসাবে কাজ করতে যাচ্ছে, তা যে-প্রথম পদক্ষেপটি নেয়, সেটি হল একটি টাকার অঙ্ককে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে এবং শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিতকরণ। এই রূপান্তরণ ঘটে বাজারে, সঞ্চলনের পরিধির মধ্যে। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ হয় তখনি, যখন উৎপাদনের উপায় উপকরণগুলি এমন পণ্যদ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার মূল্য সেই দ্রব্যাদির গঠনকারী অংশগুলির মূল্যকে ছাড়িয়ে বেশি হয়, এবং সেই কারণে বিধৃত করে প্রারম্ভে অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনটিকে—একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যকে। এই পণ্যদ্রব্যগুলিকে তখন অবশ্যই সঞ্চলনে ছুঁড়ে দিতে হবে, সেগুলিকে বিক্রি করতে হবে, সেগুলির মূল্যকে টাকার অঙ্কে রূপায়িত করতে হবে, এই টাকাকে আবার নোতুন করে মূলধনে রূপান্তরিত করতে হবে—এবং এই ভাবেই চলতে থাকবে বারংবার।

সঞ্চয়নের প্রথম শর্ত এই যে, ধনিক নিশ্চয়ই তার পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের এবং এই ভাবে প্রাপ্ত টাকার বৃহত্তর অংশকে মূলধন পুনঃরূপান্তরিত করার বন্দোবস্ত করেছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা ধরে নেব যে, মূলধন তার স্বাভাবিক পথে সঞ্চলন করছে। **দ্বিতীয় গ্রন্থে** এই প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হবে।

যে-ধনিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, অর্থাৎ যে ধনিক শ্রমিকদের কাছ থেকে সরাসরি মজুরি-বঞ্চিত শ্রম আদায় করে এবং তাকে পণ্যদ্রব্যের মধ্যে স্থাপন করে, সে বস্তুতই এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রথম অধিকারকারী, কিন্তু কোন মতেই শেষ স্বত্বাধিকারী নয়। তাকে তা ভাগ করে নিতে হয় ধনিকদের সঙ্গে ভূস্বামী ইত্যাদিদের সঙ্গে, যারা সামাজিক জটিল বিন্যাসের মধ্যে অন্যান্য কাজ সম্পাদন করে। সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্য নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার অংশগুলি বিভিন্ন বর্গের ব্যক্তিদের ভাগে পড়ে এবং পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বিবিধ আকার ধারণ করে, যেমন মুনাফা সুদ, ধনিকের মুনাফা, খাজনা ইত্যাদি। কেবল **তৃতীয় গ্রন্থে** গিয়েই আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই সব উপযোজিত রূপ নিয়ে আলোচনার অবকাশ পাব।

তা হলে, এক দিকে সঞ্চলনের পরিধির মধ্যে থাকাকালে মূলধন যেসব নোতুন

নোতুন রূপ পরিগ্রহ করে কিংবা এই সব রূপের অন্তরালে যে বাস্তব অবস্থাগুলি থাকে, সেগুলি সম্পর্কে মাথা না ঘামিয়ে, আমরা ধরে নিচ্ছি যে, ধনিক যে পণ্য-দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, সে সেগুলিকে তাদের স্ব-মূল্যেই বিক্রি করে। অন্য দিকে আমরা ধনিক উৎপাদনকারীটিকে গণ্য করছি সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্বত্বাধিকারী হিসাবে, বরং বলা ভাল, লুঠের মালে তার সঙ্গে বখরা নেয় এমন তামাম বখরাদারের প্রতিনিধি হিসাবে। সুতরাং, আমরা সর্বপ্রথমে মূলধন সঞ্চয়নকে আলোচনা করব একটি অমূর্ত দৃষ্টিকোণ থেকে—অর্থাৎ উৎপাদনের বাস্তব প্রক্রিয়ায় নিছক একটি পর্যায় হিসাবে।

যখন সঞ্চয়ন সংঘটিত হয়, তখন ধনিক নিশ্চয়ই সফল হয়েছে তার পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রি করে দিতে, এবং সেই বিক্রয়-লব্ধ টাকাকে মূলধনে পুনঃরূপান্তরিত করতে। অধিকন্তু, উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই নানা খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবার ঘটনাটি তার প্রকৃতিতেও কোনো পরিবর্তন ঘটায় না কিংবা যে অবস্থাবলীর মধ্যে তা সঞ্চয়নের একটি উপাদান হয়ে ওঠে, সেই অবস্থাবলীতেও কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। শিল্প-ধনিক নিজের জন্য যতটা রাখে কিংবা অন্যান্যদের জন্য যতটা ছাড়ে, তার অনুপাতে যাই হোক না কেন, সেই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি, যে প্রথম পর্যায়ে তা দখল করে নেয়। সুতরাং, যা কার্যত ঘটে, তার চেয়ে বেশি কিছুই আমরা ধরে নিচ্ছি না। অন্য দিকে, সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়ার সরল মৌল রূপটি ঢাকা পড়ে যায় সঞ্চলনের ঘটনাটি দ্বারা যা সেটিকে ঘটায়, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভাগাভাগি দ্বারা। অতএব এই প্রক্রিয়াটির একটি যথাযথ বিশ্লেষণ দাবি করে যে, আমরা আপাতত উপেক্ষা করব সেই যাবতীয় ব্যাপারকে, যা তার ভিতরকার যান্ত্রিক ব্যবস্থাটির ক্রিয়াকর্মকে আড়াল করে রাখে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

॥ সরল পুনরুৎপাদন ॥

সমাজে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার রূপ যাই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই হতে হবে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, কিছু সময় অন্তর অন্তর যেতে হবে একই পর্যায়ক্রমের মধ্য দিয়ে। যেমন কোন সমাজ তার পরিভোগ-ক্রিয়া থেকে বিরত থাকতে পারে না, তেমন সে তার উৎপাদন-ক্রিয়া থেকেও বিরত থাকতে পারে না। সুতরাং, যখন তাকে দেখা যায় একটি পরস্পর-সংযুক্ত সমগ্র হিসাবে, অবিরত পুনর্নবীভবনের প্রবাহ হিসাবে, তখন প্রত্যেকটি সামাজিক প্রক্রিয়াই আবার একই সময়ে পুনরুৎপাদনেরও প্রক্রিয়া।

উৎপাদনের শর্তাবলীই আবার পুনরুৎপাদনেরও শর্তাবলী। কোন সমাজ উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে না, ভাষান্তরে পুনরুৎপাদন করতে পারে না যদি সে তার উৎপন্ন ফলের একটি অংশকে উৎপাদনের উপায় উপকরণে, তথা নোতুন উৎপন্ন ফলের উপাদানে, পুনঃরূপান্তরিত না করে। বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, একটি মাত্র পদ্ধতি যার দ্বারা সে তার সম্পদ পুনরুৎপাদন করতে পারে, তা হল উৎপাদনের উপায়-উপকরণের পরিবর্তে, অর্থাৎ শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল এবং সারা বছর ধরে পরিভুক্ত সহায়ক সামগ্রীর পরিবর্তে একই রকমের সব জিনিসের একই পরিমাণে প্রতি-স্থাপন; বাৎসরিক উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার থেকে এই জিনিসগুলিকে অবশ্যই আলাদা করতে হবে এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় নোতুন করে নিক্ষেপ করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক বছরের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের একটি নির্দিষ্ট অংশ উৎপাদনেরই এখ্‌তিয়ার-ভুক্ত। শুরু থেকেই উৎপাদনশীল পরিভোগের জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট এই অংশটি, প্রধানতঃ এমন সব জিনিসের আকারে থাকে, যা ব্যক্তিগত পরিভোগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

উৎপাদনের রূপ যদি হয় ধনতান্ত্রিক, তা হলে পুনরুৎপাদনের রূপও হবে ধনতান্ত্রিক। যেমন প্রথম ক্ষেত্রে শ্রম-প্রক্রিয়ার ভূমিকা হল মূলধনের আত্ম-সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য-সাধন একটি উপায়মাত্র হিসাবে, ঠিক তেমনি এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতেও তার ভূমিকা হল মূলধনের পুনরুৎপাদনের উপায় হিসাবে—অর্থাৎ আত্ম-সম্প্রসারণশীল মূল্য হিসাবে—অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্য হিসাবে। যেহেতু তার টাকা সব সময়েই কাজ করে মূলধন হিসাবে সেই হেতুই ধনিকের অর্থনৈতিক পোশাকটি ব্যক্তিবিশেষের গায়ে লেগে যায়। যেমন, যদি এ বছর ১০০ পাউণ্ড পরিমাণ টাকা মূলধনে রূপান্তরিত হয়, এবং

২০ পাউণ্ড পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, তা হলে পরবর্তী বছরে এবং তার পরের বছরগুলিতেও, তা ঐ একই পুনরাবৃত্তি চালিয়ে যেতে থাকবে। অগ্রিম-প্রদত্ত-মূলধনের সময়ক্রমিক বৃদ্ধি হিসাবে কিংবা প্রক্রিয়াশীল মূলধনের সময়ক্রমিক ফল হিসাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্য মূলধন থেকে উৎসারিত একটি আয়ের আকার ধারণ করে।[১]

এই আয়টি যদি কেবল সংশ্লিষ্ট ধনিকের পরিভোগ সংস্থানের জন্য একটি তহবিল হিসাবে কাজ করে এবং, যেমন সময়ক্রমিক ভাবে পাওয়া যায়, তেমন ভাবেই ব্যয় হয়ে যায়, তা হলে, caeteris paribus, সরল পুনরুৎপাদন সংঘটিত হয়। এবং যদিও এই পুনরুৎপাদন কেবল পুরনো আয়তনে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবু কেবল এই পুনরাবৃত্তিই কিংবা নিরবচ্ছিন্নতাই প্রক্রিয়াটিকে একটি নোতুন চরিত্র দান করে, কিংবা, বরং বলা যায়, কয়েকটি আপাত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ধান ঘটায়—যে-বৈশিষ্ট্যগুলি তার অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি পৃথক বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে।

একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য শ্রম-শক্তি ক্রয় হল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রস্তাবনা; এবং যখনি চুক্তি-নির্ধারিত মেয়াদ পার হয়ে যায়, যখনি সপ্তাহ, মাস ইত্যাদির মত উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায়, তখনি এই প্রস্তাবনার নিরন্তর পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক তার শ্রম-শক্তি ব্যয় না করছে এবং সেই শ্রম-শক্তি কেবল মূল্যকেই নয়, তার উদ্বৃত্ত-মূল্যকেও পণ্য-সামগ্রীতে রূপায়িত না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মজুরি দেওয়া হয় না। সুতরাং, সে তার আগে কেবল

---

১. Mais ces riches, qui consomment les produits du travail des autres, ne peuvent les obtenir que par des echanges [purchases of commodities]. S'ils donnent cependant leur richesse acquise et accumulee en retour contre ces produits nouveaux qui sont l'objet de leur fantaisie, ils semblent exposes a epuiser bientot leur fonds de reserve ; ils ne travaillent point, avor s-nous dit, et ils ne peuvent meme travailler ; on croirait donc que chaque jour doit voir diminuer leurs vieilles richesses, et que lorsqu'il ne leur en restera plus, rien ne sera offert en echange aux ouvriers qui travaillent exclusivement pour eux ...Mais dans l'ordre social, la richesse a acquis la propriete de se reproduire par le travail d'autrui, et sans que son proprietaire y concoure. La richesse, comme le travail, et par le travail, donne un fruit annuel qui peut etre detruit chaque annee sans que le riche en devienne plus pauvre. Ce fruit est le revenu qui nait du capital." (Sismondi : "Nouv. Princ. d' Econ. Pol." Paris, 1819, t. I, pp. 81-82.)

উদ্বৃত্ত-মূল্যই উৎপাদন করেনি, যাকে আমরা আপাতত গণ্য করছি উক্ত ধনিকের ব্যক্তিগত পরিভোগের তহবিল হিসাবে, তা ছাড়াও উৎপাদন করেছে তার কাছে মজুরির আকারে ফিরে যাবার আগে, সেই তহবিলটিকে, অস্থির মূলধনটিকে, যা থেকে তাকেও দেওয়া হয় তার মজুরি; এবং তার কাজ কেবল ততকাল পর্যন্তই থাকে, যতকাল পর্যন্ত সে এই তহবিল পুনরুৎপাদন করতে পারে। এই থেকেই এসেছে অর্থনীতিবিদ্‌দের সেই সূত্রটি যা মজুরিকে বর্ণনা করে উৎপন্ন ফলেরই একটি অংশ হিসাবে; অষ্টাদশ অধ্যায়ে আগেই এই সূত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে।[১] মজুরির আকারে যা শ্রমিকের কাছে ফিরে যায়, তা তার দ্বারা নিরন্তর পুনরুৎপাদিত উৎপন্ন ফলেরই একটা অংশ। সত্য বটে যে, ধনিক তাকে মজুরি দেয় টাকার অঙ্কে, কিন্তু এই টাকা তার শ্রমোৎপন্ন ফলেরই পরিবর্তিত রূপ। যখন সে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের একটা অংশকে উৎপন্ন দ্রব্যে রূপান্তরিত করছে, তখন তার পূর্বোৎপন্ন দ্রব্যের একটা অংশ টাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তার গত সপ্তাহের বা গত মাসের শ্রমই তার এই সপ্তাহের বা এই বছরের মজুরি যুগিয়ে থাকে। টাকার অন্তবর্তী ভূমিকার দরুন যে-বিভ্রমের সৃষ্টি হয়, সেই মুহূর্তে তা অন্তর্হিত হয়ে যায়, যে মুহূর্তে একজন ধনিক বা একজন শ্রমিক হিসাবে বিবেচনা না করে, আমরা বিবেচনা করি সমগ্র ভাবে ধনিক শ্রেণী এবং সমগ্র ভাবে শ্রমিক শ্রেণী হিসাবে। ধনিক শ্রেণী সব সময়েই শ্রমিক শ্রেণীকে দিচ্ছে টাকার আকারে 'অর্ডার নোট'—দিচ্ছে সেই দ্রব্যসম্ভারের একটি অংশের বাবদে, যে দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করে শ্রমিক-শ্রেণী, কিন্তু আত্মসাৎ করে ধনিক শ্রেণী। ঠিক অনুরূপ নিরন্তর ভাবেই শ্রমিকেরা সেই অর্ডার-নোটগুলিকে ফিরিয়ে দেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে, এবং এই ভাবে তাদের নিজেদের উৎপন্ন ফলে পায় তাদের অংশ। উৎপন্ন ফলের পণ্য-রূপ এবং পণ্যের মুদ্রা-রূপ এই আদান-প্রদানকে অবগুণ্ঠিত করে রাখে।

সুতরাং অস্থির মূলধন হল জীবনধারণের আবশ্যিক দ্রব্যসামগ্রী সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের কিংবা শ্রমিকের নিজের ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যে শ্রম-তহবিলের প্রয়োজন হয় এবং, সামাজিক উৎপাদনের প্রণালী যাই হোক না কেন, যে তহবিলটি তাকে নিজেকেই অবশ্যই উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করতে হবে, তারই চেহারার একটি বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ মাত্র। শ্রম-তহবিল যদি নিরন্তর তার দিকে বয়ে আসে টাকার আকারে, যা তাকে দেয় তার শ্রমের পারিশ্রমিক, তা

১. 'মজুরি এবং মুনাফা—এই দুটির প্রত্যেকটিকেই—বিবেচনা করতে হবে তৈরি উৎপন্ন সামগ্রীর সত্য সত্যই একটি করে অংশ হিসাবে।' (র‍্যামসে, ঐ, পৃঃ ১৪২)। 'উৎপন্ন সামগ্রীর যে অংশ শ্রমিকের কাছে আসে মজুরির আকারে।' (জে. মিল, 'এলিমেণ্টস', ইত্যাদি, প্যারিশট কর্তৃক অনূদিত, প্যারিস, ১৮২৩, পৃঃ ৩৪।

হলে তার কারণ এই যে, সে যে-উৎপন্ন দ্রব্য তৈরি করেছে তা নিরন্তর তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মূলধনের আকারে! কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও এই ঘটনাটি বদলে যায় না যে, এটা শ্রমিকেরই নিজস্ব শ্রম, যা রূপায়িত হয় উৎপন্ন দ্রব্যে, এবং যা ধনিক তাকে দেয় অগ্রিম হিসাবে।[১] একজন চাষীর কথা ধরা যাক, যাকে তার প্রভুর জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করতে হয়। সে তার নিজের উৎপাদন-উপকরণাদি নিয়ে নিজের জমিতে চাষ করে, ধরা যাক, সপ্তাহে ৩ দিন। বাকি ৩ দিন তাকে বেগার খাটতে হয় তার প্রভুর জমিদারিতে। সে নিরন্তর তার নিজের শ্রম-তহবিল পুনরুৎপাদন করে, যা, তার ক্ষেত্রে, কখনো তার শ্রমের অন্য কারো দ্বারা অগ্রিম-প্রদত্ত আর্থিক মজুরির রূপ গ্রহণ করে না। কিন্তু প্রতিদানে, তার প্রভুর জন্য তার মজুরি-বঞ্চিত বাধ্যতামূলক শ্রমও আবার কখনো স্বেচ্ছামূলক মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের চরিত্র অর্জন করে না। এক সুন্দর প্রভাতে প্রভুটি তার জমি গবাদিপশু বীজ, এক কথায়, এই চাষীর উৎপাদনের উপায়-উপকরণ আত্মসাৎ করে নেয়; তখন থেকে ঐ চাষী তার শ্রম-শক্তি তার প্রভুর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সে caeteris paribus, আগের মতই সপ্তাহে ৬ দিন করে কাজ করতে থাকবে, ৩ দিন নিজের জন্য এবং বাকি ৩ দিন প্রভুর জন্য, যে তখন পরিণত হয় মজুরি-দাতা ধনিকে। আগের মতই সে উৎপাদনের উপায়-উপকরণাদি উৎপাদনের উপায়-উপকরণ হিসাবেই ব্যবহার করবে এবং তাদের মূল্যকে উৎপন্ন দ্রব্যে স্থানান্তরিত করবে। আগের মতই উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর একটা নির্দিষ্ট অংশ পুনরুৎপাদনে নিয়োজিত হবে। কিন্তু যে-মুহূর্ত থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম পরিবর্তিত হয় মজুরি-শ্রমে, সেই মুহূর্তটি থেকে শ্রম-তহবিল, যা সে আগের মতই উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করতে থাকে, তা মনিবের দ্বারা অগ্রিম-প্রদত্ত মজুরির আকারে মূলধনের রূপ ধারণ করে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ কোন জিনিসের বাহ্যিক রূপ থেকে সেই জিনিসটিকে আলাদা করে দেখতে অক্ষম বলে, এই ঘটনার দিকে চোখ বুজে থাকে যে, পৃথিবীর বুকে এখনো কেবল এখানে-সেখানে আজও পর্যন্ত শ্রম-তহবিল উদ্ভূত হয় মূলধনের আকারে।[২]

এটা ঠিক যে, যখন আমরা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে দেখি তার নিরন্তর

১. 'যখন মূলধন নিয়োগ করা হয় শ্রমিককে তার মজুরি আগাম দেবার জন্য, তখন তা শ্রমের ভরণ-পোষণের ভাণ্ডারে কিছুই যোগ করে না।' (কাজেনোভ, ম্যালথাসের 'ডেফিনিশনস ইন পলিটিক্যাল ইকনমি"-র তৎকৃত সংস্করণে নোট, লণ্ডন, ১৮৫৩, পৃঃ ২২)।

২. পৃথিবীর শ্রমিকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম ক্ষেত্রে ধনিকেরা শ্রমিকদের মজুরি আগাম দেয়।' (রিচ জোন্স, 'টেক্সটবুক অব লেকচার্স অন দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব নেশনস।' হার্টফোর্ড, ১৮৫২, পৃঃ ৩৬)।

পুনর্নবীভবনের প্রবাহ-ধারায়, তথনি কেবল অস্থির মূলধন ধনিকের তহবিল[১] থেকে দেওয়া অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্যের চরিত্র হারায়। কিন্তু ঐ প্রক্রিয়াটির নিশ্চয়ই কোন রকমে আগে থেকে সূত্রপাত হয়েছে। সুতরাং আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে এটা সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে, একদা এই ধনিক, অন্যান্যদের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, কিছু সঞ্চয়নের মাধ্যমে, টাকার মালিক হয়ে উঠল এবং এই কারণে এই ভাবেই সে সক্ষম হল শ্রম-শক্তির ক্রেতা হিসাবে বাজারে যেতে। যাই হোক, এটাও হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির নিছক নিরবচ্ছিন্নতা, সরল পুনরুৎপাদন, নিয়ে আসে অন্যান্য কয়েকটি বিস্ময়কর পরিবর্তন, যা কেবল অস্থির মূলধনকেই নয়, মোট মূলধনকেই প্রভাবিত করে।

যদি ১০০০ পাউণ্ড পরিমাণ মূলধন বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্ম দেয়, এবং এই উদ্বৃত্ত-মূল্য যদি প্রতি-বৎসর পরিভুক্ত হয়, তা হলে এটা পরিষ্কার যে, ৫ বছরের শেষে পরিভুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ × ২০০ পাউণ্ড = ১০০০ পাউণ্ড, যা গোড়ায় আগাম হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। যদি একটি মাত্র অংশ, ধরা যাক অর্ধেক, পরিভুক্ত হত, তা হলে ১০ বছরের শেষে একই ফল ফলত যেহেতু ১০ × ১০০ পাউণ্ড = ১,০০০ পাউণ্ড। সাধারণ সূত্র: অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের মূল্যকে বাৎসরিক পরিভুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে ভাগ করলে সেই বৎসর সংখ্যা বা পুনরুৎপাদন-সময়কাল-সংখ্যা পাওয়া যায়, যার পরিসমাপ্তি ঘটলে ধনিক কর্তৃক অগ্রিম-প্রদত্ত প্রারম্ভিক মূলধন পরিভুক্ত ও অন্তর্হিত হয়ে যায়। ধনিক মনে করে, সে অন্যান্যের মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের ফল অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিভোগ করছে এবং মূল মূলধনটি অক্ষুণ্ণ রাখছে; কিন্তু সে যা ভাবে ভাবুক না কেন, তা ঘটনাসমূহকে বদলে দিতে পারে না। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে, সে তখন যে-পরিমাণ মূলধন-মূল্যের অধিকারী থাকে, তা সেই বছরগুলিতে যে-পরিমাণ মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করছে তার সমান, এবং যে-মোট মূল্য সে পরিভোগ করেছে, তা তাঁর প্রারম্ভিক মূলধনের সমান। এটা সত্য যে, তার হাতে যে মূলধন আছে, তার পরিমাণ বদলায়নি, এবং যার একটি অংশ, যেমন বিল্ডিং, মেশিনারি ইত্যাদি যখন সে তার ব্যবসায়িক কাজ শুরু করে, তখন ছিল। কিন্তু এখানে যা নিয়ে আমাদের কাজ, তা মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলি নয়, তার মূল্য। যখন কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে, তার সমস্ত সম্পত্তিকে শেষ করে দেয়, তখন এটা

১. "যদিও উৎপাদনকারীকে" (শ্রমিককে) মালিক "তার মজুরি আগাম দেয়, কিন্তু আসলে এতে মালিকের কোনো খরচ হয় না, কারণ একটা মুনাফা-সমেত এই মজুরির মূল্য সাধারণতঃ যে বিষয়টির উপরে শ্রম-অর্পিত হয়, তার উন্নীত মূল্যের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে।" (অ্যাডাম স্মিথ, ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৩১১)।

পরিষ্কার যে তার সম্পত্তি তার সমস্ত ঋণের মোট পরিমাণটি ছাড়া আর কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে না। এবং ধনিকের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই; যখন সে তার প্রারম্ভিক মূলধনের সমপরিমাণ মূল্য পরিভোগ করে ফেলেছে, তখন তার উপস্থিত মূলধনের মূল্য সে মজুরি না দিয়েই যে মোট পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করেছে, তা ছাড়া আর কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে না। তার পুরানো মূলধনের একটি মাত্র অণুও অবশিষ্ট থাকে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত সঞ্চয়ন ছাড়াও, কেবল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতাই, ভাষান্তরে, সরল পুনরুৎপাদনই, আজ হোক বা কাল হোক, আবশ্যিক-ভাবেই প্রত্যেক মূলধনকে সঞ্চয়ীকৃত মূলধনে কিংবা মূলধনায়িত উদ্বৃত্ত-মূল্যে রূপান্তরিত করে। এমনকি যদি সেই মূলধন শুরুতে তার নিয়োগকর্তার ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারাও অর্জিত হয়ে থাকে, তা আজ বা কাল পরিণত হয় আত্মীকৃত মূল্যে, যার জন্য কোনো পরিবর্ত মূল্য দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ পরিণত হয় অপরের মজুরি-বঞ্চিত শ্রমে, যা রূপায়িত হয়েছে টাকার অঙ্কে বা অন্য কোন বস্তুর আকারে। চতুর্থ অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, টাকাকে মূলধনে রূপায়িত করতে হলে পণ্যের উৎপাদন ও সঞ্চলন ছাড়াও আরো কিছুর প্রয়োজন হয়। আমরা দেখেছি যে, এক দিকে, মূল্য বা টাকার মালিক এবং অন্য দিকে, মূল্য-সৃজনকারী বস্তুটির মালিক, এক দিকে, উৎপাদন ও জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের মালিক এবং অন্য দিকে, শ্রম-শক্তি ছাড়া আর কিছুরই মালিক নয়—এই দুই পক্ষ অবশ্যই পরস্পরের মুখোমুখি হয় ক্রেতা এবং বিক্রেতা হিসাবে। সুতরাং নিজের উৎপন্ন দ্রব্য থেকে শ্রমের বিচ্ছেদ তথা শ্রমের বিষয়গত অবস্থাবলী থেকে বিষয়ীগত শ্রম-শক্তির বিচ্ছেদ হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ঘটনাগত আসল ভিত্তি এবং সূচনা-বিন্দু।

কিন্তু যা প্রথমে ছিল একটি সূচনা-বিন্দু, তা কেবল প্রক্রিয়াটির নিরচ্ছিন্নতার কারণেই, সরল পুনরুৎপাদনের কারণেই, হয়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের স্ব-বিশেষ, নিরন্তর নবীকৃত ও নিত্য স্থায়ীকৃত ফল। এক দিকে, উৎপাদনের প্রক্রিয়া বস্তুগত সম্পদকে অবিরত মূলধনে, ধনিকের জন্য আরো সম্পদ উৎপাদনের উপায়ে, উপভোগের উপকরণে রূপান্তরিত করতে থাকে। অন্য দিকে, শ্রমিক উক্ত প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করার পরে, যা সে ছিল ঐ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সময়ে, তাই থেকে যায়, অর্থাৎ সম্পদের অন্যতম উৎসই থেকে যায়, কিন্তু সেই সম্পদকে নিজস্ব করে নেবার সমস্ত উপায় থেকে বঞ্চিত। যেহেতু ঐ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের আগে তার নিজের শ্রম ইতিমধ্যেই বিক্রয়ের মাধ্যমে, শ্রমিকের নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, ধনিকের দ্বারা আত্মীকৃত ও মূলধনের সঙ্গে সুসংবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেহেতু উক্ত প্রক্রিয়া চলাকালে সেই শ্রম অবধারিত ভাবেই এমন একটি উৎপন্ন দ্রব্যে রূপায়িত হবে, যার মালিক আর সে নয়। যেহেতু উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবার ধনিক কর্তৃক শ্রম-শক্তি পরিভোগ করারও প্রক্রিয়া, সেহেতু শ্রমিকের উৎপন্ন ফল অবিরত রূপান্তরিত হয় কেবল পণ্যদ্রব্যেই নয়, সেই সঙ্গে মূলধনেও, সেই

মূল্যেও, যা শুষে খায় মূল্য-সৃজনকারী ক্ষমতাকে, উৎপাদনের সেই উপায়-উপকরণকেও, যা নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনকারীদের।[১] সুতরাং শ্রমিক প্রতিনিয়ত এমন এক বিজাতীয় শক্তির অধীনে বস্তুগত, বিষয়গত সম্পদ উৎপাদন করে, যা মূলধনের আকারে, তার উপরে আধিপত্য করে, তাকে শোষণ করে; এবং ধনিকও তেমনি প্রতিনিয়ত উৎপাদন করে শ্রম-শক্তি, কিন্তু, কেবল সম্পদের একটি বিষয়ীগত উৎস হিসাবে—একমাত্র যার মধ্যে এবং যার দ্বারা তা রূপায়িত হতে পারে সেই বিষয়সমূহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, এক কথায়, সে শ্রমিককে উৎপাদন করে, কিন্তু কেবল মজুরি-শ্রমিক হিসাবে।[২] এই বিরতিবিহীন পুনরুৎপাদন, শ্রমিকের এই নিত্যস্থায়ীকরণ—এটাই হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের আবশ্যিক শর্ত ('sine qua non')।

শ্রমিক পরিভোগ করে দ্বিবিধ উপায়ে। যখন উৎপাদন করে, তখন সে তার শ্রমের সাহায্যে উৎপাদনের উপায়-উপকরণকে পরিভোগ করে এবং সেগুলিকে রূপান্তরিত করে অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের মূল্যের চেয়ে উচ্চতর মূল্যসম্পন্ন উৎপন্ন দ্রব্যে। এটা হল তার উৎপাদনশীল পরিভোগ। এটা আবার সেই সঙ্গে ধনিক কর্তৃক তার শ্রম-শক্তির পরিভোগও বটে, যে তা ক্রয় করেছে। অন্য দিকে, শ্রমিক তার শ্রম-শক্তির জন্য টাকাকে পরিবর্তিত করে জীবন-ধারণের উপকরণে; এটা হল তার ব্যক্তিগত পরিভোগ। সুতরাং, শ্রমিকের উৎপাদনশীল পরিভোগ এবং তার ব্যক্তিগত পরিভোগ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথম ক্ষেত্রে, সে কাজ করে মূলধনের সঞ্চলক শক্তি ('মোটিভ পাওয়ার') হিসাবে এবং সে ধনিকের মালিকানাধীন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সে নিজেই নিজের মালিক এবং তার প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক কাজগুলি সম্পাদন করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বাইরে। একটার ফলে ধনিক বেঁচে থাকে, অন্যটার ফলে বেঁচে থাকে শ্রমিক।

শ্রম-দিবস সম্পর্কে আলোচনাকালে, আমরা দেখেছিলাম, শ্রমিককে প্রায়ই বাধ্য

১. "উৎপাদনশীল শ্রমের এটা একটা উল্লেখযোগ্য স্ব-বিশেষ গুণ। যা কিছু উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হয়, তাই মূলধন, এবং তা পরিভোগের মাধ্যমে মূলধনে পরিণত হয়।" (জেমস মিল, ঐ, পৃঃ ২৪২)। যাই হোক, জেমস মিল, কখনো এই 'উল্লেখযোগ্য স্ব-বিশেষ গুণটিকে অনুধাবন করতে পারেননি'।

২. 'এটা সত্য যে, একটা ম্যানুফ্যাকচার শুরু করতে গিয়ে প্রথম জন (ধনিক) অনেক দরিদ্রকে নিযুক্ত করে, কিন্তু তারা দরিদ্রই থেকে যায় এবং ঐ ম্যানুফ্যাকচারের চালু থাকা কালে তা আরো অনেক দরিদ্র সৃষ্টি করে।' ('রিজন্‌স্ ফর এ লিমিটেড এক্সপোর্টেশন অব উল', লণ্ডন ১৬৭৭, পৃঃ ১৯)। কৃষি-মালিক এখন অদ্ভুত ভাবে দাবি করে যে, সে দরিদ্রদের রাখছে। বস্তুতঃ পক্ষে তাদের রাখা হচ্ছে দুর্দশার মধ্যে।' ('রিজনস ফর দি লেট ইনক্রিজ অব দি পুওর রেটস : অর এ কম্প্যারাটিভ ভিউ অব দি প্রাইসেস অব লেবর অ্যাণ্ড প্রভিশনস।' লণ্ডন, ১৭৭৭, পৃঃ ৩১)।

করা হয় তার ব্যক্তিগত পরিভোগকে উৎপাদনের কেবল একটা অনুষঙ্গ মাত্রে পরিণত করতে। এমন ক্ষেত্রে, সে নিজেকে যোগায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী, যাতে করে সে তার শ্রম-শক্তিকে রক্ষা করতে পারে, ঠিক যেমন স্টিম-ইঞ্জিনে যোগানো হয় জল এবং চাকায় তেল। সে ক্ষেত্রে তার পরিভোগের উপকরণ হল একটি উৎপাদন উপায়েরই প্রয়োজনীয় পরিভোগের উপকরণ ; তার ব্যক্তিগত পরিভোগ সরাসরিই উৎপাদনশীল পরিভোগ। এটা, অবশ্য, প্রতীয়মান হয় একটি অনাচার হিসাবে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে যা মর্মগতভাবে সম্পর্কিত নয়।[১]

বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ অন্য চেহারা ধারণ করে, যখন আমরা একক ধনিক ও একক শ্রমিকের কথা বিবেচনা না করে, বিবেচনা করি ধনিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর কথা ; উৎপাদনের একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে বিবেচনা না করে, বিবেচনা করি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে তার পূর্ণ মাত্রায় এবং যথার্থ সামাজিক আয়তনে। তার মূলধনের অংশ-বিশেষকে শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত করে, ধনিক তার সমগ্র মূলধনের মূল্যকে বর্ধিত করে। এক ঢিলে সে দুটি পাখি মারে। শ্রমিকের কাছ থেকে যা সে পায় কেবল তা থেকেই নয়, শ্রমিককে যা সে দেয় তা থেকেও মুনাফা করে। শ্রম-শক্তির বিনিময়ে যে-মূলধন দেওয়া হয়, তা রূপান্তরিত হয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীতে, যা পরিভোগ ক'রে বর্তমান শ্রমিকের পেশী, স্নায়ু, অস্থি, মস্তিষ্ক, পুনরুৎপাদিত হয় এবং নোতুন শ্রমিকদের জন্ম হয়। অতএব, যা কঠোরভাবে আবশ্যক তার মাত্রার মধ্যে, শ্রমিক-শ্রেণীর ব্যক্তিগত পরিভোগ হচ্ছে, শ্রম-শক্তির বিনিময়ে মূলধনের দ্বারা প্রদত্ত জীবন-ধারণের উপকরণ-সমূহের শোষণের উদ্দেশ্যে ধনিকের ইচ্ছানুসারে ব্যবহারের জন্য, নোতুন শ্রম-শক্তিতে পুনঃরূপান্তর-সাধন। ধনিকের কাছে এত অপরিহার্য যে-উৎপাদনের উপায়টির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন, সেই উৎপাদনের উপায়টি হল স্বয়ং শ্রমিক। শ্রমিকের ব্যক্তিগত পরিভোগ, তা কর্মশালার ভিতরেই চলুক বা বাইরেই চলুক, তা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অংশ হোক বা না হোক, সেটা মূলধন উৎপাদনের ও পুনরুৎপাদনের একটি উপাদান রচনা করে, ঠিক যেমন 'ক্লিনিং মেশিনারি' করে থাকে, তা মেশিনারিটি যখন চালু আছে তখনি করুক, কিংবা যখন সেটি দাঁড়িয়ে আছে তখনি করুক। শ্রমিক তার জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ পরিভোগ করে ধনিকের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, নিজের প্রয়োজন-সাধনের জন্য—এই ঘটনায় কোনো প্রভাব ব্যাপারটির উপরে পড়ে না। যেহেতু পশু যা খায়, তা সে উপভোগ করে ; তৎসত্ত্বেও একটি ভারবাহী পশু কর্তৃক খাদ্যের পরিভোগ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ই থেকে যায়। শ্রমিক-শ্রেণীর ভরণ-পোষণ ও পুনরুৎপাদন মূলধনের পুনরুৎপাদনের জন্য এখনো আছে একটি আবশ্যক শর্ত এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু ধনিক তা নির্ভাবনায় শ্রমিকদের আত্ম-

১. রসি এর বিরুদ্ধে এত সজোরে বাগাড়ম্বর করতেন না, যদি তিনি সত্যসত্যই 'উৎপাদনশীল পরিভোগ'-এর রহস্যের অন্তরে প্রবেশ করতেন।

সংরক্ষণের ও প্রজননের প্রবৃত্তির উপরে ছেড়ে দিতে পারে। ধনিক যার জন্য মাথা ঘামায় তা হল শ্রমিকের ব্যক্তিগত পরিভোগকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যথাসম্ভব ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা, এবং যে পাশবিক দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা তাদের শ্রমিকদের অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের তুলনায় বরং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করে, তাদের চেয়ে সে অনেক দূরে থাকে।[১]

অতএব, ধনিক এবং তাঁর ভাবাদর্শগত প্রতিনিধি তথা অর্থনীতিক উভয়েই শ্রমিকের ব্যক্তিগত পরিভোগের সেই অংশকে উৎপাদনশীল বলে গণ্য করে, যা সেই শ্রেণীর নিত্য-স্থায়িত্বের জন্য আবশ্যক, এবং যা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে করে ধনিক তার পরিভোগের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-শক্তি পেতে পারে; সেই অংশের বাইরে শ্রমিক নিজের আনন্দের জন্য যা পরিভোগ করে, তাই অনুৎপাদনশীল পরিভোগ।[২] যদি মূলধনের সঞ্চয়নের ফলে মূলধন কর্তৃক শ্রম-শক্তির পরিভোগ বৃদ্ধি না পেয়ে, মজুরিতে বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের পরিভোগে বৃদ্ধি ঘটত, তা হলে অতিরিক্ত মূলধনটি পরিভুক্ত হত অনুৎপাদনশীল ভাবে।[৩] বস্তুত শ্রমিকের ব্যক্তিগত পরিভোগ তার পক্ষে অনুৎপাদন-শীল, কেননা তা অভাবী ব্যক্তিটিকে ছাড়া আর কিছুই পুনরুৎপাদন করে না; এটা ধনিকের পক্ষে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে উৎপাদনশীল, কেননা তাদের সম্পদ উৎপাদন করে যে-শক্তি, এটা সেই শক্তিকেই উৎপাদন করে।[৪]

সুতরাং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্রমিক-শ্রেণী, এমনকি যখন সে শ্রম-প্রক্রিয়ায়

১. "দক্ষিণ আমেরিকার খনি-শ্রমিকদের দৈনিক কাজ (সম্ভবতঃ জগতে সবচেয়ে ভারি) হল ৪৫০ ফুট গভীর থেকে কাঁধে করে ১৮০ থেকে ২০০ পাউণ্ড ওজনের ধাতুর বোঝা মাটির ওপরে তুলে আনা; বেঁচে থাকে রুটি আর বিন খেয়ে; তারা আহার্য হিসাবে একমাত্র রুটিই পছন্দ করে, কিন্তু মালিকেরা দেখতে পেল শুধু রুটি খেয়ে লোকগুলি অত কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না, তাই তাদেরকে ঘোড়া হিসাবে গণ্য করে বাধ্য করে বিন খেতে; রুটির চেয়ে বিন ফসফেট-অব-লাইমে বেশি সমৃদ্ধ।" (লাইবিগ, ঐ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৯৪, টীকা)

২. জেমস মিল, ঐ, পৃঃ ২৩৮।

৩. যদি শ্রমের দাম এত উঁচুতে ওঠে যে, মূলধনের বৃদ্ধি সত্ত্বেও, আর বেশি নিযুক্ত করা যায় না, তা হলে আমি বলব যে, মূলধনে এই বৃদ্ধি তখনো অনুৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হবে।' (রিকার্ডো, ঐ, পৃঃ ১৬৩)।

৪. যথাযথ অর্থে উৎপাদনশীল পরিভোগ হল পুনরুৎপাদনের উদ্দেশ্যে ধনিকদের দ্বারা সম্পদের পরিভোগ বা ধ্বংস সাধন।···যথাযথভাবে বললে শ্রমিক তার নিজের কাছে উৎপাদনশীল পরিভোক্তা নয়; যে ব্যক্তি তাকে নিয়োগ করে, তার কাছে এবং রাষ্ট্রের কাছে উৎপাদনশীল পরিভোক্তা।' (ম্যালথাস, 'ডেফিনিশনস···', পৃঃ ৩০)

প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত না-ও থাকে, তখনো সে শ্রমের মামুলি উপকরণগুলির মতই মূলধনের একটি স্বরূপ। এমনকি তার ব্যক্তিগত পরিভোগও, কয়েকটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি উপাদান মাত্র। সেই প্রক্রিয়াটি অবশ্য বিশেষ দৃষ্টি রাখে যাতে করে এই আত্ম-সচেতন উপকরণগুলি তাকে পথে না বসায়, কারণ তা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তাদের মেরু থেকে একেবারে বিপরীত মেরুতে, মূলধনের মেরুতে অপসারিত করে। এক দিকে, ব্যক্তিগত পরিভোগ তাদের ভরণ-পোষণ ও পুনরুৎপাদনের সংস্থান করে; অন্য দিকে তা জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর বিনাশ ঘটিয়ে শ্রমের বাজারে শ্রমিকের ক্রমাগত পুনরাবির্ভাবকে নিশ্চয়ীকৃত করে। রোমে ক্রীতদাসকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত; মজুরি-শ্রমিক তার মালিকের সঙ্গে বাঁধা থাকে অদৃশ্য সুতোয়। স্বাধীনতার একটা বাহ্যিক রূপ সব সময়েই সামনে বজায় রাখা হয় নিয়োগকর্তাদের নিরন্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং একটি চুক্তির আইনগত ছলনার মাধ্যমে।

অতীত কালে, যখনি দরকার পড়ত, তখনি মূলধন স্বাধীন শ্রমিকের উপরে তার স্বত্বাধিকার বলবৎ করার জন্য আইনের আশ্রয় নিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৮১৫ সাল পর্যন্ত, ইংল্যাণ্ডে মেশিন-তৈরির কারখানায় নিযুক্ত মেকানিকদের দেশান্তরে গমন নিষিদ্ধ ছিল; নিষেধ ভাঙলে কঠোর দুর্ভোগ ও শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর পুনরুৎপাদনের সঙ্গে যায় সঞ্চিত দক্ষতা, যা হস্তান্তরিত হয় এক প্রজন্ম থেকে অন্য এক প্রজন্মে।[১] উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে এই দক্ষতাসম্পন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বকে গণ্য করা হবে, তা একান্ত ভাবেই তার অধিকারভুক্ত; এবং কতটা মাত্রায় সে তাকে কার্যত গণ্য করে তার অস্থির মূলধনের সার-সত্তা হিসাবে, তা বোঝা যায় তখনি, যখন কোন সংকট-মুহূর্তে তাকে হারাবার আশংকা দেখা দেয়। এটা সুপরিজ্ঞাত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহ-যুদ্ধের ফলে এবং তজ্জনিত তুলা-দুর্ভিক্ষের দরুন, ল্যাংকাশায়ারের বেশির ভাগ তুলা-কল-কর্মী কর্মচ্যুত হয়েছিল। যেমন স্বয়ং শ্রমিক-শ্রেণী থেকে তেমন সমাজের অন্যান্য স্তর থেকেও দাবি উঠল রাষ্ট্রীয় সাহায্য বা স্বেচ্ছা-মূলক জাতীয় চাঁদা-সংগ্রহের জন্য, যাতে করে বাড়তি কর্মীরা বিভিন্ন উপনিবেশে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে সক্ষম হয়। তার পরে, ১৮৬৩ সালের ২৪শে মার্চ 'টাইমস' পত্রিকা এডমণ্ড পটার নামে ম্যাঞ্চেস্টার বণিক সমিতির এক প্রাক্তন সভাপতির একটি চিঠি প্রকাশ করে। এই চিঠিটিকে কমন্স সভায় সঠিক ভাবেই 'কল-মালিকদের

১. 'একমাত্র জিনিস, যে-সম্পর্কে কেউ বলতে পারেন যে আগে থেকেই সঞ্চিত ও প্রস্তুত আছে, তা হল শ্রমিকের দক্ষতা।...বিপুল শ্রমিক সমষ্টির ক্ষেত্রে, দক্ষ শ্রমের সংগ্রহ ও সঞ্চয়-স্বরূপ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডটি সম্পাদিত হয় একেবারে কোন মূলধন ব্যতিরেকেই।' (টমাস হজস্কিন, 'লেবর ডিফেণ্ডেড ইত্যাদি,' পৃঃ ১৩)।

ইশ্‌তাহার'[১] বলে অভিহিত করা হয়েছিল। আমরা এখানে ঐ চিঠিটি থেকে কয়েকটি নমুনা-সূচক অনুচ্ছেদ উপহার দিচ্ছি, যেগুলিতে শ্রম-শক্তির উপরে মূলধনের স্বত্বাধিকারকে নির্লজ্জ ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

"তাকে (কর্মচ্যুত লোকটিকে)·· এ কথা বলা যেতে পারে যে, তুলো-শ্রমিকদের সরবরাহ অতিরিক্ত বেশি·· এবং···অবশ্যই · বস্তুত পক্ষে, এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা দরকার, এবং তা হলেই, সম্ভবত বাকি দুই-তৃতীয়াংশের জন্য একটা সুস্থ চাহিদার সৃষ্টি হবে। · জনমত · দাবি তুলেছে দেশান্তরের সমর্থনে··মালিক কখনো স্বেচ্ছায় চাইবেনা যে তার শ্রমের সরবরাহ স্থানান্তরিত হোক ; তিনি ভাবতে পারেন, এবং সম্ভবতঃ ন্যায়-সঙ্গত ভাবেই ভাবতে পারেন যে, এটা ভুল এবং মন্দ উভয়ই।···কিন্তু যদি সরকারি অর্থ ব্যয় করা হয় দেশান্তরকে সাহায্য করতে, তা হলে তাঁর কথা শোনানোর এবং, সম্ভবত প্রতিবাদ জানানোরও অধিকার আছে।" মিঃ পটার তার পরে দেখান তুলা-শিল্প কত উপকারী, কি ভাবে "এই শিল্প টেনে এনেছে আয়ার্ল্যাণ্ড এবং কৃষি-প্রধান জেলাগুলি থেকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা". কত বিপুল এর বিস্তার, কিভাবে ১৮৬০ সালে তা ইংল্যাণ্ডের মোট রপ্তানির $\frac{5}{13}$ ভাগের যোগান দিয়েছিল, এবং কি ভাবে কয়েক বছর পরেই বাজারের—বিশেষ করে, ভারতের বাজারের—সম্প্রসারণের ফলে এবং পাউণ্ড-প্রতি ৬ পেন্সে তুলোর প্রচুর সরবরাহের দৌলতে এই শিল্পের আবার প্রসার ঘটবে। তিনি বলে চলেন, "কিছু দিন গেলে·· এক, দুই বা তিন বছর পরে···এমনও হতে পারে যে তা উক্ত পরিমাণটাই উৎপাদন করবে।·· তা হলে, যে প্রশ্নটি আমি রাখব, তা এই : শিল্পটিকে কি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে? মেশিনারিটাকে (তিনি বোঝাচ্ছেন জীবন্ত শ্রম-যন্ত্রটিকে) সঠিক অবস্থায় রাখার কি কোন মূল্য আছে, ওটাকে বিদায় দেওয়া কি সবচেয়ে প্রকাণ্ড বোকামো হবে না? আমি মনে করি, হবে। আমি মানি যে, শ্রমিকেরা সম্পত্তি নয়, ল্যাংকাশায়ার আর তার মালিকদের সম্পত্তি নয়, কিন্তু তারা দুয়েরই শক্তি, তারা হল এমন মানসিক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শক্তি যাকে এক প্রজন্মের জন্যও প্রতিস্থাপিত করা যায় য়া ; যে-মেশিনারি দিয়ে তারা কাজ করে, তার বেশির ভাগটাই সুবিধাজনক ভাবে বারো মাসের মধ্যেই প্রতিস্থাপিত করা যায়, উন্নীত করা যায়।[২]

১. 'পত্রটিকে গণ্য করা যায় কল-মালিকেদের ইশ্‌তাহার হিসাবে।' (ফেরাণ্ড, 'মোশন অন দি কটন ফেমিন,' H.o.C. ২৭ এপ্রিল, ১৮৬৩)।

২. এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই একই মূলধন, সাধারণ অবস্থায়, যখন মজুরি-হ্রাসের প্রশ্ন থাকে, তখন গান করে সম্পূর্ণ ভিন্ন গান। তখন সব মালিকেরা সমস্বরে চিৎকার করে, কারখানা-কর্মীদের এ তথ্যটা ভালভাবে মনে রাখা উচিত যে তাদের শ্রম বাস্তবিক পক্ষেই একটা নিচু জাতের দক্ষ শ্রম, এর চেয়ে বেশি সহজে আয়ত্ত করা যায়, মান-অনুযায়ী এর চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পায় কিংবা সবচেয়ে স্বল্প বিশেষজ্ঞের প্রশিক্ষণে এর চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি এবং বহুল পরিমাণে অর্জন করা যায়,

শ্রমকারী শক্তিকে দেশান্তরে যেতে উৎসাহ দিন বা অনুমতি দিন (!), কিন্তু ধনিকের কি হবে? শ্রমিকের সেরা অংশকে নিয়ে নিন, এবং স্থিতিশীল মূলধনের দারুণ মাত্রায় অপচয় হবে; পরিবর্তনশীল মূলধন অপকৃষ্ট শ্রমের অপ্রতুল সরবরাহের সঙ্গে সংগ্রামে নিজেকে নিয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে।·· আমাদের বলা হয়, শ্রমিকেরা এটা (দেশান্তরে যাওয়াটা) চায়। খুবই স্বাভাবিক যে, তারা তা চাইবে।···তার শ্রমকারী শক্তিকে সরিয়ে নিয়ে এবং তাদের মজুরি-ব্যয় কমিয়ে দিয়ে, ধরা যাক, ⅓ ভাগ বা ৫০ লক্ষ করে দিয়ে তুলো-শিল্পকে কমিয়ে আনুন, চেপে ছোট করুন, এবং দেখুন, উপরের শ্রেণীটির, ছোট দোকানীদের কি হয়; এবং খাজনা, বাসা-ভাড়ার কি হয়।···আরো উপরের দিকে ছোট কৃষক, ভাল গৃহস্থ এবং···জমি-মালিক পর্যন্ত ফলাফলগুলি অনুসরণ করুন, এবং তারপরে, বলুন যে, তার উপাদানকারী জনসংখ্যার সবচেয়ে সেরা অংশকে রপ্তানি করে দিয়ে এবং তার সর্বাপেক্ষা উৎপাদনশীল মূলধন ও বৃদ্ধি-সাধনের মূল্যকে ধ্বংস করে দিয়ে জাতিকে পঙ্গু-করে দেবার জন্য এর চেয়ে বেশি আত্মঘাতী আর কোনো সুপারিশ হতে পারে কি? আমি সুপারিশ করি একটি ঋণ (৫০ বা ৬০ লক্ষ স্টার্লিং-এর মত)—দুই বা তিন বছরের মেয়াদে বিস্তৃত—অন্ততঃ ঋণ-গ্রহীতাদের নৈতিক মান উন্নত রাখার উদ্দেশ্য বিশেষ আইন-প্রণয়নের দ্বারা তাদের উপরে বাধ্যতামূলক ভাবে কোন বৃত্তি বা শ্রমের আরোপ, তুলা-প্রধান জেলাগুলির 'গার্ডিয়ান-বোর্ড'গুলির সঙ্গে সংযুক্ত স্পেশাল কমিশনারদের উপরে সমগ্র ব্যবস্থাটির প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ।—একটা সমগ্র প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং সংখ্যা-সংকোচন-মূলক দেশান্তর-গমনে উৎসাহ দান, মূলধন ও মূল্যের হ্রাস-সাধন ইত্যাদির দ্বারা বাকিদের মধ্যে অনাস্থা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করার তুলনায় জমি-মালিক ও কল-মালিকদের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকারক আর কি হতে পারে?

কারখানা-মালিকদের মনোনীত মুখপাত্র পটার দু ধরনের "মেশিনারি"-র মধ্যে পার্থক্য করেন, যে-দুটির প্রত্যেকটিরই মালিক হচ্ছে ধনিক এবং যাদের মধ্যে একটি থাকে কারখানায় এবং অন্যটি রাতের বেলায় ও রবিবারে থাকে কারখানার বাইরে কুঁড়ে ঘরে। একটি নির্জীব, অন্যটি সজীব। নির্জীব মেশিনারিটি দিনের পর দিন কেবল ক্ষয়প্রাপ্ত ও অবচিতই হয় না, নিরন্তর কারিগরি অগ্রগতির দরুন তার একটা বড় অংশ এত অথর্ব হয়ে পড়ে যে, তাকে কয়েকমাস পরে অবসর দিয়ে তার বদলে নোতুন মেশিনারি বসানো

এমন আর কোনো শ্রম নেই।···'মালিকের মেশিনারি' (যা আমরা জানি ১২ মাসের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা যায়·) 'বস্তুতঃ পক্ষে কর্মীর' (যাকে আমরা এখন জানি, ৩০ বছরের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা যায় না) 'শ্রম ও দক্ষতার তুলনায় উৎপাদনের কাজে গ্রহণ করে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; কর্মীর দক্ষতা তো ছ মাসের মধ্যেই শিখে নেওয়া যায় এবং একজন মামুলি শ্রমিকই তা শিখে নিতে পারে।' (এই বইয়ের পৃঃ ৯৬, টীকা ১০ দ্রষ্টব্য)।

ভাল। অপর পক্ষে সজীব মেশিনারিটি কিন্তু যত দিন যায় তত আরো ভাল হয়, এবং সেই অনুপাতে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত করার দক্ষতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই তুলো-নবাবের জবাবে 'টাইমস' পত্রিকা যা বলে তা এই :

"তুলো-মালিকদের অসাধারণ ও অদ্বিতীয় গুরুত্ব সম্পর্কে মিঃ পটার এত আস্থাবান যে, এই শ্রেণীটিকে রক্ষা করতে এবং তাদের বৃত্তিটিকে নিত্যস্থায়ী করতে তিনি চান শ্রমিক শ্রেণীর পাঁচ লক্ষ লোককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি নৈতিক কর্ম-নিবাসে আবদ্ধ করে রাখতে। মিঃ পটার প্রশ্ন করেন 'শিল্পটিকে কি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে?' উত্তরে আমরা বলি, 'নিশ্চয়ই আছে, সমস্ত সাধু উপায়ে।' তিনি আবার প্রশ্ন করেন, 'মেশিনারিটিকে সঠিক অবস্থায় রাখার কি কোন মূল্য আছে?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের দ্বিধা আছে। 'মেশিনারি' বলতে মিঃ পটার বোঝাচ্ছেন মনুষ্যরূপ মেশিনারিটিকে, কেননা তার পরেই তিনি বলেছেন যে, তিনি তাদের সর্বতোভাবে সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চান না। আমরা স্বীকার করছি, মনুষ্য-রূপ মেশিনারিটিকে 'সঠিক অবস্থায় রাখার' অর্থাৎ যত দিন তার প্রয়োজন না হয়, তত দিন তাকে বন্ধ করে রাখার ও তেল দেবার 'কোন মূল্য আছে' বলে, বা তা করা সম্ভব বলে, আমরা মনে করিনা। কর্মহীন অবস্থায় থাকলে মনুষ্য-রূপ মেশিনারি অবশ্যই মরচে ধরবে, যতই তাকে তেল দিন আর মাজাঘষা করুন না কেন। তা ছাড়া, মনুষ্য-মেশিনারি, যেমন আমরা সদ্য সদ্য দেখেছি, আপনা-আপনিই বাষ্পায়িত হয়ে উঠবে, এবং হয়, ফেটে পড়বে বা আমাদের বড় বড় শহরগুলিকে তছনছ করে দেবে। যে কথা মিঃ পটার বলেন, শ্রমিকদের পুনরুৎপাদন করতে কিছু সময় লাগতে পারে, কিছু হাতের কাছে মেশিন-বিদ ও ধনিক সুপ্রাপ্য হওয়ায়, আমরা সব সময়েই এমন সমস্ত মিতব্যয়ী, সংকল্পবদ্ধ ও পরিশ্রমী ব্যক্তিকে পেতে পারি, যাদের সাহায্যে আমরা চিরকালের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি-সংখ্যক কারখানা-মালিক চটপট তৈরি করে নিতে পারি। মিঃ পটার 'এক, দুই বা তিন বছরের মধ্যে' শিল্প-পুনর্জাগরণের কথা বলেন এবং তিনি আমাদের অনুরোধ করেন যেন আমরা 'শ্রমকারী শক্তিকে দেশান্তর গমনে উৎসাহ বা অনুমতি' না দিই। তিনি বলেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে শ্রমিকেরা দেশান্তরে যেতে চাইবে; কিন্তু তিনি মনে করেন যে, তাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও জাতির কর্তব্য হবে এই ৫ লক্ষ কর্মীকে তাদের ৭ লক্ষ পোষ্য সহ তুলো-প্রধান জেলাগুলিতে আটক করে রাখা এবং, তার পরিণাম হিসাবে, তিনি নিশ্চয়ই মনে করেন যে, জাতীয় কর্তব্য হবে বল প্রয়োগ করে তাদের বিক্ষোভকে দমন করা এবং ভিক্ষা দিয়ে তাদের জীইয়ে রাখা—কেননা দৈবক্রমে একদিন তুলো-মালিকরা তাদের চাইতে পারে।…সময় হয়ে গিয়েছে, যখন এই দ্বীপপুঞ্জের জনমতের সক্রিয় হওয়া উচিত এই 'শ্রমকারী শক্তি'কে ওদের হাত থেকে বাঁচাবার, যারা এই শক্তির সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করতে চায়, যেমন তারা করে থাকে লোহা আর কয়লা আর তুলোর সঙ্গে।"

'টাইমস' পত্রিকার নিবন্ধটি কেবল একটি 'jeu d'esprit'। বস্তুত পক্ষে, 'বিপুল

জনমত' ছিল মিঃ পটার-এর এই মতের সমর্থক যে, কারখানা-কর্মীরা হল কারখানার অস্থাবর উপকরণাদির অংশবিশেষ। সুতরাং তাদের দেশান্তর-গমন নিবারণ করা হল।[১] তুলো-প্রধান জেলাগুলিতে "নৈতিক কর্মভবনে" তালাবদ্ধ করা হল, এবং, আগের মত, এখনো তারা থেকে গেল ল্যাংকাশায়ারের তুলো-কল-মালিকদের "শক্তি"-স্বরূপ।

অতএব, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন নিজ থেকেই শ্রম-শক্তি এবং শ্রম-উপকরণের মধ্যে বিচ্ছেদের পুনরুৎপাদন করে। এইভাবে তা শ্রমিক-শোষণের অবস্থাটির পুনরুৎপাদন ও নিত্যতাসাধন করে। তা শ্রমিককে অবিরাম বাধ্য করে বেঁচে থাকবার জন্য তার শ্রম-শক্তিকে বিক্রি করতে এবং ধনিককে সক্ষম করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলবার জন্য সেই শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে।[২] ধনিক এবং শ্রমিক যে বাজারে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, সেটা একটা আপতিক ঘটনা নয়। স্বয়ং প্রক্রিয়াটিই শ্রমিককে তার শ্রম-শক্তির ফেরিওয়ালা হিসাবে অবিরাম বাজারে ছুঁড়ে দেয় এবং তার নিজের উৎপন্ন ফলকে এমন একটি উপায়ে রূপান্তরিত করে, যার দ্বারা আর একজন ব্যক্তি তাকে ক্রয় করতে পারে। তার অর্থ নৈতিক দাসত্বের কারণ,[৩] নিজেকে পালাক্রমে বেচে দেওয়া তার মালিকের অদল-

১. দেশান্তর-গমনের সাহায্যার্থে পার্লামেণ্ট এক কপর্দকও অনুমোদন করেনি, পরন্তু কয়েকটি আইন পাশ করে পৌর নিয়মগুলিকে ক্ষমতা দান করল কর্মীদের অর্ধাহারে রাখতে অর্থাৎ চল্‌তি মজুরিরও কম মজুরিতে তাদের শোষণ করতে। অন্য দিকে, যখন তিন বছর পরে, গবাদি পশুর ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটল, পার্লামেণ্টে চলতি রীতিনীতি বেপরোয়া ভাবে ভাঙচুর করে কোটিপতি জমিদারদের ক্ষতি-পূরণের জন্য সরাসরি কোটি কোটি পাউণ্ড মঞ্জুর করল, যাদের জোত-মালিকেরা অবশ্য মাংসের দাম বেড়ে যাবার দৌলতে বিনা লোকসানেই বেরিয়ে এসেছিল। ১৮৬৬ সালে পার্লামেণ্টের উদ্বোধনে জমির মালিকদের বৃষসুলভ হাম্বারবে বোঝা গেল হিন্দু না হয়েও কেউ গাভী 'সবলা'-কে পূজা করতে পারে এবং জুপিটার না হয়েও কেউ নিজেকে ষাঁড়ে রূপান্তরিত করতে পারে।

২. "L'ouvrier demandait de la subsistence pour vivre, le chef demandait du travail pour gagner." (Sismondi, l.c. p. 91).

৩. এই দাসত্ব-বন্ধনের একটা কদর্য নোংরা রূপ দেখা যায় ডারহাম-কাউন্টিতে। অল্প যে-কটি কাউন্টিতে উপস্থিত অবস্থাবলীর দরুন কৃষি-মালিক এখনো এখনো কৃষি-শ্রমিকের উপরে অবিসংবাদিত স্বত্বাধিকার অর্জন করতে পারেনি, এই কাউন্টি তাদের মধ্যে একটি। খনি-শিল্পের অস্তিত্বের কল্যাণে শ্রমিকদের এখনো কিছু বাছ-বিচারের সুযোগ আছে। এই কাউন্টিটিতে, কৃষি-মালিক, অন্যত্র যে-রীতি চালু আছে তা থেকে বিপরীত ভাবে, এমন কৃষি-জোতের বন্দোবস্ত নেয়, যেগুলিতে শ্রমিকদের কুটির আছে। কুটিরের ভাড়া মজুরির একটা অংশ। এই কুটিরগুলিকে বলা হয় 'মজুর-ঘর'।

বদল হওয়া, এবং শ্রম-শক্তির বাজার-দরে ওঠা-নামার এই ঘটনাগুলি এবং আবার তা ঢেকে রাখারও আবরণ।[১]

অতএব, একটি অবিচ্ছিন্ন সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়ার, পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার আকৃতিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কেবল পণ্য সামগ্রীই উৎপাদন করে না ; তা সেই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কও উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে : এক দিকে ধনিক এবং অন্য দিকে শ্রমিক।[২]

এগুলি শ্রমিকদের ভাড়া দেওয়া হয় 'বণ্ডেজ' নামে এক চুক্তির ('দাসখৎ'-এর) অধীনে —কিছু সামন্ততান্ত্রিক সেবা-সুবিধার বিবেচনায় ; এই চুক্তির অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি শত শ্রমিককে বেঁধে রাখে এই বাধ্যবাধকতায় যে সে যখন অন্যত্র কাজে যাবে, তখন সে তার বদলে কাউকে, যেমন মেয়েকে রেখে যাবে তার জায়গা পূরণ করতে। খোদ শ্রমিকটিকে বলা হয় 'বণ্ড্স্ম্যান' ('খৎ-বাঁধা মজুর')। এখানে যে-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে প্রকাশ পায় কিভাবে শ্রমিকের দ্বারা ব্যক্তিগত পরিভোগ পরিণত হয় মূলধনের পক্ষ থেকে পরিভোগে—কিংবা উৎপাদনশীল পরিভোগে, সম্পূর্ণ নোতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে : "এটা খুবই অদ্ভুত যে, এই খৎ-বাঁধা মজুরদের বিষ্ঠা পর্যন্ত হিসেবী প্রভুটির পাওনা··· এবং প্রভুটি একমাত্র নিজেরটি ছাড়া আর কোনো পায়খানা ত্রিসীমানায় করতে দেয় না ; বরং এখানে সেখানে কোন বাগানের জন্য একটু-আধটু সার দেবে কিন্তু তার সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের কোনো অংশ ছেড়ে দেবে না।" ('জনস্বাস্থ্য, সপ্তম রিপোর্ট, ১৮৬৪,' পৃঃ ১৮৮)।

১. এটা ভুললে চলবে না যে, শিশুদের শ্রমের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-মূলক বিক্রয়ের আনুষ্ঠানিক রূপটি পর্যন্ত উধাও হয়ে যায়।

২. মূলধন ধরে নেয় মজুরি-শ্রমের অস্তিত্ব এবং মজুরি-শ্রম ধরে নেয় মূলধনের অস্তিত্ব। একটি অপরটির অস্তিত্বের আবশ্যিক শর্ত ; তারা পরস্পরকে ডেকে আনে সহাবস্থানে। তুলো-কারখানার শ্রমিক কি তুলো-জাত দ্রব্যাদি ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন করে না ? না, সে উৎপাদন করে মূলধন। সে উৎপাদন করে মূল্যসম্ভার, যা তার শ্রমের উপরে দেয় নোতুন কর্তৃত্ব এবং যা এই কর্তৃত্বের মাধ্যমে সৃষ্টি করে নোতুন মূল্যসম্ভার।" (কার্ল মার্কস : "Lohnarbeit und Kapital" : "Neue Rheinische Zeitung", No 266, ৭ই এপ্রিল, 1894) উক্ত পত্রিকায় উল্লিখিত শিরোনামায় যে-প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি ১৮৪৭ সালে জার্মান 'Arbeiter-Verein'-এ প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার অংশ ; ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের জন্য ঐ বক্তৃতাগুলির প্রকাশনা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

॥ উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনে রূপান্তরণ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ক্রম-বর্ধমান আয়তনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন। পণ্যোৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসূচক সম্পত্তির নিয়মাবলীর ধনতান্ত্রিক আত্মীকরণের নিয়মাবলীতে অতিক্রমন ॥

এই পর্যন্ত আমরা অনুসন্ধান করেছি কি ভাবে মূলধন থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব ঘটে; এখন আমরা দেখব কি ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে মূলধনের উদ্ভব ঘটে। উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মূলধন হিসাবে নিয়োজন, তাকে মূলধন হিসাবে পুনঃরূপান্তরণ—একেই অভিহিত করা হয় মূলধনের সঞ্চয়ন বলে।[১]

প্রথমে আমরা এই কর্মকাণ্ডটি বিবেচনা করব ব্যক্তিগত ধনিকের অবস্থান থেকে। ধরা যাক একজন সুতো-কাটুনি ১০,০০০ পাউণ্ড মূলধন আগাম দেয়, যার মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ (৮,০০০ পাউণ্ড) খাটানো হয় তুলো, মেশিনারি বাবদে এবং পাঁচ ভাগের এক ভাগ (২,০০০ পাউণ্ড) মজুরি বাবদে। ধরা যাক, সে উৎপাদন করে বছরে ২,৪০,০০০ পাউণ্ড সুতো যার মূল্য ১২,০০০ পাউণ্ড। উদ্বৃত্ত-মূল্য ১০০ শতাংশ হলে, সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য থাকে সুতোর ৪০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ উদ্বৃত্ত বা নীট উৎপন্ন-ফলে অর্থাৎ মোট উৎপন্ন-ফলের এক-ষষ্ঠমাংশ, যার মূল্য ২,০০০ পাউণ্ড, যা নগদে রূপায়িত হবে বিক্রয়ের মাধ্যমে। £ ২,০০০ হল £ ২,০০০। এই টাকার অংকটিতে আমরা এক কণা উদ্বৃত্ত-মূল্যের দেখা বা গন্ধও পাইনা। আমরা যখন জানি যে, একটি নির্দিষ্ট মূল্য হল উদ্বৃত্ত-মূল্য, আমরা জানি তার মালিক কিভাবে সেটা পেল; কিন্তু তাতে কারো প্রকৃতি বদ্‌লে যায়না— মূল্যের, না টাকার।

এই অতিরিক্ত ২,০০০ পাউণ্ডকে মূলধনে রূপান্তরিত করার জন্য, মালিক-

---

১. "মূলধনের সঞ্চয়ন: আয়ের একাংশ মূলধন হিসাবে নিয়োগ।" (ম্যালথাস, 'ডেফিনিশনস ইত্যাদি', কাজেনোভ সংস্করণ, পৃঃ ১১)। "আয়ের মূলধনে রূপান্তর।" (ম্যালথাস: "প্রিন্সিপ্‌লস · ইকনমি", দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৩৬, পৃঃ ৩২০)।

কাটুনি, বাকি সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, তুলো ইত্যাদি কেনায় আগাম দেবে পাঁচ ভাগের চার ভাগ (£ ১,৬০০) এবং অতিরিক্ত কাটুনি-মজুর কেনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ (£ ৪০০), যারা বাজার থেকে সংগ্রহ করবে তাদের জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রী, যার মূল্য মালিক তাদের আগাম দিয়েছে। তখন এই ২০০০ পাউণ্ড নোতুন মূলধন সুতাকলে কাজ করে এবং সে-ও আবার, ৪০০ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত-মূল্য নিয়ে আসে।

মূলধন-মূল্য গোড়ায় আগাম দেওয়া হয়েছিল টাকার রূপে। অপর পক্ষে, উদ্বৃত্ত-মূল্য হল মূলত মোট উৎপন্ন-ফলের একটি নির্দিষ্ট অংশের মূল্য। যদি এই মোট উৎপন্ন-ফল বিক্রয় করা হয়, টাকায় রূপান্তরিত হয়, তা হলে মূলধন-মূল্য তার গোড়াকার রূপ ফিরে পায়। এই মুহূর্ত থেকে মূলধন মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উভয়ই হয় টাকার অংক, এবং মূলধনে তাদের পুনঃরূপান্তরণ ঠিক একই পদ্ধতিতে ঘটে থাকে। একটির মত অন্যটিও ধনিক বিনিয়োগ করে পণ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়ের বাবদে; যা তাকে সক্ষম করে তার সামগ্রীর উৎপাদন নোতুন করে শুরু করতে, এবং এই বারে, আরো সম্প্রসারিত আয়তনে। কিন্তু ঐ দ্রব্যসম্ভার করতে হলে তাকে সেগুলি বাজারে পেতে হবে প্রস্তুত অবস্থায়।

তার নিজের সুতো চালু হয়ে যায়, কেবল এই কারণেই যে সে তা বাজারে নিয়ে যায়, যেমন অন্য সমস্ত ধনিকেরাও অনুরূপ ভাবে তাদের নিজ নিজ পণ্যদ্রব্য নিয়ে করে থাকে। কিন্তু বাজারে যাবার আগে এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য ছিল সামগ্রিক বাৎসরিক উৎপন্ন-ফলের অংশবিশেষ, সর্বপ্রকারের সামগ্রীর মোট সমষ্টির অংশবিশেষ—ব্যক্তিগত মূলধনগুলির যোগফল অর্থাৎ সমাজের মোট মূলধন গোটা বছর ধরে যে-সামগ্রীসমষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকজন ধনিকের হাতে ছিল যার এক-একটি অংশ। বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের কারবারগুলি এই বাৎসরিক উৎপন্ন-ফলের আলাদা আলাদা অংশগুলির কেবল পারস্পরিক বিনিময়ই সম্পাদিত করে, কেবল সেগুলির এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরই সংঘটিত করে, কিন্তু তা মোট বাৎসরিক উৎপন্ন-ফলকে বাড়াতেও পারে না, উৎপন্ন সামগ্রীগুলির প্রকৃতি বদলাতেও পারে না। সুতরাং, মোট উৎপন্ন-ফলের ব্যবহার কিভাবে করা যায়, তা সমগ্র ভাবে নির্ভর করে তার নিজের গঠনের উপরে, কোনক্রমেই সঞ্চলনের উপরে নয়।

প্রথমতঃ, বাৎসরিক উৎপাদন সেই সমস্ত সামগ্রী (ব্যবহার-মূল্য) সরবরাহ করবে, যা থেকে, গোটা বছর ধরে পরিভুক্ত মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলির, স্থান পূরণ করা হবে। এই সব সামগ্রীকে বাদ দিলে যা থাকে, তা হল নীট অথবা উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন-ফল যাতে অবস্থান করে উদ্বৃত্ত মূল্য। এবং এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন-ফল কি দিয়ে তৈরি হয়? কেবল সেই সব জিনিস দিয়ে, যা দিয়ে তৃপ্ত হবে ধনিক শ্রেণীর অভাব ও লিপ্সা, সেই সব জিনিস দিয়ে, যেগুলি স্বভাবতই স্থান পায় ধনিকের পরিভোগ-ভাণ্ডারে? তাই

যদি হত, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পেয়ালা তলা পর্যন্ত খালি হয়ে যেত, এবং সরল পুনরুৎপাদন ছাড়া আর কিছুই ঘটত না।

সঞ্চয়নের জন্য প্রয়োজন উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটা অংশকে মূলধনে রূপান্তরিত করা। কিন্তু একমাত্র ইন্দ্রজাল ছাড়া, আমরা এমন সমস্ত জিনিস যা শ্রম-প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা যায় (অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়) এবং এমন সমস্ত জিনিস যা শ্রমিকের প্রাণধারণের জন্য আবশ্যক (অর্থাৎ প্রাণধারণের উপকরণ), তা বাদে অন্য কিছুকে আমরা মূলধনে রূপান্তরিত করতে পারি না। কাজে কাজেই, বাৎসরিক উদ্বৃত্তের একটা অংশ অবশ্যই প্রযুক্ত হয়েছে অগ্রিম প্রদত্ত মূলধনের স্থান পূরণ করতে আবশ্যক জিনিসগুলির প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাড়াও উৎপাদন ও প্রাণধারণের অতিরিক্ত উপায়-উপকরণে উৎপাদনের জন্য। এক কথায়, উদ্বৃত্ত-মূল্য কেবল এই কারণেই মূলধনে রূপান্তরযোগ্য যে, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন-ফল, যার মূল্য এই উদ্বৃত্ত-মূল্য, তার মধ্যে নোতুন মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলি বিধৃত রয়েছে।[১]

এখন, এই উপাদানগুলিকে মূলধন হিসাবে কাজ করবার অবকাশ দিতে হলে, ধনিক শ্রেণীর চাই অতিরিক্ত শ্রম। যদি ইতিপূর্বে নিযুক্ত শ্রমিকদের শোষণ ব্যাপকতার দিক থেকে বা নিবিড়তার দিক থেকে বৃদ্ধি না করা যায়, তা হলে অবশ্যই অতিরিক্ত শ্রম-শক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী আগে থেকেই, শ্রমিক শ্রেণীকে মজুরি-নির্ভর একটি শ্রেণীতে পরিণত করে, শ্রেণীর সংস্থান রাখে, যার মামুলি মজুরি কেবল তার জীবন-ধারণের পক্ষেই যথেষ্ট নয়, তার সংখ্যাবৃদ্ধির পক্ষেও যথেষ্ট। মূলধনের পক্ষে যা করণীয়, তা হল শ্রমিক শ্রেণী প্রতি বৎসর সকল বয়সের শ্রমিকের আকারে যে-অতিরিক্ত শ্রম-শক্তি সরবরাহ করে, তাকে বাৎসরিক উৎপাদনের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-উৎপাদন-উপায়সমূহের সঙ্গে কেবলমাত্র সমন্বিত করে দেওয়া ; এবং তা হলেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনে রূপান্তরণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে, সঞ্চয়ন নিজেকে পরিণত করে ক্রমবর্ধমান আয়তনে মূলধনের পুনরুৎপাদনে। যে-বৃত্তাকারে সরল পুনরুৎপাদন সঙ্কলিত হয়, তা আর আকার পরিবর্তন করে এবং সিসমঁদির ভাষায় বলা যায়, ঘোরানো সিঁড়ির আকার ধারণ করে।[২]

১. আমরা এখানে রপ্তানি-বাণিজ্যকে আদৌ হিসাবে ধরছিনা, যার সাহায্যে একটি জাতি বিলাসদ্রব্যাদিকে উৎপাদনের উপায়ে বা জীবন-ধারণের উপকরণে রূপান্তরিত করতে পারে—এবং বিপরীতটাও। সমস্ত রকমের ব্যাঘাতজনক গৌণ ঘটনাবলী থেকে মুক্ত করে, আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়টিকে তার স্বয়ংগত সমগ্রতায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য, আমরা গোটা বিশ্বকে একটি জাতি হিসাবে গণ্য করব এবং ধরে নেব যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং শিল্পের প্রত্যেকটি শাখায় তার অধিকার স্থাপন করেছে।

২. সিসমঁদির সঞ্চয়ন-সংক্রান্ত বিশ্লেষণের একটা বড় ত্রুটি এই যে, তিনি 'আয়ের

এবার আমাদের উদাহরণটিতে ফিরে যাওয়া যাক। এটা সেই পুরানো কাহিনী: আব্রাহাম জন্ম দিলেন ইশাকের, ইশাক জন্ম দিলেন আব্রাহামের, এবং এই ভাবেই চলতে থাকল। ১০,০০০ পাউণ্ডের প্রারম্ভিক মূলধন আনল ২০০০ পাউণ্ডের উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা মূলধনায়িত হল। ২০০০ পাউণ্ডের নতুন মূলধন আনল ৪০০ পাউণ্ডের উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা-ও আবার মূলধনায়িত হল, রূপান্তরিত হল একটি দ্বিতীয় অতিরিক্ত মূলধনে, যা আবার পালাক্রমে উৎপাদন করল ৮০ পাউণ্ডের আরো উদ্বৃত্ত-মূল্য। এবং এই ভাবেই বলটি গড়িয়ে চলল।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে-অংশটি ধনিক পরিভোগ করে, আমরা তাকে বিবেচনার মধ্যে আনছি না। অতিরিক্ত মূলধনটি কি প্রারম্ভিক মূলধনের সঙ্গে যুক্ত হল স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করার জন্য বিযুক্ত রইল, যে ধনিক তা সঞ্চয়িত করেছিল, সে নিজেই তা নিয়োগ করল কিংবা অন্য কারো হাতে হস্তান্তর করল, তা এই মুহূর্তে আমাদের সামান্যই কাজে আসে। শুধু এই কথাটা ভুললে চলবেনা যে, নব-গঠিত মূলধনের পাশাপাশি প্রারম্ভিক মূলধনটিও নিজেকে পুনরুৎপাদন করতে, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করতে থাকে, এবং এটা সমস্ত সঞ্চয়ীকৃত মূলধনের ক্ষেত্রেই এবং তার দ্বারা প্রজনিত অতিরিক্ত মূলধনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রারম্ভিক মূলধন গঠিত হয়েছিল অগ্রিম-প্রদত্ত ১০,০০০ পাউণ্ড দিয়ে। মালিক কিভাবে এই টাকাটার অধিকার পেয়েছিল? রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের মুখপাত্রবৃন্দ সমস্বরে উত্তর দেবেন, "তার নিজের শ্রম এবং তার পূর্বপুরুষদের শ্রমের দ্বারা।"[১] এবং বস্তুত তাঁদের এই ধারণাটাই পণ্য-উৎপাদনের নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একমাত্র তথ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু ২,০০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত মূলধনের বেলায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। সেটার উৎপত্তি কি ভাবে হল, তা আমরা সকলেই জানি। এই মূলধনটির মধ্যে এমন এক কণা মূল্যও নেই যা তার অস্তিত্বের জন্য মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের কাছে ঋণী নয়। উৎপাদনের উপকরণাদি, যার সঙ্গে অতিরিক্ত শ্রম-শক্তি সংযোজিত হয়, এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী, যা দিয়ে শ্রমিকরা পরিপোষিত হয়—এগুলি উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অঙ্গগত অংশ ছাড়া, শ্রমিক-শ্রেণীর কাছ থেকে ধনিক শ্রেণী কর্তৃক আদায়ীকৃত বাৎসরিক কর ছাড়া, আর কিছুই নয়। যদিও ধনিক শ্রেণী ঐ করের একটা অংশ দিয়ে এমনকি পুরো দামেও অতিরিক্ত শ্রম-শক্তি ক্রয় করে, যাতে করে সম-মূল্যের সঙ্গে সম-মূল্যের বিনিময় ঘটে, তা হলেও ঐ লেনদেনটা হল কেবল প্রত্যেক বিজেতার

মূলধনে রূপান্তরণ' নিয়ে নিজেকে অত্যন্তিক মাত্রায় তৃপ্ত রেখেছেন অথচ এই কর্ম-প্রক্রিয়ার বাস্তব অবস্থাবলী অনুধাবনের চেষ্টা করেন নি।

১. "Le travail primitif auquelson capital a du sa naissance." Sismondi l. c. ed. Paris, t. I., p. 109.

সেই চিরপুরাতন কৌশল; বিজিতদের কাছ থেকে সে পণ্য ক্রয় করে তাদের কাছ থেকেই লুণ্ঠিত অর্থের সাহায্যে।

যদি এই অতিরিক্ত মূলধন সেই ব্যক্তিটিকেই নিয়োগ করে যে তাকে উৎপন্ন করেছিল, তা হলে এই উৎপাদনকারী কেবল প্রারম্ভিক মূলধনকেই বাড়িয়ে যেতে থাকবে না, সেই সঙ্গে সে তার পূর্ববর্তী শ্রমের ফলগুলিকে ফেরত কিনে নেবে—সেগুলি বাবদে যে শ্রম খরচ হয়েছিল, তার চেয়ে অধিকতর শ্রম দিয়ে। যখন ধনিক শ্রেণী আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লেনদেন হিসাবে ব্যাপারটাকে দেখা হয়, তখন অতিরিক্ত শ্রমিকেরা যে মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের সাহায্যে নিযুক্ত হল, তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। ধনিক এই অতিরিক্ত মূলধনকে রূপান্তরিত করতে পারে একটি মেশিনে, যার ফলে ঐ মেশিন যারা উৎপাদন করেছে, তারাও কর্মচ্যুত হয় এবং তাদের স্থান পূরণ করে কয়েকজন শিশু। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক শ্রেণী এক বছরের উদ্বৃত্ত-শ্রম দিয়ে যে-মূলধন সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী বছরে অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের জন্য উদ্দিষ্ট।[১] আর একেই বলা হয়, মূলধন থেকে মূলধন সৃষ্টি করা।

২,০০০ পাউণ্ডের প্রথম অতিরিক্ত মূলধনটি সূচিত করে যে, ১০,০০০ পাউণ্ড মূল্য আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, নিজের "আদিম-শ্রম"-এর কল্যাণে ধনিক যে-মূল্যের মালিক ছিল এবং যা সে অগ্রিম হিসাবে দিয়েছিল। উলটো ভাবে ৪০০ পাউণ্ডের দ্বিতীয় অতিরিক্ত মূলধনটি কেবল সূচিত করে যে, আগে থেকেই ২,০০০ পাউণ্ড সঞ্চয়ীকৃত ছিল, যার মধ্যে ৪০০ পাউণ্ড হল মূলধনায়িত উদ্বৃত্ত-মূল্য। সুতরাং, তখন থেকে অতীতের মজুরি-বঞ্চিত শ্রমই হয়ে আসছে নিরন্তর ভাবে ক্রম-বর্ধমান আয়তনে জীবন্ত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের আত্মীকরণের একমাত্র শর্ত। ধনিক যত বেশি সঞ্চয়ন করেছে, আরো তত বেশি সঞ্চয়নের ক্ষমতা সে লাভ করেছে।

১নং অতিরিক্ত মূলধন যা দিয়ে তৈরি, সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যটি যেহেতু প্রারম্ভিক মূলধনের অংশ দিয়ে শ্রম-শক্তি ক্রয়ের ফল, যে-শ্রমকার্যটি সম্পন্ন হয় পণ্য-বিনিময়ের নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতি অনুযায়ী, এবং যা, আইনের দৃষ্টিতে, শ্রমিকের দিক থেকে তার নিজের শক্তি সামর্থ্যের এবং অর্থ বা পণ্যের মালিকের দিক থেকে তার নিজের মালিকাধীন মূল্যসমূহের স্বাধীন আদান-প্রদানের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই ধরে নেয়না; যেহেতু ২নং অতিরিক্ত মূলধনটি ১নং মূলধনেরই ফল-মাত্র এবং সেই কারণে উল্লিখিত শর্তগুলির পরিণতি; যেহেতু প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা লেনদেন অনিবার্য ভাবেই পণ্য-বিনিময়ের নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, ধনিক শ্রম ক্রয় করে এবং শ্রমিক তা বিক্রয় করে, এবং আমরা ধরে নেব যে তা করে তার আসল মূল্যে, যেহেতু এটা সুস্পষ্ট যে, আত্মীকরণের নিয়মাবলী তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির

১. "মূলধন শ্রমকে নিয়োগ করার আগে শ্রম মূলধনকে সৃষ্টি করে।" ই. জি. ওয়েকফিল্ড, 'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড আমেরিকা", লণ্ডন, ১৮৩৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১০।

নিয়মাবলী—যে-নিয়মাবলীর ভিত্তি হল পণ্যের উৎপাদন ও সঞ্চলন—সেই নিয়মাবলী তাদের অন্তর্নিহিত ও অমোঘ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার জন্য পরিবর্তিত হয় তাদের প্রত্যক্ষ বিপরীতে। আমরা শুরু করেছিলাম 'সম-মূল্যের সঙ্গে সম-মূল্যের বিনিময়'—এই প্রারম্ভিক কর্মকাণ্ডটি থেকে; সেটা এখন এমনি ভাবে ঘুরে গিয়েছে যে পরিণত হয়ে গিয়েছে মাত্র একটি বাহ্যিক বিনিময়ে। এর কারণ এই যে প্রথমতঃ, শ্রম-শক্তির সঙ্গে যে-মূলধনের বিনিময় ঘটে, তা নিজেই অপরের শ্রম-ফলের একটা অংশ, যে-শ্রমকে আত্মীকৃত করা হয়েছে সম-পরিমাণ প্রতিমূল্য ব্যতিরেকেই, এবং দ্বিতীয়তঃ, কেবল এই মূলধনই তার উৎপাদকের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে চলবে না, তা প্রতিস্থাপিত হতে হবে তার সঙ্গে সংযোজিত উদ্বৃত্ত সহ। ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কটি পরিণত হয় সঞ্চলনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কেবল একটি বাহ্যিক সাদৃশ্যে, কেবল একটি আনুষ্ঠানিক রূপে—যা উপস্থিত লেনদেনটির আসল প্রকৃতির পক্ষে বহিরাগত এবং যা কেবল তাকে রহস্যময় করে তোলে। শ্রম-শক্তির বারংবার পুনরাবর্তিত ক্রয় এবং বিক্রয় এখন কেবল আনুষ্ঠানিক রূপ মাত্র; আসলে যা ঘটে, তা এই: সম-মূল্য ব্যতিরেকেই ধনিক বারংবার অন্যান্যের অতীতের বাস্তবায়িত শ্রমের একটি অংশকে আত্মীকৃত করে, এবং একটি বৃহত্তর পরিমাণ জীবন্ত শ্রমের সঙ্গে তার বিনিময় করে। প্রথমে সম্পত্তির অধিকারকে মনে হত মানুষের নিজের শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত অধিকার বলে। অন্ততঃপক্ষে, এই ধরনের একটা কিছু ধরে নেওয়া দরকার ছিল, কেননা কেবল সমান অধিকার-সম্পন্ন পণ্য-মালিকেরাই পরস্পরের মুখোমুখি হত, এবং একমাত্র যে-উপায়টির মাধ্যমে একজন লোক অন্যান্যের পণ্য-সমূহের উপরে নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারত, তা হল তার নিজের পণ্যসমূহের পরস্বীকরণ; এবং সেগুলির প্রতিস্থাপন করা যেত একমাত্র শ্রমের দ্বারা। এখন, কিন্তু, ধনিকের কাছে সম্পত্তি পরিণত হয়েছে অন্যান্যের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম বা তার ফল আত্মীকরণের অধিকারে এবং শ্রমিকের কাছে তা পরিণত হয়েছে তার নিজেরই উৎপন্ন-ফল আত্মীকরণের অসম্ভব ঘটনায়। যে নিয়মটি বাহ্যতঃ উদ্ভূত হয়েছিল শ্রম ও সম্পত্তির মধ্যে অভিন্নতা থেকে, সেই নিয়মটিরই আবশ্যিক পরিণতি ঘটল শ্রম থেকে সম্পত্তির ভিন্নতা-সাধনে।[১]

অতএব, * ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি যতই পণ্যোৎপাদনের মূল নিয়মাবলীর

২. অপরের শ্রমজাত সামগ্রীতে ধনিকের সম্পত্তি হচ্ছে 'আত্মীকরণের নিয়মটির সুনির্দিষ্ট ফলশ্রুতি, যার মৌল নীতি কিন্তু ছিল বিপরীত—নিজেকে শ্রমজাত সামগ্রীতে প্রত্যেক শ্রমিকের একান্ত স্বত্বাধিকার।' (cherbuliez, "Richesse ou pauvrete', Paris, 1848, p. 58; সেখানে অবশ্য, দ্বান্দ্বিক প্রতিবর্তন ঠিক ভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি)।

* এই অনুচ্ছেদটি (৩১১ পৃষ্ঠার "ধনতান্ত্রিক আত্মীকরণের নিয়ম") চতুর্থ জার্মান সংস্করণ অনুযায়ী ইংরেজী পাঠে যুক্ত করা হয়েছে।—সম্পাদক, ইং সংস্করণ।

খোলাখুলি অবাধ্যতা করুক না কেন, তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই নিয়মাবলীর লংঘন থেকে নয়, বরং সেগুলির প্রয়োগ থেকেই তার উদ্ভব। আসুন, গতি-প্রক্রিয়ার পর-পর পর্যায়গুলিকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে আরেকবার ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে নিই ; এই পর্যায়-পরম্পরারই চূড়ান্ত বিন্দু হল ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন।

প্রথমতঃ, আমরা দেখেছিলাম যে, একটি মূল্যসমষ্টির মূলধনে প্রারম্ভিক রূপান্তরণ সম্পাদিত হয়েছি বিনিময়-নিয়মাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে। চুক্তিকারী দুটি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষ তার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করে, অপরটি তা ক্রয় করে। প্রথম পক্ষটি তার পণ্যের মূল্য পায়, যার ব্যবহার-মূল্য—শ্রম—তদ্দ্বারা ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, যার মালিক আগে থেকেই দ্বিতীয় পক্ষটি, সেগুলি তখন তারই সমান মালিকানাধীন শ্রমের সাহায্যে তার দ্বারা রূপান্তরিত হয় একটি নোতুন উৎপন্নে, আইনগত ভাবে সে-ই যার মালিক।

এই উৎপন্ন দ্রব্যটির মূল্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে : একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য সমেত শ্রম-শক্তির মূল্যের সমমূল্য। তার কারণ এই যে শ্রম-শক্তির মূল্য—যা বিক্রি হয় এক দিন বা এক সপ্তাহ ইত্যাদির মত একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য—সেই সময়কালের মধ্যে তার ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট মূল্য অপেক্ষা অল্পতর। কিন্তু শ্রমিক তার শ্রম-শক্তির জন্য বিনিময়-মূল্য পেয়ে গিয়েছে এবং তা পেয়ে গিয়ে ঐ শ্রম-শক্তির ব্যবহার-মূল্যও হস্তান্তরিত করে দিয়েছে—প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়েই এই রকম ঘটে থাকে।

শ্রম-শক্তি নামধেয় এই বিশেষ পণ্যটি যে শ্রম-সরবরাহের এবং এই কারণেই মূল্য সৃজনের বিশিষ্ট ব্যবহার-মূল্যটির অধিকারী—এই ঘটনা পণ্যোৎপাদনের সাধারণ নিয়মটিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। সুতরাং, মজুরি বাবদে অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্যের আয়তনটি-মাত্র আবার উৎপন্ন-ফলে পাওয়া না গিয়ে যদি সেখানে পাওয়া যায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা বিবর্ধিত আয়তনে, তার কারণ এই নয় যে, বিক্রেতাকে প্রতারণা করা হয়েছে, কেননা সে তো আসলে তার পণ্যের মূল্য পেয়েই গিয়েছে ; তার একমাত্র কারণ এই যে, এই পণ্যটি ক্রেতার দ্বারা পরিভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

বিনিময়ের নিয়মটি দাবি করে কেবল পরস্পরের সঙ্গে বিনিময়-কৃত পণ্যসমূহের সমতা। গোড়া থেকেই তা ধরে নেয় তাদের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের পরিভোগের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই ; পরিভোগ তো শুরু হয় লেন-দেনটি সম্পাদিত ও সমাপ্ত হবার পরে।

অতএব, অর্থের মূলধনে প্রারম্ভিক রূপান্তরণ সম্পন্ন হয় পণ্যোৎপাদনের অর্থ-নৈতিক নিয়মাবলীর সঙ্গে এবং তজ্জনিত সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা যথাযথ সুসঙ্গতি অনুসারে। যাই হোক, ফল দাঁড়ায় এই :

(১) উৎপন্ন-ফলটির মালিক হয় ধনিক, শ্রমিক নয় ;

(২) অগ্রিম-প্রদত্ত মূল্য ছাড়াও, এই উৎপন্ন-ফলটি ধারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য

যার বদলে শ্রমিকের খরচ হয় শ্রম, কিন্তু ধনিকের খরচ হয় কিছুই না, এবং যা তৎসত্ত্বেও ধনিকেরই সম্পত্তি ;

(৩) শ্রমিক তার শ্রম-শক্তিকে বজায় রেখেছে এবং তা সে নোতুন করে বিক্রি করতে পারে, যদি একজন ক্রেতা পায়।

সরল পুনরুৎপাদন হচ্ছে এই প্রথম কর্মকাণ্ডটিরই সময়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি, প্রত্যেক বারেই অর্থ নোতুন করে রূপান্তরিত হয় মূলধনে। সুতরাং নিয়মটি ভাঙা হচ্ছে না ; বরং, নিয়মটিকে সক্ষম করা হচ্ছে কেবল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যেতে। "বিনিময়ের কয়েকটি উত্তরোত্তর কার্য কেবল সর্বশেষটিকে সক্ষম করেছে সর্বপ্রথমটিকে প্রতিফলিত করতে।" (সিসমঁদি, "Nouveaux Principes, etc." পৃঃ ৭০)।

এবং তবু আমরা দেখেছি যে, একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে দেখলে, এই প্রথম কর্মকাণ্ডটিকে একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত চরিত্র দিয়ে ছাপ মেরে দিতে সরল পুনরুৎপাদনই যথেষ্ট। "যারা নিজেদের মধ্যে জাতীয় আয় ভাগাভাগি করে নেয়, তাদের মধ্যে একটি পক্ষ (মজুরেরা) প্রতি বছরই নোতুন কাজের দ্বারা তাদের ভাগের উপরে নতুন অধিকার অর্জন করে ; অন্যান্যরা (ধনিকেরা) প্রারম্ভে কৃত কাজের দ্বারা তাদের ভাগের উপরে আগেই অর্জন করেছে চিরস্থায়ী অধিকার (সিসমঁদি, ঐ পৃঃ ১১০-১১১)। এটা বাস্তবিকই একটা কুখ্যাত ব্যাপার যে, শ্রমই একমাত্র ক্ষেত্র নয় যেখানে জ্যেষ্ঠত্বের অধিকার ভেল্‌কি ঘটায়।

সরল পুনরুৎপাদন যদি সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের দ্বারা, সঞ্চয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তাতেও কিছু এসে যায় না। প্রথম ক্ষেত্রে ধনিক গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যটাকেই বিলাস-ব্যসনে উড়িয়ে দেয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে তার কেবল একটা অংশ পরিভোগ করে, বাকি অংশটা টাকায় রূপান্তরিত করে এবং এই ভাবে তার বুর্জোয়া চরিত্রগুণের প্রমাণ দেয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য ধনিকের সম্পত্তি ; তা কখনো অন্য কারো মালিকানায় থাকেনি। যদি সে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তা আগাম দেয়, তা হলে সেই আগাম তার নিজের তহবিল থেকেই আসে, ঠিক সেই দিনটিতে যেদিন সে প্রথমে বাজারে প্রবেশ করল। এই উপলক্ষ্যে উক্ত তহবিল যে তার মজুরদের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম থেকে, সংগৃহীত হয় হয় এই ঘটনায় তার আদৌ কোনো ইতর-বিশেষ হয় না। যদি মজুরি—'**ক**' যে-উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করেছে, তা থেকে মজুর—'**খ**'-কে তার মজুরি দেওয়া হয় তা হলে প্রথমতঃ, '**ক**' সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য সরবরাহ করেছিল তার পণ্যের ন্যায্য দাম থেকে একটি হাফপেনিও না-কাটা অবস্থায়, এবং, দ্বিতীয়তঃ এই লেন-দেনটি নিয়ে '**খ**'-এর কোনো মাথাব্যথা নেই।—'**খ**' যা দাবি করে, এবং যা দাবি করার অধিকার তার আছে, তা এই যে ধনিক তাকে তার শ্রম-শক্তির মূল্য দেবে। "দু জনেরই তবু লাভ হচ্ছে, মজুরের লাভ হচ্ছে, কেননা তার শ্রমের ফল সে অগ্রিম পেয়ে যাচ্ছে" (পড়া উচিত : অন্যান্য মজুরের বেতন-বঞ্চিত শ্রমের ফল) "তার নিজের কাজটি সম্পন্ন হবার

আগেই (পড়া উচিত : তার নিজের শ্রম ফল প্রসব করার আগেই) ; "এবং নিয়োগ-কর্তার ('le maitre') লাভ হচ্ছে, কেননা এই মজুরের শ্রম ছিল তার মজুরির তুলনায় বেশি মূল্যার্হ (পড়া উচিত : এই মজুরের শ্রম তার মজুরির তুলনায় বেশি মূল্য উৎপাদন করেছিল) (সিসমঁদি, ঐ পৃঃ ১৩৫) ।

আরো নিশ্চয় করে বলা যায়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দেখায়—যদি আমরা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে তার পুনর্নবীভবনের অব্যাহত প্রবাহের মধ্যে লক্ষ্য করি এবং যদি, ব্যক্তিগত ধনিক এবং ব্যক্তিগত মজুর হিসাবে না দেখে, দেখি তাদের সমগ্রতায়, যেখানে ধনিক শ্রেণী এবং মজুর শ্রেণী দাঁড়ায় পরস্পরের মুখোমুখি । কিন্তু তা করতে গিয়ে আমাদের প্রয়োগ করতে হয় এমন সব মান, যা পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার একেবারে বহির্ভূত ।

পণ্যোৎপাদনে কেবল ক্রেতা এবং বিক্রেতা স্বাধীন ভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয় । যে দিন তাদের সম্পাদিত চুক্তিটির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, সেই দিনই তাদের সম্পর্কও শেষ হয়ে যায় । যদি লেনদেনটির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তা হলে ঘটে একটি নোতুন চুক্তি অনুসারে, আগেকার চুক্তিটির সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কই নেই এবং যা কেবল ঘটনাচক্রে একই বিক্রেতাকে সেই একই ক্রেতার সঙ্গে সংযোগ ঘটায় ।

সুতরাং, যদি পণ্যোৎপাদনকে কিংবা তার একটি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক নিয়মাবলীর দ্বারা বিচার করতে হয়, তা হলে, আমাদের তা করতে হবে, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো বিনিময়-ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে, প্রত্যেকটি বিনিময়-ক্রিয়াকে আলাদা আলাদা করে । এবং যেহেতু বিক্রয় এবং ক্রয় সম্পূর্ণত দুটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে দরাদরির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, সেই হেতু এখানে দুটি সমগ্র সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার অবকাশ নেই ।

আজকের কর্মরত মূলধন যত দীর্ঘ সময়ক্রমিক পুনরুৎপাদন এবং পূর্ববর্তী সঞ্চয়ন-সমূহের মধ্য দিয়েই অতিক্রান্ত হোক না কেন, তা সব সময়েই তার প্রারম্ভিক কুমারীত্ব বজায় রাখে । যত কাল পর্যন্ত বিনিময়ের নিয়মাবলী বিনিময়ের প্রত্যেকটি কার্যে পালিত হয়, তত কাল পর্যন্ত পণ্যোৎপাদনের আনুষঙ্গিক সম্পত্তিগত অধিকারগুলিকে ক্ষুণ্ণ না করেই, আত্মীকরণের পদ্ধতিটিকে বিপ্লবায়িত করা যায় । সেই সূচনাকালে, যখন উৎপন্ন-দ্রব্যের মালিক থাকে উৎপাদনকারী স্বয়ং, সম-মূল্যের বিনিময় অনুসারে যে নিজেকে ধনী করতে পারে কেবল তার নিজের শ্রমের দৌলতে, এবং এই ধনতন্ত্রের কালে যখন সামাজিক সম্পদ ক্রমবর্ধমান হারে পরিণত হয় তাদেরই সম্পদে, যারা ক্রমাগত এবং নিত্য-নোতুন করে অপরের মজুরি-বঞ্চিত শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে —এই উভয় কালেই সেই একই অধিকার-সমূহ বলবৎ থাকে ।

যে মুহূর্তে স্বয়ং শ্রমিক তার শ্রম-শক্তিকে পণ্য হিসাবে অবাধে বিক্রয় করে, সেই মুহূর্ত থেকে এটাই হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী রূপ । কিন্তু কেবল তখন থেকেই আবার পণ্যোৎপাদন সাধারণীকৃত হয় এবং উৎপাদনের প্রতিভূ-রূপে পরিণত হয় ; কেবল

তখন থেকেই, প্রথম থেকেই, প্রত্যেকটি উৎপন্ন-দ্রব্য উৎপাদিত হয় বিক্রয়ের জন্য এবং উৎপাদিত সকল দ্রব্য সঞ্চলনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। কেবল যখন এবং যেখানে মজুরি-শ্রমই ভিত্তিস্বরূপ, তখন এবং সেখানেই পণ্য-উৎপাদন নিজেকে আরোপ করে সমগ্র ভাবে সমাজের উপরে, এবং কেবল তখন এবং সেখানেই তা তার সমস্ত লুক্কায়িত সম্ভাবনাগুলিকে উদ্ঘাটন করে দেয়। মজুরি-শ্রমের প্রক্ষেপণ পণ্যোৎপাদনকে ভেজালদুষ্ট করে—এ কথা বলাও যা, পণ্যোৎপাদনকে যদি ভেজালমুক্ত রাখতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই বিকশিত হতে দেওয়া হবে না—সে কথা বলাও তা। যতদূর পর্যন্ত পণ্যোৎপাদন, তার নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীর দরুন, আরো বিকশিত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে, ততদূর পর্যন্ত পণ্যোৎপাদনের সম্পত্তি-সংক্রান্ত নিয়মাবলীও পরিবর্তিত হয় ধনতান্ত্রিক আত্মীকরণের নিয়মাবলীতে।[১]

আমরা দেখেছি, এমনকি সরল পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রেও, সমস্ত মূলধন, তার মূল উৎস যাই হোক না কেন, রূপান্তরিত হয় সঞ্চয়ীকৃত মূলধনে, মূলধনীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যে। কিন্তু উৎপাদনের প্লাবনে প্রারম্ভে অগ্রিম-প্রদত্ত সমস্ত মূলধনই, প্রত্যক্ষ ভাবে সঞ্চয়ীকৃত মূলধনের সঙ্গে তুলনায় অর্থাৎ মূলধন পুনঃরূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-মূল্য বা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের তুলনায়, তা তার সঞ্চয়নকারীর হাতেই কাজ করুক বা অন্যান্যের হাতেই কাজ করুক—পরিণত হয় একটি শূন্যে পরিণীয়মান রাশিতে ('magnitudo evanescens', গাণিতিক অর্থে) এই থেকেই রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব মূলধনকে সাধারণ ভাবে বর্ণনা করে "সঞ্চয়ীকৃত সম্পদ" (রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-মূল্য বা আগম) হিসাবে, "যাকে আবার নিয়োগ করা হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন"[২], এবং ধনিককে বর্ণনা করা হয় "উদ্বৃত্ত-মূল্যের মালিক" হিসাবে।[৩] এটা কেবল এই কথাটাই ভিন্ন ভঙ্গিতে বলা যে, সমস্ত বিদ্যমান মূলধনই হল সঞ্চয়ীকৃত কিংবা মূলধনীকৃত সুদ, কেননা সুদ হল উদ্বৃত্ত-মূল্যেরই একটি ভগ্নাংশ মাত্র।[৪]

---

১. সুতরাং, আমরা প্রুধোর চালাকিতে বেশ আশ্চর্য বোধ করতে পারি যে, পণ্যোৎপাদনের উপরে ভিত্তিশীল সম্পত্তি-সংক্রান্ত শাশ্বত নিয়মাবলী বলবৎ করে তিনি ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির অবলুপ্তি সাধন করবেন।

২. 'মূলধন অর্থাৎ সঞ্চয়ীকৃত সম্পদ, যা মুনাফার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছে।' (ম্যালথাস, ঐ)। 'আয়…থেকে সঞ্চিত সম্পদ, যা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাই মূলধন।' (আর. জোন্স,…'অ্যান ইন্ট্রোডাকটরি লেকচার অন পলিটিক্যাল ইকনমি', লণ্ডন, ১৮৩৩, পৃঃ ১৬)।

৩. 'উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বা মূলধনের অধিকারী।' (দি সোর্স অ্যাণ্ড রেমিডি অব দি ন্যাশনাল ডিফিকালটিজ। এ লেটার টু লর্ড জন রাসেল', লণ্ডন, ১৮২১)।

৪. 'সঞ্চিত মূলধনের প্রত্যেকটি অংশের উপরে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সমেত মূলধন এমন সর্বগ্রাসী যে, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ, যা থেকে আয়ের উদ্ভব ঘটে, তা অনেক কাল আগেই মূলধন বাবদ সুদে পরিণত হয়ে গিয়েছে।' (লণ্ডন, 'ইকনমিস্ট', ১৯ জুলাই, ১৮৫১)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ক্রমবর্ধমান আয়তনে পুনরুৎপাদন সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় অর্থতন্ত্রের ভ্রান্ত ধারণা ॥

সঞ্চয়ন বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনে রূপান্তরণ সম্পর্কে আরো অনুসন্ধানের আগে আমরা চিরায়ত অর্থতাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রবর্তিত একটি বিভ্রান্তিকে পরিষ্কার করে নেব।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের সাহায্যে নিজের পরিভোগের যে পণ্যদ্রব্যাদি ধনিক ক্রয় করে, তা যেমন খুব সামান্যই মূল্য উৎপাদন ও সৃজনের উদ্দেশ্য সাধন করে, তার স্বাভাবিক ও সামাজিক প্রয়োজনাদি মেটাবার জন্য সে যে শ্রম ক্রয় করে, তা ঠিক তেমন সামান্যই উৎপাদনশীল শ্রম হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মূলধনে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে সে উল্টোটাই করে—ঐসব পণ্য-দ্রব্য ও ঐ শ্রম ক্রয় করে সে তা আয় হিসাবে পরিভোগ বা ব্যায় করে। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায়ের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা পদ্ধতির বিরোধিতায় যা পরিচালিত হয়, যেমন হেগেল সঠিক ভাবেই বলেন, "হাতের কাছে যাই পাও, ভোগের কাজে তাই লাগাও" এই নীতির সাধনায় এবং আরো বিশেষ ভাবে যা নিজেকে জাহির করে ব্যক্তিগত পরিচারক পোষণের বিলাসিতায়, বুর্জোয়া অর্থতন্ত্রের পক্ষে চরম গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই মতবাদটি ঘোষণা করা যে, প্রত্যেক নাগরিকের প্রথম কর্তব্য হল মূলধনের সঞ্চয়ন, এবং অবিশ্রান্ত ভাবে প্রচার করা যে, শ্রমিকদের বাবদে যা ব্যয় হয়, তার চেয়ে বেশি তারা এনে দেয়; সুতরাং আরো বেশি সংখ্যায় উৎপাদনশীল শ্রমিক নিয়োগের জন্য তার আয়ের একটা ভাল অংশ ব্যয় না করে, সে যদি গোটা আয়টাই খেয়ে ফেলে, তা হলে সে সঞ্চয় করতে পারে না। অন্য দিকে, অর্থতাত্ত্বিকদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল সাধারণের এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে যা মজুদ করাকে গুলিয়ে ফেলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে এবং কল্পনা করে নেয় যে সঞ্চিত সম্পদ যাকে তার উপস্থিত আকারে বিনষ্ট করা থেকে অর্থাৎ পরিভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়েছে আর,

---

১. 'আজকের দিনের কোনো অর্থনীতিবিদই সঞ্চয় বলতে নিছক মজুদ বোঝাতে পারেন না, এবং এই সংকুচিত ও অসম্পূর্ণ বিবরণের বাইরে, জাতীয় সম্পদ প্রসঙ্গে কথাটার অন্য কোনও ব্যবহার কল্পনাও করা যায় না—কেবল একটি ব্যবহার ছাড়া, যার উদ্ভব ঘটবে যা সঞ্চিত হয় তার একটি ভিন্নতর প্রয়োগ থেকে, যে-প্রয়োগের আবার ভিত্তি হবে জাতীয় সম্পদের দ্বারা পরিপোষিত বিভিন্ন প্রকারের শ্রমের মধ্যে একটি যথার্থ পার্থক্য।' (ম্যালথাস, ঐ, ৩৮, ৩৯)।

নয়তো, তা সেই সম্পদ যাকে তুলে রাখা হয়েছে সঙ্কলন থেকে। সঙ্কলন থেকে টাকার বাদ পড়া মানে, সেই সঙ্গে, মূলধন হিসাবে তার আত্ম-সম্প্রসারণ থেকেও বাদ পড়া, অন্য দিকে, পণ্যসম্ভারের আকারে একটা মজুদ জমিয়ে তোলা হচ্ছে একটা নিরেট ভাঁড়ামি।[১] বিরাট বিরাট পরিমাণে পণ্যসামগ্রীর পুঞ্জীভবন, হয়, অতি-উৎপাদনের, নয়তো, সঙ্কলন বন্ধ হয়ে যাবার পরিণাম।[২] এটা সত্য যে, এক দিকে ধনী লোকদের ক্রমে ক্রমে পরিভোগের জন্য জমানো জিনিসের স্তূপ[৩], এবং অন্য দিকে, 'সংরক্ষিত ভাণ্ডার' ('রিজার্ভ স্টক')-এর সংগঠন—এই দৃশ্য জনমানসে দারুণ রেখাপাত করে; এই দ্বিতীয়টি সর্বপ্রকার উৎপাদন-পদ্ধতিরই অভিন্ন ঘটনা; যখন সঙ্কলনের বিশ্লেষণে যাব, তখন এই সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। সুতরাং চিরায়ত অর্থতত্ত্ব যখন বলে যে, অনুৎপাদনশীল শ্রমের দ্বারা পরিভোগের পরিবর্তে উৎপাদনশীল শ্রমের দ্বারা পরিভোগই হল সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়ার একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তখন তা সম্পূর্ণ সঠিক কথাই বলে। কিন্তু ঠিক এই বিন্দুতেই আবার ভুলগুলিরও সূচনা হয়। উৎপাদনশীল শ্রমিকদের দ্বারা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের চেয়ে বেশি কিছু নয়, এমন ভাবে সঞ্চয়নকে উপস্থাপিত করা অ্যাডাম স্মিথের কাছে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার মানে দাঁড়ায় এই যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনীকরণ হচ্ছে কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যকে শ্রম-শক্তিতে রূপায়িতকরণ। রিকার্ডো প্রমুখ অর্থতাত্ত্বিকেরা কি বলেন, সেটা দেখা যাক: "এটা বুঝতে হবে যে একটা দেশের সমস্ত উৎপাদনই পরিভুক্ত হয়; কিন্তু সেগুলি কি তাদের দ্বারা পরিভুক্ত হল, যারা একটা মূল্য পুনরুৎপাদন করে, না কি তাদের দ্বারা পরিভুক্ত হল, যারা কোনো মূল্য পুনরুৎপাদন করেনা—এই ব্যাপারটাই কল্পনীয় সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যের কারণ হয়ে ওঠে। যখন আমরা বলি যে, আয় সঞ্চিত হল এবং মূলধনের সঙ্গে সংযুক্ত হল, তখন আমরা যা বোঝাই তা হল এই যে, আয়ের যে অংশ মূলধনের সঙ্গে সংযুক্ত হল বলে বলা হয়, সে অংশ উৎপাদনশীল শ্রমিকদের দ্বারা পরিভুক্ত হয়, অনুৎপাদনশীল শ্রমের দ্বারা নয়। মূলধন বর্ধিত হয় অ-পরিভোগের দ্বারা—এর

১. যেমন ব্যালজাক, যিনি অর্থগৃধ্নুতার যাবতীয় রূপ এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুশীলন করেছিলেন, তিনি, বুড়ো কুসীদজীবী 'গবসেক' যখন পণ্যের মজুদ জমিয়ে তুলতে লাগল, তখন তাকে আঁকলেন যেন সে উপনীত হয়েছে তার দ্বিতীয় শৈশবে।

২. 'স্তূপীকৃত স্টক···অ-বিনিময়···অতি-জনসংখ্যা।' (টমাস করবেট, 'অ্যান ইনকুইরি···ওয়েল্থ্ অব ইনডিভিজুয়ালস', পৃঃ ১০৪)।

৩. এই অর্থে নেকার বলেন "objets de faste et de somptuosite," of which "le temps a grossi l'accumulation" and which "les lois de propriete ont rassembles dans une seule classe de la societe." (Oeuvres de M. Necker, paris and Lausanne, 1789, t ii p. 291)।

চেয়ে বৃহৎ ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না।"[১] "আয়ের যে-অংশ মূলধনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় বলে যা বলা হয়, সেই অংশ উৎপাদনশীল শ্রমিকদের পরিভুক্ত হয়"—রিকার্ডো, এবং অ্যাডাম স্মিথের পরবর্তী সমস্ত অর্থতাত্ত্বিক যে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে চলেন, তার চেয়ে বৃহত্তর ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। এই বক্তব্য অনুসারে, সমস্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা পরিবর্তিত হয় মূলধনে, তা হয়ে পড়ে অস্থির মূলধন। সুতরাং, এই রকম হওয়া তো দূরের কথা, উদ্বৃত্ত-মূল্য, প্রারম্ভিক মূলধনেরই মত, নিজেকে বিভক্ত করে স্থির মূলধনে এবং অস্থির মূলধনে, উৎপাদনের উপায়ে এবং শ্রম-শক্তিতে। শ্রম-শক্তিই হল সেই বিশিষ্ট রূপ, যার অন্তরালে অস্থির মূলধন উৎপাদন-প্রক্রিয়া চলাকালে অবস্থান করে। এই প্রক্রিয়াতেই খোদ শ্রম-শক্তিই পরিভুক্ত হয় ধনিকের দ্বারা যখন উৎপাদনের উপায়গুলি পরিভুক্ত হয় কর্ম-সম্পাদনে অর্থাৎ শ্রমে ব্যাপৃত শ্রম-শক্তির দ্বারা। একই সময়ে শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত-অর্থ রূপান্তরিত হয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীতে, যেগুলি পরিভুক্ত হয় "উৎপাদনশীল শ্রমের" দ্বারা নয়, "উৎপাদনশীল শ্রমিকের" দ্বারা। একটি আমূল বিকৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অ্যাডাম স্মিথ এই আজগুবি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, যদিও প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মূলধন বিভক্ত হয় স্থির ও অস্থির অংশে, সমাজের মূলধন কিন্তু নিজেকে পর্যবসিত করে কেবল অস্থির মূলধনে অর্থাৎ ব্যয়িত হয় একান্ত ভাবেই কেবল মজুরি দেবার জন্য। ধরা যাক, একজন কাপড়-কল-মালিক ২,০০০ পাউণ্ডকে মূলধনে রূপান্তরিত করে। এক অংশ সে নিয়োগ করে তন্তুবায়দের ক্রয় করতে, বাকি অংশটা উল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করতে। কিন্তু যেসব লোকজনের কাছ থেকে সে উল ও যন্ত্রপাতি কেনে, তারা শ্রমের জন্য মজুরি দেয় কেনার টাকার একটা অংশ দিয়ে, এবং এই ভাবেই চলতে থাকে যে-পর্যন্ত সমগ্র ২,০০০ পাউণ্ডই মজুরি বাবদে খরচ না হয়ে যায়, অর্থাৎ ২,০০০ পাউণ্ড যে-উৎপন্ন-সামগ্রীর প্রতিনিধিত্ব করে, তার সমগ্রটাই উৎপাদনশীল শ্রমিকের দ্বারা পরিভুক্ত না হয়ে যায়। এটা স্পষ্ট যে এই চুক্তিটির গোটা সারমর্মটা নিহিত রয়েছে এই কটি কথার মধ্যে "এবং এই ভাবেই চলতে থাকে, যা আমাদের কেবল খুঁটি থেকে থামে ঠেলে দেয়। সত্য কথা এই যে, ঠিক যেখানে সমস্যা দেখা দেয়, ঠিক সেখানেই অ্যাডাম স্মিথ তাঁর অনুসন্ধানের ছেদ ঘটিয়ে দেন।"[২]

---

১. রিকার্ডো, ঐ, পৃঃ ১৬৩, টীকা।

২. তাঁর 'লজিক' সত্ত্বেও জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর পূর্ববর্তীরা যেসব ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণ করে গেছেন; সেগুলি ধরেন না, যেমন এটিকে ধরেন নি; অথচ এটি এমন একটি বিশ্লেষণ, যা এমনকি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান সম্পর্কে বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকেও সোচ্চারে সংশোধন দাবি করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে শিষ্যসুলভ গোঁড়ামি নিয়ে তিনি তাঁর গুরুদের চিন্তা ভাবনার বিভ্রান্তিগুলিই আবৃত্তি করে গিয়েছেন। যেমন এখানের: "মূলধন

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবল বছরের উৎপাদন মোট যোগফলকে আমাদের নজরে রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত পুনরুৎপাদনের বাৎসরিক প্রক্রিয়াটি সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এই মোট উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদানকে অবশ্যই এক-একটি পণ্য হিসাবে বাজারে আনতে হবে, এবং ঠিক সেখান থেকেই হয় সমস্যার সূত্রপাত। আলাদা আলাদা মূলধনগুলির এবং ব্যক্তিগত আয়সমূহের চলাচল পরস্পরকে ছেদ করে, পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় এবং সাধারণ স্থান-পরিবর্তনের মধ্যে হারিয়ে যায়; এই ঘটনায় দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে এবং এমন সমস্ত জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে যেগুলির সমাধান খুব দুরূহ। দ্বিতীয় গ্রন্থের তৃতীয় অংশে আমি এই সব তথ্যের আসল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব। ফিজিওক্র্যাট-দের এটা একটা বড় কৃতিত্ব যে, তাঁদের 'অর্থনৈতিক সারণী'-তে ('Tebleau economique') তাঁরাই প্রথম বাৎসরিক উৎপাদনকে এমন আকারে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, যে-আকারে তা সঙ্কলন-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়।[১]

বাকি বিষয় সম্পর্কে বলা যায়, এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব অ্যাডাম স্মিথের এই মতবাদটিকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়নি যে, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন-দ্রব্যের সেই অংশ যা রূপান্তরিত হয় মূলধনে, তার সমস্তটাই পরিভুক্ত হয় শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা।

নিজেই শেষ পর্যন্ত মজুরিতে পরিণত হয়ে যায়, এবং যখন উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তখন আবার মজুরি হয়ে যায়।"

১. পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং সঞ্চয়নের বিবরণে অ্যাডাম স্মিথ যে-কোনও অগ্রগতি করেন নি, তাই নয়, এমনকি তাঁর পূর্বগামীদের তুলনায়, বিশেষ করে, ফিজিওক্র্যাটদের তুলনায় বেশ কিছুটা পিছিয়েও গিয়েছিলেন। পাঠ্যাংশে উল্লিখিত বিভ্রমটির সঙ্গে সংযুক্ত সেই সত্য সত্যই বিস্ময়কর গোঁড়া-বক্তব্যটি, যা তিনি দিয়ে গিয়েছেন রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বকে তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে—যে গোঁড়া বক্তব্যটি অনুযায়ী পণ্যের দাম গঠিত হয় মজুরি, মুনাফা (সুদ) ও খাজনা অর্থাৎ মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য নিয়ে। এই ভিত্তি থেকে শুরু করে স্টর্চ সরল মনে স্বীকার করেন, 'Il est impossible de resoudre le prix necessaire dans ses elements les plus simples.' (Storch: 'Cours d' Economic politique,' Petersb. Edit. 1815, t ii p, 141, note.) এ এক অপূর্ব অর্থ নৈতিক বিজ্ঞান যা ঘোষণা করে যে পণ্যের দামকে তার সরলতম উপাদানসমূহে পর্যবসিত করা অসম্ভব! তৃতীয় খণ্ডে (ইং) সপ্ত ভাগে এই বিষয়টি আবার আলোচিত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মূলধন ও প্রত্যাগমে (আয়ে) উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভাজন ॥

॥ ভোগ-সংবরণ তত্ত্ব ॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়টিতে আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে (বা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নকে) গণ্য করেছি কেবল সরবরাহের ভাণ্ডার হিসাবে। এই অধ্যায়টিতে আমরা এ পর্যন্ত তাকে গণ্য করেছি কেবল সঞ্চয়নের ভাণ্ডার হিসাবে। কিন্তু তা প্রথমটিও নয়, দ্বিতীয়টিও নয় ; তা একসঙ্গে দুটিই। একটি অংশ ধনিকের দ্বারা পরিভুক্ত হয় আয় হিসাবে,[১] অন্য অংশটি নিয়োজিত হয় মূলধন হিসাবে, হয় সঞ্চয়ীকৃত।

তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট থাকে, এই দুটি অংশের মধ্যে একটি যত বৃহত্তর হবে, অন্যটি হবে তত ক্ষুদ্রতর। Caeteris Paribus, এইগুলির অংশ অনুপাত সঞ্চয়নের আয়তন নির্ধারণ করে। কিন্তু বিভাজনটি সম্পাদিত হয় একক ভাবে ঐ উদ্বৃত্ত-মূল্যের মালিকের দ্বারাই, ধনিকের দ্বারাই। এটা তার বিবেচনা-প্রসূত কাজ। তার দ্বারা আদায়ীকৃত করের যে-অংশটি সে সঞ্চয়ীকৃত করে, সে অংশটি সে বাঁচিয়েছে বলে বলা হয় কারণ সে তা খায়নি, অর্থাৎ সে পালন করেছে ধনিকের ভূমিকা এবং নিজেকে করেছে সমৃদ্ধতর।

মূলধনের, ব্যক্তিস্বায়িতরূপ ছাড়া ইতিহাসে ধনিকের আর কোনো মূল্য নেই, ইতিহাসে স্থান পাবার কোনো অধিকার নেই ; লিচনাওস্কির রসালো ভাষায় বলা যায়, যা কোনো স্থান তারিখ পায়নি। এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির জন্য অচিরস্থায়ী প্রয়োজন সাধনে যতটা চাই, ততটাই কেবল তার নিজের অচিরস্থায়ী অস্তিত্বের আবশ্যকতা। কিন্তু যখন সে ব্যক্তিস্বায়িত মূলধন তখন ব্যবহার-মূল্য ও তার বৃদ্ধি

---

১. পাঠক লক্ষ্য করবেন 'প্রত্যাগম' ('রেভিনিউ') কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় : প্রথমতঃ, মূলধন কর্তৃক সময়ক্রমিক ভাবে প্রদত্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অভিহিত করতে এবং দ্বিতীয়তঃ ধনিক কর্তৃক সময়ক্রমিক ভাবে পরিভুক্ত ফলের অংশটিকে কিংবা তার ব্যক্তিগত পরিভোগ ভাণ্ডারে সংযোজিত অংশটিকে অভিহিত করতে। আমি এই দুটি অর্থ ই বজায় রেখেছি কারণ এটা ইংরেজ ও ফরাসী অর্থনীতিবিদদের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

সাধনই তাকে কাজে প্রণোদিত করে। মূল্যের আত্ম-সম্প্রসারণ ঘটাবার উদ্দেশ্যে উন্মত্ত তৎপরতায়, সে মানবজাতিকে বেপরোয়া ভাবে বাধ্য করে উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন করতে ; এই ভাবে সে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশকে সবলে ত্বরান্বিত করে এবং সেই সমস্ত বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে, একমাত্র যে-অবস্থাসমূহ পারে সমাজের একটি উন্নততর রূপের আসল ভিত্তি গড়ে তুলতে এমন এক উন্নততর সমাজ যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তির পরিপূর্ণ ও অবাধ বিকাশই হবে অধিনিয়ন্তা নীতি। কেবল ব্যক্তি-রূপায়িত মূলধন হিসাবেই ধনিক শ্রদ্ধা-ভাজন। ধনিক হিসাবে সেও সম্পদের জন্যই কৃপণের যে-লালসা, তার শরিক। কিন্তু কৃপণের ক্ষেত্রে যা কেবল একটা নিছক খেয়াল, ধনিকের ক্ষেত্রে তাই হল সামাজিক যন্ত্রের ফলস্বরূপ, সে নিজে যে-যন্ত্রের একটি চক্রমাত্র। অধিকন্তু, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের ফলে একটি নির্দিষ্ট শিল্প-সংস্থায় মূলধনের পরিমাণকে নিরন্তর বাড়িয়ে যাবার প্রয়োজন হয় এবং প্রতিযোগিতা প্রত্যেকটি ধনিককে বাধ্য করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে বহিঃস্থিত বাধ্যতামূলক নিয়ম হিসাবে অনুভব করত। তা তাকে বাধ্য করে তার মূলধনের নিরন্তর বিস্তার সাধন করতে যাতে তাকে সংরক্ষা করা যায় ; কিন্তু বিস্তার সাধন করতে সে পারে না—ক্রমবর্ধমান পরিমাণে সঞ্চয়নের মাধ্যমে ছাড়া।

সুতরাং যে-পর্যন্ত তার কাজ হচ্ছে কেবল মূলধনের কাজ—তার ব্যক্তিরূপে যে-মূলধন চেতনা ও সংকল্পে সমন্বিত, সে-পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত পরিভোগ হচ্ছে সঞ্চয়নের উপরে সম্পাদিত লুণ্ঠনকার্য, ঠিক যেমন হিসাব-রক্ষার ক্ষেত্রে 'ডবল-এনট্রি'-র মাধ্যমে ধনিকের ব্যক্তিগত ব্যয়কে তার মূলধনের পালটা বাবদে ধার হিসাবে দেখানো হয়। সঞ্চয়ন করা মানে হচ্ছে সামাজিক সম্পদের দুনিয়াকে জয় করা, তার দ্বারা শোষিত জন-সংখ্যার সমষ্টিকে বৃদ্ধি করা এবং এই ভাবে, প্রত্যক্ষত ও পরোক্ষত উভয় ভাবেই ধনিকের আধিপত্য বিস্তার করা।[১]

---

১. তাঁর রচনায় কুসীদজীবীকে ধনিকের সেই পুরনো ধাঁচের কিন্তু চির-নোতুন ছাঁচের নমুনা হিসাবে ধরে নিয়ে, লুথার খুব সঠিক ভাবেই দেখিয়েছেন যে ধনবান হবার অন্যতম উপাদান হচ্ছে ক্ষমতা-লিপ্সা। 'হিদেনরা যুক্তির আলোয় এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন যে, কুসীদজীবী হল দো-রঙা চোর এবং খুনী। আমরা খ্রীস্টানরা কিন্তু তাদের এমন সম্মানের চোখে দেখি, যে আমরা তার টাকার জন্য প্রায় তাকে পূজা করি।···অপরের খাদ্য খেয়ে ফেলে, লুটে নেয় এবং চুরি করে—তা সে যে-ই করুক না কেন, সেই একটা মস্ত বড় খুনী, (যেমন খুনী সেই লোকটা) কাউকে উপোস করিয়ে রাখে বা ষোল আনা শেষ করে দেয়। একজন কুসীদজীবী তাই করে, অথচ সে তার আসনটিতে নিরাপদে বসে থাকে, যখন তার ঝোলা উচিত ছিল ফাঁসীর দড়িতে এবং যত সংখ্যক গিল্ডার (টাকা) সে চুরি করেছে তত সংখ্যক দাঁড়কাকের ভোজ্যে

কিন্তু সেই আদি পাপ সর্বত্রই কাজ করে চলে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, সঞ্চয়ন, এবং সম্পদ যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তেমন ধনিকও কেবল মূলধনের বিগ্রহ মাত্র হিসাবে থাকা থেকে বিরত হয়। তার নিজের অ্যাডামের জন্য তার থাকে একটা সহমর্মিতাবোধ এবং তার অর্জিত জ্ঞান তাকে ক্রমে ক্রমে সক্ষম করে ব্রহ্মচর্যার প্রকৃতিকে প্রাচীন-পন্থী

পরিণত হওয়া উচিত ছিল, যদি অবশ্য তার দেহে ততটা মাংস থাকে যা অত সংখ্যক কাক ঠ্ কৃরে ঠ্ কৃরে খেতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা ক্ষুদে চোরগুলিকে ফাঁসিতে লটকে দেই···। ক্ষুদে চোরদের বেড়ি পরানো হয় আর বড় চোরগুলো সোনা ও রেশমে সেজেগুজে আস্ফালন করে বেড়ায়···। সুতরাং, এই পৃথিবীতে (শয়তানের পরে) টাকা লুঠেরা ও কুসীদজীবী ছাড়া মানুষের এত বড় শত্রু আর কেউ নেই, কেননা সে হতে চায় সকল মানুষের উপরে ঈশ্বর। তুর্কী, সৈন্য ও স্বৈরাচারীরাও বদ্‌লোক, কিন্তু তারা অন্য মানুষকে বাঁচতে দেয় এবং স্বীকার করে যে তারা বদ্ লোক এবং শত্রু; এমনকি তারা কখনো-সখনো কারো কারো প্রতি করুণাও করে। কিন্তু একটা কুসীদখোর, একটা মুদ্রা-রাক্ষস এমন একটা জীব যে, সে নিজে যাতে সব কিছু করায়ত্ত করতে পারে এবং সে যাতে সকলের ঈশ্বর এবং সকলে তার ক্রীতদাস হতে পারে, তার জন্য গোটা দুনিয়াকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুর্দশায় ও অভাবে ধ্বংস করে দেবে। চমৎকার চমৎকার আলখাল্লা, সোনার হার ও আংটি পরা, মুখ মোছা, যোগ্য ও ধার্মিক লোক হিসাবে গণ্য ও মান্য হওয়া···। কুসীদবৃত্তি হল একটা বিকট বিশাল দানব একটা মানুষ-নেকড়ে, যে সব কিছুকে শ্মশানে পরিণত করবার ব্যাপারে যে-কোনো ক্যাকাস, গেরিয়ন বা অ্যাণ্টাসকে হারিয়ে দেবে। এবং তবু সে ভান করে থাকে এবং তাকে মনে করা হয় ধার্মিক বলে, যাতে করে লোকেরা না বুঝতে পারে যে-গোরুগুলোকে সে চুরি করে তার খোঁয়াড়ে রেখেছে, সেগুলো কোথায় গেল। কিন্তু হার্কিউলিস শুনতে পাবেন সেই গোরুগুলির এবং তার বন্দীদের চীৎকার এবং ক্যাকাসকে খুঁজে বার করবে পাহাড়ের চূড়া আর গুহা থেকে এবং দুর্বৃত্তের কবল থেকে আবার গোরুগুলিকে মুক্ত করে দেবেন। ক্যাকাস মানে দুর্বৃত্ত অর্থাৎ একজন ধার্মিক কুসীদ-খোর, যে সব কিছু চুরি করে, লুঠ করে, খেয়ে ফেলে। এবং কখনো স্বীকার করবে না যে সে এসব করেছে এবং মনে করে যে কেউ তাকে ধরতে পারবে না, কেননা যে গোরুগুলিকে সে তার গুহায় টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেগুলির পায়ের দাগ দেখলে ধারণা হবে যেন সেগুলিকে এদিক-ওদিক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে কুসীদখোর জগৎকে প্রতারণা করবে যে সে কত উপকারী সে গোরুগুলিকে জগৎকে দান করেছে; আসলে কিন্তু সে একাই সেগুলিকে কাটে এবং খায়। এবং যেহেতু আমরা রাহাজানদের খুনীদের ও বাড়ি লুঠেরাদের তাড়া করি, মুণ্ডচ্ছেদ করি, সেই হেতু সমস্ত কুসীদখোরদের আমাদের কত বেশি তাড়া করা, হত্যা করা···শিকার করা, অভিসম্পাত করা ও মুণ্ডচ্ছেদ করা কর্তব্য।' (মার্টিন লুথার, 'An die pfarrherm Wider den Wucher zu predigen' Wittemberg, 1540)।

কৃপণের নিছক কুসংস্কার হিসাবে উপহাস করতে। যেখানে চিরায়ত প্রকারের একজন ধনিক ব্যক্তিগত পরিভোগকে চিহ্নিত করে তার কর্তব্য কর্মের বিরুদ্ধে একটি পাপাচার বলে এবং সঞ্চয়ন থেকে "সংবরণ" বলে, সেখানে একজন আধুনিকীভূত ধনিক সঞ্চয়নকে দেখতে সফল হয় সম্ভোগ থেকে সংবরণ হিসাবে।

"দুটি আত্মা, হায় তার বক্ষমাঝে রহে
এক থেকে অন্য রহে সু-চির বিরহে।"[১]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক উষাকালে,—এবং প্রত্যেক ধনিক ভুঁইফোড়কেই ব্যক্তিগতভাবে এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—অর্থলালসা এবং ধনবান হবার কামনাই থাকে প্রধান আবেগ। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতি কেবল এক আনন্দলোকই সৃষ্টি করেনা; ফটকাবাজি ও ক্রেডিট-ব্যবস্থার মাধ্যমে হঠাৎ বড়লোক হবার হাজার পথও খুলে দেয়। যখন বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়, তখন অমিতব্যয়িতার একটা প্রথাগত মাত্রা—যা আবার ঐশ্বর্য প্রদর্শনের এবং প্রতিপত্তির সৃষ্টির, স্বাভাবিক প্রয়াসও বটে—হয়ে ওঠে "দুর্ভাগ্য" ধনিকের কাছে একটি ব্যবসায়িক প্রয়োজন। মূলধনের বিগ্রহটিতে বিলাসের প্রবেশ ঘটে। তা ছাড়া কৃপণের মত ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও ভোগ-সংবরণের অনুপাতে ধনিক ধনবান হয় না, সে ধনবান হয় সেই হারে, যে-হারে সে অপরের শ্রম-শক্তিকে নিঙড়ে নিতে এবং শ্রমিকের উপরে জীবনের যাবতীয় উপভোগ থেকে বিরত থাকার বাধ্যতাকে চাপিয়ে দিতে পারে। সুতরাং, যদিও ধনিকের অমিতব্যয়িতা কখনো সামন্ত-প্রভুর মুক্তহস্ত অমিতব্যয়িতার প্রকৃত চরিত্র ধারণ করে না বরং তার পেছনে সবসময়েই উঁকি দেয় সবচেয়ে উৎকট অর্থ-লালসা ও সবচেয়ে উৎকট হিসাব-নিকাশ, তবু তার ব্যয় সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়—একটির জন্য অন্যটি আবশ্যিক ভাবেই সংকুচিত হয় না, কিন্তু এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে গড়ে ওঠে ফাউস্ট-সুলভ একটি সংঘাত—একদিকে সঞ্চয়নের মাদকতা এবং অন্য দিকে ভোগ-বিলাসের লালসা।

১০১৫ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ে ডঃ আইকিন বলেন: "ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পকে চার পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়, যখন মিল-মালিকদের তাদের জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।" তারা তখন নিজেদের ধনী করত আপন-আপন বাবা-মাকে লুণ্ঠন ক'রে, যাদের অধীনে তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষানবিশ হিসাবে বাঁধা থাকত; বাপ-মাকে দিতে হত উঁচু খেসারত যখন শিক্ষানবিশদের থাকতে হত অনাহারে। অন্য দিকে গড়পড়তা মুনাফা ছিল নিচু এবং সঞ্চয়ন করার জন্য আবশ্যক হত চরম মিতব্যয়িতা। তারা থাকত কৃপণের মত এবং এমনকি তাদের মূলধন বাবদে প্রাপ্ত সুদটাও পরিভোগ করত না। "দ্বিতীয় পর্যায়ে, যখন তারা কিছু কিছু ঐশ্বর্য অর্জন করতে সক্ষম হত কিন্তু তখনো কাজ করত আগের মতই কঠোর ভাবে"—কেননা,

১. গোয়টে, 'ফাউস্ট', দ্রষ্টব্য।

যে-কথা প্রত্যেক গোলাম-মালিক জানে, শ্রমের সরাসরি শোষণের জন্য শ্রম ব্যয় করতে হয়; "এবং জীবন-যাপন করত আগের মতই সাদা-সিধা ভাবে।"···তৃতীয় পর্যায়, যখন শুরু হত ভোগ-বিলাস এবং রাজ্যের প্রত্যেকটি বাজারে ঘোড়-সওয়ার পাঠানো হত 'অর্ডার' সংগ্রহের জন্য যাতে ব্যবসাকে আরো এগিয়ে নেওয়া যায়।···এটা খুবই সম্ভব যে, শিল্প-মারফৎ অর্জিত £৩,০০০ থেকে £৪,০০০ মূলধন ১৬৯০ সালের আগে হয় একটাও ছিল না আর নয়তো খুব কম-সংখ্যকই ছিল। কিন্তু সেই সময় থেকে কিংবা কিছু কাল পর থেকে শিল্প-ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই টাকা পেতে থাকল এবং কাঠ ও পলেস্তারার পুরনো বাড়ির জায়গায় আধুনিক ইটের বাড়ি তৈরি করা শুরু করল।" এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ম্যাঞ্চেস্টারের একজন মিল-মালিককে তার অতিথিদের সামনে এক পাইণ্ট বিদেশী মদ রাখার দরুন তার প্রতিবেশী-দের টিপ্পনী ও মাথা-ঝাঁকুনির মুখে পড়তে হয়েছিল। মেশিনারির উদ্ভবের আগে পর্যন্ত কারখানা-মালিকেরা সন্ধ্যা বেলায় যেখানে মিলিত হত সেই সরাইখানায় তাদের এক-একজনের ব্যয় এক গ্লাস 'পাঞ্চ'-এর জন্য ছয় পেন্স এবং এক 'স্ক্রু' তামাকের জন্য এক পেনির বেশি হত না। ১৭৫৮ সালে হল নোতুন যুগের সূচনা তার আগে পর্যন্ত সত্য সত্যই ব্যবসায়ে ব্যাপৃত এমন লোককে দেখা যেত তার নিজের তল্পিতল্পা নিয়ে যাতায়াত করতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বছর "চতুর্থ পর্যায় হল সেই পর্যায়, যখন ব্যয় ও বিলাসের বিরাট অগ্রগতি ঘটল, সেই পর্যায় যা পরিপোষিত হল সওয়ার ও দালালদের সাহায্যে ইউরোপের প্রত্যেকটি অংশে ব্যবসা-সম্প্রসারণের দ্বারা।"[১] ডঃ আইকিন যদি তাঁর কবর থেকে উঠে আজকের ম্যাঞ্চেস্টারকে দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি কি বলতেন?

সঞ্চয় কর, সঞ্চয় কর! এই হল মোজেস এবং তাঁর পয়গম্বরদের বাণী! "শিল্প সরবরাহ করে সেই সামগ্রী, সংরক্ষণ যাকে পরিণত করে সঞ্চয়ে।"[২] সুতরাং যতটা পার ততটা বাঁচাও অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের তথা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের যতটা বেশি অংশ পার, ততটাকে আবার মূলধনে রূপান্তরিত কর। সঞ্চয়নের জন্যই সঞ্চয়ন, উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন—এই সূত্রের মাধ্যমে চিরায়ত অর্থনীতি প্রকাশ করেছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রত; এবং এক নিমেষের জন্যও সম্পদের জন্ম-যন্ত্রণা সম্পর্কে আত্ম-প্রতারণা করেনি।[৩] আর ঐতিহাসিক ভবিতব্যতার মুখে বিলাপের সার্থকতাই বা কি? চিরায়ত

১. ডাঃ আইকিন, 'ডেসক্রিপশন অব দি কাউন্টি ফ্রম ৩০ টু ৪০ মাইলস রাউণ্ড ম্যাঞ্চেস্টার', লণ্ডন, ১৭৯৫, পৃঃ ১৮২।

২. অ্যাডাম স্মিথ, ঐ, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৩।

৩. এমনকি জে· বি· সে পর্যন্ত বলেন, 'Les epargnes des riches se font aux depens des pauvres'. 'রোমান প্রোলেতারিয়ান বেঁচে থাকত প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই সমাজের খরচে···। এখন এটা প্রায় বলা যায় যে, আধুনিক সমাজ বেঁচে থাকে

অর্থনীতির দৃষ্টিতে যখন সর্বহারা ('প্রোলেতারিয়ান') হল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের একটি মেশিন মাত্র, তখন ধনিক হল এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অতিরিক্ত মূলধনে রূপান্তরণের জন্ত একটি মেশিন। ধনিকের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অর্থনীতি গ্রহণ করে নিদারুণ ঐকান্তিক ভাবে। ভোগের লালসা এবং ঐশ্বর্যের তাড়না—এই দুয়ের মধ্যে যে ভয়াবহ সংঘাত তার বুকের গভীরে চলছে, তাকে যাদুবলে নিক্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ম্যালথাস ১৮২০ সালের নাগাদ একটি শ্রম-বিভাজনের সুপারিশ করেন, যে-বিভাজন অনুযায়ী উৎপাদনে বস্তুতই ব্যাপৃত ধনিককে দেওয়া হল সঞ্চয় করার কাজ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাকি সমস্ত অংশভাকদের—জমিদার, সরকারি কর্মচারী ও যাজকতা-বৃত্তিজীবীদের—দেওয়া হল ব্যয় করার কাজ। তিনি বললেন, "ব্যয়ের জন্য আবেগ এবং সঞ্চয়ের জন্য আবেগ—এই দুটিকে পৃথক রাখার" গুরুত্ব সামাজিক।[১] দীর্ঘকাল ধরে ভাল থাকায় অভ্যস্ত এবং পার্থিব জগতের মানুষ হওয়ায় ধনিকেরা সজোরে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। রিকার্ডোর এক শিষ্য তাদের এক মুখপাত্র চিৎকার করে উঠল, কী! ম্যালথাস সাহেব ওকালতি করছেন উঁচু খাজনা, ভারি ট্যাক্সো ইত্যাদির সপক্ষে যাতে করে সব সময়েই পরিশ্রমী ব্যক্তিদের তাড়া দিয়ে কাজ করাবার জন্য অনুৎপাদক পরিভোক্তাদের হাতে অংকুশ রাখা যায়! আওয়াজ উঠেছে : উৎপাদন, আরো উৎপাদন, নিরন্তর বর্ধমান আয়তনে উৎপাদন, কিন্তু "এমন এক প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদন বর্ধিত হবে না, হবে খর্বিত। তা ছাড়া, কেবল অন্যদের খোঁচাবার জন্য এতগুলি লোককে আলস্যের মধ্যে রেখে তাদের পোষণ করাটাও খুব ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার নয় বরং এদের চরিত্র থেকেই বোঝা যায় যে এদের দিয়ে যদি কাজ করানো হয়, তা হলে এরা সাফল্যের সঙ্গেই কাজ করতে পারে।"[২] শিল্প-ধনিকের রুটি থেকে মাখন বাদ দিয়ে কাজের জন্য তাকে তাড়া দেওয়াটাকে তিনি অন্যায় বলে মনে করেন, অথচ "শ্রমিককে পরিশ্রমী রাখবার জন্য" তিনি তার মজুরি ছাঁটাই করে ন্যূনতম অংকে কমিয়ে আনবার আবশ্যকতার কথা বলেন। তিনি এই ঘটনাটিও এক মুহূর্তের জন্য লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন না যে মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের আত্মীকরণই হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের গুপ্তকথা। "শ্রমিকদের বর্ধিত চাহিদার মানে তাদের নিজেদের জন্য তাদের নিজেদের উৎপন্ন-দ্রব্যের একটা ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণের এবং তার বৃহত্তর অংশটা তাদের নিয়োগকর্তাদের জন্য প্রদানের ইচ্ছা ছাড়া আর বেশি কিছু নয়; এবং বলা যায়, এই পরিভোগ কমানোর ফলেই দেখা দেয় চাহিদার অতিরিক্ত সরবরাহের প্রাচুর্য"; (শ্রমিকদের পক্ষে) "আমি কেবল এই উত্তরই দিতে পারি যে এই অতিরিক্ত সরবরাহ বিপুল মুনাফারই সমার্থক।"[৩]

প্রোলেতরিয়ানদের খরচে, শ্রমের পারিশ্রমিকের বাইরে সে যা রাখে, তার উপরে।' (সিসমঁদি : 'Etudes ইত্যাদি', t. i পৃঃ ২৪)।

১. ম্যালথাস : প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি', পৃঃ ৩১৯, ৩২০।

২. 'অ্যান ইনকুইরি ইনটু দোজ প্রিন্সিপলস রেস্পেকটিং দি নেচর অব ডিম্যাণ্ড', পৃঃ ৬৭।

৩. ঐ, পৃঃ ৫৯।

শ্রমিকদের কাছ থেকে কেড়ে আনা এই লুঠের মাল কি ভাবে সঞ্চয়নের স্বার্থে ধনিক এবং ধনী অলস ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করা যেতে পারে, এই নিয়ে বিদগ্ধ বিতর্কটি জুলাই বিপ্লবের মুখে চাপা পড়ে গেল। অল্পকাল পরেই লিয়ন্স-এর শহুরে সর্বহারারা বিপ্লবের ঘণ্টা ধ্বনিত করল এবং ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ সর্বহারারা গোলাবাড়ির আঙিনায় ও ফসলের গাদায় আগুন লাগাতে শুরু করল। চ্যানেলের এপারে ওয়েন-বাদ এবং ওপারে সেণ্ট সাইমন-বাদ ও ফ্যুরিয়ার-বাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সময় এল হাতুড়ে অর্থনীতির। মুনাফা (সুদ সমেত) হল বারো ঘণ্টার মধ্যে সর্বশেষ ঘণ্টার উৎপন্ন দ্রব্য—এই আবিষ্কারের ঠিক এক বছর আগে ম্যাঞ্চেস্টারে নাসাউ ডবল্যু সিনিয়র বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর আর একটা আবিষ্ক্রিয়া। তিনি গর্বভরে বলেছিলেন, "উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে মূলধন কথাটির পরিবর্তে আমি ব্যবহার করি ভোগ-সংবরণ কথাটি।"[১] হাতুড়ে অর্থনীতির আবিষ্কারগুলির মধ্যে এটি একটি অতুলনীয় নমুনা! একটি অর্থ নৈতিক অভিধার পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেন একটি স্তাবকতাপূর্ণ কথা—voila tout। সিনিয়র বলেন, "যখন কোন বন্য মানুষ ধনুক তৈরি করে, তখন সে একটি শ্রমশিল্প অনুশীলন করে, কিন্তু সে ভোগ-সংবরণ অভ্যাস করে না।" এ থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিভাবে এবং কেন সমাজের প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে ধনিকের ভোগ-সংবরণ ব্যতিরেকেই শ্রমের হাতিয়ারগুলি তৈরি হয়েছিল। "সমাজ যত অগ্রসর হয়, ততই বেশি বেশি করে ভোগ-সংবরণের প্রয়োজন দেখা দেয়"[২]—ভোগ-সংবরণ

---

১. (সিনিয়র, "Principes fondamentaux de l' Econ. Pol." trad. Arrivabene. Paris, 1836, P. 308)। পুরানো চিরায়ত মতবাদীদের পক্ষে এটা হয়ে পড়ে মাত্রাতিরিক্ত বেশি। "মিঃ সিনিয়র এই কথাটির ('শ্রম ও মুনাফার') পরিবর্তে বসিয়েছেন 'শ্রম ও সংবরণ' কথাটি। যে তার আয়কে রূপান্তরিত করে, সে তার ব্যয় থেকে যে ভোগ করতে পারত, তা থেকে নিজেকে সংবরণ করে। মূলধন নয়, মূলধনের ব্যবহারই হচ্ছে মুনাফার হেতু।' (জন ক্যাজেনোভ, ঐ, পৃঃ ১৩০ টীকা)। বিপরীত ভবে জন স্টুয়ার্ট মিল এক দিকে রিকার্ডোর মুনাফার তত্ত্বটি গ্রহণ করেন এবং অন্য দিকে সিনিয়র-এর 'সংবরণের পারিশ্রমিক'-টিও অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি অসম্ভব সব দ্বন্দ্বের মধ্যে যেমন আরামে থাকেন, তেমনি আবার সমস্ত দ্বন্দ্বতত্ত্বের ('ডায়ালেক্টিক'-এর) উৎস যে হেগেলীয় দ্বন্দ্ব, তা নিয়ে খুব বিপদে পড়েন। এই সরল চিন্তাটা এই হাতুড়ে অর্থতাত্ত্বিকের কখনো মনে এল না যে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজকেই দেখা যেতে পারে তার বিপরীতটা থেকে 'সংবরণ' বলে। খাওয়া মানে উপোস করা থেকে সংবরণ, হাঁটা মানে এক ঠায় দাঁড়ানো থেকে সংবরণ, কাজ করা মানে আলসেমি থেকে সংবরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভদ্রলোকেরা যদি একবার স্পিনোজার 'ডিটারমিনাশিও এস্ট্ নেগাশিও'-র উপরে কিছুটা ধ্যান দিতেন তো ভাল করতেন।

২. সিনিয়র, ঐ, পৃঃ ৩৪২।

তাদের জন্য যারা অন্যের শ্রম-ফল আত্মসাৎ করার শিল্প-প্রণালী পরিচালনা করে। শ্রম-প্রক্রিয়া সম্পাদন করার সমস্ত অবস্থাগুলি আকস্মিক রূপান্তরিত হয় ধনিকের ভোগ-সংবরণের কতকগুলি কার্যে। শস্য যদি সবটা খেয়ে ফেলা না হয়, যদি তার একটা অংশ বোনা হয়, তা হলে সেটা হবে ভোগ-সংবরণ—ধনিকের পক্ষে। যদি মদ পেকে ওঠার জন্য সময় পায়, তা হলে সেটাও হবে ভোগ-সংবরণ—ধনিকের পক্ষে।[১] ধনিক নিজেকেই লুণ্ঠন করে যখনি সে "উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি শ্রমিককে ধার দেয় (!)" অর্থাৎ সেগুলিকে না খেয়ে ফেলে—স্টিম-ইঞ্জিন, তুলো, রেল-ওয়ে, সার, ঘোড়া ইত্যাদি সব কিছুকে না খেয়ে ফেলে, অথবা, যেমন হাতুড়ে অর্থনীতিকেরা বালখিল্য-সুলভ ভঙ্গিতে বলে থাকেন "সেগুলির মূল্যকে ভোগ-বিলাসে অপচয় না ক'রে, যখনি সেগুলির সঙ্গে শ্রম-শক্তি সংযুক্ত ক'রে, সে ঐ শ্রম-শক্তি থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য নিষ্কাশন করার জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করে।"[২] শ্রেণী হিসাবে ধনিকেরা কিভাবে সেই কৃতিত্বটা অর্জন করবে সেটা এমন একটা গুপ্তকথা যে হাতুড়ে অর্থনীতি প্রকাশ করতে আজও পর্যন্ত একগুঁয়ে ভাবে অস্বীকার করে আসছে। একমাত্র বিষ্ণুর এই আধুনিক অনুতাপী উপাসকের, তথা ধনিকের, আত্মনিগ্রহের কল্যাণেই যে এই জগৎটি এখনো কোন রকমে চলছে, সেটাই যথেষ্ট। কেবল সঞ্চয়নই নয়, এমনকি সাদাসিধা "মূলধন সংরক্ষণের ব্যাপারটিতেও আবশ্যক হয় সেই মূলধন পরিভোগ করার প্রলোভনের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিরোধ।"[৩] অতএব মানবতার সহজ-সরল অনুশাসনগুলি পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করে এই শহীদত্ববরণ ও প্রলোভন থেকে ধনিকের মুক্তি—ঠিক যেমন সম্প্রতি ক্রীত-দাসত্বের অবসানের দ্বারা জর্জিয়ার দাস-মালিক এই যন্ত্রণাকর বিকল্প থেকে মুক্তি

---

২. "যেমন, কেউই···এগুলিকে পরিভোগ না করে তার গম বুনতে এবং তাকে বারোমাস জমিতে পড়ে থাকতে দেবে না কিংবা বছর বছর ধরে তার মদ ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারে ধরে রেখে দেবে না ··যদি না সে অতিরিক্ত মূল্য আশা করে।" (স্ক্রোপ, "পলিটিক্যাল ইকনমি", edit. by A. Potter, নিউ ইয়র্ক, ১৮৪১, পৃঃ ১৩৩-৩৪)।

৩. "La privation que s' impose le capitaliste, en pretant (হাতুড়ে অর্থনীতির স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী এই বাক্যালংকারটি ব্যবহার করা হয় শোষিত শ্রমিককে শোষণকারী ধনিকের সঙ্গে, যাকে আবার অন্যান্য ধনিকেরা টাকা ধার দেয়, তরে সঙ্গে, এক করে দেখাবার উদ্দেশ্যে) ses instruments de production au travailleur, au lieu d'en consecrer la valeur a son propre usage, en la transforment en objets d'utilite ou d'agrement" (G. de Molinari, ঐ p. 36)।

৪. "La conservation d'un capital exige···un effort constant pour resister a la tentation de la consommer" (Courcelle-Seneuil, ঐ, p. 57)

পেয়েছে : নিগ্রোদের চাবুক মেরে যে উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে তার সবটাই কি শ্যাম্পেনে উড়িয়ে দেওয়া হবে ; না কি, তার একটা অংশ আরো নিগ্রো ও আরো জমিতে পুনঃ রূপান্তরিত করা হবে।

সমাজের সবচেয়ে বিভিন্ন ধরনের অর্থ নৈতিক রূপসমূহে কেবল সরল পুনরুৎপাদনই ঘটেনা, সেই সঙ্গে, বিভিন্ন মাত্রায়, ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপাদনও ঘটে। ধাপে ধাপে আরো বেশি উৎপন্ন হয়, আরো বেশি পরিভুক্ত হয়, এবং স্বভাবতই আরো বেশি উৎপন্ন-সামগ্রী উৎপাদনের উপায়-উপকরণে রূপান্তরিত করতে হয়। অবশ্য, এই প্রক্রিয়াটি নিজেকে মূলধনের একটি সঞ্চয়ন কিংবা ধনিকের একটি কর্মানুষ্ঠান হিসাবে উপস্থিত করেনা—যে-পর্যন্ত না শ্রমিকের উৎপাদনের উপায়-উপকরণ এবং সেই সঙ্গে তার উৎপন্ন সামগ্রী ও জীবন-ধারণের উপকরণসমূহ মূলধনের আকারে তার মুখোমুখি না হয়।[১] রিচার্ড জোন্স, কয়েক বছর আগে যাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং যিনি ম্যালথাসের পরে হেইলিবেরি কলেজে রাষ্ট্রীয় অর্থতন্ত্রের চেয়ারে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোয় এই বিষয়টি ভাল ভাবে আলোচনা করেছিলেন। যেহেতু হিন্দু জন-সংখ্যার বিরাট সমষ্টি ছিল কৃষক, যারা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করত, সেই হেতু তাদের উৎপন্ন দ্রব্য, তাদের শ্রম-উপকরণ ও জীবন-ধারণের সামগ্রী কখনো এমন "একটি ভাণ্ডারের আকার ধারণ করে না, যে ভাণ্ডারটি আয় থেকে বাঁচিয়ে করা হয়েছে, যে ভাণ্ডারটি সেই কারণে অতিক্রান্ত হয়েছে পূর্বতন সঞ্চয়নের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।"[২] অপর পক্ষে, যেসব প্রদেশে প্রাচীন প্রণালীকে খুব সামান্যই ক্ষুন্ন করেছে, সেই প্রদেশগুলিতে অ-কৃষক শ্রমিকেরা কর্মে-নিযুক্ত হয় সেই সব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা, যারা কৃষিগত উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটা অংশ কর বা খাজনার আকারে প্রাপ্ত হয়। এই উৎপন্নের একটি অংশ ঐ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা জিনিসের আকারে পরিভোগ করে এবং আরেকটা অংশ ঐ ব্যক্তিদেরই ব্যবহারের জন্য শ্রমিকদের দ্বারা বিলাস সামগ্রীও অনুরূপ অন্যান্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয় ; বাকিটা যায় শ্রমিকদের হাতে মজুরি হিসাবে—যে শ্রমিকেরা নিজেরাই নিজেদের শ্রম-উপকরণ সমূহের মালিক। এখানে

---

১. আয়ের সেই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীগুলি, যারা জাতীয় মূলধনের অগ্রগতিতে সর্বাপেক্ষা প্রচুর ভাবে অবদান যোগায়, ত'রা তাদের অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয় এবং সেই কারণে সেই অগ্রগতির বিভিন্ন অবস্থানে অবস্থিত জাতিসমূহে তারা বিভিন্ন।···মুনাফা···সমাজের গোড়াকার পর্যায়গুলিতে, মজুরি ও খাজনার তুলনায়, সঞ্চয়নের গুরুত্বহীন উৎস।···যখন জাতীয় শিল্প-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্যসত্যই ঘটেছে, তখন মুনাফা-সঞ্চয়নের উৎস হিসাবে তুলনামূলক ভাবে অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে।" (রিচার্ড জোন্স, "Text Book ইত্যাদি" পৃঃ ১৬, ২১)।

২. ঐ, পৃঃ ৩৬।

সেই জাল সন্ন্যাসী, সেই বিষণ্ণ চেহারার 'নাইট', সেই ধনিক "ভোগ-সংবরণকারী"-র হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই ক্রমবর্ধমান আয়তনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন তাদের নিজেদের পথে চলতে থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ মূলধনে ও আয়ে আনুপাতিক বিভাজন থেকে স্বতন্ত্রভাবে সঞ্চয়নের পরিমাণ-নির্ধারণকারী ঘটনাসমূহ। শ্রম-শক্তি শোষণের মাত্রা। বিনিযুক্ত মূলধন ও পরিভুক্ত মূলধনের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ব্যবধান। অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের আয়তন ॥

যে-অনুপাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য মূলধনে ও আয়ে বিভক্ত হয়, সেই অনুপাতটি নির্দিষ্ট থাকলে, সঞ্চয়ীকৃত মূলধনের আয়তন স্পষ্টতই নির্ভর করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনাপেক্ষিক আয়তনের উপরে। ধরা যাক, শতকরা ৮০ ভাগ মূলধনীকৃত হয়েছিল এবং শতকরা ২০ ভাগ খেয়ে ফেলা হয়েছিল, তা হলে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ৩,০০০ পাউণ্ড হয়েছে, না ১,২০০ পাউণ্ড হয়েছে, তদনুযায়ী সঞ্চয়ীকৃত মূলধন হবে ২,৪০০ পাউণ্ড বা ১,২০০ পাউণ্ড। সুতরাং, যে-সমস্ত ব্যাপার উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে, সেই সমস্ত ব্যাপারগুলিই কাজ করে সঞ্চয়নের আয়তন নির্ধারণে। আমরা সেগুলিকে আবার সংক্ষেপে বিবৃত করছি—কিন্তু কেবল যেখানে যেখানে সেগুলি সঞ্চয়ন প্রসঙ্গে নোতুন বক্তব্য প্রকাশ করে।

স্মরণীয় যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্ভর করে, প্রথমতঃ, শ্রম-শক্তিকে কতটা শোষণ করা হয় তার মাত্রার উপরে। রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব এই ঘটনাটিকে এত বেশি মূল্য দেয় যে, তা মাঝে মাঝে শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা-জনিত সঞ্চয়ন-বৃদ্ধিকে শ্রমিকের উপরে বর্ধিত শোষণ-জনিত সঞ্চয়ন-বৃদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করে।[১] উদ্বৃত্ত-মূল্যের

১· রিকার্ডো বলেন, "সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মূলধনের সঞ্চয়ন কিংবা শ্রমের নিয়োগ" (অর্থাৎ শোষণ) 'মোটামুটি দ্রুতগতি এবং সর্ব ক্ষেত্রেই তা নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার উপরে। শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা সাধারণত সেখানেই সর্বাধিক যেখানে থাকে উর্বর জমির প্রাচুর্য।' যদি প্রথম বাক্যটিতে শ্রমের উৎপাদন-

উৎপাদন-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে সব সময়েই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে মজুরি অন্ততঃ পক্ষে শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই মূল্য থেকে মজুরির জোর করে হ্রাস করার ঘটনা এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে যে, সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। বস্তুত., তা শ্রমিকের আবশ্যিক পরিভোগ-ভাণ্ডারকে, কয়েকটি মাত্রার মধ্যে, রূপান্তরিত করে মূলধনের সঞ্চয়ন-ভাণ্ডারে।

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "মজুরির কোনো উৎপাদন-ক্ষমতা নেই; মজুরি হল একটি উৎপাদনী ক্ষমতার দাম। পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে খোদ হাতিয়ারগুলির সঙ্গে হাতিয়ারগুলির দামের যে অবদান, শ্রমের সঙ্গে মজুরির অবদান তার চেয়ে বেশি নয়। যদি ক্রয় না করেই শ্রম পাওয়া যেত, তা হলে মজুরিকে বাদ দেওয়া যেত।"[১] কিন্তু শ্রমিকেরা যদি বাতাস খেয়ে বাঁচতে পারত, তা হলে তো কোনো দাম দিয়েই তাদের কেনা যেত না। স্থতরাং, তাদের জন্য 'শূন্য-ব্যয়,' গাণিতিক অর্থে, এমন একটি মাত্রা, যা কখনো পৌছানো যায় না, যদিও আমরা সব সময়েই বেশি বেশি করে তার কাছাকাছি যেতে পারি। মূলধনের নিরন্তর প্রবণতাই হল শ্রমের বাবদে এই ব্যয়কে সবলে এই শূন্যের দিকে ঠেলে নেওয়া। আঠারো শতকের একজন লেখক, যাঁকে আগেও কয়েকবার উদ্ধৃত করেছি, 'শিল্প ও বাণিজ্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধ'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা যখন বলেন যে, ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক ব্রতই হল ইংরেজ মজুরিকে ফরাসী ও ওলন্দাজ মজুরির মানে দাবিয়ে আনা, তখন তিনি কেবল ইংরেজ ধনতন্ত্রের গোপন আত্মাটিকেই প্রকাশ করে ফেলেন।[২] অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তিনি সরল মনে বলেন, "কিন্তু যদি

ক্ষমতার অর্থ হয় কোনো উৎপন্নের সেই একাংশের স্বল্পতা যা যায় তাদের কাছে যাদের দৈহিক শ্রম তাকে উৎপন্ন করেছে, তা হলে বাক্যটি প্রায় অভিন্ন, কেননা বাকি একাংশ হল সেই তহবিল যা থেকে মূলধন সঞ্চয়ীকৃত হতে পারে, যদি **মালিক ইচ্ছা করে**। কিন্তু যেখানে সবচেয়ে বেশি উর্বর জমি আছে, সেখানে এটা সাধারণতঃ ঘটেনা।" ("অবজার্ভেশনস অন সার্টেন ভারবল ডিসপিউটস, ইত্যাদি" ৭৪, ৭৫)।

১. জন স্টুয়ার্ট মিল, "এসেজ অন সাম আনসেটেল্ড্ কোশ্চেনস অব পলিটিক্যাল ইকনমি," লণ্ডন, ১৮৪৪, পৃঃ ৯০।

২. "অ্যান এসে অন ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স," লণ্ডন, ১৭৭০, পৃঃ ৪৪।" ১৮৬৬-র ডিসেম্বর এবং ১৭৬৭-র জানুয়ারিতে '**টাইমস**' অনুরূপ ভাবে ইংরেজ খনিমালিকের কিছু কিছু মানসিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, যাতে চিত্রিত করা হয় বেলজিয়ান খনি-শ্রমিকদের সৌভাগ্য, যারা তাদের "মনিবদের" প্রয়োজনে বেঁচে থাকার জন্য যা একান্ত আবশ্যক, তার চেয়ে বেশি কিছু চায়নি এবং পায়ওনি। বেলজিয়ান শ্রমিকদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হত কেবল '**টাইমস**' পত্রিকায় তাদের "মডেল শ্রমিক" হিসাবে স্থান পাবার জন্য! তারপরে ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এল জবাব: মার্সিয়েন-এ বেলজিয়ান খনি-শ্রমিকদের ধর্মঘট, যা দমন করা হল গুলির মুখে।

আমাদের গরিবেরা" (শ্রমিকদের বোঝাবার জন্য পরিভাষা) "বিলাসে জীবন যাপন করতে চায় ··তাহলে, শ্রমকে অবশ্যই হতে হবে মহার্ঘ ··যখন বিবেচনা করা যায় কি কি বিলাস-দ্রব্য এই উৎপাদনকারী জনসাধারণ পরিভোগ করে, যেমন, ব্রাণ্ডি, জিন, চা, চিনি, বিদেশী ফল, জোরালো বিয়ার, ছাপানো ছিট-কাপড়, নস্য, তামাক ইত্যাদি।"[১] নর্দাম্পটনের এক মিল-মালিকের বই থেকে তিনি একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন; আকাশের দিকে টেরা চোখে তাকিয়ে এই মিল মালিকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দুঃখ করেন, "ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সের মজুরি তিন ভাগের এক ভাগ সস্তা, কারণ সেখানকার গরিবেরা খাটে খুব বেশি কিন্তু খাওয়া-পরা বাবদে পায় খুব কম। তাদের প্রধান খাদ্য হল রুটি, ফল, লতা-ডাঁটা ও শিকড়-বাকড় ও শুটকি মাছ; কারণ তারা মাংস খায় কদাচিৎ এবং গমের দাম বেড়ে গেলে রুটি খায় খুবই সামান্য।"[২] আমাদের প্রবন্ধকার আরো বলেন, "এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় যে, তারা পান করে শুধু জল বা সস্তা মদ, সুতরাং তাদের খরচ পড়ে নামমাত্র পয়সা।·· এখানে এই অবস্থা তৈরি করা খুবই কঠিন তবে অসম্ভব নয়, কেননা ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডে, উভয় জায়গাতেই তা করা হয়েছে।[৩] কুড়ি বছর পরে এক মার্কিন হামবড়া, ব্যারণ-পদে নিযুক্ত ইয়াংকি, বেঞ্জামিন টমসন (ওরফে কাউণ্ট রামফোর্ড) একই মহানুভবতার পথ অনুসরণ করে ঈশ্বর ও মানুষের মনোরঞ্জন করেছিলেন। তাঁর "প্রবন্ধাবলী" হচ্ছে একটি রান্নার বই, যাতে দেওয়া হয়েছে শ্রমিকের প্রিয় দৈনন্দিন খাদ্য-দ্রব্যের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার্য হরেক রকম বিকল্প ভোজ্য-সামগ্রীর রন্ধন-প্রণালী। এই বিস্ময়কর

---

১. ঐ, পৃঃ ৪৪-৪৬।

২. নর্দাম্পটনশায়ারের ম্যানুফ্যাকচারার একটি সাধু প্রতারণা করেন; যার হৃদয় এত পরিপূর্ণ, তার এইটুকু প্রতারণা ক্ষমা করা যায়। তিনি নামে ইংরেজ এবং ফরাসী কারখানা-শ্রমিকদের জীবন তুলনা করার কথা বলেন কিন্তু আসলে, একমাত্র উদ্ধৃত কথাগুলিতে দেখা যাবে, তিনি চিত্রিত করেছেন ফরাসী কৃষি-শ্রমিকদের জীবন—এবং সেটা তিনি তাঁর নিজের গোলমেলে ঢঙে স্বীকারও করেছেন।

৩. ঐ, পৃঃ ৭০, ৭১। **তৃতীয় জার্মান সংস্করণে টীকা:** কিন্তু তারপর থেকে বিশ্বের বাজারে যে প্রতিযোগিতা প্রচলিত হয়েছে, তার কল্যাণে আজ আমরা আরো অগ্রসর হয়েছি। পার্লামেণ্ট-সদস্য মিঃ স্ট্যাপলটন তাঁর নির্বাচকদের বলেন, "চীন যদি" একটি বিরাট শিল্পোৎপাদনকারী দেশ হয়ে ওঠে, তা হলে আমি বুঝতে পারিনা কি করে ইউরোপের শিল্পোৎপাদনকারী জনসংখ্যা তাদের প্রতিযোগিদের সমান পর্যায়ে নেমে না গিয়ে এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে? ('টাইমস,' ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৩, পৃঃ ৮)। ইংরেজ মূলধনের অভীষ্ট লক্ষ্য এখন ইউরোপ-ভূখণ্ডের মজুরি নয়, চীনদেশের মজুরি।

দার্শনিকের বিশেষভাবে সার্থক একটি ব্যবস্থাপত্র নিম্নরূপ: "৫ পাউণ্ড যবের গুঁড়ো, ৭½ পেন্স; ৫ রাউণ্ড ভারতীয় শস্য ৬¼ পেনি; ৩ পেনি পরিমাণ লাল হেরিং-শুটকি, ১ পেনি নুন, ১ পেনি ভিনিগার, ২ পেনি গোলমরিচ ও মিষ্টি লতা-ডাঁটা—সব মিলিয়ে মোট ৪৮¾ পেনি দিয়ে প্রস্তুত করা যায় ৩৪ জন লোকের জন্য 'স্যুপ'; এবং যব ও ভারতীয় শস্যের মাঝারি দাম ধরে নিলে···এই 'স্যুপ' যোগানো যায় ¼ পেনি দামে, প্রতি ২০ আউন্সের জন্য।"[১] ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের ভেজাল বেড়ে যাবার ফলে টমসনের এই আদর্শ ব্যবস্থাপত্রটি বাহুল্যে পরিণত হল।[২] ১৮ শতকের শেষে এবং ১৯ শতকের শুরুর দশ বছরে, ইংল্যাণ্ডের খাবার-মালিক ও জমিদারেরা সজোরে চালু করে দিল যৎপরোনাস্তি ন্যূনতম মজুরি; তারা কৃষি-শ্রমিককে দিতে লাগল মজুরির আকারে ন্যূনতমেরও কম এবং বাকিটা ধর্মীয় ত্রাণকার্যের আকারে। ইংরেজ ভাঁড়গুলো কেমন ভাঁড়ামো করে তাদের মজুরি-হার নির্ধারণের "আইনগত" কর্তব্য সাধন করত, তার একটা নমুনা: মিঃ বার্ক বলেন, নরফোক-এর ভূস্বামীরা তখন আহার করেছিলেন, যখন তাঁরা মজুরির হার স্থির করেন, বার্কস-এর ভূস্বামীরা স্পষ্টতই

---

১. বেঞ্জামিন টমসন: "এসেজ পলিটিকাল, ইকনমিকাল এবং ফিলসফিকাল, ইত্যাদি" ৩ খণ্ড লণ্ডন ১৭৯৬-১৮০২ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪। "দি স্টেট অব দি পুয়োর অর অ্যান হিস্টরি অব দি লেবরিং ক্লাসেস ইন ইংল্যাণ্ড" নামক বইয়ে স্যার এফ. এম. ইডেন কর্ম-নিবাসের 'ওভারসীয়ারদের কাছে রামফোর্ডের ভিখারী-সুরুয়া দারুণ ভাবে সুপারিশ করেন এবং ইংরেজ শ্রমিকদের ভৎর্সনার সুরে সতর্ক করে দেন যে, "অনেক গরিব লোক, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডে, মাসের পর মাস বেঁচে থাকে, এবং বেঁচে থাকে বেশ আরামে, কেবল জল ও নুনের সঙ্গে মেশানো জই আর যবের খাবার খেয়ে।" (ঐ, খণ্ড ১, অধ্যায় ১, পরিচ্ছেদ ২, পৃঃ ৫০৩)। উনিশ শতকেও একই ধরনের ইঙ্গিত: "(ইংরেজ কৃষি-শ্রমিকদের দ্বারা) ময়দা দিয়ে তৈরি স্বাস্থ্যকর মেশাল-খাবারের এই পাইকারি প্রত্যাখ্যান ···শিক্ষা যেখানে উৎকৃষ্ট সেই স্কটল্যাণ্ডে এই কুসংস্কার সম্ভবতঃ অপরিজ্ঞাত।" (চার্লস এইচ প্যারি, এম. ডি. "কোশ্চেন অব·· কর্ন লজ কনসিডার্ড" লণ্ডন ১৮১৬, পৃঃ ৬৯)। এই একই প্যারি কিন্তু আবার নালিশ করেন যে, এখন (১৮১৫) ইংরেজ শ্রমিকদের অবস্থা ইডেন-এর সময় (১৭৯৭) থেকে অনেক খারাপ।

২. জীবন-ধারণের উপকরণাদির ভেজাল সংক্রান্ত সর্বশেষ পার্লামেণ্টারি কমিশনের রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যায় যে, এমনকি ঔষধে ভেজালও ইংল্যাণ্ডে ব্যতিক্রম নয়, সাধারণ নিয়ম। লণ্ডনে ৩৪ জন আফিম-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আফিমের ৩৪টি নমুনা ক্রয় করে দেখা গিয়েছে যে সেগুলির মধ্যে ৩১টিই পোস্ত, ছাতু আর আঠার ভেজাল-মেশানো। কয়েকটিতে তো এক কণা 'মার্ফিয়া'-ও নেই।

মনে করেন, শ্রমিকদের এই রকম করা উচিত হয়নি, যখন তারা মজুরি-হার স্থির করেন স্পিনহ্যামল্যাণ্ড-এ, ১৭৯৫···। সেখানে তাঁরা স্থির করেন যে একজন লোকের আয় (সাপ্তাহিক) হওয়া উচিত ৩ শিলিং, যখন ৮ পাউণ্ড ১১ আউন্সের এক গ্যালন বা আধ-পেক রুটি বিক্রি হয় ১ শিলিংয়ে, এবং তা নিয়মিত বাড়া উচিত যে-পর্যন্ত না রুটির দাম হয় ১ শিলিং ৫ পেন্স ; যখন তা এই অংকটাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তা নিয়মিত কমা উচিত যে-পর্যন্ত না তা হয় ২ শিলিং, এবং তখন তার খাদ্য হওয়া উচিত ⅕ ভাগ কম।”[১] ১৮১৪ সালে লর্ড-সভার তদন্ত-কমিটির সামনে এ· বেনেট নামে জনৈক বৃহৎ কৃষক, প্রশাসক, ‘গরিব-আইন’-সংরক্ষক এবং মজুরি-নিয়ামককে প্রশ্ন করা হয় : “দৈনিক শ্রমের মূল্যের কোনো অংশ কি ‘গরিব-কর’ থেকে শ্রমিকদের পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে ?” উত্তর : হ্যাঁ হয়েছে, প্রত্যেক পরিবারের সাপ্তাহিক আয় গ্যালন-রুটি (৮ পাউণ্ড ১১ আউন্স) এবং মাথাপিছু ৩ পেন্স করে পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে !·· আমরা মনে করি পরিবারের প্রত্যেকের জীবন ধারণের জন্য সপ্তাহে এক গ্যালন-রুটি এবং জামা-কাপড়ের জন্য ৩ পেন্সই যথেষ্ট ; এবং পল্লী-যাজনিক যদি জ'মা-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, তা হলে ঐ ৩ পেন্স কেটে রাখা হয়। উইল্ট্শায়ার-এর গোটা পশ্চিমাংশ জুড়ে, এবং আমার বিশ্বাস গোটা দেশ জুড়েই, এইটাই রীতি।”[২] ঐ সময়ের এক বুর্জোয়া গ্রন্থকার চিৎকার করে বলেন, “তারা (জোত-মালিকরা) তাদের স্বদেশবাসীদের একটি শ্রদ্ধেয় অংশকে আতুরাশ্রমে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে অধঃপাতিত করেছে।···যখন সে নিজের লাভ বাড়িয়ে চলেছে, তখন সে শ্রমজীবী পোষ্যবর্গ যাতে কিছু না জমাতে পারে তার ব্যবস্থা করেছে।”[৩] উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজনে শ্রমিকের আবশ্যিক পরিভোগ-ভাণ্ডার থেকে সরাসরি লুণ্ঠন কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা তথাকথিত ঘরোয়া শিল্পই খুলে ধরেছে (পঞ্চদশ অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই সম্পর্কে আরো তথ্য পরে দেওয়া হবে।

যদিও শিল্পের সমস্ত শাখাতেই শ্রমের উপকরণসমূহ দিয়ে গঠিত মূলধনের স্থির অংশটি একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক শ্রমিকের পক্ষে (কাজটির আয়তনের দ্বারা যা নির্ধারিত

---

১. জি. বি· নিউনহ্যাম (ব্যারিস্টার) : “এ রিভিউ অব দি এভিডেন্স বিফোর দি কমিটি অফ দি টু হাউসেস অফ পার্লামেন্ট অন দি কর্ন লজ”, লণ্ডন, ১৮১৫, পৃঃ ২০ টীকা।

২. ঐ, পৃঃ ১৯, ২০।

৩. সি. এইচ· প্যারি, ঐ পৃঃ ৭৭, ৬৯। যে অ্যান্টি-জ্যাকবিয়ান যুদ্ধ তারা ইংল্যাণ্ডের নামে নিজেরাই বাধিয়েছিল, সেই যুদ্ধের জন্য জমিদারেরা কেবল নিজেদের ‘ক্ষতিপূরণ’-ই দেয়নি, সেই সঙ্গে নিজেরা কামিয়েও নিয়েছিল প্রচুর। তাদের খাজনা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ হল এবং ‘একটি ক্ষেত্রে ১৮ বছরে ছয় গুণ বেড়ে গিয়েছিল। (ঐ পৃঃ ১০০, ১০১)।

হবে), তা হলেও নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে তা সব সময়ে আবশ্যিক ভাবে একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। ধরা যাক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক দৈনিক প্রত্যেকে ৮ ঘণ্টা করে কাজ করে ৮০০ ঘণ্টা কাজ দেয়। যদি ধনিক এই অংককে আরো অর্ধেক বাড়াতে চায়, সে আরো ৫০ জন কর্মীকে নিযুক্ত করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে আরো মূলধন আগাম দিতে হবে—কেবল মজুরি বাবদেই নয়, শ্রমের উপকরণ বাবদেও। অবশ্য সে ঐ ১০০ শ্রমিককে ৮ ঘণ্টার বদলে ১২ ঘণ্টা করেও কাজ করাতে পারে এবং তা করলে শ্রমের যে-উপকরণগুলি হাতে আছে তাতেই কাজ চলবে। এইগুলি কেবল তখন আরো দ্রুত বেগে পরিভুক্ত হবে। এই ভাবে মূলধনের স্থির অংশটিতে আনুষঙ্গিক বৃদ্ধি না ঘটিয়েও শ্রম-শক্তির অধিকতর তৎপরতা-সঞ্জাত অতিরিক্ত শ্রম উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে (যা হচ্ছে সঞ্চয়নের সামগ্রী)।

খনি ইত্যাদি নিষ্কর্ষণ-মূলক শিল্পগুলিতে কাঁচামাল অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের কোনো অংশ গঠন করে না। এক্ষেত্রে শ্রমের বিষয় পূর্ববর্তী শ্রমের ফল নয়, প্রকৃতির কাছ থেকে তা পাওয়া গিয়েছে মুফতে—যেমন ধাতু, খনিজ, কয়লা, কয়লা পাথর ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রগুলিতে স্থির মূলধন গঠিত হয় প্রায় একান্ত ভাবেই শ্রমের উপকরণ সমূহের দ্বারা যা খুব ভালভাবেই ব্যাপৃত করতে পারে বর্ধিত-পরিমাণ শ্রম (শ্রমিকদের দিন ও রাত্রির শিফটই চালু করে উঃ[১]। বাকি সব কিছু সমান থাকলে. উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য ব্যয়িত শ্রমের প্রত্যক্ষ অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। যেমন উৎপাদনের প্রথম দিনটিতে, আদি উৎপন্ন-কারকরা—মানুষ এবং প্রকৃতি—মূলধনের বস্তুগত উপাদানের স্রষ্টারূপে পরিণত হয়ে, এখনও কাজ করে একসঙ্গে। শ্রম-শক্তির স্থিতি-স্থাপকতার কল্যাণে, সঞ্চয়নের পরিধি স্থির মূলধনের কোনো পূর্ববর্তী বৃদ্ধি-সাধন ছাড়াই, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

কৃষিকর্মে, কর্ষণভুক্ত জমির এলাকা বাড়ানো যায় না আরো বীজ ও সার আগাম না দিয়ে। কিন্তু একবার এই আগাম দিয়ে দিলে মৃত্তিকার নিজস্ব বিশুদ্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়াই উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণের উপরে উৎপাদন করে আশ্চর্যজনক ফল। আগেকার মত একই সংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা সম্পাদিত শ্রমের এক বৃত্তের পরিমাণ এই ভাবে, শ্রমের উপকরণে কোনো অগ্রিম ব্যতিরেকেই, উর্বরতার বৃদ্ধি সাধন করে। আরো একবার মানুষ ও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ তৎপরতাই হয়ে ওঠে বিপুলতর সঞ্চয়নের অব্যবহিত উৎস —নোতুন মূলধনের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

সর্বশেষে, যাকে বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারকারী শিল্প তাতে শ্রমের প্রত্যেকটি অতিরিক্ত ব্যয় ধরে নেয় তদনুযায়ী কাঁচামালের অতিরিক্ত ব্যয়, কিন্তু ধরে নেয় না তদনুযায়ী শ্রম-উপকরণের আবশ্যিক অতিরিক্ত ব্যয়। এবং যেহেতু নিষ্কর্ষণমূলক শিল্প ও কৃষিকর্ম ম্যানুফ্যাকচারকারী শিল্পকে কাঁচামাল সরবরাহ করে, সেইহেতু অগ্রিম

মূলধন ব্যতিরেকেই প্রথমোক্ত শিল্প ও কৃষিকার্য অতিরিক্ত উৎপন্ন সামগ্রী সৃষ্টি করে, তাও দ্বিতীয়োক্ত শিল্পের অনুকূলে কাজ করে।

সাধারণ ফল : সম্পদের দুটি প্রাথমিক স্রষ্টাকেই, শ্রম-শক্তি ও ভূমিকেই, নিজের সঙ্গে সংবদ্ধ করে মূলধন এমন এক সম্প্রসারণ-ক্ষমতা অর্জন করে, যা তাকে সক্ষম করে তার সঞ্চয়নের উপাদানগুলিকে বাহ্যত তার নিজেরই আয়তনের দ্বারা, কিংবা, ইতি-পূর্বেই উৎপাদিত উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্য ও পরিমাণের দ্বারা নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে প্রসারিত করতে—যে উৎপাদন-উপায়সমূহের মধ্যেই মূলধন ধারণ করে তার অস্তিত্ব।

সঞ্চয়নে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা।

শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় উৎপন্ন-সামগ্রীর পরিমাণ, যার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে একটি বিশেষ মূল্য তথা একটি নির্দিষ্ট আয়তনের উদ্বৃত্ত-মূল্য। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই থাকলে, এমন কি কমে গেলেও, যতক্ষণ শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যে-গতিতে বাড়ে তার চেয়ে তা মন্থরতর ভাবে কমে, ততক্ষণ উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সামগ্রী বৃদ্ধি পায়। অতএব আয়ে ও এবং অতিরিক্ত মূলধনে এই উৎপন্ন-সামগ্রীর ভাগাভাগি একই থাকলে, সঞ্চয়নের ভাণ্ডারে কোনো হ্রাস ব্যতিরেকেই ধনিকের পরিভোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। একদিকে যখন পণ্যদ্রব্যাদি সস্তা হয়ে যাবার দরুন ধনিক আগের মত সমান সংখ্যক এমন কি তার চেয়েও অধিক সংখ্যক, ভোগ্য সামগ্রী হাতে পায় অন্য দিকে, তখন পরিভোগ-ভাণ্ডারের বিনিময়ে সঞ্চয়ন ভাণ্ডারের আপেক্ষিক আয়তন এমনকি বৃদ্ধিও পেতে পারে। কিন্তু যেমন আমরা দেখেছি শ্রমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আরো আরো সস্তা হয় এবং সেই কারণে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি পায়, এমনকি যখন আসল মজুরি বাড়তে থাকে। আসল মজুরি কখনো শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ে না। সুতরাং অস্থির মূলধনে একই মূল্য অধিকতর শ্রম-শক্তিকে, অতএব শ্রমকে, গতিশীল* করে। স্থির মূলধনে একই মূল্য অধিকতর উৎপাদন-উপায়ে অর্থাৎ অধিকতর শ্রম-উপকরণে শ্রম-বিষয়ে ও সহায়ক সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়; সুতরাং তা ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্য উভয়েরই অধিকতর উপাদান সরবরাহ করে এবং সেই সঙ্গে আরো শ্রমকে কাজে লাগাবার সংস্থান করে। সুতরাং অতিরিক্ত মূলধনের মূল্য একই থাকলেও কিংবা এমনকি হ্রাস পেলেও পরিবর্তিত সঞ্চয়ন তখনো ঘটে। কেবল যে পুনরুৎপাদনের আয়তন বস্তুগত ভাবে বিস্তার লাভ করে তাই নয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন অতিরিক্ত মূলধনের মূল্যের তুলনায় দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়।

শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার বিকাশ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বিনিযুক্ত প্রারম্ভিক মূলধনের উপরেও প্রতিক্রিয়া ঘটায়। কর্মরত স্থির মূলধনের একটা অংশ গঠিত হয় মেশিনারি ইত্যাদি শ্রম-উপকরণ দিয়ে যেগুলি পরিভুক্ত হয়ে যায় না, এবং সেই কারণে পুনরুৎ-পাদিত কিংবা একই রকমের নোতুন মেশিনারি দিয়ে প্রতিস্থাপিতও হয় না—দীর্ঘ কালের ব্যবধান ছাড়া। কিন্তু প্রত্যেক বছরই ঐসব শ্রম-উপকরণের একটি অংশ ক্ষয়

পায় বা তার উৎপাদনী কর্মক্ষমতার সীমায় পৌছে যায়। সুতরাং সেই বছরে তা উপনীত হয় তার কালক্রমিক পুনরুৎপাদনের, একই রকমের নোতুন মেশিনারি দিয়ে প্রতিস্থাপনের, নির্দিষ্ট সময়ে। এই সব শ্রম-উপকরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হবার কালে, যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেড়ে গিয়ে থাকে (এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবিরত অগ্রগতির সঙ্গে তা ক্রমাগত বেড়ে যায়), তা হলে আরো নিপুণ এবং (সেগুলির বর্ধিত নৈপুণ্যের বিচারে) আরো সস্তা মেশিন, টুল, অ্যাপারেটাস ইত্যাদি পুরানোগুলির বদলে স্থান গ্রহণ করে। আগে থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে এমন সব শ্রম-উপকরণে নিরন্তর প্রত্যংশ উন্নয়ন ছাড়াও পুরানো মূলধন আরো উৎপাদনশীল রূপে পুনরুৎপাদিত হয়। স্থির মূলধনের অন্য অংশটি, কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীসমূহ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে নিরন্তর পুনরুৎপাদিত হয়; কৃষিকর্মের দ্বারা উৎপাদিত কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীগুলির বেশির ভাগটাই পুনরুৎপাদিত হয় বাৎসরিক। সুতরাং উৎপাদন-পদ্ধতিতে প্রবর্তিত প্রতিটি উন্নয়ন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজ করে নোতুন ও আগে থেকেই কার্যরত মূলধনের উপরে। রসায়ন-বিজ্ঞানে প্রতিটি অগ্রগতি কেবল বিবিধ উপযোগী বস্তু এবং উপযোগী পদ্ধতির পূর্ব-পরিজ্ঞাত প্রয়োগসমূহের সংখ্যাই বহুগুণিত এবং এই ভাবে মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে তার বিনিয়োগ-ক্ষেত্রের বিস্তার সাধন করেনা। সেই সঙ্গে তা শেখায় কিভাবে উৎপাদন, ও পরিভোগ প্রক্রিয়াদ্বয়ের নিঃসারিত আবর্জনাকে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার আবর্তনে পুনরায় নিক্ষেপ করা যায়, এবং এই ভাবে, তা মূলধনের কোনো প্রাক্-বিনিয়োগ ছাড়াই মূলধনের জন্য নোতুন সামগ্রী সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র শ্রম-শক্তির তৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ধিত নিষ্কর্ষণের মত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মূলধনকে দান করে এমন এক সম্প্রসারণ-ক্ষমতা যা কর্মক্ষেত্রে কর্মরত মূলধনের নির্দিষ্ট আয়তনের উপরে অনির্ভর। সেই সঙ্গে সেগুলি আবার প্রারম্ভিক মূলধনের উপরেও প্রতিক্রিয়া ঘটায়—যে মূলধন তার পুনর্নবী-ভবনের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। নোতুন আকারে অতিক্রমণের পথে, তা, তার পুরানো আকার যখন পরিভুক্ত হচ্ছিল, সেই সময়ে সংঘটিত সামাজিক অগ্রগতিকে মুফতে আত্মকৃত করে নেয়। অবশ্য, উৎপাদন-ক্ষমতার এই বিকাশের সঙ্গে ঘটে কর্মরত মূলধনের আংশিক অপচয়। যতটা পর্যন্ত এই অপচয় প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজেকে তীব্রভাবে অনুভূত করায়, ততটা পর্যন্ত বোঝাটা পড়ে শ্রমিকের কাঁধে কেননা শ্রমিকের উপরেই শোষণের ভার আরো বাড়িয়ে ধনিক তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়।

নিজের দ্বারা পরিভুক্ত উৎপাদন-উপকরণের মূল্য শ্রম তার উৎপন্ন দ্রব্যে সঞ্চারিত করে। অন্য দিকে, শ্রম যত উৎপাদনশীল হয়, ততই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের দ্বারা গতি-সঞ্চারিত উৎপাদন-উপকরণের মূল্য ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যদিও একই পরিমাণ শ্রম সব সময়েই তার উৎপন্ন-সামগ্রীতে যোজনা করে কেবল একই পরিমাণ

নোতুন মূল্য, তবু শ্রম-উৎপন্ন সামগ্রীতে যে পুরাতন মূলধন-মূল্য সঞ্চারিত করে, তা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন ইংরেজ একজন চীনা সুতো-কাটুনি একই তীব্রতা সহকারে একই সংখ্যক ঘণ্টা কাজ করতে পারে ; তা করলে, তারা দুজনে এক সপ্তাহে সমান সমান মূল্য সৃষ্টি করবে। কিন্তু এই সমতা সত্ত্বেও, ইংরেজ লোকটির সাপ্তাহিক উৎপাদনের মূল্য এবং চীনা লোকটির সাপ্তাহিক উৎপাদনের মূল্যের মধ্যে ঘটবে বিপুল পার্থক্য, কারণ যেখানে ইংরেজটি কাজ করে বিরাট এক 'অটোমেশন' দিয়ে, সেখানে চীনাটির আছে কেবল একটি চরকা। যে সময়ে চীনা লোকটি কাটে এক পাউণ্ড তুলো, সেই সময়ের মধ্যে ইংরেজ লোকটি কাটে কয়েক শ' পাউণ্ড। তত বহু শতগুণ এবং বৃহৎ পুরানো মূল্যসমূহের একটি অঙ্ক তার উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যকে স্ফীত করে যাতে করে নোতুন ও উপযোগপূর্ণ রূপে ঐ মূল্যগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং এইভাবে মূলধন হিসাবে নোতুন করে কাজ করতে সক্ষম হয়। যে কথা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস আমাদের জানান, "১৭৮২ সালে ইংল্যাণ্ডে পূর্ববর্তী তিন বছরের গোটা উল-উৎপাদনটাই শ্রমিকের অভাবে অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়েছিল, এবং অবশ্যই ঐ একই ভাবে পড়ে থাকত যদি না নোতুন উদ্ভাবিত মেশিনারি তার সাহায্যে আসত এবং তাকে সুতোয় পরিণত করত।"[১] যদিও মেশিনারির আকারে মূর্তায়িত শ্রম সরাসরি একটি মানুষকেও উজ্জীবিত করতে অক্ষম ছিল, তবু তা সফল হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অল্পতর জীবন্ত শ্রম যোজনা করে, এক ক্ষুদ্রতর সংখ্যক শ্রমিককে সেই উলকে উৎপাদনশীল ভাবে ব্যবহার ও তার মধ্যে নোতুন মূল্য সঞ্চার করতে, এবং কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে সুতো ইত্যাদির আকারে তার পুরানো মূল্যও সংরক্ষণ করল, সেই সঙ্গে তা উলের পুনরুৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটাল এবং প্রেরণা সঞ্চার করল। জীবন্ত শ্রমের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে, তা নোতুন মূল্য সৃজনের সঙ্গে পুরানো মূল্যকেও সঞ্চারিত করে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ফলপ্রসূতা, বিস্তার ও মূল্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে এবং কাজে কাজেই, তার বিকাশের সহগামী যে-সঞ্চয়ন, তার সঙ্গে শ্রম চির-নোতুন রূপে সদা-বর্ধমান মূলধন-মূল্যকে সংরক্ষিত করে ও চিরন্তনতা দান করে।[২] শ্রমের এই স্বাভাবিক ক্ষমতা, যে-মূলধনের সঙ্গে তা

---

১. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, "Lage der arbeitenden Klasse in England" পৃঃ ২০।

২. শ্রম-প্রক্রিয়া এবং মূল্য-সৃজন-প্রক্রিয়ার ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণের দরুন চিরায়ত অর্থতত্ত্ব পুনরুৎপাদনের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি কখনো সঠিক ভাবে ধরতে পারেনি, যেমন রিকার্ডোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ; যেমন তিনি বলেন, উৎপাদন-ক্ষমতায় যে পরিবর্তনই হোক না কেন, 'ম্যানুফ্যাকচার-সমূহে এক মিলিয়ন লোক সব সময়ে একই মূল্য উৎপাদন করে।' এটা ঠিক, যদি তাদের শ্রমের বিস্তার ও তীব্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু তাদের শ্রমে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন এক মিলিয়ন লোককে তা

সংবদ্ধ, সেই মূলধনের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর চেহারা ধারণ করে, ঠিক যেমন ধনিকের সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীল শক্তিসমূহ মূলধনের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর চেহারা ধারণ করে, ঠিক যেমন ধনিকদের দ্বারা উদ্বৃত্ত-শ্রমের নিরন্তর আত্মীকরণ মূলধনের নিরন্তর আত্মসম্প্রসারণের চেহারা ধারণ করে।

উৎপাদন-উপকরণের অতি বিভিন্ন সম্ভারকে উৎপন্ন দ্রব্যে পরিণত করা এবং সেই কারণে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে অতি বিভিন্ন মূল্য-সম্ভারকে সংরক্ষিত করা (যার ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য-সমূহ বেশ বিভিন্ন হতে পারে) থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, রিকার্ডো বৃথাই জে. বি. সে-র কাছে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন ব্যবহার-মূল্য (যাকে তিনি অভিহিত করেছেন 'সম্পদ' বা 'বৈষয়িক ধন' বলে এবং বিনিময়-মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্য। জে বি সে উত্তরে বলেন, 'Quant a la difficulte qu'eleve Mr. Ricardo en disant que, par des procedes mieux entendus un million de personnes peuvent produire deux fois, trois fois autant de richesses, sans produire plus de valeurs, cette difficulte n'est pas uue lorsque l'on considere, ainsi qu'on le doit, la production comme un echange dans lequel on donne les services productifs de son travail, de sa terre, et de ses capitaux, pour obtenir des produits. C'est par le moyen de ces services productifs, que nous acquerons tous les produits qui sont au monde. Or···nous sommes d'autant plus riches, nos services productifs ont d'autant plus de valeur qu'ils obtiennent dans l'echange appele production une plus grande quantite de choses utiles.' (J. B. Say, "Lettres a M. Malthus," Paris, 1820, pp. 168—169.) The "difficulte"—('সমস্যা') নিশ্চয়ই আছে, তবে রিকার্ডোর নয়, তাঁর নিজের; মিঃ সে যা পরিষ্কার করে বোঝাতে চান, তা এই: শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি হিসাবে যখন ব্যবহার-মূল্যসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ ব্যবহার-মূল্যগুলির বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি পায় না কেন? উত্তর: সমস্যাটার সমাধান সহজেই করা যায়, ব্যবহার-মূল্যকে বিনিময়-মূল্য বলে অভিহিত করে, অবশ্য যদি আপনার মর্জি হয়। বিনিময়-মূল্য এমন একটা জিনিস যা কোন-না-কোন ভাবে বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং, উৎপাদনকে যদি অভিহিত করা হয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাবদে শ্রম এবং উৎপাদন-উপায়ের বিনিময় বলে, তা হলে এটা দিনের মত পরিষ্কার যে উৎপাদন যে-অনুপাতে ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে, আপনিও সেই অনুপাতে অধিকতর বিনিময়-মূল্য পান। ভাষান্তরে বলা যায়, একটা কাজের দিন যত বেশি ব্যবহার-মূল্য দেয়, যেমন মোজা-ম্যানুফ্যাকচারকারীকে যত বেশি মোজা দেয়, সে ততই মোজায়

মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিয়োজিত মূলধন এবং পরিভুক্ত মূলধনের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, নিরন্তর-পুনরাবর্তিত উৎপাদন-প্রক্রিয়া-গুলিতে দীর্ঘ বা অল্প কালের জন্য কাজ করে অথবা নির্দিষ্ট প্রয়োজন-সাধনের জন্য কাজে লাগে এবং সেই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা কেবল একটু একটু করেই ক্ষয় পায় এবং সেই কারণে নিজেদের মূল্য কেবল টুকরো টুকরো ভাবেই হারায় আর কেবল টুকরো টুকরো ভাবেই সেই মূল্যকে উৎপন্ন সামগ্রীতে স্থানান্তরিত করে, এমন সমস্ত শ্রম-উপকরণের যেমন বাড়ি-ঘর যন্ত্রপাতি নর্দমার পাইপ, কর্ম-নিযুক্ত গবাদিপশু, প্রত্যেক

আরো ধনসম্পন্ন হয়। যাই হোক, আচমকা সে-র মনে পড়ে গেল যে, মোজার 'পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে', সেগুলির 'দাম' (যার সঙ্গে অবশ্য বিনিময়-মূল্যের কোনো সম্বন্ধ নেই!) পড়ে যায় "Parce que la concurrence les (les producteurs) oblige a donner les produits pour ce qu'ils leur coutent." কিন্তু ধনিক যদি খরচা-দামেই বিক্রি করে দেয়, তা হলে মুনাফাটা কোথা থেকে আসে? কুছ পরোয়া নেই! 'মিঃ সে ঘোষণা করেন যে, বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার ফলে প্রত্যেকেই এখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবর্তমূল্যের বদলে পাবে আগেকার এক জোড়ার জায়গায় এখন দু-জোড়া করে মোজা। যে-ফলটিতে তিনি উপনীত হলেন, সেটি অবিকল সেই রিকার্ডোর প্রবক্তব্যটির মত, যেটি তিনি খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। চিন্তার এই বিপুল প্রয়াসের পরে তিনি বিজয়োল্লাসে ম্যালথাসকে সম্বোধন করে বলেন, "Telle est, monsieur, la doctrine bien liee, sans laquelle il est impossible je le declare, d'expliquer les plus grandes difficultes de l'economie politique, et notamment, comment il se peut qu'une nation soit plus riche lorsque ses produits diminuent de valeur, quoique la richesse soit de la valeur", (ঐ, পৃঃ ১৭০)। সে-র 'পত্রাবলী'তে এই একই ধরনের হাত-সাফাইয়ের কৌশলের উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক ইংরেজ অর্থনীতিবিদ বলেন, 'এই কৃত্রিম বাচন-ভঙ্গিই সাধারণ ভাবে রচনা করে সেই জিনিস, যাকে মঁশিয়ে সে খুশি মনে বলেন তাঁর মতবাদ এবং যা তিনি ঐকান্তিক ভাবে ম্যালথাসকে অনুরোধ করেন হারফোর্ডে শেখাতে, যেমন তা ইতিমধ্যেই শেখানো হচ্ছে 'dans plusieurs parties de l' Europe', তিনি বলেন, 'Si vous trouvez une physionomie de paradoxe a toutes ces propositions, voyez les choses qu'elles expriment, et j'ose croire qu'elles vous paraitront fort simples et fort raisonnables.' নিঃসন্দেহে, এবং এই একই প্রক্রিয়ার ফলে, তারা 'মৌল' ব্যতীত অন্য সব কিছু বলেই প্রতিভাত হবে।' ('অ্যান ইনকুইরি ইনটু দোজ প্রিন্সিপলস রেস্পেকটিং দি নেচার অব ডিমাণ্ড ইত্যাদি।" পৃঃ ১১৬, ১১০)।

ধরনের হাতিয়ার ইত্যাদির মূল্য ও বস্তুগত পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন দ্রব্যটিতে মূল্য সংযোজন না করে, এই সমস্ত শ্রম-উপকরণ যে-অনুপাতে উৎপন্ন-গঠক হিসাবে কাজ করে ঠিক সেই অনুপাতে, অর্থাৎ যে-অনুপাতে সেগুলি সমগ্রভাবে নিযুক্ত অথচ আংশিকভাবে পরিভুক্ত হয়, ঠিক সেই অনুপাতে সেগুলি জল, বাষ্প, বাতাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মত মুফতে কাজ করে, এটা আমরা আগেই দেখেছি। জীবন্ত শ্রমের দ্বারা যখন অধিকৃত ও আত্মা-সমন্বিত হয়, তখন অতীত শ্রমের এই বিনা-মূল্য অবদান সঞ্চয়নের অগ্রসরমান পর্যায়গুলির সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যেহেতু অতীত শ্রম সর্বদাই মূলধনের ছদ্ম-আবরণে নিজেকে আবৃত রাখে, যেহেতু 'ক', 'খ', 'গ', ইত্যাদির শ্রমের নিষ্ক্রিয় ভাগ অ-শ্রমিক 'হ',এর সক্রিয় ভাগের রূপ পরিগ্রহ করে, সেহেতু বুর্জোয়া ও রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিকরা মৃত ও গত শ্রমের অবদানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, স্কচ-মনীষী ম্যাক-কুলক-এর মতে যার পাওয়া উচিত সুদ, মুনাফা ইত্যাদির আকারে একটা বিশেষ পারিশ্রমিক।[১] উৎপাদনের উপায়-উপকরণের রূপের আড়ালে অতীত শ্রম জীবন্ত শ্রম-প্রক্রিয়াকে যে বলিষ্ঠ ও চির-বর্ধিষ্ণু সহায়তা দান করে তা এই কারণে অতীত শ্রমের সেই রূপটিতে আরোপিত হয়, যে-রূপটিতে তা, মজুরি-বঞ্চিত শ্রম হিসাবে, স্বয়ং শ্রমিক থেকেই বিচ্ছিন্নকৃত—অর্থাৎ আরোপিত হয় তার ধনতান্ত্রিক রূপটিতে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বাস্তব প্রতিনিধিরা এবং তাদের মতলববাজ তত্ত্ববাগীশরা উৎপাদনের উপায়সমূহকে সেগুলির অধুনা-পরিহিত ছদ্মবেশ থেকে আলাদা করে ভাবতে পারে না, যেমন গোলাম-মালিক গোলামকে ভাবতে পারে না গোলাম হিসাবে তার চরিত্র থেকে আলাদা করে ভাবতে।

শ্রম-শক্তি শোষণের মাত্রা নির্দিষ্ট থাকলে, উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় যুগপৎ-শোষিত শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়ে ; এবং বিচ্ছিন্ন অনুপাতে হলেও, তা মূলধনের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। সুতরাং উত্তরোত্তর সঞ্চয়নের দ্বারা মূলধন যত বৃদ্ধি পায়, পরিভোগ-ভাণ্ডার ও সঞ্চয়ন-ভাণ্ডারের মধ্যে বিভক্ত মূল্য তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, তখন ধনিক আরো স্ফূর্তিবাজ জীবন যাপন করতে পারে এবং সেই সঙ্গে আরো "ভোগ-সংবরণ" প্রদর্শন করতে পারে। এবং সর্বশেষে, অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণের সঙ্গে উৎপাদনের আয়তন যত বিস্তার লাভ করে, ততই উৎপাদনের সমস্ত স্প্রিংগুলি অধিকতর স্থিতিস্থাপকতাসহ কাজ করে।

---

১. সিনিয়র 'ভোগ-সংবরণের মজুরির' জন্য 'পেটেন্ট' নেবার অনেক আগেই ম্যাক-কুলক 'অতীত শ্রমের মজুরি'-র জন্য 'পেটেন্ট' নিয়ে সেরেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ তথাকথিত শ্রম-ভাণ্ডার ॥

এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে আগেই দেখানো হয়েছে, মূলধন একটি নির্দিষ্ট আয়তন নয়, পরন্তু নোতুন উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়ে ও অতিরিক্ত মূলধন বিভাজনের সঙ্গে স্থিতি-স্থাপক ও নিরন্তর পরিবর্তনশীল। আরো দেখা হয়েছে যে কর্মরত মূলধনের আয়তন নির্দিষ্ট থাকলেও, তার মধ্যে মূর্তায়িত শ্রম-শক্তি, বিজ্ঞান ও ভূমি (যার দ্বারা অর্থতত্ত্বের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতির দ্বারা প্রদত্ত শ্রমের যাবতীয় অবস্থাবলী) হল মূলধনের স্থিতিস্থাপক ক্ষমতাবলী, যারা তার জন্য খুলে দেয়, কয়েকটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে, তার নিজের আয়তন-নিরপেক্ষ একটি কর্মক্ষেত্র। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আমরা উপেক্ষা করেছি সঙ্কলন-প্রক্রিয়ার তাবৎ ফলাফল, যা একই পরিমাণে অত্যন্ত বিভিন্ন মাত্রার নৈপুণ্য উৎপাদন করতে পারে। এবং যখন আমরা আগে থেকে ধরে নিয়েছিলাম ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দ্বারা আরোপিত মাত্রাসমূহ, অর্থাৎ ধরে নিয়েছিলাম নিছক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফলে অভ্যুদিত একটি রূপে সামাজিক উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া, তখন আমরা উপেক্ষা করেছিলাম উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং উপস্থিত নিয়োগ-যোগ্য শ্রম-শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে সংঘটন করা সম্ভব এমন অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ কোনো সংযোজন। চিরায়ত অর্থতত্ত্ব সব সময়েই ভালবাসত সামাজিক মূলধনকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নৈপুণ্য-সমন্বিত একটি নির্দিষ্ট আয়তন হিসাবে ধারণা করতে। কিন্তু এই ভুল ধারণাটিকে একটি 'আপ্ত বাক্য' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন চূড়ান্ত ফিলিস্তিন সেই জেরেমি বেন্থাম—উনিশ শতকের মামুলি বুর্জোয়া বুদ্ধিমত্তার সেই নীরস, পণ্ডিতম্মন্য, চর্মজিহ্ব দৈববাণী।[১] কবিদের মধ্যে যেমন মার্টিন টুপার, দার্শনিকদের মধ্যে তেমন বেন্থাম। কেবল ইংল্যাণ্ডেই এমন দুটি সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব ছিল।[২] তাঁর এই আপ্তবাক্যটির আলোয় উৎপাদনের

১. তুলনীয়: জেরেমি বেন্থাম, "থিয়োরি অব রিওয়ার্ড অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট," ফরাসী সংস্করণ, ১৮২৬।

২. বেন্থাম একটি বিশুদ্ধ ইংরেজি আবির্ভাব। একমাত্র আমাদের দার্শনিক ক্রিশ্চিয়ান উল্‌ফ্ ব্যতিরেকে কোনো দেশে কোনো কালে এমন ঘরে-তৈরি আটপৌরে জিনিস এমন আত্মগরিমা নিয়ে আস্ফালন করে বেড়ায় না। হেলভেটিয়াস এবং অন্যান্য ফরাসীরা আঠারো শতকে যে-কথা বলে গিয়েছেন সতেজ ভঙ্গিতে, কেবল সেই কথাই

সবচেয়ে মামুলি ব্যাপারগুলি পর্যন্ত, যেমন তার আকস্মিক সম্প্রসারণ ও সংকোচন, এমনকি স্বয়ং সঞ্চয়নও হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ভাবে অকল্পনীয়।[১] এই আপ্তবাক্যটিকে বেন্থাম নিজে, ম্যালথাস, জেম্‌স মিল, ম্যাক্ কুলাক প্রভৃতি ব্যবহার করেছিলেন

তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন নীরস ঢঙে। কুকুরের পক্ষে কি প্রয়োজনীয় তা জানতে হলে কুকুরের প্রকৃতি অনুধাবন আবশ্যক। এই প্রকৃতিটিকে কিন্তু উপযোগিতার নীতি থেকে নিষ্কর্ষিত করা যাবে না। এটা যদি মানুষের বেলায় প্রয়োগ করা যায়, তা হলে বলতে হয় যে, যে-ব্যক্তি মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, গতিবিধি, সম্পর্ক ইত্যাদি উপযোগিতার নীতির সাহায্যে পর্যালোচনা করবেন, তাঁর আগে অনুধাবন করতে হবে সাধারণ ভাবে মানব-প্রকৃতি এবং তার পরে প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক যুগে তা যেমন ভাবে উপযোজিত হয়েছে, তেমন ভাবে। বেন্থাম সংক্ষেপেই পাট চুকিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে নির্জলা সারল্য সহকারে তিনি আধুনিক দোকানদারকে, বিশেষ করে, ইংরেজ দোকানদারকে গ্রহণ করেছেন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে। যা কিছু এই অদ্ভুত লোকটির কাছে এবং তার জগতের কাছে প্রয়োজনীয়, তাই পরম প্রয়োজনীয়। তারপরে, তিনি মানদণ্ডটি প্রয়োগ করেন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, খ্রীস্টধর্ম প্রয়োজনীয় কেননা তা ধর্মের নামে সেই একই সব দোষকে নিষেধ করে, যেগুলিকে 'দণ্ড-বিধি' ('পেনাল কোড') আইনের নামে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করে। শিল্পকলাগত সমালোচনা ক্ষতিকারক কেননা, তা মার্টিন টুপার-কে ভোগ করার ক্ষেত্রে গুণী লোকদের মনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই ধরনের জঞ্জাল দিয়ে, এই বীর-পুঙ্গবটি তাঁর নীতি "nulla dies sine linea"-কে মাথায় নিয়ে, বইয়ের পরে বইয়ের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছেন। আমার যদি বন্ধু হাইনরিক হাইন-এর মত সাহস থাকত, তা হলে আমি মিঃ জেরেমিকে অভিহিত করতাম বুর্জোয়া নির্বুদ্ধিতার অন্যতম প্রতিভা হিসাবে।

১. রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদদের একটা প্রবল ঝোঁক হল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন এবং একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিককে অভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন উৎপাদনশীল উপকরণ হিসাবে ···কিংবা অভিন্ন তীব্রতা সহকারে ক্রিয়াশীল হিসাবে···গণ্য করার।·· যারা·· এই মত পোষণ করেন যে·· পণ্যসমূহই হল উৎপাদনের একমাত্র উপাদান · তাঁরা প্রমাণ করেন উৎপাদন কখনো পরিবর্ধিত করা যায় না, কেননা এই ধরনের পরিবর্ধনের অপরিহার্য শর্ত হল এই যে, খাদ্য, কাঁচামাল ও হাতিয়ার ইত্যাদি. আগেভাগে বৃদ্ধি করতে হবে; যার কার্যতঃ অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আগেভাগে একবার বৃদ্ধি না ঘটিয়ে কোনো বৃদ্ধি ঘটানো যায় না, তার মানে, যে-কোনো বৃদ্ধি সাধনই অসম্ভব।" (এস বেইলি : "মানি অ্যাণ্ড ভিসিচুডস," পৃঃ ৫৮ এবং ৭০)। বেইলি প্রধানতঃ সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে গোঁড়ামিটার সমালোচনা করেছেন।

কৈফিয়ৎ হিসাবে ব্যবহারের জন্য এবং, বিশেষ করে, মূলধনের একটা অংশকে, অস্থির মূলধনকে, অথবা যে অংশ একটি নির্দিষ্ট আয়তন হিসাবে শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরণীয়, সেই অংশটিকে বোঝাবার জন্য। অস্থির মূলধনের বস্তুগত উপাদান অর্থাৎ শ্রমিকের জন্য যে পরিমাণ প্রাণধারণের উপকরণের তা প্রতিনিধিত্ব করে সেই পরিমাণ কিংবা যাকে বলা হয় "শ্রম-ভাণ্ডার", তাকে বানিয়ে-বানিয়ে বর্ণনা করা হয়েছিল সামাজিক সম্পদের এমন একটি আলাদা অংশ হিসাবে, যা প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়। সামাজিক মূলধনের যে-অংশ স্থির মূলধন হিসাবে কাজ করবে, তাকে গতিশীল করার জন্য, কিংবা তাকে উৎপাদনের উপায় হিসাবে বস্তুগত রূপে প্রকাশ করার জন্য, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবন্ত শ্রমের আবশ্যক হয়। প্রযুক্তিগত ভাবে এই পরিমাণটি নির্দিষ্ট। কিন্তু এই শ্রম-শক্তির পরিমাণটিকে তরল করার জন্য কত সংখ্যক শ্রমিক লাগবে তা নির্দিষ্ট নয় (ব্যক্তিগত শ্রম-শক্তিকে কি মাত্রায় শোষণ করা হবে, তার উপরে এই সংখ্যা নির্ভরশীল), এই শ্রম-শক্তির দামও নির্দিষ্ট নয়, কেবল তার ন্যূনতম সীমাটাই নির্দিষ্ট, সেটাও আবার অপরিবর্তনীয়। এই আপ্ত-বাক্যটির মূলে যেসব ঘটনা রয়েছে, সেগুলি এই: এক দিকে অ-শ্রমিকের উপভোগের উপকরণ এবং উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে সামাজিক সম্পদের বিলি-বণ্টনে শ্রমিকের হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নেই।[১] অন্য দিকে, কেবলমাত্র অনুকূল ও অতি বিরল ক্ষেত্রেই ধনবানদের "আয়"-এর বিনিময়ে শ্রমিক পারে তথাকথিত শ্রম-ভাণ্ডারটির বৃদ্ধি-সাধন করতে।

শ্রম-ভাণ্ডারে ধনতান্ত্রিক সীমাবন্ধনকে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা হিসাবে প্রদর্শনের প্রচেষ্টা থেকে কী ধরনের নির্বোধ পুনরুক্তির জন্ম হয় তার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে অধ্যাপক ফসেট-এর কথা উদ্ধৃত করা যায়।[২] তিনি বলেন, "একটি

---

১. জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর "প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি"-তে বলেন, "সত্য-সত্যই ক্লান্তিকর, সত্যসত্যই বিরক্তিকর শ্রমই অন্যান্যদের চেয়ে ভাল মজুরি না পেয়ে, উলটো সর্বত্রই পায় আরো খারাপ মজুরি।...কাজটা যত অসহ্য, ততই এটা নিশ্চিত যে মজুরি হবে সবচেয়ে সামান্য।...কাজের কঠোরতা ও উপার্জন যে-কোনো ন্যায়-ভিত্তিক সমাজে যা হওয়া উচিত, তাই না হয়ে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে আনুপাতিক না হয়ে, সাধারণতঃ হয় পরস্পরের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক।" ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য, আমি বলতে চাই যে, জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মত ব্যক্তিরা যদিও তাদের চিরাচরিত গোঁড়া বিশ্বাসগুলি এবং আধুনিক প্রবণতাগুলির মধ্যে স্ব-বিরোধের জন্য দূষণীয়, তা হলেও তাদের হাতুড়ে অর্থ নৈতিক দালালদের গড্ডালিকার সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত করলে ভুল হবে।

২. এইচ ফসেট, কেম্ব্রিজে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের অধ্যাপক, "দি ইকনমিক পোজিশন অব দি ব্রিটিশ লেবারার," লণ্ডন, ১৮৬৫, পৃঃ ১২০।

দেশের আবর্তনশীল মূলধন হল তার মজুরি-ভাণ্ডার। সুতরাং, প্রত্যেক শ্রমিকের প্রাপ্ত গড় আর্থিক মজুরিকে যদি হিসাব করতে চাই তা হলে আমাদের কেবল এই মূলধনের পরিমাণটিকে শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই হবে।"[১] তার মানে দাঁড়ায় এই যে, আমরা প্রথমে প্রত্যেক শ্রমিককে সত্য-সত্যই যে-মজুরি দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে যোগ করব এবং তার পরে ঘোষণা করব, এই যে যোগফলটা পাওয়া গেল, সেটাই হল "শ্রম-ভাণ্ডার"-এর মোট মূল্য—যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আমাদের হাতে কৃপাভরে তুলে দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর ও প্রকৃতি। সর্বশেষে আমরা আবার সেই প্রাপ্ত যোগফলটিকে শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব, যাতে করে প্রত্যেকের ভাগে গড়ে কত করে আসে। এটা অসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক একটা প্রতারণা। একই নিঃশ্বাসে কিন্তু একথা বলতে মিঃ ফসেট-এর বাধেনা যে, "ইংল্যাণ্ডে যে-মোট পরিমাণ সম্পদ বাৎসরিক বাঁচানো হয়, তা দু-ভাগে বিভক্ত: একটা অংশ মূলধন হিসাবে নিয়োগ করা হয় আমাদের শিল্প-চালনার জন্য এবং বাকি অংশটা রপ্তানি করা হয় বিদেশে। · · এই দেশে বাৎসরিক যে-সম্পদ বাঁচানো হয়, কেবল তার একটা অংশই—এবং সম্ভবত সেটা একটা বড় অংশ নয়—বিনিয়োজিত হয় আমাদের নিজেদের শিল্পে।"[২]

এই ভাবে ইংরেজ শ্রমিকের কাছ থেকে বাৎসরিক যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সামগ্রী অপচয় করা হয়—তছরুপ করা হয়, কেননা তা আদায় করা হয় কোন প্রতিমূল্য না দিয়ে—তা মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইংল্যাণ্ডে নয়, বিদেশে। কিন্তু এই ভাবে রপ্তানিকৃত বাড়তি মূলধনের সঙ্গে ঈশ্বর এবং বেন্থাম কর্তৃক উদ্ভাবিত এই "শ্রম-ভাণ্ডার"-এরও একটা অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়।[৩]

---

১. আমি এখানে পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, "পরিবর্তনীয় (অ-স্থির) ও স্থির মূলধন" অভিধা দুটি আমিই প্রথমে ব্যবহার করেছি। অ্যাডাম স্মিথের কাল থেকে অর্থতত্ত্ব কেবল সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত স্থির ও আবর্তনশীল মূলধনের মধ্যেকার আনুষ্ঠানিক পার্থক্যের সঙ্গে এই মর্মগত পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলেছে। এই বিষয়ে আরো আলোচনার জন্য তৃতীয় খণ্ড (বাং সং), দ্বিতীয় বিভাগ দ্রষ্টব্য।

২. ফসেট, ঐ, পৃঃ ১২২, ১২৩।

৩. বলা যেতে পারে যে কেবল মূলধনই নয়, সেই সঙ্গে শ্রমিকেরাও, দেশান্তর-যাত্রীর আকারে, প্রতি বছর ইংল্যাণ্ড থেকে রফ্‌তানি হয়। মূল-পাঠে কিন্তু দেশান্তর-যাত্রীদের—যাদের বেশির ভাগই শ্রমিক নয়—কোনো সম্পত্তির প্রশ্ন নেই। কৃষি-মালিকদের পুত্ররাই তাদের সংখ্যাগুরু অংশ। বিদেশে বাৎসরিক রফ্‌তানিকৃত, সুদের বিনিময়ে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন বাৎসরিক সঞ্চয়নের যত অনুপাত, তা বাৎসরিক দেশান্তর-যাত্রীরা বাৎসরিক জনসংখ্যা-বৃদ্ধির যত অনুপাত তার তুলনায় বৃহত্তর।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

॥ ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। মূলধনের গঠন অপরিবর্তিত থেকে, সঞ্চয়নের সহগামী শ্রম-শক্তির জন্য বর্ধিত চাহিদা ।।

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব শ্রমিক শ্রেণীর ভাগ্যের উপরে মূলধনের বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রভাব। এই আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মূলধনের গঠন এবং সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় যেসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই গঠন অতিক্রান্ত হয়, সেই পরিবর্তনসমূহ।

মূলধনের গঠনকে বুঝতে হবে দ্বিবিধ অর্থে। মূল্যের দিক থেকে, তা নির্ধারিত হয় যে-অনুপাতে তা বিভক্ত হয় স্থির মূলধন বা উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্য এবং অস্থির মূলধন বা শ্রম-শক্তির মূল্য তথা মোট মজুরির মধ্যে, সেই অনুপাতের দ্বারা। বস্তুগত দিক থেকে তা যখন কাজ করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়, সমস্ত মূলধন তখন বিভক্ত থাকে উৎপাদনের উপায়ে এবং জীবন্ত শ্রম-শক্তিতে। এই পরবর্তী গঠনটি নির্ধারিত হয় এক দিকে নিয়োজিত উৎপাদন-উপায়সমূহের পরিমাণ এবং, অন্য দিকে সেগুলির নিয়োজনের জন্য আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের মধ্যেকার' সম্পর্কের দ্বারা। প্রথমটিকে আমি অভিহিত করি 'মূল্যগত গঠন' বলে, এবং দ্বিতীয়টিকে 'প্রযুক্তিগত গঠন' বলে। দুটির মধ্যে আছে একটি গোপন আন্তঃ-সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি প্রকাশ করতে আমি মূলধনের মূল্যগত গঠনকে যেহেতু তা নির্ধারিত হয় তার প্রযুক্তিগত গঠনের দ্বারা এবং প্রতিবিম্বিত করে প্রযুক্তিগত গঠনের বিবিধ পরিবর্তন, সেই হেতু তাকে আমি অভিহিত করি মূলধনের 'আঙ্গিক গঠন' বলে। যখনি আমি আর কোনো বর্ণনা ছাড়া মূলধনের গঠনের কথা উল্লেখ করব, তখনি ধরে নিতে হবে যে, আমি তার আঙ্গিক গঠনের কথাই বলছি।

একটি বিশেষ শিল্প-শাখায় বিনিয়োজিত অনেক আলাদা আলাদা মূলধনের পরস্পর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গঠন থাকে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন গঠনের গড় থেকে পাওয়া যায় সেই শিল্প-শাখায় বিনিয়োজিত মোট মূলধনের গঠন। সর্বশেষে, উৎপাদনের সমস্ত শাখার

গড়গুলির গড় থেকে আবার পাওয়া যায় একটি দেশের মোট সামাজিক মূলধনের গঠন এবং, শেষ পর্যন্ত, একমাত্র এই বিষয়টি নিয়েই আমাদের নিম্নলিখিত অনুসন্ধান।

মূলধনের বৃদ্ধি মানে তার অস্থির উপাদানেরও অর্থাৎ শ্রম-শক্তিতে বিনিয়োজিত অংশটিরও বৃদ্ধি। অতিরিক্ত মূলধনে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশকে অবশ্যই সব সময়ে অস্থির মূলধনে কিংবা অতিরিক্ত শ্রম-ভাণ্ডারে পুনঃরূপান্তরিত হতে হবে। আমরা যদি ধরে নিই যে, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, মূলধনের গঠনও অপরিবর্তিত থাকে (যার মানে এই যে, উৎপাদনের উপায়-উপকরণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে গতিশীল করার জন্য সব সময়ে একই পরিমাণ শ্রম-শক্তি আবশ্যক হয়), তা হলে, মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম ও শ্রমিকদের জন্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী-ভাণ্ডারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে এবং মূলধন তত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু মূলধন বাৎসরিক একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, যার একটা অংশ বাৎসরিক প্রারম্ভিক মূলধনের সঙ্গে সংযোজিত হয়; যেহেতু আগে থেকে কর্মরত মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই সংযোজিত অংশ নিজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সর্বশেষে, যেহেতু, নোতুন নোতুন অভাবের উদ্ভব হবার দরুন নোতুন নোতুন বাজার, কিংবা মূলধন বিনিয়োগের নোতুন নোতুন ক্ষেত্র খুলে যাবার মত ঐশ্বর্য সংগ্রহের নোতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবার দরুন, মূলধনে ও আয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভাজনে কেবলমাত্র একটি পরিবর্তন ঘটিয়েই, সঞ্চয়নের আয়তনকে অকস্মাৎ বৃদ্ধি করা যায়, সেই হেতু মূলধন সঞ্চয়ের প্রয়োজনগুলি শ্রম-শক্তির বা শ্রম-সংখ্যার বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে; শ্রমিকের চাহিদা শ্রমিকের সরবরাহ ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং, স্বভাবতই, মজুরি বেড়ে যেতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে, উপরে যে-অবস্থাগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে সেগুলি যদি চলতে থাকে, তা হলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত তাই দাঁড়াবে। কারণ যেহেতু প্রতি বছরই তার আগেকার বছর থেকে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হয়, সেই হেতু, আগে হোক পরে হোক, এমন একটা সময় আসবে, যখন সঞ্চয়নের প্রয়োজন শ্রমের চলতি সরবরাহকে ছাড়িয়ে যাবে এবং তার ফলে মজুরি বৃদ্ধি পাবে। এই ব্যাপার ইংল্যাণ্ডে গোটা পঞ্চদশ শতক এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম অর্ধাংশ জুড়ে একটা বিলাপ শোনা যেত। যে মোটামুটি অনুকূল অবস্থায় মজুরি-শ্রমিক-শ্রেণী নিজের ভরণপোষণ ও সংখ্যাবর্ধন করে, তা কোনক্রমেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌল চরিত্রে পরিবর্তন ঘটায় না। যেমন সরল পুনরুৎপাদন নিরন্তর স্বয়ং মূলধন-সম্পর্কটিকেই, অর্থাৎ একদিকে ধনিক এবং অন্যদিকে মজুরি-শ্রমিকের মধ্যেকার সম্পর্কটিকেই, পুনরুৎপাদিত করে, তেমন ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপাদনও অর্থাৎ সঞ্চয়নও, ক্রমবর্ধমান হারে মূলধন-সম্পর্কটিকে পুনরুৎপাদিত করে—এই প্রান্তে বিপুলতর সংখ্যক বা বৃহত্তর ধনিক অন্য প্রান্তে বিপুলতর সংখ্যক শ্রমিক। একটি বিশেষ পরিমাণ শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদন, যা অবশ্যই নিজেকে মূলধনের সঙ্গে সংবদ্ধ করবে ঐ মূলধনটিরই আত্ম-প্রসারণের জন্য, যা মূলধন থেকে মুক্তি পেতে পারে না এবং মূলধনের কাছে যার ক্রীতদাসত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে, যাদের কাছে সে আত্ম-বিক্রয় করে, কেবল সেই ব্যক্তিগত

ধনিকদের বিভিন্নতার দ্বারা, শ্রম-শক্তির এই পুনরুৎপাদন আসলে কিন্তু স্বয়ং মূলধনেরই পুনরুৎপাদনের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান রচনা করে। অতএব, মূলধনের সঞ্চয়ন মানেই হল সর্বহারা-শ্রেণীর ('প্রোলেটারিয়েট'-এর) আয়তন বৃদ্ধি।'

চিরায়ত অর্থতত্ত্ব এই ঘটনাটিকে এমন সর্বাঙ্গীণ ভাবে ধরতে পেরেছিল যে, অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রমুখ অর্থতাত্ত্বিকেরা, যে-কথা আমরা আগেই বলেছি, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সামগ্রীর সমগ্র মূলধনীকৃত অংশটিকেও উৎপাদনশীল শ্রমিকের পরিভোগের সঙ্গে, কিংবা অতিরিক্ত শ্রমিকসংখ্যায় তার রূপান্তরণের সঙ্গে ভুল ভাবে একাকার করে ফেলেছিলেন। সেই ১৬৯৬ সালেই জন বেলার্স বলেন, কারো যদি ১,০০০ একর জমি এবং তত হাজার পাউণ্ড টাকা থাকে এবং তত হাজার গবাদি পশু থাকে, কিন্তু কোনো শ্রমিক না থাকে, তা হলে সেই ধনী ব্যক্তিটি শ্রমিক না হয়ে আর কি হবে? এবং যেহেতু শ্রমিকেরাই লোকদের ধনী করে, সেই হেতু শ্রমিকের সংখ্যা যত বেশি হবে, ধনীর সংখ্যাও তত বাড়বে গরিবদের শ্রমই হল ধনিকদের ধনের খনি।"[২] অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বার্ণার্দ দ্য মাঁদেভিল-ও একই রকম কথা বলেছিলেন, "যেখানে সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চয়ীকৃত, সেখানে গরিব-ছাড়া বাস করার তুলনায় টাকা-ছাড়া বাস করা সহজতর; কেননা, কাজ করবে কে? যেহেতু গরিবদের অনশন থেকে বাঁচাতে হবে, সেহেতু সঞ্চয় করার মত তারা কিছু পাবে না। যদি এখানে সেখানে সবচেয়ে নীচ শ্রেণীর কোন কেউ অসাধারণ পরিশ্রমের জোরে এবং আধ-পেটা খেয়ে, সে যে-অবস্থার মধ্যে বড়

১. কার্লমার্কস: "A egalite d'oppression des masses, plus un pas a de proletaires et plus il est riche." (Colins, "L'Economie Politique. Source des Revolutions et des Utopies pretendues Socialistes." Paris, 1857, t. III., p. 331.) আমাদের 'প্রোলেতারিয়ান' ('সর্বহারা') অর্থ নৈতিক দিক থেকে মজুরি-শ্রমিক ছাড়া আর কেউ নয়, যে মূলধন উৎপাদনও বৃদ্ধি করে এবং যে-মুহূর্তে, পেজুয়র যার নাম দিয়েছেন 'মঁশিয়ে ক্যাপিট্যাল' ('মাননীয় মূলধন'), তার আত্মসম্প্রসারণের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তে যাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। 'আদিম অরণ্যের কৃশকায় সর্বহারা' হল রশ্চারের একটি সুন্দর কল্পনা। আদিম বনচারী হল আদিম বনের মালিক, এবং ওরাং-ওটাং-এর মত স্বাধীনতা নিয়ে সে বনকে ব্যবহার করে তার সম্পত্তি হিসাবে। সুতরাং, সে মোটেই 'সর্বহারা' নয়। যদি ঘটনাটা এমন হত যে সে আদিম বনকে শোষণ করছে না, বরং বনই তাকে শোষণ করছে, কেবল তখনি সে 'সর্বহারা' হত। তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলা যায় যে, এমন একজন লোক যে কেবল তুলনায় আধুনিক সর্বহারার চেয়ে ভাল হবে, তাই নয়, 'সিফিলিস' ('উপদংশ') ও 'স্ক্রফুলা' ('গণ্ডমালা') ব্যাধিগ্রস্ত উচ্চতর শ্রেণীগুলির চেয়েও ভালই হবে।

২ জন বেলার্স: 'প্রপোজাল্‌স ফর রেইজিং এ কলেজ অব ইণ্ডাস্ট্রী অব অল ইউজফুল ট্রেডস্ অ্যাণ্ড হাজব্যাণ্ড্রী, লণ্ডন', ১৬৯৬, পৃঃ ২।

হয়েছে, সেই অবস্থা থেকে উপরে উঠে আসতে পারে, তা হলে তাকে কারো বাধা দেওয়া হবে না ; বরং সমাজে প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে, প্রত্যেকটি পরিবারের পক্ষে মিতাহারী হওয়াটাই হল সবচেয়ে বিচক্ষণ পন্থা ; কিন্তু সমস্ত ধনী জাতিগুলিরই স্বার্থ এই যে, গরিবদের বিপুলতম অংশ যেন প্রায় কোন সময়েই অলস হয়ে পড়ে না থাকে, এবং যা তারা পায় তাই তারা অনবরত খরচ করে দেয়।···যারা তাদের দৈনিক শ্রমের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করে,·· অভাবের তাড়না ছাড়া যাদের কাজে প্রবৃত্ত করার মত আর কিছু নেই, তাদের অভিসম্পাত না করে, তাদের অভাবের উপশমে সাহায্য করাই সুবিবেচনার কাজ ; না করাটা হবে নির্বুদ্ধিতা, একমাত্র যে-জিনিসটি শ্রমিককে পরিশ্রমী করে তুলতে পারে, তা হল এমন-পরিমাণ টাকা, যা খুব কমও নয়, আবার খুব বেশিও নয়, কেননা প্রথম ক্ষেত্রে, তার মেজাজ অনুযায়ী সে হয়ে পড়বে নিরুদ্যম বা বে-পরোয়া, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে হয়ে উঠবে উদ্ধত বা আলস্য-পরায়ণ · যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, একটা মুক্তজাতিতে—যেখানে ক্রীতদাস-প্রথা অবৈধ, সেখানে—শ্রমশীল গরিব জনসংখ্যার বাহুল্যই হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সম্পদ ; কেননা, তারা কেবল নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর লালনাগারই নয়, তাদের ছাড়া কোনো ভোগ-বিলাসই সম্ভব নয়, এবং কোনো দেশের কোনো উৎপন্ন সামগ্রীই হতে পারে না মূল্যবান। "সমাজকে (অর্থাৎ অ-শ্রমিক জনসংখ্যাকে) সুখী করার জন্য এবং সবচেয়ে হীন অবস্থার মধ্যেও সাধারণের জীবনকে সুসহ করার জন্য, এটা জরুরি যে তাদের বেশির ভাগই হয় অজ্ঞ ও দরিদ্র ; জ্ঞান আমাদের অভাব-বোধের বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য সাধন করে এবং মানুষের লিপ্সা যত কম থাকে তত সহজে তা মেটানো সম্ভব হয়।"[১] মঁাদেভিল একজন সৎ ও পরিচ্ছন্ন-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ; কিন্তু তিনি যেটা দেখতে পাননি, সেটা এই যে, সঞ্চয়নের যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি নিজেই যেমন মূলধনের বৃদ্ধি ঘটায়, তেমন আবার "শ্রমশীল গরিব জনসংখ্যার"-ও বৃদ্ধি ঘটায়—অর্থাৎ বৃদ্ধি ঘটায় তাদের সংখ্যার, যারা তাদের শ্রম-শক্তিকে পরিণত করে ক্রম-বর্ধিষ্ণু মূলধনের আত্ম-প্রসারণের একটি ক্রম-বর্ধমান শক্তিতে, এবং তা করার পরেও, ধনিকের ব্যক্তিরূপে রূপায়িত তাদের নিজেদেরই উৎপন্ন ফলের উপরে, নিজেদের নির্ভরতার সম্পর্ককে বাধ্য হয় চিরস্থায়ী করতে। এই নির্ভরতার সম্পর্ক প্রসঙ্গে, স্যার এফ· এম· ইডেন তাঁর "গরিবদের অবস্থা, ইংল্যাণ্ডে শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে বলেন, "আমাদের মৃত্তিকার প্রাকৃতিক ফসল নিশ্চয়ই আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয় ; পূর্ববর্তী কিছু শ্রমের অবদান ছাড়া আমরা

১· বার্নার্দ দ্য মঁাদেভিল : 'মৌমাছির উপাখ্যান', পঞ্চম সংস্করণ, লণ্ডন ১৭২৮। মন্তব্য : পৃঃ ২১২, ২১৩, ৩২৮। "পরিমিত জীবনযাত্রা এবং নিরন্তর কর্ম-ব্যস্ততাই হল গরিবদের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ সুখের" (যার দ্বারা তিনি সম্ভবতঃ বোঝাতে চান দীর্ঘ কর্ম-দিবস এবং জীবন-ধারণের সামান্য উপকরণ) এবং রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও শক্তির (অর্থাৎ জমিদার, ধনিক এবং তাদের রাজনৈতিক মাতব্বর ও আড়কাঠিদের) সরাসরি পথ। ('অ্যান এসে অন ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স', লণ্ডন, ১৭৭০, পৃঃ ৫৪)।

না পারি আমাদের পরিধেয় ও আবাসনের ব্যবস্থা করতে, না পারি খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান করতে। সমাজের অন্ততঃ একটি অংশকে কাজ করতে হবে অবিশ্রান্ত ভাবে।…… অন্যান্যরাও আছে, 'যারা খাটুনিও খাটেনা, সুতোও কাটে না', অথচ নিয়ন্ত্রণ করে শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীসম্ভারকে, যারা অব্যাহতি ভোগ করে কেবলমাত্র সভ্যতা ও শৃংখলার প্রাসাদে।… রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের তারা বিশেষ জাতীয় সৃষ্টি[১], যে-সংস্থাগুলি স্বীকার করে নিয়েছে যে, শ্রম না করেও অন্যান্য নানা উপায়ে ব্যক্তি পারে সম্পত্তি অর্জন করতে।… স্বতন্ত্র ঐশ্বর্যের অধিকারী ব্যক্তিরা কোনক্রমেই তাদের উন্নততর ক্ষমতার বলে উন্নততর সুযোগ-সুবিধার অধিকার ভোগ করে না, তারা তা ভোগ করে প্রায় সমগ্র-ভাবেই অপরের পরিশ্রমের ফলে। সমাজের শ্রমজীবী অংশ থেকে ঐশ্বর্যবান ব্যক্তিদের যা বিশিষ্টতা দান করে, তা জমি কিংবা টাকার উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ নয়, তা হল শ্রমের উপরে নিয়ন্ত্রণ। (ইডেনের অনুমোদিত) এই পরিকল্পনা, তাদের জন্য যারা… কাজ করে, তাদের উপরে সম্পত্তিবান লোকদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্পণ করবে এবং, সেই সঙ্গে, তা শ্রমিকদের এক নিতান্ত হীন ও দাস-সুলভ অবস্থায় অধঃপাতিত না করে, তাদের স্থাপন করবে এমন এক সহজ ও উদার নির্ভরতার অবস্থানে, যাকে মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে ও মানব-ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত সমস্ত মানুষই শ্রমিকদের নিজেদের আরামের জন্য আবশ্যক বলে স্বীকার করবেন।"[২] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে, স্যার এফ· এম· ইডেন-ই হচ্ছেন অষ্টাদশ শতকে অ্যাডাম স্মিথের একমাত্র শিষ্য যিনি কিঞ্চিৎ গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩]

১· ইডেন-এর জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, তা হলে 'রাষ্ট্রীয় সংস্থানগুলি' কার সৃষ্টি? আইন সম্পর্কে এই মোহের দরুন, তিনি আইনকে উৎপাদনের বাস্তব সম্পর্ক-সমূহের ফল বলে গণ্য না করে, উল্টো বাস্তব সম্পর্কসমূহকেই আইনের ফল বলে গণ্য করেন। মঁতাস্কুর বিভ্রমমূলক 'আইনের মর্মবস্তু'-কে লিগুয়েৎ এক কথায় 'আইনের মর্মবস্তু তথা সম্পত্তি-সম্পর্ক' বলে উড়িয়ে দেন। "Esprit des lois" with one word : "L'esprit des lois, c'est la propriete."

২· ইডেন, ঐ, প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১, ২ এবং পূর্বাভাষ পৃঃ ২০।

৩ পাঠক যদি ম্যালথাসের কথা তোলেন, যাঁর 'এসে অন পপুলেশন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৮ সালে, তা হলে আমি বলব যে এই পুস্তিকাটি তার প্রথম আকারে ডি ফো, স্যার জেমস স্টুয়ার্ট, টাউনসেণ্ড, ফ্র্যাংকলিন, ওয়ালেস প্রমুখের কাছ থেকে ইস্কুলের বালকের মত, ভাসা-ভাসা চৌর্যবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়; তাতে এমন একটা কথাও নেই যা তাঁর নিজের মাথা থেকে বেরিয়েছে। এই পুস্তিকাটি যে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তা স্রেফ দলীয় স্বার্থের কারণে। ফরাসী বিপ্লব যুক্তরাজ্যে পেয়েছিল আবেগো-দ্দীপ্ত সমর্থকবৃন্দ; "জনসংখ্যার নীতিটি," যা অষ্টাদশ শতকে আস্তে আস্তে বিকাশ লাভ করে এবং পরে এক প্রচণ্ড সামাজিক সংকটের মধ্যে ঢাক-ঢোল সহকারে প্রচারিত

এই পর্যন্ত সঞ্চয়নের যে-অবস্থাবলী ধরে নেওয়া হয়েছে, যেগুলি শ্রমিকদের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল, তাতে মূলধনের উপরে তাদের নির্ভরতা একটি সহনীয় আকার, বা ইডেন-এর ভাষায়, একটি "সহজ ও উদার" আকার ধারণ করে। মূলধনের অগ্রগতির সঙ্গে অধিক নিবিড়তর না হয়ে, এই নির্ভরতার সম্পর্ক হয় অধিক ব্যাপকতর, অর্থাৎ, নিজের আয়তন ও প্রজাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মূলধনের শোষণ ও শাসনের সীমানা

হয়, কঁদরসেত-এর শিক্ষার অভ্রান্ত প্রতিষেধক হিসাবে, তাকেই ইংরেজ অভিজাত-চক্র সোল্লাসে অভিনন্দিত করল মানবিক অগ্রগতির প্রতি সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মহান ধ্বংসকর্তা বলে। নিজের সাফল্যে বিপুল বিস্ময়ে ম্যালথাস তাঁর বইয়ে ঠাসতে লাগলেন ভাসাভাসা ভাবে জড় করা মালমশলা এবং নোতুন নোতুন সামগ্রী, যার কিছুই তাঁর আবিষ্কৃত নয়, সবটাই আত্মীকৃত। আরো লক্ষণীয় যে, যদিও ম্যালথাস ছিলেন 'ইংলিশ স্টেট চার্চ'-এর একজন যাজক, তিনি গ্রহণ করেছিলেন কৌমার্য-ব্রতের সন্ন্যাসীসুলভ সংকল্প—প্রোটেস্ট্যাণ্ট কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির 'ফেলোশিপ' অর্জনের অন্যতম শর্ত: "Socios collegiorum maritos esse non permittimus, sed statim postquam quis uxorem duxerit socius collegii desinat esse." (রিপোর্টস অব কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি কমিশন," পৃঃ ১৭২। এই ঘটনা অন্যান্য প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজকদের তুলনায় ম্যালথাসকে অনুকূল বিশিষ্টতা দান করে; বাকি প্রোটেস্ট্যাণ্টরা যাজকত্বের কৌমার্যব্রত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গ্রহণ করেছে "ফলবান হও এবং বংশ বৃদ্ধি কর"—বাইবেল-ব্যবস্থিত এই ব্রতটিকে এমন এক মাত্রায় যে, একদিকে যখন তারা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করছে "জনসংখ্যার নীতি", অন্যদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে নিজেরা অবদান রাখছে সত্য সত্যই অস্বাভাবিক মাত্রায়। এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, মানুষের অর্থ নৈতিক পতন, আদমের সেই আপেল, সেই সুতীব্র ক্ষুধা, "সেইসব নিয়ন্ত্রণ যা কামদেবতার শরগুলিকে ভোঁতা করে দেয়"—যে-ভাবে যাজক টাউনসেণ্ড পরিহাসভরে কথাটা রেখেছেন—এই সকুণ্ঠ প্রশ্নটিকে 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট থিয়োলজি'র বিশেষ করে, 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ'-এর 'রেভারেণ্ড' মহোদয়েরা অতীতেও নিজস্ব একচেটিয়া ব্যাপার করে রেখেছিলেন, এখনো রেখেছেন। ভেনিসের 'মংক' (সন্ন্যাসী) অর্টেস, যিনি ছিলেন একজন মৌল ও বুদ্ধিমান লেখক, তিনি ছাড়া অধিকাংশ জনসংখ্যা-নীতিবিষয়ক শিক্ষকেরাই ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজক। যেমন, ব্রুকনার, "Theorie du systeme animal," Leyde, 1767, যাতে আধুনিক জনসংখ্যা-তত্ত্বের সব কিছু নিঃশেষে আলোচিত হয়েছে এবং যাতে ক্যেনে এবং তাঁর শিষ্য, বড় মিরাবোর মধ্যে প্রসঙ্গ-ক্রমিক বিরোধ একই বিষয় সম্পর্কে বিবিধ ভাবনা যুগিয়েছে, তারপরে যাজক ওয়ালেস, যাজক টাউনসেণ্ড, যাজক ম্যালথাস এবং তাঁর শিষ্য যাজক টমাস চ্যামার্স এবং আরো একগাদা কলম-চালক। গোড়ার দিকে, রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব অধ্যয়ন করতেন হবস, লক, হিউম-এর মত দার্শনিকেরা, টমাস মোর, টেম্পল্, সাল্লি, ডি উইট, নর্থল, ভ্যাণ্ডেরলিণ্ট, ক্যান্টিলন,

আরো বিস্তার লাভ করে। তাদের নিজেদের উৎপন্ন সামগ্রীর একটি বৃহত্তর অংশ, সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও নিরন্তর অতিরিক্ত মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে, তাদের কাছেই ফিরে আসে পাওনা-পরিশোধের উপায়ের আকারে, যাতে করে তারা পারে তাদের ভোগের পরিধির প্রসার সাধন করতে, তাদের পোষাক-আশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদির পরিভোগ-ভাণ্ডারে কিছু সংযোজন করতে এবং তার পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরক্ষিত-অর্থভাণ্ডার ('রিজার্ভ মানি-ফাণ্ড') গড়ে তুলতে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল খাওয়া,

ফ্যাংকলিন-এর মত ব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রনীতিবিদেরা, এবং বিশেষ ভাবে বিশেষ সাফল্য সহকারে পেটি, কার্বন, ম্যাণ্ডেভিল, ক্যেনের মত চিকিৎসাবিদেরা। এমনকি ১৮ দশকের মাঝামাঝিও রেভারেণ্ড মিঃ টাকার, তাঁর কালের একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, কুবেরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, এবং, সত্যি কথা বলতে কি, এই "জনসংখ্যা নীতি"-র সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠল প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজকদের মঞ্চে প্রবেশের। পেটি, যিনি জনসংখ্যাকে গণ্য করতেন সম্পদের উৎস হিসাবে এবং ছিলেন, অ্যাডাম স্মিথের মতই, যাজকদের শত্রু, বলেন— যেন তিনি আগেভাগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন তাদের তালগোল-পাকানো নাক-গলানোর—"ধর্মের সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠা তখনি ঘটে, যখন পুরোহিতরা হন সর্বাপেক্ষা অনুতপ্ত, যেমন আগে বলা হত আইনের ক্ষেত্রে : আইনের সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠা তখনি ঘটে, যখন আইনজীবীদের করণীয় কাজ থাকে সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম।" তিনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট পুরোহিতদের উপদেশ দেন, যদি তাঁরা চিরকালের জন্য অ্যাপস্টল পলকে অনুসরণ না করেন এবং কৌমার্যব্রত পালন করে অনুতাপ প্রকাশ না করেন তবে যেন তাঁরা আজকের দিনে যাজক-পদগুলিতে যতসংখ্যক যাজক নিযুক্ত রয়েছেন, তার চেয়ে "বেশি-সংখ্যক যাজকের জন্ম না দেন, অর্থাৎ আজ যদি ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এ বারো হাজার যাজক থাকেন, তা হলে তাঁরা যেন ২৪,০০০ যাজকের জন্ম না দেন, কেননা তা হলে যে বারো হাজার জন কোনো পদ পাবে না তারা জীবিকা সন্ধানের চেষ্টা করবে, যা করতে গিয়ে তারা জনগণকে না বুঝিয়ে পারবে না যে এই বারো হাজার গলগ্রহ তাদের আত্মাকে বিষাক্ত করছে বা উপবাসী রাখছে এবং তাদের স্বর্গের পথে ভুল দিক নির্দেশ করছে।" (পেটি, "এ ট্রিটিজ অব ট্যাক্সেস অ্যাণ্ড কন্ট্রিবিউশন", লণ্ডন ১৬৬৭, পৃঃ ৫৭)। প্রোটেস্ট্যাণ্ট পুরোহিত-তন্ত্রের প্রতি অ্যাডাম স্মিথের কি মনোভাব ছিল, তা নিচের ব্যাপার থেকে বোঝা যায়। "এ লেটার টু এ স্মিথ এল. এল. ডি. অন দি লাইফ, ডেথ অ্যাণ্ড ফিলজফি অব হিজ ফ্রেণ্ড, ডেভিড হিউম। ব্যই ওয়ান অব দি পিপল কল্ড ক্রিশ্চিয়ানস" ৪র্থ সংস্করণ অক্সফোর্ড ১৭৮৩ (খ্রীষ্টান নামে অভিহিত জনসংখ্যার মধ্যে একজনের দ্বারা অ্যাডাম স্মিথকে লিখিত একটি পত্র··ডেভিড হিউমের জীবন ও মৃত্যু প্রসঙ্গে") নামক লেখাটিতে নরুইচের বিশপ ডঃ হর্ণ অ্যাডাম স্মিথকে ভৎর্সনা করেন, কেননা মিঃ স্ট্রাহান-এর কাছে লেখা এক প্রকাশিত পত্রে তিনি তাঁর বন্ধু

পরা ও ব্যবহার এবং অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেমন ক্রীতদাসের শোষণের সামান্যই অবলুপ্তি ঘটাতে পারে, ঠিক তেমনি সেগুলি মজুরি-শ্রমিকের শোষণেরও সামান্যই অপনয়ন ঘটাতে পারে। মূলধনের সঞ্চয়নের ফলে শ্রমের দাম বৃদ্ধি পাবার মানে, বাস্তবিক পক্ষে, কেবল এই যে, শ্রমিক নিজের জন্য যে সোনার শিকল তৈরি করেছে, তার দৈর্ঘ্য ও ওজন-জনিত চাপের কিছুটা উপশম। এই বিষয়টি সম্পর্কে যেসব তর্কবিতর্ক চলেছে, তাতে প্রধান যে জিনিসটি সাধারণ ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে, সেটি হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের 'নিজস্ব পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য' (differentia

ডেভিড হিউমকে সুবাসিত করেছেন," কেননা তিনি বিশ্বকে বলেছেন কেমন করে "হিউম তাঁর মৃত্যুশয্যায় লুসিয়ান এবং হুইস্টকে নিয়ে মজা করতেন," এমনকি হিউম সম্পর্কে তিনি একথা লেখার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন, "তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখনো এবং তিনি মারা যাবার পরে আমি তাঁকে সব সময়েই মান্য করেছি একজন পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাবান ও ধর্মাত্মা ব্যক্তির আদর্শের সমীপবর্তী বলে।" বিশপ রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করেন, "স্যার, যে-ব্যক্তি '**ধর্ম**' বলতে যা কিছু বোঝায়, তার সবকিছুর বিরুদ্ধেই পোষণ করেন অনারোগ্য বিরাগ, তাঁর চরিত্র ও আচরণকে 'পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাবান ও ধর্মাত্মা' বলে বর্ণনা করা কি আপনার পক্ষে শোভন হয়েছে?' 'কিন্তু সত্য-প্রেমিকদের নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। নাস্তিকতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।' (তাঁর 'নৈতিক বোধের তত্ত্ব' দিয়ে 'সমগ্র দেশে নাস্তিকতা প্রচারের অমার্জনীয় দুর্মতি' অ্যাডাম স্মিথের হয়েছে। (পৃঃ ১৭) 'মোটের উপর, ডক্টর, আপনার বক্তব্যটা ভালই; কিন্তু আমার ধারণা, এবারে আপনি সফল হবেন না। ডেভিড হিউমের দৃষ্টান্ত দিয়ে আপনি আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে, নাস্তিকতাই অবসাদগ্রস্ত আত্মাদের একমাত্র সঞ্জীবনী এবং মৃত্যুভয়ের যথার্থ প্রতিষেধক। আপনি ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারেন এবং লোহিত সাগরে নিক্ষিপ্ত সুকঠিন ফারাওকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন।' (ঐ, পৃঃ ২১, ২২)। অ্যাডাম স্মিথের একজন কলেজের বন্ধু, একজন সনাতনপন্থী ব্যক্তি, তাঁর মৃত্যুর পরে লেখেন, 'হিউমের প্রতি তাঁর সৎ-পাত্রে ন্যস্ত ভালবাসা তাঁর খ্রীষ্টান হবার পথে বাধা দেয়। সৎ লোকদের তিনি পছন্দ করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে যখন দেখা হত, তাঁরা যাই বলতেন, তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি যদি সুযোগ্য সুকৌশলী হরক্স-এর বন্ধু হতেন, তিনি হয়তো বিশ্বাস করতেন যে, মেঘ না থাকলেও চাঁদ মাঝে মাঝে নির্মল আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজনৈতিক ধ্যানধারণার দিক থেকে তিনি ছিলেন 'রিপ্লাবিকানিজম'-এর সমর্থক।' ('দি বী', জেমস এণ্ডার্সন, ১৮ খণ্ড, তৃতীয় খণ্ডে, পৃঃ ১৬৬, ১৬৫, এডিনবরা, ১৭৯১-৯৩)। যাজক টমাস চ্যামার্স সন্দেহ করেন, ঈশ্বরের আঙুর-বাগানে তাদের পূত-পবিত্র কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অ্যাডাম স্মিথ হয়ত একমাত্র প্রোটেস্ট্যান্ট যাজকদের বোঝাবার জন্যই 'অনুৎপাদক শ্রমিক' অভিধাটি উদ্ভাবন করেছেন।

specifica')। শ্রম-শক্তি আজ বিক্রয় হয় তার সেবা বা উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা ক্রেতার ব্যক্তিগত অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে নয়। তার উদ্দেশ্য হল তার মূলধনের বৃদ্ধিসাধন, সে যতটা শ্রমের মূল্য দিয়েছে তার চেয়ে বেশি মূল্য ধারণ করে অর্থাৎ যার জন্য তার কিছু মূল্য দিতে হয়নি এমন কিছু শ্রম ধারণ করে—এমন পণ্য-সম্ভার উৎপাদন ; অথচ যখন সে ঐ পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে, তখন ঐ মূল্যকে সে নগদে রূপায়িত করে নেয়। এই উৎপাদন-পদ্ধতির সার্বভৌম নিয়ম হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন। শ্রম-শক্তি যে-মাত্রায় উৎপাদনের উপায়-উপকরণকে তাদের মূলধনের ভূমিকায় সংরক্ষিত করে, তার নিজের মূল্যকে মূলধন হিসাবে পুনরুৎপাদিত করে এবং মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের আকারে অতিরিক্ত মূলধনের একটি উৎসের সংস্থান করে, সেই মাত্রায়ই তা বিক্রয়যোগ্য হয়।[১] অতএব শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের শর্তাবলী শ্রমিকের পক্ষে, বেশি বা কম অনুকূল হোক, সেই শর্তাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তার নিরন্তর পুনঃবিক্রয়ের এবং মূলধনের আকারে সমস্ত সম্পদের সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের আবশ্যিকতা। আমরা আগেই দেখেছি, স্বভাবগতভাবে মজুরি সর্বদাই সূচিত করে শ্রমিক কর্তৃক কিছু পরিমাণ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম-সম্পাদান। মোটের উপরে, শ্রমের দাম হ্রাস পাবার সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি ঘটনা-নির্বিশেষে, এই ধরনের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি বড় জোর বোঝায় যে, মজুরকে যে-পরিমাণ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম দিতে হবে, তা হ্রাস পেয়েছে। মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের এই হ্রাসপ্রাপ্তি কখনো এমন এক মাত্রায় পৌছাতে পারে না, যা গোটা ব্যবস্থাটাকেই বিপন্ন করে। মজুরির হার নিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ছাড়া, (এবং অ্যাডাম স্মিথ আগেই দেখিয়েছেন, এই ধরনের সংঘর্ষে, গোটাগুটি ভাবে দেখলে, মালিক সব সময়েই মালিক) মূলধনের সঞ্চয়নের ফল হিসাবে শ্রমের দামে কোন বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ঘটনা সূচনা করে নিম্নলিখিত বিকল্পটি :

হয়, শ্রমের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে, কারণ এই বৃদ্ধি সঞ্চয়নের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে না। এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনক কিছু নেই, কেননা, যে কথা অ্যাডাম স্মিথ বলেন, "এইগুলি (মুনাফাগুলি) হ্রাস পাবার পরে, 'স্টক' কেবল বৃদ্ধি পেতেই পারে না, বৃদ্ধি পেতে পারে পূর্বের তুলনায় দ্রুততর হারে।……বৃহৎ মুনাফা সহ ক্ষুদ্র স্টকের তুলনায় ক্ষুদ্র মুনাফা সহ বৃহৎ স্টক দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায়" (ঐ, পৃঃ ১৮৯)। এ

১. "যাই হোক, কর্মী এবং শ্রমিক উভয়েরই নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমা সেই একই : তাদের পরিশ্রমের ফল থেকে নিয়োগকর্তার একটা মুনাফা অর্জনের সম্ভাব্যতা। যদি মজুরির হার এমন হয় যাতে মনিবের লাভ মূলধনের গড় মুনাফার চেয়ে কমে যায়, তা হলে সে নিয়োগ করা বন্ধ করে দেবে, কিংবা কেবল এই শর্তে নিয়োগ করবে যে তারা মজুরি-হ্রাসে রাজি থাকবে।" (জন ওয়েড, 'হিস্টরি অব দি মিডল অ্যাণ্ড ওয়ার্কিং ক্লাসেস', ইত্যাদি, তৃতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৩৫, পৃঃ ২৪১)।

ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে, মজুরি-বঞ্চিত শ্রম হ্রাস পেলে তা কোনক্রমেই মূলধনের রাজ্য-বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। **নয়তো**, অন্য দিকে, শ্রমের দাম বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ন শ্লথ হয়ে যায়, কারণ লাভের প্রেরণা ভোঁতা হয়ে যায়। সঞ্চয়নের হার হ্রাস পায়; কিন্তু তা হ্রাস পাবার সঙ্গে, সেই হ্রাসপ্রাপ্তির প্রাথমিক কারণটি, অর্থাৎ মূলধন এবং শোষণযোগ্য শ্রমের মধ্যেকার অনুপাত-বৈষম্যটি, অন্তর্হিত হয়ে যায়। যে প্রতিবন্ধকগুলিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক প্রণালীটি সাময়িক ভাবে সৃষ্টি করে, সেইগুলিকেই তা আবার অপসারিত করে। শ্রমের দাম আবার মূলধনের আত্মপ্রসারণের প্রয়োজন অনুযায়ী মানে হ্রাস পায়—তা সেই মান মজুরি-বৃদ্ধির আগে যে স্বাভাবিক মান চালু ছিল, তা থেকে কমই হোক, বা তার সমানই হোক, বা তার থেকে বেশিই হোক। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি: প্রথম ক্ষেত্রে, শ্রম শক্তিতে বা শ্রমজীবী জনসংখ্যায় অনাপেক্ষিক বা আনুপাতিক বৃদ্ধির হারে হ্রাস-প্রাপ্তির ফলে মূলধনের বাহুল্য ঘটে না; বরং উল্টো, মূলধনের বাহুল্যের ফলেই শোষণযোগ্য শ্রম-শক্তির অপ্রতুলতা ঘটে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে, শ্রম-শক্তিতে বা শ্রম-জীবী জনসংখ্যায় অনাপেক্ষিক বা আনুপাতিক বৃদ্ধির হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলে মূলধনের অপ্রতুলতা ঘটে না; বরং উল্টো, মূলধনের আপেক্ষিক হ্রাসপ্রাপ্তির ফলেই শোষণযোগ্য শ্রম-শক্তির তথা তার দামের, বাহুল্য ঘটে। মূলধনের সঞ্চয়নের এই অনাপেক্ষিক গতি-ক্রিয়াসমূহই শোষণযোগ্য শ্রম-শক্তির পরিমাণের আপেক্ষিক গতি-ক্রিয়া হিসাবে প্রতিফলিত হয়। গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়: সঞ্চয়নের হার সাপেক্ষ 'পরিবর্ত্য' (variable) নয়, অ-সাপেক্ষ 'পরিবর্ত্য'; মজুরির হার অ-সাপেক্ষ 'পরিবর্ত্য' নয়, সাপেক্ষ 'পরিবর্ত্য'। অতএব, শিল্প-চক্র যখন সংকটের পর্যায়ে; তখন পণদ্রব্যাদির দামে সাধারণ অধোগতি প্রকাশ পায় টাকার মূল্যে ঊর্ধ্বগতির আকারে; আবার সমৃদ্ধির পর্যায়ে পণ্যদ্রব্যাদির দামে সাধারণ ঊর্ধ্বগতি প্রকাশ পায় টাকার মূলে অধোগতির আকারে। এই থেকে তথাকথিত 'কারেন্সি স্কুল' ('মুদ্রা-মতবাদী গোষ্ঠী' এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বেশি দামের সঙ্গে অত্যল্প* এবং কম দামের সঙ্গে অত্যধিক টাকা সঞ্চলনে থাকে। ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সম্পূর্ণ ভুল ধারণার[১] ক্ষেত্রে এঁদের সুযোগ্য জুড়ি হল সেই অর্থতাত্ত্বিকেরা, যাঁরা সঞ্চয়নের উল্লিখিত ব্যাপারগুলিকে ব্যাখ্যা করেন এই বলে যে, মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যা এখন অতিরিক্ত কমে গিয়েছে এবং তখন অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে।

* **এম এস** প্রথম ক্ষেত্রেই বলেন "স্বল্প" এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলেন "অধিক"; যথাযথ ফরাসী অনুবাদ মত সংশোধনী সংযুক্ত হয়েছে—রুশ সংস্করণে ইনষ্টিটিউট অব মার্কসিজম-লেনিনিজম-প্রদত্ত টীকা।

১. কার্ল মার্কস, 'এ কন্ট্রিবিউশন টু পলিটিক্যাল ইকনমি' পৃঃ ১৬৬ ("Zur Kritik der Politischen Oekonomie.")

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মটি, যেটি রয়েছে "জনসংখ্যার প্রাকৃতিক নিয়ম" বলে উপস্থাপিত দাবিটির মূলে, সেটি পর্যবসিত হয় কেবল এই বক্তব্যটিতে: মূলধনে রূপান্তরিত মজুরি-বঞ্চিত শ্রম এবং এই অতিরিক্ত মূলধনকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মজুরি-প্রদত্ত শ্রম—এই দুয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ছাড়া মূলধনের সঞ্চয়ন এবং মজুরির হার—এই দুটির মধ্যে আন্তঃসম্পক অন্য কিছু নয়। সুতরাং তা কোনক্রমেই পরস্পর-নিরপেক্ষ দুটি আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক নয়: একদিকে, মূলধনের আয়তন, অন্যদিকে শ্রমজীবী জনসংখ্যার আয়তন; এবং মূলতঃ তা একই শ্রমজীবী জনসংখ্যার মজুরি-বঞ্চিত এবং মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের মধ্যেকার সম্পর্ক। যদি শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সরবরাহ-কৃত এবং ধনিক শ্রেণী কর্তৃক সঞ্চয়-কৃত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের পরিমাণ এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি লাভ করে যে, তাকে মূলধনে রূপান্তরিত করতে অতিরিক্ত পরিমাণ মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের আবশ্যক হয়, তাহলে, মজুরি বৃদ্ধি পায় এব , বাকি সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, মজুরি-বঞ্চিত শ্রম আনুপাতিক ভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু ..-মুহূর্তে এই হ্রাসপ্রাপ্তি সেই বিন্দুতে উপনীত হয়, যে-বিন্দুতে যে-উদ্‌বৃত্ত-শ্রম মূলধনকে পুষ্ঠ করে তা আর স্বাভাবিক পরিমাণে সরবরাহ হয় না, সেই মুহূর্তে শুরু হয় একটি প্রতিক্রিয়া: আয়ের মূলধনীকৃত অংশ হতে থাকে অল্পতর, সঞ্চয়ন পড়ে থাকে পিছনে এবং মজুরি-বৃদ্ধির গতি-প্রবণতা হয় প্রতিরুদ্ধ। সুতরাং মজুরির বৃদ্ধি সেই মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা কেবল মূলধনের ভিত্তিকেই অটুট রাখে না, সেই সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপাদনকেই নিরাপদ রাখে। ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের নিয়মটি, যাকে অর্থতাত্ত্বিকেরা রূপান্তরিত করেছে তথাকথিত একটি প্রাকৃতিক নিয়মে, তা আসলে যা বলে তা কেবল এই যে, সঞ্চয়নের প্রকৃতিই এমন যে, তা শ্রম-শোষণের মাত্রায় প্রতিটি হ্রাস-প্রাপ্তি এবং শ্রমের দামে প্রতিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্তি যা ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান আয়তনে ক্রমাগত পুনরুৎপাদনের পথে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তাকে নাকচ করে দেয়। যে-ব্যবস্থায় বস্তুগত সম্পদের অস্তিত্ব শ্রমিকের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়, বরং উল্টো, শ্রমিকের অস্তিত্বই হল উপস্থিত মূল্যসম্ভারের আত্ম-প্রসারণের প্রয়োজন পূরণের জন্য, সেই ব্যবস্থায় অন্য কিছু হতে পারে না। যেমন, ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ তার নিজেরই মস্তিষ্কজাত ধ্যান-ধারণার দ্বারা শাসিত হয়, ঠিক তেমনি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় সে শাসিত হয় তার নিজের হাতে তৈরি দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা।[১]

১. "আমরা যদি এখন আমাদের প্রথম অনুসন্ধানটির দিকে ফিরে তাকাই, যেখানে দেখানো হয়েছিল যে স্বয়ং মূলধনই হল মনুষ্য-শ্রমের ফল··· এটা সম্পূর্ণ অবোধ্য বলে মনে হয় যে মানুষ তার নিজেরই সৃষ্টির, তথা মূলধনের, আধিপত্যের অধীনস্থ হতে পারে, তার কাছে বশ্যতা মানতে পারে; এবং যেহেতু বাস্তবে এটা একটা তর্কাতীত ঘটনা, সেহেতু প্রশ্ন ওঠে: কিভাবে শ্রমিক মূলধনের স্রষ্টা হিসাবে তার মালিকের

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ সঞ্চয়ন ও তার সহগামী সংকেন্দ্রীভবনের অগ্রগতির সঙ্গে যুগপৎ মূলধনের অস্থির অংশের আপেক্ষিক হ্রাসপ্রাপ্তি ॥

অর্থতাত্ত্বিকদের নিজেদেরই মত অনুসারে, সামাজিক সম্পদের বাস্তব পরিমাণ বা কর্মরত মূলধনের আয়তন মজুরির বৃদ্ধি ঘটায় না, কিন্তু কেবল সঞ্চয়নের নিরন্তর অগ্রগতি এবং সেই অগ্রগতির দ্রুততার হারই তা ঘটিয়ে থাকে। (অ্যাডাম স্মিথ, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ)। এই পর্যন্ত আমরা কেবল এই প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ পর্যায় সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি—যে-পর্যায়টিতে মূলধনের বৃদ্ধি ঘটে মূলধনের একটি প্রযুক্তিগত গঠন অপরিবর্তিত থাকার অবস্থায়। কিন্তু প্রক্রিয়াটি উক্ত পর্যায়কে ছাড়িয়ে যায়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবহারের সাধারণ ভিত্তিটি যদি একবার প্রতিষ্ঠা পায়, তা হলে সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায় এমন একটা সময় আসে যখন সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশই হয়ে ওঠে সঞ্চয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী অনুপ্রেরক। অ্যাডাম স্মিথ বলেন, "সেই একই কারণটি, শ্রমে মজুরি বাড়ায়, 'স্টক' বৃদ্ধি করে, তাই আবার শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অল্প-পরিমাণ শ্রমকে দিয়ে অধিক-পরিমাণ কাজ উৎপাদনের পক্ষে সহায়তা করে।"

ভূমির উর্বরতার মত প্রাকৃতিক অবস্থাবলী এবং স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-কারীদের কুশলতা ছাড়াও (উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের তুলনায় যা প্রকাশ পায় বরং তার গুণগত উৎকৃষ্টতায়), একটি নির্দিষ্ট সমাজে শ্রমের উৎপাদনশীলতার মাত্রা অভিব্যক্ত হয় উৎপাদন-উপায়সমূহের সেই আপেক্ষিক পরিমাণে, যে-পরিমাণটিকে একজন শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, একই মাত্রায় শ্রম-শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে উৎপন্ন দ্রব্যে। যে-পরিমাণ উৎপাদন-উপায়সমূহকে সে এই ভাবে, রূপান্তরিত করে, তা তার শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ উৎপাদন-উপায়গুলি দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করে। কতকগুলি উপায়ের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হল

অবস্থান থেকে তার গোলামের অবস্থানে অধঃপাতিত হল?" (Von Thunen, "Der isolierte Staat'', Part ii, Section ii Rostock, 1863 pp. 5,6) এটা থুনেন-এর গুণ যে তিনি প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁর উত্তরটা কিন্তু একেবারেই বালখিল্যসুলভ।

শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতার ফল এবং বাকিগুলির বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হল তার অন্যতম শর্ত। দৃষ্টান্ত: ম্যানুফ্যাকচারে শ্রম-বিভাগের সঙ্গে এবং মেশিনারি ব্যবহারের সঙ্গে, একই সময়ের মধ্যে অধিকতর পরিমাণ কাঁচামাল সংসাধিত হয় এবং সেই কারণে বৃহত্তর পরিমাণ কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এটা হল শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতার ফল। অন্য দিকে, মেশিনারি, ভারবাহী পশু, খনিজ সার, ড্রেন-পাইপ ইত্যাদির সমষ্টি হল শ্রমের বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতার একটি শর্ত। বাড়ি-ঘর, ফার্নেস, পরিবহন ইত্যাদিতে সংকেন্দ্রীভূত মূলধনও এই একই শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু শর্তই হোক আর ফলই হোক, উৎপাদন-উপায়সমূহের সঙ্গে সংবদ্ধ শ্রমের তুলনায়, সেই উপায়সমূহের ক্রমবর্ধমান আয়তনই হচ্ছে শ্রমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতার অন্যতম অভিব্যক্তি। সুতরাং শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে, তা যে পরিমাণ উৎপাদন-উপায়কে গতিশীল করে, তার অনুপাতে শ্রমের পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্তির মধ্যে কিংবা বিষয়গত উৎপাদনের তুলনায় বিষয়ীগত উপাদানে হ্রাসপ্রাপ্তির মধ্যে।

মূলধনের প্রযুক্তিগত গঠনে এই পরিবর্তন, যে শ্রম-শক্তি উৎপাদনের উপায়সমূহের সমষ্টিকে জীবন্ত করে তোলে তার তুলনায় সেই উপায়-সমষ্টি, তা আবার প্রতিফলিত হয় তার মূল্য-গঠনে—তার অস্থির উপাদানের বিনিময়ে তার স্থির উপাদানটির বৃদ্ধি সাধন করে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, শুরুতে একটি মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগ বিনিয়োগ করা হল উৎপাদন-উপায়ের বাবদে এবং বাকি ৫০ ভাগ শ্রম-শক্তির বাবদে; পরবর্তী কালে. শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন-উপায় বাবদে বিনিয়োজিত হল শতকরা ৮০ ভাগ এবং শ্রম-শক্তি বাবদে ২০ ভাগ; এবং এই ভাবেই চলতে থাকল। অস্থির মূলধনের অনুপাতে স্থির মূলধনের ক্রম-বর্ধিত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির এই নিয়মটি পণ্যদ্রব্যাদির দামের তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতি পদক্ষেপে প্রমাণিত হয় (যা আগেই দেখানো হয়েছে)—তা আমরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগের মধ্যেই তুলনা করি কিংবা একটি যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যেই তুলনা করি না কেন। দামের দুটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান কেবল উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্যের, তথা পরিভুক্ত মূলধনের স্থির অংশটির মূল্যের, প্রতিনিধিত্ব করে এবং অন্যটি শ্রমের মজুরি প্রদান করে (মূলধনের অস্থির অংশ); সঞ্চয়নের অগ্রগতির সঙ্গে প্রথম উপাদানের আপেক্ষিক আয়তনটি যেখানে প্রত্যক্ষ অনুপাতে সম্পর্কিত, অপর উপাদানটির আপেক্ষিক আয়তনটি সেখানে বিপরীত অনুপাতে সম্পর্কিত।

যাই হোক, মূলধনের স্থির অংশটির তুলনায় অস্থির অংশটির এই হ্রাসপ্রাপ্তি, কিংবা মূলধনের এই পরিবর্তিত মূল্য-গঠন তার বস্তুগত উপাদানগুলির গঠনে যে-পরিবর্তন ঘটে, কেবল তাই প্রকাশ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, সুতা-কলে বিনিয়োজিত মূলধন-মূল্য যদি আজ হয় $\frac{7}{8}$ স্থির ও $\frac{1}{8}$ অস্থির, তা হলে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে, তা ছিল $\frac{1}{2}$ স্থির ও $\frac{1}{2}$ অস্থির; অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতা-কল

শ্রম আজ যে-পরিমাণ কাঁচামাল, শ্রম-উপকরণ ইত্যাদিকে উৎপাদনশীল ভাবে পরিভোগ করে তা আঠারো দশকের গোড়ার দিককার তুলনায় বহু শত গুণ বেশি। এর সহজ কারণটি এই যে, শ্রমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতার সঙ্গে, কেবল যে তার দ্বারা পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়গুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাই নয়, সেই সঙ্গে সেগুলির পরিমাণের সঙ্গে তুলনায় সেগুলির মূল্যও হ্রাস পায়। সুতরাং সেগুলির মূল্য বৃদ্ধি পায় অনাপেক্ষিক ভাবে, কিন্তু পরিমাণের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে নয়। অতএব, স্থির মূলধন এবং অস্থির মূলধনের মধ্যকার ব্যবধানে যে-বৃদ্ধি ঘটে, তা স্থির মূলধনে রূপান্তরিত উৎপাদন-উপায়-সমূহের পরিমাণ এবং অস্থির মূলধনে রূপান্তরিত শ্রম-শক্তির পরিমাণের মধ্যকার ব্যবধানের তুলনায় অনেক কম। পূর্ববর্তী ব্যবধানটি পরবর্তীটির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তবে অল্পতর মাত্রায়।

কিন্তু সঞ্চয়নের অগ্রগতি যদি মূলধনের অস্থির অংশের আপেক্ষিক আয়তনে হ্রাস ঘটায়, তা করতে গিয়ে, তা কোনমতেই তার অনাপেক্ষিক আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্তিকে বাতিল করে দেয় না। ধরা যাক, একটি মূলধন-মূল্যকে প্রথমে ভাগ করা হল ৫০ শতাংশ স্থির মূলধনে এবং ৫০ শতাংশ অস্থির মূলধনে; পরে ৮০ শতাংশ স্থির মূলধনে এবং ২০ শতাংশ অস্থির মূলধনে। যদি ইতিমধ্যে প্রারম্ভিক মূলধন, ধরা যাক, £ ৬,০০০ বেড়ে দাঁড়ায় £ ১৮,০০০, তা হলে, তার অস্থির অংশও বেড়ে যায়। সেটা ছিল £ ৩,০০০, এখন দাড়াল £ ৩,৬০০। কিন্তু, আগে যেখানে মূলধনের ২০ শতাংশ বৃদ্ধি শ্রমের চাহিদার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, এখন শ্রমের চাহিদার এই ২০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটাতে লাগে গোড়াকার মূলধনের তিন গুণ।

চতুর্থ বিভাগে দেখানো হয়েছিল, কিভাবে সামাজিক শ্রমের বিকাশের পূর্বশর্ত হল বৃহদায়তনে সহযোগের অস্তিত্ব, কিভাবে এই পূর্বশর্তের অস্তিত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় শ্রমের বিভাজন ও সংযোজন এবং বিরাট আয়তনে সংকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সংসাধিত হয় উৎপাদন-উপায়সমূহের ব্যয়সংকোচন; কিভাবে শ্রমের সেই সব উপকরণ যেগুলি প্রকৃতিগত ভাবেই যৌথ ব্যবহারের উপযোগী, যেমন মেশিনারি-ব্যবস্থা, সেগুলির আবির্ভাব ঘটে; কি ভাবে বিপুল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে কাজে লাগানো যায়; এবং কি ভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের একটি প্রয়োগবিদ্যাগত অনুশীলনে রূপান্তরিত করা যায়। উৎপাদনের উপায়সমূহ যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং, যেখানে কারিগর অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে পণ্য উৎপাদন করে কিংবা, স্বতন্ত্র ভাবে শিল্প পরিচালনার মত সঙ্গতি নেই বলে, নিজের শ্রম-শক্তিকে পণ্য হিসাবে বিক্রয় করে, সেখানে বৃহদায়তন সহযোগ নিজেকে বাস্তবায়িত করতে পারে কেবল ব্যক্তিগত মূলধন-সমূহের বর্ধিত পরিমাণে—রূপায়িত করতে পারে কেবল সেই অনুপাতে, যে অনুপাতে সামাজিক উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং জীবনধারণের উপকরণ-সমূহ ধনিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। পণ্যোৎপাদনের ভিত্তি একমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই বৃহদায়তন উৎপাদনকে ধারণ করতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিগত

পণ্যোৎপাদনকারীদের হাতে কিছু পরিমাণ মূলধনের সঞ্চয়ন যথাযথ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অতএব, আমাদের ধরে নিতে হয়েছিল যে, এই সঞ্চয়ন সংঘটিত হয় হস্তশিল্প থেকে ধনতান্ত্রিক শিল্পে অতিক্রমণের কালে। একে বলা যেতে পারে আদিম সঞ্চয়ন, কেননা এটা যথাযথ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক পরিণতি নয়, ঐতিহাসিক ভিত্তি। স্বয়ং এই আদিম সঞ্চয়নের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছিল, তা আমাদের এখনি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। আপাততঃ এইটুকুই যথেষ্ট যে, এটাই হল সূচনা-বিন্দু। কিন্তু সামাজিক উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই ভিত্তির উপরে বিকশিত সমস্ত কয়টি পদ্ধতিই আবার একই সময়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বা উদ্বৃত্ত-দ্রব্যের বর্ধিত উৎপাদনেরও পদ্ধতি, যা আবার সঞ্চয়নের সংগঠনী উপাদান। সুতরাং সেগুলি একই সঙ্গে মূলধন কর্তৃক মূলধনের উৎপাদন, অথবা তার ত্বরান্বিত সঞ্চয়নের পদ্ধতি। উদ্বৃত্ত-মূল্যের ক্রমাগত মূলধনে পুনঃ-রূপান্তরণ এখন আত্মপ্রকাশ করে সেই মূলধনটির ক্রম-বর্ধমান আয়তনের আকারে, যেটি প্রবেশ করে উৎপাদনের প্রক্রিয়াটির মধ্যে। এটাই আবার হয় উৎপাদনের সম্প্রসারিত আয়তনের সংশ্লিষ্ট শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি-সাধনের এক উদ্বৃত্ত-মূল্যের ত্বরান্বিত উৎপাদনের ভিত্তি। অতএব, মূলধনের কিয়ৎ মাত্রায় সঞ্চয়ন যদি যথাযথ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির একটি শর্ত হিসাবে দেখা দেয়, তা হলে এই দ্বিতীয়টি আবার বিপরীত ভাবে ঘটায় মূলধনের ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন। সুতরাং, মূলধনের সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে যথাযথ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে বিকাশ লাভ করে মূলধনের সঞ্চয়ন। এই দুটি অর্থনৈতিক উপাদান, পরস্পর পরস্পরকে যে প্রেরণা সঞ্চার করে সেই প্রেরণার মিশ্র অনুপাতে, সংঘটিত করে মূলধনের গঠনে সেই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, যার ফলে স্থির অংশটির সঙ্গে তুলনায় অস্থির অংশটি ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়।

প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মূলধনই হল উৎপাদন-উপায়সমূহের একটি বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর কেন্দ্রীভবন, যার আধিপত্যে রয়েছে তদনুযায়ী বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর শ্রমবাহিনী। প্রত্যেকটি সঞ্চয়নই কাজ করে নোতুন সঞ্চয়নের উপায় হিসাবে। মূলধন হিসাবে কাজ করে এমন সম্পদের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সঞ্চয়ন ব্যক্তিগত ধনিকদের হাতে সেই সম্পদের কেন্দ্রীভবনের বৃদ্ধি ঘটায় এবং এই ভাবে বৃহদায়তনে উৎপাদনের এবং ধনতান্ত্রিক বিশেষ পদ্ধতিগুলির ভিত্তিটিকে প্রসারিত করে। বহুসংখ্যক ব্যক্তিগত মূলধনের সংবৃদ্ধির দ্বারা সামাজিক মূলধনের সংবৃদ্ধি সাধিত হয়। বাকি সব কিছু যদি অপরিবর্তিত থাকে, তা হলে ব্যক্তিগত মূলধনসমূহ, এবং তাদের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবন, এমন অনুপাতে বৃদ্ধি পায় যে-অনুপাতে তারা মোট সামাজিক মূলধনের অঙ্গীভূত অংশ রচনা করে। একই সময়ে প্রারম্ভিক মূলধন-সমূহের কিছু কিছু অংশ নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং নোতুন নোতুন স্বতন্ত্র মূলধন হিসাবে কাজ করে। অন্যান্য কারণ ছাড়াও, ধনিক-পরিবারগুলির মধ্যে সম্পত্তি-বিভাজনও এই ব্যাপারে একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং

মূলধনের সংবৃদ্ধির সঙ্গে ধনিকদের সংখ্যাও অধিকতর বা অল্পতর মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করে। সঞ্চয়ন থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্ভূত, কিংবা বরং, সঞ্চয়নের সঙ্গে অভিন্ন, এই জাতীয় কেন্দ্রীভবন দুটি বিশেষত্ব দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমতঃ, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, ব্যক্তিগত ধনিকদের হাতে সামাজিক উৎপাদন-উপায়সমূহের ক্রম-বর্ধমান কেন্দ্রীভবন সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধির মাত্রা দ্বারা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিবাসিত সামাজিক মূলধনের অংশটি অনেক ধনিকের মধ্যে বিভক্ত, যারা পরস্পর-প্রতিযোগী স্বতন্ত্র পণ্যোৎপাদনকারী হিসাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। সুতরাং সঞ্চয়ন এবং তার সহগামী কেন্দ্রীভবন কেবল বিভিন্ন বিন্দুতেই বিক্ষিপ্ত নয়, উপরন্তু প্রত্যেকটি কর্মরত মূলধনই আবার ব্যাহত হয় নোতুন নোতুন মূলধন গঠন এবং পুরানো মূলধনগুলির উপ-বিভাজনের দ্বারা। সুতরাং, সঞ্চয়ন নিজেকে উপস্থিত করে, এক দিকে, উৎপাদনের উপায়সমূহের, এবং শ্রমের উপরে আধিপত্যের, ক্রম-বর্ধমান কেন্দ্রীভবন হিসাবে ; অন্য দিকে, বহু ব্যক্তিগত মূলধনের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভবন হিসাবে।

বহুসংখ্যক ব্যক্তিগত মূলধনে মোট সামাজিক মূলধনের এই বিভাজন কিংবা তার ভগ্নাংশগুলির পরস্পর থেকে বিকর্ষণ প্রতিহত হয় তাদের আকর্ষণের দ্বারা। এই সর্বশেষটি উৎপাদনের উপায়সমূহের এবং শ্রমের উপরে কর্তৃত্বের সেই সরল কেন্দ্রীভবনটিকে বোঝায় না, যা সঞ্চলনের সঙ্গে অভিন্ন। এটা ইতিপূর্বেই গঠিত মূলধনগুলির কেন্দ্রীভবন, সেগুলির ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার বিনাশ-সাধন, ধনিক কর্তৃক ধনিকের বে-দখলীকরণ, বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনের স্বল্পসংখ্যক বৃহৎ মূলধনে রূপান্তরণ। এই প্রক্রিয়াটি পূর্বতন প্রক্রিয়াটি থেকে এইখানে পৃথক যে, এ কেবল ধরে নেয় হস্ত-স্থিত ও কর্মরত এমন মূলধনেরই বণ্টনে পরিবর্তন : সুতরাং এর কর্মক্ষেত্র সামাজিক সম্পদের অনাপেক্ষিক সংবৃদ্ধির দ্বারা, সঞ্চয়নের অনাপেক্ষিক মাত্রার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এক জায়গায় একজনের হাতে মূলধন বেড়ে যায় বিপুল পরিমাণে, কেননা অন্য জায়গায় বহুজন তা হারিয়েছে। এ হচ্ছে যথাযথ কেন্দ্রীভবন, যা সঞ্চয়ন ও সংকেন্দ্রীভবন থেকে বিশিষ্ট।

মূলধনসমূহের এই কেন্দ্রীভবনের, কিংবা মূলধন কর্তৃক মূলধনের আকর্ষণের, নিয়মাবলী বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। কয়েকটি তথ্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখই যথেষ্ট হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার যুদ্ধ যোঝা হয় পণ্যদ্রব্যের দাম সস্তা করে। পণ্যদ্রব্যের দাম সস্তা করার ব্যাপারটি আবার নির্ভর করে, caeteris paribus, শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপরে, এবং সেটা আবার নির্ভর করে উৎপাদনের আয়তনের উপরে। সুতরাং বড় বড় মূলধনের হাতে ছোট ছোট মূলধন মার খায়। আরো মনে রাখা দরকার যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবসা-পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মূলধনের ন্যূনতম পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ছোট ছোট মূলধনগুলি সেই সব উৎপাদন-ক্ষেত্রে ভিড় করে, যেগুলিতে

আধুনিক শিল্প কেবল বিক্ষিপ্ত ভাবে বা অসম্পূর্ণ ভাবে অধিকার বিস্তার করেছে। এখানে প্রতিযোগিতা, বিরোধী মূলধনগুলির সংখ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুপাতে এবং সেগুলির আয়তনের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে, আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রতিযোগিতা সব সময়েই শেষ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনীর সর্বনাশে, যাদের মূলধন অংশতঃ চলে যায় তাদের বিজেতাদের হাতে, অংশতঃ অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ ছাড়াও, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ অভিনব শক্তির—ঋণ-ব্যবস্থার ('ক্রেডিট-সিস্টেম'-এর)*—আবির্ভাব ঘটে, যা তার প্রথম দিককার পর্যায়গুলিতে চোরের মত চুপিসাড়ে প্রবেশ করে সঞ্চয়নের একজন সামান্য সহকারী হিসাবে এবং ব্যক্তিগত বা সমিতিবদ্ধ ধনিকদের হাতে অদৃশ্য সূত্রের সাহায্যে টেনে এনে দেয় গোটা সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট বা বড় পরিমাণের অর্থ-সম্পদকে ; কিন্তু প্রতিযোগিতার যুদ্ধে তা অচিরেই হয়ে ওঠে এক নোতুন ও সাংঘাতিক হাতিয়ার এবং শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় মূলধন কেন্দ্রীকরণের একটি বিশাল সামাজিক যন্ত্রে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও সঞ্চয়নের বিকাশের সঙ্গে সম-অনুপাতে বিকশিত হয় কেন্দ্রীভবনের দুটি সবচেয়ে শক্তিশালী অনুপ্রেরক—প্রতিযোগিতা ও ঋণ-ব্যবস্থা ('ক্রেডিট')। একই সময়ে সঞ্চয়নের অগ্রগতি কেন্দ্রীভবনের প্রতি প্রবণতাসম্পন্ন সামগ্রীকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মূলধন সমূহকে বৃদ্ধি করে, যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সম্প্রসারণ এক দিকে সৃষ্টি করে সামাজিক অভাব এবং অন্য দিকে সৃষ্টি করে সেই সব বিরাট বিরাট শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উপায়, যে শিল্পোদ্যোগগুলির কর্মসম্পাদনের জন্য আবশ্যক হয় মূলধনের পূর্বতন কেন্দ্রীভবন। সুতরাং আজ আকর্ষণের শক্তি, ব্যক্তিগত মূলধনগুলিকে এক জায়গায় টেনে আনার শক্তি এবং কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু কেন্দ্রীভবনের অভিমুখে গতিশীলতার আপেক্ষিক প্রসার ও প্রবলতা যদি কিছু মাত্রায় নির্ধারিত হয় ধনতান্ত্রিক সম্পদের আয়তন এবং ইতিমধ্যে অধিগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষের দ্বারা, তা হলে কেন্দ্রীভবনে অগ্রগতি কোনক্রমেই সামাজিক মূলধনের একটি সদর্থক সংবৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে না। এবং এটাই হয় কেন্দ্রীভবন এবং সংকেন্দ্রীভবনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য ; সংকেন্দ্রীভবন হল সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনেরই নামান্তর মাত্র। সম্মুখে উপস্থিত মূলধনগুলি বণ্টনে কেবলমাত্র পরিবর্তন থেকেই, সামাজিক মূলধনের গঠনকারী অংশসমূহের পরিমাণগত সন্নিবেশে নিছক রদবদল থেকেই কেন্দ্রীভবনের উদ্ভব ঘটতে পারে। এখানে একটি মাত্র হাতে মূলধন বিরাট বিরাট সমষ্টিতে পুঞ্জীভূত হতে পারে, কেননা ওখানে তা স্থানচ্যুত হয়েছে অনেক অনেক হাত থেকে। যে কোনো নির্দিষ্ট শিল্প-শাখায়, কেন্দ্রীভবন তার চরম মাত্রায় পৌছাবে, যদি তাতে বিনিয়োজিত

* এখানে ("যা তার প্রথম দিককার পর্যায়গুলি" থেকে ৫৭৯ পৃষ্ঠায় "অনাপেক্ষিক হ্রাস-প্রাপ্তির পরিমাণ বৃহত্তর হবে" পর্যন্ত) ইংরেজী পাঠ্যাংশটিকে চতুর্থ জার্মান সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বদল করা হয়েছে।—ইং সং সম্পাদক।

সমস্ত ব্যক্তিগত মূলধনগুলি একটিমাত্র মূলধনে পর্যবসিত হয়।[১] একটি নির্দিষ্ট সমাজে এই মাত্রাটিতে উপনীত হওয়া যায় কেবল তখনি, যখন সমগ্র সামাজিক মূলধন একত্রীভূত হয় একজনমাত্র ধনিকের হাত কিংবা একটিমাত্র ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হাতে।

শিল্প-ধনিকদের তাদের কর্মপরিধির বিস্তার সাধনে সক্ষম করে, কেন্দ্রীভবন সঞ্চয়নের কাজটিকে সম্পূর্ণ করে। কর্ম-পরিধির এই বিস্তার-সাধন সঞ্চয়নের বা কেন্দ্রীভবনের পরিণতি হোক বা না হোক, কেন্দ্রীভবন বলপূর্বক অধিকার বিস্তারের প্রচণ্ড প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পাদিত হোক—সে ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলধন অন্যান্য মূলধনের পক্ষে এমন আকর্ষণের অধি-কেন্দ্র হয়ে ওঠে যে, তারা বাকি মূলধনগুলি নিজ নিজ সংহতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেই খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ করে নেয়—কিংবা ইতিমধ্যে গঠিত বা গঠন-প্রক্রিয়ায় নিরত কতকগুলি মূলধনের একত্রীভবন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সংগঠনের স্বচ্ছন্দ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পাদিত হোক—অর্থ নৈতিক ফলশ্রুতি কিন্তু হয় একই প্রকার। সবত্রই শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্ধিত আয়তন হল—সামাজিক ভাবে সংযোজিত ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সুবিন্যস্ত বিবিধ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বহুসংখ্যক শিল্প-সংস্থার যৌথ কাজের আরো ব্যাপক সংগঠনের জন্য, তাদের বস্তুগত সঞ্চলন শক্তিসমূহের আরো ব্যাপক বিকাশ সাধনের জন্য- ভাষান্তরে, চিরাচরিত প্রথা-পদ্ধতিতে পরিচালিত বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবর্ধমান হারে রূপান্তর সাধনের জন্য—সূচনা-বিন্দু।

কিন্তু সঞ্চয়ন, বৃত্তাকার ('সার্কুলার') রূপ থেকে ঘূর্ণাকার ('স্পাইরাল') রূপে অতিক্রমণের কালে পুনরুৎপাদনের দ্বারা মূলধনের ক্রমিক বর্ধন, স্পষ্টতই কেন্দ্রীভবনের তুলনায় খুবই মন্থর প্রক্রিয়া; কেন্দ্রীভবনকে যা করতে হয়, তা হল কেবল সামাজিক মূলধনের গঠনকারী অংশসমূহের পরিমাণগত সন্নিবেশসমূহের পরিবর্তন সাধন। পৃথিবীতে আজও রেলপথ হত না, যদি তাকে প্রতীক্ষা করতে হত কবে কয়েকটি ব্যক্তিগত মূলধন একটি রেলপথ নির্মাণের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপনীত হবে, সেই দিনটির জন্য। কেন্দ্রীভবন কিন্তু যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক নিমেষেই তা করে ফেলল। এবং কেন্দ্রীভবন যখন এইভাবে সঞ্চয়নের ফলাফলকে ঘনীভূত ও ত্বরান্বিত করে, তা আবার সেই সঙ্গে মূলধনের প্রযুক্তিগত গঠন-বিন্যাসে সেই সব বিপ্লবকে প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করে, যেগুলি তার অস্থির অংশের বিনিময়ে স্থির অংশের বৃদ্ধি সাধন করে এবং এই ভাবে শ্রমের আপেক্ষিক চাহিদার হ্রাস সাধন করে।

---

১. [**৪র্থ সংস্করণে জার্মান টীকা:** শিল্পের কোন বিশেষ শাখায় অন্তত পক্ষে সব কয়টি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে কার্যত একচেটিয়া সুবিধাভোগী একটি অতিকায় যৌথ-মূলধনী কোম্পানীতে ঐক্যবদ্ধ করে সর্ব-সাম্প্রতিক ইংরেজ ও মার্কিন "ট্রাস্ট"গুলি ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যসাধনে সচেষ্ট হয়েছে।—এফ. এঙ্গেলস।]

কেন্দ্রীভবনের কল্যাণে রাতারাতি একীভূত তাল তাল মূলধন অন্যান্য মূলধনের মতই পুনরুৎপাদন ও পরিবর্ধন করে, কিন্তু তা করে আরো ক্ষিপ্র বেগে এবং এই ভাবে পরিণত হয় সামাজিক সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী অনুপ্রেরকে। সুতরাং, আজকের দিনে যখন আমরা সামাজিক সঞ্চয়নের কথা বলি, তখন আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তার মধ্যে ধরে নিই কেন্দ্রীভবনের ফলগুলিকেও।

সঞ্চয়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গঠিত অতিরিক্ত মূলধনসমূহ (চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কাজ করে বিশেষ ভাবে নোতুন নোতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং সাধারণ ভাবে শিল্পোন্নয়নের সুযোগ গ্রহণের উপায় হিসাবে। কিন্তু যথাসময়ে পুরানো মূলধনও আপাদমস্তক পুনর্নবীকরণের মুহূর্তটিতে পৌছে যায়, যখন তা তার জীর্ণ চর্ম পরিহার করে অন্যান্যের মত নোতুন জন্ম পরিগ্রহ করে সুসংস্কৃত প্রযুক্তিগত আকারে—যে-আকারে শ্রমের একটি ক্ষুদ্রতর পরিমাণই সক্ষম হবে মেশিনারি কাঁচা-মালের একটি বৃহত্তর পরিমাণকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে। এই পুনর্নবীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রমণশীল মূলধনসমূহ কেন্দ্রীভবনের কল্যাণে যত উচ্চতর মাত্রায় একত্রে পুঞ্জীভূত হবে, ততই শ্রমের চাহিদায় এক অনাপেক্ষিক হ্রাস প্রাপ্তির পরিমাণ বৃহত্তর হবে।

অতএব, এক দিকে, সঞ্চয়নের গতিপথে গঠিত অতিরিক্ত মূলধন তার আয়তনের অনুপাতে আরো আরো অল্পসংখ্যক শ্রমিককে আকর্ষণ করে। অন্য দিকে, গঠন-বিন্যাসে পরিবর্তন-সহ পর্যায়-ক্রমিক ভাবে পুনরুৎপাদিত পুরানো মূলধন তার পূর্ব-নিযুক্ত শ্রমিকদের আরো আরো অধিক সংখ্যায় প্রতিসারণ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার, বা সংরক্ষিত শিল্প-কর্মীবাহিনীর ক্রম-বর্ধিষ্ণু উৎপাদন ॥

আমরা দেখেছি, মূলধনের সঞ্চয়ন, যদিও তা শুরুতে প্রতিভাত হয় কেবল তার পরিমাণগত সম্প্রসারণ বলে, তবু তা সংঘটিত হয় তার গঠন-বিন্যাসে ক্রমবর্ধমান গুণমান-গত পরিবর্তনের প্রভাবে, তার অস্থির উপাদানের বিনিময়ে স্থির উপাদানের নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির প্রভাবে।[১]

১. **তৃতীয় জার্মান সংস্করণে টীকা :** মার্কসের 'কপিতে' এখানে পৃষ্ঠা-পাশে

উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার তদনুযায়ী বিকাশ এবং মূলধনের আঙ্গিক গঠনে তজ্জনিত পরিবর্তন কেবল সঞ্চয়নের অগ্রগতির সঙ্গেই, বা সামাজিক সম্পদের সংবৃদ্ধির সঙ্গেই সঙ্গতি রক্ষা করে না। সেগুলি বিকশিত হয় ঢের বেশি দ্রুততর হারে, কেননা কেবল সঞ্চয়ন, তথা সামাজিক মূলধনের অনাপেক্ষিক সংবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যক্তিগত মূলধনসমূহের কেন্দ্রীভবন, যা দিয়ে গঠিত হয় মোট মূলধনটি ; এবং কেননা অতিরিক্ত মূলধনের প্রযুক্তিগত গঠনে পরিবর্তনের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে চলে প্রারম্ভিক মূলধনের প্রযুক্তিগঠনে অনুরূপ পরিবর্তন। সুতরাং সঞ্চয়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অস্থির মূলধনের সঙ্গে স্থির মূলধনের অনুপাত পরিবর্তিত হয়। যদি তা গোড়ায় থাকে ১ : ১, তা হলে তা পরপর পরিণত হয় ২ : ১, ৩ : ১, ৪ : ১, ৫ : ১, ৭ : ১ ইত্যাদিতে, যাতে করে, মূলধন যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তার মোট মূল্যের অর্ধেকের পরিবর্তে, কেবল ১/৩, ১/৪, ১/৫, ১/৬, ১/৮ ইত্যাদি রূপান্তরিত হয় শ্রম-শক্তিতে, এবং অন্য দিকে ২/৩, ৩/৪, ৪/৫, ৫/৬, ৭/৮ রূপান্তরিত হয় উৎপাদনের উপায়ে। যেহেতু শ্রমের চাহিদা মূলধনের সমগ্র পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়না, নির্ধারিত হয় কেবল তার অস্থির অংশটির দ্বারা, সেই হেতু সেই চাহিদা মোট মূলধন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে, আগে যা ধরে নেওয়া হয়েছিল, ক্রম-বর্ধমান হারে হ্রাস পায়। মোট মূলধনের আয়তন বাড়ার সঙ্গে, এই চাহিদা সেই আয়তনের অনুপাতে আপেক্ষিক ভাবে কমে যায়—এবং কমে যায় ত্বরান্বিত হারে। মোট মূলধনের বৃদ্ধি ঘটলে তার অস্থির অংশেরও বা তার মধ্যে বিধৃত শ্রমেরও বৃদ্ধি ঘটে—কিন্তু সেই বৃদ্ধি ঘটে নিরন্তর হ্রাসমান হারে। মধ্যবর্তী বিরতিগুলি, যখন সঞ্চয়ন কাজ করে একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপরে উৎপাদনের সরল সম্প্রসারণ হিসাবে—সেই বিরতিগুলি হয় সংক্ষেপিত। এটা কেবল এই নয় যে, মোট মূলধনের ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন—নিরন্তর ক্রম-বর্ধমান হারে ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন—আবশ্যক হয় অতিরিক্ত সংখ্যক শ্রমিকদের নিয়োগের জন্য কিংবা, এমন কি, পুরানো মূলধনের নিরন্তর রূপান্তর-সাধনের প্রয়োজনে উপস্থিত কর্মরত শ্রমিকদেরকে কাজে বহাল রাখার জন্য। এই ক্রম-বর্ধমান সঞ্চয়ন ও কেন্দ্রীভবনই আবার পরিণত হয় মূলধনের গঠন-বিন্যাসে নোতুন নোতুন পরিবর্তনের, মূলধনের স্থির অংশের তুলনায় অস্থির অংশের আরো ত্বরান্বিত হ্রস্বতা-প্রাপ্তির উৎস-স্বরূপ। মূলধনের অস্থির অংশের এই ত্বরান্বিত আপেক্ষিক হ্রাস-প্রাপ্তি, যা ঘটে থাকে মোট মূলধনের ত্বরান্বিত বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে এবং ঘটে থাকে এই বৃদ্ধিপ্রাপ্তির চেয়ে

('মার্জিন'-এ) এই টীকাটি রয়েছে : "পরে বিশদ আলোচনার জন্য এখানে 'নোট' করুন : যদি এই সম্প্রসারণ হয় কেবল পরিমাণগত, তা হলে একই শিল্পশাখায় বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর মূলধনের জন্য মুনাফা হয় অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের আয়তনের অনুযায়ী। যদি পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত করে, তা হলে একটি বৃহত্তর মূলধনের উপরে মুনাফার হার যুগপৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"—এফ. এঙ্গেলস

দ্রুততর গতিতে, তা অন্য মেরুতে ধারণ করে একটি বিপরীত রূপ—শ্রমজীবী জনসংখ্যার বাহ্যতঃ একটি অনাপেক্ষিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তির রূপ, এমন একটি বৃদ্ধি যা সব সময়েই ঘটে অস্থির মূলধনের বা, কর্ম-নিযুক্তির উপায়সমূহের বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর গতিতে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে, ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন নিজেই নিরন্তর উৎপাদন করে—তার নিজের শক্তি ও মাত্রার প্রত্যক্ষ অনুপাতে—একটি আপেক্ষিক ভাবে অপ্রয়োজনীয় শ্রমিক জনসংখ্যা, অর্থাৎ, মূলধনের আত্মপ্রসারণের গড় প্রয়োজন সাধনের জন্য যে-জনসংখ্যা আবশ্যক, তার চেয়ে বিপুলতর জনসংখ্যা, অতএব, একটি উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা।

সামাজিক মূলধনকে তার সমগ্রতায় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তার সঞ্চয়নের গতিশীলতা এখন ঘটায় সময়ক্রমিক পরিবর্তন—বা তাকে প্রভাবিত করে সমগ্র ভাবে, এখন ছড়িয়ে দেয় একই সময়ে তার বিবিধ পর্যায় উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপরে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরল কেন্দ্রীভবনের ফল হিসাবে মূলধনের গঠনে পরিবর্তন ঘটে তার অনাপেক্ষিক আয়তনে কোন বৃদ্ধি ব্যতিরেকেই ; কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলধনের অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি সংযুক্ত থাকে তার অস্থির উপাদানের অনাপেক্ষিক বা, তার মধ্যে বিধৃত শ্রম-শক্তির, হ্রাসের সঙ্গে ; আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলধন তার নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত ভিত্তির উপরে কিছুকালের জন্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেই বৃদ্ধির অনুপাতে শ্রম-শক্তিকে আকর্ষণ করতে থাকে, যখন অন্যান্য সময়ে তা আঙ্গিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, এবং তার অস্থির উপাদানটির হ্রাস সাধন করে ; সমস্ত ক্ষেত্রেই মূলধনের অস্থির অংশটির বৃদ্ধি এবং, স্বভাবতই, তার দ্বারা কর্ম-নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার বৃদ্ধি সব সময়েই সংযুক্ত থাকে প্রচণ্ড উঠ্‌তি-পড়্‌তি ও উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার স্বল্পস্থায়ী উৎপাদনের সঙ্গে—তা সে কর্মনিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিসারণের অধিকতর প্রকট রূপই ধারণ করুক, কিংবা বিভিন্ন গতানুগতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অতিরিক্ত শ্রমিক-জনসংখ্যার কর্ম-সংস্থানের অল্পতর প্রকট রূপই ধারণ করুক ; এই রূপটি অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য, তবে অবাস্তব নয়।[১]

---

১. ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর আদমসুমারি থেকে জানা যায় : কৃষিতে নিযুক্ত মোট লোকসংখ্যা (জমিদার, কৃষি-মালিক, মালি, রাখাল ইত্যাদি সমেত) : ১৮৫১—২০,১১,৪৪৭ ; ১৮৬১—১৯,২৪,১১০। হ্রাস ৮৭,৩৩৭। উল উৎপাদন : ১৮৫১—১,০২,৭১৪ ; ব্যক্তি : ১৮৬১—৭৯,২৪২। সিল্‌ক বয়ন : ১৮৫১—১,১১,৯৪০ ; ১৮৬১—১,০১,৬৭৮। ক্যালিকো ছাপাই : ১৮৫১—১২,০৯৮ ; ১৮৬১—১২,৫৫৬। সামান্য বৃদ্ধি এবং এই শিল্পের বিপুল বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যায় আনুপাতিক ভাবে দারুণ হ্রাস। টুপি-তৈরি : ১৮৫১—১৫,৯৫৭ ; ১৮৬১—১৩,৮১৪ ; খড়ের টুপি ও শিরোভূষণ : ১৮৫১—২০,৩৯৩ ; ১৮৬১—১৮,১৭৬ ; সারা-সুরা তৈরি : ১৮৫১—১০,৫৬৬ ; ১৮৬১—১০,৬৭৭। মোমবাতি—১৮৫১—৪,৯৪৯ ; ১৮৬১—৪,৬৮৬। এই হ্রাসের প্রধান কারণ গ্যাসের বাতি। চিরুনি তৈরি : ১৮৫১—২,০৩৮ ; ১৮৬১—১,৪৭৮। করাতী : ১৮৫১—৩০,৫৫২ ; ১৮৬১—৩১,৬৪৭।

উপস্থিত কর্মরত সামাজিক মূলধনের আয়তন এবং তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তির মাত্রার সঙ্গে, উৎপাদনের আয়তনের সম্প্রসারণ এবং শ্রমিক সমষ্টিতে গতি-সঞ্চারের সঙ্গে, তাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে, সম্পদের সমস্ত উৎসের বৃহত্তর প্রসার ও পূর্ণতার সঙ্গে, যে-আয়তনে মূলধন-কর্তৃক শ্রমিকদের বৃহত্তর আকর্ষণ তাদের বৃহত্তর বিকর্ষণের দ্বারা অনুসারিত হয়, সেই আয়তনেরও সম্প্রসারণ ঘটে; মূলধনের আঙ্গিক গঠনে, ও তার প্রযুক্তিগত রূপে পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়; এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহ ক্রম-বর্ধমান সংখ্যায় এই পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে—কখনো যুগপৎ, কখনো বা পর্যায়ক্রমে। সুতরাং শ্রমিক জনসংখ্যা নিজের উৎপাদিত মূলধনের সঞ্চয়নের সঙ্গে, সেই উপায়-উপকরণগুলিও উৎপাদন করে, যেগুলি তাকেই পরিণত করে আপেক্ষিক ভাবে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যে, পরিণত করে একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জন-সংখ্যায়—এবং এটা করে সব সময়েই একটা ক্রম-বর্ধমান মাত্রায়।[১] এটাই হল

করাত-কল বৃদ্ধি পাবার জন্য সামান্য বৃদ্ধি। পেরেক তৈরি: ১৮৫১—২৬,৯৪০; ১৮৬১—২৬,১৩০। মেশিনারির প্রতিযোগিতার ফলে হ্রাস। টিন ও ধাতু খনন: ১৮৫১—৩১,৩৬০, ১৮৬১—৩২,০৪১। অন্য দিকে তুলোর সুতো ও কাপড় বোনা: ১৮৫১—৩,৭১,৭৭৭; ১৮৬১—৪,৫৬,৬৪৬। কয়লা খনন: ১৮৫১—১,৮৩,৩৮৯, ১৮৬১—২,০৬,৬১৩। ১৮৫১ সালের পর থেকে সাধারণতঃ শ্রমিক-সংখ্যা সেখানেই সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, যেখানে মেশিনারি সেই পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়নি।' (ইংল্যাণ্ড ও ওয়ালেসের আদমসুমারি, ১৮৬১, তৃতীয় খণ্ড, লণ্ডন ১৮৬৩, পৃঃ ৩৬)।

১. [**চতুর্থ জার্মাণ সংস্করণে সংযোজন:** অস্থির মূলধনের আপেক্ষিক আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাসপ্রাপ্তির নিয়ম এবং মজুরি-শ্রমিকদের অবস্থার উপরে তার ফল বিশিষ্ট চিরায়ত অর্থতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ অনুধাবন না করলেও অনুমান করেছিলেন এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল জন বার্টন-এর যদিও তিনি অন্যান্যদের মতই স্থির ও স্থিতিশীল মূলধনকে, অস্থির ও আবর্তনশীল মূলধনকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন।] তিনি বলেন: 'শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে আবর্তনশীল মূলধনের বৃদ্ধির উপরে, স্থিতিশীল মূলধনের বৃদ্ধির উপরে নয়। যদি এটা সত্য হত যে, এই দু ধরনের মূলধনের মধ্যেকার অনুপাত সর্ব সময়ে এবং সর্ব অবস্থায় একই থাকবে, তা হলে, বাস্তবিক পক্ষে, এটাই ঘটবে যে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হবে রাষ্ট্রের সম্পদের সঙ্গে আনুপাতিক। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতির সম্ভাব্যতার কোনো ছায়াও নেই। যতই শিল্প অনুশীলিত ও সভ্যতা প্রসারিত হয়, ততই স্থিতিশীল মূলধন আবর্তনশীল মূলধনের সঙ্গে আরো বেশি বেশি অনুপাতে সম্পর্কিত হয়। এক টুকরো ব্রিটিশ মসলিন উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ স্থিতিশীল মূলধন নিয়োজিত হয়, তা এক টুকরো অনুরূপ ভারতীয় মসলিন উৎপন্ন করতে নিয়োজিত স্থিতিশীল মূলধনের একশ' গুণ,

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির স্ববিশেষ জনসংখ্যা সংক্রান্ত নিয়ম ; এবং বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেকটি বিশেষ ঐতিহাসিক উৎপাদন-পদ্ধতিরই স্ববিশেষ জনসংখ্যা সংক্রান্ত নিয়ম, যা কেবল সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিটির সীমার মধ্যেই কার্যকর জনসংখ্যা সংক্রান্ত কোন অমূর্ত নিয়ম, কার্যকর আছে কেবল উদ্ভিদ ও পশুদের মধ্যে—যেহেতু মানুষ সেখানে হস্তক্ষেপ করেনি।

কিন্তু যদি একটি উদ্বৃত্ত শ্রমজীবী জনসংখ্যা হয় ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে সঞ্চয়নের কিংবা সম্পদ সৃষ্টির একটি আবশ্যিক ফল, তা হলে এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা, বিপরীত ভাবে, পরিণত হয় ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের অনুপ্রেরককে, এমনকি, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অস্তিত্বের একটি শর্তে। এটা গড়ে তোলে একটি ব্যবহারযোগ্য সংরক্ষিত শিল্প-কর্মী-বাহিনী, যা এমন ভাবে মূলধনের অধিকারে থাকে, যেন মূলধনই তাকে নিজের খরচে লালন-পালন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাস্তব মাত্রা নির্বিশেষে, এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা মূলধনের আত্ম-প্রসারণের পরিবর্তনশীল প্রয়োজন পূরণের জন্য, সৃষ্টি করে এমন এক মানবিক সামগ্রী-সম্ভার, যাকে সব সময়েই শোষণের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়। সঞ্চয়ন, এবং তার সহগামী শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশের সঙ্গে, মূলধনের আকস্মিক সম্প্রসারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়; এটা বৃদ্ধি পায় কেবল এই কারণে নয় যে কর্মরত মূলধনের স্থিতি-স্থাপকতা বৃদ্ধি পায়; কেবল এই কারণে নয় যে মূলধন যার একটি স্থিতি-স্থাপক অংশ মাত্র, সমাজের সেই অনাপেক্ষিক সম্পদ বৃদ্ধি পায় ; কেবল এই কারণে নয় যে সর্বপ্রকার বিশেষ প্রেরণার প্রভাবে 'ক্রেডিট' এই সম্পদের একটি বিরাট

সম্ভবতঃ, এক হাজার গুন বৃহত্তর। এবং আবর্তনশীল মূলধনের অনুপাত একশ বা হাজার গুন কম। সমগ্র বাৎসরিক সঞ্চয়, স্থিতিশীল মূলধনের সঙ্গে সংযোজিত হয়েও, শ্রমের চাহিদার কোনো বৃদ্ধি ঘটাবে না।' (জন বার্টন, "অবজার্ভেশনস অন দি সারকামাসটেন্সেস হুইচ ইনফ্লুয়েন্স দি ক্যানডিশন অব দি লেবরিং ক্লাসেস অব সোসাইটি", লণ্ডন ১৮১৭, পৃঃ ১৬ ১৭)। "একই কারণ, যা দেশের নীট আয় বৃদ্ধি করতে পারে, তাই আবার একই সময়ে জনসংখ্যাকে অপ্রয়োজনীয় করে ফেলতে এবং শ্রমিকের অবস্থাতে অবনতি ঘটাতে পারে। (রিকার্ডো, ঐ, পৃঃ ৪৬৯)। মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে (শ্রমের জন্য) চাহিদা হবে ক্রম-হ্রাসমান হারে।" (ঐ, পৃঃ ৪৮০ টীকা)। শ্রমের পরিপোষণের জন্য নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ মূলধনের সমগ্র পরিমাণে পরিবর্তন থেকে নিরপেক্ষ ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। মূলধন নিজেই যত প্রচুর হয়, ততই কর্মসংস্থানের পরিমাণে বিপুল ওঠা-নামা এবং সেই সঙ্গে বিপুল দুর্দশা আরো ঘন ঘন ঘটতে পারে।" (রিচার্ড জোন্স, "ইন্ট্রোডাক্টরি লেকচার অন পলিটিকাল ইকনমি।" লণ্ডন ১৮৩৩, পৃঃ ১৩)। ["শ্রমের জন্য চাহিদা] বৃদ্ধি পাবে সাধারণ মূলধনের সঞ্চয়নের অনুপাতে নয়। পুনরুৎপাদনের জন্য নির্দেশিত জাতীয় মূলধনে প্রতিটি বৃদ্ধি সমাজের অগ্রগতির পথে শ্রমিকের অবস্থার উপরে ক্রমেই আরো কম কম প্রভাব বিস্তার করে। (র‍্যামসে, ঐ পৃঃ ৯০-৯১)

অংশ অতিরিক্ত মূলধনের আকারে এক সঙ্গে তুলে দেয় উৎপাদনের প্রয়োজন-সাধনে ; এটা এই কারণেও বৃদ্ধি পায় যে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কারিগরি অবস্থাগুলি—মেশিনারি, পরিবহন ইত্যাদি—নিজেরাই এখন উদ্বৃত্ত-উৎপন্নসামগ্রী-সম্ভারের ক্ষিপ্রতম গতিতে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে রূপান্তরণ সম্ভব করে তোলে। সঞ্চয়নের অগ্রগতির কল্যাণে সুবিপুল ভাবে বর্ধিত এবং অতিরিক্ত মূলধনে রূপান্তরযোগ্য সামাজিক সম্পদ সম্ভার উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে নিজেকে সতেজে ঠেলে দেয় উৎপাদনের পুরাগত শাখাগুলির মধ্যে—যেগুলির বাজার সহসা প্রসার লাভ করে, কিংবা নব-গঠিত শাখাগুলির মধ্যে, যেমন রেলপথ ইত্যাদিতে—যেগুলির প্রয়োজন উদ্ভূত হয় পুরাগত শাখাগুলির অগ্রগতি থেকেই। অন্যান্য ক্ষেত্রের কোন ক্ষতি না করে, এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে সহসা বিরাট বিরাট জনসমষ্টিকে বিশেষ বিশেষ চূড়ান্ত অবস্থানে নিক্ষেপ করা যায়, তার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা এই সমস্ত জনসমষ্টি সরবরাহ করে। আধুনিক শিল্পের স্বভাবসিদ্ধ গতিপথ হল—গড় কর্মতৎপরতা, উচ্চ মাত্রায় উৎপাদন, সংকট ও অচলাবস্থার পর্যায়ক্রমিক দশ-বৎসরান্তিক চক্রপথ (—যা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলনের দ্বারা); এই—গতিক্রমটি নির্ভর করে সংরক্ষিত শিল্প-কর্মী-বাহিনীর তথা উদ্বৃত্ত-জনসমষ্টির নিরন্তর গঠন, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অংশের কর্ম-নিয়োজন, এবং ঐ বাহিনীর পুনর্গঠনের উপরে। শিল্প-চক্রের বিভিন্ন পর্যায় আবার সংগ্রহ করে উদ্বৃত্ত জনসমষ্টি এবং এই ভাবে কাজ করে তার পুনরুৎপাদনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠক হিসাবে। আধুনিক শিল্পের এই স্ব-বিশেষ গতিক্রমটি মানব-ইতিহাসের কোনো পূর্ববর্তী পর্যায়ে ঘটেনা, এমনকি, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের শৈশবেও তা ছিল অসম্ভব।

মূলধনের গঠন-বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটত, কিন্তু খুবই মন্থর গতিতে। সুতরাং তার সঞ্চয়নের সঙ্গে তদনুযায়ী শ্রমের চাহিদাও মোটামুটি সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি পেত। যেহেতু আরো আধুনিক যুগের তুলনায় সঞ্চয়নের অগ্রগতি ছিল মন্থর, সেহেতু তা শোষণযোগ্য শ্রমজীবী জনসংখ্যার স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হত, যে-সীমাবদ্ধতা থেকে কেবল বলপ্রয়োগের পথেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত, যার কথা আমরা পরে উল্লেখ করব। উৎপাদন-আয়তনের দমকে দমকে সম্প্রসারণ তার একই রকম আকস্মিক সংকোচনের পূর্বাভাস ; সংকোচন আবার সম্প্রসারণের সূচনা করে, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য মানবিক সামগ্রী ছাড়া, জনসংখ্যার অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির উপরে নির্ভর না করে শ্রমিক-সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছাড়া, এই সম্প্রসারণ অসম্ভব। যে-সরল প্রক্রিয়াটি শ্রমিকের একটা অংশকে নিরন্তর "মুক্তি দেয়", সেই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, যে-সব পদ্ধতি বর্ধিত উৎপাদনের অনুপাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস করে সেই সব পদ্ধতির মাধ্যমে, এই শ্রমিক-সংখ্যায় এই বৃদ্ধি ঘটানো হয়। সুতরাং আধুনিক শিল্পের গতিশীলতার সমগ্র রূপটি নির্ভর করে শ্রমজীবী জনসংখ্যার একটি অংশকে নিরন্তর বেকার বা আধা-বেকারে পর্যবসিত করার উপরে। রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এই ঘটনায় বেরিয়ে পড়ে যে, ক্রেডিটের সম্প্রসারণ ও সংকোচন—যা শিল্প-চক্রের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের একটি লক্ষণ

মাত্র—তাকেই তা গণ্য করে তার কারণ বলে। যেমন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি একবার এক নির্দিষ্ট গতিপথে নিক্ষিপ্ত হয়ে সব সময়েই সেটির পুনরাবৃত্তি করে চলে, ঠিক তেমনি সামাজিক উৎপাদনও একবার সম্প্রসারণ ও সংকোচনের পর্যায়ক্রমিক গতিপথে নিক্ষিপ্ত হয়ে তার পুনরাবৃত্তি করে চলে। ফল আবার পরিণত হয় কারণে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির—যা সর্বদাই তার নিজের অবস্থাবলী পুনরুৎপাদন করে—সেই প্রক্রিয়াটির পরিবর্তনশীল আপতিক ঘটনাগুলি পর্যায়ক্রমিকতার রূপ ধারণ করে। যখন এই পর্যায়-ক্রমিকতা একবার সংহত হয়ে যায়, তখন এমনকি রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বও দেখতে পায় যে, একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার উৎপাদন, অর্থাৎ মূলধনের আত্ম-প্রসারণের গড় প্রয়োজনসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত, এমন একটি জনসংখ্যার উৎপাদন, আধুনিক শিল্পের একটি আবশ্যিক শর্ত।

এইচ মেরিভেল, যিনি প্রথমে ছিলেন অক্সফোর্ডে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের অধ্যাপক এবং পরে নিযুক্ত হন 'কলোনিয়াল অফিস'-এ ('ঔপনিবেশিক কার্যালয়ে') বলেন, "ধরুন, ধরুন যে, এই ধরনের কোন কোন সংকট উপলক্ষ্যে শত-সহস্র বাড়তি শ্রমিককে দেশান্তরে পাঠিয়ে নিষ্কৃতি পাবার প্রচেষ্টায় জাতিকে তৎপর হতে হত, তার ফলে তার পরিণতি কী হত? পরিণতি হত এই যে, শ্রমের চাহিদা ফিরে আসার শুরুতেই দেখা দিত ঘাটতি। পুনরুৎপাদন যত দ্রুতই হোক না কেন, বয়স্ক শ্রমিকের স্থান পূরণে সব সময়েই এক প্রজন্মের প্রয়োজন হয়। এখন, আমাদের কারখানা-মালিকদের মুনাফা নির্ভর করে সমৃদ্ধির এই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহারের ক্ষমতার উপরে, যখন চাহিদা হয় তেজী; এবং এই ভাবে যখন তা মন্দা ছিল, সেই অন্তর্বর্তী কালের ক্ষতিটা পুষিয়ে দেয়। মেশিনারি ও দৈহিক শ্রমের উপরে তাদের কর্তৃত্ব থেকেই তাদের হাতে আসে এই ক্ষমতা। তাদের হাতের কাছে প্রস্তুত থাকতে হবে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী, তাদের সামর্থ্য থাকতে হবে বাজারের অবস্থা অনুযায়ী তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করার বা হ্রাস করার, অন্যথা তারা পারবেন না প্রতিযোগিতার দৌড়ে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে, যার উপরে গড়ে ওঠে জাতির সম্পদ।"[১] এমনকি, ম্যালথাস পর্যন্ত জনবাহুল্যকে স্বীকার করেন আধুনিক শিল্পের আবশ্যিক প্রয়োজন হিসাবে, যদিও তাঁর সংকীর্ণ ভঙ্গিতে তিনি তার ব্যাখ্যা দেন শ্রমজীবী জনসংখ্যার অনাপেক্ষিক অতি-বৃদ্ধি বলে, নির্দিষ্ট প্রয়োজনের তুলনায় আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য বলে নয়। শিল্প ও বাণিজ্যের উপরে নির্ভরশীল কোন দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে "বাস্তববুদ্ধিজাত অভ্যাস-আচরণ যদি বেশি দূর পর্যন্ত অনুসৃত হয়, তা হলে তা সেই দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। · জনসংখ্যার প্রকৃতিই এই রকম যে, একটি বিশেষ চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে বাজারে শ্রমিকসংখ্যা বাড়ানো যায় না, যে পর্যন্ত ১৬ থেকে ১৮ বছর পার না হয়; এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে

১. এইচ মেরিভেল, 'লেকচার্স অন কলোনিজেসন অ্যাণ্ড কলোনিজ,' ১৮৪১, খণ্ড ১, পৃঃ ১৪৬।

আয়ের মূলধনে রূপান্তর-পরিগ্রহ তার অনেক আগেই ঘটতে পারে ; কোন দেশে জন-সংখ্যা যে গতিতে বৃদ্ধি পায় তার থেকে ঢের দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে শ্রমের ভরণ পোষণের জন্য অর্থ-ভাণ্ডারের পরিমাণ।"[১] ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের পক্ষে একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার নিরন্তর উৎপাদন যে একটি আবশ্যিক প্রয়োজন, সেটা প্রমাণ করার পরে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এক বয়স্কা আইবুড়ো মহিলার ভঙ্গিতে তার "মনের মানুষের" মুখে—ধনিকের মুখে—এই কথা কটি বসিয়ে দিল, যা বলা হল তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট অতিরিক্ত মূলধনের দ্বারা পথে ছুঁড়ে-ফেলা শ্রমিকদের লক্ষ্য করে : "আমরা কারখানা-মালিকেরা তোমাদের জন্য যা করা যায়, তা সবই করছি ; যে-মূলধন দিয়ে তোমাদের খাওয়া-পরা চলে, তা বাড়াচ্ছি ; এখন তোমাদের দায়িত্ব খাওয়া-পরার যে-সংস্থান করা হচ্ছে, তার সঙ্গে তোমাদের সংখ্যাকে মানিয়ে নেওয়া।"[২]

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি থেকে যে-পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য শ্রম পাওয়া যায়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কখনো সেই পরিমাণটি নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে না। তার খুশিমত ব্যবহারের জন্য সে চায় এই সব স্বাভাবিক মাত্রা থেকে মুক্ত এক সংরক্ষিত শিল্প-কর্মীবাহিনী।

এই পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি যে, অস্থির মূলধনে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যায় বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে সঠিক সঙ্গতি অনুসারে।

অস্থির মূলধন বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মূলধনের কর্তৃত্বাধীন শ্রমিকদের সংখ্যা একই থাকতে পারে, এমনকি কমেও যেতে পারে। এটা ঘটে যখন ব্যক্তিগত শ্রমিক অধিকতর পরিমাণ শ্রম দেয় এবং, স্বভাবতই, তার মজুরিও বৃদ্ধি পায় ; এবং এটা ঘটে যদিও শ্রমের দাম একই থাকে বা এমনকি কমেও যায়—কমে যায় কেবল শ্রমের পরিমাণ যে-গতিতে বৃদ্ধি পায়, তার তুলনায় মন্থরতর গতিতে। এ ক্ষেত্রে অস্থির মূলধনের বৃদ্ধি এখানে অধিক পরিমাণ শ্রমের সূচক কিন্তু অধিকসংখ্যক শ্রমিকের সূচক নয়। খরচ যদি প্রায় সমানই পড়ে, তা হলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম বেশি সংখ্যক শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় না করে বরং কম সংখ্যক শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করাই হল ধনিকের পরম স্বার্থ। প্রথম ক্ষেত্রে কর্ম-নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণের অনুপাতে স্থির মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এই বৃদ্ধি অনেক কম। উৎপাদনের আয়তন যত

---

১. ম্যালথাস, 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিকাল ইকনমি', পৃঃ ২১৫, ৩১৯, ৩২০। এই গ্রন্থে ম্যালথাস, সিসমঁদির সহায়তায়, চূড়ান্ত ভাবে আবিষ্কার করেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সেই সুন্দর ত্রিনীতি : অতি-উৎপাদন, অতি-জনসংখ্যা, অতি-পরিভোগ—সত্যিই তিনটি অতি সুতন্বু দানব। তুলনীয় : "Umrisse Zu einer kritik der Nationalokonomie". l. c. p. 107 et. seq. F. Engles.

২. হ্যারিয়েট মার্টিনো, 'এ ম্যাঞ্চেস্টার স্ট্রাইক। ১৮৩২, পৃঃ ১০১।

সম্প্রসারিত হয়, এই উদ্দেশ্য আরো প্রবল হয়ে ওঠে। মূলধনের সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবলতা আরো বৃদ্ধি পায়।

আমরা দেখেছি, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি এবং শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার বিকাশ —একই সঙ্গে যা সঞ্চয়নের হেতু ও ফল—ধনিককে সক্ষম করে একই পরিমাণ অস্থির মূলধনের বিনিয়োগের সাহায্যে, কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত শ্রম-শক্তির আরো (ব্যাপক ও নিবিড়) শোষণের মাধ্যমে, আরো বেশি পরিমাণ শ্রমকে কর্ম-প্রযুক্ত করতে। আমরা আরো দেখেছি, ধনিক যতই বেশি বেশি করে দক্ষ শ্রমিকের বদলে অদক্ষ শ্রমিককে, পরিণত শ্রম-শক্তির বদলে অপরিণত শ্রম-শক্তিকে, পুরুষ শ্রমের বদলে নারী শ্রমকে, বয়স্কদের শ্রমের বদলে কিশোর ও শিশুদের শ্রমকে নিয়োগ করতে থাকে, ততই ধনিক একই মূলধনের সাহায্যে বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম-শক্তি ক্রয় করে।

সুতরাং, এক দিকে, সঞ্চয়নের অগ্রগতির সঙ্গে, একটি বৃহত্তর পরিমাণ অস্থির মূলধন, নোতুন শ্রমিক নিয়োগ না করেও, অধিকতর শ্রমকে কর্ম-প্রযুক্ত করে; অন্য দিকে, একই আয়তনের অস্থির মূলধন একই পরিমাণ শ্রম-শক্তির সাহায্যে অধিকতর শ্রমকে কর্ম-প্রযুক্ত করে; এবং, শেষ পর্যন্ত, উচ্চতর মানের শ্রম-শক্তিকে নিম্নতর মানের শ্রম-শক্তির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে। সুতরাং, যে কৃৎকৌশলগত বিপ্লব সঞ্চয়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয় এবং তার দ্বারা ত্বরান্বিত হয়, তার তুলনায়, এবং মূলধনের স্থির অংশের অনুপাতে তার অস্থির অংশের হ্রাসপ্রাপ্তির তুলনায়, একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার উৎপাদন বা শ্রমিকদের মুক্তি দান আরো বেশি দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে থাকে। উৎপাদনের উপায়সমূহ যদি মাত্রায় ও কার্যকরী ক্ষমতায় বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে অল্পতর মাত্রায় শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থানেরও উপায় হয়ে ওঠে, তা হলে আবার সেই পরিস্থিতিটি সংশোধিত হয় এই ঘটনার দ্বারা যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা যে-অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, মূলধন তার শ্রমিকদের জন্য চাহিদার তুলনায় তার শ্রমের সরবরাহকে আরো দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি করে। শ্রমিক-শ্রেণীর কর্মনিযুক্ত অংশটির অতিরিক্ত কাজের ফলে সংরক্ষিত বাহিনীর আয়তন আরো স্ফীত হয়, অন্য দিকে, আবার, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই সংরক্ষিত বাহিনী কর্ম-নিযুক্ত শ্রমিকদের উপরে যে বৃহত্তর চাপ সৃষ্টি করে, তা তাদের বাধ্য করে অতিরিক্ত কাজ এবং মূলধনের কর্তৃত্ব ও হুকুমকে স্বীকার করে নিতে। শ্রমিক-শ্রেণীর একাংশের অতিরিক্ত কাজের দরুন অপরাংশের এই বাধ্যতামূলক কর্মহীনতার যন্ত্রণাভোগ এবং এদের এই যন্ত্রণাভোগের দরুন আবার ওদের ঐ অতিরিক্ত কাজের বোঝা—এটাই ওঠে ব্যক্তিগত ধনিকদের আরো ধনবান হবার একটি উপায়[১] এবং এটাই আবার সেই সঙ্গে ত্বরান্বিত করে

১. এমনকি ১৮৬৩ সালের তুলো-দুর্ভিক্ষের সময় আমরা ব্ল্যাকবার্নের কর্মরত তুলো-কাটুনিদের একটি পুস্তিকায় দেখতে পাই উপরি-খাটুনির তীব্র নিন্দা, যা কারখানা-আইনের দরুন কেবল বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদেরকেই পীড়িত করত "এই মিলের

সামাজিক সঞ্চয়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংরক্ষিত বাহিনীর সম্প্রসারণ। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা গড়ে তোলায় এই উপাদানটি কত গুরুত্বপূর্ণ, ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যায়। শ্রম বাঁচাবার জন্য তার কারিগরি উপায়-উপকরণ সুবিপুল। তা সত্ত্বেও, যদি কাল সকালে শ্রমকে একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে কমিয়ে আনা যেত এবং বয়স ও নারী-পুরুষ হিসাবে শ্রমিক-শ্রেণীর বিভিন্ন অংশে আনুপাতিক ভাগ করে দেওয়া যেত, তা হলে দেখা যেত যে, বর্তমানে যে আয়তনে উৎপাদন চলছে, সে আয়তনে উৎপাদন চালানোর পক্ষে ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবী জনসংখ্যা অনেক কম। আজ যে-শ্রমিকদের "অনুৎপাদনশীল" বলে গণ্য করা হচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই তখন "উৎপাদনশীল" শ্রমিকে পরিণত হবে।

সমগ্র ভাবে দেখলে, মজুরির সাধারণ গতি-প্রকৃতি একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সংরক্ষিত শিল্প-কর্মীবাহিনীর সম্প্রসারণ ও সংকোচনের দ্বারা এবং তা আবার ঘটে

বয়স্ক কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রত্যহ ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে, যখন এমন শত শত লোক রয়েছে, যারা তাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করার জন্য এবং অতিরিক্ত কাজের চাপে পিষ্ট শ্রমিক-ভাইদের অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় আংশিক কাজ করতেও রাজি, তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কর্মহীনতা।" ঐ পুস্তিকায় আরো বলা হয়েছে, "আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই কিছু সংখ্যক কর্মীকে দিয়ে এই উপরি-খাটানোর রীতি কি প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে ভালো মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে? যাদের উপরে জোর করে আলস্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের মত, যাদের উপরি-খাটানো হচ্ছে, তারাও সমান ভাবে অন্যায়টা অনুভব করে। অঞ্চলে যা কাজ আছে, তা সকলের মধ্যে ন্যায্য ভাবে ভাগ করে দিলে প্রায় সকলের জন্যই আংশিক কাজের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমরা কেবল মালিকদের কাছে আবেদন করছি যা করা উচিত, তাই করার জন্য, কিছু লোককে উপরি-খাটুনি খাটিয়ে বাকিদের জন্য কাজের অভাব সৃষ্টি করে তাদের খয়রাতের উপরে নির্ভর করতে বাধ্য না করে অল্প ঘণ্টা কাজের রীতি চালু করবার জন্য, বিশেষ করে যে-পর্যন্ত না আমাদের সুদিনের উদয় হচ্ছে।" ("রিপোর্টস ··ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর ১৮৬৩", পৃঃ ৮)। "এসে অন ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স"-এর লেখক তাঁর অভ্যস্ত অভ্রান্ত বুর্জোয়া প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্ম-নিযুক্ত শ্রমিকদের উপরে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার ফল উপলব্ধি করতে পারে। "এই রাজ্যে অলসতার আরেকটি কারণ হল যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের অভাব।···যখনি উৎপন্ন দ্রব্যের অস্বাভাবিক চাহিদার দরুন শ্রম দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে, শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের পরিণাম বুঝতে পারে এবং তাদের মালিকদেরও অনুরূপ ভাবে তা বুঝতে বাধ্য করে—একটা গোটা দিন আলসেমি করে কাটিয়ে দেয়।" ("এসে ইত্যাদি ··", পৃঃ ২৭-২৮)। আসলে বেচারারা মজুরি-বৃদ্ধির পিছনে ছুটছিল।

শিল্প-চক্রের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন অনুসারে। সুতরাং মজুরির গতি-প্রকৃতি শ্রমজীবী জনগণের অনাপেক্ষিক সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় শ্রমিক-শ্রেণী কোন্ কোন্ অনুপাতে সক্রিয় ও সংরক্ষিত কর্মীবাহিনীতে বিভক্ত, সেই সেই অনুপাতের দ্বারা, উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার আপেক্ষিক পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধির দ্বারা যে-মাত্রায় এই জনসংখ্যা এখন কর্ম-নিযুক্ত হয়, তখন কর্ম-বিমুক্ত হয় সেই মাত্রার দ্বারা। আধুনিক শিল্পের পক্ষে—যার বৈশিষ্ট্য হল দশ-বাৎসরিক চক্র ও সময়ক্রমিক পর্যায় সমূহ, সঞ্চয়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেগুলি পর পর আরো দ্রুত-গতিতে ও অনিয়মিত ভাবে সংঘটিত দোলন-বিদোলনের দরুন আরো জটিল হয়ে ওঠে —সেই আধুনিক শিল্পের পক্ষে, সেটি হত একটি সুন্দর নিয়ম, যে-নিয়মটি মূলধনের পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ ও সংকোচনের দ্বারা শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে—যার ফলে শ্রমের বাজার কখনো হয় আপেক্ষিক ভাবে 'উন-পূর্ণ' ('আণ্ডার-ফুল'), কেননা মূলধন সম্প্রসারিত হচ্ছে ; কখনো হয় 'অতি-পূর্ণ' ('ওভার-ফুল'), কেননা মূলধন সংকুচিত হচ্ছে—দাবি করে যে, মূলধনের কাজ নির্ভর করে জনসংখ্যার অনাপেক্ষিক পরিবর্তনের উপরে। অথচ এটাই হল অর্থতাত্ত্বিকদের বদ্ধমূল ধারণা। তাঁদের মতে, মজুরি বৃদ্ধি পায় মূলধনের সঞ্চয়নের ফলে। উচ্চতর মজুরি শ্রমজীবী জনসংখ্যাকে আরো দ্রুত বংশবৃদ্ধিতে প্রণোদিত করে, এবং তা চলতে থাকে যে-পর্যন্ত না শ্রমজীবীর বাজার অতিরিক্ত পূর্ণ হয়ে যায়, এবং, সেই কারণে, শ্রমের সরবরাহের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে মূলধন অপ্রতুল হয়ে পড়ে। মজুরি যখন হ্রাস পায়, তখন আমরা মেডেলের উল্টো দিকটি প্রত্যক্ষ করি। মজুরি হ্রাসের ফলে শ্রমজীবী জনসংখ্যার আস্তে আস্তে বংশহ্রাস হয় এবং মূলধন আবার তাদের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে অত্যধিক হয়ে পড়ে, অথবা অন্যরা ব্যাপারটিকে যেমনভাবে ব্যাখ্যা করেন, পড়তি মজুরি এবং সেই সঙ্গে শ্রমের বাড়তি শোষণ আবার সঞ্চয়নকে ত্বরান্বিত করে, যখন, একই সময়ে অল্পতর মজুরি শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধিকে দমিয়ে রাখে। তারপরে, আবার একটি সময় আসে, যখন শ্রমের যোগান চাহিদার তুলনায় কম পড়ে এবং মজুরির বৃদ্ধি ঘটে, এবং এইভাবে চলতে থাকে। বিকশিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পক্ষে এটা গতিশীলতার একটি সুন্দর পদ্ধতি! মজুরি বৃদ্ধির দরুন, কাজের জন্য সত্য সত্যই উপযুক্ত এমন জনসংখ্যার কোনো সদর্থক বৃদ্ধি ঘটার আগে, তেমন সময় বারংবার অতিক্রান্ত হত যার মধ্যে শিল্প-অভিযান অবশ্যই সম্পূর্ণায়িত হত, যুদ্ধ যোঝা ও জয় করা হত।

১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের কৃষি-প্রধান জেলাগুলিতে, একটা মজুরি-বৃদ্ধি ঘটেছিল ; যদিও তার সঙ্গে ফসলের দামও কমেছিল, তবু এই মজুরি-বৃদ্ধি ছিল কার্যত নগণ্য। যেমন, উইল্ট্‌শায়ারে মজুরি বেড়েছিল ৭ শিলিং থেকে ৮ শিলিং-এ ; ডর্সেটশায়ারে ৭ বা ৮ শিলিং থেকে ৯ শিলিং-এ ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা ছিল উদ্বৃত্ত-কৃষি জনসংখ্যার দলে দলে গ্রাম ত্যাগের এক অস্বাভাবিক হিড়িকের

ফল যার কারণ ছিল যুদ্ধের চাহিদা, রেলপথ, কারখানা, খনি ইত্যাদির বিস্তার। মজুরি যত কম থাকে, যে-অনুপাতে এত নগণ্য একটা মজুরি-বৃদ্ধি নিজেকে প্রকাশ করে তা তত বেশি হয়। যদি সাপ্তাহিক মজুরি হয়, ধরা যাক, ২০ শিলিং এবং তা বেড়ে হয় ২২ শিলিং, তার মানে দাঁড়ায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি, যা শুনতে বেশ ভাল লাগে। প্রত্যেক জায়গায় জোত-মালিকেরা সোচ্চারে বিলাপ করছে, এবং এই উপোস-করানো মজুরি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লণ্ডনের 'ইকনমিস্ট' ('অর্থতাত্ত্বিক') বেশ গুরুত্ব দিয়েই একে "একটি সার্বিক ও সুপ্রচুর অগ্রগতি"[১] বলে প্রলাপ বকছে। এই চোখ-ধাঁধানো মজুরির ফল হিসাবে যে-পর্যন্ত না কৃষি-শ্রমিকেরা এমন ভাবে বেড়েছে ও বংশবৃদ্ধি করেছে যে, তাদের মজুরি আবার কমে গিয়েছে; তারা কি, অচল-মস্তিষ্ক অর্থতাত্ত্বিকদের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল? তারা প্রবর্তন করেছিল আরো আরো মেশিনারি এবং শ্রমিকেরা এক মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যে আর এমন কি জোত-মালিকেরা যা চেয়েছিল, খুশি মনে তাই পেয়েছিল। তখন সেখানে কৃষিতে আগের তুলনায় "বেশি মূলধন"-এর বিনিয়োগ ঘটল—এবং বেশি উৎপাদনশীল ভাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের চাহিদা কেবল আপেক্ষিক ভাবেই কমে গেল না, কমে গেল অনাপেক্ষিক ভাবেও।

উল্লিখিত অর্থ নৈতিক গল্পকথাটি, যে-নিয়মগুলি মজুরির হ্রাস বৃদ্ধিকে কিংবা, এক দিকে, শ্রমিক-শ্রেণী তথা মোট শ্রম-শক্তি এবং অন্য দিকে মোট সামাজিক মূলধনের মধ্যেকার অনুপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়মগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে সেই নিয়মগুলিকে, যেগুলি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রমজীবী জনসংখ্যাকে বণ্টন করে দেয়। ধরা যাক, যদি অনুকূল পরিস্থিতিতে, উৎপাদনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সঞ্চয়ন বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং তাতে মুনাফা, গড় মুনাফার তুলনায় বেশি হবার দরুন, অতিরিক্ত শ্রম আকর্ষণ করে, তা হলে, অবশ্যই শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মজুরিও বৃদ্ধি পায়। উচ্চতর মজুরি-শ্রমজীবী জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে অধিকতর সুবিধা-ভোগী ক্ষেত্রটিতে টেনে নেয়, যে-পর্যন্ত না সেই ক্ষেত্রটি শ্রম-শক্তিতে পরিপ্লাবিত হয়ে যায়, এবং মজুরি আবার তার গড় মানে কিংবা, চাপ খুব বেশি হলে, তারও নিচুতে নেমে না যায়। তখন, সেই শিল্প-শাখাটিতে কেবল যে নোতুন শ্রমিকের প্রবেশ বন্ধ হয়, তাই নয়, সেখান থেকে পুরনো শ্রমিকের প্রস্থানও শুরু হয়ে যায়। এখানে রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিক মনে করেন, তিনি শ্রমিক-সংখ্যার অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির, এবং শ্রমিক-সংখ্যার অনাপেক্ষিক হ্রাস ও সেই সঙ্গে মজুরি-হ্রাসের তাবৎ কারণ দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আসলে তিনি যা দেখতে পাচ্ছেন, তা হল উৎপাদনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রম-বাজারের ওঠা-নামা—তিনি দেখতে পাচ্ছেন কেবল মূলধন-বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল প্রয়োজন অনুসারে শ্রমজীবী জনসংখ্যার বণ্টনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি।

---

১. "ইকনমিস্ট", জানুয়ারি ২১, ১৮৬০।

নিশ্চলাবস্থা ও গড় সমৃদ্ধির সময়কালে শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী সক্রিয় বাহিনীকে দাবিয়ে রাখে ; অতি-উৎপাদন ও দম্‌কা বৃদ্ধির সময়ে, সে তার দাবি-দাওয়াকে সংযত রাখে। অতএব, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা, হচ্ছে সেই কেন্দ্রাবলম্ব, যার উপরে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের নিয়মটি কাজ করে। তা এই নিয়মটির কার্যক্ষেত্রকে এমন মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, যা শোষণকার্যের পক্ষে ও মূলধনের আধিপত্যের পক্ষে পরম সুবিধাজনক।

এই জায়গায় অর্থতাত্ত্বিক দালালির মহান্ সাফল্যগুলির মধ্যে একটি সাফল্যের প্রতি ফিরে তাকানো উচিত। স্মরণ করা দরকার যে, যদি নোতুন মেশিনারির প্রবর্তন বা পুরানো মেশিনারির প্রসারণের মাধ্যমে, অস্থির মূলধনের একটি অংশ স্থির মূলধনে রূপান্তরিত হয়, তা হলে এই কর্মকাণ্ডটিকে—যা মূলধনকে "স্থিত করে" এবং ঠিক সেই কাজের দ্বারাই শ্রমিকদের "মুক্তিদান করে"—সেই কর্মকাণ্ডটিকে অর্থতাত্ত্বিক দালালটি ব্যাখ্যা করেন ঠিক বিপরীত ভাবে ; তিনি দাবি করেন যেন তা শ্রমিকদের জন্য মূলধনকে মুক্ত করে দিচ্ছে। কেবল এখনি কেউ বুঝতে পারবেন এই দালালদের ধৃষ্টতা ! যাকে মুক্ত করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনের দ্বারা তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত শ্রমিক-সমষ্টি নয়, সেই সঙ্গে যারা ভবিষ্যতে তাদের স্থান গ্রহণের জন্য পরবর্তী প্রজন্মে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাদেরকেও ; এমন কি পুরানো ভিত্তিতেই ব্যবসার মামুলি সম্প্রসারণের সঙ্গে যে-অতিরিক্ত বাহিনীর নিয়মিত ভাবে কর্ম-নিযুক্ত হবার কথা, তাদেরকেও। তারা এখন সকলেই "মুক্তি-প্রদত্ত", এবং বিনিয়োগ-সন্ধানী মূলধনের প্রত্যেকটি টুকরো তাদের ব্যবহার করতে পারে। এই মূলধন তাদেরই আকর্ষণ করুক বা অন্যদের আকর্ষণ করুক, সাধারণ শ্রম-চাহিদার উপরে তার ফল হবে শূন্য—যদি মেশিন যত সংখ্যক শ্রমিককে বাজারে ছুঁড়ে দিয়েছিল, এই মূলধন তত সংখ্যক শ্রমিককে বাজার থেকে তুলে নিতে পারে। যদি তা তার চেয়ে অল্পতর সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করে, তাহলে, অনাবশ্যক শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ; যদি তা তার চেয়ে বৃহত্তর সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করে, তা হলে "মুক্তি-প্রদত্ত" সংখ্যার অতিরিক্ত যত শ্রমিক নিযুক্ত হবে, কেবল তত পরিমাণেই শ্রমের সাধারণ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বিনিয়োগ-সন্ধানী মূলধন অন্যথা শ্রমের জন্য সাধারণ চাহিদাকে যে-প্রেরণা সঞ্চার করত, তা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মেশিনের দ্বারা কর্মচ্যুত শ্রমিক-সংখ্যার আয়তন অনুযায়ী নিরাকৃত হয়ে যায়। তার মানে এই যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী এমন ভাবে সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করে যে, মূলধনের অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমের চাহিদায় অনুরূপ কোনো বৃদ্ধি ঘটে না। এবং অতিক্রান্তির কালে যে-শ্রমিকেরা সংরক্ষিত বাহিনীতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই কর্মচ্যুত শ্রমিকদের দুর্দশা, দুর্ভোগ ও সম্ভাব্য মৃত্যুর এটাই নাকি ক্ষতিপূরণ —দালালেরা তাই বলেন। শ্রমের চাহিদা মূলধনের বৃদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন নয় ; শ্রমের সরবরাহ শ্রমিক-শ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন নয়। এটা দুটি স্বতন্ত্র শক্তির পরস্পরের উপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার নয়। Les des sont pipes মূলধন একই সময়ে

উভয় দিকে কাজ করে। যদি তার সঞ্চয়ন, একদিকে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি করে, অন্য দিকে, তা তাদের "মুক্তিদান করে" শ্রমিকদের যোগানেরও বৃদ্ধি সাধন করে; যখন একই সময়ে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের চাপ কর্ম-নিযুক্ত শ্রমিকদের বাধ্য করে আরো বেশি করে শ্রম করতে এবং এই ভাবে, শ্রমের যোগানকে শ্রমিকদের যোগান থেকে কিছু মাত্রায় স্বতন্ত্র করে দিতে। শ্রমের যোগান ও চাহিদার নিয়মটির এই ভিত্তিতে কাজ করার ফলে মূলধনের স্বৈরতন্ত্র সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, যে-মুহূর্তে শ্রমিকেরা এই গোপন কথাটি জেনে যায় যে, কেমন করে এটা ঘটে যে, যে-মাত্রায় তারা আরো বেশি কাজ করে, অপরের জন্য আরো বেশী সম্পদ উৎপাদন করে, এবং তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেই মাত্রায় এমন কি মূলধনের আত্ম-প্রসারণের উপায় হিসাবেও তাদের কাজ তাদের পক্ষে আরো আরো অনিশ্চিত হয়ে ওঠে; যে-মুহূর্তে তারা আবিষ্কার করে যে, তাদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার তীব্রতার মাত্রা পুরোপুরি নির্ভর করে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার চাপের উপরে, যে-মুহূর্তে তারা তাদের শ্রেণীর উপরে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের এই স্বভাবসিদ্ধ নিয়মটির সর্বনাশা ফলাফলকে ধ্বংস বা খর্ব করার জন্য ট্রেড-ইউনিয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মরত ও কর্মহীনদের মধ্যে একটি নিয়মিত সহযোগিতা সংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়, সেই মুহূর্তে মূলধন ও তার স্তাবক 'রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব' যোগান ও চাহিদার এই "শাশ্বত" ও "পবিত্র" নিয়মটিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে চিৎকার শুরু করে। কর্মরত ও কর্মহীনদের যে-কোনো সম্মিলন এই নিয়মটির "সুসামঞ্জস্যপূর্ণ" কর্মধারাকে ব্যাহত করে। কিন্তু অন্য দিকে, যে-মুহূর্তে (যেমন, উপনিবেশগুলিতে) প্রতিকূল ঘটনাবলী সংরক্ষিত শিল্প-কর্মী-বাহিনী সৃষ্টির পথে, এবং সেই সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর উপরে শ্রমিক-শ্রেণীর চরম নির্ভরশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা করে, সেই মুহূর্তে মূলধন ও তার চির-পুরাতন সাঙ্গো পাঙ্গো যোগান ও চাহিদার "পবিত্র" নিয়মটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তার অসুবিধাজনক কর্মধারাকে জোর-জবরদস্তি করে ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সাহায্যে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার বিভিন্ন রূপ

॥ ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম ॥

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা থাকে সকল সম্ভাব্য রূপে। যে-সময় জুড়ে সে আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাবে বেকার থাকে, তখন প্রত্যেকটি শ্রমিকই এই সংখ্যার মধ্যে পড়ে।

শিল্প-চক্রের পরিবর্তনশীল পর্যায় সমূহের সময়ক্রমিক পৌনঃপুনিক রূপগুলি এই জন-সংখ্যার উপরে যে-ছাপ রেখে যায়, সেগুলিকে হিসাবে না ধরলেও এখন সংকটের সময়ে একটা তীক্ষ্ণ রূপ, তখন মন্থরতার সময়ে একটা একটানা রূপ এগুলিকে হিসাবে না ধরলেও—এর সব সময়েই তিনটি রূপ থাকে, ভাসমান, প্রচ্ছন্ন, নিশ্চল।

আধুনিক শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে—ফ্যাক্টরি, ম্যানুফ্যাকচার, লোহা-কারখানা, খনি ইত্যাদিতে—শ্রমিকদের কখনো তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কখনো আবার আরো বেশি সংখ্যায় টেনে নেওয়া হয়, যার ফলে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা মোটের উপরে বৃদ্ধি পায়—যদিও সেই বৃদ্ধিটা ঘটে উৎপাদনের আয়তনের তুলনায় নিরন্তর হ্রাসমান অনুপাতে। এখানে উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার রূপটি ভাসমান।

স্বয়ংক্রিয় ফ্যাক্টরিগুলিতে, যেমন সব বৃহদাকার কর্মশালাগুলিতে, যেখানে মেশিনারি একটি উপাদান হিসাবে প্রবেশ করে, কিংবা যেখানে কেবল আধুনিক শ্রম-বিভাজনই কার্যকর করা হয়, বিপুল-সংখ্যক বালককে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কাজে রাখা হয়। যখন তারা সাবালকত্বে পৌঁছে যায়, তখন তাদের মধ্যে কেবল একটি ছোট সংখ্যাই সেই শিল্প-শাখাগুলিতে কাজ পায়, আর বেশির ভাগই নিয়মিত ভাবে কর্মচ্যুত হয়। কর্মচ্যুত এই গরিষ্ঠ অংশ ভাসমান উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার একটি উপাদানে পরিণত হয়, শিল্পের এই শাখাগুলি যত বিস্তার লাভ করে, এদের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি লাভ করে। তাদের মধ্যে একটা অংশ দেশান্তরে চলে যায়, বাস্তবিক পক্ষে, মূলধনের দেশান্তর-গমনকে অনুসরণ করেই। তার একটা ফল হয় এই যে, পুরুষ-জনসংখ্যার তুলনায় নারী-জনসংখ্যা বেড়ে যায়, যেমন ঘটেছে ইংল্যাণ্ডে। শ্রমিকদের স্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধি যে সঞ্চয়নের প্রয়োজন পূরণ করে না, এবং তবু সব সময়েই সেই প্রয়োজনের তুলনায় উদ্বৃত্ত থাকে, সেটা স্বয়ং মূলধনেরই গতি-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত একটি স্ববিরোধ। তা চায় অধিকতর সংখ্যক তারুণ্যপূর্ণ শ্রমিক আর অল্পতর সংখ্যক বয়স্ক শ্রমিক। এই স্ববিরোধটি অন্য স্ববিরোধের তুলনায় বেশি জাজ্বল্যমান নয়, যে-স্ববিরোধটি হল এই যে, যখন হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন, তখন নালিশ শোনা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না ; এর কারণ শ্রম-বিভাগ তাদের বেঁধে রাখে এক একটি বিশেষ শিল্প-শাখায়।[১]

১. যখন ১৮৬৬ সালের শেষের ছ'মাস লণ্ডনে ৮০ থেকে ৯০ হাজার শ্রমজীবী মানুষ কর্মচ্যুত হয়, তখন সেই একই সময়ের ফ্যাক্টরি রিপোর্টে বলা হয়, "এটা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না যে, চাহিদা সব সময়েই, যে-মুহূর্তে সরবরাহের দরকার হবে, সেই মুহূর্তেই তা উৎপাদন করবে। শ্রমের ক্ষেত্রে চাহিদা তা করেনি, কেননা গত বছর শ্রমিকের অভাবে অনেক মেশিনারি অলস পড়েছিল।" ("রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৬" পৃঃ ৮১।

তা ছাড়া, মূলধনের দ্বারা শ্রম-শক্তির পরিভোগ এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হয় যে, শ্রমিক তার জীবনের আধা-আধি পথ যেতে না যেতেই নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলে। সে তখন অন্তর্ভুক্ত হয় বাড়তি শ্রমিক-সংখ্যার একজন হিসাবে, কিংবা অবনমিত হয় নিম্নতর ধাপে। আধুনিক শিল্পের ঠিক এই শ্রমজীবী জন-সংখ্যার মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি স্বল্পতম আয়ুষ্কাল। ম্যাঞ্চেস্টারের স্বাস্থ্য-বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ লী বলেন, "ম্যাঞ্চেস্টারের উচ্চতর মধ্য-শ্রেণীতে মৃত্যুর গড় বয়স ৩৮ বছর, যেখানে শ্রমিক-শ্রেণীতে মৃত্যুর গড় বয়স ১৭ বছর; লিভারপুলে এই গড় বয়স-দুটি যথাক্রমে ৩৫ বছর এবং ১৫ বছর। এ থেকে দেখা যায় যে, বিত্তবান শ্রেণীগুলির জীবনকাল কম ভাগ্যবান নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ জীবনকালের দ্বিগুণেরও বেশি।"[১] এই পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হলে, শ্রমজীবী শ্রেণীর ('প্রোলেটারিয়েট'-এর) এই অংশের অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি ঘটাতে হবে এমন অবস্থায় যা তাদের সংখ্যাকে স্ফীতকায় করবে যদিও ব্যক্তিগত উপাদানগুলি হয়ে যাবে দ্রুত কর্মজীর্ণ। এইজন্যই চাই শ্রমিক-প্রজন্মগুলির দ্রুত নবীকরণ। (এই নিয়মটি অবশ্য জনসমষ্টির অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। এই সামাজিক প্রয়োজনটি সাধিত হয় অল্প বয়সে বিবাহের দ্বারা (যা আধুনিক শ্রমিকেরা যে-অবস্থার মধ্যে জীবন কাটায়, তার একটি আবশ্যিক পরিণতি), এবং, শিশুদের শোষণ তাদের উৎপাদনের উপরে যে পরিপ্রাপ্তি প্রদান করে, তার দ্বারা।

যখনি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কৃষিকর্মের দখল নেয়, এবং যে-মাত্রায় তা এটা করে সেই অনুপাতে, তখনি শ্রমের চাহিদা দারুণ ভাবে পড়ে যায়; অন্যদিকে, কৃষিতে বিনিয়োজিত মূলধনের সঞ্চয়নের অগ্রগতি ঘটে, কিন্তু অ-কৃষিক্ষেত্রে যেমন এই প্রতিসারণ অধিকতর আকর্ষণের দ্বারা পরিপূরিত হয়, এখানে তা হয় না। সুতরাং, কৃষিগত জনসংখ্যার একটা অংশ সব সময়েই শহুরে বা কারখানা-শ্রমিকে রূপান্তরিত হবার মুখে থাকে এবং এই রূপান্তরণের অনুকূল অবস্থার জন্য অপেক্ষা করে। ('কারখানা' কথাটি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সমস্ত অ-কৃষিগত শিল্পসমূহ বোঝাতে।)[২] অতএব,

১. বার্মিংহামে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সম্মেলনে শহরের মেয়র জে. চেম্বারলেন, এখন (১৮৮৩) ব্যবসা-পর্ষদ-এর সভাপতি—এর উদ্বোধনী ভাষণ, ১৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৫।

২. ইংল্যাণ্ড ওয়েলসের ১৮৬১ সালের আদম-সুমারিতে প্রদত্ত ৭৮১টি শহর, "ধারণ করত ১০,৯৬০,৯৯৮ জন অধিবাসী, যেখানে গ্রাম ও মফস্বলের প্যারিশগুলি ধারণ করত ৯,১০৫,২২৬ জন। ১৮৫১ সালে ৫৮০টি শহর চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সেগুলিতে আর সেগুলির চার পাশে মফস্বল এলাকাগুলির জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। কিন্তু যেখানে যেখানে পরবর্তী-দশ বছরে গ্রামে ও মফস্বলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল ৫ লক্ষ, সেখানে শহরে তা বৃদ্ধি পেল ১৫ লক্ষ (১,৫৫৪, ০৬৭)।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার এই উৎসটি সব সময়েই থাকে ভাসমান। তবে শহরমুখী এই নিরন্তর প্রবাহের পূর্বশর্ত হল খোদ গ্রামাঞ্চলে একটি উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার নিরন্তর প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব, যার আয়তন কেবল তখনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন তার প্রবাহের পথগুলি অসাধারণ বিস্তার লাভ করে। সুতরাং কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি পর্যবসিত করা হয় ন্যূনতম পরিমাণে এবং তাদের একটি পা সব সময়েই থাকে দুঃস্থতার পঙ্কে।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার তৃতীয় বর্গটি, নিশ্চল বর্গটি, সক্রিয় শ্রম-বাহিনীরই একটি অংশ কিন্তু তার কর্ম-নিয়োগ ঘটে চরম অনিয়মিত ভাবে। সুতরাং এই অংশটি মূলধনকে যোগায় ব্যবহার্য শ্রম-শক্তির এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এর জীবন-ধারণের অবস্থা শ্রমিক-শ্রেণীর গড়-পড়তা জীবন-ধারণের অবস্থার অনেক নীচে নেমে যায়; এর ফলে তা সঙ্গে সঙ্গেই ধনতান্ত্রিক শোষণের বিশেষ বিশেষ শাখার প্রশস্ত ভিত্তিতে পরিণত হয়। কাজের সময় সবচেয়ে বেশি, মজুরি সবচেয়ে কম—এই হল এর বিশেষত্ব। এর প্রধান রূপটিকে আমরা জানতে শিখেছি লাল কালিতে লেখা "ঘরোয়া শিল্প"—এই শিরোনামায়। এ নিরন্তর এর কর্মী সংগ্রহ করে আধুনিক শিল্প ও কৃষির বাড়তি বাহিনীগুলি থেকে, বিশেষ করে সেই সব ক্ষয়িষ্ণু শিল্পশাখা থেকে, যেখানে হস্তশিল্প স্থান ছেড়ে দিচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারকে, ম্যানুফ্যাকচার স্থান ছেড়ে দিচ্ছে মেশিনারিকে। সঞ্চয়নের প্রসার ও প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার সৃষ্টি যেমন এগিয়ে যায়, এর প্রসারও তেমন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমিক-শ্রেণীর বৃদ্ধিসাধনে আনুপাতিক ভাবে বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করায়, এটি একই সময়ে গঠন করে সেই শ্রেণীর একটি আত্মপুনরুৎপাদনশীল ও আত্ম-বিস্তারশীল উপাদান। বস্তুতঃপক্ষে, কেবল জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যাই নয়, পরন্তু পরিবারগুলির অনাপেক্ষিক আকারও মজুরির উচ্চতার—এবং, সেই কারণেই, শ্রমিকদের বিভিন্ন বর্গ যে-পরিমাণ প্রাণ-ধারণের উপকরণাদি পরিভোগ করে, সেই পরিমাণের সঙ্গে বিপরীত ভাবে সম্পর্কিত। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই নিয়মটি কেবল অ-সভ্য মানুষদের কাছেই নয়, সভ্যতাপ্রাপ্ত উপনিবেশবাসীদের কাছেও অদ্ভুত শোনাবে। এটা মনে করিয়ে দেয় জন্তু-জানোয়ারের সীমাহীন পুনরুৎপাদনের কথা, যেগুলি একক ভাবে দুর্বল এবং স্বভাবতই নিরন্তর শিকারের বলি।[১]

মফস্বলের প্যারিশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬'৫ শতাংশ, শহরগুলির ১৭'৩ শতাংশ। বৃদ্ধির হারের এই পার্থক্যের কারণ গ্রাম থেকে শহরে গমন। মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির ¾ ভাগ ঘটেছে শহরে। ("আদমসুমারি" ইত্যাদি, পৃঃ ১১, ১২)।

১. "মনে হয় দারিদ্র্য প্রজননের পক্ষে অনুকূল", (অ্যাডাম স্মিথ)। বীর ও বুদ্ধিমান আব্বে গ্যালিয়ানির মতে, এটা ঈশ্বরের এক বিশেষ ভাবে প্রাজ্ঞ ব্যবস্থা। "Iddio af che girl uominiche esercitano mestieri di primautilita nascono abbondantemente" (গ্যালিয়ানি ঐ, পৃঃ ৭৮)। "দুর্ভিক্ষ ওমহামারীর

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার সবচেয়ে নিচুকার তলানি শেষ পর্যন্ত অবস্থান করে দুঃস্থতার চতুঃসীমায়। ভবঘুরে দুর্বৃত্ত ও বারনারীদের, এক কথায় "বিপজ্জনক শ্রেণীগুলি"-কে বাদ দিলে, এই স্তরটি তিন ধরনের লোক নিয়ে গঠিত। প্রথমতঃ, যারা কাজ করতে সক্ষম। প্রত্যেকটি সংকটেই যে দুঃস্থদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকটি পুনরুত্থানেই যে তাদের সংখ্যা হ্রাস পায়, সেটা দেখতে হলে ইংল্যাণ্ডে দুঃস্থতার পরিসংখ্যানের উপরে কেবল একবার ভাসাভাসা ভাবে চোখ বুলিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, অনাথ ও দুঃস্থ শিশুর দল। এরা হল সংরক্ষিত শিল্প-কর্মীবাহিনীর সম্ভাব্য সদস্য এবং, বিপুল সমৃদ্ধির সময়ে, যেমন ১৮৬০ সালে, এরা দ্রুত বেগে ও বিরাট সংখ্যায় সংগৃহীত হয় সক্রিয় শ্রমিক-বাহিনীতে। তৃতীয়তঃ, যারা অধঃপতিত ও অনাচারগ্রস্ত এবং যারা কাজ করতে অক্ষম—প্রধানতঃ তারা যারা শ্রম-বিভাজনের সঙ্গে অভিযোজনে অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন; যেসব লোক শ্রমিকের স্বাভাবিক বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত করেছে; যেসব লোক শিল্পব্যবস্থার বলি, বিপজ্জনক মেশিনারি, খনি, রাসায়নিক কারখানা ইত্যাদির বৃদ্ধির সঙ্গে যাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে—বিকলাঙ্গ, রোগগ্রস্ত, বিধবা ইত্যাদি। দুঃস্থতা হল সক্রিয় শ্রমিক-বাহিনীর হাসপাতাল আর সংরক্ষিত শ্রমিক-বাহিনীর জগদ্দল পাষাণ। এর উৎপাদন আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত, এর প্রয়োজন তাদেরও প্রয়োজন; উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা যেমন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের, তথা ধনতান্ত্রিক সম্পদ-সৃষ্টির একটি অবস্থা, দুঃস্থতাও তেমন তাই। তা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের 'faux frais'-এ প্রবেশ করে; কিন্তু মূলধন জানে কেমন করে তাদের বৃহত্তম অংশকে নিজের কাঁধ থেকে শ্রমিক-শ্রেণী ও নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাঁধে ছুঁড়ে দিতে হয়।

সামাজিক সম্পদ, কর্মরত মূলধন, তার সংবৃদ্ধির মাত্রা ও শক্তি, এবং অতএব, শ্রমিক-শ্রেণীর ও তার শ্রমের উৎপাদনশীলতারও অনাপেক্ষিক পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায়, শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনীও তত বৃদ্ধি পায়। যে-কারণগুলি মূলধনের সম্প্রসারণমূলক ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়, সেইগুলিই আবার তার অধীনস্থ শ্রম শক্তিরও বিকাশ ঘটায়। কিন্তু সক্রিয় শ্রমিক-বাহিনীর অনুপাতে এই সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনীর যত বৃহত্তর হবে, মোট উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সমষ্টিও তত বৃহত্তর হবে, যাদের দুর্দশা, যাতনা এবং শ্রম বিপরীত অনুপাতে সম্পর্কিত। সর্বশেষে রুগ্ন-আতুর শ্রমিক শ্রেণীর, এবং এই সংরক্ষিত বাহিনীর, স্তরগুলি যত বিস্তার লাভ করে সরকারি দুঃস্থ-দাক্ষিণ্যও তত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। **ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের এটাই হল অনাপেক্ষিক সাধারণ**

চরম অবস্থায় পর্যন্ত দুর্দশা জনসংখ্যাকে না কমিয়ে বরং বাড়ায়।" (এস লেইংগ্ "ন্যাশনাল ডিস্ট্রেস", ১৮৪৪, পৃঃ ৬৯)। পরিসংখ্যানের সাহায্যে এটা প্রমাণের পরে লেইংগ্ বলেন, "সকল মানুষ যদি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকতে পারত, তা হলে পৃথিবী জনহীন হয়ে যেত।"

নিয়ম। অন্যান্য সমস্ত নিয়মের মত এই নিয়মটিও তার ক্রম-প্রক্রিয়ায় নানা ঘটনার দ্বারা উপযোজিত হয়, যার বিশ্লেষণ এখানে আমাদের দরকার নেই।

যে অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা শ্রমিকদের উপদেশ দেয় তাদের সংখ্যাকে মূলধনের প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বয় করিয়ে নেবার জন্য, তার মূঢ়তা এখন প্রকট। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও সঞ্চয়নের প্রণালী নিজেই নিরন্তর এই সমন্বয় সাধন করে। এই সমন্বয়নের প্রথম কথাটি হল আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বা শিল্পগত সংরক্ষিত কর্মী-বাহিনীর সৃষ্টি। আর তার শেষ কথাটি হল সক্রিয় শ্রম-বাহিনীর নিরন্তর প্রসারণশীল স্তরসমূহের দুঃখ-দুর্দশা, এবং দুঃস্থতার জগদ্দল পাষাণ।

যে নিয়মের বলে, সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার অগ্রগতির কল্যাণে, উৎপাদন-উপায়সমূহের নিরন্তর বর্ধমান পরিমাণকে মনুষ্য-শ্রমের ক্রম-বর্ধিত হারে হ্রাসমান ব্যয়ের দ্বারা গতিশীল করা যায়, সেই নিয়মটি ধনতান্ত্রিক সমাজে—যেখানে শ্রমিক উৎপাদনের উপায়কে খাটায় না, উৎপাদনের উপায়ই শ্রমিক খাটায়—একটি সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী পরিববর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, এবং এই ভাবে অভিব্যক্ত হয়: শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত বৃদ্ধি পায়, কর্মে নিয়োগের উপায়গুলির উপরে শ্রমিকদের চাপও তত বৃদ্ধি পায়; সুতরাং তাদের অস্তিত্বের অবস্থা হয়ে ওঠে আরো অনিশ্চিত, অর্থাৎ আরেকজনের সম্পদ বাড়াবার জন্য, মূলধনের আত্মবিস্তারের জন্য তাদের নিজেদের শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের ব্যাপারটা হয়ে ওঠে আরো অনিশ্চিত। সুতরাং উৎপাদনের উপায়সমূহ ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা, যে উৎপাদনশীল জনসংখ্যার তুলনায় দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়, এই ঘটনা ধনতান্ত্রিক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে এই বিপরীত রূপে যে যে-অবস্থাবলীতে মূলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রমজীবী জনসংখ্যাকে তার নিজের আত্ম-প্রসারণের জন্য কাজে লাগাতে পারে, সেই অবস্থাবলীর বিকাশলাভের তুলনায় শ্রমজীবী জনসংখ্যা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ বিভাগে, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছিলাম: ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতা উন্নীত করার সব কটি পদ্ধতিই সংঘটিত হয় ব্যক্তিগত শ্রমিকের স্বার্থের বিনিময়ে; উৎপাদন উন্নয়নের সব কটি উপায়ই নিজেদেরকে রূপান্তরিত করে উৎপাদনকারীদের উপরে আধিপত্য বিস্তারের এবং তাদের শোষণ করার উপায়ে; তারা শ্রমিককে বিকলাঙ্গ করে তাকে পর্যবসিত করে মানুষের একটি ভগ্নাংশে; তাকে অধঃপাতিত করে যন্ত্রের একটি উপাঙ্গে, তার কাজের সমস্ত আকর্ষণকে ধ্বংস করে দিয়ে কাজকে পরিণত করে ঘৃণ্য উঞ্ছবৃত্তিতে; যে-মাত্রায় শ্রম-প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানকে স্থান করে দেওয়া হয় একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে, সেই মাত্রায় তারা শ্রমিককে বিচ্ছিন্ন করে তার বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্ভাবনাগুলি থেকে; তারা তার কাজের অবস্থাবলীকে বিকৃত করে, শ্রম-প্রক্রিয়া চলাকালে তাকে বশীভূত করে এমন এক স্বৈরতন্ত্রের কাছে, যা তার নীচতার জন্য আরো জঘন্য; তারা তার জীবন-কালকে পরিণত করে নিছক কর্ম-কালে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানকে টেনে নিয়ে

যায় মূলধনরূপী জগন্নাথের রথের চাকার তলায়।[১] কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের সব কটি পদ্ধতিই আবার একই সঙ্গে সঞ্চয়নেরও পদ্ধতি; এবং সঞ্চয়নেরও প্রত্যেকটি সম্প্রসারণই আবার পরিণত হয় ঐ পদ্ধতিগুলিরই বিকাশ-সাধনের উপায়। এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, মূলধন যে-অনুপাতে সঞ্চয়িত হয়, শ্রমিকের ভাগ্য সেই অনুপাতে আরো খারাপ হয়—তা তার মজুরি বেশিই হোক বা কমই হোক। সর্বশেষে, এই যে নিয়ম যা সব সময়ে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যাকে, কিংবা শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনীকে সঞ্চয়নের প্রসার ও প্রবলতার সঙ্গে সমতা-সঙ্গত করে, এই নিয়মটি ভালকানের গোঁজগুলি প্রমিথিউসকে যতটা দৃঢ়ভাবে পাথরের সঙ্গে এঁটে দিয়েছিল, তার চেয়েও দৃঢ়ভাবে শ্রমিককে মূলধনের সঙ্গে এঁটে দেয়। মূলধনের সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে তা দুঃখ-দৈন্যের সঞ্চয়নও সংঘটিত করে। সুতরাং, এক মেরুতে সম্পদের সঞ্চয়নের সঙ্গে একই সময়ে বিপরীত মেরুতে, অর্থাৎ, যে-শ্রেণীটি মূলধনের আকারে নিজের উৎপন্ন সামগ্রী উৎপাদন করে, সেই শ্রেণীটির প্রান্তে, ঘটায় দুঃখ-দুর্দশার সঞ্চয়ন, উঞ্ছবৃত্তি, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা, মানসিক অধঃপতনের যন্ত্রণা। রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিকেরা ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের এই স্ববিরোধী চরিত্র নানা ভাবে বিবৃত করেছেন; যদিও তাঁরা তাকে গুলিয়ে ফেলেছেন এমন সব ব্যাপারের সঙ্গে, যেগুলি নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে অনুরূপ, কিন্তু তা হলেও মূলত আলাদা, এবং প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিসমূহের অন্তর্গত।

আঠারো শতকের বিরাট অর্থনৈতিক লেখকদের অন্যতম, ভেনিসীয় সন্ন্যাসী অর্টেস ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিরোধিতাকে গণ্য করেন সামাজিক সম্পদের সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে। "একটি জাতির অর্থনীতিতে সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সবসময়ে পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে ("il bene ed il male economico

১. "De jour en jour il devient donc plus clair que les rapports de production dans lesquels se meut la bourgeoisie n'ont pas un caractere un, un caractere simple, mais un caractere de duplicite; que dans les memes rapports dans lesquels se produit la richesse, la misere se produit aussi; que dans les memes rapports dans lesquels il y a developpement des forces productives, il y a une force productive de repression; que ces rapports ne produisent la richesse bourgeoise, c'est-a-dire la richesse de la classe bourgeoise, qu'en aneantissant continuellement la richesse des membres integrants de cette classe et en produisant un proletariat toujours croissant." (Karl Marx: "Misere de la Philosophie," p. 116.)

in una nazione sempre all, intessa misura"): কিছু লোকের হাতে সম্পদের প্রাচুর্য সব সময়ে বাকি লোকদের হাতে সম্পদের অভাবের সমান হয় ("la copia dei beni in alcuni sempre eguale alla mancanza di essi in altri"): অল্পসংখ্যক লোকের হাতে বিপুল ঐশ্বর্য সব সময়ে বাকি অনেকের জন্য প্রাণ-ধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির চরম অভাবের সঙ্গে যায়। কোন জাতির সম্পদ হয় তার জনসংখ্যার সঙ্গে আনুপাতিক এবং তার দুর্দশা হয় তার সম্পদের সঙ্গে আনুপাতিক। কিছু লোকের মধ্যে শ্রমশীলতা অন্যদের মধ্যে বাধ্যতামূলক অলসতা সৃষ্টি করে। দরিদ্র ও অলসেরা ধনী ও পরিশ্রমীদের আবশ্যিক পরিণতি।"[১] অর্টেস-এর প্রায় দশ বছর পরে সম্পূর্ণ পাশবিক ভাবে, ইংল্যাণ্ডের গীর্জার ভারপ্রাপ্ত যাজক টাউনসেণ্ড দারিদ্র্যের যাতনার মহিমা কীর্তন করেন সম্পদের আবশ্যিক শর্ত হিসাবে। "(শ্রমের উপরে) আইনগত নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্ত ঝামেলা, হিংসা ও গোলমাল সঙ্গে নিয়ে আসে,......অন্য দিকে, ক্ষুধা কেবল শান্তিপূর্ণ, নিঃশব্দ, অবিরাম চাপই নয়, পরন্তু শ্রম ও মেহনতের সবচেয়ে স্বাভাবিক তাড়না হিসাবে তা উদ্বুদ্ধ করে সবচেয়ে প্রবল কর্ম-তৎপরতা।" সুতরাং, সব কিছুই নির্ভর করে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে ক্ষুধাকে চিরস্থায়ী করার উপরে, এবং টাউনসেণ্ড-এর মতে, জনসংখ্যার নীতি—যা বিশেষ করে, দরিদ্রদের মধ্যে সক্রিয় সেই নীতি তার জন্য যথোচিত সংস্থান রাখে। "মনে হয় এটা প্রকৃতিরই একটি নিয়ম যে, দরিদ্ররা হবে কিছু মাত্রায় অদূরদর্শী (এত অদূরদর্শী যে মুখে রুপোর চামচে **ছাড়াই** তারা ভূমিষ্ঠ হয়) "যাতে করে সব সময়েই এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যারা সমাজের সবচেয়ে হীন, সবচেয়ে নীচ ও সবচেয়ে ইতর করবে। এর দ্বারা মানুষের সুখের ভাণ্ডার বর্ধিত হবে এবং যারা অধিকতর নম্র-স্বভাব তারা কেবল কর্ম-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতিই পাবে না... ...পরন্তু বিনা বাধায় তাদের নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে বৃত্তি অনুসরণের স্বাধীনতা পাবে।... ...সুষমা ও সৌন্দর্য, সমন্বয় ও শৃংখলার যে ব্যবস্থা ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন, 'গরিব আইন' তা ধ্বংস করতে উন্মুখ হবে।"[৩] যা দুঃখ-দুর্দশাকে করে চিরন্তন, সেই অবধারিত ভবিতব্যের

১. জি অর্টেস, "Della Economia Nazionale libri sei, 1777.' in Custodi, Parte Moderna, t. xxi. pp. 6, 9, 22, 25, etc. অর্টেস বলেন, ঐ, পৃঃ ৩২: "In luoco di progettar sistemi inutili per la felicita de'popoli, mi limitero a investigare la ragione della loro infelicita."

২. "এ ডিসার্টেশন অন দি পুয়োর লজ, বাই এ ওয়েলউইশার অব ম্যানকইণ্ড' (রেভাঃ জে টাউনসেণ্ড), ১৭৮৬, পুনর্মুদ্রিত, লণ্ডন ১৮১৭ পৃঃ ১৫,৩৯,৪১। এই 'সুকোমল' যাজকটির লেখা থেকে ম্যালথাস প্রায়ই পাতার পরে পাতা টুকে দিয়েছেন; যাজকটি নিজে কিন্তু তাঁর মতবাদের বেশির ভাগটাই ধার করেছেন জেমস স্টুয়ার্ট মিল থেকে;

মধ্যে যদি ভেনেসীয় সন্ন্যাসীটি আবিষ্কার করে থাকেন খ্রীষ্টীয় করুণা, কৌমার্য, মঠ ও মন্দিরের আদি কারণ, তা হলে বৃত্তি-ভোগী প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজক-সম্প্রদায় তার মধ্যে খুঁজে পান সেই সব আইনকে নিন্দা করার একটা অছিলা, যেসব আইনের বলে গরিবেরা পেয়েছিল শোচনীয় পরিমাণ সরকারি ত্রাণ-সাহায্যের অধিকার।

স্টর্চ বলেন, "সামাজিক সম্পদের অগ্রগতি জন্ম দেয় সমাজের পক্ষে উপকারী এই শ্রেণীটিকে ···· যে-শ্রেণীটি সম্পাদন করে সবচেয়ে ক্লান্তিকর, সবচেয়ে জঘন্য, সবচেয়ে বিরক্তিকর কার্যগুলি ; এক কথায়, যে-শ্রেণীটি তার কাঁধে তুলে নেয় জীবনে যা কিছু অসহনীয় ও অবমাননাকর ; এবং, এই ভাবে, অন্যান্য শ্রেণীর জন্য ব্যবস্থা করে দেয় অবকাশ, মানসিক প্রশান্তি এবং চিরাচরিত (c'est bon !) চারিত্রিক সম্ভ্রম।"[১] স্টর্চ নিজেকে প্রশ্ন করেন, তা হলে বর্বর যুগের তুলনায়, যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার জনগণের এত দুর্গতি, এত অধঃপতন, তার অগ্রগতিটা কোথায় ? তিনি কেবল একটি উত্তরই খুঁজে পান : নিরাপত্তায় !

সিসমঁদি বলেন, শিল্প ও "বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে প্রত্যেক শ্রমিকই পারে তার নিজের পরিভোগের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে ঢের বেশি উৎপাদন করতে। কিন্তু একই সময়ে, যখন তার শ্রম-সম্পদ উৎপাদন করে, তখন যদি তাকে ডাকা হত সেই সম্পদ নিজেই পরিভোগ করতে, তা হলে তা শ্রমের জন্য তার যে-উপযুক্ততা, তা কমিয়ে দিত।" তাঁর মতে, "মানুষ" (অর্থাৎ অ-শ্রমিক) "সম্ভবতঃ সমস্ত শিল্পকলাগত উৎকর্ষ এবং, উৎপাদনকারীরা আমাদের জন্য যেসব ভোগ্য সামগ্রীর সরবরাহ করে, সেগুলিকে ছাড়াই জীবন কাটাত, যদি সেই সব কিছু শ্রমিকের মত নিরন্তর পরিশ্রম করে, তাদের ক্রয় করতে হত।···· পরিশ্রম আজ তার প্রতিমূল্য থেকে বিচ্ছিন্ন ; ঘটনা এই নয় যে, যে আগে কাজ করে, সেই পরে বিশ্রাম ভোগ করে ; ঘটনা এই যে, একজন কাজ করে আর অন্য একজন বিশ্রাম ভোগ করে। ····সুতরাং শ্রমের

অবশ্য ধার করার সময় কিছুটা অদল-বদলও করেছেন। যেমন, স্টুয়ার্ট বলেন, "এখানে এই ক্রীতদাস-প্রথার মধ্যে ছিল মানুষকে জোর করে পরিশ্রমী করার একটা ব্যবস্থা," [অ-শ্রমিকদের জন্য] 'মানুষ তখন বাধ্য হত কাজ করতে' [অর্থাৎ মুফতে অন্যের জন্য খাটতে], 'কারণ তারা তখন ছিল অন্যের ক্রীতদাস ; মানুষ এখন বাধ্য হয় কাজ করতে [অর্থাৎ অ-শ্রমিকদের জন্য মুফতে কাজ করতে], কারণ তারা তাদের প্রয়োজনের ক্রীতদাস, তা থেকে তিনি গীর্জার ঐ স্থূলকায় পদাধিকারীর মত এই সিদ্ধান্ত করেন না যে, মজুরি-শ্রমিককে অবশ্যই উপোস করে থাকতে হবে। বরং তিনি চান তাদের অভাব বৃদ্ধি করতে এবং তাদের অভাবের এই বর্ধিত সংখ্যাকে "অধিকতর সুকোমল" ব্যক্তি-বৃন্দের জন্য শ্রম-সাধনায় উদ্বোধিত করতে।

১. স্টর্চ : H. Fr. cours d'Economie politique...nation. ২য় ও ৩য় খণ্ড, প্যারিস ১৮২৩, পৃঃ ২২৩।

উৎপাদন ক্ষমতার অনির্দিষ্ট পরিবৃদ্ধির একমাত্র ফল হতে পারে কেবল অলস ধনীদের বিলাস ও সম্ভোগ বৃদ্ধি।"[১]

সর্বশেষে, দেস্তুত দ্য ত্রাসি নামে সেই মেছো রক্তের বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশদের নির্লজ্জ হঠোক্তি: "দরিদ্র দেশগুলিতে লোকেরা থাকে আরামে, ধনীদেশগুলিতে তারা সাধারণতঃ দরিদ্র।"[২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়মের বিবিধ উদাহরণ ॥

(ক) ইংল্যাণ্ড: ১৮৪৬—১৮৬৬

ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন অনুধাবন করার পক্ষে গত ২০ বছরের সময়কাল যত অনুকূল, আধুনিক সমাজের আর কোনো কাল ততটা নয়। মনে হয় যেন এই কালটা ফরচুন্যাটাস-এর ভাণ্ডার পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত দেশের মধ্যে ইংল্যাণ্ডই হল আবার একমাত্র চিরায়ত উদাহরণ, কেননা বিশ্বের বাজারে তার স্থান সর্বাগ্রে, কেননা একমাত্র এখানেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত, এবং সর্বশেষে, কেননা ১৮৪৬ সাল থেকে অবাধ বাণিজ্যের স্বর্ণযুগের প্রবর্তন মামুলি অর্থনীতির শেষ আশ্রয়টি ভেঙে দিয়েছে। উৎপাদনে যে সুবিপুল অগ্রগতি ঘটে—২০ বছরের পরবর্তী ১০ বছরের অগ্রগতি আবার পূর্ববর্তী ১০ বছরের অগ্রগতিকেও ছাড়িয়ে যায়—তার কথা **চতুর্থ বিভাগেই** বিশদ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদিও গত অর্ধ-শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যার অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি ছিল খুবই বিরাট, তবু আপেক্ষিক বৃদ্ধি কিংবা সংবৃদ্ধির হার নিরন্তর কমে গিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর জনসংখ্যার বাৎসরিক শতকরা বৃদ্ধির হার দশমিক সংখ্যায়:

---

১. সিসমঁদি: Nouveax principes d'Economie politique, vol—II Paris, 1819. পৃ: ৭৯, ৮০, ৮৫।

২. Destutt de Tracy, l.c., p. 231: "Les nations pauvres, c'est la ou le peuple est a son aise; et les nations riches, c'est la ou il est ordinairement pauvre."

১৮১১—১৮২১	শতকরা	১·৫৩৩
১৮২১—১৮৩১	,,	১·৪৪৬
১৮৩১—১৮৪১	,,	১·৩২৬
১৮৪১—১৮৫১	,,	১·২১৬
১৮৫১—১৮৬১	,,	১·১৪১

অন্য দিকে, এবারে বিবেচনা করা যাক সম্পদ বৃদ্ধির কথা। এখানে, আয়-করের আওতায় আসে এমন মুনাফা, জমির খাজনা ইত্যাদিই হল সবচেয়ে নিশ্চিত ভিত্তি। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে আয়-করের আওতাভুক্ত মুনাফার বৃদ্ধি (জোত-মালিক ও আরো কিছু বর্গকে বাদ দিয়ে) দাঁড়িয়েছিল ৫০·৪৭ শতাংশ কিংবা বাৎসরিক গড় হিসাবে ৪·৫৮ শতাংশ[১], সেক্ষেত্রে ঐ একই সময়কালে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাৎসরিক গড় হিসাবে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১২ শতাংশ। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত করের আওতাভুক্ত জমির খাজনার (বাড়ি-ঘর, রেলপথ, খনি, মৎস্যক্ষেত্র ইত্যাদি ধরে) বৃদ্ধি ঘটেছিল ৩৮ শতাংশ কিংবা বাৎসরিক ৩$\frac{৫}{১২}$ শতাংশ। এই শিরোনামায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ঘটেছিল বৃহত্তম বৃদ্ধি :

		১৮৫৩ সালের বাৎসরিক আয়ের তুলনায় ১৮৬৪ সালের বাৎসরিক আয়ের আধিক্য	বাৎসরিক বৃদ্ধি
বাড়িঘর	:	৩৮·৬০ শতাংশ	৩·৫০ শতাংশ
পাথর-খাত	:	৮৪·৭৬ ,,	৭·৭০ ,,
খনি	:	৬৮·৮৫ ,,	৬·২৬ ,,
লোহা-কারখানা	:	৩৯·৯২ ,,	৩·৬৩ ,,
মাছ-চাষ	:	৫৭·৩৭ ,,	৫·২১ ,,
গ্যাস-কারখানা	:	১২৬·০২ ,,	১১·৪৫ ,,
রেলপথ	:	৮৩·২৯ ,,	৭·৫৭ ,,[২]

১৮৫৩ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত যদি আমরা চারটি করে পর-পর বছরের তিনটি প্রস্তে ভাগ করে, সেই প্রস্তগুলিকে তুলনা করি, আমরা দেখতে পাই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির হার নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, ১৮৫৩ এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধিপ্রাপ্তির হার হল বাৎসরিক ১·৭৩ শতাংশ ; ১৮৫৭ এবং ১৮৬১ সালের মধ্যে ২·৭৪ শতাংশ এবং

---

১. ইংরেজ সরকারের 'টেন্‌থ্ রিপোর্ট, ইনল্যাণ্ড রেভিনিউ,' লণ্ডন, ১৮৬৬, পৃঃ ৩৮।
২. ঐ।

১৮৬১ এবং ১৮৬৪ সালের মধ্যে ৯·৩০ শতাংশ। যুক্তরাজ্যের আয়কর-যোগ্য আয়সমূহের যোগফল ১৮৫৬ সালে ছিল £ ৩০,৭০,৬৮,৮৯৮, ১৮৫৯ সালে £ ৩২,৮১,২৭,৪১৬; ১৮৬২ সালে £ ৩৫,১৭,৪৫,২৪১; ১৮৬৩ সালে £ ৩৫,৯১,৪২,৮৯৭; ১৮৬৪ সালে £ ৩৬,২৪,৬২,২৭৯; ১৮৬৫ সালে £ ৩৮,৫৫,৩০,০২০।[১]

ঐ একই সময়ে মূলধনের সঙ্গে একত্রে চলেছিল সংকেন্দ্রীভবন ও কেন্দ্রীভবন। যদিও ইংল্যাণ্ডের বেলায় কৃষিক্ষেত্রের কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই (আয়র্ল্যাণ্ডের আছে), ১০টি কাউন্টিতে তা স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছিল। এই সব পরিসংখ্যান থেকে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তাতে দেখা যায়, ১৮৫১ থেকে ১৮৬১ সাল অবধি ১০০ একরের কম আয়তনের জোতের সংখ্যা ৩১,৫৮৩ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ২৬,৫৯৭টি; যার মানে, ৫,০১৬টি জোত কয়েকটি করে একত্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে বড় বড় জোতে পরিণত হয়েছিল।[২] ১৮১৫ থেকে ১৮২৫ সাল অবধি £ ১০,০০,০০০ বেশি মূল্যের কোনো ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি ('এস্টেট') উত্তরাধিকার করের অধীনে আসেনি; ১৮২৫ থেকে ১৮৫৫ সাল অবধি কিন্তু এমন আটটি এসেছিল, এবং ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৯ সালের জুন মাস অবধি, অর্থাৎ ৪২ বছরে এসেছিল ৪টি।[৩] অবশ্য, কেন্দ্রীভবনের তথ্য সবচেয়ে ভাল ভাবে পাওয়া যায় ১৮৬৪ এবং ১৮৬৫ সালের 'আয়কর তপশিল' 'খ'-এর একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে (মুনাফা—জোত ইত্যাদির মুনাফা বাদ দিয়ে)। আগে ভাগেই বলে রাখি যে, এই উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়গুলি ৬০ পাউণ্ডের উপরে সব কিছু বাবদে কর দেয়। ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যাণ্ডে করের আওতাভুক্ত এই আয়সমূহের পরিমাণ ১৮৬৪ সালে হয়েছিল £ ৯,৫৮,৪৪,২৩২; ১৮৬৫ সালে £ ১০,৫৪,৫৩,৫৭৯।[৪] ১৮৬৪

১· এই পরিসংখ্যানগুলি তুলনার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু, অনাপেক্ষিক ভাবে দেখলে, মিথ্যা, কেননা সম্ভবতঃ £১০,০০,০০,০০০ আয় বাৎসরিক অঘোষিত থেকে যায়। ইনল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনারদের কাছ থেকে ধারাবাহিক প্রতারণার অভিযোগ, বিশেষ করে, বাণিজ্য ও শিল্পগত শ্রেণীগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রতারণার অভিযোগ, হামেশাই শোনা যায়। যেমন, "একটা যৌথ মূলধনী কোম্পানি বিবরণ দাখিল করল যে তার করযোগ্য মুনাফা হল £৬,০০০, কর-নির্ণায়ক অফিসার তা বাড়িয়ে করলেন £৮৮,০০০, এবং শেষ পর্যন্ত এই পরিমাণটির উপরে কর দেওয়া হয়। আরেকটি কোম্পানি দেখিয়েছিল তার কর-যোগ্য মুনাফা £১,৯০,০০০; শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তার মুনাফা £২,৫০,০০০। (ঐ, পৃঃ ৪২)।

২. 'আদমসুমারি' ইত্যাদি, ঐ, পৃঃ ২৯। জন ব্রাইটের ঘোষণা যে, ১৫০ জন জমিদার অর্ধেক ইংল্যাণ্ডের এবং ১২ জন অর্ধেক স্কটল্যাণ্ডের মালিক, কখনো খণ্ডিত হয়নি।

৩. চতুর্থ রিপোর্ট ইত্যাদি, ইনল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন, লণ্ডন, ১৮৬০, পৃঃ ১৭।

৪. কয়েকটি আইন-অনুমোদিত বাদ বিয়োগের পরে এগুলিই হল নীট আয়।

সালে মোট ২,৫৮,৯১,০০৯ জনসংখ্যার মধ্যে কর-আরোপিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৩,০৮,৪১৬ জন ; ১৮৬৫ সালে মোট ২,৪১,২৭,০০৩ জনসংখ্যার মধ্যে কর-আরোপিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৩,৩২,৪৩১ জন। নিম্ন-প্রদত্ত সারণীটিতে এই দুই বছরে এই সব আয়ের বণ্টন দেখানো হল।

	৫ই এপ্রিল, ১৮৬৪, যে বছরটি শেষ হল		৫ই এপ্রিল, ১৮৬৫, যে বছরটি শেষ হল	
	মুনাফা থেকে আয়	ব্যক্তিসংখ্যা	মুনাফা থেকে আয়	ব্যক্তিসংখ্যা
মোট আয় ··	£৯,৫৮,৪৪,২২২	৩,০৮,৪১৬	১০,৫৪,৩৫,৭৩৮	৩,৩২,৪৩১
এই সমস্তের···	৫,৭০,২৮,২৮৯	২৩,৩৩৭	৬,৪৫,৫৪,২৯৭	২৪,২৬৫
„ ···	৩,৬৪,১৫,২২৫	৩,৬১৯	৪,২৫,৩৫,৫৭৬	৪,০২১
„ ···	২,২৮,০৯,৭৮১	৮৩২	২,৭৫,৫৫,৩১৩	৯৭৩
„ ···	৮৭,৪৪,৭৬২	৯১	১,১০,৭৭,২৩৮	১০৭

১৮৫৫ সালে যুক্তরাজ্যে উৎপাদিত হয়েছিল ৬,১৪,৫৩,০৭৯ টন কয়লা, যার মূল্য ছিল ১,৬১,১৩,১৬৭ পাউণ্ড ; ১৮৬৪ সালে ৯,২৭,৮৭,৮৭৩ টন, মূল্য ২,৩১,৯৭,৯৬৮ পাউণ্ড ; ১৮৫৫ সালে ৩২,১৮,১৫৪ টন লৌহ-পিণ্ড, মূল্য ৮০,৪৫,৩৮৫ পাউণ্ড ; ১৮৬৪ সালে ৪৭,৬৭,৯৫১ টন, মূল্য ১,১৯,১৯,৮৭৭ পাউণ্ড। ১৮৫৪ সালে যুক্তরাজ্যে চালু রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৮০,৪৫৪ মাইল, আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ২৮,৬০,৬৮,৭৯৪ পাউণ্ড ; ১৮৬৪ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়াল ১২,৭৮৯ মাইল, আদায়ীকৃত মূলধন ৪২,৫৭,১৯,৬১৩ পাউণ্ড। ১৮৫৪ সালে যুক্তরাজ্যের মোট রপ্তানি ও আমদানি ছিল ২৬,৮২,১০,১৪৫ পাউণ্ড ; ১৯৬৫ সালে ৪৮,৯৯,২৩,২৮৫ পাউণ্ড। নিম্নোধৃত সারণীটি থেকে রপ্তানির গতি জানা যায় :

১৮৪৬	£ ৫,৮৮,৪১,৩৭৭
১৮৪৯	৬,৩৫,৯৬,০৫২
১৮৫৬	১১,৫৮,২৬,৯৪৮
১৮৬০	১৩,৫৮,৪২,৮১৭
১৮৬৫	১৬,৫৮,৬২,৪০২
১৮৬৬	১৮,৮৯,১৭,৫৬৩

* এই সময়ে ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে ভারত ও চীনের বাজার আবার ব্রিটিশ তুলাজাত পণ্যের রপ্তানিতে সরবরাহের বাহুল্য ঘটেছে। ১৮৬৬ সালে তুলা-শ্রমিকদের

উল্লিখিত উদাহরণগুলির পরে 'রেজিস্ট্রার-জেনারেল'-এর ব্রিটিশ জাতির বিজয়-ঘোষণা সহজেই বোঝা যায়: "যদিও জনসংখ্যা দ্রুত গতিতেই বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হলেও তা শিল্প ও সম্পদের অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে এগোতে পারেনি।"[১]

এখন এই শিল্পের প্রত্যক্ষ সংঘটকদের, তথা এই সম্পদের উৎপাদকদের দিকে—শ্রমিক-শ্রেণীর দিকে নজর দেওয়া যাক। গ্ল্যাডস্টোনের কথায়, "এই দেশের সামাজিক অবস্থার সর্বাপেক্ষা বিষাদজনক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন জনগণের পরিভোগ-ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং যখন শ্রমিক-শ্রেণী ও কর্মীদের অভাব ও দুর্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন এখানে ঘটছে উচ্চতর শ্রেণীগুলির হাতে সম্পদের নিরন্তর সঞ্চয়ন এবং সম্পদের নিরন্তর বৃদ্ধি।"[২]—এতৎ উবাচ এই মহামতি মন্ত্রী-মহোদয়, ১৮৪৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি, কমন্স সভায় তাঁর ভাষণে। ২০ বছর পরে, ১৮৬৩ সালের ১৬ই এপ্রিল, যে-বক্তৃতা দিয়ে তিনি বাজেট উত্থাপন করেন, তাতে তিনি বলেন, "১৮৪২ থেকে ১৮৫২ সাল অবধি দেশের কর-যোগ্য আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ। ···১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত আট বছরে, ১৮৫৩ সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে, এই আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ শতাংশ! এই ঘটনা এত আশ্চর্যজনক যে প্রায় অবিশ্বাস্য···সম্পদ ও শক্তি এই উন্মাদনাকর সংবৃদ্ধি ··যা সমগ্র ভাবে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির মধ্যে সংবদ্ধ···. নিশ্চয়ই শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে মঙ্গলজনক হবে, কেননা তা সাধারণ ভোগের পণ্যদ্রব্যাদিকে সস্তা করে দেয়। যখন ধনীরা আরো বেশি ধনী হচ্ছে, তখন দরিদ্ররা হচ্ছে আরো কম দরিদ্র। যাই হোক, দারিদ্র্যের চরম দশা হ্রাস পেয়েছে কিনা, তা আমি বিনা বিচারে বলতে পারি না।"[৩] কী অক্ষম ভাবান্তর-গ্রহণ! শ্রমিক-শ্রেণী

মজুরিতে ৫ শতাংশ হ্রাস ঘটেছিল। ১৮৬৭ সালে অনুরূপ ঘটনার প্রতিবাদে প্রেস্টনে ২০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট হয়। (**চতুর্থ জার্মান সংস্করণে সংযোজন:** অব্যবহিত পরেই যে-সংকট ফেটে পড়ে, এই ঘটনা তারই পূর্বাভাস। এফ· এঙ্গেলস)

১. "আদমসুমারি," ঐ, পৃঃ ১১।

২. ১৮৪৩, ১৩ ফেব্রুয়ারি, কমন্স সভায় গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা **টাইমস** ১৮৪৩, ১৪ই ফেব্রুয়ারী—"এই দেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে এটা একটা শোচনীয় দিক যে আমরা অনস্বীকার্য ভাবে দেখতে পাচ্ছি, এই মুহূর্তে যখন জনগণের পরিভোগ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, অভাব ও দুর্দশার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে উচ্চতর শ্রেণীগুলিরমধ্যে ঘটছে সম্পদের নিরন্তর সঞ্চয়ন, ঘটছে তাদের অভ্যাসগত বিলাস ও ভোগসম্ভারের বৃদ্ধি।" (হ্যানসার্ড, ১৩ ফেব্রুয়ারি)।

৩. ১৮৬৩, ১৬ই এপ্রিল কমন্স সভায় গ্লাডস্টোনের বক্তৃতা। **মর্নিংস্টার** ১৭ই এপ্রিল।

যদি "দরিদ্র"-ই থেকে গিয়েছে, কেবল যে-অনুপাতে তারা বিত্তবান শ্রেণীগুলির জন্য "সম্পদ ও শক্তির, উন্মাদনাকর বৃদ্ধি ঘটিয়েছে" সেই অনুপাতে "কম দরিদ্র" হয়েছে, তা হলে তারা আপেক্ষিক ভাবে আগের মতই দরিদ্র থেকে গিয়েছে। দারিদ্র্যের চরম দশা যদি না হ্রাস পেয়ে থাকে, তা হলে তা বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা সম্পদের চরম বৃদ্ধি ঘটেছে। জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ সস্তা হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সরকারি পরিসংখ্যানে, তথা লণ্ডন অরফ্যান অ্যাসাইলাম-এর ('লণ্ডন অনাথ আশ্রম'-এর) হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৫১—১৮৫৩ সালের তিন বছরের গড়ের তুলনায় ১৮৬০—১৮৬২ সালের তিন বছরের গড় দাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী তিন বছরে ১৮৬৩—১৮৬৫মাংস, মাখন, দুধ, চিনি, নুন, কয়লা, এবং জীবন-ধারণের অন্যান্য অনেকগুলি দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে।[১] ১৮৬৪ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত গ্লাডস্টোনের পরবর্তী বাজেট বক্তৃতাটি তো উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজনের অগ্রগতি ও 'দরিদ্র'-শোষিত জনগণের সুখ সম্বন্ধে পিণ্ডার-রচিত বন্দনা-সঙ্গীতের মত। তিনি তাঁর বক্তৃতায় দুঃস্থতার "প্রান্তবর্তী" জনগণের কথা, যে-সব শিল্প-শাখায় "মজুরি বৃদ্ধি পায়নি", সে-সবের কথা বলেন এবং, সর্বশেষে, এক কথায়, শ্রমিক-শ্রেণীর সুখের কথা বিবৃত করেন, "মানব-জীবন, প্রতি দশটি ক্ষেত্রের মধ্যে নয়টিতেই কেবল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।"[২] অধ্যাপক ফসেট গ্ল্যাড্স্টোনের মত সরকারি বিচার-বিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন; তিনি সোজা-সুজিই ঘোষণা করেন, "আমি অবশ্য অস্বীকার করি না যে, (গত দশ বছরে) মূলধনের এই সংবৃদ্ধির ফলে আর্থিক মজুরিও বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই বাহ্যিক সুবিধা অনেক

---

১. 'ব্লু বুক' এ সরকারি বিবরণ দ্রষ্টব্য: 'মিসেলানিয়াস স্ট্যাটিস্টিকস অব দি ইউনাইটেড কিংডম, ৪র্থ বিভাগ, লণ্ডন ১৮৬৬, পৃঃ ২৬০-২৭৩॥ অনাথ আশ্রমের পরিসংখ্যানের পরিবর্তে, 'মিনিস্টিরিয়াল জার্নাল-এ রাজবংশের শিশুদের জন্য যৌতুক-সুপারিশের সালংকার বক্তব্যগুলি পড়লেও চলবে। সেখানে জীবনধারণের দ্রব্য-সামগ্রীর দুর্মূল্যতার কথা কখনো ভুলে যাওয়া হয় না!

২. গ্ল্যাডস্টোন কমন্স-সভা, ৭ই এপ্রিল, ১৮৬৪: হ্যান্সার্ড-এর বর্ণনা এইরূপ—'আর, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে—কী এই মানব-জীবন! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অস্তিত্বের সংগ্রাম!' গ্ল্যাডস্টোনের ১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালের বাজেট-বক্তৃতাগুলিতে নিরন্তর স্ববিরোধ একজন ইংরেজ লেখক বইলো-র নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন:

"Voila, l'homme en effet. It va du blanc au noir
Il condamne au matin ses sentiments du soir.
Importun a tout autre, a soi-meme incommode,
Il change a tout moment d'esprit comme de mode."

('থিয়োরি অব এক্সচেঞ্জেস ইত্যাদি', লণ্ডন, ১৮৬৪, পৃঃ ১৩৫।)

পরিমাণেই হয়েছে বিনষ্ট, কারণ জীবন-ধারণের জন্য আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী হয়েছে আরো মহার্ঘ" (তাঁর বিশ্বাস মূল্যবান ধাতুসমূহের মূল্য-হ্রাসের দরুন)··· ধনী দ্রুত গতিতে আরো ধনবান হয়, অথচ শিল্পে নিযুক্ত শ্রেণীগুলির সচ্ছলতা-ভোগের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না।···তারা (শ্রমিকেরা) ব্যবসায়ীদের প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হয়, কেননা তারা তাদের কাছে ঋণী।"[১]

"শ্রম-দিবস" এবং "মেশিনারি" সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে পাঠক দেখেছেন কোন্ কোন্ অবস্থায় ব্রিটেনের শ্রমিক-শ্রেণী সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির জন্য "সম্পদ ও শক্তির উন্মাদনাকর সংবৃদ্ধি" ঘটিয়েছিল। সেখানে আমরা প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিলাম শ্রমিকের সামাজিক কর্ম-সম্পাদনের সঙ্গে। কিন্তু সঞ্চয়নের নিয়মটির পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য, কর্মশালার বাইরেও তার অবস্থার দিকে নজর দেওয়া দরকার—খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে তার যে অবস্থা, তার দিকে। এই গ্রন্থের যা চৌহদ্দি, তা আমাদের বাধ্য করে প্রধানতঃ শিল্প-সর্বহারা-শ্রেণীর ('ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোলেটারিয়েট')-এর সবচেয়ে কম মজুরি-প্রাপ্ত অংশের এবং কৃষি-শ্রমিকদের বিষয়ে মনোযোগ দিতে; শিল্প-সর্বহারা-শ্রেণীর সবচেয়ে কম মজুরি-প্রাপ্ত অংশ এবং কৃষি-শ্রমিকেরাই হল একত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

কিন্তু, প্রথমে, সরকারি দুঃস্থতা প্রসঙ্গে, কিংবা শ্রমিক-শ্রেণীর যে অংশ তার অস্তিত্ব-ধারণের শর্তটিকে (শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের শর্তটিকে) হারিয়েছে, এবং কোন রকমে বেঁচে আছে সরকারি খয়রাতের উপরে, সেই অংশটি প্রসঙ্গে একটি কথা। ইংল্যাণ্ডে দুঃস্থের সরকারি তালিকায়[২] সংখ্যা ছিল ৮,৫১,৩৬৯ জন; ১৮৫৬ সালে ৮,৭৭,৭৬৭ জন; ১৮৬৫ সালে ৯,৭১,৪৩৩ জন। তুলা-দুর্ভিক্ষের দরুন এই সংখ্যা ১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালে যথাক্রমে ১০,৭৯,৩৮২ ও ১০,১৪,৯৭৮ জন। ১৮৬৬ সালের সংকট, যা সবচেয়ে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করেছিল লণ্ডনকে, তা স্কটল্যাণ্ড-রাজ্যের বেশি জনবহুল এই বিশ্ব-বাজারের কেন্দ্রটিতে ১৮৬৬ সালে দুঃস্থ-সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল ১৮৬৫ সালের তুলনায় ১৯'৫ শতাংশ এবং সালের তুলনায় ২৪'৪ শতাংশ, এবং ১৯৬৬ সালের তুলনায় ১৯৬৭ সালের প্রথম কয় মাস আরো বৃহত্তর শতাংশ। দুঃস্থ তালিকার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ থেকে দুটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। এক দিকে, দুঃস্থদের সংখ্যায় উপরে-নীচে ওঠা-নামা প্রতিফলিত করে শিল্প-চক্রের পর্যায়ক্রমিক উত্থান-পতন। অন্যদিকে, মূলধনের সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং, সেই কারণে, শ্রমিক-শ্রেণী শ্রেণী-সচেতন যে-অনুপাতে বিকাশ লাভ করে, সেই অনুপাতে দুঃস্থতা সম্পর্কিত সরকারি পরিসংখ্যানও বেশি বেশি করে বিভ্রান্তিকর হয়। দৃষ্টান্ত: দুঃস্থদের প্রতি আচরণে যে-বর্বরতা প্রদর্শন

---

১. এইচ ফসেট, ঐ, পৃঃ ৬৭-৮২। খুচরো দোকানীদের উপরে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার কারণ হল তাদের চাকরির ঘন ঘন ছেদ ও অনিশ্চিত অবস্থা।

২. এখানে ওয়েলসকে সব সময়েই ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ধরা হয়েছে।

করা হয়, যার সম্পর্কে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকাগুলি (দি টাইমস, পল মল গেজেট) গত দুবছর তারস্বরে চীৎকার করেছে, তা প্রাচীন কালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৮৪৪ সালে এফ. এঙ্গেলস ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর ঘটনা, ঠিক একই রকম "রোমাঞ্চ-সাহিত্য"-সুলভ সাময়িক মামুলি হৈ চৈ-এর উদাহরণ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু গত দশ বছর লণ্ডনে অনশনজনিত মৃত্যুর ভয়াবহ বৃদ্ধি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, যে-আতংকের মধ্যে শ্রমজীবী জনগণকে কর্মশালার গোলামি তথা দুর্দশার জন্য দণ্ড ভোগ করতে হয়, তা বেড়েই চলেছে।[১]

(খ) ব্রিটেনের শিল্প-শ্রমিক-শ্রেণীর অতি নিম্ন মজুরি-প্রাপ্ত বিভিন্ন স্তর

১৮৬২ সালের তুলা-দুর্ভিক্ষের কালে প্রিভি কাউন্সিল ডাঃ স্মিথকে দায়িত্ব দিয়েছিল ল্যাংকাশায়ার ও চেশায়ারের দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের পুষ্টির অবস্থাদি সম্বন্ধে তদন্ত করতে। পূর্ববর্তী অনেক বছরের পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, "অনশনজনিত আধি-ব্যাধি নিবারণের জন্য একজন সাধারণ নারীর দৈনিক আহারে ১৮০ গ্রেন নাইট্রোজেনসহ অন্ততঃ ৩,৯০০ গ্রেন কার্বন থাকা দরকার; একজন সাধারণ পুরুষের ২০০ গ্রেন নাইট্রোজেনসহ অন্ততঃ ৪,৩০০ গ্রেন কার্বন; নারীদের জন্য ২ পাউণ্ড ভাল গমের রুটিতে যে-পরিমাণ পুষ্টিকর উপাদান থাকে ততটা পুরুষদের জন্য আরো $\frac{1}{9}$ ভাগ; বয়স্ক নারী ও পুরুষের জন্য সাপ্তাহিক গড় অন্ততঃ পক্ষে ২৮,৬০০ গ্রেন কার্বন এবং ১,৩৩০ গ্রেন নাইট্রোজেন। পুষ্টিকর খাদ্যের যে-শোচনীয় পরিমাণ তুলা-শ্রমিকেরা অভাবের চাপে খেতে বাধ্য হচ্ছিল, ডাঃ স্মিথের হিসাব আশ্চর্যজনক ভাবে তার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। ১৮৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিমাণ ছিল সপ্তাহে ২৯,২১১ গ্রেন কার্বন এবং ১,২৯৫ গ্রেন নাইট্রোজেন।

১৮৬৩ সালে প্রিভি কাউন্সিল ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক-শ্রেণীর সবচেয়ে অপুষ্টি-পীড়িত অংশের দুর্দশা সম্পর্কে একটি তদন্তের আদেশ দেয়। প্রিভি কাউন্সিলের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সাইমন এই কাজের জন্য মনোনীত করেন উক্ত ডাঃ স্মিথকে। তাঁর তদন্তের পরিধিভুক্ত ছিল একদিকে কৃষি-শ্রমিকেরা এবং, অন্য দিকে রেশম-বয়নকারীরা,

---

১. অ্যাডাম স্মিথের আমল থেকে যে-অগ্রগতি ঘটেছে, এই ঘটনা তার উপরে এক বিশেষ রকমের আলোক সম্পাত করে যে "কর্ম-নিবাস" ('দুঃস্থ-নিবাস') কথাটা এখনো মাঝে মাঝে "ম্যানুফ্যাক্টরি" (শ্রম-কারখানা) কথাটার সঙ্গে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন, তাঁর শ্রম-বিভাগ সংক্রান্ত অধ্যায়টি এই বলে শুরু হয়েছে "কাজের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা শাখায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই সমবেত করা হয় একই কর্ম-নিবাসে"।

সূচী-কর্মে নিযুক্ত মহিলারা, দস্তানা-প্রস্তুতকারীরা মোজা-বয়নকারীরা ও পাদুকা-প্রস্তুতকারীরা। তদন্তকার্য পরিচালনায় নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি বর্গে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পরিবারগুলিকে এবং তুলনামূলক ভাবে যারা সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে, তাদের অবস্থাই তদন্ত করা হবে।

সাধারণ ভাবে দেখা গিয়েছিল, অন্দরে কাজ করে এমন শ্রমিকদের যে-সব শ্রেণীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে কেবল একটি শ্রেণীর-ক্ষেত্রেই নাইট্রোজেনের গড় সরবরাহ ন্যূনতম পর্যাপ্ততার নির্ধারিত মাত্রা যৎসামান্য অতিক্রম করেছে এবং আরেকটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে সেই মাত্রা প্রায় উপনীত হওয়া গিয়েছে [এখানে 'পর্যাপ্ত' মানে হল অনশন-জনিত আধি ব্যাধি নিবারণের পক্ষে পর্যাপ্ত] ; এবং দুটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে গিয়েছে ; একটিতে বিরাট ঘাটতি—নাইট্রোজেন ও কার্বন, উভয়েরই। তা ছাড়া, কৃষি-জনসংখ্যার সমীক্ষাভুক্ত পরিবারগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেল, তাদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি পায় কার্বনযুক্ত খাদ্যের নির্ধারিত মাত্রার কম, এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি পায় নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্যের নির্ধারিত মাত্রার কম এবং তিনটি কাউন্টিতে (বার্কশায়ার, অক্সফোর্ডশায়ার এবং সমারসেটশায়ার-এ) নাইট্রোজেন খাদ্যের অপ্রতুলতাই হল স্থানীয় আহার্যের গড় বৈশিষ্ট্য।'[১] কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে, যুক্তরাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী অংশ যে ইংল্যাণ্ড, সেই ইংল্যাণ্ডেরই কৃষি-শ্রমিকেরা হল সবচেয়ে স্বল্পভুক্ত।[২] কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্যের এই অনটনের দুর্ভোগ প্রধানতঃ সহ্য করতে হয় নারী ও শিশুদের, কেননা যাতে সে কাজ করতে পারে, তার জন্য পুরুষ মানুষকে অবশ্যই খেতে হবে।" এ থেকেও আরো বেশি অভাব-অনটন বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল শহরের শ্রমিকদের। "তারা এত স্বল্পভুক্ত যে নিশ্চিত ভাবেই তাদের মধ্যে রয়েছে কঠোর ও ক্ষতিকর কৃচ্ছ্র-সাধনের অনেক দৃষ্টান্ত।[৩] (এই সবই তো ধনিকের কৃচ্ছ্র-সাধন ! অর্থাৎ তার "হাতগুলি"-কে কেবল সজীব রাখার জন্য নিছক প্রাণধারণের যে-ন্যূনতম উপকরণসমূহ পরম প্রয়োজন, সেগুলি জন্য তদুপযোগী ব্যয়-সংস্থান থেকে "আত্ম-সংবরণ")।

বিশুদ্ধ শহরবাসী শ্রমজীবী জনগণের উল্লিখিত বর্গগুলির পুষ্টিকর খাদ্য-গ্রহণের পরিস্থিতি নিম্ন-প্রদত্ত সারণী থেকে পাওয়া যায় ; ডাঃ স্মিথ যে-ন্যূনতম পুষ্টিকর খাদ্য-পরিমাণের কথা বলেছেন, এবং সর্বাধিক দুর্দশার সময়ে তুলা-কল-কর্মীদের যে খাদ্য-ভাতা দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে এটা তুলনীয়।

১. "জন-স্বাস্থ্য। ষষ্ঠ রিপোর্ট, .৮৬৪", পৃঃ ১৩।
২. ঐ, পৃঃ ১৭।
৩. ঐ, পৃঃ ১৩।

নারী-পুরুষ উভয়কে ধরে	গড় সাপ্তাহিক কার্বন	গড় সাপ্তাহিক নাইট্রোজেন
পাঁচটি অন্দর-মধ্যস্থ পেশা·····	২৮,৮৭৬ গ্রেন	১,১৯২ গ্রেন
ল্যাংকাশায়ারের বেকার শ্রমিকেরা···	২৮,২১১ „	১,২৯৫ „
ল্যাংকাশায়ার-শ্রমিকদের জন্য অনুমোদিত ন্যূনতম পরিমাণ : নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান··	২৮,৬০০ „	১,৩৩০ „ [১]

সমীক্ষাভুক্ত শিল্প-শ্রমিক বর্গগুলির অর্ধেক বা ৬০/১০০ ভাগের ক্ষেত্রে কোন 'বিয়ার' ছিল না, ২৮ শতাংশের ক্ষেত্রে ছিল না কোনো দুধ। পরিবারগুলিতে তরলজাতীয় পুষ্টিকর পদার্থের সাপ্তাহিক গড় সূচী-কর্মে নিযুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে ৭ আউন্স থেকে মোজা তৈরির কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ২৪¾ আউন্স পর্যন্ত কম-বেশি হয়। যারা দুধ পেত না, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল লণ্ডনের সূচী-কর্মী মহিলারা। রুটির পরিমাণ কম-বেশি হয় সূচী-কর্মী মহিলাদের বেলায় ৭¾ পাউণ্ড থেকে জুতো-প্রস্তুতকারীদের বেলায় ১১½ পাউণ্ড পর্যন্ত, বয়স্ক লোকদের মাথা-পিছু সাপ্তাহিক গড় দাঁড়ায় ৯·৯ পাউণ্ড। চিনি (ঝোলা গুড়, ইত্যাদি) দস্তানা-প্রস্তুতকারকদের জন্য সপ্তাহে ৪ আউন্স থেকে মোজা প্রস্তুতকারকদের জন্যে ১১ আউন্স পর্যন্ত কম-বেশি হয়; সকল বর্গের বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য মোট সাপ্তাহিক গড় মাথা-পিছু পরিমাণ ৮ আউন্স। বয়স্কদের জন্য মাখনের (চর্বি ইত্যাদির) মাথাপিছু সাপ্তাহিক গড় ৫ আউন্স। মাংসের (শূকর ইত্যাদির) সাপ্তাহিক গড়ে পার্থক্য হত রেশম-বয়নকারীদের ক্ষেত্রে ৭¼ আউন্স থেকে দস্তানা-প্রস্তুতকারকদের জন্য ১৮¼ আউন্স; বিভিন্ন বর্গের জন্য মোট গড় ১৩·৬ আউন্স। বয়স্ক লোক-পিছু খাদ্যের জন্য সাপ্তাহিক ব্যয়ের গড় পরিমাণ এই রকম : রেশম-বয়নকারী ২ শি. ২½ পে, সূচী-কর্মী মহিলা ২ শি. ৭ পে, দস্তানা-প্রস্তুতকারক ২ শি. ৯½ পে, জুতা-প্রস্তুতকারক ২ শি. ৭¾ পে, মোজা-প্রস্তুতকারক ২ শি. ৬¼ পে। ম্যাক্‌ল্‌সফিল্‌ডের রেশম-বয়নকারীদের ক্ষেত্রে এই গড় মাত্র ১ শি ৮½ পে। সবচেয়ে খারাপ দশা ছিল সূচী-কর্মী মহিলা, রেশম-বয়নকারী এবং দস্তানা-প্রস্তুতকারীদের।[২] এই সব তথ্য প্রসঙ্গে ডাঃ সাইমন তাঁর 'সাধারণ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন'-এ লিখেছেন,

১. ঐ, সংযোজনী, পৃঃ ২৩২

২. ঐ, পৃঃ ২৩২, ২৩৩।

"ব্যাধির কারণ বা তার বৃদ্ধির কারণ যে ত্রুটিযুক্ত খাদ্য, তা যে-কেউ যিনি গরিব আইনের তালিকাভুক্ত ডাক্তারদের চিকিৎসা সম্পর্কে কিংবা হাসপাতালগুলির অন্দরের ও বাইরের রোগীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, তিনিই তা সমর্থন করবেন। .... তবু এই প্রসঙ্গে, আমার মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পটভূমিকা সংযোজন করতে হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খাদ্য সম্পর্কে কৃচ্ছ্রতা মানুষ বিষম ক্ষোভের সঙ্গে সহ্য করে, এবং সাধারণ নিয়ম এই যে, খাদ্য সম্পর্কে বিষম কৃচ্ছ্রতা মানুষ ভোগ করে কেবল অন্যান্য বিষয়ে কৃচ্ছ্রতা ভোগের পরেই। খাদ্যের স্বল্পতা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হিসাবে দেখা দেবার অনেক আগেই, জীবন ও অনশনের মধ্যস্থলে অবস্থানকারী নাইট্রোজেন ও কার্বনের গ্রেনগুলি গুনে দেখার প্রয়োজন শরীর-বিদ্যাবিদের মাথায় দেখা দেবার অনেক আগেই, নিশ্চয়ই পরিবারটি সব রকমের বৈষয়িক সচ্ছলতা থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছেন ; কাপড়-চোপড় ও জ্বালানি নিশ্চয়ই খাবারের তুলনায় আরো বিরল হয়ে পড়েছে—আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে, থাকবার জায়গা নিশ্চয়ই এতটা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যে ঠাসাঠাসি করে থাকার ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব বা প্রকোপ ঘটেছে ; সংসারের দৈনন্দিন ব্যবহারের বাসন-কোসন ও আসবাব-পত্র সম্ভবতঃ আর অবশিষ্ট নাই—এমনকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যয়ও হয়ে পড়েছে সাধ্যাতীত বা কষ্টসাধ্য, এবং যদি তা রক্ষার জন্য আত্ম-মর্যাদাকর কোনো প্রচেষ্টা করা হয়, তা হলে এমন প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে ক্ষুধার যন্ত্রণা। বাড়ি হবে সেখানেই, যেখানে আশ্রয় পাওয়া যায় সবচেয়ে সস্তায় —এমন সব পল্লীতে যেখানে স্বাস্থ্য-বিভাগের তদারকির পরিচয় মেলে সবচেয়ে কম, নর্দমা ইত্যাদির ব্যবস্থা সবচেয়ে কম, মেথরের কাজ সবচেয়ে কম, আবর্জনা-সাফাই সবচেয়ে কম, জল সরবরাহ সবচেয়ে কম বা সবচেয়ে খারাপ এবং, যদি শহরাঞ্চলে হয়, তা হলে আলো-হাওয়াও সবচেয়ে কম। যেখানে অভাব এই মাত্রায় উপনীত যে খাদ্যের পর্যন্ত অভাব ঘটেছে, সেখানে দারিদ্র্য প্রায় অবধারিত ভাবেই এই সব বিপদে আক্রান্ত। এবং যখন সেগুলির মোট যোগফল জীবনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর আকার ধারণ করে, তখন কেবল খাদ্যের স্বল্পতা পর্যবসিত হয় একটি গুরুতর ব্যাপারে।......এই পরিস্থিতি ভাবতেও কষ্ট হয়, যখন মনে করা যায় যে, এই দারিদ্র্য যা তারা ভোগ করে, তা তাদের আলস্যজনিত যথাপ্রাপ্য দারিদ্র্য নয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই এই দারিদ্র্য হল শ্রমরত জন-সংখ্যার দারিদ্র্য। বস্তুত পক্ষে, কর্মশালার অন্দরকর্মীরা যে-কাজের বিনিময়ে তাদের সামান্য খাদ্যের খয়রাত পায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যধিক মাত্রায় দীর্ঘায়িত করা হয়। তবু এটা সুস্পষ্ট যে, কেবল সীমাবদ্ধ অর্থেই এই কাজকে স্বয়ম্ভর বলে গণ্য করা যায়।......এবং এই নামমাত্র স্বয়ম্ভরতা এক অতি বৃহৎ আয়তনে কেবল দুঃস্থতায় উপনীত হবার পথ-পরিক্রমা মাত্রও হতে পারে—কখনো তা হ্রস্ব, কখনো দীর্ঘ।"[১]

---

১. ঐ, পৃঃ ১৪, ১৫।

এক দিকে, শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা পরিশ্রমী স্তরগুলির ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং অন্য দিকে, বিত্তবানদের অপরিমেয় পরিভোগ, শালীন ও অশালীন পরিভোগ, যার ভিত্তি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন—এই দুয়ের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান, তা নিজেকে প্রকাশ করে কেবল তখনি, যখন অর্থনৈতিক নিয়মগুলি আমাদের জানা হয়ে যায়। "গরিবদের আবাসন"-এর ব্যাপারটা অন্য রকম। প্রত্যেক নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক দেখতে পান যে, উৎপাদনের উপায়সমূহ যত বেশি কেন্দ্রীভূত হয়, তদনুযায়ী ততই একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে শ্রমিকেরা স্তূপীকৃত হয়; সুতরাং, ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন যত বেশি দ্রুত হয়, শ্রমিকদের বাসস্থানগুলিও হয় তত বেশি শোচনীয়। শহর-"উন্নয়ন"-এর সঙ্গে সঙ্গে চলে বাজে ভাবে তৈরি করা 'কোয়াটার্স'-গুলি ভেঙে দিয়ে ব্যাংক, গুদাম ইত্যাদির জন্য প্রাসাদ নির্মাণ, ব্যবসায়িক পণ্য-পরিবহন, বিলাসবহুল শকট চলাচল এবং ট্রাম-গাড়ি প্রবর্তনের জন্য রাস্তাঘাটের প্রশস্তকরণ ইত্যাদি আর তার ফলে শ্রমিকেরা বিতাড়িত হয় আরো খারাপ, আরো ঘিঞ্জি সব আস্তানায়। অপর পক্ষে, প্রত্যেকেই এটা জানেন যে, বাসস্থানের দুষ্প্রাপ্যতা এবং তার উৎকৃষ্টতা বিপরীত অনুপাতে চলে এবং বাড়ি ঘরের ফটকাবাজরা এই দুঃখের খনিগুলিকে এমনকি পটোসির খনিগুলির চেয়েও আরো বেশি মুনাফায় বা আরো কম খরচে শোষণ করে। ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের এবং, স্বভাবতই, সাধারণ ভাবে ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্ক-সমূহের স্ব-বিরোধী চরিত্র[১] এক্ষেত্রে এত প্রকট যে, এমনকি এই বিষয়-সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের সরকারি রিপোর্টগুলি পর্যন্ত নিজেদের রীতি-নীতি ভেঙ্গে "সম্পত্তি ও তার অধিকার"-এর উপরে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছে। শিল্পের বিকাশ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে, মূলধনের সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে, শহর-"উন্নয়নের" অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, এই পাপটি এমন বিস্তার লাভ করল যে, সংক্রামক ব্যাধি—যা "মাননীয়তা"-কেও মান্য করে না—তার নিছক ভয়েই ১৮৪৭ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে সংসদীয় স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সম্পর্কে অন্ততঃ দশ দশটি আইনের জন্ম দিল; এবং লিভারপুল, গ্লাসগো-র মত কয়েকটি শহরের ভীত-সন্ত্রস্ত বুর্জোয়ারা তাদের পৌর সংস্থানগুলির মাধ্যমে বিবিধ আয়াস-সাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করল। যাই হোক, ডাঃ সাইমন তাঁর ১৮৬৫ সালের রিপোর্টে লিখলেন, "সাধারণ ভাবে বলা যায়, এই পাপ এখনো ইংল্যাণ্ডে অনিয়ন্ত্রিত।" প্রিভি কাউন্সিলের নির্দেশ ১৮৬৪ সালে কৃষি-শ্রমিকদের আবাসনের অবস্থা সম্পর্কে এক তদন্ত হয়, ১৮৬৫ সালে হয় শহরের দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির আবাসনের অবস্থা সম্পর্কে। ডাঃ

১. "শ্রমিক শ্রেণীর আবাসনের ক্ষেত্রের মত আর কোনো ক্ষেত্রেই **ব্যক্তির** অধিকার এমন সরবে ও নির্লজ্জ ভাবে বলি-প্রদত্ত হয়নি যেমন হয়েছে **সম্পত্তির** অধিকারের বেদিতে। প্রত্যেকটি বড় শহরকেই গণ্য করা যেতে পারে একটি নরবলির পীঠ হিসাবে, একটি মশান হিসাবে যেখানে অর্থগৃধ্নু তার পিশাচীর কাছে প্রতি বছর বলি দেওয়া হয় হাজারে হাজারে।" এস. লেইং, ঐ, পৃঃ ১৫০।

জুলিয়ান হাণ্টারের প্রশংসনীয় কাজের ফলাফল জন-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সপ্তম (১৮৬৫) এবং অষ্টম (১৮৬৬) রিপোর্ট দুটিতে পাওয়া যায়। কৃষি-শ্রমিকদের বিষয়ে আমি পরে আসব। শহরের বাসস্থানগুলি সম্পর্কে আমি ডাঃ সাইমনের একটি সাধারণ মন্তব্যকে ভূমিকা হিসাবে উদ্ধৃত করব। তিনি বলেন, "যদিও আমার সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত ভাবেই দেহগত, তবু সাধারণ মানবিকতা দাবি করে যে এর অন্য দিকটিও উপেক্ষা করা উচিত হবে না।···বেশি ভিড় করে থাকার প্রায় অবধারিত ফলই হল সমস্ত শ্লীলতার এমন অবলুপ্তি, দেহ ও দৈহিক কাজকর্মের এমন উচ্ছৃঙ্খলা, জৈব ও যৌন নগ্নতার এমন উলঙ্গ প্রকাশ যে তাকে মানবিক না বলে পাশবিক বলাই উচিত। ঐসব প্রভাবের অধীনে অবস্থান এমনি একটা অধঃপতন, যা যাদের উপরে সেইগুলি কাজ করকে থাকে, তাদের আরো আরো নীচে নামিয়ে দেয়। এর অভিশাপের ছায়ায় যে-শিশুরা জন্মায়, তাদের কাছে এটা হয় কলংকিত জীবন-যাপনে দীক্ষাস্বরূপ। এবং এই পরিস্থিতিতে যারা বাস করে, তারা কোনো কালে অন্য কোনো দিকে সভ্যতার পরিবেশের জন্য—যার মর্মবস্তুই হল দৈহিক ও নৈতিক পরিচ্ছন্নতা—তার জন্য আকাঙ্খা পোষণ করবে, এমন একটা আশা সর্বতোভাবেই দুরাশা।"[১]

মানুষের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত ঠাসাঠাসি বাসা-বসতির ব্যাপারে লণ্ডনের স্থান সবার আগে। ডাঃ হাণ্টার বলেন, "দুটি ব্যাপারে তাঁর উপলব্ধি পরিষ্কার; প্রথমতঃ, লণ্ডনে এমন ২০টি বিরাট 'কলোনি' ('বসতি') আছে, যেগুলির প্রত্যেকটিতে থাকে ১০,০০০ করে মানুষ এবং যেগুলির শোচনীয় অবস্থা ইংল্যাণ্ডের অন্য যে-কোনো অঞ্চলে তাঁর দেখা দুরবস্থাকে ছাড়িয়ে যায় এবং যে-অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ ভাবেই দায়ী এখানকার নিকৃষ্ট আবাসন-ব্যবস্থা; এবং দ্বিতীয়তঃ, এই 'কলোনি'-গুলির বাড়ি-ঘরগুলির ভিড়ে-ভরা ও ভাঙ্গাচোরা অবস্থা ২০ বছর আগেকার অবস্থা থেকেও ঢের খারাপ।[২] "একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, লণ্ডনের কোন কোন অংশে জীবন নারকীয়।[৩]

১. "'জন-স্বাস্থ্য', অষ্টম রিপোর্ট, ১৮৬৫," পৃঃ ১৪ টীকা।

২. ঐ, পৃঃ ৮৯। এই 'কলোনি'গুলির শিশুদের সম্বন্ধে ডাঃ হাণ্টার বলেন, গরিবদের এই ঘন সন্নিবেশ শুরু হবার আগেকার আমলে শিশুদের কেমন করে বড় করা হত, তা বলার জন্য কেউ বেঁচে নেই, এবং যে-ব্যক্তি আমাদের বলবে এই শিশু-প্রজাতির —যারা এখানে শিক্ষা সম্পূর্ণ করছে তাদের ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্য এবং 'বিপজ্জনক শ্রেণী' হিসাবে অর্ধেক রাত কাটিয়ে দিচ্ছে সব বয়সের অর্ধ-নগ্ন, পানোন্মত্ত, কদাচারী ও কলহপরায়ণ লোকদের সঙ্গে এমন অবস্থার মধ্যে যা সম্ভবতঃ এই দেশে আর কখনো ঘটেনি—সেই শিশু-প্রজাতির ভবিষ্যৎ আচার-ব্যবহার কি হবে, সে নিশ্চয়ই নিজেকে প্রতিপন্ন করবে একজন হঠকারী ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে।' (ঐ, পৃঃ ৫৬।)

৩. ঐ, পৃঃ ৬২।

অধিকন্তু, যে-অনুপাতে "উন্নয়ন" এবং তার সঙ্গে পুরনো রাস্তা ও বাড়ি-ভাঙ্গার কাজ অগ্রসর হয়, মহানগরে কল-কারখানা ও জন-প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং জমির খাজনা-বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ি-ভাড়াও বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতে ছোট দোকানদার ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন অংশ এই জঘন্য অভিশাপের অধীনে আনীত হয়। ভাড়া এত বেড়ে গিয়েছে যে, খুবই নগণ্য-সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ একটি ঘরের বেশি ভাড়া বহন করতে পারে।[১] লণ্ডনে এমন কোনো বাড়ি নেই, যা এক গাদা দালালের দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। যেহেতু লণ্ডনে জমির দাম তার বার্ষিক আয়ের তুলনায় সব সময়েই অনেক বেশি, সেই হেতু প্রত্যেক ক্রেতাই আবার জুরি-নির্দিষ্ট দামে (জুরির সদস্যদের দ্বারা নির্ধারিত স্বত্বান্তর-মূল্য অনুসারে) তা থেকে অব্যাহতি পাবার, কিংবা কোন বিরাট প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী অবস্থানের দরুন অস্বাভাবিক ভাবে বর্ধিত মূল্য হস্তগত করার, ফটকাবাজিতে লিপ্ত থাকে। এর ফলে সেখানে সব সময়েই "লীজ-এর অন্তপর্ব" ক্রয়ের ব্যাপারে নিয়মিত একটা ব্যবসা চলে। "এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ভদ্রলোকেরা, তাদের কাছ থেকে ন্যায্যতঃ যা আশা করা যায়, তাই করেন—ভাড়াটেদের যখন হাতে পান, তখন তাদের কাছ থেকে যত বেশি পারেন, আদায় করে নেন এবং তাদের উত্তরাগতদের জন্য যত কম পারেন, রেখে যান।"[২]

ভাড়া দেওয়া হয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে, এবং এই ভদ্রলোকেরা কোনো ঝুঁকিই নেন না। মহানগরে রেলপথ নির্মাণের ফলে, "ইস্ট-লণ্ডনে সম্প্রতি একটা দৃশ্য দেখা গিয়েছে—দুঃস্থ-নিবাস ছাড়া আর কোনো আশ্রয় না থাকায়, তাদের সামান্য যা কিছু পার্থিব সম্পত্তি আছে, তাই পিঠে নিয়ে কিছু সংখ্যক পরিবার শনিবার রাতে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।[৩] দুঃস্থ-নিবাসগুলি ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ভিড়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছে; —এবং পার্লামেণ্ট যে-"উন্নয়ন" পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছে, তার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। তাদের পুরনো ঘর-বাড়িগুলি ভেঙে দেবার ফলে শ্রমিকেরা বিতাড়িত হলেও তারা তাদের যাজক-পল্লী ছেড়ে যায় না, বড় জোর, তারা তার সীমানায় বসতি স্থাপন করে—যত কাছে পারে, তত কাছে। "অবশ্য, তারা তাদের কারখানার যথাসম্ভব সন্নিকটে থাকতে চেষ্টা করে। অধিবাসীরা একই যাজক-পল্লীর কিংবা পরবর্তী যাজক-পল্লীর বাইরে যায় না—তাদের দু-ঘরের ভাড়া-বাসাগুলিকে একটি করে ঘরে ভাগ করে নিতে হলেও, এমনকি সেগুলিতে গাদাগাদি করে থাকতে হলেও। ······এমনকি বেশি ভাড়াতেও, স্থানচ্যুত মানুষেরা তাদের ছেড়ে-আসা সামান্য আশ্রয়টির মত ভাল আশ্রয় পাবে না।······স্ট্রাণ্ড-এর অর্ধেক শ্রমিক দু-মাইল হেঁটে

১. "রিপোর্ট অব দি অফিসার হেল্‌থ অব সেণ্ট মার্টিনস-ইন-দি ফিল্‌ড্‌স", ১৮৬৫।

২. "জন-স্বাস্থ্য, অষ্টম রিপোর্ট ১৮৬৬," পৃঃ ৯১।

৩. ঐ পৃঃ ৮৮।

তাদের কাজে যায়।"[১] এই যে স্ট্রাণ্ড, একটি প্রধান রাজপথ, যা আগন্তুকদের কাছে তুলে ধরে লণ্ডনের ঐশ্বর্যের এক মনোমুগ্ধকর চিত্র, তাই আবার সেই শহরের মানুষদের গাদাগাদি করে থাকার একটা নমুনা হিসাবে কাজ করতে পারে। হেল্‌থ্‌ অফিসারের হিসাবে দেখা যায়, যাজক-পল্লীগুলির একটিতে একর পিছু ৫৮১ জন লোক বাস করে, যদিও 'টেমস' নদের প্রস্থের অর্ধেকটা হিসাবে ধরা হয়েছে। এটা আপনা-আপনিই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ব্যবস্থা, বাসের অযোগ্য বাড়িগুলিকে ভেঙে দিয়ে, কেবল শ্রমিকদের এক কোয়ার্টার থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আরেক কোয়ার্টারে আরো গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য করে, যেমন লণ্ডনে হয়েছে। ডাঃ হাণ্টার বলেন, "হয়, এই সমস্ত কার্যক্রম একটা অসম্ভব ব্যাপার হিসাবে বন্ধ হয়ে যাবে, আর, নয়তো, সর্বজনিক অনুকম্পাকে (!) এমন এক কর্তব্য সাধনে—যাকে 'জাতীয়' বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—তেমন এক সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে, যারা তাদের মূলধন নেই বলে নিজেদের মাথার উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারেনা, কিন্তু দফায় দফায় টাকা দিয়ে তার দাম শোধ করে দিতে পারে, তাদের জন্য আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হয়।"[২] ধনতান্ত্রিক ন্যায়-বিচারকে প্রশংসা করুন! রেলপথ, নোতুন নোতুন রাস্তা নির্মাণ, ইত্যাদি "উন্নয়ন"-কার্যের দ্বারা যখন জমির মালিক বাড়ির মালিক বা ব্যবসায়ী উৎখাত হয়, তখন সে কেবল পুরো ক্ষতিপূরণই পায়না। এই বাধ্যতামূলক ভোগ-সংবরণের দরুন সে মানবিক ও ঐশ্বরিক বিধানের বলে পাবে সেই ক্ষতিপূরণের উপরেও একটা অতিকায় মুনাফা। অন্য দিকে, শ্রমিক তার স্ত্রী ও সন্তান ও জিনিসপত্র সহ নিক্ষিপ্ত হয় রাস্তায় আর যদি সে বিপুল সংখ্যায় ভিড় করে শহরের সেই কোয়ার্টারগুলির দিকে, যেখানে কর্মচারীরা শালীনতা বজায় রাখার জন্য তৎপর থাকে, তা হলে স্বাস্থ্য-বিধি সংরক্ষণের নামে অভিযুক্ত করা হয়!

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লণ্ডন ছাড়া ইংল্যাণ্ডে আর এমন একটিও শহর ছিল না, যার জনসংখ্যা ১০০,০০০-এর বেশি; কেবল পাঁচটি শহর ছিল, যাদের জনসংখ্যা ছিল ৫০,০০০-এর বেশি। এখন ৫০,০০০-এর বেশি জনসংখ্যার বাস, এমন শহরের সংখ্যা ২৮টি। "এই পরিবর্তনের ফল কেবল এই নয় যে শহরবাসী লোকের শ্রেণী বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেল, উপরন্তু পুরনো ঘন-সংবদ্ধ ছোট ছোট শহরগুলি পরিণত হল এমন সব কেন্দ্রে, যাদের সব দিকে ঘিরে গড়ে উঠল ইমারত, কোনো দিক খোলা রইল না হাওয়ার জন্য, এবং যেগুলি ধনীদের কাছে আর আরামপ্রদ না থাকায় তারা সেগুলিকে পরিত্যাগ করে সরে গেল মনোরম উপকণ্ঠে। এই সব ধনী ব্যক্তির পরে যারা এল, তারা বড় বড় বাড়িগুলিতে দখল পেল কামরা-পিছু একটি করে পরিবার হিসাবে […এবং দুজন বা তিনজন করে আবাসিকের স্থান-সংস্থান করল…]; এবং

১. ঐ, পৃঃ ৮৮।
২. ঐ, পৃঃ ৮৯।

এইভাবে সৃষ্টি হল এমন একটি জনসমষ্টি, যাদের জন্য ঐ বাড়িগুলি তৈরিও হয়নি এবং যেগুলি তাদের জন্য আদৌ উপযুক্তও নয়, আর যেগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠল এমন একটি পরিবেশ, বয়স্কদের পক্ষে যা চরিত্র-হানিকর এবং শিশুদের পক্ষে যা সর্বনাশা।[১] মূলধন যত দ্রুত গতিতে একটি শিল্প-শহরে বা বানিজ্য শহরে সঞ্চয়ীকৃত হয়, শোষণ-যোগ্য মানবিক সামগ্রীর স্রোত তত দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়, শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক প্রস্তুত আস্তানাগুলি তত শোচনীয় হয়।

কয়লা ও লোহার ক্রম-বর্ধমান উৎপাদনশীলতা-সমন্বিত একটি জিলার কেন্দ্রস্বরূপ নিউক্যাস্‌ল্‌-অন-টাইন-এর স্থান আবাসন-ব্যবস্থার নারকীয়তার বিচারে লণ্ডনের ঠিক পরেই। একটি করে কামরায় বাস করে এমন লোকের সংখ্যা সেখানে ৩৪,০০০-এর কম নয়। সমাজের পক্ষে সাংঘাতিক বিপজ্জনক বলে গণ্য হওয়া সম্প্রতি নিউক্যাস্‌ল্‌ ও গেটস্‌হেড-এ বিপুল সংখ্যায় বাড়ি-ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, ১৮৬৫ সালে শহরটি এমন জনাকীর্ণ ছিল যা আর কখনো হয়নি। 'নিউক্যাস্‌ল্‌ ফিভার হসপিটাল'-এর ডাঃ এম্বেলটন বলেন, "এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে 'টাইফাস'-জ্বরের অব্যাহত প্রকোপ ও প্রসারের বিরাট কারণটি হল মানুষের অত্যধিক ভিড় এবং বাসস্থানের অপরিচ্ছন্নতা। যে-সব কামরায় শ্রমিকেরা বাস করে, অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি রুদ্ধ ও ক্ষতিকর চত্বরে বা অঙ্গনে অবস্থিত এবং আলো, হাওয়া পরিসর ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে অপ্রতুলতা ও অস্বাস্থ্যকরতার আদর্শ এবং যে-কোনো সভ্য সমাজের পক্ষে কলংকস্বরূপ; লোকগুলি সম্পর্কে বলা যায়, দিনের শিফ্‌ট-এর পিছে আসে রাতের শিফ্‌ট আর রাতের শিফ্‌টের পিছে দিনের শিফ্‌ট—এই ভাবে অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে বেশ কিছু কাল, বিছানাগুলো ঠাণ্ডা হবার পর্যন্ত সময় পায়না; গোটা বাড়ির জলের ব্যবস্থা খুবই খারাপ, পায়খানার ব্যবস্থা আরো খারাপ—নোংরা, আলো-বাতাসহীন, দুষ্কারজনক।[২] এই ধরনের আস্তানার সপ্তাহ-পিছু ভাড়া হল ৮ পেন্স থেকে ৩ শিলিং পর্যন্ত। ডাঃ হাণ্টার বলেন, "নিউক্যাস্‌ল্‌-অন-টাইন শহরটিতে রয়েছে আমাদেরই দেশবাসী একটি চমৎকার উপজাতি—বাসা ও রাস্তার মত বাহ্য ঘটনাগুলি যাদের ডুবিয়ে রেখেছে প্রায় বর্বরতার অধঃপাতিত অবস্থায়।"[৩]

মূলধন ও শ্রমের জোয়ার-ভাটার দরুন কোন শিল্প-শহরের আবাসন-পরিস্থিতি আজকে অসহনীয়, কালকে সহনীয় হতে পারে। কিংবা শহরের প্রশাসক কর্তৃপক্ষ এইসব সাংঘাতিক অব্যবস্থাগুলি অপসারণের জন্য তৎপরতা দেখাতে পারে। কালকেই আবার পঙ্গপালের মত দলে দলে ধেয়ে আসবে ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত আইরিশ বা জীর্ণ-শীর্ণ-দেহ ইংরেজ কৃষি-শ্রমিকেরা। তাদের গুদামজাত করা হবে মাটির তলার কুঠ্‌রি

১. ঐ পৃঃ ৫৫ এবং ৫৬।
২. ঐ, পৃঃ ১৪৯।
৩. ঐ, পৃঃ ৫০।

বা মাথার উপরের খুপরিগুলিতে, কিংবা এতকাল যা ছিল শ্রমিকদের চলনসই বাসা-বাড়ি, তাকেই রূপান্তরিত করা হয় সাময়িক অবস্থানের ভাড়াটে আস্তানায়, যে আস্তানাগুলির লোকজনেরা তিরিশ বছরের যুদ্ধের ছাউনিগুলির সৈন্যদের চেয়েও তাড়াতাড়ি বদল হয়ে যায়। নমুনা : ব্রাডফোর্ড (ইয়র্কশায়ার)। সেখানকার পৌর-ফিলিস্তিনটি কেবল ব্যস্ত থাকত শুধুমাত্র শহরের উন্নয়ন নিয়ে। তা ছাড়া, ব্রাডফোর্ডে ১৮৬১ সালেও ছিল ১,৭৫১টি এমন বাড়ি, যেগুলিতে কোনো বাসিন্দা ছিল না। কিন্তু এখন এল শিল্প-বাণিজ্যের সেই পুনর্জাগরণ যা নিয়ে সম্প্রতি এত মধুর ভাবে চেঁচামেচি করলেন নিগ্রো বন্ধু, বিনম্র উদারনীতিকে ('লিবারল') মিঃ ফস্টার। শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্জাগরণের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এল চির-হ্রাস-বৃদ্ধিশীল "সংরক্ষিত বাহিনী"-র বা "আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা"-র ঢেউ থেকে উপ্‌চে পড়া জন-প্লাবন। একটি বীমা-কোম্পানির এজেন্টের কাছ থেকে ডাঃ হাণ্টার পুঞ্জীভূত কুঠরি-আশ্রয়ের যে-তালিকা[১]

---

১. সংগ্রাহক এজেন্টদের তালিকা (ব্রাডফোর্ড)

	বাড়ি		
ভালকান স্ট্রিট নং ১২২	১	কোঠা	১৬ ব্যক্তি
লুমলি „ „ ১৩	১	„	— ১১ „
বাওয়ার „ „ ৪১	১	„	— ১১ „
পোর্টল্যাণ্ড „ „ ১১২	১	„	— ১০ „
হার্ডি „ „ ১৭	১	„	— ১০ „
নর্থ „ „ ১৮	১	„	— ১৬ „
নর্থ „ „ ১৭	১	„	— ১৩ „
ওয়াইমার স্ট্রিট নং ১৯	১	কোঠা	— ৮ বয়স্ক
জোয়েট „ „ ৫৬	১	„	— ১২ ব্যক্তি
জর্জ „ „ ১৫০	১	„	— ৩ পরিবার
রাইফেল কোর্ট মেরিগেট স্ট্রিট নং ১১	১	„	— ১১ ব্যক্তি
মার্শাল স্ট্রিট নং ২৮	১	„	— ১০ ব্যক্তি
মার্শাল „ „ ৪৯	৩	„	— ৩ পরিবার
জর্জ „ „ ১২৮	১	„	— ১৮ ব্যক্তি
জর্জ „ „ ১৩০	১	„	— ১৬ ব্যক্তি
এডোয়ার্ড „ „ ৪	১	„	— ১৭ ব্যক্তি
জর্জ „ „ ৪৯	৭	„	— ২ পরিবার
ইয়র্ক „ „ ৩৪	১	„	— ২ পরিবার
সণ্টপাই „ „ (বটম)	২	„	— ২৬ ব্যক্তি

পেয়েছিলেন, সেগুলির অধিবাসী ছিল ভাল-আয়ের শ্রমিকেরা। তারা ঘোষণা করেছিল যে, যদি ভাল বাসস্থান পাওয়া যায়, তা হলে তারা বেশি ভাড়া দিতে রাজি আছে। ইতিমধ্যে তাদের অবনতি ঘটল, তারা একে একে সকলে অসুখে পড়ল এবং অন্য দিকে, আমাদের বিনম্র উদার নীতিক, সংসদ-সদস্য মিঃ ফস্টার অবাধ বাণিজ্যের আশীর্বাদ এবং উলের কারবারে লিপ্ত ব্রাডফোর্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুনাফার উপরে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। ১৮৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্টে ব্রাডফোর্ডের 'গরিব আইন'-এর ডাক্তারদের মধ্যে একজন, ডাঃ বেল তাঁর জ্বরাক্রান্ত রোগীদের ভয়াবহ মৃত্যু-হারের কারণ হিসাবে নির্দেশ করেন বাসস্থানের অবস্থাকে। "১৫০০ কিউবিক ফুটের একটি ছোট ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে···বাস করে দশ জন ব্যক্তি।···ভিন্সেণ্ট স্ট্রিট, গ্রীন এয়ার প্লেস এবং লেইজ-এ রয়েছে ২২৩টি বাড়ি, যাদের অধিবাসী-সংখ্যা ১,৪৫০, বিছানা ৪৩৫ এবং পায়খানা ৩৬টি।··বিছানা বলতে আমি এখানে ধরছি নোংরা ন্যাকড়ার যে-কোনো পুঁটলি বা সামান্য কিছু চোকলা, এমন এক-একটি বিছানাপিছু রয়েছে গড়ে ৩·৩ জন করে লোক; কিছু সংখ্যক বিছানা-পিছু আছে ৫ ৬ জন; এবং আমি শুনলাম, কিছু লোকের বিছানা বলতে একেবারে কিছুই নেই; তারা শোয় তাদের মামুলি পোশাকে খালি তক্তার উপরে—যুবক-যুবতী, বিবাহিত-অবিবাহিত, সকলে একসঙ্গে। বলা বাহুল্য, এই কুঠরিগুলির বেশির ভাগই অন্ধকার, স্যাঁতসেতে, কদর্য, দুর্গন্ধপূর্ণ কূপ বিশেষ—মানুষের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী; ঠিক এই কেন্দ্রগুলি থেকেই জন্ম নেয় রোগ ও মৃত্যু, যা ছড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে যারা আছে উন্নততর অবস্থানে এবং এদেরকে এই ভাবে পচতে দিয়েছে আমাদের মধ্যে।"[১]

বাসস্থানের শোচনীয় দুরবস্থায় ব্রিস্টলের স্থান লণ্ডনের পরে তৃতীয়। "ব্রিস্টল যেখানে প্রত্যক্ষ হয় ইউরোপের সমৃদ্ধতম শহরের চরম দারিদ্র্য ও পারিবারিক দুর্দশার বিপুল বিস্তার।"[২]

কুঠরি

রিজেণ্ট স্কোয়্যার	১	কুঠরি	৮ ব্যক্তি
একর স্ট্রিট	১	"	৭ "
৩৩ রবার্টস কোর্ট	১	"	৭ "
ব্যাকপ্র্যাট স্ট্রিট (পিতলের দোকান হিসাবে ব্যবহৃত)	১	"	৭ "
২৭ এবেঞ্জার স্ট্রিট	১	"	৬ "

১৮-বছরের বেশি কোনো পুরুষ নেই)।

১. ঐ, পৃঃ ১১৪।
২. ঐ, পৃঃ ৫০।

(গ) যাযাবর জনসংখ্যা

আমরা এখন এমন এক শ্রেণীর মানুষের দিকে মনোযোগ দেব যারা মূলতঃ ছিল কৃষিজীবী কিন্তু যাদের পেশা এখন বহুলাংশে শিল্পগত। তারা হচ্ছে মূলধনের লঘুভার পদাতিক-বাহিনী, মূলধনের প্রয়োজনমত যাদের নিক্ষেপ করা হয় কখনো এখানে, কখনো সেখানে। যখন তারা চলমান নয়, তখন তারা "তাঁবু খাটায়"। যাযাবর শ্রমকে নিয়োগ করা হয় বাড়ি-নির্মাণ, জল-নিষ্কাশন, ইট-তৈরি, চুন-পোড়ানো, রেলপথ বানানো ইত্যাদি নানা কাজে। মহামারীর একটি চলন্ত বাহিনী, এই যাযাবর শ্রম যেখানেই বয়ে নিয়ে যায় বসন্ত, টাইফাস, কলেরা, সংক্রামক জ্বর ইত্যাদি।[১] রেলপথের মত যে-সব উদ্যোগে বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হয়, সেখানে ঠিকাদার নিজেই তার বাহিনীর জন্য কাঠের কুঁড়েঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে স্থানীয় পর্যদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গজিয়ে ওঠে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থাবলীর কোনো সংস্থান ছাড়াই গ্রাম আর গ্রাম, যেগুলি ঠিকাদারের পক্ষে হয় খুবই মুনাফাজনক, কারণ সে শ্রমিক শোষণ করতে থাকে দুভাবে—প্রথমতঃ, শিল্পের সৈনিক হিসাবে এবং, দ্বিতীয়তঃ, ভাড়াটে হিসাবে। কাঠের কুঁড়েঘর গুলির যেটায় যতসংখ্যক খুপরি, ১, ২, বা ৩, সেটার ভাড়াও তেমনি সাপ্তাহিক ১, ৩ বা ৪ শিলিং।[২] একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ সাইমন রিপোর্ট করেন, সেভেনোক্স্ নামক 'প্যারিশ'-এর ('যাজক পল্লী'র আবর্জনা অপসারণ কমিটি'র সভাপতি স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার জর্জ গ্রের কাছে নিম্নলিখিত নিন্দাপত্র পাঠিয়েছেন, "প্রায় বারো মাস আগে পর্যন্ত এই প্যারিশে বসন্ত রোগের কথা খুবই কদাচিৎ শোনা যেত। তার কিছুকাল আগে লিউইশাম থেকে টানব্রিজ পর্যন্ত একটি রেলপথের কাজকর্ম এখানে আরম্ভ হয়, এবং প্রধান কর্মশালাটি এই শহরের একেবারে গায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও, এখানে স্থাপন করা হয় এই গোটা কর্মকাণ্ডটির মাল-গুদাম, যার ফলে স্বভাবতই এক বিরাট সংখ্যক মানুষ এখানে কর্মনিযুক্ত হয়। যেহেতু 'কটেজ'গুলিতে সকলের জন্য আবাসনের সংস্থান করা যায়নি, সেইহেতু কর্মস্থলের লাইন বরাবর জায়গায় মিঃ জে এই কাজের জন্য কুঁড়েঘর তৈরি করে নেন। এই কুঁড়েগুলিতে না আছে কোনো আলো-হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা, না আছে কোনো নর্দমা; তা ছাড়া, এগুলি ছিল স্বভাবতই অতিরিক্ত জনাকীর্ণ, কেননা প্রত্যেক ভোগদখলকারীকে আবার ঠাঁই দিতে হয় আবাসিকদের, তা তার নিজের পরিবারে সদস্য-সংখ্যা যাই হোক না কেন;—যদিও এক একটি কুঁড়েঘরে আছে মাত্র দুখানা করে কামরা। আমরা যে-মেডিক্যাল রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে দেখা যায় যে, এর পরিণামে রাতের বেলায় জানালার ঠিক নিচেই জমে থাকা নোংরা জল ও পায়খানা

১. "জন-স্বাস্থ্য, সপ্তম রিপোর্ট, ১৮৬৫" পৃঃ ১৮।

২. ঐ পৃঃ ১৬৫।

থেকে যে-দুর্গন্ধ বের হয়, তা এড়াতে গিয়ে এই গরিব বেচারাদের সহ্য করতে হয় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার সমস্ত বিভীষিকা। এই কুঁড়েঘরগুলি দেখার উপলক্ষ্য ঘটেছিল এমন একজন ডাক্তার ভদ্রলোক এই সম্পর্কে বিস্তারিত নালিশ জানিয়েছিলেন; তিনি কঠোরতম ভাষায় তাদের থাকার অবস্থার কথা বিবৃত করেছিলেন এবং এই আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন যে, যদি স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তা হলে অত্যন্ত গুরুতর কিছু পরিণতি ঘটাতে পারে। এক বছর আগে মিঃ জে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি একটি কুটির আলাদা করে রাখবেন, যে-কুটিরে তাঁর অধীনস্থ লোকদের মধ্যে যারা সংক্রামক রোগাক্রান্ত, তাদের সকলকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হবে গত ২৩শে জুলাই তিনি ঐ একই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু যদিও তার পর থেকে তার কুঁড়েগুলিতে বেশ কয়েকটি বসন্ত রোগের ঘটনা ঘটেছে এবং দুজন মারা গিয়েছে, তবু তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তিনি কোনো কিছুই করেননি। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে সার্জন (শল্য-চিকিৎসক) মিঃ কেলসন আমার কাছে রিপোর্ট করেন, ঐ কুঁড়েগুলিতে আরো কয়েক জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং তিনি তাদের অবস্থা চরম কলংকজনক বলে বর্ণনা করেন। আপনার (স্বরাষ্ট্র-সচিবের) জ্ঞাতার্থে আমি আরো জুড়ে দিতে চাই যে, এই প্যারিশের অধিবাসীদের মধ্যে যারা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তাদের জন্য 'রোগী-নিবাস' বলে যে বাড়িটি আলাদা করা আছে, সেটি গত কয়েক মাস ধরে এই জাতীয় রোগীদের দ্বারা ক্রমাগত ভর্তিই থাকছে, এবং এখনো ভর্তিই আছে; একটি পরিবারে পাচ পাচটি শিশুই বসন্ত ও জ্বরে মারা গিয়েছে। এই বছরে ১লা এপ্রিল থেকে ১লা সেপ্টেম্বর—এই পাচ মাসে এই প্যারিশে বসন্ত রোগে মারা গিয়েছে অন্ততঃ দশ জন, যাদের মধ্যে চারজন ছিল ঐ কুঁড়েগুলির বাসিন্দা; কত লোক ঐ রোগের কবলে পড়েছে, তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কেননা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি তা যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করে; তবে অনেক মানুষই যে কবলিত হয়েছে, তা জানা গিয়েছে।"[১]

কয়লা ও অন্যান্য খনির শ্রমিকেরা ব্রিটিশ সর্বহারা ('প্রোলেটারিয়েট') শ্রেণীর

১. ঐ, পৃঃ ১৮ টীকা। চ্যাপেল-এন-লে-ফ্রিথ ইউনিয়নের রিলিভিং অফিসার রেজিস্ট্রার-জেনারেল-এর কাছে রিপোর্ট করেন: "ডাভটেলস-এ চুনের এক বড় ছাই পাহাড়ে (চুন-ভাটির আবর্জনা স্তূপে) ছোট ছোট গর্ত খোঁড়া হয়েছে; সেগুলি বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; ঐ অঞ্চলে যে-রেলপথ তৈরি হচ্ছে, তার মজুরেরা এবং অন্যান্যরা সেখানে থাকে। গর্তগুলো ছোট ও স্যাঁৎসেতে, কাছাকাছি কোনো নর্দমা বা পায়খানা নেই; মাথার উপরে ধোঁয়া বেরোবার জন্য যে গর্ত আছে, তা ছাড়া হাওয়া চলাচলের কোনো পথ নেই। এই ত্রুটির জন্য কিছুকাল ধরে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে, এবং তার ফলে (ঐ গুহাবাসীদের মধ্যে) কিছু মৃত্যু ঘটেছে।" (ঐ, টীকা ২)।

সবচেয়ে ভাল মজুরি-প্রাপ্ত বর্গগুলির অন্তর্গত। যে-দাম দিয়ে তারা তাদের মজুরি ক্রয় করে, তা পূর্ববর্তী এক পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে।[১] এখানে আমি কেবল তাদের বাসস্থানের অবস্থার উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাবে। প্রচলিত রীতি এই যে, খনির খনিজ-আহরক, তা সে মালিকই হোক বা ইজারাদারই হোক, তার কর্মীদের জন্য কতকগুলি কুটির তৈরি করে। তারা কুটির আর কয়লা পায় "মাগনা"—অর্থাৎ এগুলি তাদের মজুরিরই অংশ, যা দেওয়া হচ্ছে দ্রব্য-সামগ্রীর আকারে। যারা এই কুটির পায়না, তাদের বাৎসরিক ৪ পাউণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। খনি-অঞ্চলগুলি দ্রুতবেগে জনসংখ্যা আকর্ষণ করে, যার মধ্যে খোদ খনি-শ্রমিকেরা ছাড়াও থাকে, কারিগর দোকানদার প্রভৃতি, যারা তাদের ঘিরে সমবেত হয়। জমির খাজনা উঁচু; যেখানে জনবসতি ঘন, সেখানে তাই হয়। সুতরাং, মনিব চেষ্টা করে খনি-খাদের কাছাকাছি যথাসম্ভব স্বল্প-পরিসর জায়গার মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক কুটির তৈরি করে নিতে, যা তাদের কর্মীদের সপরিবারে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। যদি ধারে-কাছে নোতুন খনি খোলা হয়, কিংবা পুরানো খনি আবার চালু করা হয়, তা হলে চাপ বেড়ে যায়। কুটিরগুলির নির্মাণের ব্যাপারে কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গিই গুরুত্ব পায়; তা হল এই যে, যে-ব্যয় কোনক্রমেই পরিহার করা যায় না, তা ছাড়া বাকি সমস্ত ব্যয় থেকে "আত্ম-সংবরণ। ডাঃ জুলিয়ান হান্টার বলেন, নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম-এর কয়লাক্ষেত্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত 'পিট-ম্যান'-রা (খনি-খাদের মজুরেরা) এবং অন্যান্য শ্রমিকেরা যে বাসস্থান পায়, তা সম্ভবতঃ মোটের উপরে, ইংল্যাণ্ডের এই ধরনের বড় আকারের নমুনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং সবচেয়ে দুর্মূল্য—একমাত্র মনমাউথ-শায়ারের 'প্যারিশ'গুলির অনুরূপ নমুনাগুলি বাদে।... এগুলি যে কত চরম খারাপ তা লক্ষ্য করা যায় একটি মাত্র কামরায় ভিড় করা মানুষের অতিরিক্ত সংখ্যায়, একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে বহুসংখ্যক বাড়ির ঘন-সন্নিবেশে, জলের অভাবে, পায়খানার অনুপস্থিতিতে এবং প্রায়শই একটি বাড়ির মাথায় আরেকটি বাড়ি চাপিয়ে দেওয়ার, অথবা 'ফ্ল্যাট' হিসাবে ভাগ করে দেওয়ায়।.... জমির ইজারাদার এমন ভাবে কাজ করে যেন গোটা 'কলোনি'টা নিছক একটা ছাউনি, কোনো বাসস্থান নয়।[২]

ডাঃ ষ্টিভেন্স বলেন, "আমার প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে আমি ডারহাম ইউনিয়নের অধিকাংশ বড় বড় 'কোলিয়ারি' গ্রামই পরিদর্শন করেছি।..... অতি সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সবগুলির ক্ষেত্রেই ঢালাও ভাবে একথা বললে

১. চতুর্থ বিভাগের শেষে যে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা বিশেষতঃ কয়লা-খনি শ্রমিকদের। ধাতু খনিগুলির অবস্থা আরো খারাপ। ১৮৬৪ সালের রয়্যাল কমিশনের অত্যন্ত সহৃদয় রিপোর্টটি দ্রষ্টব্য।

১. ঐ, পৃঃ ১৮০-১৮২।

সত্যই বলা হবে যে, অধিবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।… সমস্ত কয়লা-খাদের শ্রমিকই খনির ইজারাদার বা মালিকের কাছে বাঁধা থাকে ("বাঁধা থাক" কথাটা "বন্ধন-দশা" কথাটার মত ভূমি-দাস প্রথার আমলের মতই প্রাচীন) বারো মাসের জন্য।… যদি তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে কিংবা কোনো ভাবে তদারক-কারীর বিরক্তি উৎপাদন করে, তা হলে তাদের নামের পাশে একটি স্মারক-চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়, এবং বাৎসরিক "বন্ধনমুক্তি"-র সময়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। · আমার মনে হয়, এই ঘন-বসতিপূর্ণ জেলাগুলিতে 'ট্রাক-সিস্টেম'-এর ('মজুরি-সংশ্লিষ্ট বাধ্য-বাধকতার ব্যবস্থা'-র) যে অংশই, প্রচলিত রয়েছে, তার চেয়ে খারাপ আর কোনো অংশই হতে পারে না। নিজেকে ভাড়া দেবার শর্ত হিসাবে তাকে নিতে হবে নানাবিধ দুষ্ট সংক্রামক প্রভাবের দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বাসা ; সে নিজেকে এ থেকে বাঁচাতে পারে না।। এবং যে তার মালিক ছাড়া আর কেউ তাকে এ ব্যাপারে বাঁচাতে পারে কিনা, তাতে সন্দেহ আছে (যে-কোনো দিক দেখলে সে একজন ভূমি-দাস), এবং তার মালিক প্রথম বিচার করবে তার আয়-ব্যয়ের হিসাব, এবং তার ফল কি হবে, তা প্রায় নিশ্চিত। মালিক অনেক সময়ে খনি-শ্রমিককে জলও সরবরাহ করে এবং সে জল ভাল হোক, মন্দ হোক, তার জন্য তাকে দাম দিতে হয় কিংবা, বরং বলা উচিত, সেটা তার মজুরি থেকে কেটে রাখা হয়।"[২]

"জনমত"-এর, এমনকি হেল্থ অফিসারদের বিরোধিতার মুখেও, মূলধন অংশতঃ বিপজ্জনক ও অংশতঃ চরিত্রনাশক এই শর্তাবলীকে, যেগুলি দিয়ে সে শ্রমিক এবং তার পরিবারকে বেঁধে রাখে, সেগুলিকে সমর্থন করতে কোনো অসুবিধাই বোধ করে না ; সে যুক্তি দেয় যে, মুনাফার স্বার্থে এগুলি অপরিহার্য যখন কারখানায় বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন খনিতে আলো-হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি থেকে সে "আত্ম-সংবরণ" করে, তখন ঠিক এই যুক্তিই সে দেয়। খনি-শ্রমিকদের আবাসনের ক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি। প্রিভি কাউন্সিলের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সাইমন তাঁর সরকারি রিপোর্টে বলেন "বাসস্থানের শোচনীয় অবস্থার কৈফিয়ৎ হিসাবে·· বলা হয়, খনিগুলি সাধারণতঃ ইজারায় খাটে ; ইজারাদারের স্বার্থের মেয়াদ (কোলিয়ারিতে সচরাচর ২১ বছর) ততটা দীর্ঘস্থায়ী নয় যে সে তার শ্রমিকদের জন্য, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকজন যাদের সে টেনে এনেছে তাদের জন্য সুষ্ঠু আবাসনের বন্দোবস্ত করা লাভজনক বলে মনে করতে পারে ; এমনকি সে যদি এ ব্যাপারে উদার মনোভাব নিয়ে কিছু করতে চেষ্টাও করে, তা হলেও সেই চেষ্টা সাধারণতঃ ব্যাহত হবে জমির মালিকের প্রবণতার দ্বারা ; মাটির তলাকার সম্পত্তিতে কর্ম-নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য মাটির উপরে রুচিসম্পন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলার বিশেষ অধিকারলাভের জন্য জমির মালিক তার উপরে

২. ঐ, পৃঃ ৫১৫, ৫১৭।

জমির খাজনা বাবদে চাপিয়ে দেবে অতি উচ্চ-হারে একটি অতিরিক্ত 'চার্জ' এবং সেই নিষেধাজ্ঞা-মূলক দাম (যদি তা সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না-ও হয়) অন্যান্য যারা এমন গ্রাম গড়ে তোলার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে, তাদেরও দুর্নিবারণ করবে। উল্লিখিত কৈফিয়তের গুণাগুণ বিচার করা রিপোর্টের পরিধিভুক্ত নয়। এমন কি, এখানে এটাও বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই যে, যদি সুষ্ঠু আবাসনের ব্যবস্থা করা যেত, তা হলে খবরটা শেষ পর্যন্ত কার উপরে, বর্তাত—জমির মালিকের উপরে, ইজারাদারের উপরে, না কি সমাজের উপরে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলিতে (ডাঃ হাণ্টার, ডাঃ ষ্টিভেন্স প্রভৃতির রিপোর্টগুলিতে) যে লজ্জাকর তথ্যসমূহ প্রতিপন্ন হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই প্রতিকার দাবি করা যায়।…জমিদারিত্বের দাবি ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিরাট সামাজিক অহিত-সাধনের কাজে। খনির মালিক হিসাবে জমিদার একটি শিল্প-শ্রমিকবাহিনীকে আমন্ত্রণ করে তার জমিদারিতে কাজ করতে এবং তার পরে ভূমি-পৃষ্ঠের মালিক হিসাবে সে যে-শ্রমিকদের সমবেত করল তাদের পক্ষে বাসস্থান সংগ্রহ করার ব্যাপারটা অসম্ভব করে তুলল। এদিকে ইজারাদারের (ধনতান্ত্রিক শোষণ-কারীর) কোনো আর্থিক উদ্দেশ্য থাকে না এই দেনা-পাওনার ভাগাভাগিতে বাধা দেবার ; সে বেশ ভাল ভাবেই জানে যে, শেষোক্ত শর্তাবলী যদি অত্যন্ত চড়াও হয়. তা হলেও তার ফলাফল তার উপরে বর্তাবে না, বর্তাবে তার শ্রমিকদের উপরে যাদের এমন কোনো শিক্ষা নাই যাতে তারা তাদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অধিকারগুলির মূল্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে ; জানে যে, সবচেয়ে জঘন্য বাস-ব্যবস্থা বা সবচেয়ে দূষিত পানীয় জল—কোনোটাই তাদের ধর্মঘট করার মত যথেষ্ট প্রণোদনা হিসাবে কাজ করবে না।"[১]

(ঘ) শ্রমিক-শ্রেণীর সর্বোত্তম মজুরি-প্রাপক অংশের উপরে সংকটের ফলাফল

নিয়মিত কৃষি-শ্রমিকদের বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমি আপনাদের অনুমতি চাই, কিভাবে শিল্পগত ঝড়ঝাপ্টা শ্রমিক শ্রেণীর এমনকি সর্বোচ্চ মজুরি-প্রাপক অংশকে (অভিজাত বর্গকে) পর্যন্ত আঘাত করে ; আমি কেবল একটি দৃষ্টান্তই দেব। স্মরণীয় যে ১৮৫৭ সালটি নিয়ে এসেছিল অন্যতম বৃহত্তম সংকটকে, যা সূচনা করে শিল্প-চক্রের পর্যায়ক্রমের পরিসমাপ্তি। পরবর্তী সংকট-বিরতির কাল ছিল ১৮৬৬। নিয়মিত কারখানা-জেলাগুলিতে তুলা-দুর্ভিক্ষের দরুন ইতিমধ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত—যে-দুর্ভিক্ষ বহুল-পরিমাণ মূলধনকে তার চিরাভ্যস্ত ক্ষেত্র থেকে তাকে ছুঁড়ে

---

১. ঐ, পৃঃ ১৬।

দিল টাকার বাজারের বিরাট বিরাট কেন্দ্রে—সেই সংকট ধারণ করল বিশেষ ভাবে একটি আর্থিক চরিত্র। এই সংকটের সংকেত পাওয়া গিয়েছিল একটি অতিকায় লণ্ডন ব্যাংকের 'ফেল' পড়া থেকে, যার পিছু পিছু ভেঙে পড়ল অসংখ্য প্রতারক কোম্পানি। এই বিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িত লণ্ডনের বিরাট বিরাট শিল্প-শাখার মধ্যে একটি হল লোহার জাহাজ নির্মাণ। তেজীর মরশুমে এই শিল্পশাখার দিকপালেরা যে কেবল সমস্ত মাত্রাছাড়া অতি-উৎপাদনে মেতে উঠেছিল, তাই নয়, দরকার-মত ক্রেডিট পাওয়া যাবে এই ফাটকাবাজির ভিত্তিতে তারা বিরাট বিরাট চুক্তিতেও লিপ্ত হয়েছিল। এখন, এক ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া শুরু হল ; এমনকি এত দিন পরে আজও পর্যন্ত (১৮৬৭ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত) সেই প্রতিক্রিয়া লণ্ডনের এই শিল্পে ও অন্যান্য শিল্পে চলে আসছে[১]। শ্রমিকদের অবস্থা, কি ছিল, তা দেখাবার জন্য আমি 'মর্নিং স্টার' পত্রিকার এক সাংবাদিকদের একটি তথ্যবহুল রিপোর্ট এখানে তুলে ধরছি, যিনি ১৮৬৬ সালের শেষে এবং ১৮৬৭ সালের শুরুতে দুর্দশার কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখেছিলেন, "পপুলার, মিলওয়াল, গ্রীনউইচ, ডেপ্‌ট্‌ফোর্ড লাইমহাউজ, ক্যানিং টাউন প্রভৃতি ইস্ট-ইণ্ড অঞ্চলগুলিতে অন্ততঃ পক্ষে ২০ হাজার কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গ চরম দুঃস্থতার অবস্থায় ছিল এবং ৩০০০ কুশলী মেকানিক (আধ বছরেরও বেশি কালব্যাপী দুর্দশার পরে) দুঃস্থনিবাসের উঠোনে শান-বাঁধানো পাথর ভাঙছিল। ·· ঐ দুঃস্থ নিবাসের ফটক পর্যন্ত যেতে আমার দারুণ কষ্ট হয়েছিল, কেননা এক ক্ষুধার্ত জনতা তাকে অবরোধ করে রেখেছিল। তারা তাদের টিকিটের জন্য প্রতীক্ষা

১. "লণ্ডনের গরিবদের পাইকারী অনশন. গত কয়েক দিনের মধ্যে লণ্ডনের দেওয়ালগুলি বড় বড় পোস্টারে ছেড়ে গিয়েছে ; তাতে রয়েছে এই উল্লেখযোগ্য ঘোষণা : "মোটা ষাঁড়েরা ! অনাহারী মানুষেরা ! মোটা ষাঁড়েরা তাদের কাঁচের প্রাসাদ থেকে ধনীদের খাওয়াতে গিয়েছে তাদের বিলাসী বাসভবনে, যখন অনাহারী মানুষগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের শোচনীয় আস্তানাগুলোতে শুকিয়ে শুকিয়ে মরতে।" এই অমঙ্গলসূচক কথাগুলো বুকে নিয়ে পোস্টারগুলো কিছু সময় বাদে বাদে আত্মপ্রকাশ করে। যে-মুহূর্তে এক প্রস্ত পোস্টার ছিঁড়ে বা ঢেকে দেওয়া হয়, সেই মুহূর্ত সেই একই জায়গায় বা অন্য কোনো একই রকমের প্রকাশ্য স্থানে আরেক প্রস্ত লাগিয়ে দেওয়া হয়।·· এই ঘটনা আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় সেই সব গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের কথা, যারা ফরাসী দেশের জনগণকে প্রস্তুত করেছিল ১৭৮৯ সালের জন্য।·· এই মুহূর্তে যখন ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের স্ত্রী ও শিশুদের নিয়ে শীতে ও অনাহারে মারা যাচ্ছে, তখন ইংল্যাণ্ডেরই শ্রমের সৃষ্টি কোটি কোটি ইংরেজ স্বর্ণমুদ্রা বিনিয়োজিত হচ্ছে রুশ, স্পেনীয়, ইতালীয় ও অন্যান্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানে।'—'**রেনল্ডস নিউজপেপার**, ২০শে জানুয়ারি, ১৮৬৭।

করেছিল যদিও টিকিট বিতরণের সময় তখনো আসেনি। উঠোনটা ছিল একটা মস্ত চৌক, যার চার দিক ঘিরেছিল একটা খোলা 'শেড' (ছাউনি), এবং মধ্যিখানটা ঢেকে রেখেছিল কয়েকটি বড় বড় বরফের স্তূপ। তা ছাড়া, মধ্যিখানে ভেড়ার খোঁয়াড়ের মত ডালপালার বেড়া দেওয়া ছোট ছোট জায়গাও ছিল; কিন্তু আমি যেদিন সেখানে দেখতে গিয়েছিলাম, সেগুলি বরফে এত ঢাকা ছিল যে কারো পক্ষে সেখানে বসা সম্ভব ছিল না। সেদিন যাই হোক, সেই খোলা শেডে লোকজন শান-বাঁধানো পাথর ভেঙে খোয়া তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। প্রত্যেকের বসার জন্য ছিল একটি করে বড় শান-বাঁধানো পাথর; সে একটা বড় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে চলছিল কঠিন বরফে ঢাকা একটা গ্র্যানিট পাথরের উপরে, যতক্ষণ না সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল এবং ভাবুন? এইভাবে তাকে ভরতে হবে পাঁচ পাঁচটি বুশেল; তা হলেই শেষ হবে তার এক রোজের কাজ এবং সে পাবে তার রোজের মজুরি—তিন পেন্স আর বরাদ্দ খাদ্য। উঠোনের অন্য প্রান্তে ছিল একটা ভগ্নপ্রায় কাঠের বাড়ি, এবং আমরা যখন তার দুয়োর খুললাম, আমরা দেখতে পেলাম সেটা একেবারে ভর্তি —লোকেরা গাদাগাদি করে বসে আছে পরস্পরের গায়ের ও প্রশ্বাসের গরমটুকুর জন্য। তারা হাতে ফেঁসো তৈরি করছিল আর মুখে তর্ক করছিল একই পরিমাণ খাবার খেয়ে কে সবচেয়ে বেশি সময় কাজ করতে পারে—কার কতটা সহ্যশক্তি সেটাই ছিল এখানে মর্যাদার বিষয়। এই দুঃস্থ-নিবাসটিতে সাত হাজার পাচ্ছিল ত্রাণ-সাহায্য দেখা গেল, তাদের মধ্যে অনেকে ছয় থেকে আট মাস আগে পর্যন্ত উপার্জন করত কারিগরদের জন্য বরাদ্দ সবচেয়ে উঁচু মজুরি। এদের সংখ্যা হত দ্বিগুণেরও বেশি যদি, যারা সব সঞ্চয় খরচ হয়ে যাবার পরেও প্যারিশে আবেদন করতে অস্বীকার করছে, কেননা বন্ধক রাখার মত তখনো কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাদেরও যদি হিসাবে গোনা হত। দুঃস্থ নিবাসটি ছেড়ে আমি পপলারের আশেপাশে রাস্তা ধরে এক-তলা ছোট ছোট বাড়িগুলির মধ্য দিয়ে একটু হাঁটলাম; এমন বাড়ি সেই অঞ্চলে প্রচুর। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বেকার-কমিটির একজন সদস্য।…আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল একজন লোহা-শ্রমিকের সঙ্গে, সাতাশ সপ্তাহ ধরে যে কর্মহীন। আমি তাকে আর তার পরিবারকে পেলাম পিছন দিককার একটি ঘরে। ঘরটি একেবারে আসবাব পত্র-হীন ছিল না, একটা আগুনও জলছিল দিনটা ছিল দারুণ ঠাণ্ডা এবং আগুনটার দরকার ছিল যাতে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ের খালি পাগুলি হিমে অসাড় হয়ে না যায়। আগুনটার সামনে একটা কাঠের থালায় ছিল কিছু পরিমাণ ফেসোঁ, প্যারিশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের বিনিময়ে যা ঐ বেকার শ্রমিকের স্ত্রী ও সন্তানেরা তৈরি করে দিচ্ছিল। লোকটি কাজ করছিল দুঃস্থ-নিবাসের পাথরের উঠোনে—দৈনিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবারের বরাদ্দ ('র‍্যাশন') ও তিন পেন্স-এর জন্য। একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে সে আমাকে বলল, তখন সে বাসায় এসেছিল ভোজনের জন্য; ছিল খুবই ক্ষুধার্ত; আর খাবার ছিল দু-তিন টুকরো রুটি, একটু চর্বি এবং এক পেয়ালা

দুধ-ছাড়া চা।… …দ্বিতীয় যে-বাড়ির দরজায় আমরা টোকা দিলাম, সেটা খুলে দিলেন একজন মধ্যবয়সী মহিলা; তিনি কোনো কথা না বলে আমাদের নিয়ে গেলেন পিছন দিককার একটি বৈঠকখানায়, সেখানে বসেছিল তার গোটা পরিবারে; নীরব এবং সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নিবু-নিবু আগুনটার উপরে। লোকগুলিকে এবং তাদের ছোট্ট ঘরটিকে ঘিরে ছিল এমন এক শূন্যতা ও নৈরাশ্য, যা আমি দ্বিতীয় বারের মত দেখতে চাইনা। তার ছেলেদের দিকে আঙুল দেখিয়ে মহিলাটি বললেন, "গত এক-কুড়ি ছ-হপ্তা ধরে কোনো কিছুই ওরা করেনি; আমাদের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে; সময় যখন ভাল ছিল তখন বাবা আর আমি মিলে যে-কুড়ি পাউণ্ড জমিয়ে ছিলাম, যখন কাজ থাকবেনা, তখন কিছু সাহায্য হবে—সবি ফুরিয়ে গেছে। একটা ব্যাংকের বই নিয়ে এসে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "দেখুন, এটা দেখুন।" যাতে আমরা দেখতে পারি, কবে কত টাকা জমা দিয়েছিলেন, কবে কত তুলেছিলেন; কি ভাবে শুরুতে পাচ শিলিং জমা দেবার পরে আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিল সেই ছোট পুঁজি; কি ভাবে তা আবার পাউণ্ড থেকে শিলিং-এ, শিলিং থেকে সে শূন্যে পরিণত হয়ে বইটা হয়ে পড়েছে একটা ফাঁকা কাগজের মত মূল্যহীন। এই পরিবারটি প্যারিশ থেকে ত্রাণ-সাহায্য পাচ্ছিল এবং তাতে তাদের দিনে একবার করে সামান্য খাবারের সংস্থান হচ্ছিল। … …তার পরে আমরা গেলাম এক লোহা-শ্রমিকের স্ত্রীর কাছে, যার স্বামী কাজ করতেন শিপ-ইয়ার্ডে। আমরা তাকে দেখতে পেলাম খাদ্যের অভাব-জনিত পীড়া-গ্রস্ত অবস্থায়, জামা-কাপড় পড়ে শুয়ে আছেন একটা জাজিমের উপরে, যার উপরে বিছানো ছিল কেবল একটা গালিচা, কারণ বাকি সবই বন্ধকে চলে গিয়েছিল। দুটি বেচারা শিশু-সন্তান তার শুশ্রূষা করছিল, যাদের নিজেদেরই তাদের মায়ের মতই শুশ্রূষার দরকার। উনিশ সপ্তাহের চাপিয়ে-দেওয়া কর্মহীনতার দরুন তাদের এই দুর্গতি, আর যখন তাদের মা এই তিক্ত অতীতের কথা বলছিলেন, তখন এমন ভাবে হা-হুতাশ করছিলেন যেন ভবিষ্যতের উপরে তার সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে-—এমন ভবিষ্যৎ আর কখনো আসবেনা, যা এই দুর্গতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে…
বাইরে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এক যুবা-বয়স্ক ব্যক্তি আমাদের পিছে পিছে ছুটে এল এবং আমাদের অনুরোধ করল তার ঘরে পদার্পণ করতে, যদি আমরা তাদের জন্য কিছু করতে পারি। তার দেখাবার মত যা ছিল তা হল সব মিলিয়ে তার তরুণী বধূ, দুটি সুন্দর শিশু, এক গোছা বন্ধকী টিকিট এবং একটি খালি ঘর।"

১৮৬৬ সালের সংকটের পরবর্তী দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে একটি টোরি পত্রিকা থেকে নিম্নোদ্ধৃত একটি অনুচ্ছেদ। ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এখানে বলা হচ্ছে লণ্ডনের 'ইস্ট-এণ্ড'-এর কথা, যা কেবল লৌহ-জাহাজ নির্মাণেরই কেন্দ্র নয়, সেই সঙ্গে স্বল্প-মজুরি-প্রদত্ত একটি তথাকথিত গৃহ-শিল্পেরও কেন্দ্র। "মহানগরের একটি অংশে গতকাল দেখা গিয়েছিল একটি ভয়ংকর দৃশ্য। যদিও ইস্ট এণ্ডের হাজার হাজার বেকার সকলেই দল বেঁধে কালো পতাকা হাতে মিছিল করেনি, তবু সেই জনপ্রবাহ

ছিল খুবই শক্তিব্যঞ্জক। এরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছে, তা মনে করে দেখুন। এরা মারা যাচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায়। এটাই হল সরল অথচ নিষ্ঠুর সত্য। এরা আছে ৪০,০০০। ···আমাদের চোখের সামনে, এই মহাশ্চর্য মহানগরের এক অংশে—পৃথিবী কখনো যেমন দেখেনি, তেমন বিপুল ঐশ্বর্যের সর্বোচ্চ সঞ্চয়ের ঠিক পাশের দরজার গায়ে-গায়ে—ধুঁকছে ৪০ হাজার অসহায়, অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষ। এই হাজার হাজার মানুষ এখন আছড়ে পড়ছে মহানগরের অন্যান্য অংশে; সব সময়েই অর্ধভুক্ত, এই দুর্ভাগারা আমাদের কানের কাছে চেঁচিয়ে বলছে তাদের দুর্গতির কথা তারা চেঁচিয়ে বলেছে ভগবানের উদ্দেশ্যে, তাদের শোচনীয় কুঁড়েঘরগুলি থেকে তারা আমাদের বলছে, তাদের পক্ষে কাজ পাওয়া অসম্ভব, ভিক্ষা করা অনর্থক। স্থানীয় কর-দাতারা নিজেরাই যাজকতন্ত্রের নানাবিধ দক্ষিণা মেটাতে গিয়ে দুঃস্থতার কিনারায় গিয়ে পৌঁছেছে।" ('স্ট্যাণ্ডার্ড', ৫ই এপ্রিল, ১৮৬৭)।

যেহেতু ইংরেজ ধনিকদের মধ্যে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকের ভূস্বর্গ হিসাবে বেলজিয়ামকে উল্লেখ করা কারণ সেখানে "শ্রমের স্বাধীনতা" ভাষান্তরে "মূলধনের স্বাধীনতা" ট্রেড ইউনিয়নের যথেচ্ছাচার বা কারখানা-আইনের দ্বারা সীমিত নয়, সেহেতু বেলজিয়ান শ্রমিকের "সুখ" সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেব। নিশ্চয়ই প্রয়াত এম ডাকপিটিয়ক্স, যিনি ছিলেন বেলজিয়ান কারাগার ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের 'ইনপেক্টর-জেনারেল' ('মহা-পরিদর্শক') এবং বেলজিয়ান পরিসংখ্যানের কেন্দ্রীয় কমিশনের সদস্য, তার চেয়ে আর কেউ এই সুখের রহস্য সম্পর্কে অবহিত নন। তাঁর বইখানাই নেওয়া যাক: "Budgets economiques des classes ouvrieres de la Belgique," ব্রুকসেলেস, ১৮৫৫। এখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমরা পাই একটি সাধারণ বেলজিয়ান পরিবারের চিত্র, যার বাৎসরিক আয় ও ব্যয় তিনি হিসাব করেছেন যথার্থ তথ্যের ভিত্তিতে এবং তার পরে তার পুষ্টিগ্রহণের মানকে তুলনা করেছেন সৈনিক, নাবিক এবং বন্দীর পুষ্টিগ্রহণের সঙ্গে। পরিবার "গঠিত হয় পিতা, মাতা ও চারটি সন্তানকে নিয়ে।" এই ছ-জনের মধ্যে "চারজন গোটা বছর ধরেই প্রয়োজনপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে।" ধরে নেওয়া হচ্ছে, তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যে অসুস্থ বা কর্মে অশক্ত; আরো ধরে নেওয়া হচ্ছে, গীর্জার আসনের জন্য নামমাত্র ব্যয় ছাড়া ধর্মীয়, নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কারণে তাদের কোনো ব্যয় নাই, কিংবা 'সঞ্চয়ব্যাংকে বা কল্যাণ-সংস্থায় কোনো কিছু দেয় নাই, কিংবা "বিলাস বা অমিতাচারজনিত কোনো ব্যয় নাই।" অবশ্য, পিতা ও পুত্র নিজেদের জন্য "তামাকু সেবনের" অবকাশ রাখে এবং রবিবার-রবিবার 'ক্যাবারে'-তে যায়, যার জন্য সপ্তাহে মোট ৮৬ সাঁতিম ধরে রাখা হয়। বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয় তার একটা সার্বিক সংকলন থেকে বেরিয়ে আসে যে দৈনিক মজুরির উচ্চতম গড় হল পুরুষদের জন্য ১ ফ্রাঁ ৫৬ সাঁতিম, মহিলাদের জন্য ৮৯ সাঁতিম, বালকদের ৫৬ সাঁতিম এবং বালিকাদের ৫৫ সাঁতিম। এই ভিত্তিতে হিসাব করলে

পরিবারটির বার্ষিক অর্থসঙ্গতির পরিমাণ দাঁড়াবে সবচেয়ে বেশি হলে ১,০৬৮ ফ্রাঁ। ···প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা হিসাবে নেওয়া·· এই পরিবারটিতে আমরা হিসাবে ধরেছি সমস্ত সম্ভাব্য অর্থাগম। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে মজুরি আরোপ করতে গিয়ে আমরা **উত্থাপন করি গৃহস্থালী পরিচালনার প্রশ্নটি**, তার অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি কিভাবে পরিপোষিত হবে? শিশু-সন্তানদের কে দেখা-শোনা করবে? কে খাবার প্রস্তুত করবে? ধোয়া-মোছা, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ কে করবে? শ্রমিকেরা সব-সময়েই এই উভয়-সংকটের মুখোমুখি হয়।"

এই অনুসারে উক্ত পরিবারটির বাৎসরিক বাজেট এই :

পিতা :	৩০০	কর্ম-দিবস	১'৫৬ ফ্রাঁ	হারে··	৪৬৮ ফ্রাঁ
মাতা :	”	”	৮৯ ”	” ···	২৬৭ ”
পুত্র :	”	”	৫৬ ”	” ···	১৬৮ ”
কন্যা :	”	”	৫৫ ”	” ·	১৬৫ ”
				মোট	১,০৬৮ ফ্রাঁ

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শ্রমিকের খাদ্য নাবিক, সৈনিক বা বন্দীর খাদ্যের অনুরূপ, তা হলে পরিবারটির বাৎসরিক ব্যয়ে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে নিম্নরূপ :

নাবিকের	অনুরূপ	খাদ্য-গ্রহণের	ক্ষেত্রে ·	১,৮২৮ ফ্রাঁ	ঘাটতি :	৭৬০ ফ্রাঁ
সৈনিকের	”	”	”	” ···১,৪৭৩ ” ·	”	৪০৫ ·
বন্দীর	”	”	”	” ··১,১১২ ” ·	”	৪৪ ··

নাবিক বা সৈনিকের খাবারের গড়ে পৌছানো তো দূরের কথা, এমন কি বন্দীর গড়ে পৌছানোও খুব নগণ্য-সংখ্যক শ্রমিক-পরিবারের পক্ষেই সম্ভব হয়। (১৮৪৭ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত বিভিন্ন কারাগারে প্রত্যেক বন্দীর খরচের) সাধারণ গড় সমস্ত কারাগারের ক্ষেত্রে গড়েছে ৬৩ সাঁতিম। এই খরচের সঙ্গে শ্রমিকের দৈনিক খোরপোষের খরচের তুলনা করলে ১৩ সাঁতিম-এর পার্থক্য দেখা যায়। বলা দরকার যে, বন্দীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রশাসন ও প্রহরার খরচ হিসাবের মধ্যে ধরতে হয়, তেমন আবার তাদের বাসা-ভাড়া দিতে হয়না; তা ছাড়া, 'ক্যান্টিন' থেকে তারা যে-কেনাকাটা করে, তা তাদের খোরপোষের খরচের মধ্যে পড়েনা; তার উপরে, বহুসংখ্যক বন্দী একই সঙ্গে থাকে বলে এবং তাদের খাদ্য ও ভোগ-ব্যবহারের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পাইকারি হারে চুক্তি বা ক্রয়ের মারফতে সংগ্রহ করা হয় বলে, এই ব্যয়পত্রও

অনেক কমে যায়।...এটা কেমন করে ঘটে যে, শ্রমিকদের একটা বৃহৎ অংশ, বলতে পারি, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর মিতব্যয়ী ভাবে জীবন-যাপন করে? এটা তারা করে এমন সব কৌশল অবলম্বন করে, যার রহস্য কেবল শ্রমিকেরাই জানে; এটা তারা করে তাদের দৈনিক আহারের পরিমাণ কমিয়ে, গমের রুটির বদলে 'রাই'-এর রুটি খেয়ে, মাংস একেবারে বাদ দিয়ে বা প্রায় বাদ দিয়ে এবং মাখন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কৌশল অবলম্বন ক'রে; একটি বা দুটি রুমের মধ্যেই গোটা পরিবারটি গাদাগাদি করে থেকে, ছেলে-মেয়েরা পাশাপাশি একই খড়ের তোষকে নিদ্রাসুখ উপভোগ ক'রে; জামা-কাপড়, পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতার ক্ষেত্রে সাশ্রয় ঘটিয়ে; রবিবারের আমোদ-প্রমোদ বিদায় দিয়ে; এক কথায় বলা যায়, সবচেয়ে যন্ত্রণাকর বঞ্চনার মধ্যে আত্মসমর্পন ক'রে। একবার এই চরম সীমায় নেমে যাবার পরে, খাদ্যের দামে সামান্য বৃদ্ধি, কাজের ছেদ, অসুখ-বিসুখ শ্রমিকের অবস্থাকে অসহ্য করে তোলে এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। ধারের বোঝা জমতে থাকে, পরে ধারও পাওয়া যায় না, সবচেয়ে দরকারি জামা-কাপড় ও আসবাবও বন্ধক দিতে হয়; এবং শেষ পর্যন্ত পরিবারটি আবেদন করে দুঃস্থ-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য।" (ডাকপিটিয়ক্স, ঐ, পৃঃ ১৫১, ১৫৭, ১৫৫)। বস্তুতঃ পক্ষে, "ধনিকদের এই ভূস্বর্গে" জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যধিক আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর দামে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলেই মৃত্যু ও অপরাধের সংখ্যাতেও পরিবর্তন ঘটে! (দ্রষ্টব্য: 'মাৎশাপ্লিজ-এর ইশতাহার': "De Vlamingen Vooruit!" ব্রুসেলস, ১৮৬০, পৃঃ ১৫, ১৬)। সমগ্র বেলজিয়ামে আছে ৯,৩০,০০০ পরিবার, যাদের মধ্যে সরকারি হিসাবমতে ৯০,০০০ বিত্তবান এবং ভোটার-তালিকায় আছে ৪,৫০,০০০ ব্যক্তি; শহর ও গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা ৩,৯০,০০০ যাদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছে 'প্রোলেটারিয়েট'-এর স্তরে: সংখ্যা ১৯,৫০,০০০ ব্যক্তি। সর্বশেষে, ৬,৫০,০০০ শ্রমিক শ্রেণীর পরিবার = ২২,৫০,০০০ ব্যক্তি, যাদের মধ্যে যারা আদর্শস্বরূপ, তারা ভোগ করে ডাকপিটিয়ক্স-বর্ণিত স্বর্গসুখ। ৪,৫০,০০০ শ্রমিক-পরিবারের মধ্যে, ২,০০,০০০-এর বেশি রয়েছে দুঃস্থের তালিকায়।

(ঙ) ব্রিটেনের কৃষি-সর্বহারা

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও সঞ্চয়নের স্ব-বিরোধী চরিত্র ইংল্যাণ্ডে কৃষিকর্মের (গো-প্রজনন সহ) অগ্রগতি এবং কৃষি-কর্মীর পশ্চাদ্‌গতিতে যেমন ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে, তেমন পাশবিক ভাবে আর কোথাও করে না। তার বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনার আগে আমি একবার তার অতীতের উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। ইংল্যাণ্ডে আধুনিক কৃষিকর্মের সূচনা হয় আঠারো শতকের মধ্যভাগে, যদিও

যাকে ভিত্তি করে এই পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতির শুরু, ভূমিগত সম্পত্তিতে সেই বিপ্লবের সূচনা হয় আরো অনেক আগে।

আর্থার ইয়ং, যিনি চিন্তার ক্ষেত্রে অগভীর হলেও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ছিলেন যত্নবান, ১৭৭১ সালে কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিবৃতিগুলিকে যদি আমরা গ্রহণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে চতুর্দশ শতাব্দার শেষ দিকে তার পূর্ববর্তী কৃষি-শ্রমিকের তুলনায় তার অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়; "তখন শ্রমিক ভোগ করতে পারত প্রাচুর্য এবং সঞ্চয় করতে পারত ঐশ্বর্য"[১], "শহর ও গ্রামের শ্রমিকের পক্ষে স্বর্ণযুগ" যে-পঞ্চদশ শতাব্দী, তার কথা নাই-বা তুললাম। যাই হোক, আমাদের অতদূর যাবার দরকার নেই। ১৭৭৭ সালের অনেক বেশি তথ্যপূর্ণ অন্য একটি বইয়ে আমরা পাই: "বৃহৎ কৃষক প্রায় তার ('ভদ্রলোকের') সম-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে; অন্য দিকে বেচারা কৃষি-শ্রমিক প্রায় মাটিতে অধঃপাতিত হয়েছে। যদি মাত্র চল্লিশ বছর অবস্থার সঙ্গে এখানকার অবস্থা তুলনা করা যায়, তা হলেই তার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ·জমিদার আর তার প্রজা·· দুজনেই হাতে হাত মিলিয়ে শ্রমিককে দাবিয়ে রেখেছে।"[২] তারপরে ঐ বইটিতে সবিস্তারে দেখানো হয়েছে যে, ১৭৩৭ থেকে ১৭৭৭ সাল অবধি কৃষি-মজুরি প্রায় ¼ ভাগ বা ২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ডঃ রিচার্ড প্রাইস-ও বলেন, "আধুনিক কর্মনীতি, বাস্তবিক পক্ষে, উচ্চতর শ্রেণীগুলির পক্ষেই অনুকূল; এবং এর পরিণতি এমন পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে যে গোটা রাজ্যটাই পর্যবসিত হবে 'ভদ্রলোক' আর ভিখারীতে, কিংবা অভিজাত আর ক্রীতদাসে।"[৩]

যাই হোক, কি আহার ও বাসস্থান, কি আত্মসম্ভ্রম ও আমোদ-প্রমোদ—কোনো ব্যাপারেই ইংল্যাণ্ডের কৃষি শ্রমিক ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালে যে-অবস্থায় ছিল, তার পরে আর কোনো সময়েই সেই আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। ১৭৭০-৭১ সালে

---

১. জেমস ই. থরল্ড রজার্স (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থতত্ত্বের অধ্যাপক), 'এ হিস্টরি অব এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস ইন ইংল্যাণ্ড,' ১৮৬৬, পৃঃ ৬৯০। ধৈর্যশীল নিষ্ঠাশীল শ্রমের ফল এই গ্রন্থখানা এতাবৎ প্রকাশিত খণ্ডদুটিতে বিধৃত রয়েছে মাত্র ১২৫৯ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত সময়কাল, দ্বিতীয় খণ্ডটিতে আছে কেবল পরিসংখ্যান। আমাদের গোচরে এটাই হল প্রথম প্রামাণ্য 'অর্থমূল্যের ইতিহাস।'

২. 'রিজনস ফর দি লেট ইনক্রিজ অব দি পুয়োর রেটস: "অর এ কমপারিটিভ ভিউ অব দি প্রাইস অব লেবার অ্যাণ্ড প্রভিসনস্," লণ্ডন, ১৭৭৭, পৃঃ ৫, ১১।

৩. ডঃ রিচার্ড প্রাইস: 'অবজার্ভেশনস অন রিভার্শনারি পেমেন্টস', ডবলিউ. মর্গান সম্পাদিত ১৮০৩, খণ্ড ২, পৃঃ ১৫৮, ১৫৯। ১৫৯ পৃষ্ঠায় মূল্য সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন, '১৫১৪ সালে যা ছিল তার চেয়ে আজ দিন-মজুরের আর্থিক মজুরি ৪ গুণ, বড় জোর ৫ গুণের বেশি নয়। কিন্তু ফসলের দাম ৭ গুণ, মাংস এবং পরিচ্ছদের দাম প্রায় ১৫ গুণ। সুতরাং, জীবন-যাত্রার ব্যয়-বৃদ্ধির সঙ্গে মজুরি-বৃদ্ধির অনুপাত সমান হওয়া দূরে থাক, তার অর্ধেকও হয়নি।'

গমের পাইণ্টের হিসাবে তার গড় মজুরি ছিল ৯০ পাইণ্ট, এডেন-এর সময়ে (১৭৯৭) কেবল ৬৫, ১৮০৮ সালে মাত্র ৬০।[১]

জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধের শেষে, যখন জমিদার, জোতদার, কারখানা-মালিক, সওদাগর, ব্যাংক-ব্যবসায়ী, শেয়ার-দালাল, সেনাবাহিনীর ঠিকাদার ইত্যাদিরা অসাধারণ-পরিমাণ বিত্ত গুছিয়ে নিয়েছিল, তখন কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা কী ছিল, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অংশতঃ ব্যাংক-নোটের অবমূল্যায়নের দরুন, অংশতঃ ঐ অবমূল্যায়ন-ব্যতিরেকেই জীবন-ধারণের প্রাথমিক দ্রব্য-সামগ্রীর দাম-বৃদ্ধির দরুন আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু আসল মজুরিতে কতটা-কি অদল-বদল ঘটেছিল, তা অপ্রয়োজনীয় বিবরণের মধ্যে না গিয়েও একটি সহজ উপায়ে বোঝা যায়। 'গরিব আইন' ১৭৯৫ সালেও যা ছিল, ১৮১৪ সালেও তাই ছিল। এই আইন গ্রামাঞ্চলে কিভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল, সেটা স্মরণে রাখা দরকার: শ্রমিকের নিছক প্রাণ-ধারণের জন্য যে-সামান্য পরিমাণ অর্থ দরকার, তার আর্থিক মজুরির সঙ্গে সামান্য অর্থ যোগ ক'রে প্যারিশ সেই পরিমাণ-টুকু তাকে পুষিয়ে দিত—ভিক্ষা হিসাবে। কৃষক তাকে যে মজুরি দিত এবং প্যারিশ তাকে তার মজুরি-ঘাটতি পুষিয়ে দেবার জন্য যা দিত—এই দুটির মধ্যেকার পার্থক্যটি থেকে দুটি বিকাশ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ প্রকাশ পায় ন্যূনতম মজুরি থেকেও প্রদত্ত মজুরি কতটা নেমে গিয়েছিল, তার মাত্রা, এবং দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-শ্রমিক কতটা ছিল দুঃস্থ অর্থাৎ কতটা সে পরিণত হয়েছিল প্যারিশের ভূমি-দাসে ('সার্ফ'-এ), তার মাত্রা। সমস্ত কাউন্টিগুলির গড়-পড়তা অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, এমন একটা কাউন্টির কথা বিবেচনা করা যাক। নর্দাম্পটনশায়ারে, ১৭৯৫ সালে, গড় সাপ্তাহিক মজুরি ছিল ৭ শি ৬ পে; ৬ জনের একটি পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ছিল ৩৬ পা ১২ শি ৫ পে; তাদের মোট আয় ছিল £ ২৯ পা ১৮ শি; প্যারিশ কর্তৃক ঘাটতি-পূরণের পরিমাণ ছিল ৬ পা ১৪ শি ৫ পে। ১৮১৪ সালে, ঐ একই কাউন্টিতে সাপ্তাহিক মজুরি ছিল ১২ শি ২ পে; ৫ জনের একটি পরিবারের মোট বাৎসরিক ব্যয় ছিল £ ৫৪ পা ১৮ শি ৪ পে; তাদের মোট আয় £ ৩৬ পা ২ শি; প্যারিশ কর্তৃক ঘাটতি-পূরণের পরিমাণ ১৮ পা ৬ শি ৪ পে।[২] ১৭৯৫ সালে ঘাটতি ছিল ¼ ভাগের কম, ১৮১৪ সালে অর্ধেকের বেশি। এটা সুস্পষ্ট যে, এই পরিস্থিতিতে, কৃষি-শ্রমিকের কুটিরে ইডেন যে-সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তখনো প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ১৮১৯ সালের মধ্যে তা উধাও হয়ে গিয়েছে।[৩] যতগুলি জীব-জন্তুকে কৃষক রাখত, সেগুলির মধ্যে তখন থেকে শ্রমিকই, 'কথা-বলা যন্তরটি'-ই, হল সবচেয়ে অত্যাচারিত, সবচেয়ে অপুষ্টি-পীড়িত, সবচেয়ে পাশবিক আচরণ-প্রাপ্ত প্রাণী।

---

১. বার্টন, ঐ, পৃঃ ২৬। অষ্টাদশ শতকের শেষের জন্য ইডেন ঐ দ্রষ্টব্য

২. প্যারি, ঐ, পৃঃ ৮৬।

৩. ঐ, পৃঃ ২১৩।

এই একই পরিস্থিতি নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছিল যে-পর্যন্ত না "১৮৩০ সালে, সুইং-এর দাঙ্গা-হাঙ্গামা জ্বলন্ত ফসল-গোলার আগুনে আমাদের (অর্থাৎ শাসক-শ্রেণীগুলির) কাছে প্রকাশ করে দিল সেই দুঃখ-দুর্দশা ও বিদ্রোহ-উন্মুখ অসন্তোষকে যা ভয়ংকর ভাবে ধূমায়িত হচ্ছিল যেমন কৃষি-প্রধান ইংল্যাণ্ডের, তেমনি শিল্প-প্রধান ইংল্যাণ্ডের—উভয়েরই অন্তস্থলে।"[১] এই সময়ে কমন্স সভায় স্যাডলার কৃষি-শ্রমিকদের অভিহিত করেন "শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস" বলে এবং লর্ড সভায় একজন বিশপ এই অভিধানটির প্রতিধ্বনিত করেন। সে আমলের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ ই জি ওয়েকফিল্‌ড্ বলেন, "দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের কৃষি-মজুর·· মুক্ত-মানুষ নয়, আবার গোলামও নয় ; সে দুঃস্থ।"[২]

'শস্য আইন' প্রত্যাহারের ঠিক আগেকার সময়টা কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উপরে নোতুন আলোক সম্পাত করে। এক দিকে, শস্য আইনগুলি সত্য সত্যই যারা উৎপাদনকারী তাদের স্বার্থ কত সামান্য ভাগ রক্ষা করে, সেটা দেখানো ছিল মধ্য-শ্রেণীর আন্দোলনকারীদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল। অন্য দিকে, কারখানা-ব্যবস্থার প্রতি ভূম্যধিকারী অভিজাত-বর্গের ধিক্কারে এবং কারখানা-কর্মীদের প্রতি ঐ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, হৃদয়হীন ও কেতাদুরস্ত নিষ্কর্মাদের কপট সহানুভূতিতে এবং কারখানা-আইনের জন্য তাদের "কূটনৈতিক আগ্রহে" শিল্প-বুর্জোয়ারা চাপা আক্রোশে ফুঁসত। ইংরেজিতে একটা পুরানো প্রবাদ আছে যে, "যখন চোরদের মধ্যে ঝগড়া হয়, তখন সাধু লোক কারা তা আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে", এবং, বাস্তবিক পক্ষে, শাসক শ্রেণীর দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্ গোষ্ঠীটি শ্রমিকদের অধিকতর নির্লজ্জ ভাবে শোষণ করেছিল—এই নিয়ে যখন তাদের মধ্যে জোর গলায় উত্তেজনাপূর্ণ ঝগড়া হয়, তখন সেই পারস্পরিক ঝগড়াই হয় সত্য-প্রসবের ধাত্রী। আর্ল শ্যাফটসবেরি, তদানীন্তন লর্ড অ্যাশলি ছিলেন অভিজাততান্ত্রিক, লোকহিতৈষী, কারখানা-বিরোধী অভিযানের প্রধান সেনানায়ক। সুতরাং, ১৮৪৫ সালে 'মর্নিং ক্রনিক্‌স্' পত্রিকায় যেসব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়, তিনি ছিলেন তাতে একটি প্রিয় বিষয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই উদারনৈতিক মুখপত্রটি কৃষি-প্রধান জেলাগুলিতে কয়েকজন বিশেষ কমিশনার প্রেরণ করেছিল, যাঁরা কেবল সাধারণ বর্ণনা ও পরিসংখ্যান নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, যে-সমস্ত শ্রমজীবী পরিবারকে পরীক্ষা করেছিলেন তাদের নাম এবং সেই তাদের জমিদারদেরও নাম প্রকাশ করেছিলেন। নিম্ন-প্রদত্ত তালিকাটিতে ব্ল্যানফোর্ড, উইমবোর্ণ এবং পুল-এর নিকটবর্তী তিনটি গ্রামে যে মজুরি দেওয়া হয়, তা দেখানো হয়েছে। এই তিনটি গ্রাম হল মিঃ জি ব্যাংকস এবং শ্যাফট্‌সবেরি আর্ল-এর সম্পত্তি। লক্ষ্যণীয় যে, ব্যাংকস-এর

১. এস. লেইংগ, ঐ, পৃঃ ৬২।

২. 'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড আমেরিকা,' ১৮৩৩, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৭

প্রথম গ্রাম

(ক) শিশু	(খ) পরিবারের সদস্য-সংখ্যা	(গ) পুরুষদের সাপ্তাহিক মজুরি	(ঘ) শিশুদের সাপ্তাহিক মজুরি	(ঙ) গোটা পরিবারের সাপ্তাহিক আয়	(চ) সাপ্তাহিক ঘর-ভাড়া	(ছ) ঘর-ভাড়া বাদ দিয়ে মোট সাপ্তাহিক মজুরি	(জ) মাথা-পিছু সাপ্তাহিক আয়
		শি পে		শি পে	শি পে	শি পে	শি পে
২	৪	৮—০	—	৮—০	২—০	৬—০	১—৬
৩	৫	৮—০	—	৮—০	১—৬	৬—৬	১—৩½.
২	৪	৮—০	—	৮—০	১—০	৭—০	১—৯
২	৪	৮—০	—	৮—০	১—০	৭—০	১—৯
৬	৮	৭—০	১/-, ১/৬,	১০—৬	২—০	৮—৬	১—০¾
৩	৫	৭—০	১/-, ২/-	৭—০	১—৪	৫—৮	১—১½

দ্বিতীয় গ্রাম

৬	৮	৭—০	১/-, ১/৬	১০—০	১—৬	৮—৬	১—০¾
৬	৮	৭—০	১/-, ১/৬	৭—০	১—৩½	৫—৮½	০—৮½
৮	১০	৭—০	—	৭—০	১—৩½	৫—৮½	০—৭
৪	৬	৭—০	—	৭—০	১—৬½	৫—৫½	০—১১
৩	৫	৭—০	—	৭—০	১—৬½	৫—৫½	১—১

তৃতীয় গ্রাম

৪	৬	৭—০	—	৭—০	১—০	৬—০	১—০
৩	৫	৭—০	১/-, ২/-	১১—৬	০—১০	১০—৮	২—১৩/৫
০	২	৫—০	১/-, ২/৬	৫—০	১—০	৪—০	২—০ *

* লণ্ডন ইকনমিস্ট, ২৯শে মার্চ, ১৮৪৫, পৃঃ ২৯

মত এই "নিম্ন গীর্জার পোপ", এই ইংরেজ পুরোহিত-প্রধানও বাড়ি-ভাড়ার নাম করে শ্রমিকদের শোচনীয় মজুরির একটা বড় অংশ পকেটস্থ করে। (৪১৩ পৃঃ সারণী দ্রষ্টব্য)

শস্য আইন প্রত্যাহারের ফলে ইংল্যাণ্ডের কৃষিকর্মে একটা প্রেরণা সঞ্চারিত হল।[১] সবচেয়ে ব্যাপক আকারে জল-নিকাশের ব্যবস্থা, গোশালায় খাওয়াবার নোতুন পদ্ধতি, সবুজ ফসলের কৃত্রিম চাষের নোতুন পদ্ধতি, যান্ত্রিক সার-প্রয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তন, মাটি তৈরির নোতুন প্রণালী, খনিজ সারের বর্ধিত ব্যবহার, বাষ্প-ইঞ্জিনের এবং নানান ধরনের নোতুন মেশিনারির প্রচলন, সাধারণ ভাবে আরো নিবিড় কর্ষণ—এই সবই হল এই যুগের বৈশিষ্ট্য। 'রাজকীয় কৃষি সংস্থা'-র সভাপতি মিঃ পুসে ঘোষণা করেন, নোতুন মেশিনারি প্রবর্তনের কল্যাণে চাষের (আপেক্ষিক) ব্যয় প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে। অন্য দিকে, মৃত্তিকার প্রতিদান বস্তুতই বৃদ্ধি পেয়েছে। একর-প্রতি অধিকতর মূলধনের নিয়োজন এবং, তার ফলে, জোতসমূহের দ্রুততর সংকেন্দ্রীভবন—এই হল নোতুন কৃষি-পদ্ধতির আবশ্যিক শর্ত।[২] একই সময়ে ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ৪,৬৪,১১৯ একরেরও বেশি বৃদ্ধি পেল; তা ছাড়াও, পূর্বাঞ্চলের কাউন্টিগুলিতে যে-বিরাট এলাকা পড়েছিল, সেগুলিকে খড়গোসের বাসভূমি ও নিকৃষ্ট চারণক্ষেত্র থেকে রূপান্তরিত করা হল চমৎকার শস্যক্ষেত্রে। আগেই দেখানো হয়েছে, ঐ একই সময়ে কৃষিকর্মে নিযুক্ত মোট ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস পেল। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল বয়সের শ্রমিকের সংখ্যা ১৮৫১ সালে যেখানে ছিল ১২,৮১,৩২৬, ১৮৬১ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়াল ১১,৬৩,২১৭।[৩] সুতরাং ইংরেজ

১. এই উদ্দেশ্যে ভূম্যধিকারী অভিজাতবৃন্দ রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে অত্যন্ত নিচু সুদে নিজেদের আগাম দিল, অবশ্যই পার্লামেন্টের অনুমোদন অনুসারে, বিপুল অর্থ, যা কৃষি-মালিকদের পুষিয়ে দিতে হয়েছিল অনেক উঁচু হারে।

২. মধ্য-শ্রেণী কৃষি-মালিকদের সংখ্যা-হ্রাস আদম-সুমারির বর্গ-ভুক্তি থেকেও বোঝা যায়: 'কৃষি-মালিকের পুত্র, প্রপৌত্র, ভগিনী, ভাগিনেয়ী,' এক কথায়, তার নিজের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যাদের সে নিজেই কাজে নিযুক্ত করেছে। ১৮৫১ সালে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যা ছিল ২১৬,৮৫১ জন, ১৮৬১ সালে মাত্র ১,৭৬,১৫১ জন। ১৮৫১ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ২০ একরের কম আয়তনের জোতের সংখ্যা ৯০০ কমে গেল; ৫০ থেকে ৭৫ একরের মধ্যস্থিত জোতের সংখ্যা ৮,২৫৩ থেকে কমে দাঁড়াল ৬,৩৭০; ১০০ একরের কম আয়তনের জোতগুলির সব ক্ষেত্রেই এই একই অবস্থা ঘটল। অন্য দিকে, এই একই ২০ বছরের মধ্যে, বড় বড় জোতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল; ৩০০-৫০০ একর আয়তন-বিশিষ্ট জোত ৭,৭৭১ থেকে ৮,৪১০; ৫০০ একরের বেশি আয়তন-বিশিষ্ট ২,৭৫৫ থেকে ৩,৯১৪; ১০০০-এর বেশি আয়তন-বিশিষ্ট ৪৯২ থেকে ৫৮২।

৩. মেষ-পালকের সংখ্যা ১২,৫১৭ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ২৫,৫৫৯ জন।

রেজিস্ট্রার-জেনারেল সঠিক ভাবেই যে-মন্তব্য করেন, "১৮০১ সাল থেকে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের যে-বৃদ্ধি ঘটে, তা কৃষিজাত দ্রব্যাদির বৃদ্ধির সঙ্গে কোনো অনুপাত রক্ষা করেনি[১], সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অনুপাত-বৈষম্য অনেক বেশি মাত্রায় ঘটে সর্বশেষ পর্যায়ে, যখন আরো নিবিড় কর্ষণ, মৃত্তিকায় বিনিয়োজিতও তার উৎপাদন-কার্যে প্রযুক্ত মূলধনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং মাটির ফলনের পরিমাণে ইতিহাসে তুলনাবিহীন বৃদ্ধি, জমিদারদের ঘর-ভাড়ার উচ্চ-হার এবং ধনতান্ত্রিক কৃষকদের বর্ধিষ্ণু ধনসম্পদের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মে নিযুক্ত জনসমষ্টির চরম সংখ্যা হ্রাস। যদি আমরা দ্রুত ও অবিরাম গতিতে বাজারের তথা শহরের বিস্তার ও অবাধ বাণিজ্যের রাজত্বের সঙ্গে এই জিনিসটিকে এক সঙ্গে করে দেখি, তা হলে তো কৃষি-শ্রমিককে দেখতে পাব শেষ পর্যন্ত post tot discrimina rerum, এমন এক অবস্থায় যাতে তার হওয়া উচিত, secundum artem, সুখের মদে মাতাল।

অথচ অধ্যাপক রজার্স সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আজকের ইংরেজ কৃষি-শ্রমিকের ভাগ্য তার চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের বা পঞ্চদশ শতকের পূর্বপুরুষের সঙ্গে তো দূরের কথা, কেবল ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের পূর্বপুরুষের ভাগ্যের সঙ্গে তুলনাতেও অস্বাভাবিক মাত্রায় আরো খারাপের দিকে গিয়েছে, "কৃষি-শ্রমিক আবার পরিণত হয়েছে ভূমিদাসে" এমন একজন ভূমিদাসে যার খাওয়া-পরা হয়েছে আরো শোচনীয়।[২] ডাঃ হান্টার কৃষি-শ্রমিকের আবাসন সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী রিপোর্টে বলেছেন, "খেতি-র (কৃষি-শ্রমিক, ভূমিদাস-প্রথার আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নাম) খরচ ধার্য হয় তার বেঁচে থাকার মত যথাসম্ভব নিম্নতর পরিমাণে তাকে খাটিয়ে যে-মুনাফা কামানো হয়, তার সঙ্গে তাকে যে-মজুরি ও আস্তানা দেওয়া হয়, তার কোনো সম্পর্ক নেই। চাষের কাজের খরচের হিসাবে সে একটা শূন্য।[৩] প্রাণ-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রীকে সব সময়েই ধরা হয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বলে।[৪] তার আয় আরো কমালে সে বলতে পারে, nihil habeo nihil curo, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোনো ভয় নেই, কেননা কেবল টিকে থাকার জন্য যতটুকু চাই, ততটুকুই এখন সে পায়। সে এখন পৌঁছে গিয়েছে

---

১. 'আদমসুমারি', ঐ, পৃঃ ৩৬।

২. রজার্স, ঐ, পৃঃ ৬৯৩, পৃঃ ১০। রজার্স উদারনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত; কবডেন এবং ব্রাইট-এর ব্যক্তিগত বন্ধু; সুতরাং বিগত-কালের গায়ক নন।

৩. 'জন-স্বাস্থ্য, ৭ম রিপোর্ট', ১৮৬৫, পৃঃ ২৪২। সুতরাং যখনি কানে আসে যে কোন মজুরের আয় একটু বেড়েছে, তখন জমিদারের পক্ষেও তার ঘরভাড়া বাড়ানো বিরল ঘটনা নয় কিংবা কৃষি-মালিকের পক্ষেও তার মজুরি কমানো বিরল ঘটনা নয়। "কেননা তার স্ত্রী একটা কাজ পেয়েছে" ঐ।

৪. ঐ, পৃঃ ১৩৫।

শূন্যে, যেখান থেকে শুরু হয় তার নিয়োগকারী কৃষকের গোনাগুনি। যাই আসুক না কেন, সম্পদেও যেমন তার কোনো ভাগ নেই, বিপদেও তেমন তার কোনো ভাগ নেই।"[১]

১৮৬৩ সালে, দ্বীপান্তর ও সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের পুষ্টি ও শ্রম সম্পর্কে একটি সরকারি তদন্ত পরিচালিত হয়। এই তদন্তের ফলাফল দুটি বৃহদাকার "ব্লু-বুকে" লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এতে বলা হয়েছে, "ইংল্যাণ্ডে কয়েদখানার কয়েদীদের আহার এবং ঐ একই দেশে দুঃস্থ নিবাসের দুঃস্থদের ও মুক্ত শ্রমিকদের আহারের মধ্যে বিস্তারিত তুলনা করলে,·· এটা নিশ্চিত ভাবেই দেখা যায় যে, কয়েদীদের আহার বাকি দুটি শ্রেণীর আহার থেকে অনেক ভাল[২], অথচ সশ্রম কারাদণ্ডভোগী কয়েদীকে যে-পরিমাণ শ্রম করতে হয়, তা একজন মামুলি দিন-মজুরের শ্রমের অর্ধেক।"[৩] সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক দৃষ্টান্ত: এডিনবরা কারাগারের কারাপাল জন স্মিথ-এর সাক্ষ্য: নং ৫০৫৬। "ইংল্যাণ্ডে মামুলি মজুরদের খাবারের তুলনায় সেখানকার কারাগারের কয়েদীদের খাবার উৎকৃষ্টতর।" নং ৫০। "এটা ঘটনা যে, স্কটল্যাণ্ডের সাধারণ কৃষি মজুরেরা খুব কদাচিৎ আদৌ কোনো মাংস পায়। উত্তর নং ৩০৪৭। "সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় তাদের অনেক বেশি ভাল খাবার খাওয়াবার আবশ্যকতার কোনো কারণ আপনি দেখাতে পারেন কি?—নিশ্চয়ই না।" নং ৩০৪৮। সরকারি পূর্ত কর্মে নিযুক্ত বন্দীদের জন্য মুক্ত শ্রমিকদের খাদ্য-তালিকার প্রায় অনুরূপ একটি খাদ্য-তালিকা নির্ধারণ করার জন্য আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো কর্তব্য বলে কি আপনি মনে করেন না?"[৪]..."সে (কৃষি-শ্রমিক) বলতে পারে, "আমি কঠোর পরিশ্রম করি, কিন্তু আমি যথেষ্ট খাবার পাই না; অথচ আমি যখন জেলে ছিলাম, আমি কঠোর পরিশ্রম করতাম না কিন্তু প্রচুর খাবার পেতাম; সুতরাং এখানে থাকার চেয়ে আমার জেলে যাওয়াই ভাল।"[৫] উক্ত রিপোর্টের প্রথম খণ্ডটির সঙ্গে প্রদত্ত সংযোজনীটির সারণীগুলির থেকে আমি নিচেকার তুলনামূলক সার-সংক্ষেপটি সংকলন করেছি।

সবচেয়ে কম-ভুক্ত শ্রেণীগুলির খাদ্য সম্পর্কে ১৮৬৩ সালে মেডিক্যাল কমিশন যে তদন্ত করেছিল, তার সাধারণ ফল পাঠকের কাছে পরিজ্ঞাত। তাঁর নিশ্চয়ই স্মরণে

---

২. ঐ, পৃঃ ১৩৪।

৩. 'রিপোর্ট অব কমিশনার্স·· রিলেটিং টু ট্রান্সপোরেশন অ্যাণ্ড পেনাল সার্ভিটুড," লণ্ডন, ১৮৬৩, পৃঃ ৪২, ৫০।

৪. ঐ, পৃঃ ৭৭, 'মেমোরাণ্ডাম বাই দি লর্ড চিফ জাস্টিস।'

১. ঐ, খণ্ড ২, 'মিনিটস অব এভিডেন্স'।

৫. ঐ, খণ্ড ১, সংযোজনী পৃঃ ২৮০।

ির সাপ্তাহিক পরিমাণ

	নাইট্রোজেন-সমন্বিত উপাদানের পরিমাণ	নাইট্রোজেন-বিরহিত উপাদানের পরিমাণ	খনিজ পদার্থের পরিমাণ	মোট
	আউন্স	আউন্স	আউন্স	আউন্স
পোর্টল্যাণ্ড (কয়েদী)	২৮·৯৫	১৫০·০৬	৭·৬৮	১৮৩·৬৯
নৌবাহিনীতে নাবিক	২৯·৬৩	১৫২·৯১	৪·৫২	১৮৭·০৬
সৈনিক	২৫·৫৫	১১৪·৭৯	৩·৯৪	১৪৩·৯৮
শকট-নির্মাতা	২৪·৫৩	১৬২·০৬	৪·২৩	১৯০·৮২
কম্পোজিটর	২১·২৪	১০০·৮৩	৩·১২	১২৫·১৯
কৃষি-শ্রমিক	১৭·৭৩	১১৮·০৬	৩·২৯	১৩৯·০৮*

আছে যে "অনাহার-মৃত্যু রোধ করার জন্য" যে-ন্যূনতম খাদ্যের প্রয়োজন, কৃষি-শ্রমিকদের পরিবারগুলির বেশির ভাগেরই আহার তার চেয়ে কম। কর্ণওয়াল ডেভন, সমারসেট্স, উইলট্স, স্ট্যাফোর্ড, অক্সফোর্ড, বার্কস্ এবং হের্টস্-এর মত সমস্ত বিশুদ্ধ গ্রামীণ জেলাগুলির পক্ষেই অবস্থাটা বিশেষভাবে এই রকম। ডাঃ স্মিথ বলেন, "গড় পরিমাণ থেকে যা বোঝা যায়, শ্রমিক নিজের জন্য তার চেয়ে বেশি পুষ্টি পেয়ে থাকে, কেননা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় সে তার কাজ করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য… বেশি অংশটা খায়; দরিদ্রতর জেলাগুলিতে সমস্ত মাংস ও বেকনটাই সে খায়। তার স্ত্রী ও তার শিশুরাও দ্রুত বৃদ্ধির কালে যে-পরিমাণ খাদ্য পায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবং প্রায় সব কাউন্টিতেই স্বল্প, বিশেষ করে নাইট্রোজেনে অপ্রতুল।[১] কৃষকদের নিজেদের সঙ্গে যে পুরুষ ও নারী দাস-দাসীরা থাকে, তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পায়। ১৮৬১

* ঐ, পৃঃ ২৭৪, ২৭৫।

১. "জন-স্বাস্থ্য, ষষ্ঠ রিপোর্ট", ১৮৬৪, পৃঃ ২৩৮, ২৪৯, ২৬১, ২৬২

সালে তাদের সংখ্যা ছিল ২,৮০,২৭৭ জন ; ১৮৬১ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২,০৪,৯৬২। ডাঃ স্মিথ বলেন, "ক্ষেতে নারীদের শ্রমের যতই অসুবিধা থাক না কেন…আজকের পরিস্থিতিতে তা পরিবারের পক্ষে বিরাট সুবিধাজনক, কেননা তা সেই পরিমাণ মজুরি যোগ করে যা জুতো ও পোষাক-আসাকের খরচ এবং বাড়ি-ভাড়ার যোগান দেয় এবং এইভাবে পরিবারটির জন্য ভালো খাবারের সংস্থান করে।"[1] উক্ত তদন্তের একটি লক্ষণীয় ফল হল এই যে, "যুক্তরাজ্যের অন্যান্য অংশের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিকই "বিশেষভাবে সবচেয়ে স্বল্প-ভুক্ত", নিচের সারণীটি থেকে যা দেখা যাবে :

একজন গড়পড়তা কৃষি-শ্রমিক কর্তৃক সপ্তাহ-প্রতি পরিভুক্ত কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ

		কার্বন-গ্রেন		নাইট্রোজেন-গ্রেন
ইংল্যাণ্ড	—	৪৬,৬৭৩	—	১.৫৯৪
ওয়েলস	—	৪৮.৩৫৪	—	২.০৩১
স্কটল্যাণ্ড	—	৪৮.৯৮০	—	২.৩৪৮
আয়ার্ল্যাণ্ড	—	৪৩,৩৬৬	—	২.৪৩৪

১. ঐ, পৃঃ ২৬২।

* ঐ, পৃঃ ১৭। একজন আইরিশ কৃষি-মজুর যে-পরিমাণ দুধ আর যে-পরিমাণ রুটি খায়, একজন ইংরেজ কৃষি-মজুর যথাক্রমে তার ½ এবং ⅔ ভাগও খায় না। এই শতকের শুরুতে আর্থার ইয়ং তাঁর "ট্যুর ইন আয়ার্ল্যাণ্ড"-এ ইংরেজ কৃষি-মজুরের তুলনায় আইরিশ কৃষি-মজুরের উন্নততর পুষ্টি-গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর সহজ কারণ এই যে আইরিশ কৃষি-মালিকেরা ধনবান ইংরেজের তুলনায় অসংখ্য গুণ বেশি মানবিক-গুণসম্পন্ন ছিলেন। ওয়েলস সম্পর্কে বইতে যা বলা হয়েছে, তা কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানে সমস্ত ডাক্তার এ বিষয়ে একমত যে জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে যক্ষা ও 'স্ক্রফুলা' রোগে মৃত্যু-হার বৃদ্ধি পায় এবং সকলেই স্বাস্থ্যের এই অবনতির কারণ হিসাবে দায়ী করেন দারিদ্র্যকে। "তার (কৃষি-মজুরে) ভরণ-পোষণের দৈনিক খরচ পড়ে প্রায় ৫ পেন্স, অনেক অঞ্চলে কৃষি-মালিক (নিজেও খুব দরিদ্র) খরচ করে আরো কম। · এক দলা নোনা মাংস বা বেকন·· লবণাক্ত এবং কাঠের মত শুষ্ক ··ব্যবহার করা হয় অনেকটা পরিমাণ ঝোল বা লগ্‌সিকে সুবাসিত করতে · এবং দিনের পর দিন এটাই তাদের আহার্য।" তার কাছে শিল্পের অগ্রগতির ফল দাঁড়িয়েছে এই দুঃসহ ও স্যাঁৎসেতে জলবায়ু, ঘরে-বোনা মোটা পোশাকের বদলে সস্তা তথাকথিত তুলাজাত সামগ্রী এবং কড়া পানীয়ের বদলে নরম চা। "কয়েক ঘণ্টা বাতাস ও বৃষ্টি সহ্য করার পরে সে ঘরে গিয়ে বসতে পায় ঘুঁটে ও গুল দিয়ে জ্বালানো

ডাঃ সাইমন তাঁর সরকারি রিপোর্টে বলেন, "আমাদের কৃষি-শ্রমিকেরা সাধারণ ভাবে যে-বাসস্থান প্রাপ্ত হয়, তার সীমাবদ্ধ পরিমাণ ও শোচনীয় গুণমান সম্পর্কে ডাঃ হান্টারের রিপোর্টটির প্রত্যেকটি পাতাই একটি করে প্রমাণ-পত্র। এবং, অনেক বছর ধরে, ক্রমে ক্রমে, এইদিক থেকে শ্রমিকদের অবস্থা আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে ; ঘর খুঁজে পাওয়াই এখন তার পক্ষে হয়ে উঠেছে আরো দারুন একটা কঠিন ব্যাপার, আর যদি খুঁজে পেতে একটা পাওয়াও যায়, তা এমন অনুপযুক্ত যে সম্ভবতঃ কয়েক

আগুনের পাশে ; তা থেকে নির্গত হতে থাকে কার্বনিক ও সালফুরাস অ্যাসিড। তার ঘরের দেয়াল কাদা আর পাথরে তৈরি, মেঝে ও ঘর তৈরির আগে যা ছিল তাই অর্থাৎ কাঁচা মাটি, ছাদ এলোমেলো বিছিয়ে দেওয়া হয় কিছু খড়। ঘর গরম রাখার জন্য প্রত্যেকটি ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে দেওয়া ; একটা কটু গন্ধের পরিবেশে তার একমাত্র জামা-কাপড় পিঠের উপরে শুকিয়ে সে সেই মাটি মেঝেতে স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে ঝিমোয় বা ঘুমোয়। ধাত্রী-বিদ্যার ডাক্তাররা, যারা রাতের কোন-না-কোন অংশ এই রকমের ঘরে কাটাতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা বলেন কেমন করে মেঝের কাদায় পা বসে গিয়েছে, কেমন করে কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য দেয়ালে ফুটো করে দিতে হয়েছে।··· কার্মাদেনশায়ার এবং কার্ডিগানশায়ারের রিলিভিং অফিসারেরা একই অবস্থার চিত্র উপস্থিত করেন। তা ছাড়া আছে "প্লেগের চেয়েও ভয়ানক এক ব্যাপার—বহুসংখ্যক জড়বুদ্ধি লোক।" জলবায়ু সম্পর্কে দু-একটি কথা। "বছরে ৮/৯ মাস একটা প্রচণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাস গোটা দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় ; সঙ্গে নিয়ে আসে প্রবল বর্ষণ ; যা নেমে আসে পাহাড়ের পশ্চিম ঢাল বেয়ে। গাছ খুব বিরল—একমাত্র সুরক্ষিত জায়গা ছাড়া ; বাতাসের বেগে সেগুলোর আকার বিকৃত। কুঁড়ে-ঘরগুলো সাধারণতঃ কোনো পাহাড়ের সরু ফাঁকে বা খনির খাদে গুটিসুটি মেরে থাকে এবং ছোট ছোট ভেড়া বা স্থানীয় গোরুমোষ ছাড়া কেউ চারণ-ক্ষেতে থাকতে পারে না। যারা অল্প-বয়সী তারা চলে যায় পূব দিকের খনি-অঞ্চলে—গ্ল্যামরগান এবং মনমাউথে। কার্মাদেনশায়ার হল খনি-এলাকার জনসংখ্যার প্রজনন-ক্ষেত্র এবং হাসপাতাল। সুতরাং সেখানে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা শক্ত। এই ভাবে আমরা কার্ডিগানশায়ারে প্রত্যক্ষ করি :

	১৮৫১	১৮৬১
পুরুষ	৪৫,১৫৫	৪৪,৪৪৬
নারী	৫২,৪৫৯	৫২,৯৫৫
	৯৭,৬১৪	৯৭,৪০১

ডাঃ হান্টারের "জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সপ্তম রিপোর্ট, ১৮৬৫" পৃঃ ৪৯৮-৫০২।

শতাব্দীর মধ্যে তেমন আর হয়নি। বিশেষ করে, গত কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে এই দুর্ঘটনা দ্রুত বেড়েই চলেছে এবং শ্রমিকের ঘর-সংসারের অবস্থা এখন হয়ে উঠেছে চরম মাত্রায় শোচনীয়। যে পর্যন্ত তারা, যারা তার শ্রমের দৌলতে সমৃদ্ধ হয়, তার প্রতি কিছুটা সদয় প্রশ্রয়ের সঙ্গে আচরণ করে, ততটুকু পর্যন্ত ছাড়া এ ব্যাপারে সে অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে অসহায়। যে-জমি চাষের কাজে সে অংশ নেয়, সেই জমিটার এক কোণায় সে একখানা ঘর পাবে কিনা, যদি পায় তা হলে সেই ঘরটা শুয়োরের খোঁয়াড় না হয়ে মানুষের থাকার উপযুক্ত হবে কিনা, ঘরের সঙ্গে, একটা ছোট্ট বাগান করার মত জায়গা—যা তার দারিদ্র্যের চাপ বহুল পরিমাণ লাঘব করতে পারে—থাকবে কিনা, এই সব তার প্রয়োজন মত ভদ্র বাসস্থান পাবার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাড়া দেবার ইচ্ছা ও সঙ্গতির উপরে নির্ভর করেনা, নির্ভর করে অন্যান্য যারা ঘর পেয়েছে তাদের 'নিজের জিনিস ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকারের' সঙ্গে ব্যাপারটা সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে বলে তারা মনে করে কিনা, তার উপরে। একটা জোত যত বিরাটই হোক না কেন, এমন কোনো আইন নেই যে তার ওপরে কিছু সংখ্যক শ্রমিকের থাকার ঘরের ব্যবস্থা (ভদ্র ব্যবস্থার তো কথাই ওঠেনা) করতে হবে; এমনকি এমন কোনো আইনও নেই যা, যে-জমির পক্ষে তার শ্রম রৌদ্র ও বৃষ্টির মতই অবশ্য-প্রয়োজন, সেই জমিতে তার জন্য এতটুকুও অধিকারও সংরক্ষিত করে না।···একটি বাইরের ব্যাপার প্রবল ভাবে তার বিরুদ্ধে কাজ করে· গরিব আইনের আবাসন ও আর্থিক দায় সংক্রান্ত সংস্থানগুলির প্রভাব।[১] এই সংস্থানগুলির দরুন প্রত্যেকটি প্যারিশ চায় তার আবাসিক শ্রমিকদের সংখ্যা যথাসম্ভব ন্যূনতম মাত্রায় হ্রাস করতে কেননা তাতে তার আর্থিক স্বার্থ থাকে; তার কারণ এই যে, কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য নিরাপদ ও নিত্যস্থায়ী স্বনির্ভরতার নির্দেশক না হয়ে কৃষি-শ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দেশ করে দুঃস্থতায় উপনীত হবার দীর্ঘ বা হ্রস্ব পথ-পরিক্রমা—এমনি এক দুঃস্থতা যা পরিক্রমার সমগ্র পথটি ধরেই থাকে তার এত কাছে যে, যে-কোনো অসুখ বা সাময়িক কর্ম-বিরতি তাকে বাধ্য করে ত্রাণ-সাহায্যের জন্য প্যারিশের দ্বারস্থ হতে;—অতএব, কোন প্যারিশে কৃষি-জনসংখ্যার গোটা বসতিটার ফল দাঁড়ায় তার গরিব-করের

১. ১৮৬৫ সালে আইনটির কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়। অচিরেই অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে এ ধরনের টুকটাক মেরামতিতে কোনো কাজ হয় না।

২. পরে যা বলা হয়েছে তা বুঝতে হলে, মনে রাখা দরকার "রুদ্ধ গ্রাম" মানে সেই সব গ্রাম যাদের মালিক একজন বা দু জন বৃহৎ জমিদার। "মুক্ত গ্রাম" মানে সেই সব গ্রাম, যাদের মাটির মালিক অনেক ছোট ছোট জমিদার। এই শেষোক্ত গ্রামগুলিতে বাড়ির ফটকা-ব্যবসায়ীরা কুটির এবং 'লজিং হাউজ' (থাবার ব্যবস্থা ছাড়া, থাকার ঘর) নির্মাণ করে।

পরিমাণে বিপুল বৃদ্ধি।…বড় বড় জমিদারের[২]…সিদ্ধান্ত করে…তাদের জমিদারিতে শ্রমিকদের জন্য কোনো বাসস্থান হবে না, এবং সেক্ষেত্রে তাদের জমিদারি গরিবদের দায়-দায়িত্ব থেকে কার্যত আধা-আধি মুক্ত থাকবে। ইংরেজদের সংবিধানে ও বিধানে এটা কতদূর পর্যন্ত অভিপ্রেত হয়েছে যে, জমিতে এই ধরনের নিঃশত সম্পত্তি আয়ত্ত করা যাবে এবং জমিদার তার 'নিজের জিনিস ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকারের' বলে এই দেশেরই চাষীদের সঙ্গে আচরণ করবে পর-দেশীদের মত, যাদের সে তাড়িয়ে দিতে পারে তার জমির সীমানা থেকে—এটা এমন একটা প্রশ্ন, যা নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করার দাবি করছি না। কেননা জমি থেকে উচ্ছেদের সেই ক্ষমতা কেবল তত্ত্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। কার্যক্ষেত্রেও ব্যাপক আকারে তা বিদ্যমান রয়েছে ।বিদ্যমান হয়েছে কৃষি-শ্রমিকের গার্হস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান নিয়ামক শর্ত হিসাবে।· এই অনাচারের ব্যাপকতা সম্পর্কে ডাঃ হাণ্টার গত আদমশুমারিতে যে তথ্য প্রমাণ সংকলিত করেছিলেন, তার উল্লেখ করাই যথেষ্ট ঃ ঘর-বাড়ির জন্য স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গত দশ বছর ধরে ইংলণ্ডের ৮২১টি আলাদা আলাদা প্যারিশে বা টাউনশিপে। উপ-নগরে। ক্রমাগত বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা হচ্ছে, যার ফলে যে-সমস্ত আবাসিক অনাবাসিকে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে (অর্থাৎ প্যারিশগুলিতে যেখানে তারা কাজ করত) তাদের হিসাবে না ধরেও, এই সব প্যারিশ ও টাউনশিপগুলি ১৮৫১ সালে যে-পরিমাণ বাসস্থান যত সংখ্যক লোক ধারণ করত, ১৮৬১ সালে তার তুলনায় শতকরা ৪½ কম পরিমাণ বাসস্থানে শতকরা ৫⅓ বেশি সংখ্যক লোককে ধারণ করছে। ডাঃ হাণ্টার বলেন, যখন জনসংখ্যার-উচ্ছেদনের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হল, তখন তার ফলে তৈরি হল এক একটি প্রদর্শনী পল্লী, যেখানে কুটিরগুলিকে পর্যবসিত করা হয়েছে অল্পমাত্র সংখ্যায় এবং যেখানে মেষপালক, উদ্যান-মালী, শিকার-রক্ষী ইত্যাদির মত জমিদারের নিজস্ব প্রয়োজনের লোকজন ছাড়া আর কেউ রইল না—অর্থাৎ রইল কেবল নিয়মিত দাস-দাসী যারা তাদের শ্রেণী অনুযায়ী ভাল ব্যবহার পায়।[১] কিন্তু জমির জন্য চাষ, এবং দেখা যায় যে তার জন্য নিযুক্ত

১. এই ধরনের একটি প্রদর্শনী-পল্লী দেখায় খুব সুন্দর, কিন্তু দ্বিতীয় ক্যাথারিন ক্রিমিয়া যাবার পথে, যে-পল্লীগুলি দেখেছিলেন, সেগুলির মতই অবাস্তব। সম্প্রতি এমনকি মেষ পালকদেরও এই ধরনের গ্রামগুলি থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে। যেমন, 'মার্কেট হর্বরো'-র কাছে ৫০০ একর জমির এক ভেড়া-খামার আছে, যেখানে নিযুক্ত করা হয় কেবল একজন লোকের শ্রম। লাইসেস্টার এবং নর্দাম্পটনের সুন্দর চারণ-ভূমির সেই দূর-বিস্তৃত সমতলের উপর দিয়ে দীর্ঘ পদযাত্রাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য, মেষ-পালক খামারের চৌহদ্দির মধ্যেই একটা কুটির পেত। এখন সে পায় সপ্তাহে ১৩ শিলিং—দূরবর্তী কোন মুক্ত গ্রামে মাথা-গোঁজার ঠাঁই ঠিক করে নেবার জন্য।

শ্রমিকেরা আর জমির মালিকের ভাড়াটে নয়, তারা আসে কাছাকাছি কোনো মুক্ত গ্রাম থেকে, হয়ত তা তিন মাইল দূরে, তাদের কুটিরগুলি ধ্বংস করে দেবার পরে যে-গ্রামের ছোট ছোট বাড়ি-মালিকেরা তাদের ভাড়াটে হিসাবে গ্রহণ করেছে। যখন পরিস্থিতি এই পরিণতির দিকে এগোয়, তখন যে-কটি কুটির তখনো সংস্কার-বিহীন ভগ্নপ্রায় দশায় দাঁড়িয়ে থাকে, তারা নির্দেশ করে তাদের আসন্ন অবলুপ্তির ভবিষ্যতের দিকে। তাদের দেখা যায় স্বাভাবিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে। যতদিন পর্যন্ত কাঠামোটা কোনক্রমে দাঁড়িয়ে থাকে, ততদিন শ্রমিককে ওটা ভাড়ায় দেওয়া হয় এবং, এমনকি একটা ভালো বাসার সমান ভাড়া দিয়েও শ্রমিক খুশি হয়ে সেটা ভাড়া নেয়। কিন্তু তাতে না করা হয় আর কোনো রকম উন্নয়ন, না কোনো রকম মেরামতির কাজ; তবে কেবল সেইটুকু হয়, যতটুকু তার কপর্দকহীন ভাড়াটেরা নিজেরা করে নিতে পারে। এবং তার পরে যখন তা হয়ে পড়ে একেবারে বাসের অযোগ্য—এমনকি সামান্যতম ভূমি-দাসেরও বাসের অযোগ্য, তখন ধ্বংসস্তূপের তালিকায় আরো একটি সংযোজন ঘটে, এবং ভবিষ্যৎ গরিব-করের বোঝা কিছুটা লাঘব হয়। এক দিকে যখন বড় বড় মালিকেরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমিগুলিকে এই ভাবে জনবসতি-শূন্য করে গরিব-কর এড়িয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে তখন নিকটতম শহর বা মুক্ত গ্রামে উচ্ছিন্ন মানুষেরা গিয়ে দলে দলে ভিড় করছে; আমি বলছি বটে "নিকটতম" কিন্তু এই "নিকটতম"-র মানে হচ্ছে শ্রমিক যে কৃষি-জোতে দৈনিক খাটে তা থেকে তিন-চার মাইল দূরে। তখন সেই দৈনিক খাটুনির সঙ্গে যুক্ত হয় রুটি রোজগারের জন্য ছয় বা আট মাইল হাঁটবার দৈনিক প্রয়োজন, যেন সেটা কিছুই নয়। এবং যেন তার স্ত্রী বা সন্তানেরা কৃষি-জোতে যে-কাজই করুক না কেন, তাদেরকেও সহ্য করতে হয় ঐ অসুবিধা। এই দূরত্বজনিত যে বাড়তি খাটুনি, সেটাও সবখানি নয়। মুক্ত গ্রামটিতে বাড়ির ফটকাবাজেরা ছোট ছোট জমির টুকরো কিনে নেয়, যেগুলি তারা যথাসম্ভব সস্তা কুঁড়েঘরে গায়ে গায়ে ছেয়ে ফেলে। আর সেই শোচনীয় আস্তানা-গুলির মধ্যে (যেগুলি যদিও অবস্থিত মুক্ত গ্রামে, তবু কলংকিত শহরের সবচেয়ে কদর্য বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা) ভিড় করে ইংলণ্ডের কৃষি-শ্রমিকেরা।[১] অন্য দিকে ভাবলে

১. "শ্রমিকদের বাড়িগুলি 'মুক্ত গ্রামগুলিতে, যেগুলি অবশ্য সব সময়েই জনাকীর্ণ' সাধারণতঃ তৈরি করা হয় সারি সারি ভাবে; মালিকের নিজস্ব জমির শেষ কিনারায় থাকে সেগুলির পিছন দিকটা; এবং সেই কারণে একমাত্র সামনের দিকে ছাড়া কোনো জানালার ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়না।" (ডাঃ হাণ্টারের রিপোর্ট, পৃঃ ১৩৫)। অনেক সময়ে গ্রামের বীয়ার-বিক্রেতা বা মুদিই আবার এই সব বাড়ির ভাড়া-প্রদানকারী। সেক্ষেত্রে কৃষি-মজুর কৃষি-মালিকের পরে তার মধ্যে আবিষ্কার করে দ্বিতীয় মালিক। তাকে একই সময়ে হতে হবে তার খরিদ্দার এবং ভাড়াটে। বস্তুতঃ

ভুল হবে যে, যে-শ্রমিক তার চাষের জমিতেই থাকার ঘর পায়, সেখানে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা সাধারণতঃ এমন যে, তা তার উৎপাদনশীল শ্রমের জীবনের পক্ষে উপযুক্ত। এমনকি রাজকীয় জমিদারিতে পর্যন্ত তার কুটিরটি হতে পারে অতি জঘন্য ধরনের এমন সব জমিদার আছে, যারা মনে করে যে-কোনো খোঁয়াড়ই শ্রমিক আর তার পরিবারের থাকার পক্ষে যথেষ্ট এবং তবু তার লজ্জা হয় না ভাড়া নিয়ে সবচেয়ে কঠোর দরকষাকষি করতে।[১] হয়তো সেই সর্বনাশা কুঁড়েটায় আছে একটা মাত্র শোবার ঘর, যার না আছে কোনো আগুনের ঝাঁঝরি, না কোনো পায়খানা, না কোন খোলা জানালা, ডোবা ছাড়া না আছে কোনো

পক্ষে, এই মুক্ত-গ্রামগুলি হল ইংল্যাণ্ডের কৃষি-সর্বহারাদের "দণ্ড পল্লী"। বেশির ভাগ কুটিরই হল কেবল রাত্রিবাসের জায়গা, যেখানে ভিড় করে এলাকার যত উচ্ছৃংখল লোকেরা। গ্রামের শ্রমিক এবং তার পত্নী, যারা কদর্যতম পরিবেশের মধ্যেও সত্য সত্যই বিস্ময়কর ভাবে রক্ষা করে তাদের চরিত্রের পূর্ণতা ও পবিত্রতা, তারা নিক্ষিপ্ত হয় এই নরকে এবং হয় অধঃপাতিত। অবশ্য অভিজাত "শাইলক"-দের মধ্যে একটা ফ্যাশন হচ্ছে বাড়ির ফটকা-ব্যবসায়ী, ছোট জমিদার এবং মুক্ত-গ্রামগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা। তারা অবশ্য ভাল ভাবেই জানে যে তাদের "রুদ্ধ গ্রাম" এবং "প্রদর্শনী গ্রাম"-ই হল "মুক্ত-গ্রাম"-এর জন্মভূমি ; ওগুলি ছাড়া এগুলি জন্মাতে পারত না। 'ছোট ছোট মালিকেরা যদি না থাকত তা হলে শ্রমিকদের অধিকাংশকেই রাত কাটাতে হত তারা যে খামারে কাজ করে তার গাছ-তলায়।' (ঐ, পৃঃ ১৩৫ এই "মুক্ত" এবং "রুদ্ধ" গ্রামের ব্যবস্থা সমস্ত মিডল্যাণ্ড কাউন্টিতে এবং ইংল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলে চালু আছে।

১. 'সপ্তাহে ১০ শিলিং মজুরিতে নিযুক্ত একজন লোকের কাছ থেকে নিয়োগকর্তা বস্তুতঃ পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একটা মুনাফা সংগ্রহ করে নিচ্ছে এবং যে বাড়ির মূল্য খোলা বাজারে ২০ পাউণ্ডের বেশি হত না তার জন্য বেচারা খামার-মজুরকে ভাড়া দিতে হচ্ছে বছরে ৪-৫ পাউণ্ড করে। এই কৃত্রিম হার মালিক বজায় রাখতে পারছে, কেননা তার একথা বলার ক্ষমতা আছে, 'হয় আমার বাড়িতে থাকো আর নয়তো অন্যত্র ভাড়া খোঁজো।" যদি কোন লোক নিজের অবস্থা ভাল করতে চায়, রেল-ওয়েতে 'প্লেট-লেয়ার' হিসাবে কাজ করতে চায়, কিংবা খনি-মজুরের কাজে যেতে চায়, সেই একই ক্ষমতা তাকে বলার জন্য তৈরী, 'আমার জন্য এই সামান্য মজুরিতে কাজ করো, কিংবা এক সপ্তাহের নোটিশে কেটে পড়ো ; সঙ্গে নিয়ে যাও তোমার শুয়োর এবং বাগানে যে-আলু লাগিয়েছ তার জন্য যা পাও নিয়ে নেও।' আর যদি সে বোঝে যে এতে তার বেশি লাভ হবে তা হলে মালিক তাকে ঘরে থাকতে দিয়ে বেশি ভাড়া দাবি করবে—তার কাজ ছেড়ে দেবার শাস্তি হিসাবে।' (ডাঃ হাণ্টার, পৃঃ ১৩২)

জলের ব্যবস্থা, না কোনো বাগান—কিন্তু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক অসহায়।··· আইনসমূহ···আর আবর্জনা-অপসারণ হল··· কেবল বাজে কাগজের টুকরো ··যার ব্যবহার নির্ভর করে এমন সব কুটির মালিকের উপর যাদের একজনের কাছ থেকে সে তার কুঁড়েঘরটা ভাড়া পেয়েছে ন্যায়নীতি স্বার্থে এটা অত্যাবশ্যক যে, আলো-ঝলমল অতি-বিরল স্থানগুলি থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে এনে তা নিবদ্ধ করা উচিত এই বহুব্যাপ্ত ঘটনাবলীর উপরে, যা ইংল্যাণ্ডের সভ্যতার পক্ষে একটা ধিক্কার-স্বরূপ। বস্তুতঃ পক্ষে এটা একটা শোচনীয় পরিস্থিতি যে, বর্তমান আবাসন-পরিস্থিতির গুণগত অপকর্ষ এত প্রকট হওয়া সত্ত্বেও, উপযুক্ত পর্যবেক্ষকদের অভিন্ন সিদ্ধান্ত এই যে, বাসস্থানগুলির সাধারণ অপকৃষ্ট অবস্থার তুলনাতেও ঢের বেশি জরুরি সমস্যা হল সেগুলির সংখ্যাগত অপ্রতুলতা। অনেক বছর ধরেই গ্রামীণ শ্রমিকদের অতি-জনাকীর্ণ বাসস্থানগুলি কেবল যাঁরা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কল্যাণের বিষয় ভাবেন কেবল তাঁদের কাছেই নয়, সেই সঙ্গে যাঁরা ভদ্র ও নৈতিক সম্বন্ধে ভাবেন, তাঁদের কাছেও গভীর উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলে মহামারি-ব্যাধিগুলির বিস্তার প্রসঙ্গে প্রতিবেদকেরা বারংবার এমন অভিন্ন ভাষায় এই অতি-জনাকীর্ণতার উপরে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে মনে হয় যেন তাঁরা একই গৎ-বাঁধা বুলি আউড়ে চলেছেন; তাঁরা এই অতি জনাকীর্ণতার উপরে চরম গুরুত্ব দিয়েছেন এই কারণে যে, এটা এমনি একটা ঘটনা যা সংক্রমণ রোধের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেয়। এবং বারংবার এই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে যে, পল্লী-পরিবেশে বহু স্বাস্থ্যকর উপাদান থাকা সত্ত্বেও, এই অতি-জনাকীর্ণতা, যা সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের পক্ষে এত অনুকূল, এমন সব ব্যাধিরও জন্ম দেয়, যা সংক্রামক নয়। এবং যাঁরা আমাদের গ্রামীণ জনসংখ্যার এই ভিড়-আক্রান্ত পরিস্থিতিকে নিন্দা করেছেন, তাঁরা তারা আরো একটি ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও নীরব থাকেন নি। যদিও তাঁদের পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক বিষয় ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর দিকগুলি, অনেক সময়ই তাঁরা বাধ্য হয়েছেন উল্লিখিত বিষয়টির অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কেও উল্লেখ করতে। বয়স্ক নারী-পুরুষেরা, বিবাহিত ও অবিবাহিতরা কত প্রায়শই একটি ছোট্ট শোবার ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হয়, তা দেখাতে গিয়ে, তাঁদের রিপোর্টগুলিতে দৃঢ় ভাবে এই কথা বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত অবস্থায় শালীনতা বিনষ্ট হতে বাধ্য এবং নৈতিকতাও স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না।[১] যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে, আমার

১· 'নোতুন বিবাহিত দম্পতিরা বয়ঃপ্রাপ্ত ভাই ও বোনদের পর্যবেক্ষণের পক্ষে খুব কল্যাণকর বিষয় নয়; এবং যদিও দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই, এমন মন্তব্য করার পক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে যে, অনাচারের অপরাধের মেয়ে অংশীদারটির ভাগ্যে জোটে তীব্র মনোকষ্ট এমনকি, কখনো কখনো মৃত্যু।' (ডাঃ হান্টার, পৃঃ ১৩৭)।

গত শরৎকালীন রিপোর্টের পরিশিষ্টে বাকিংহাম শায়ারে উইং-এ জ্বরের আক্রমণ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে ডাঃ অর্ড বলেন, কেমন করে একজন যুবক উইনগ্রেভ থেকে জ্বর নিয়ে সেখানে এসেছিল, "তাঁর অসুখের প্রথম ক'দিন একই রুমে আরো ন'জনের সঙ্গে ঘুমোত। এক পক্ষকালের মধ্যে তাদের আরো ক'জন জ্বরে আক্রান্ত হল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ন'জনের মধ্যে পাঁচজনই শয্যাগত হল, এবং একজন মারা গেল।··" সেণ্ট জর্জ হাসপাতালের ডাঃ হার্ভে, যিনি ঐ মহামারীর সময়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক কারণে উইং-এ গিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ঠিক এই মর্মে একটি রিপোর্ট আমি পেয়েছিলাম ঃ·· "একটি জ্বরাক্রান্ত তরুণী একই ঘরে রাতে তার বাবা ও মা, তার জারজ সন্তান, দুজন তরুণ (তার দু ভাই) এবং তার দু বোন ও তাদের প্রত্যেকের একটি করে জারজ সন্তানকে নিয়ে—মোট ১০ জন একসঙ্গে ঘুমোত। কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত সেখানে ঘুমোত ১৩ জন।"[১]

ডাঃ হাণ্টার কৃষি-শ্রমিকদের ৫,৩৭৫টি কুটিরে সমীক্ষা চালান—কেবল নিছক কৃষি-জেলাগুলিতেই নয়, ইংল্যাণ্ডের সমস্ত কাউন্টিতেই। এই কুটিরগুলির মধ্যে ২,১৯৫টির ছিল মাত্র একটি করে শোবার ঘর (প্রায়ই যা ব্যবহৃত হত বসার ঘর হিসাবেও), ২,৯৩০টির ছিল কেবল দুটি করে, এবং ২৫০টির দুটির বেশি করে। ডজনখানেক কাউন্টি থেকে সংগৃহীত কয়েকটি নমুনা আমি এখানে উপস্থিত করব।

(১) বেডফোর্ডশায়ার

রেসলিংওয়ার্থ ঃ শোবার ঘর, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ ফুট এবং প্রস্থে ১০ ফুট, যদিও অনেকগুলি এর চেয়ে ছোট। ছোট একতলা কুটির, প্রায়ই 'পার্টিশন' দিয়ে দুটি শোবার ঘরে বিভক্ত, একটি বিছানা অনেক ক্ষেত্রেই রান্নাঘরে, উচ্চতায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। খাজনা বাৎসরিক ৩ পাউণ্ড। ভাড়াটেদেরই নিজেদের পায়খানা তৈরি করে নিতে হয়, জমিদার কেবল একটা গর্ত খুঁড়ে দেয়। যখনি কেউ একটা পায়খানা তৈরি করে নেয়, তখন থেকেই কাছাকাছি গোটা তল্লাটের মানুষ সেটা ব্যবহার করতে শুরু করে। রিচার্ডসন নামে এক পরিবারের একটি বাড়ি ছিল সৌন্দর্যে অনুপম। তাঁর প্লাস্টার-

---

একজন গ্রামীণ পুলিশ, তিনি দীর্ঘকাল ধরে লণ্ডনের নিকৃষ্ট মহল্লাগুলিতে গোয়েন্দার কাজ করেছেন, তিনি তাঁর গ্রামের বালিকাদের সম্পর্কে বলেন, লণ্ডনের সবচেয়ে খারাপ অঞ্চলগুলিতে আমার গোয়েন্দা-জীবনের কয়েক বছরে আমি তাদের সাহস ও নির্লজ্জতার তুলনা পাইনি।···তারা বাস করে শুয়োরের মত, বড় বড় ছেলে আর মেয়েরা, মায়েরা আর বাবারা—অনেক সময়ে সকলেই একই রুমে। ('শিশু নিয়োগ কমিশন, ষষ্ঠ রিপোর্ট, ১৮৬৭', পৃঃ ৭৭ sq. ১৫৫;)।

১০ জন-স্বাস্থ্য, সপ্তম রিপোর্ট, ১৮৬৫, পৃঃ ৯, ১৪।

দেওয়ালগুলি ছিল নতজানু মহিলার পরিচ্ছদের মত পরিস্ফীত। ছাদের এক প্রান্তের কোণটি ছিল উত্তল অন্য প্রান্তের অবতল। এবং, দুর্ভাগ্যক্রমে, চিমনিটি দাঁড়িয়েছিল এই দ্বিতীয়টির উপরে—মাটি ও কাঠের তৈরি একটি বাঁকানো নল, যেন একটি হাতির শুঁড়। একটি লম্বা লাঠি দিয়ে চিমনিটিকে ঠেকা দিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে না পড়ে যায়। দরজা ও জানালা ছিল হীরকাকার।" যে ১৭টি বাড়ি আমরা দেখেছি, তাদের মধ্যে ৪টির ছিল একটির বেশি শয়ন-ঘর, আর ঐ চারটি ছিল অতিরিক্ত ভিড়ে ঠাসাঠাসি। এক শোবার-ঘর-বিশিষ্ট কুটিরগুলিতে থাকত ৩ জন করে বয়স্ক ব্যক্তি ও ৩টি করে শিশু একটি বিবাহিত দম্পতি ও ৬টি শিশু ইত্যাদি।

ডাণ্টন: উঁচু ভাড়া, ৪ পাউণ্ড থেকে ৫ পাউণ্ড, মানুষটির সাপ্তাহিক মজুরি ১০ শিলিং। খড়ের দড়ি পাকিয়ে পরিবারটি ভাড়া দেবার আশা পোষণ করে। ভাড়া যত উঁচু হয়, ততই তা দেবার জন্য আরো বেশি সংখ্যক লোকের একসঙ্গে কাজ করার দরকার হয়। ৪টি শিশু সহ ৬ জন বয়স্ক ব্যক্তি একটি শয়নঘরে বাস করে, ভাড়া দেয় ৩ পাউণ্ড ১০ শিলিং। ডাণ্টনের সবচেয়ে সস্তা বাড়ি, বাইরে থেকে ১০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া; ভাড়া ৩ পাউণ্ড। যে-বাড়িগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১টি মাত্র দুটি শয়ন-কক্ষ-বিশিষ্ট। গ্রামটির একটু বাইরে "ভাড়াটেরা বাড়ির পাশে মলত্যাগ করত", দরজার নিচের ৯ ইঞ্চি পচে-গলে গিয়েছে; দরজার প্রবেশ-পথ মানে মাত্র একটা ফাঁক, রাতে যা বন্ধ করে দেওয়া হয় কয়েকটা ইটের সাহায্যে; বন্ধ করে দেবার পরে সুকৌশলে একটু উপরে ঠেলে দেওয়া হয় এবং একটি মাদুর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। জানালার অর্ধেকটা তার পাল্লা ও সার্শি সমেত মহাপ্রয়াণে গিয়েছে। আসবার-শূন্য এই ঘরটিতে গাদাগাদি করে থাকত ৫টি শিশু-সন্তান সহ ৩ জন বয়স্ক লোক। বিগ্‌লস্‌ওয়েড ইউনিয়নের বাকি অংশের তুলনায় ডাণ্টনের অবস্থা খারাপ ছিল না।

(২) বার্কশায়ার

বীনহাম: ১৮৬৪ সালের জুন মাসে একটি লোক তার স্ত্রী ও চার সন্তান সহ একটি 'কট'-এ (একতলা কুটিরে) বাস করত। এক কন্যা কাজ থেকে বাড়ি ফিরল 'স্কার্লেট' জর নিয়ে। সে মারা গেল। একটি শিশু আক্রান্ত হল, সে-ও মারা গেল। যখন ডাঃ হাণ্টারকে ডাকা হল, তিনি দেখলেন একটি মা-ও একটি শিশু টাইফাসে শয্যাগত। বাবা এবং বাকি শিশুটি বাইরে শুত, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা এখানে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, কারণ এই শোচনীয় গ্রামটির ভিড়ে-ঠাসা বাজারে ধোয়ার জন্য পড়ে থাকত ঐ জ্বরাক্রান্ত পরিবারটির কাপড়-চোপড়। ২-এর বাড়ির ভাড়া ছিল সপ্তাহে ১ শিলিং; স্বামী স্ত্রী ও দুটি সন্তানের জন্য একটি শোবার ঘর। একটি বাড়ির ভাড়া ছিল সপ্তাহে ৮ পেন্স, লম্বায় ১৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ৭ ফুট; রান্না-ঘর

উচ্চতায় ৬ ফুট ; শোবার ঘরটিতে কোনো জানালা, আগুনের ঝাঁঝরি, দরজা বা ফাঁক ছিলনা, একমাত্র বারান্দায় বেরোবার পথটি ছাড়া, কোনো বাগান ছিল না। একটি লোক এখানে কিছু কাল ছিল দুটি বড় বড় মেয়ে ও একটি বড় ছেলেকে নিয়ে, বাবা ও ছেলে ঘুমোত বিছানায়, মেয়ে দুটো যাতায়াতের পথে। ওরা যখন এখানে থাকত তখন দুটি মেয়েরই একটা করে বাচ্চা ছিল, কিন্তু একজন দুঃস্থ-নিবাসে আঁতুড়ে গিয়েছিল ; পরে ফিরে আসে।

(৩) বাকিংহামশায়ার

১,০০০ একর জমির উপরে উপরে ৩ টি কুটির, ১৩০—১৪৪ জন লোকের বাস। ব্রাডেনহাম প্যারিশ-এ অন্তর্ভুক্ত ১,০০০ একর, ১৮৫১ সালে বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩৬, জনসংখ্যা ছিল ৮৪ জন পুরুষ ৫৪ জন নারী। ১৮৬১ সালে নারী-পুরুষের এই বৈষম্যের আংশিক প্রতিকার হয়, তখন পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে দাঁড়ায় ৯৮ ও ৮৭ জন ; ১০ বছরে পুরুষ ও নারীর যথাক্রমিক বৃদ্ধি ১৭ ও ৩৩ জন। ইতিমধ্যে, বাড়ির সংখ্যা কিন্তু একটি কমে গিয়েছে।

উইনস্লো : এর বড় অংশ সুন্দর শৈলীতে নোতুন করে নির্মিত ; বাড়ির জন্য চাহিদা খুব প্রকট ; অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার কুঁড়েগুলিও ভাড়া দেওয়া হয় সাপ্তাহিক ১শিলিং থেকে ১শিলিং ৩ পেন্স হারে।

ওয়াটারইটন : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে জমিদারেরা শতকরা ২০ ভাগ বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে। একজন দরিদ্র শ্রমিক যাকে প্রায় ৪ মাইল ডিঙ্গিয়ে কর্মস্থলে যেতে হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : সে কি কাছে-পিঠে একটা কুঁড়েঘর যোগাড় করে নিতে পারে না? উত্তরে সে বলল, "না আমার মত একটা বড় পরিবারকে ঠাঁই না দিয়ে কি করতে হয়, তারা তা ভাল জানে।"

টিংকার্স এণ্ড : উইনস্লোর কাছেই অবস্থিত। একটি শোবার ঘর, যাতে ছিল ৭ জন বয়স্ক ব্যক্তি ও ৪টি শিশু ; লম্বায় ১১ ফুট চওড়ায় ৯ ফুট এবং যেখানটা সবচেয়ে উঁচু সেখানটা উচ্চতায় ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি ; আরেকটি লম্বায় ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি, চওড়া ৯ ফুট ও উঁচু ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি ; বাস করত ৬ জন। একজন কয়েদির পক্ষে যতটা জায়গা আবশ্যক বলে বিবেচনা করা হয়, এদের প্রত্যেকেই থাকত তার চেয়ে কম জায়গায়। কোনো বাড়ির একটার বেশি শোবার ঘর ছিল না, কোনোটারই খিড়কির দরজা ছিল না জল ছিল অতি দুষ্প্রাপ্য ; সাপ্তাহিক বাড়ি ভাড়া ১ শি ৪ পে থেকে ২ শি অবধি। যেসব বাড়ি প্রদর্শন করা হয়, তাদের মধ্যে ১৬টিতে, এমন লোক ছিল মাত্র একজন, যে উপার্জন করত সপ্তাহে ১০ শিলিং। উপরে বর্ণিত অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে-পরিমাণ হাওয়া পাওয়া যেত তা যদি তাকে গোটা রাত সব দিক থেকে মাপে ৪

ফুট এমন একটি বাক্সে আটকে রাখা হত, তবে সে যে-পরিমাণ হাওয়া পেত, তার সমান। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রাচীন গুহাগুলিতেও তো কিছু পরিমাণ অ-পরিকল্পিত হাওয়া-চলাচলের সংস্থান ছিল।

(৪) কেম্ব্রিজশায়ার

গ্যাম্বলিংগে-র মালিক কয়েকজন জমিদার। এতে রয়েছে এমন জঘন্যতম সব কুঁড়েঘর যা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। খড়ের দড়ি পাকানোর হিড়িক। "একটা মারাত্মক অবসাদ, অপরিচ্ছন্নতার কাছে এক হতাশ আত্ম-সমর্পণ" গ্যাম্বলিংগেতে রাজত্ব করে। যার কেন্দ্রস্থলে অবহেলা, তার উত্তর দক্ষিণ দুই প্রান্ত পরিণত হয় অত্যাচারে, যেখানে বাড়ি-ঘরগুলি জীর্ণ হয়ে চূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। 'প্রবাসী' অনুপস্থিত জমিদারেরা এই গরিব বস্তিবাসীদের রক্ত মোক্ষণ করে অবাধে। ভাড়া অত্যন্ত চড়া; ৮—৯ জন করে লোককে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয় একটা শোবার ঘরে; দুটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে প্রত্যেকের ১টি বা ২টি বাচ্চা আছে এমন ৬ জন করে লোক একটি মাত্র শোবার ঘরে বাস করে।

(৫) এসেক্স

এই কাউন্টিতে অনেক প্যারিশে জনসংখ্যায় এবং গৃহসংখ্যায় হ্রাসপ্রাপ্তি হাতে হাত দিয়ে যায়। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ২২টি প্যারিশে বাড়ি-ঘরের ধ্বংসকাণ্ড জন-সংখ্যার অগ্রগতিকে নিবারণ করতে পারেনি কিংবা "শহরে আবাসন"-এর নামে যে নির্বাসন সাধারণতঃ ঘটে, তা ঘটাতে পারেনি। ফিনগ্রিনহো-তে ৩,৭৪৩ একরের এক প্যারিশে ১৮৫১ সালে ছিল ১৪৫টি বাড়ি। ১৮৬১ সালে তা দাঁড়াল মাত্র ১১০টিতে। কিন্তু লোকেরা চলে যেতে রাজি হলনা এবং এই পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হল ১৮৫১ সালে ২৫২ জন ব্যক্তি বাস করত ৬১টি বাড়িতে কিন্তু ১৮৬১ সালে ২৬২ জন ব্যক্তি গাদাগাদি করে আশ্রয় নিল ৪৯টি বাড়িতে। ব্যাসিলডেনে ১৮৫ সালে ১৫৭ জন ব্যক্তি বাস করত ১,৮২৭ একর জমির উপরে ৩৫টি বাড়িতে; দশ বছরের শেষে সেখানে দেখি ১৮০ জন ব্যক্তিকে ২৭টি বাড়িতে। ফিনগ্রিনহো, সাউথ-ফার্ণব্রিজ, উইড্ফোর্ড, ব্যাসিলডেন এবং র‍্যাস্ডেন ক্র্যাগস্-এর প্যারিশগুলিতে ১৮৫১ সালে যেখানে ৮,৪৪৯ একরের উপরে ৩১৬টি বাড়িতে বাস করত ১,৩৯২ জন মানুষ, সেখানে ১৮৬১ সালে ঐ একই এলাকায় ২৪৯টি বাড়িতে বাস করে ১,৪৭৩ জন মানুষ।

(৬) হেয়ারফোর্ডশায়ার

ইংল্যাণ্ডে যে-কোনো কাউন্টির তুলনায় এই ছোট্ট কাউন্টিকে "উচ্ছেদের তাড়নায়" বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ম্যাডবিতে ভিড়ে-ঠাসা সাধারণতঃ দু-রুমের কুটির-গুলির বেশির ভাগেরই মালিক ছিল জোত-মালিকেরা। তারা অনায়াসেই সেগুলি বাৎসরিক £৩ বা £৪ হারে ভাড়া দিয়ে দিত আর মজুরি দিত সাপ্তাহিক ৯ শিলিং হারে।

(৭) হন্টিংডন

হার্টফোর্ড: ১৮৫১ সালে বাড়ি ছিল ৮৭টি; কিছু কাল পরেই ১,৭২০ একরের এই ছোট প্যারিশটির ১৯টি কুটির ধ্বংস করে দেওয়া হয়; জনসংখ্যা ছিল ১৮৫১ সালে, ৪৫২; ১৮৫২ সালে, ৮৩২; এবং ১৮৬১ সালে, ৩৪১। পরিদর্শন করা হয় প্রতিটি ১ রুম-বিশিষ্ট ১৪টি বাড়ি, একটিতে থাকত এক বিবাহিত দম্পতি, ৩টি বড় ছেলে, ১টি বড় মেয়ে, ৪টি শিশু-সন্তান—মোট ১০ জন; আরেকটিতে, ৩ জন বয়স্ক ব্যক্তি, ৬টি শিশু। একটি রুমে ঘুমোত ৮ জন লোক, রুমটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ১২ ফুট ২ ইঞ্চি, উচ্চতা ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি; রুমটির ভিতর দিকে প্রসারিত অংশগুলি বাদ না দিয়ে মাথা-পিছু পরিসর ছিল গড়ে প্রায় ১৩০ কিউবিক ফুট। ১৪টি শোবার ঘরে থাকত ৩৪ জন বয়স্ক ব্যক্তি এবং ৩৩টি শিশু। খুব বিরল ক্ষেত্রেই এই কুটিরগুলির সঙ্গে বাগানের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অধিবাসীদের অনেকেই 'রুড'-পিছু (১২১০ বর্গগজ পিছু) ১০ থেকে ১২ শিলিং হারে ছোট ছোট 'প্লট' চাষ করতে সক্ষম ছিল, এই 'প্লট'গুলি ছিল বাড়ি থেকে বেশ দূরে; বাড়িগুলিতে কোনো পায়খানা ছিল না। "তাদের বিষ্ঠা ইত্যাদি ফেলবার জন্য তাদের ঐ প্লটে যেতে হত", কিংবা, এখানে যা ছিল রেওয়াজ, রোজ ওখানে না গিয়ে, "একটা ঘেরা জায়গায় একটা অনেক দেরাজওয়ালা আলমারির মধ্যে ফিট-করা একটা দেরাজে তা জমিয়ে রাখা। সপ্তাহে এক দিন করে সেটা বের করে ঐ জমিতে যেখানে দরকার সেখানে ফেলে আসা।" জাপানেও জীবনযাত্রা এর তুলনায় ভদ্রভাবে নির্বাহিত হয়।

(৮) লিংকনশায়ার

ল্যাংটফ্‌ট: রাইট-এর বাড়িতে এখানে একজন লোক থাকে; সঙ্গে তার স্ত্রী, মা ও ৫টি সন্তান; বাড়িটিতে সামনের দিকে আছে একটি রান্নাঘর, ধোলাই ঘর এবং ঐ রান্না-ঘরটিরই উপরে শোবার ঘর; রান্না ও শোবার ঘর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১২ ফুট ২ ইঞ্চি এবং ৯ ফুট ৫ ইঞ্চি। শোবার ঘরটি হল মাথার উপরে একটি খুপরি; দেয়ালগুলি পাশাপাশি ছাদে গিয়ে লেগেছে একটা মিছরির মঠের মত; সামনের দিকে একটা ঝাঁপ-তোলা জানালা। "সে সেখানে কেন থাকত? বাগানটার জন্য?

না, সেটা খুবই ছোট। ভাড়া? চড়া, সপ্তাহ-পিছু ১ শি. ৩ পে.। তার কাজের জায়গা থেকে কাছে? না, ৬ মাইল দূরে, তাকে রোজ হাঁটতে হয় যাতায়াতের ১২ মাইল। সে সেখানে থাকত কারণ সেটাই ছিল ভাড়া পাবার মত একমাত্র 'কট'" এবং সে চেয়েছিল যে-কোনো জায়গায়, যে কোনো দামে, যে কোনো অবস্থায় সম্পূর্ণ নিজের জন্য একটা 'কট'। ল্যাংটফ্‌টে ১২টি শোবার ঘর, ৩৮ জন বয়স্ক লোক এবং ৩৬টি শিশু সমেত ১২টি বাড়ির পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল:

ল্যাংটফ্‌টে বারোটি বাড়ি

বাড়ি	শয়ন-ঘর	বয়স্ক লোক	শিশু সন্তান	লোক-সংখ্যা	বাড়ি	শয়ন-ঘর	বয়স্ক লোক	শিশু সন্তান	লোক-সংখ্যা
নং ১	১	৩	৫	৮	নং ৭	১	৩	৩	৬
,, ২	১	৪	৩	৭	,, ৮	১	৩	২	৫
,, ৩	১	৪	৪	৮	,, ৯	১	২	০	২
,, ৪	১	৫	৪	৯	,, ১০	১	২	৩	৫
,, ৫	১	২	২	৪	,, ১১	১	৩	৩	৬
,, ৬	১	৫	৩	৮	,, ১২	১	২	৪	৬

(৯) কেণ্ট

কেনিংটন: ১৮৫৯ সাল, অতিরিক্ত জনাকীর্ণ, ডিপেথেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, প্যারিশের ডাক্তার কর্তৃক গরিব শ্রেণীগুলির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত-পরিচালনা। তিনি দেখতে পেলেন, ঐ জায়গায়, যেখানে শ্রম খাটানো হয়, সেখানে অনেক কুটির ভেঙে ফেলা হয়েছে অথচ কোনো নোতুন কুটির তৈরি করা হয়নি। একটা জেলায় চারটি বাড়ি ছিল, যেগুলিকে বলা হত পাখির খাঁচা; প্রত্যেকটিতে ছিল চারটি করে রুম, প্রত্যেক রুমের মাপ ছিল এই রকম:

	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা
রান্নাঘর:	৯ ফু ৫ ই	৮ ফু ১১ ই	৬ ফু ৬ ই
ধোলাই ঘর:	৮ ফু ৬ ই	৪ ফু ৬ ই	৬ ফু ৬ ই
শোবার ঘর:	৮ ফু ৫ ই	৫ ফু ১০ ই	৬ ফু ৩ ই
শোবার ঘর:	৮ ফু ৩ ই	৮ ফু ৪ ই	৬ ফু ৩ ই

(১০) নর্দাম্পটনশায়ার

ব্রিনওয়র্থ, পিকফোর্ড এবং ফ্লুর ঃ এই গ্রাম তিনটিতে কাজের অভাবে ২০-৩০ জন লোক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কৃষকেরা সব সময়ে শস্য ও শালগমের জমিগুলি যথেষ্ট-ভাবে চাষ করে না এবং জমিদার দেখেছে যে তার সব জোতগুলিকে এক করে ২-৩টি জোতে পরিণত করাই সবচেয়ে ভাল। সুতরাং কাজের অভাব। দেওয়ালের এক দিকে যখন জমি হাতছানি দিচ্ছে শ্রমিককে, অপর দিকে তখন প্রবঞ্চিত শ্রমিকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে। গ্রীষ্মকালে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি আর শীতকালে আধ-পেটা খাওয়া ; লোকগুলো যদি তাদের অদ্ভুত গ্রাম্য কথায় বলে, "পাদ্রী আর ভদ্দরলোকেরা আমাদের মারি ফেল্‌তি চায়," তা হলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ফ্লুর-এর কয়েকটি নমুনা ঃ ক্ষুদ্রতম আকারের একটি শোবার ঘরে ৪, ৫, ৬টি শিশু সহ দম্পতি ; ৫টি শিশু সহ ৩ জন বয়স্ক ব্যক্তি ; ঠাকুর্দা ও স্কার্লেট জ্বরে শয্যাগত ৬টি শিশু সহ একটি দম্পতি ; দুটি শোবার ঘর বিশিষ্ট দুটি বাড়িতে দুটি পরিবার, বাস করে যথাক্রমে ৮ ও ৯ জন বয়স্ক লোক।

(১১) উইল্‌ট্‌শায়ার

স্ট্রাটন ঃ ৩১টি বাড়ি পরিদর্শন করা হয় ; ৮টিতে কেবল একটা করে শোবার ঘর। একই প্যারিশের অন্তর্গত পেন্টিল ঃ একটা কুঁড়েতে থাকে ৪ জন বয়স্ক লোক ৪টি শিশু ; ভাড়া দিতে হয় সপ্তাহে ১ শিলিং ৩ পেন্স ; এবড়োখেবড়ো পাথরের টুক্‌রোর মেঝে থেকে, জরাজীর্ণ খড়ের ছাদ পর্যন্ত খাড়া পাঁচিলগুলো ছাড়া ভাল বলতে আর কিছু নেই।

(১২) ওয়র্সেস্টশায়ার

এখানে বাড়িঘর ধ্বংসের পরিমাণ খুব মাত্রাতিরিক্ত নয়, ; তবু বাড়ি-প্রতি বাসিন্দার সংখ্যা, ১৮৫১ থেকে ১৮৬১ সাল অবধি, গড়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪·২ থেকে ৪·৬।

ব্যাডসি ঃ কুটির অনেক, বাগান প্রায় নেই। কোন কোন জোতমালিক বলে যে, কুটিরগুলি "এখানে একটা বিরাট আবর্জনা-বিশেষ, কারণ সেগুলি গরিবদের ডেকে আনে।" জনৈক ভদ্রলোকের বিবৃতি অনুযায়ী ঃ "এর জন্য গরিবদের অবস্থার আদৌ কোনো সুরাহা হয় না। যদি আপনি ৫০০ কুটির তৈরি করেন, তা হলে তারা চটপট সেগুলিকে ভাড়া নিয়ে নেবে ; বস্তুতঃ পক্ষে, আপনি যত তৈরি

করবেন, তারা তত চাইবে।" (তাঁর মতে কুটিরগুলিই বাসিন্দারের জন্ম দেয়, যারা তার পরে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে "আবাসনের অবলম্বনের" জন্য চাপ সৃষ্টি করে)। ডাঃ হাণ্টার মন্তব্য করেন, "এই গরিব লোকগুলি নিশ্চয়ই কোথাও-না কোথা থেকে এসে থাকবে, এবং যেহেতু এখানে, ব্যাডসিতে খয়রাত ইত্যাদির মত কোনো আকর্ষণ নেই, সেহেতু নিশ্চয়ই অন্য কোনো অনুপযুক্ত জায়গার বিকর্ষণ তাদের এখানে ঠেলে পাঠিয়েছে। যদি প্রত্যেকে তার কর্মস্থলের কাছে একটা করে 'প্লট' পেত, তা হলে সে ব্যাডসিকে বেছে নিত না, যেখানে তাকে তার থাকার জায়গার জন্য দিতে হয়, তাকে জোতমালিক যা দেয়, তার দ্বিগুণ।"

গ্রাম থেকে শহরে ক্রমাগত জন-প্রবাহ, জোতের সংকেন্দ্রীভবনের দরুন গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, আবাদী জমির চারণভূমিতে রূপান্তর, মেশিনারি ইত্যাদি এবং কুটিরগুলিকে ধ্বংস করে কৃষি-জনসংখ্যার ক্রমাগত উচ্ছেদ-সাধন হাতে হাত দিয়ে চলে। অঞ্চলটি যতই জনশূন্য হয়, "আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়, ততই কর্মসংস্থানের উপায়ের উরে তাদের চাপ প্রবলতর হয়, ততই আবাসনের অবলম্বনের তুলনায় কৃষি-জনসংখ্যার অনাপেক্ষিক আধিক্য বিপুলতর হয়; সুতরাং, গ্রামগুলিতে স্থানীয় উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যার এবং মারাত্মক ঠাসাঠাসি জমায়েত আরো বৃহদাকার ধারণ করে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট গ্রামগুলিতে ও ক্ষুদ্র মফঃস্বলের শহরগুলিতে গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষের এই গাদাগাদি-ভিড় এবং সেই সঙ্গে ভূমিপৃষ্ঠ থেকে মানুষের সবলে নিষ্কাশন একযোগে চলে। কৃষি-শ্রমিকদের হ্রাসমান সংখ্যা এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বর্ধমান সম্ভার সত্ত্বেও, তাদের নিরন্তর প্রতিস্থাপনের ফলে তাদের মধ্যে দুঃস্থতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। শেষ পর্যন্ত এই দুঃস্থতা তাদের উচ্ছেদের হেতু এবং শোচনীয় বাস-ব্যবস্থার প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে, যা তাদের শেষ প্রতিরোধ-ক্ষমতাটুকুরও অবসান ঘটায় এবং তাদের পরিণত করে জমির মালিক ও কৃষকদের নিছক গোলামে।[১] এই ভাবে ন্যূনতম মজুরি তাদের কাছে হয়ে ওঠে

১. 'খামার-বাসী এই কৃষি-মজুরের কাজ তো ঈশ্বরের দান; এই কাজ তাকে মর্যাদা দান করে। সে গোলাম নয়, শান্তির সৈনিক, এবং জমিদারের দেওয়া বিবাহিত লোকদের 'কোয়ার্টার্স'-এ সে স্থান পায়; সৈন্যের কাছ থেকে দেশ যেমন সেবা দাবি করে, তেমন জমিদারও তার উপরে জোর করে কাজের ভার চাপানোর ক্ষমতা ভোগ করে। সৈনিক যেমন বাজারের হারে মজুরি পায় না, সেও তেমন পায় না। সৈন্যের মত তাকেও বাচ্চা বয়সে ধরা হয়, যখন সে একমাত্র তার কাজ ও নিজের অঞ্চল ছাড়া বাকি সব কিছু সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। যেমন করে 'বিদ্রোহ আইন' সৈন্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমন করে বাল-বিবাহ এবং বসতি-সংক্রান্ত নানাবিধ আইন-কানুন তাকে নিয়ন্ত্রিত করে।' (ডাঃ হাণ্টার, ঐ পৃঃ ১৩২)। কখনো কখনো এক-আধ জন অত্যন্ত

প্রকৃতির নিয়ম স্বরূপ। অন্য দিকে, তার নিরন্তর "আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা সত্ত্বেও জমি একই সময়ে হয় সংখ্যাল্প জন-অধ্যুষিত ('আণ্ডার-পপুলেটেড')। যেসব জায়গা থেকে শহর, খনি, রেলপথ-নির্মাণ ইত্যাদিতে জনপ্রবাহ ঘটেছে, কেবল সেই সব জায়গাতেই যে এই পরিস্থিতি চোখে পড়ে তা নয়। এটা চোখে পড়ে সর্বত্র—যেমন ফসল-কাটার সময়ে, তেমন বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে, সেই নিয়মিত ব্যবধানে আবর্তনশীল মরশুমগুলিতে যখন ইংল্যাণ্ডের এত সতর্ক ও সংহত কৃষিকর্মের আবশ্যক হয় অতিরিক্ত কর্মী। জমি-চাষের সাধারণ প্রয়োজন-পূরণের পক্ষে সেখানে কর্মীসংখ্যা সব সময়েই অতিরিক্ত রকম বেশি এবং অসাধারণ ও সাময়িক প্রয়োজন-পূরণের পক্ষে সব সময়েই অতিরিক্ত রকম কম।[১] এইজন্যই সরকারি দলিলপত্রে আমরা দেখতে পাই, একই সব জায়গা থেকে একই সঙ্গে ঘাটতি ও বাড়তির নালিশ। শ্রমের সাময়িক বা স্থানীয় অভাবের দরুন মজুরিতে কোনো বৃদ্ধি ঘটে না; যা ঘটে তা হল নারী ও শিশুদের ক্ষেতের কাজে যেতে বাধ্য করা এবং শিশুদের শোষণ করার বয়স ক্রমশঃ হ্রাস করা। যখনই নারী ও শিশুদের শোষণ ব্যাপক আয়তনে শুরু হয়, তখনি তা হয়ে ওঠে পুরুষ

কোমল-হৃদয় জমিদার নিজেরই তৈরি-করা নির্জনতার জন্য অনুশোচনা করেন। 'হুকহ্যাম' সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে অভিনন্দনের উত্তরে লড লেইসেস্টার বলেন, 'নিজের দেশে একা থাকাটা বিষাদজনক।' 'আমি চারদিকে তাকাই এবং দেখি আমার ছাড়া আর কারো কোনো বাড়ি নেই। এই 'দৈত্য-পুরীর আমি দৈত্য, আমার সব প্রতিবেশীকে আমি খেয়ে ফেলেছি।'

১. গত দশ বছর ধরে ফ্রান্সেও এই একই ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে; যে-অনুপাতে সেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কৃষিতে আত্মবিস্তার করছে, সেই অনুপাতে 'তা উদ্বৃত্ত'-কৃষি জনসংখ্যাকে শহরে ঠেলে পাঠাচ্ছে। এখানেও আমরা উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার মূলে দেখি আবাসন ও অন্যান্য অবস্থার অবনতি। জমির এই বিলি-ব্যবস্থার ফলে যে বিশেষ 'proletariat foncier'-এর উদ্ভব ঘটেছে সেই সম্পর্কে কলিন্স-এর পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ এবং মার্কসের 'এইটিন্থ্ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ত' দ্রষ্টব্য। ২য় সংস্করণ, হামবুর্গ, ১৮৬৯, পৃঃ ৫৬ ইত্যাদি ১৮৪৬ সালে ফ্রান্সে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল ২৪·৪২ এবং গ্রামবাসীর ৭৫·৫৮; ১৮৬১ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৮·৪৬ এবং ৭১·১৪। গত ৫ বছরে গ্রামবাসী জনসংখ্যার শতকরা হ্রাস আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। সেই ১৮৪৬ সালেই পিয়ারে দুপোঁ গেয়েছিলেন,

'Mal vetus, loges des trous,
Sous les combles, dans les decombres,
Nous vivons avec les hiboux
Et les larrons, amis des mobres.'

কৃষি-শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যায় পরিণত করার এবং তাদের মজুরি দাবিয়ে রাখার একটা হাতিয়ারে। ইংল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলে এই পাপ-চক্রের একটি সুন্দর ফলের বাড়-বাড়ন্ত ঘটে, যাকে বলা হয় 'গ্যাং-প্রথা', যে-সম্পর্কে আমি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করব।[১]

'গ্যাং-প্রথা' প্রায় একান্ত ভাবে বিদ্যমান লিংকন, হান্টিংডন, কেম্ব্রিজ, নরফোক, সাফোক, নটিংহাম প্রভৃতি কাউন্টিতে এবং এখানে সেখানে আশেপাশের নর্দাম্পটন, বেডফোর্ড ও রাটল্যাণ্ড প্রভৃতি কাউন্টিতে। লিংকনশায়ার আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে। এই কাউন্টির একটা বড় অংশই আগে ছিল জলাভূমি, কিংবা, এমনকি সদ্য-উল্লিখিত পূর্বাঞ্চলের কাউন্টিগুলির বড় বড় অংশের মত, সম্প্রতি সমুদ্র থেকে জয় করে নেওয়া হয়েছে। জল-নিষ্কাশনের ব্যাপারে স্টিম-ইঞ্জিন বিস্ময়কর সব কাজ করেছে। এক সময় যা ছিল বিল আর বালিয়াড়ি, এখন তা রূপান্তরিত হয়েছে শস্য-তরঙ্গায়িত এক উচ্ছল সাগরে এবং উচ্চতম খাজনার উৎসে। একই কথা প্রযোজ্য মানবিক প্রয়াসে বিজিত পাললিক ভূখণ্ডসমূহ সম্বন্ধে যেমন অ্যাক্সহোম দ্বীপে এবং ট্রেণ্ট নদের তীরবর্তী প্যারিশগুলিতে। নোতুন নোতুন কৃষি-ক্ষেত্রের উদ্ভবের সঙ্গে, সেই অনুপাতে নোতুন কুটির নির্মাণ তো দূরের কথা, এমনকি পুরনো কুটিরগুলিও ভেঙ্গে ফেলা হত, ফলে শ্রমিকদের কাজে আসতে হত দূর-দূরান্তের মুক্ত গ্রামগুলি থেকে মাইলের পর মাইল পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে-চলা সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে। শীতকালের অবিরাম বন্যা থেকে একমাত্র ঐ গ্রামগুলিতেই তারা আগে আশ্রয় সংগ্রহ করতে পেরেছিল। যে সমস্ত শ্রমিক বাস করে ৪০০-১,০০০ একরের জোতগুলিতে (যাদের বলা হয় "আটক মজুর"), তাদের একান্ত ভাবে নিযুক্ত করা হয় এমন সব ধরনের কৃষিকর্মে, যা স্থায়ী, কঠিন এবং সম্পন্ন করা হয় ঘোড়ার সাহায্যে। প্রতি ১০০ একরের জন্য গড়ে একটি কুটিরও আছে কিনা সন্দেহ। যেমন, একজন জলা-কৃষক তদন্ত কমিশনের সমক্ষে তার সাক্ষ্যে বলেছিল, "আমি আবাদ করি ৩২০ একর—গোটাটাই আবাদী জমি। সেই জমিতে একটাও কুটির নেই। আমার খামারে এখন আছে মাত্র একজন মজুর। আমার আছে চারজন ঘোড়-সওয়ার, যারা আশেপাশে কোথাও থাকে। হাল্কা কাজ আমরা 'গ্যাং' দিয়ে করাই।"[২] জমিতে বেশ কিছু হালকা খেতি-কাজ করতে হয়, যেমন, আগাছা বাছাই, নিড়ানি, সার দেওয়া, ঢিল-ঢেলা সরানো ইত্যাদি। এই কাজগুলি করানো হয় 'গ্যাং'-এর সাহায্যে, অর্থাৎ, ছোট ছোট সংগঠিত মজুর-দলের সাহায্যে, যারা বাস করে মুক্ত গ্রামগুলিতে।

১. "শিশু নিয়োগ কমিশন-এর ষষ্ঠ ও সর্বশেষ রিপোর্ট," ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসের শেষে প্রকাশিত। এর একমাত্র আলোচ্য বিষয় কৃষিগত 'গ্যাং-প্রথা'।

২. "শিশু নিয়োগ কমিশন, ৬ষ্ঠ রিপোর্ট", সাক্ষ্য ১৭৩, পৃঃ ৩৭।

এক একটা 'গ্যাং'-এ থাকে ১০ থেকে ৪০ অথবা ৫০ জন করে লোক—নারী, তরুণ-বয়স্ক ছেলে-মেয়ে (১৩ থেকে ১৮ বছর, যদি ছেলেমেয়েদের অধিকাংশকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ১৩ বছর বয়সে), এবং শিশু (৬-১৩ বছর)। মাথায় থাকে একজন 'গ্যাং-মাস্টার' ('সর্দার')—একজন মামুলি মজুর যাকে সাধারণতঃ বলা হয় 'বদমাশ', বেপরোয়া, মতিচ্ছন্ন, মাতাল, কিন্তু সব সময়েই একটা কিছু করার মত উদ্যম এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী। সেই হচ্ছে দলটির 'রিক্রুটিং সার্জেন্ট' ('সমাহর্তা-দল-নায়ক') এবং সেটি কাজ করে তারই অধীনে, খামার মালিকের অধীনে নয়। সে-ই দলের জন্য ঠিকা-কাজের ব্যবস্থা করে; তার আয়, যা সচরাচর একজন সাধারণ কৃষি-মজুরের তুলনায় খুব বেশি নয়, সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কত দক্ষতার সঙ্গে কত অল্প-সময়ের মধ্যে সে তার দলের কাছ থেকে কত বেশি কাজ আদায় করে নিতে পারে, তার উপরে।[১] খামার-মালিকেরা দেখেছে যে, নারী-শ্রমিকেরা কেবল পুরুষদের অধীনেই নিষ্ঠাভরে কাজ করে, কিন্তু নারী ও শিশুদের যদি একবার কাজে চালু করে দেওয়া যায়, তা হলে তারা বেপরোয়া ভাবে তাদের প্রাণশক্তি ঢেলে দেয়, যেকথা ফ্যুরিয়ার জানতেন, আর তখন সুচতুর পুরুষ শ্রমিক তার শ্রম যথাসম্ভব কমিয়ে আনে। 'গ্যাং'-সর্দার এক খামার থেকে আরেক খামারে যায় এবং এই ভাবে তার দলটিকে বছরে ৬ থেকে ৮ মাস কাজে নিযুক্ত রাখে। সুতরাং, ব্যক্তিগত খামার-মালিকের দ্বারা কর্মে নিয়োগের তুলনায় মেহনতি পরিবারগুলির পক্ষে গ্যাং-সর্দারের দ্বারা কর্ম-নিয়োগ ঢের বেশি লাভজনক ও ঢের বেশি নিশ্চিত হয়; খামার-মালিকেরা অনেক সময় কেবল শিশুদেরই নিয়োগ করে। এই ঘটনা তার মুক্ত গ্রামগুলিতে তার প্রভাবকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে, কেবল তার মাধ্যমেই কেবল শিশুদের ভাড়া করা যায়। 'গ্যাং'-কে বাদ দিয়েও শিশুদের এই ভাবে ভাড়া খাটানো তার দ্বিতীয় আয়ের উপায়।

এই ব্যবস্থার "দোষ-ত্রুটি" হল শিশু ও তরুণ-তরুণীদের, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম, ৫, ৬ এমনকি ৭ মাইল দূরবর্তী ক্ষেতগুলিতে যাতায়াতের প্রাত্যহিক দীর্ঘ পদযাত্রা, এবং, সর্বশেষে গোটা দলটার নৈতিক অধঃপতন। যদিও গ্যাং-সর্দার, যাকে কোন কোন অঞ্চলে বলা হয় "গাড়োয়ান", সব সময়েই হাতে রাখে একটা লম্বা লাঠি, সেটা সে কদাচিৎ ব্যবহার করে এবং তার বিরুদ্ধে নৃশংস আচরণের অভিযোগ খুবই বিরল। সে একজন গণতান্ত্রিক শাহানশাহ, কিংবা এক ধরনের সেই 'হ্যামেলিনের রঙচঙে বাঁশীওয়ালা'। সুতরাং তাকে তার প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় হতে হয়, এবং তাদেরকে তার অধীনে বেঁধে রাখে যাযাবর জীবনের নানা যাদু দিয়ে। উচ্ছৃংখল স্বাধীনতা, উদ্দাম উন্মাদনা, অশ্লীল বেহায়াপনা দঙ্গলটাকে যোগায় নানা আকর্ষণ। সচরাচর গ্যাং-সর্দার তাদের সরাইখানার বিল মিটিয়ে দেয় এবং, তার পরে, এক মিছিলের

১. কিছু কিছু 'গ্যাং-সর্দার' নিজেদেরকে করে তুলেছে ৫০০ একর পর্যন্ত জমির কৃষি-মালিক কিংবা সারি সারি বাড়ির সত্বাধিকারী।

মাথায়, এক জাঁদরেল মর্দানার হাত-ধরা অবস্থায়, ডাইনে-বাঁয়ে টলতে টলতে বাড়ির পথে ফেরে—হৈ-হুল্লোড় করতে করতে, অশ্লীল-অশ্রাব্য গান গাইতে গাইতে পিছে পিছে যায় বাচ্চা আর তরুণ-তরুণীরা। ফেরার পথে, ফ্যুরিয়ার যাকে বলেন "পরাগ-সংযোগ", তা একটা চলতি রেওয়াজ। ১৩-১৪ বছর বয়সের বালিকাদের পক্ষে সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গ-ফলে সন্তান কোলে আসা মামুলি ব্যাপার। যে-সব মুক্ত গ্রাম এই সমস্ত 'গ্যাং'-এর যোগান দেয়, সেগুলি হয় 'সোডোম' আর 'গোমোররা' এবং সেগুলিতে অবৈধ জন্মের হার রাজ্যের বাকি অংশের তুলনায় দ্বিগুণ।[১] এই ধরনের ইস্কুলে যাদের শিক্ষা, সেই মেয়েদের নৈতিক চরিত্র কিরকম হয় উপরে তা দেখানো হয়েছে। তাদের বাচ্চাগুলি যদি আফিমের চোটেও শেষ না হয়ে যায়, তা হলে জন্ম থেকেই এই সব 'গ্যাং'-এর 'রং-রুট' হিসাবে বড় হয়।

উপরে যে বনেদি ধরনের 'গ্যাং'-টির বর্ণনা দেওয়া হল, সেটিকে বলা হয় সাধারণ, সার্বজনিক বা ভ্রাম্যমান 'গ্যাং'। কেননা ব্যক্তিগত 'গ্যাং'-ও আবার আছে। সাধারণ 'গ্যাং'-এর মতই সেগুলি তৈরি হয়, তবে সেগুলির সদস্যসংখ্যা কম এবং তারা কাজ করে 'গ্যাং"-সর্দারের অধীনে নয়, খামারের কোন বৃদ্ধ ভৃত্যের অধীনে, যাকে খামার-মালিক আরো ভালভাবে কি করে ব্যবহার করা যায়, তা জানে না। যাযাবর জীবনের মজা এখানে উধাও এবং সমস্ত সাক্ষীরাই এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুদের যা দেওয়া হয় এবং যে ব্যবহার করা হয় তা আরো খারাপ।

গত কয়েক বছর ধরে 'গ্যাং'-প্রথা আরো বিস্তার লাভ[২] করেছে; কেবল যে গ্যাং-সর্দারের স্বার্থে তা চালু আছে তা নয়, চালু আছে বৃহৎ কৃষকদের[৩], এবং পরোক্ষভাবে জমিদারদের[৪] ধন-বৃদ্ধির স্বার্থে। নিজের শ্রমিকদের স্বাভাবিক মানের বেশ কিছুটা

১. লুডফোর্ড-এর অর্ধেক তরুণী ('গ্যাং'-এ) বেরিয়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' ঐ, পৃঃ ৬।

২. "হালের বছরগুলিতে তাদের ('গ্যাং'-এর) সংখ্যা আরো বেড়েছে। কিছু জায়গায় এই প্রথা নোতুন চালু হয়েছে। যেখানে যেখানে এই প্রথা কয়েক বছর ধরে চালু রয়েছে, সেখানে সেখানে আরো বেশি সংখ্যায় এবং আরো কম বয়সের বাচ্চারা নিযুক্ত হচ্ছে।" (ঐ, পৃঃ ৭৯)।

৩. "ছোট কৃষকেরা কখনো 'গ্যাং' নিয়োগ করে না।" "গরিব জমিতে নয়, যে-জমি ৪০-৫০ শিলিং খাজনা দেবার ক্ষমতা রাখে, সেই জমিতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় নারী ও শিশুরা নিযুক্ত হয়।" (ঐ, পৃঃ ১৭, ১৪)।

৪. এই সব ভদ্রলোকদের একজনের কাছে তার ভাড়ার স্বাদ এত রুচিকর যে, সে তদন্ত কমিশনের কাছে ক্ষেপে গিয়ে ঘোষণা করে, এই গোটা হৈ-চৈটা কেবল এই প্রথার নামটার জন্য। যদি একে "গ্যাং" না বলে "গ্রামীন শিশুদের বৃত্তিগত স্বাবলম্বন সমিতি" বলে ডাকা হত, তা হলে সব কিছুই ঠিক হয়ে যেত।

নীচে রাখা এবং তৎসত্ত্বেও সব সময়েই বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি হাতের যোগান ঠিক রাখার অথবা যথাসম্ভব কম পরিমাণ টাকায়[১] যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ শ্রম নিঙড়ে নেবার এবং বয়স্ক পুরুষ শ্রমিককে "অপ্রয়োজনীয়" করে দেবার এমন সুকৌশল ব্যবস্থা আর নেই। ইতিমধ্যে যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় কেন, এক দিকে, কৃষি-শ্রমিকের কম বা বেশি পরিমাণ কর্মাভাবের কথা স্বীকার করা হয়, অন্য দিকে, আবার একই সময়ে, বয়স্ক পুরুষ শ্রমের অভাব এবং তার শহরে অভিপ্রয়াণের কারণে 'গ্যাং'-প্রথাকে "প্রয়োজনীয়" বলে ঘোষণা করা হয়। লিংকনশায়ারের আগাছা-মুক্ত পরিচ্ছন্ন জমি এবং অপরিচ্ছন্ন মানবিক আগাছা—এই দুটি হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মেরু এবং প্রতি-মেরু।[৩]

---

১. "গ্যাং-প্রথায় কাজ অন্য কাজের চেয়ে সস্তা; এই কারণেই তাদের নিযুক্ত করা হয়," একথা একজন প্রাক্তন গ্যাং-সর্দারের (ঐ, পৃঃ ১৭, ১৪)। একজন কৃষি-মালিকের মতে, "গ্যাং-প্রথা নিশ্চিত ভাবেই কৃষি-কর্তার পক্ষে সবচেয়ে সস্তা, এবং নিশ্চিতভাবেই শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ। (ঐ, পৃঃ ১৬, ৩)।

২. "শিশুরা গ্যাং-প্রথায় যে-কাজ করে, নিঃসন্দেহে তার বেশিটাই আগে করত পুরুষ ও নারীরা। যেখানে এখন বেশি সংখ্যক সংখ্যক নারী ও শিশুকে নিযুক্ত করা হয়, সেখানে আগের চেয়ে বেশি পুরুষ বেকার থাকে।" (ঐ, পৃঃ ৪৩, নোট ২০২) অন্য দিকে, কতকগুলি কৃষি-প্রধান জেলায়, বিশেষ করে আবাদি এলাকায়, শ্রম-সমস্যা, দেশান্তর-গমন এবং বড় বড় শহরে যাবার জন্য রেলের সুবিধার দরুন, এমন গুরুতর আকার ধারণ করেছে যে আমি (অর্থাৎ একজন বড় জমিদারের কর্মকর্তা) মনে করি যে শিশুদের কাজ অপরিহার্য। (ঐ, পৃঃ ৮০, নোট ১৮৩) কেননা বাকি সভ্য জগৎ থেকে আলাদা ভাবে ইংল্যাণ্ডের কৃষি-জেলার শ্রম-সমস্যা আসলে হচ্ছে জমিদার ও কৃষি-মালিকের সমস্যা, যথা কৃষিকর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার নিরন্তর বর্ধমান দেশান্তর-গমন সত্ত্বেও, দেশের মধ্যে আপেক্ষিক ভাবে একটি যথেষ্ট উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা রক্ষা করা এবং তাঁর সাহায্যে কৃষি-শ্রমিকের মজুরি ন্যূনতম হারে বেঁধে রাখা কি করে সম্ভব?

৩. 'জন-স্বাস্থ্য রিপোর্ট'-এ, যেখানে শিশু-মৃত্যুর কথা আলোচিত হয়, সেখানে 'গ্যাং' প্রথার কথা কেবল প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করা হয়; সেই কারণে পত্র-পত্রিকায় এবং ইংরেজ জন-সাধারণের কাছে তা অজ্ঞতাই রয়ে যায়। অন্য দিকে, 'শিশু নিয়োগ কমিশন'-এর শেষ রিপোর্টটি যখন সংবাদপত্রের হাতে আসে তখন সাড়া পড়ে যায়। 'লিবারল' পত্র-পত্রিকারা প্রশ্ন তুলল কি করে ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলারা এবং সরকারি গীর্জার উচ্চ-বেতনভোগী যাজকেরা তাদের জমিদারিতে তাদেরই নাকের ডগায় এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দিলেন, তখন তাঁরা 'দক্ষিণ সাগরের দ্বীপবাসীদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য' বিপরীত মেরু পর্যন্ত দ্রুত 'মিশন' প্রেরণ করেন এবং সুসংস্কৃত

(চ) আয়র্ল্যাণ্ড

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আয়র্ল্যাণ্ডে যাব। প্রথমে, পরিস্থিতির প্রধান প্রধান তথ্যসমূহ।

আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ১৮৪১ সালে পৌছেছিল ৮২,২২,৬৬৪-তে; ১৮৫১ সালে নেমে যায় ৬৬,২৩,৯৮৫-তে; ১৮৬১ সালে ৫৮,৫০,৩০৯-এ; ১৮৬৬ সালে ৫½ মিলিয়ন-এ—১৮০১ সালে যা ছিল প্রায় সেই মানে। এই সংখ্যা-হ্রাস শুরু হয় দুর্ভিক্ষের বছরে, ১৮৪৬ সালে, যার ফলে কুড়ি বছরেরও কম সময়ে আয়র্ল্যাণ্ড হারাল তার জনসংখ্যার ৫/১৬ ভাগেরও বেশি লোককে।[১] ১৮৫১ সালের মে মাস থেকে ১৮৬৫ সালের জুলাই মাস অবধি আয়র্ল্যাণ্ড থেকে যারা দেশান্তরে চলে যায়' তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫৯১, ৪৮৭ জন; ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ অবধি এই সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশি। লোকজন বাস

পত্র-পত্রিকাগুলি তখন এই চিন্তায় মগ্ন হয় কী করে কৃষি-জনসংখ্যার এমন নিদারুণ অধঃপতন ঘটল যে তারা নিজেদের শিশুদের এমন গোলামিতে বেচে দিতে পারে। যে-অভিশপ্ত অবস্থার মধ্যে এই 'সুকোমল' ব্যক্তিবর্গ কৃষি-শ্রমিককে নিক্ষেপ করেন, তাতে তারা যদি তাদের সন্তানদের খেয়েও ফেলে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যা আশ্চর্যজনক তা হল এই যে অবস্থার মধ্যেও চরিত্রের কী বলিষ্ঠ সুস্থতা সে বজায় রেখেছে। সরকারি রিপোর্টগুলিই প্রমাণ করে মাতাপিতারা এই 'গ্যাং'-প্রথাকে কত ঘৃণা করে। 'এমন ঢের সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যা থেকে বোঝা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই বাপ-মায়েরা তাদের উপরে যে চাপ ও প্রলোভন সৃষ্টি করা হয় তা প্রতিরোধ করবার জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতার সাহায্য পেলে তারা খুশি হত। কখনো প্যারিশ-অফিসারেরা কখনো নিয়োগকর্তারা তাদের চাপ দেয়, এমনকি তাদের নিজেদের চাকরি খোয়াবার ভয় দেখিয়ে, যাতে যে-বয়সে তাদের শিশুদের ইস্কুলে পাঠালে স্পষ্টতই ভাল হত, সেই বয়সেই তাদের কাজে লাগিয়ে দেয়। সময় ও শক্তির এই সার্বিক অপচয়; শ্রমিক ও তার শিশুদের উপরে আরোপিত এই অতিরিক্ত ও অলাভজনক ক্লান্তিজনিত ক্লেশভোগ; ঘরের গাদাগাদি ভিড় এবং 'গ্যাং'-এর সংক্রামক প্রভাব থেকে তার শিশুদের সুকুমার বৃত্তিগুলির অবলুপ্ত ও তাদের নৈতিক সর্বনাশের প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত—তার মনে কী অনুভূতি সৃষ্টি করে তা সহজেই বোঝা যায়। তাদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের অনেকটাই আসে সেইসব কারণ থেকে, যার জন্য তারা দায়ী নয়; তাদের যদি ক্ষমতা থাকত, তা হলে তারা তা কখনো মেনে নিত না; এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা তাদের নেই।' (ঐ, পৃঃ ২০, ৮২, ২৩, নং ৯৬)।

১. আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ১৮০১ সালে ৫,৩১৯,৮৬৭ জন ব্যক্তি; ১৮১১-তে ৬,০৮৪,৯৯৬; ১৮২১-এ ৬,৮৬৯,৫৪৪; ১৮৩১-এ ৭,৮২৮,৩৪৭; ১৮৪১-এ ৮,২২২,৬৬৪।

করত এমন বাড়ির সংখ্যা ১৮৫১ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে কমে যায় ৫২,৯৯০টি। ১৮৫১ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ একর আয়তন জোতের সংখ্যা বেড়ে যায় ৬১,০০০টি; ৩০ একরের বেশি আয়তনের ১০৯,০০০টি; অন্য দিকে, জোতের মোট সংখ্যা কমে যায় ১২০,০০০টি;—এই কমে যাবার একমাত্র কারণ হল ১৫ একরের কম আয়তনের জোতগুলির বিলুপ্তি সাধন অর্থাৎ সেগুলির কেন্দ্রীকরণ।

সারণী (ক) **পশু-সম্পত্তি**

বছর	ঘোড়া		গোরু-মহিষ		
	মোট সংখ্যা	হ্রাস	মোট সংখ্যা	হ্রাস	বৃদ্ধি
১৮৬০	৬১৯,৮১১	—	৩,৬০৬,৩৭৪		
১৮৬১	৬১৪,২৩২	৫,৫৭৯	৩,৪৭১,৬৮৮	১৩৪,৮৬৮	
১৮৬২	৬০২,৮৯৪	১১,৩৩৮	৩,২৫৪,৮৯০	২১৬,৭৯৮	
১৮৬৩	৫৭৯,৯৭৮	২২,৯১৬	৩,১৪৪,২৩১	১১০,৬৫৯	
১৮৬৪	৫৬২,১৫৮	১৭,৮২০	৩,২৬২,২৯৪		১১৮,০৬৩
১৮৬৫	৫৪৭,৮৬৭	১৪,২৯১	৩,৪৯৩,৪১৪		২৩১,১২০

বছর	ভেড়া			শুয়োর		
	মোট সংখ্যা	হ্রাস	বৃদ্ধি	মোট সংখ্যা	হ্রাস	বৃদ্ধি
১৮৬০	৩,৫৪২,০৮০			১,২৭১,০৭২		
১৮৬১	৩,৫৫৬,০৫০		১৩,৯৭০	১,১০২,০৪২	১৬৯,০৩০	
১৮৬২	৩,৪৫৬,১৩২	৯৯,৯১৮		১,১৫৪,৩২৪		৫২,২৮২
১৮৬৩	৩,৩০৮,২০৪	৪৭,৯৮২		১,০৬৭,৪৫৮	৮৬,৮৬৬	
১৮৬৪	৩,৩৬৬,৯৪১		৫৮,৭৩৭	১,০৫৮,৪৮০	৮,৯৭৮	
১৮৬৫	৩,৬৮৮,৭৪২		৩২১,৮০১	১,২৯৯,৮৯৩		২,৪১,৪১৩

জনসংখ্যার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই তাদের উৎপাদন-সম্ভারেও হ্রাস ঘটেছিল। আমাদের যা প্রয়োজন, তাতে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই ৫ বছর বিবেচনা করাই

যথেষ্ট—যে ক'বছরে পাঁচ লক্ষেরও বেশি লোক দেশান্তরে চলে যায় এবং অনাপেক্ষিক জনসংখ্যা ৳ মিলিয়নের-এরও বেশি কমে যায়।

উল্লিখিত সারণী থেকে যে ফলাফল পাওয়া যায়, তা এই :

ঘোড়া	গোরু ইত্যাদি	ভেড়া	শুয়োর
অনাপেক্ষিক হ্রাস	অনাপেক্ষিক হ্রাস	অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি	অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি
৭১,৯৪৪	১১২,৯৬০	১৪৬,৬৬২	২৮,৮২১*

এবারে কৃষিকর্মের দিকে নজর দেওয়া যাক, যা থেকে মানুষ এবং গবাদি পশু পায় তাদের প্রাণ-ধারণের উপায়। নিচেকার সারণীটিতে দেওয়া হল আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি বছরের হ্রাস বা বৃদ্ধির হিসাব—ঠিক তার আগেকার বছরের তুলনায়। দানা-শস্যের মধ্যে ধরা হয়েছে গম, জই, যব, রাই, সিম ও শুঁটি ; সবজি শস্যের মধ্যে ধরা হয়েছে আলু, শালগম, বিট, গাজর, মূলো, কপি, কলাই ইত্যাদি।

* আমরা যদি আরো একটু পিছন দিকে যেতাম, তা হলে ফল হত আরো প্রতিকূল। যেমন, ১৮৬৫-তে ভেড়া ৩,৬৮৮৭৪২, কিন্তু ১৮৫৬-তে ৩,৬৯৪,২৯৪ ; শুয়োর ১৮৬৫-তে ১,২৯৯,৮৯৩ কিন্তু ১৮৫৮-তে ১,৪০৯,৮৮৩।

সারণী (খ)ঃ শস্য ও ঘাসের জমির আয়তনে হ্রাস-বৃদ্ধি—একরের হিসাবে

বছর	দানাশস্য	সবজি শস্য		ঘাস ইত্যাদি		শণ		মোট কর্ষিত জমি	
	হ্রাস	হ্রাস	বৃদ্ধি	হ্রাস	বৃদ্ধি	হ্রাস	বৃদ্ধি	হ্রাস	বৃদ্ধি
	একর	একর	একর	একর	একর	একর	একর	একর	একর
১৮৬১	১৫,৭০১	৩৬,২৭৪		৪৭,৯৬৯			১২,২৭১	৮১,৩৭৩	
১৮৬২	৭২,৭৩৪	৭৭,৭৮৫			৬,৬২৩		২,০৫৫	১,৩৮,৮৪১	
১৮৬৩	১,৪৪,৭১৯	১৯,৩৫৮			৭,৭২৪		৬৩,৯২২	৯২,৪৩১	
১৮৬৪	১,২২,৪৩৭	২,৩১৭			৪৭,৪৮৬		৮৭,৭৬১		১০,৪৯৩
১৮৬৫	৭২,৪৫০		২৫,২৪১		৬৮,৯৭০	৫০,১৫৯		২৮, ৩১৮	
১৮৬১—৬৫	৪,২৮,০৪১	১০৮,১৯৩			৮২,৮৩৪		১২২,৮৫০	৩৩০,৩৫০	

১৮৬৫ সালে "খাস জমি"-র শিরোনামের অধীনে এল অতিরিক্ত ১,২৭,৪৭০ একর ; এর প্রধান কারণ এই যে, "অনাবাদি জলা ও পতিত জমি"-র আয়তন ১০১,৫৪৩ একর কমে যায়। আমরা যদি ১৮৬৫-কে ১৮৬৪-র সঙ্গে তুলনা করি, আমরা দেখতে পাই যে, ২৪৬,৬৬৭ কোয়ার্টার দানা শস্য কমে গিয়েছে, যার মধ্যে ৪৮,৯৯৯ গম ; ১৬০,৬০৫ জই ; ২৯,৮৯২ যব ইত্যাদি ; আলু কমে যায় ৪৪৬,৩৯৮ টন, যদিও ১৮৬৫ সালে আলুর চাষের জমি বেড়ে গিয়েছিল।

সারণী (গ) : **কর্ষিত জমির আয়তনে ও একর পিছু ফলনে বৃদ্ধি বা হ্রাস এবং ১৮৬৪ সালের মোট ফলনের সঙ্গে ১৮৬৫ সালের তুলনা**

উৎপন্ন দ্রব্য	কর্ষিত জমির একর		বৃদ্ধি বা হ্রাস ১৮৬৫		··একর পিছু ফলন			বৃদ্ধি বা হ্রাস ১৮৬৫		মোট ফলন			
	১৮৬৪	১৮৬৫				১৮৬৪	১৮৬৫			১৮৬৪	১৮৬৫	* বৃদ্ধি বা হ্রাস ১৮৬৫	
গম	২৭৬৪৮৩	২৬৬৯৮৯		৯৪৯৪	গম, হন্দর,	১৩'৩	৩'০		০'৩	৮৭৫৭৮২ কোয়ার্ট	৮২৬৭৮৩ কোয়ার্ট		৪৮৯৯৯
জই	১৮১৪৮৮৬	১৭৫৫২২৮		৬৯৬৫৮	জই ,,	১২'১	১২'৩	০'২		৭৮২৬৩৩২ ,,	৭৬৫৯৭২৭ ,,		১৬৬৬০৫
যব	১৭২৭০০	১৭৭১০২	৪৪০২		যব ,,	১৫ ৯	১৪'৯		১'০	৭৬১৯০৯ ,,	৭৩২০১৭ ,,		২৯৮৯২
বের	৮৮৯৪	১০০৯১	১১৯৭		বের ,,	১৬ ৪	১৪'৮		১'৬	১৫১৬০ ,,	১৩৯৮৯ ,,		১১৭১
রাই					রাই ,,	৮'৫	১০'৲	১ ৯		১২৬৮০ ,,	১৮৩৬৪ ,,	৭৬৮৪	
আলু	১০৩৯৭২৪	১০৬৬২৬০	২৬৫৩৬		আলু, টন ,,	৪ ১	৩'৬		০'৫	৪৩১২৩৮৮ টন	৩৮৬৫৯৯০ টন		৪৪৬৩৯৮
শালগম	৩৩৭৩৫৫	৩৩৪২১২		৩১৪৩	শালগম ,,	১০'৩	৯'৯		০'৪	৩৪৬৭৬৫৯ ,,	৩৩০১৬৮৩ ,,		১৬৫৯৭৬
ম্যাংগেল	১৪০৭৩	১৪৩৮৯	৩১৬		ম্যাংগেল	১০'৫	১৩'৩	২'৮		১৪৭২৮৪ ,,	১৯১৯৩৭ ,,	৪৪৬৫৩	
কপি	৩১৮২১	৩৩৬২২	১৮০১		কপি	৯'৩	১০'৪	১'১		২৯৭৩৭৫ ,,	৩৫০২৫২ ,,	৫২৮৭৭	
শন	৩০১৬৯৩	২৫১৪৩৩		৫০২৬০	শন (১৪পা)	৩৪'২	২৫'২		৯'০	৬৪৫০৬ (১৪পা)	৩৯৫৬১ (১৪পা)		
খড়	১৬০৯৫৬৯	১৬৭৮৪৯৩	৬৮৯২৪		খড় (টন)	১'৬	১'৮	০'২		২৬০৭১৫৩	৩০৬৮৭০৭ টন	৪৬১৫৫৪	২৪৯৪৫ *

* এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে "কৃষি-পরিসংখ্যান, আয়র্ল্যাণ্ড, সাধারণ-তথ্য-সার, ডাবলিন", ১৮৭৬ ইত্যাদি, এবং কৃষি-পরিসংখ্যান, আয়র্ল্যাণ্ড, থেকে। অনুমতি গড় উৎপন্নের সারণী, ডাবলিন, ১৮৬৬।" এই পরিসংখ্যান-সমূহ সরকারি এবং পার্লামেণ্টে বাৎসরিক উপস্থাপিত। [দ্বিতীয় সংস্করণে টীকা। ১৮৭২ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৭১ সালের তুলনায় কর্ষিত এলাকার ১৩৪,৯১৫ একর হ্রাস। কাঁচা সব্জির চাষ বৃদ্ধি; গমের জমি ১৬,০০০ একর, ওটের জমি ১৪,০০০, বার্লি ও রাইয়ের ৪০০০, আলুর ৬৬,৬৩২, শন ৩৪,৬৬৭, ঘাস, রেপসিড ইত্যাদির ৩০,০০০ একর হ্রাস। গত পাঁচ বছরে গমের জমির হ্রাস লক্ষ্য করা যায় নিম্ন লিখিত পর্যায়ক্রমে: ১৮৬৮, ২৮৫,০০০ একর; ১৮৬৯, ২৮০,০০০; ১৮৭০, ২৫৯,০০০; ১৮৭১, ২৪৪,০০০; ১৮৭২, ২২৮,০০০। ১৮৭২ সালে আমরা দেখি ঘোড়া বেড়ে গিয়েছে ২৬০০টি, শৃঙ্গী গবাদি পশু ৮০,০০০টি, ভেড়া ৬৮,৬০৯টি কিন্তু শুয়োর কমে গিয়েছে ২৩৬,০০০টি]

আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ও কৃষি-উৎপন্নের গতি-প্রকৃতির বিষয় থেকে এবারে আমরা মনোযোগ সরিয়ে নেব তার জমিদার, বৃহৎ কৃষক ও শিল্প-ধনিকদের টাকার থলির গতি-প্রকৃতির দিকে। এটা প্রতিফলিত হয় আয়-করের হ্রাস-বৃদ্ধিতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তালিকা (ঘ) (কৃষকদের মুনাফা বাদ দিয়ে অন্যান্যদের মুনাফার তালিকা)-র মধ্যে ধরা হয়েছে তথা-কথিত "বৃত্তিজীবী"-দেরও মুনাফা অর্থাৎ আইনজীবী, চিকিৎসক

সারণী (ঘ) : সংযুক্ত আয়সমূহের উপরে আয়-কর : পাউণ্ড স্টার্লিং-এর হিসাবে

	১৮৬০	১৮৬১	১৮৬২	১৮৬৩	১৮৬৪	১৮৬৫
তালিকা (ক) জমির খাজনা	১৩৮৯৩৮২৯	১৩০০৩৫৫৪	১৩৩৯৮৯৩৮	১৩৪৯৪০৯১	১৩৪৭০৭০০	১৩৮০১৬১৬
তালিকা (খ) জোত-মালিকের মুনাফা	২৭৬৫৩৮৭	২৭৭৩৬৪৪	২৯৩৭৮৯৯	২৯৩৮৯২৩	২৯৩০৮৭৪	২৯৪৬০৭২
তালিকা (ঘ) শিল্প ইত্যাদি গত মুনাফা	৪৮৯১৬৫২	৪৮৩৬২০৩	৪৮৫৮৮০০	৪৮৪৬৪৯৭	৪৫৪৬১৪৭	৪৮৫০১৯৯
(ক) থেকে (ঙ) পর্যন্ত তালিকা-সমূহের মোট	২২৯৬২৮৮৫	২২৯৯৮৩৯৪	২৩৫৯৭৫৭৪	২৩৬৫৮৬৩১	২৩২৩৬২৯৮	২৩৯৩০৩৪০*

* আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রত্যাগম কমিশনারের দশম রিপোর্ট, লণ্ডন, ১৮৬৬।

ইত্যাদিরও আয় ; এবং তালিকা (গ) ও (ঙ), যে-দুটির মধ্যে কোনো বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়নি, তাতে ধরা হয়েছে কর্মচারী, অফিসার,· সরকারী পদ-শোভী ('সাইনেকিউয়্যারিস্ট), সরকারি ঋণপত্র-অধিকারীদের।

(খ)-তালিকার অন্তর্ভুক্ত, ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত, আয়ের গড়-পড়তা বাৎসরিক বৃদ্ধি ঘটেছিল মাত্র ০·৯৩ ; অন্য দিকে ঐ একই সময়ে গ্রেট ব্রিটেনে ঘটেছিল ৪·৫৮। নিচের সারণীতে দেখানো হল ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালের মুনাফা-বণ্টন (কৃষকদের মুনাফা বাদ দিয়ে)।

সারণী (ঙ) : তালিকা (ঘ) : আয়র্ল্যাণ্ডে মুনাফা (£ ৬০-এর উপরে) থেকে আয়

	£ ১৮৬৪		£ ১৮৬৫	
মোট বার্ষিক আয়	৪৩৬৮৬১০	১৭৪৬৭ জনের মধ্যে বিভক্ত	৪৬৬৯৯৭৯	১৮০৮১ জনের মধ্যে বিভক্ত
বার্ষিক আয় £৬০-এর বেশি, £১০০-র কম	২৩৮৭২৬	৫০১৫	২২২৫৭৫	৪৭০৩
বার্ষিক মোট আয়	১৯৭৯০৬৬	১১৩২১	২০২৮৫৭১	১২১৮৪
মোট বার্ষিক আয়ের বাকি অংশ	২১৫০৮১৮	১১৩১	২৪১৮৮৩৩	১১৯৪
এই সমস্তের	১০৭৩৯০৬	১০১০	১০৯৭৯২৭	১০৪৪
	১০৬৬৯১২	১২১	১৩২০৯০৬	১৫০
	৪৩০৫৩৫	৯৫	৫৮৪৪৫৮	১২২
	৬৪৬৩৭৭	২৬	৭৩৬৪৪৮	২৮
	২৬২৬১০	৩	২৭৪৫২৮	৩*

---

* এই সারণীতে (ঘ) তালিকার অধীনে মোট বাৎসরিক আয় পূর্ববর্তী সারণীগুলির উক্ত তালিকার অধীনস্থ মোট বাৎসরিক আয় থেকে ভিন্ন, তার কারণ আইন-অনুমোদিত কয়েকটি বাদ।

ইংল্যাণ্ড হল একটি পূর্ণ-বিকশিত ধনতান্ত্রিক দেশ এবং প্রধানতঃ শিল্পায়ত; আয়র্ল্যাণ্ডের মত যদি সেখানে জনসংখ্যার এমন নিষ্কাশন ঘটত, তা হলে ইংল্যাণ্ডে রক্তমোক্ষণে সাদা হয়ে যেত। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ড এখন হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের একটা কৃষি-অঞ্চল মাত্র, যে-দেশটিকে সে যোগায় শস্য, পশম, গবাদি পশু এবং শিল্প ও সামরিক 'রংরুট', সেই দেশটি থেকে একটি প্রশস্ত প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

আয়র্ল্যাণ্ডের এই জনসংখ্যা-হ্রাসের দরুন তার বেশির ভাগ জমি চাষের বাইরে চলে গেল এবং তার জমির উৎপন্ন দারুণ ভাবে কমে গেল[১], এবং গবাদি পশু প্রজননের জন্য বৃহত্তর এলাকা নিয়োজিত করা সত্ত্বেও কয়েকটি শাখায় ঘটল চরম অবনতি আর বাকি কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটলেও তা এত সামান্য যে অনুল্লেখ্য এবং বারংবার পশ্চাৎ-গতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত। যাই হোক, জনসংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, খাজনা ও কৃষকের মুনাফা বৃদ্ধি পেল, যদিও দ্বিতীয়টি প্রথমটির মত অমন অবিচল গতিতে বৃদ্ধি পেল না। এর কারণ সহজেই বোধগম্য। এক দিকে ছোট ছোট জোতগুলি বড় বড় পরিণত হওয়ায় এবং আবাদি জমি চারণ-জমিতে পরিবর্তিত হওয়ায়, সমগ্র উৎপন্ন ফসলের একটা বৃহৎ অংশ উদ্বৃত্ত উৎপন্নে রূপান্তরিত হল। উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বৃদ্ধি পেল, যদিও যে-মোট উৎপন্নের তা একটি ভগ্নাংশ মাত্র, তা হ্রাস পেল। অন্য দিকে, গত ২০ বছরে, বিশেষ করে, গত ১০ বছরে ইংল্যাণ্ডের বাজারে মাংস, পশম ইত্যাদির দাম বেড়ে যাবার ফলে, এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের পরিমাণ যত তাড়াতাড়ি বেড়েছিল, তার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি বেড়েছিল তার আর্থিক মূল্য।

উৎপাদনের বিক্ষিপ্ত উপায়গুলি, যেগুলি অপরের শ্রম আত্মীকৃত করে তাদের নিজেদের মূল্যের সম্প্রসারণ না ঘটিয়ে, নিজেরাই উৎপাদনকারীদের কাজ করে কর্ম-সংস্থান ও জীবন-ধারণের উপায় হিসাবে, সেগুলি, স্বয়ং উৎপাদনকারীর নিজের দ্বারা পরিভুক্ত উৎপন্ন দ্রব্য যতটা মাত্রায় পণ্য, তার চেয়ে বেশি মাত্রায় মূলধন নয়। যদি জনসমষ্টির সঙ্গে কৃষিতে নিয়োজিত উৎপাদন-উপায়সমূহের পরিমাণ হ্রাস পেত তা হলে কৃষিতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত, কেননা উৎপাদন-উপায়সমূহের একটা অংশ, যা আগে ছিল বিকেন্দ্রীভূত, তা হত সংকেন্দ্রীভূত এবং রূপান্তরিত হত মূলধনে।

কৃষির বাইরে, শিল্পে ও ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত, আয়র্ল্যাণ্ডের মোট মূলধন গত দুই দশক ধরে সঞ্চয়ীকৃত হয়—এবং সঞ্চয়ীকৃত হয় বিপুল ও বারংবার ওঠা-নামার মাধ্যমে; সেই সঙ্গে আরো দ্রুত গতিতে তার আলাদা আলাদা সংগঠনী উৎপাদন-গুলির সংকেন্দ্রীভবনও বিকাশ লাভ করে। এবং তার অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ক্ষীয়মান জনসংখ্যার অনুপাতে তা বৃহৎ।

---

১. যদি ফসলও একর-প্রতি হ্রাস পায়, তা হলে ভুলে গেলে চলবে না যে দেড় শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ডের মৃত্তিকার নিঃশেষিত উপাদানগুলি প্রতিস্থাপন করার মত উপায়াদি তার কৃষকদের না দিয়ে, পরোক্ষ ভাবে সেই দেশের মৃত্তিকা রপ্তানি করেছে।

তা হলে এখানে আমাদের চোখের সামনে এবং বৃহৎ আয়তনে উদ্ঘাটিত হয় এমন একটি প্রক্রিয়া, যার তুলনায় চমৎকার আর কোনো কিছু নিষ্ঠাবান অর্থতত্ত্ব তার এই আপ্তবাক্যটির সমর্থনে খুঁজে পাবে না: দুর্দশার উদ্ভব হয় অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা থেকে এবং ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা-হ্রাসের দ্বারা। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের যে প্লেগ সম্পর্কে ম্যাল্‌থাসপন্থীরা এত পঞ্চমুখ, তার চেয়ে এটা একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। আরো দ্রষ্টব্য: যদি কোন ইস্কুল-মাস্টারের সরলতা, উনিশ শতকের উৎপাদন ও জনসংখ্যার পরিস্থিতিতে, চতুর্দশ শতকের মানটিকে প্রয়োগ করতে পারত, তাহলে সেই সরলতা, তদুপরি, এই ঘটনাটিকে উপেক্ষা করত যে, সেই প্লেগ তার অনুষঙ্গী গণ-মড়কের ফলে ঘটেছিল 'চ্যানেল'-এর এপারে, ইংল্যাণ্ডে কৃষি-জনসংখ্যার ভোটাধিকার ও সমৃদ্ধি লাভ, এবং ওপারে, ফ্রান্সে আরো বেশি দাসত্ব, আরো বেশি দুর্দশা।[১]

১৮৪৬-এর আইরিশ দুর্ভিক্ষ ১০,০০,০০০ মানুষের প্রাণ হরণ করেছিল, কিন্তু প্রাণ হারিয়েছিল কেবল গরিব পাপাত্মারাই। দেশের সম্পদকে তা এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। পরবর্তী ২০ বছরের গণ-নিষ্ক্রমণ যা আজও ক্রম-বর্ধিত হারে অব্যাহত ভাবে চলছে, তা মানুষের সংখ্যা হ্রাস ঘটলেও সেই সঙ্গে তাদের উৎপাদনের উপায়-উপকরণের সংখ্যা হ্রাস ঘটায়নি, যেমন ঘটিয়েছিল 'ত্রিংশ বর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধ'। দুর্দশার স্থান থেকে একটি দরিদ্র জাতিকে হাজার হাজার মাইল দূরে উধাও করে দেবার সম্পূর্ণ নোতুন এক পন্থা আবিষ্কার করল আইরিশ প্রতিভা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত এই লোকগুলি প্রতি বছর তাদের বাড়িতে টাকা পাঠাত, যাদের তারা ফেলে গিয়েছিল, তাদের যাবার খরচ হিসাবে। এক বছর যে-দল যেত, পরের বছর সেই দল আরেকটি দলের যাবার ব্যবস্থা করে দিত। এইভাবে গণ-নিষ্ক্রমণ আয়র্ল্যাণ্ডের পক্ষে কোনো ব্যয়ের কারণ তো হলই না, বরং তা হয়ে উঠল তার একটি সবচেয়ে লাভজনক রপ্তানি-বাণিজ্য। সর্বশেষে, এটা এমন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা কেবল জনসংখ্যায় একটা সাময়িক শূন্যস্থানই সৃষ্টি করেনা, অধিকন্তু প্রতি বৎসর, সেই স্থান-পূরণে যত মানুষের জন্ম হয়, তা থেকে অধিকতর সংখ্যক মানুষকে তা নিষ্ক্রান্ত করে দেয়; ফলে, বছরের পর বছর জনসংখ্যার অনাপেক্ষিক মান হ্রাস পায়।[২]

---

১. যেহেতু আয়র্ল্যাণ্ডকে গণ্য করা হয় "জনসংখ্যা-নীতির" প্রতিশ্রুত দেশ বলে, টমাস স্যাডলরে তাঁর জনসংখ্যা সম্পর্কিত বইখানা প্রকাশিত হবার আগে প্রকাশ করেন তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ, "আয়র্ল্যাণ্ড, তার সমস্যা এবং প্রতিকার।" ২য় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮২৯। এখানে তিনি এক-একটি প্রদেশের এবং প্রত্যেকটি প্রদেশের এক-একটি কাউন্টির পরিসংখ্যান তুলনা করে, প্রমাণ করে দেন যে, সেখানে, ম্যালথাস যা বলেন, তা নয়; দুর্দশা জনসংখ্যার অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না, বরং বৃদ্ধি পায় তার বিপরীত হারে।

২. ১৮৫১ থেকে ১৮৭৪-এর মধ্যে মোট প্রবাসগামীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,২৫,৯২২ জন।

যারা পিছনে পড়ে রইল এবং উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা থেকে মুক্তি পেল, আয়র্ল্যাণ্ডের সেই সব শ্রমিকদের অবস্থা কি হল ? অবস্থা হল এই যে, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা ১৮৪৬ সালেও যা ছিল, এখনো তাই রয়ে গেল ; মজুরি তেমন নিচুই থেকে গেল ; শ্রমিকদের উপরে অত্যাচার বেড়ে গেল ; দুঃখ-দুর্দশা দেশকে নোতুন এক সংকটের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। ঘটনাগুলি খুবই সরল। কৃষিতে বিপ্লব দেশত্যাগের সঙ্গে সমান তালে চলেছে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা অনাপেক্ষিক জনসংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে কেবল সম-তালেই চলেনি, তার তুলনায় এগিয়ে গিয়েছে। 'গ' সারণীটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় আবাদি জমি থেকে চারণ-জমিতে পরিবর্তন ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আয়র্ল্যাণ্ডে অবশ্যই আরো তীক্ষ্ণভাবে কাজ করবে। ইংল্যাণ্ডে গবাদি পশু-প্রজননের সঙ্গে সব্জি শস্যের চাষও বৃদ্ধি পায় ; আয়র্ল্যাণ্ডে তা হ্রাস পায়। যখন, আগে যেগুলি চাষ হত এমন অনেক অনেক একর জমি এখন হয় পতিত পড়ে আছে বা স্থায়ীভাবে ঘাস-জমিতে পরিবর্তিত হয়েছে, তখন আগে যা কখনো কাজে লাগানো হয়নি, এমন অনেক পতিত জমি ও শুকনো বিল এখন কাজে লাগানও হল গো-পালনের জন্য। ছোট ও মাঝারি কৃষকেরা—যাদের মধ্যে আমি ধরছি তাদের যারা ১০০ একরের বেশি চাষ করেনা—এখনো গঠন করে মোট সংখ্যার $\frac{৮}{১০}$ ভাগ।[১] একের পর এক এবং এমন এক বলের প্রকোপে যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি, তারা ধ্বংস হতে থাকে মূলধনের পরিচালনাধীন কৃষিকর্মের প্রতিযোগিতায় ; আর এইভাবে তারা নিরন্তর যুগিয়ে চলে মজুরি শ্রমিকদের শ্রেণীতে নোতুন নোতুন 'রংরুট'। আয়র্ল্যাণ্ডের একমাত্র বৃহৎ শিল্প হল শন-কাপড়ের ('লিনেন') শিল্প ; কিন্তু তাতে বয়স্ক পুরুষ লাগে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যায় এবং, ১৮৬১—১৮৬৬-তে তুলোর দাম বেড়ে যাবার দরুন তা এই শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটা সত্বেও, যত লোককে নিযুক্ত করে তা ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যার একটি নগণ্য অংশ। অন্যান্য বৃহৎ আধুনিক শিল্পের মত, তা অবিরাম ওঠা-নামার মাধ্যমে, নিরন্তর সৃষ্টি করে তার নিজের পরিধির মধ্যে একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জন-সংখ্যা—এমনকি তার দ্বারা কর্ম-নিযুক্ত জনসমষ্টির অনাপেক্ষিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তি সত্ত্বেও। কৃষি-জনসংখ্যার এই দুঃখ-দুর্দশাই রচনা করে বিরাট বিরাট শার্ট-ফ্যাক্টরির বনিয়াদ, যেগুলির শ্রমিক-বাহিনী বাহিনী ছড়িয়ে থাকে গোটা দেশ জুড়ে। এখানে আমরা আবার মুখোমুখি হই উপরে বর্ণিত ঘরোয়া শিল্পের সঙ্গে, যা তার মাত্রাল্প মজুরি আর মাত্রাধিক কাজের ব্যবস্থার মধ্যে পেয়ে যাই তার সংরক্ষিত কর্মী-বাহিনী সৃজনের প্রয়োজনীয় উপায়। সর্বশেষে, যদি জনসংখ্যার এই হ্রাস একটি পূর্ণ-বিকশিত ধনতান্ত্রিক দেশে যে-ধ্বংসাত্মক পরিণতি ঘটাত, এখানে তা ঘটায় না, তা স্বদেশের বাজারে নিরন্তর প্রতিক্রিয়া না ঘটিয়ে পারে না। দেশত্যাগের ফলে এখানে যে শূন্যতার সৃষ্টি

১. মার্ফির 'আয়র্ল্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল', ১৮৭০, অনুযায়ী ৯৪.৬ ভাগ জোত ১০০ একর পর্যন্ত পৌছায় না, ৫.৪ ভাগ ১০০ একর ছাড়িয়ে যায়।

হয়, তা কেবল শ্রমের জন্য স্থানীয় চাহিদাকেই সীমাবদ্ধ করেনা, তা ছোট ছোট দোকানদার, কারিগর, সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ীদের আয়ও সীমাবদ্ধ করে। এই কারণেই 'ঙ' সারণীতে ৬০ পাউণ্ড এবং ১০০ পাউণ্ডের মধ্যবর্তী আয়ের এই হ্রাস-প্রাপ্তি।

আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় আইরিশ 'গরিব আইন' পরিদর্শকদের প্রতিবেদনে (১৮৭০)।[১] যে সরকারকে টিকিয়ে রাখা হয় কেবল সঙ্গীন ও, কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রকাশ্য, অবরোধ-আরোপের সাহায্যে, সেই সরকারের কর্মচারীদের স্বভাবতই তাদের ভাষা সম্পর্কে যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে, যা করতে তাদের ইংল্যাণ্ডের সহকর্মীরা ঘৃণা বোধ করতেন। অবশ্য, তা সত্ত্বেও তাঁরা তাদের সরকারকে মোহের মায়ায় মুগ্ধ থাকতে দেননি। তাঁদের মতে, মজুরির হার, যদিও এখনো খুবই কম, তা হলেও তা গত ২০ বছরে শতকরা ৫০—৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এখন তা গড়ে দাঁড়িয়েছে সপ্তাহে ৬ শিলিং থেকে ৯ শিলিং। কিন্তু এই আপাত বৃদ্ধির নেপথ্যে লুকিয়ে আছে আসল হ্রাস, কেননা ইতিমধ্যে জীবন-ধারণের দ্রব্যসামগ্রীর যে-দাম বৃদ্ধি হয়েছে মজুরি বৃদ্ধি তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেনি। প্রমাণ হিসাবে একটি আইরিশ দুঃস্থ-নিবাসের সরকারি হিসাব থেকে একটি অনুচ্ছেদ নিচের সারণীতে উদ্ধৃত করা হল :

মাথা-পিছু সাপ্তাহিক গড় ব্যয়

বর্ষ-শেষ	খাদ্য ইত্যাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি	পোশাক-পরিচ্ছেদ	মোট
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯	১ শি ৩¼ পে	৩ পে	১ শি ৬¼ পে
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯	২ শি ৭¼ পে	৬ পে	৩ শি ১¼ পে

১. 'রিপোর্টস ফ্রম দি পুয়োর ল ইনস্পেক্টরস অন দি ওয়েজেস অব এগ্রিকালচারাল লেবারার্স ইন ডাবলিন'; আরো দেখুন 'এগ্রিকালচারাল লেবারার্স (আয়র্ল্যাণ্ড), রিটার্ণ,' ইত্যাদি, ৮ মার্চ, ১৮৬১, লণ্ডন, ১৮৬২।

দেখা যাচ্ছে, জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের দাম ২০ বছর আগে যা ছিল, তার চেয়ে পুরোপুরি দুগুণ, এবং পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সঠিক দ্বিগুণ।

এমনকি এই অনুপাত-বৈষম্য ছাড়া, সোনার অঙ্কে প্রকাশিত মজুরি-হারের তুলনা থেকে এমন একটা ফল পাওয়া যাবে যা সঠিক থেকে অনেক দূর। দুর্ভিক্ষের আগে মজুরির বেশির ভাগটাই দেওয়া হত জিনিষ-পত্রে কেবল একটা সামান্য অংশ দেওয়া হত অর্থে; আজকাল অর্থের আকারে মজুরি দেওয়াটাই রেওয়াজ। এ থেকে যা আসে তা এই যে আসল মজুরির পরিমাণ যাই হোক, তার অর্থের হার অবশ্যই উচ্চতর হতে হবে। "দুর্ভিক্ষের আগে শ্রমিক ভোগ করত তার কামরা···এক রুড, আধ-একর বা এক একর জমি এবং এক ফলন আলুর······সুবিধা সমেত। সে তাতে শুয়োর-মুর্গী পালন করতে পারত······এখন তাদের কিনতে হয় রুটি; থাকেনা এমন কোনো আবর্জনা যা থেকে চলতে পারে শুয়োর মুর্গীর খোরাক; সুতরাং তারা এখন পায়না শুয়োর, মুর্গী বা ডিমের কোনো সুবিধা।"[১] বাস্তবিক পক্ষে, আগে, কৃষি-শ্রমিকেরা ছিল ছোট কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কৃষক এবং গঠন করত তারা যে-মাঝারি ও ছোট খামারগুলিতে কাজ করত, সেগুলিরই শেষের সারি। কেবল ১৮৪৬-এর মহাবিপর্যয়ের পরেই তারা পরিণত হতে লাগল নিছক মজুরি-শ্রমিকের একটি শ্রেণীতে—এমন একটি বিশেষ শ্রেণীতে যা তাদের মজুরি-মনিবদের সঙ্গে কেবল আর্থিক সম্পর্কেই সম্পর্কিত।

আমরা জানি, ১৮৪৬ সালে তাদের বাসস্থানের কি অবস্থা ছিল। তারপর থেকে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। কৃষি-শ্রমিকদের একটা অংশ—যে-অংশটা অবশ্য দিন-দিনই কমে যাচ্ছে—এখনো বাস করে কৃষকদের খামারে ভিড়ে-ঠাসা কুঁড়েগুলিতে, যার জঘন্যতা ইংল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিকদের এই ধরনের কুঁড়েগুলির জঘন্যতাকে অনেক ছাপিয়ে যায়। এবং এই মন্তব্য আলস্টারের কয়েকটা অংশ বাদে সর্বত্রই প্রযোজ্য: দক্ষিণে কর্ক, লিমারিক, কিলকেন্নি ইত্যাদি কাউন্টিগুলিতে; পূর্বে উইক্‌লো, ওয়েক্স-ফোর্ড ইত্যাদিতে; আয়র্ল্যাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে, রাজ-রানীর কাউন্টি, ডাবলিন ইত্যাদিতে, পশ্চিমে স্লিগো, রসকমন, মেয়ো, গ্যালোয়ে ইত্যাদিতে। জনৈক পরিদর্শক সোচ্চারে বলেন, "কৃষি-শ্রমিকদের কুঁড়েগুলি এই দেশের খ্রীষ্টধর্ম ও সভ্যতার পক্ষে কলংক-স্বরূপ।"[২] শ্রমিকদের এই কোটরগুলির আকর্ষণ বাড়াবার জন্য স্মরণাতীত কাল থেকে সেগুলির সঙ্গে সংলগ্ন ভূমিখণ্ডগুলিকে ধারাবাহিক ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। "জমিদার ও তার দালালদের এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞার অধীনে তারা রয়েছে—নিছক এই বোধ···শ্রমিকদের মনে সেই লোকগুলির প্রতি বৈরিতা ও বিক্ষোভের জন্ম দেয়,

---

১. ঐ, পৃঃ ২৯।
২. ঐ, পৃঃ ১২।

যারা তাদের এই ভাবে নিজেদেরকে ভাবতে বাধ্য করেছে যে তারা একটা নিষিদ্ধ জাতি।"[১]

কৃষি-বিপ্লবের প্রথম কাজ হল শ্রমের ক্ষেত্রে অবস্থিত কুঁড়েগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটা করা হয়েছিল বৃহত্তম আয়তনে এবং করা হয়েছিল যেন উপরের কারো নির্দেশের প্রতি আনুগত্য অনুসারে। এই ভাবে অনেক শ্রমিক বাধ্য হয়েছিল গ্রামে ও শহরে আশ্রয়ের সন্ধান করতে। সেখানে তারা আবর্জনার মত নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ছাদের উপরে চিলে-কোঠায়, মাটির তলায় কোটরে, খুপরিতে আনাচে-কানাচে, সবচেয়ে নোংরা ঘিঞ্জি এলাকায়। আইরিশদের বিরুদ্ধে জাতিগত সংস্কারে আচ্ছন্ন যে ইংরেজ, তাদেরও সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে হাজার হাজার আইরিশ পরিবার—ঘর-সংসারের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের জন্য, আনন্দোচ্ছলতা ও পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধতার জন্য যারা সুখ্যাত—হঠাৎ তারা নিজেদের দেখতে পেল আপন পরিবেশ থেকে উৎপাটিত এবং পাপের পঙ্কে নিক্ষিপ্ত অবস্থায়। মানুষগুলি বাধ্য হল নিকটবর্তী কৃষকদের কাছে কাজের খোঁজ করত; তাদের ভাড়া হত কেবল এক দিনের ভিত্তিতে এবং স্বভাবতই, অত্যন্ত অনিশ্চিত মজুরিতে। সুতরাং, "কাজের জন্য যেতে আসতে অনেক সময়ে তাদের হাঁটতে হত অনেক দূর, প্রায়ই ভিজে যেত, সহ্য করতে দারুণ দুর্ভোগ—অনেক সময়েই যা শেষ হত অসুখে, ব্যাধিতে ও অভাবে।"[২]

"পল্লী-অঞ্চলে যে জনসংখ্যা উদ্বৃত্ত বলে পরিগণিত হত, বছরের পর বছর সেই জনসংখ্যা শহরকে গ্রহণ করতে হত;"[৩] এবং তার পরেও মানুষ সবিস্ময়ে দেখত যে, "তখনো শহর ও পল্লীগ্রামে উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে গিয়েছে অথচ একই সময়ে কতগুলি পল্লী-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে হয় শ্রমের স্বল্পতা বা স্বল্পতার আশংকা।"[৪] সত্য ঘটনা এই যে, এই স্বল্পতা প্রকট হয়ে উঠত "ফসল কাটার মরশুমে, বসন্ত কালে, কিংবা এমন এমন সময়ে, যখন কৃষিকর্মে তৎপরতা বৃদ্ধি পায়; বছরের বাকি সময়ে অনেক হাতই বেকার থাকে;"[৫] "প্রধান ফসল যে- আলু, অক্টোবর মাসে তা খুঁড়ে তোলার কাজ শেষ হয়ে যায় এবং তখন থেকে পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত—তাদের কোনো রুজি-রোজগার থাকে না;[৬] আর তা ছাড়া, যখন কাজের সাড়া পড়ে যায়, তখনো তাদের অনেক ভাঙা-রোজ ও আরো হরেক রকম ব্যাঘাত ও বিরতির দুর্ভোগ পোহাতে হয়।"[৭]

---

১. ঐ, পৃঃ ১২।
২. ঐ, পৃঃ ২৫।
৩. ঐ, পৃঃ ২৭।
৪. ঐ, পৃঃ ২৫।
৫. ঐ, পৃঃ ১।
৬. ঐ, পৃঃ ৩১, ৩২।
৭. ঐ, পৃঃ ২৫।

কৃষি-বিপ্লবের এই ফলাফল, যথা, চাষের জমিতে চারণ-জমি পরিবর্তন, মেশিনারির প্রচলন, শ্রমের ব্যবহারে কঠোরতম ব্যয়-সংকোচন ইত্যাদি আদর্শ জমিদারদের কাজে আরো বেগ ও ব্যাপ্তি লাভ করে, যারা তাদের খাজনা অন্য দেশে ব্যয় করার বদলে নিজেদের খাস-মহলে ব্যয় করতে খুশি হন। যোগান ও চাহিদার নিয়মটি যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেই জন্য এই ভদ্রলোকেরা সংগ্রহ করে তাদের "শ্রমের যোগান··· ··· প্রধানতঃ তাদের ছোট প্রজাদের মধ্য থেকে, যারা জমিদারদের দরকার-মত বাধ্য হয় তাদের কাজ করে দিতে—সাধারণ শ্রমিকদের যে-মজুরি দেওয়া হয়, তার চেয়ে অনেক কম মজুরিতে এবং বীজ-বোনা ও ফসল-তোলার মত জরুরি সময়ে নিজেদের কাজের ক্ষতি করেও জমিদারদের কাজ করে দিতে।[1]

কর্ম-সংস্থানের এই অনিশ্চয়তা, শ্রমের বাজার বারংবার ও দীর্ঘস্থায়ী এই জনবাহুল্য, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার এই সমস্ত উপসর্গ 'গরিব আইন প্রশাসন'-এর প্রতিবেদন-গুলিতে প্রকাশিত হয় কৃষি-সর্বহারা। 'প্রোলেটারিয়েট' [1] শ্রেণীর নানা রকমের দুর্ভোগ হিসাবে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ইংল্যাণ্ডের কৃষি-সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষেত্রেও আমরা একই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু পার্থক্য এই যে, যেখানে শিল্প-প্রধান দেশ ইংল্যাণ্ডে তার সংরক্ষিত শিল্পকর্মী-বাহিনী সংগৃহীত হয় তার গ্রামাঞ্চল থেকে—সেখানে কৃষি-প্রধান দেশ আয়র্ল্যাণ্ডে সংরক্ষিত কৃষি-কর্মী বাহিনী সংগৃহীত হয় শহরাঞ্চল থেকে—বহিষ্কৃত কৃষি-শ্রমিকেরা যেখানে আশ্রয় নেয়। প্রথম ক্ষেত্রে কৃষির সংখ্যাতিরিক্ত অংশ রূপান্তরিত হয় কারখানা-শ্রমিকে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে, যাদের জোর করে শহরে ঠেলে দেওয়া হয়, তারা শহরের মজুরির উপরে চাপ সৃষ্টি করলেও, কৃষি-শ্রমিকই থেকে যায় এবং সব সময়েই কাজের সন্ধানে গ্রামে ফিরে যায়।

সরকারি প্রশিক্ষকেরা কৃষি-শ্রমিকের বৈষয়িক অবস্থা সংক্ষেপে এই ভাবে বিবৃত করেছেন : "যদিও সে বাস করে কঠোরতম মিতব্যয়িতার সঙ্গে, তবু তার মজুরি একটি সাধারণ পরিবারের খাদ্য-যোগাবার পক্ষে এবং বাড়ি-ভাড়া দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয় না, এবং তার নিজের, তার স্ত্রী ও সন্তানদের জামা-কাপড়ের জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় আয়ের অন্যান্য উৎসের উপরে।·· এই কুঠরিগুলির আবহাওয়া এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য যেসব অভাব-অনটন তাদের সহ্য করতে হয় তা এই শ্রেণীটিকে একটা ঘুষঘুষে জ্বর ও ফুসফুস-সংক্রান্ত ক্ষয়রোগের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রবণ করে তোলে।"[2] এর পরে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে, যে-কথা সমস্ত পরিদর্শকই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এই শ্রেণীর মধ্যে একটা বিষণ্ণ অসন্তোষের ধারা সব সময়েই প্রবাহিত হয়, তারা অতীত দিনে ফিরে আসার জন্য আকুলতা বোধ করে, বর্তমান

---

১. ঐ, পৃঃ ৩০।

২. ঐ, পৃঃ ২১, ১৩।

কালকে ঘৃণা করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা পোষণ করে, "আন্দোলনকারীদের দুষ্ট প্রভাবের কাছে" আত্মসমর্পণ করে এবং একটি মাত্র নির্দিষ্ট কামনা মনে মনে লালন করে—তা হল আমেরিকায় চলে যাওয়া। এই হল সেই কোকেইন-ল্যাণ্ড (অলস-বিলাসের কল্প-দেশ)—জনসংখ্যা হ্রাসের ম্যালথুসীয় সর্বরোগহর ব্যবস্থাপত্র সবুজ এরিনকে (আয়র্ল্যাণ্ডকে) যে-দেশে রূপান্তরিত করেছে।

আয়র্ল্যাণ্ডের কারখানা-কর্মীরা কী সুখী জীবন ভোগ করে, একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা প্রকাশ পেয়ে যাবে: ইংল্যাণ্ডের কারখানা-পরিদর্শক রবার্ট বেকার বলেন, "তাঁর শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য একজন আইরিশ দক্ষ শ্রমিক কত চেষ্টা করেছিল, তার এই সাক্ষাৎটি সম্প্রতি উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে সফর কালে আমার গোচরে আসে এবং আমি মুখ থেকে এই সাক্ষ্য যেমন শুনেছি, ঠিক তেমনটিই লিপিবদ্ধ করছি: সে ছিল একজন দক্ষ কারখানা-শ্রমিক—এই কথাটার মানে তখন বোঝা যাবে, যখন আমি বলি যে সে নিযুক্ত ছিল ম্যাঞ্চেস্টার-বাজারের জন্য মাল-ফিনিশের কাজে। 'জনসন —আমি একজন 'বিটলার' ('বিট্‌ল' মেশিনের কর্মী, কাপড় পরিপাটি ও চকচকে করা যে-মেশিনের কাজ); সোমবার থেকে শুক্রবার আমি প্রতিদিন কাজ করি সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। শনিবার আমি ছাড়া পাই সন্ধ্যা ৬টায়, এবং তার পরে তিন ঘণ্টা পাই ভোজন ও বিশ্রামের জন্য। আমার সবসুদ্ধ পাঁচটি সন্তান আছে। এই কাজের জন্য আমি সাপ্তাহিক ১০ শি ৬ পে পাই; আমার স্ত্রীও এখানে কাজ করে, সে পায় সাপ্তাহিক ৫ শি। সবচেয়ে বড় মেয়েটি, বয়স ১২ বছর, সংসারের কাজকর্ম করে। সেই আমাদের রাঁধুনি ও চাকরানি—সবই। সে ছোটদের ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি করে দেয়। একটি মেয়ে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যায়, সে আমাকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় জাগিয়ে দেয়। আমার স্ত্রীও উঠে পড়ে এবং আমার সঙ্গে চলে। কাজে আসবার আগে আমরা কোনো খাবার খেতে পাইনা। ঐ ১২ বছরের শিশুটি সারাদিন বাকি শিশুদের যত্ন-আত্তি করে, এবং বেলা আটটায় প্রাতরাশের আগে পর্যন্ত আমাদের কিছুই জোটেনা। আটটার সময়ে আমরা বাড়ি যাই। সপ্তাহে একদিন আমরা চা পাই, অন্যান্য সময়ে আমরা পাই 'পরিজ'—কখনো জইয়ের, কখনো ভারতীয় চাল-ডালের, যখন যেমন মেলে। শীতকালে ভারতীয় খাবারের সঙ্গে একটু চিনি ও জল পাই। গরম কালে পাই কিছু আলু যা এক টুকরো জমিতে আমরাই ফলাই; এবং যখন তা ফুরিয়ে যায় আবার ফিরে যাই পরিজে। কখনো-সখনো আমাদের একটু দুধও জুটে যায়। এই ভাবেই কাটে আমাদের প্রতি দিন, রবিবারই হোক আর কাজের দিনই হোক—সারা বছর একই ভাবে। রাতে কাজ শেষ করার পরে আমি ক্লান্ত বোধ করি। কখনো-সখনো আমাদের এক টুকরো মাংসও মিলে যায়—তবে খুবই কালেভদ্রে। আমাদের শিশুদের মধ্যে তিনটি ইস্কুলে যায়, তাদের জন্য আমাদের

১. "রিপোর্টস অব ইন্সপেক্টরস অব ফ্যাক্টরিজ, ৩১ অক্টোবর, ১৮৬৬," পৃঃ ৯৬।

মাথাপিছু দিতে হয় প্রতি সপ্তাহে ১ পেন্স করে। আমাদের বাড়ি ভাড়া সপ্তাহে ৯ পেন্স। জ্বালানীর জন্য আমাদের দু-সপ্তাহে ব্যয় হয় অন্তত: ১ শি ৬ পে।"[১] এই হল আইরিশ মজুরি' এই হল আইরিশ জীবন !

বস্তুতঃ পক্ষে আয়র্ল্যাণ্ডের দুঃখ-দুর্দশা ইংল্যাণ্ডে আবার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৮৬৬-র শেষে ও ১৮৬৭-র শুরুতে আয়র্ল্যাণ্ডের জনৈক বৃহৎ জমিদার লর্ড-ডাফরিন 'টাইমস' পত্রিকায় এই সমস্যার সমাধানে তাঁর প্রস্তাব প্রকাশ করেছিলেন। "Wie menschlich von solch grossem Herrn !"

(ঙ) সারণীতে আমরা দেখেছিলাম যে, ১৮৬৪ সালে £ ৪,৩৬৮,৬১০ মোট মুনাফার মধ্যে তিন জন মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্য পকেটস্থ করেছিল মাত্র £ ২৬২,৮১৯ পাউণ্ড, কিন্তু ১৮৬৫ সালে £৪৬৬,৯৭৯ মোট মুনাফার মধ্যে "ভোগ-সংবরণ"-এর ঐ তিন পয়গম্বরই পকেটস্থ করেছিল ২৭৪,৫২৮ পাউণ্ড ; ১৮৬৪ সালে ২৬ জন উদ্বৃত্ত-মূল্য মালিক পৌছেছিলে ৬৪৬,৩৭৭ পাউণ্ডে ; ১৮৬৫ সালে ২৮ জন উদ্বৃত্ত-মূল্য মালিক ৭,৩৬,৪৪৮ পাউণ্ডে ; ১৮৬৪ সালে ১২১ জন, ১০,৭৬,৯১২ পাউণ্ডে ; ১৮৬৫ সালে ১৫০ জন উদ্বৃত্ত-মূল্য মালিক ১৩,২০,৯০৬ পাউণ্ডে ; ১৮৬৪ সালে ১,১৩১ জন উদ্বৃত্ত-মূল্য মালিক ২,১৫০,৮১৮ পাউণ্ডে, মোট বাৎসরিক মুনাফার প্রায় অর্ধেকে ; ১৮৬৫ সালে ১,১৯৪ জন উদ্বৃত্ত-মূল্য মালিক, ২,৪১৮,৮৩৩ পাউণ্ডে, মোট বাৎসরিক মুনাফার অর্ধেকেরও উপরে। কিন্তু বাৎসরিক জাতীয় খাজনার এমন সিংহ-ভাগ ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের এত অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্পসংখ্যক সুবৃহৎ জমিদার গ্রাস করে যে ইংল্যাণ্ড রাষ্ট্রের প্রজ্ঞাবান কর্তৃপক্ষ মুনাফা বণ্টনের পরিসংখ্যান প্রকাশ করলেও খাজনা-বণ্টন সম্পর্কে অনুরূপ পরিসংখ্যান প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেননি। লর্ড ডাফরিন ঐ সুবৃহৎ জমিদারদের মধ্যে একজন। খাজনা ও মুনাফা যে কখনো "অত্যধিক" হতে পারে কিংবা খাজনা ও মুনাফার প্রাচুর্য যে কোনো রকমে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, এমন একটা ধারণা যেমন "দুষ্ট" তেমন "ভ্রান্ত"। তিনি তথ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান। তথ্য এই যে যখন আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হ্রাস পায়, তখন আয়র্ল্যাণ্ডের খাজনা বৃদ্ধি পায় ; জনসংখ্যা-হ্রাস জমিদারকে উপকার করে, অতএব, জমিরও উপকার করে এবং স্বভাবতই, যারা জমির অনুষঙ্গমাত্র সেই মানুষদেরও উপকার করে। সুতরাং তিনি ঘোষণা করেন, আয়র্ল্যাণ্ড এখনো অতিরিক্ত জনাকীর্ণ এবং দেশান্তর-যাত্রার প্রবাহ এখনো মন্থর। সর্বাঙ্গীণ সুখী হতে হলে, আয়র্ল্যাণ্ডকে অবশ্যই শ্রমজীবী জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন যে, এই প্রভুটি, উপরন্তু যিনি আবার কবিও, সাংগ্রাতো-র অনুসারী কোন ডাক্তার, যিনি যখনি দেখতেন রোগীর উন্নতি ঘটছে না, তখনি নির্দেশ দিতেন রক্ত-মোক্ষণের ('ফ্লিবটমি'-র) এবং আরো রক্ত-মোক্ষণের যতক্ষণ না রোগী তার রোগ ও রক্ত থেকে একই সঙ্গে মুক্তি পায়। লর্ড ডাফরিন নোতুন করে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষের মত লোকের রক্ত-মোক্ষণ দাবি করেছেন, ২০ লক্ষের মত

লোকের দাবি করেননি ; বস্তুতঃ পক্ষে এদের হাত নিষ্কৃতি না পেলে এরিনে (আয়র্ল্যাণ্ডে) 'সত্যযুগ' ('মিলেনিয়াম') আসতে পারে না। প্রমাণটা খুবই সহজে দেওয়া যায়।

১৮৬৪ সালে আয়র্ল্যাণ্ডে জোতের সংখ্যা ও আয়তন

(১) জোত : ১ একরের অনধিক		(২) জোত : ১ একরের অধিক ৫ একরের অনধিক		(৩) জোত : ৫ একরের অধিক ১৫ একরের অনধিক		(৪) জোত : ১৫ একরের অধিক ৩০ একরের অনধিক	
সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর
৪৮,৬৫৩	২৫,৩৯৪	৮২,০৩৭	২,৮৮,৯১৬	১,৭৬,৩৬৮	১৮৩৬৩১০	১,৩৬,৫৭৮	৩০,৫১,৩৪৩

(৫) জোত : ৩০ একরের অধিক ৫০ একরের অনধিক		(৬) জোত : ৫০ একরের অধিক ১০০ একরের অনধিক		(৭) জোত : ১০০ একরের অধিক		(৮) মোট আয়তন
সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর	সংখ্যা	একর	একর
৭১,৯৬১	২৯০৬২৭৪	৫৪,২৪৭	৩৯৮৩৮৮০	৩১,৯২৭	৮২২৭৮০৭	২,৬৩,১৯,৯২৪*

১৮৫১ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে কেন্দ্রীভবনের ফলে ধ্বংস হয় প্রধানতঃ প্রথম তিন ধরনের জোত—১ একরের কম এবং ১৫ একরের অনধিক। এই সবগুলিকেই অন্তর্হিত হতে হবে। তা হলে পাই "সংখ্যাতিরিক্ত" কৃষক এবং পরিবার প্রতি গড়ে কম করে ৪ জন ধরে নিলে, লোকসংখ্যা পাওয়া যায় ১২,২৮,২৩২ জন। যদি একটু বাড়িয়ে ধরে নেওয়া যায় যে, কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে এদের ¼ ভাগ কর্ম-নিযুক্ত হবে, তা হলে দেশান্তর-গমনের জন্য থাকে ৯,২১,১৭৪ জন। ১৫ একরের অধিক ১০০ একরের অনধিক (৪) (৫) (৬) বর্গভুক্ত জোতগুলি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শস্যোৎপাদন ও মেষ-পালনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং, যেমন ইংল্যাণ্ডে ঘটেছে, তেমন এখানেও দ্রুত বিলীয়মান সংখ্যায় পরিণত হচ্ছে। আবার যদি উপরের মত ধরে নিই যে, দেশান্তর-গমনের জন্য রয়েছে আরো ৭,৮৮,৭৬১ জন লোক, তা হলে মোট দাঁড়ায় ১৭,০৯,৫৩২

* মোট এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধাপা, ডোবা, পোড়ো জমি।

জন। এবং যেমন 'l'apetit vient en mangeant', রেনট্রল-এর চোখ অচিরেই আবিষ্কার করবে, ৬৫ লক্ষ মানুষ নিয়েও আয়র্ল্যাণ্ডের অবস্থা আগের মতই শোচনীয়, এবং শোচনীয় এই কারণে যে, সে অতিরিক্ত জনাকীর্ণ। সুতরাং তার নির্জনীকরণকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে সে পারে তার সত্যকার ভবিতব্যতা সাধন করতে, ইংল্যাণ্ডের মেষ ও গবাদি পশুর চারণ-ক্ষেত্রে পরিণত হতে।[১]

এই মন্দ জগতের সমস্ত ভাল জিনিসের মত, এই মুনাফাজনক পদ্ধতিটিরও আছে কিছু অসুবিধা। আয়র্ল্যাণ্ডে খাজনার পুঞ্জীভবনের সঙ্গে আমেরিকায় আইরিশদের পুঞ্জীভবনও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। ভেড়া ও ষাঁড়ের দ্বারা নির্বাসিত আইরিশম্যান 'ফেনিয়ান' (ইংরেজ সরকার বিরোধী আইরিশ বিপ্লবী সংস্থার সদস্য) হিসাবে পুনরাবির্ভূত হয় সমুদ্রের পরপারে; এবং সাত-সাগরের বয়োবৃদ্ধা মহারানীর মুখোমুখি অভ্যুদিত হয় এক তরুণ পরাক্রান্ত প্রজাতন্ত্র :

Acerba fata Romanos agunt
Scelusque fraternae necis

১· কি করে ব্যক্তিগত জমিদারেরা এবং ইংরেজ আইনসভা জোর করে কৃষি-বিপ্লব ঘটাতে এবং আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হ্রাস করে তাদের পক্ষে সন্তোষজনক সংখ্যায় নামিয়ে আনতে দুর্ভিক্ষ ও তার ফলাফলকে কাজে লাগিয়েছিল, তা আমি তৃতীয় খণ্ডে (ইং সং) ভূমিগত সম্পত্তির পরিচ্ছেদে দেখাব। সেখানেও আমি ছোট কৃষি-মালিক এবং কৃষি-মজুরের অবস্থা আবার আলোচনা করব। আপাততঃ কেবল একটি প্রশ্ন : নাসাউ ডবল্যু সিনিয়র তার মরণোত্তর প্রকাশিত গ্রন্থখানিতে ('জার্নালস, কনভার্সেশনস অ্যাণ্ড এসে রিলেটিং টু আয়র্ল্যাণ্ড', খণ্ড ২, পৃঃ ২৮২) বলেন, ডাঃ জি বলেন, আমরা আমাদের গরিব আইন পেয়েছি, এবং এটা জমিদারদের বিজয়-লাভের পক্ষে একটা মস্ত বড় হাতিয়ার কিন্তু তার চেয়েও শক্তিশালী হাতিয়ার হল প্রবাসন।' ·· আয়র্ল্যাণ্ডের কোনো বন্ধু চাইবেন না যে, (জমিদার এবং ছোট ছোট কেল্‌টিক কৃষি-মালিকদের মধ্যে) এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হোক; আরো বেশি চাইবেন না যে এই যুদ্ধে প্রজারা বিজয়ী হোক। যত তাড়াতাড়ি এটা শেষ হয়ে যায়, পশু-চারণের উপযোগী যে স্বল্প জনসংখ্যা দরকার হয়, সেই জনসংখ্যা সমেত যত তাড়াতাড়ি আয়র্ল্যাণ্ডকে একটি পশু-চারণে পরিণত করা যায়, ততই সর্বশ্রেণীর পক্ষে ভাল হয়।' ১৮১৫ সালের ইংরেজ শস্য আইন গ্রেট ব্রিটেনে অবাধ শস্য-আমদানির একচেটিয়া অধিকার আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য জয় করে নিল। সুতরাং এই আইন শস্য-চাষকে কৃত্রিম ভাবে সাহায্য করল। ১৮৪৬ সালে শস্য-আইন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে এই একচেটিয়া অধিকারের অকস্মাৎ অবসান ঘটল। অন্যান্য ঘটনা ছাড়াও, এই একটি ঘটনাই আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষি-জমিকে গো-চরে পরিণত করার পক্ষে, জমি কেন্দ্রীকরণের পক্ষে এবং ছোট চাষীদের উচ্ছেদ সাধনের পক্ষে দারুণ প্রেরণা সঞ্চার করল। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৬

অষ্টম বিভাগ

তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

॥ আদিম সঞ্চয়নের গুপ্তকথা ॥

আমরা দেখেছি অর্থ কিভাবে মূলধনে পরিবর্তিত হয়; মূলধনের মাধ্যমে কিভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য গঠিত হয় এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে গঠিত হয় আরো মূলধন। কিন্তু মূলধনের সঞ্চয়নের পূর্বশর্ত হল উদ্বৃত্ত-মূল্য; উদ্বৃত্ত-মূল্যের পূর্বশর্ত হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পূর্বশত হল পণ্যোৎপাদনকারীদের হাতে প্রভূত পরিমাণ মূলধন ও শ্রম-শক্তির অস্তিত্ব। স্মতরাং, মনে হয় যেন সমগ্র প্রক্রিয়াটাই আবর্তিত হয় একটি পাপচক্রে, যা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি যদি ধরে নিই যে ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের আগেই একটি আদিম সঞ্চয়নের অস্তিত্ব ছিল (অ্যাডাম স্মিথ-কথিত 'পূর্ববর্তী সঞ্চয়ন')— যে সঞ্চয়ন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ফল নয়, তার স্মচনা-বিন্দু।

ধর্মতত্ত্বে 'আদি পাপ' যে-ভূমিকা গ্রহণ করে, রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বে 'আদিম সঞ্চয়ন' সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করে। অ্যাডাম আপেলটিতে কামড় দিয়েছিল এবং তার পরে মানব জাতির উপরে পাপ নেমে এসেছিল। যেহেতু কথাটাকে হাজির করা হয় অতীতের একটি কাহিনী হিসাবে, সেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে তার উৎপত্তির ব্যাখ্যাটা পাওয়া গেল। সেই স্মদূর অতীতে দু'রকমের লোক ছিল; এক রকমের, যারা ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং, সর্বোপরি, মিতাচারী সম্ভ্রান্ত; এবং অন্য রকমের, যারা ছিল কুড়ে, পাজি, উড়ন-

পর্যন্ত আইরিশ-জমির ফলপ্রসূতার প্রশংসা করা এবং গম উৎপাদনের জন্য প্রকৃতি-নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করার পরে, ইংরেজ কৃষিবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদেরা আবিষ্কার করলেন যে, তা পশুখাদ্য ছাড়া আর কিছু উৎপাদনের উপযুক্ত নয়। মশিয়েঁ লিয়ঁসে দ্য লাভার্গে চ্যানেলের ওপারে চটপট তার পুনরাবৃত্তি করলেন। লাভার্গের মত 'গম্ভীর' প্রকৃতির মানুষও শেষ পর্যন্ত এমন ছেলেমানুষিতে ধরা পড়লেন।

চণ্ডে, এবং তদুপরি, উচ্ছৃংখল জীবনে অমিতব্যয়ী। আদি পাপের সেই পুরা-কাহিনীটা আমাদের সুনিশ্চিত ভাবে বলে দেয় কেমন করে মানুষ অভিশপ্ত হল তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেটের খোরাক জোগাড় করতে; কিন্তু অর্থ নৈতিক আদি পাপের ইতিবৃত্ত আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে এমন সব লোকও আছে যাদের পক্ষে এটা মোটেই অপরিহার্য নয়। কুছ্ পরোয়া নেই! এই ভাবে পরিণামে যা ঘটল, তা এই যে, প্রথম ধরনের লোকদের হাতে সঞ্চিত হল ঐশ্বর্য এবং দ্বিতীয় ধরনের হাতে রইল না নিজেদের চামড়া ছাড়া বিক্রি করার মত আর কিছুই। আর এই আদি পাপ থেকেই এক দিকে শুরু হল সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দারিদ্র্য—সমস্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও যাদের নিজেদেরকে ছাড়া বিক্রি করার মত আর কিছু নেই; অন্য দিকে শুরু হল অত্যল্প সংখ্যক লোকের নিরন্তর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি—যদিও বহুকাল আগে থেকেই তারা কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে। এমন নিরেট ছেলেমানুষি আমাদের কাছে দিন-রাত প্রচার করা হয় সম্পত্তির সমর্থনে। যেমন, মিঃ তিয়ের্স; রাষ্ট্রবিদ্‌সুলভ গাম্ভীর্য সহকারে ফরাসী জনগণের কাছে—একদা যারা ছিল এত 'আধ্যাত্মিক', সেই ফরাসী জনগণের কাছে—তিনি একথা পুনরাবৃত্তি করার মত সাহস দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পত্তির প্রশ্ন যখনি এসে পড়ে, তখনি শিশুদের মানসিক খাদ্যই যে সব বয়সের, বিকাশের সব পর্যায়ের মানুষের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য, সেটা ঘোষণা করা একটা পবিত্র কর্তব্য হিসাবে দেখা দেয়। বাস্তব ইতিহাসে কিন্তু এই কুকীর্তি সুবিদিত যে, যুদ্ধজয়, ক্রীতদাসত্ব, লুণ্ঠন ও হত্যা—এক কথায়, বল-প্রয়োগই গ্রহণ করেছে প্রধান ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের মনোরম কথাকাহিনীতে স্মরণাতীত কাল থেকে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি-সুষমা। আবহমান কাল ধরেই ন্যায় ও "শ্রম" কাজ করে এসেছে সমৃদ্ধির একমাত্র উৎস হিসাবে;—অবশ্য, বর্তমান বছরটিকে বাদ দিয়ে। আসলে কিন্তু আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতিগুলি আর যাই হোক, কখনো শান্তি-সুষমায় উচ্ছল ছিল না।

অর্থ ও পণ্য নিজেরা উৎপাদন ও জীবন ধারণের উপায়-উপকরণের চেয়ে বেশি মূলধন নয়। তারা চায় মূলধনে রূপান্তরিত হতে। কিন্তু এই রূপান্তরণ ঘটতে পারে কেবল কয়েকটি বিশেষ অবস্থায়, যার কেন্দ্রে রয়েছে এই ঘটনা যে, দুটি অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পণ্যের অধিকারী পরস্পরের মুখোমুখি হবে এবং আসবে পরস্পরের সংস্পর্শে; এক দিকে, অর্থের, উৎপাদনের উপায়সমূহের, জীবন-ধারণের উপকরণসমূহের অধিকারীরা যারা চায় অন্য লোকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে তাদের অধিকারভুক্ত মূল্যসম্ভারের বৃদ্ধি সাধন করতে; অন্য দিকে, মুক্ত শ্রমিকেরা, তাদের নিজেদের শ্রম-শক্তির বিক্রয়কারীরা এবং স্বভাবতই, শ্রমের বিক্রয়কারীরা। তারা মুক্ত শ্রমিক দুটি অর্থে: তারা নিজেরা ক্রীতদাস, খৎ-বন্দী মজুর ইত্যাদির মত উৎপাদনের উপায়সমূহের অঙ্গও নয়, আবার কৃষক-মালিকদের উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকও নয়। সুতরাং, তারা তাদের নিজেদের বলতে কোনো উৎপাদন-উপায়ের মালিকানা থেকে মুক্ত, নির্ভার। পণ্য-

দ্রব্যাদির বাজারের এই মেরু-বিভাজনের সঙ্গে, আমরা পাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌল অবস্থাগুলিকে। ধনতান্ত্রিক প্রণালীর পূর্বশর্ত হল, যে-সমস্ত উপায়ের মাধ্যমে শ্রমিকেরা তাদের শ্রমকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, সেই সব উপায়ের উপরে যাবতীয় সম্পত্তি-গত অধিকার থেকে তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। একবার যদি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন তার পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে তা সেই বিচ্ছেদকে কেবল রক্ষাই করেনা, উপরন্তু তা তাকে ক্রমাগত আরো বিস্তারশীল আয়তনে পুনরুৎপাদন করে। সুতরাং, যে-প্রক্রিয়া ধনতান্ত্রিক প্রণালীর পথ পরিষ্কার করে দেয়, তা, শ্রমিকের কাছ থেকে উৎপাদন-উপায়ের উপরে তার অধিকারকে কেড়ে নেবার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না; এমন একটি প্রক্রিয়া যা, এক দিকে, জীবন-ধারণ ও উৎপাদনের উপায়সমূহকে মূলধনে রূপান্তরিত করে, এবং, অন্য দিকে, প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের রূপান্তরিত করে মজুরি-শ্রমিকে। সুতরাং, তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে উৎপাদন-কারীকে বিচ্ছিন্ন করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রক্রিয়াটা প্রতিভাত হয় আদিম বলে, কেননা সেটা হল মূলধন ও তার আনুষঙ্গিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়।

ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো থেকে। দ্বিতীয়টির ভাঙন প্রথমটির উপাদানসমূহকে মুক্ত করে দিল।

জমির সঙ্গে সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে, ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও খৎবন্দী মজুর হওয়া থেকে বিরত হবার পরে, প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী তথা শ্রমিক পারে কেবল তার নিজেকে হস্তান্তরিত করতে। যেখানেই সে বাজার পায় সেখানেই তার পণ্যকে বয়ে নিয়ে যেতে শ্রম-শক্তির মূল বিক্রেতায় পরিণত হতে, তাকে অবশ্যই গিল্ড-এর রাজত্ব থেকে, শিক্ষানবিশ ও ঠিকা-মজুর সম্পর্কে তার নিয়ম-কানুন থেকে এবং তার শ্রম-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের বাধা-বিঘ্ন থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে। সুতরাং, যে-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া উৎপাদনকারীদের পরিবর্তিত করে মজুরি-শ্রমিকে, তা, এক দিকে, প্রতিভাত হয় ভূমি-দাসত্ব থেকে, গিল্ডের শৃংখল থেকে, তাদের মুক্তি বলে,—আর এই দিকটাই কেবল নজরে পড়ে আমাদের বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের। কিন্তু, অন্য দিকে, এই নোতুন মুক্তি-প্রাপ্ত মানুষগুলি লুণ্ঠিত হয় তাদের' নিজেদের যাবতীয় উৎপাদনের উপায় থেকে এবং পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে প্রাপ্ত অস্তিত্বরক্ষার সমস্ত নিশ্চয়তা থেকে আর তার পরে পরিণত হয় নিজেদেরই বিক্রয়কারী হিসাবে। এবং তাদের এই উচ্ছেদনের ইতিহাস মানবজাতির কালপঞ্জীতে লেখা আছে রক্ত ও আগুনের অক্ষরে।

এই শিল্প-ধনিকদের, এই নোতুন ক্ষমতা-পতিদের, আবার নিজেদের বেলায় কেবল হস্তশিল্পের গিল্ড-মাস্টারদেরই স্থানচ্যুত করতে হয়নি, স্থানচ্যুত করতে হয়েছে সামন্ত-প্রভুদেরও, যারা তখন ছিল সম্পদের সকল উৎসের অধিকারী। এই দিক থেকে তাদের সামাজিক শক্তির উপরে আধিপত্য অর্জন প্রতিভাত হয় একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক

প্রভুত্ব ও তার বিক্ষোভজনক প্রাধিকারগুলির বিরুদ্ধে এবং গিল্ড ও উৎপাদনের অবাধ বিকাশ ও মানুষের উপরে মানুষের অবাধ শোষণের উপরে তার দ্বারা আরোপিত শৃংখলের বিরুদ্ধে, বিজয়ী সংগ্রামের ফল হিসাবে। অবশ্য, শিল্পের এই বীর-পুরুষেরা তরবারিধারী বীর-পুরুষদের উৎখাত করে সেই স্থান অধিকার করতে পেরেছিল এমন কতকগুলি ঘটনার সুযোগ নিয়ে, যেগুলি ঘটাবার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। একদা রোমের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যেমন জঘন্য পন্থায় 'প্যাট্রোনাস'-এর প্রভু হয়েছিল, তেমনি জঘন্য পন্থায় তারা উপরে উঠেছিল।

বিকাশের যে সূচনা-বিন্দু মজুরি-শ্রমিক এবং ধনিক উভয়কেই জন্ম দিয়েছিল, তা হল শ্রমিকের দাসত্ব। দাসত্বের রূপে যে-পরিবর্তন ঘটল, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে ধনতান্ত্রিক শোষণে যে-রূপান্তর ঘটল, সেটাই হল অগ্রগতি। তার অভিযান অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে খুব দূর অতীতে ফিরে যেতে হবে না। যদিও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রথম সূচনা আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতেই— ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী কয়েকটি শহরে ইতস্তত ভাবে, ধনতান্ত্রিক যুগের তারিখ হল ষোড়শ শতাব্দী। যেখানেই তা আবির্ভূত হয়, সেখানেই ভূমি-দাসত্বের অবসান অনেক আগেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং মধ্যযুগের বিকাশের পরম পরিণতি যে সার্বভৌম শহরগুলি, অনেক আগেই সেগুলির অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছে।

আদিম সঞ্চয়নের ইতিহাসে, সমস্ত বিপ্লবই যুগান্তকারী, যারা কাজ করে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীটির গড়ে ওঠার পথে অনুপ্রেরক হিসাবে ; কিন্তু, সর্বোপরি যুগান্তকারী হল সেই মুহূর্তগুলি যখন বিশাল বিশাল জনসমষ্টি সহসা ও সবলে উৎপাটিত তাদের জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ থেকে এবং শ্রমের বাজারে নিক্ষিপ্ত হয় মুক্ত ও অসংখ্য "অ সংযুক্ত", সর্বহারা হিসাবে। জমি থেকে কৃষি-উৎপাদকের, কর্ষকের উৎপাটন--এটাই হল সমগ্র প্রক্রিয়াটির ভিত্তি। উৎপাটনের এই ইতিহাস বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে এবং বিভিন্ন পরম্পরায় এবং বিভিন্ন সময়ে তার পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই তা ধারণ করে তার চিরায়ত রূপ, এবং তাকেই আমরা গ্রহণ করি আমাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে।[১]

---

১. ইতালি, যেখানে সবচেয়ে আগে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উন্মেষ ঘটেছিল, সেখানে ভূমিদাস প্রথার অবসানও সবচেয়ে আগে ঘটেছিল। জমিতে কোনো স্বত্বমূলক অধিকার পাবার আগেই সেখানে ভূমিদাস মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল। তার মুক্তি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে একজন স্বাধীন সর্বহারায় পরিণত করল, তা ছাড়া, সে সঙ্গে সঙ্গেই শহরে তার মনিবকে প্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেল। যখন বিশ্ব-বাজারের বিপ্লব পঞ্চদশ শতকের শেষাশেষি উত্তর ইতালির বাণিজ্যিক আধিপত্যকে ধ্বংস করে দিল, তখন উলটোমুখী একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। শহরের শ্রমিকেরা দলে দলে গ্রামে বিতাড়িত হল এবং উদ্যানরচনার মত 'সুকুমার সংস্কৃতি'-কে প্রেরণা যোগাল, যে-সংস্কৃতি আগে কখনো দেখা যায়নি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

॥ জমি থেকে কৃষি-জনসংখ্যার উৎপাটন ॥

ইংল্যাণ্ডে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ভূমিদাস-প্রথা কার্যতঃ অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন, এবং আরো বেশি মাত্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, জনসংখ্যায় সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই[১] গঠিত ছিল মুক্ত কৃষক স্বত্বাধিকারীদের দিয়ে—তা তাদের সম্পত্তির অধিকার সামন্ততান্ত্রিক যে-নামের পিছনেই লুক্কায়িত থাকনা কেন। বৃহত্তর জমিদারগুলিতে, প্রাচীন 'বেইলিফ', যে নিজেই ছিল একজন ভূমিদাস, তার স্থান গ্রহণ করল মুক্ত কৃষক। কৃষিকর্মের মজুরি শ্রমিকদের একটা অংশ গঠিত ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে, যারা অবসর সময়টার সদ্ব্যবহার করত বড় বড় জমিদারিতে কাজ করে; আরেকটা অংশ গঠিত ছিল মজুরি শ্রমিকদের একটি স্বাধীন বিশেষ শ্রেণীকে নিয়ে, যাদের সংখ্যা ছিল আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক উভয় দিক থেকেই স্বল্প। এই দ্বিতীয়োক্তরা আবার ছিল চাষী-মালিক, যেহেতু মজুরি ছাড়াও তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করত কুটির-সমেত ৪ বা ততোধিক একর আবাদযোগ্য জমি। তা ছাড়া বাকি চাষীদেরও সঙ্গে তারাও ভোগ করত এজমালি জমিতে উপস্বত্ব, যা তাদের দিত গো-চারণের সুবিধা, যোগাত কাঠ, জ্বালানি, ঘেসো জমির চাপড়া ইত্যাদি।[২] ইউরোপের সমস্ত দেশে সামন্ত-

---

১. ক্ষুদ্র মালিকেরা, যারা নিজেদের ক্ষেত নিজেদের হাতে চাষ করত এবং মোটামুটি যোগ্যতা ভোগ করত, তারা তখন জাতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে করেছিল, যা তারা আজকে করেনা। যদি সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যানমূলক লেখকদের বিশ্বাস করা যায়, তা হলে অন্ততঃ ১,৬০,০০০ স্বত্বাধিকারী, তাদের পরিবারবর্গ সহ, নিশ্চয়ই ছিল সমগ্র জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ; তারা তাদের জীবিকা সংগ্রহ করত নিঃশর্ত স্বত্বভুক্ত ছোট ছোট জমি থেকে। এই ক্ষুদে জমিদারদের গড় আয় ছিল বছরে ৬০ থেকে ৭০ পাউণ্ড। হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে, যারা নিজেদের জমি চাষ করত, তাদের সংখ্যা যারা অপরের জমি চাষ করত, তাদের চেয়ে বেশি ছিল।' (মেকলে, 'হিস্টরি অব ইংল্যাণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ৩৩৩, ৩৩৪)। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয় ভাগেও ইংল্যাণ্ডের ⅘ ভাগ মানুষ ছিল কৃষিজীবী (ঐ, ৪১৩)। আমি এখানে মেকলেকে উদ্ধৃত করছি কেননা ইতিহাস-বিকৃতকারী এই লোকটি এই ধরনের তথ্য যথাসম্ভব কম করেই দেখাবেন।

২. আমাদের ভুললে চলবে না যে, এমন কি ভূমিদাসও কেবল তার বাড়ি-

তান্ত্রিক উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য ছিল যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক সামন্ত-প্রজার মধ্যে জমির বিলি-বন্দোবস্ত। সার্বভৌমের মত সামন্ত-প্রভুর পরাক্রম খাজনা-তালিকার দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করত না, নির্ভর করত তার প্রজাদের সংখ্যার উপরে এবং সেটা আবার নির্ভর করত চাষী-মালিকদের সংখ্যার উপরে।[১] অতএব যদিও নর্মান-বিজয়ের পরে ইংরেজদের দেশটি বিভক্ত করা হয়েছি বিশাল বিশাল সামন্ত-রাজ্যে, যাদের এক-একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৯০০টির মত পুরানো ইঙ্গ-স্যাক্সন তালুক, তা সমাকীর্ণ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীদের সম্পত্তিতে এবং সেগুলির মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় বৃহদাকার জমিদারিতে। এই অবস্থা এবং সেই সঙ্গে শহরগুলির ঐশ্বর্য, যা ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—এই দুয়ের কল্যাণে সম্ভব হয়েছে জনগণের সেই সমৃদ্ধি, যার চিত্র এত প্রোজ্জ্বল চ্যান্সেলর ফর্টেস্কু এঁকেছেন তাঁর "লড্স লেগাম অ্যাঙ্গলি" নামক গ্রন্থে।

বিপ্লবের যে-প্রস্তাবনা, যা সূচিত করল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির, তা অভিনীত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয় ভাগে এবং ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে। যাদের সম্পর্কে স্যর জেমস স্টুয়ার্ট সঠিক ভাবেই বলেছে, "সর্বত্রই বিনা-প্রয়োজনে ভর্তি করে আছে গৃহ এবং সৌধ"—সামন্তপ্রভুদের এমন পোষ্য বাহিনীকে দলে দলে ভেঙ্গে দেওয়ার মুক্ত সর্বহারাদের একটা বিরাট সমষ্টি শ্রমের বাজারে নিক্ষিপ্ত হল। যদিও রাজশক্তি, যা নিজেই ছিল বুর্জোয়া বিকাশের ফল, তার নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযানে এই পোষ্য-বাহিনীগুলির ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াকে সবলে ত্বরান্বিত করল, তা হলেও সেটাই একমাত্র কারণ ছিল না। রাজা ও পার্লামেন্টের সঙ্গে উদ্ধত সংঘর্ষে, বৃহৎ সামন্ত-প্রভুরা এজমালি জমি জবর দখল করে এবং জমি থেকে চাষী-সমাজকে

সংলগ্ন জমিটির মালিক, যদিও কর-প্রদানকারী মালিক ছিলনা, সেই সঙ্গে সাধারণ জমিরও সহ-অধিকারী ছিল। "Le paysan (in Silesia, under Frederick II.) est serf.' যাই হোক, এই ভূমিদাসেরা সাধারণ-জমিতে অধিকার ভোগ করত। "On n'a pas pu encore engager les Silesiens au partage des communes tandis que dans la Nouvelle Marche, il n'y a guere de village ou ce partage ne soit execute avec le plus grand succes." (Mirabeau : "De la Monarchie Prussienne.' Londres, 1788, t. ii, pp. 125, 126.)

১. জাপান তার ভূমি-সম্পত্তির বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন ও 'সুকুমার সংস্কৃতি' সহ আমাদের সমস্ত ইতিহাস বইয়ের তুলনায় ইউরোপীয় মধ্যযুগের ঢের বেশি খাঁটি ছবি উপস্থিত করে; তার কারণ আমাদের বইগুলি লেখা হয়েছিল বুর্জোয়া সংস্কারের প্রভাবে। মধ্যযুগের বিনিময়ে "উদার" হওয়া খুবই সুবিধাজনক।

জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছিল এক অতুলনীয় ভাবে বিরাট সর্বহারা-শ্রেণীকে, অথচ ঐ জমিতে তাদের মত ঐ চাষীদেরও ছিল সমান সামন্ততান্ত্রিক অধিকার। ফ্লেমিশ পশম-শিল্পের দ্রুত অভ্যুদয় এবং সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে পশমে দামে উর্ধ্বগতি এই উচ্ছেদের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। বিরাট বিরাট সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধ ইতিপূর্বেই প্রাচীন অভিজাতবর্গকে গ্রাস করে ফেলেছিল। নোতুন অভিজাতবর্গ হল যুগের সন্তান, যার কাছে অর্থই হল সব ক্ষমতার সেরা ক্ষমতা। সুতরাং, আবাদী জমিকে মেষ-চারণে রূপান্তরিত করার সোচ্চার ঘোষণা ধ্বনিত হল তার কণ্ঠে। হ্যারিসন তাঁর "ডেস্ক্রিপশন অব ইংল্যাণ্ডে, প্রেফিক্স্‌ড টু ইলিনশেড'স ক্রনিকল্‌স্" ("ইংল্যাণ্ডের বর্ণনা, ইলিনশেড-এর ধারাবিবরণীর ভূমিকা") নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ক্ষুদ্র চাষীদের এই উৎপাটনের ফলে কিভাবে দেশের সর্বনাশ ঘটছে। "আমাদের মহামান্য জবর-দখলকারীদের পরোয়া কি? চাষীদের বাসা-বাটি আর শ্রমিকদের কুটিরগুলিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা ভেঙ্গে পড়ার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। হ্যারিসন বলেন, "যদি প্রত্যেকটি তালুকের নথিপত্র দাবি করা হয়···তা হলে অবিলম্বেই দেখা যাবে যে, কতকগুলি তালুকে সতের, আঠারো, এমনকি কুড়িটি পর্যন্ত বাড়ি ধ্বংস হয়েছে···ইংল্যাণ্ড আর কখনো জনবসতি এত কমে যায়নি, যা এখন হয়েছে। শহর আর জনপদে হয় একেবারই ক্ষয় পেয়েছে, আর নয়তো এক-চতুর্থাংশের বেশি, এমনকি, অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে, যদিও কয়েক-টিতে এখানে সেখানে কিছু বৃদ্ধি ঘটতে পারে; জনপদগুলিতে বাসা-বাড়িগুলিকে ভেঙে দিয়ে মেষ-চারণে পরিণত করা হয়েছে, একমাত্র সামন্তপ্রভুর বাড়ি ছাড়া আর কিছুই সেখানে দাঁড়িয়ে নেই।·· আমি আরো বলতে পারি।" এই পুরাতন বিবরণদাতাদের নালিশগুলি সব সময়েই অতিরঞ্জিত, কিন্তু উৎপাদনের অবস্থায় বিপ্লবের ফলে তৎকালীন মানুষদের মনে কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, এগুলিতে তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটে। চ্যান্সেলর ফর্টেস্কু এবং টমাস মোর-এর লেখাগুলিকে তুলনা করলে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ব্যবধানটা ধরা পড়ে। যে কথা থর্নটন সঠিক ভাবেই বলেছেন, "ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীকে তার স্বর্ণযুগ থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল লৌহযুগে—অতিক্রমণের কোনো পর্যায় ব্যতিরেকেই।"

এই বিপ্লবে আইন সন্ত্রস্ত বোধ করল। তা এখনো সভ্যতার এই শিখরে ওঠেনি যেখানে "জাতির সম্পদ" (অর্থাৎ মূলধনের গঠন এবং জনসাধারণের বেপরোয়া শোষণ ও বঞ্চনা) সমগ্র রাষ্ট্র-পরিচালনার চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সপ্তম হেনরির ইতিহাসে বেকন লিখেছেন, "সেই সময় (১৪৮৯) জমি-ঘেরাও আরো ঘন ঘন হতে শুরু করে, যার দ্বারা আবাদি জমি (লোকজন ও পরিবার ব্যতীত যেগুলিকে সার দেওয়া যায়নি) পরিবর্তিত হল চারণভূমিতে, কয়েক জন রাখাল দিয়ে যা অনায়াসেই পরিষ্কার করানো যেত, এবং বহুবার্ষিক পুরুষানুক্রমিক ও ইচ্ছাধীন প্রজাস্বত্বগুলি (যার উপরে বেঁচে থাকত চাষী-সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ) পরিণত হল খাস-মহলে। এর ফলে

দেখা দিল লোক-ক্ষয় এবং (তার ফলে) শহর, গীর্জা, গীর্জা-কর ইত্যাদিতে অবক্ষয়।…এর প্রতিকার কল্পে রাজার এবং তৎকালীন পার্লামেন্টের প্রজ্ঞা প্রশংসনীয়।… তাঁরা জনসংখ্যা-নাশক ভূমি-বেষ্টনের এবং জনসংখ্যা-নাশক পশু চারণের অধিকার প্রত্যাহার করে নেবার একটা পন্থা অবলম্বন করলেন। ১৪৮৯ সালে সপ্তম হেনরির একটি আইন (১৯) অন্ততঃ ২০ একর জমির অধিকারী এমন সমস্ত "কৃষি-খামারের বাড়ি-ঘর"-ধ্বংস করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। আরেকটি আইন (২৫) জারি করে ঐ একই আইনকে নবীকৃত করা হয়। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই আইনে বিবৃত করা হয় যে, বহুসংখ্যক খামার এবং গবাদি পশুর, বিশেষ করে মেষের, পাল কতিপয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, এবং তার ফলে জমির খাজনা দারুণ ভাবে বর্ধিত হয়েছে, কৃষির আয়তন হ্রাস পেয়েছে, গীর্জা ও বাসগৃহ ধ্বংস করা হয়েছে, এবং বিপুল-সংখ্যক মানুষ যার দ্বারা তাদের নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে পরিপোষণ করত সেই সব উপায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অতএব, এই আইন ধ্বংসপ্রাপ্ত খামার-বাড়িগুলির পুনর্নির্মাণের আদেশ জারি করছে, ফসলী জমি ও গোচর-জমির মধ্যে একটা অনুপাত নির্ধারিত করে দিচ্ছে ইত্যাদিতে। ১৫৫৩ সালের আইনে উল্লেখ করা হয় যে, এমন কয়েকজন আছে যারা ২৪,০০০ ভেড়ার মালিক; ঐ আইন মালিকানাধীন ভেড়ার সংখ্যা সীমিত করে দেয় ২০০০-এ।[১] ক্ষুদ্র কৃষক ও চাষীদের উৎখাত করার বিরুদ্ধে সোচ্চার দাবি এবং এই আইন-প্রণয়ন উভয়েই সমভাবে, সপ্তম হেনরির মৃত্যুর ১৫০ বছর পরে পর্যন্তও নিষ্ফল বলে প্রতিপন্ন হল। এই নিষ্ফলতার কারণ বেকন নিজের অগোচরেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। "এসেজ: সিভিল অ্যাণ্ড মর্যাল" ("প্রবন্ধাবলী: রাষ্ট্রিক ও নৈতিক") নামক তাঁর গ্রন্থে বেকন বলেন (প্রবন্ধ, ২৯) "রাজা সপ্তম হেনরির পরিকল্পনাটি ছিল প্রাজ্ঞ ও প্রশংসনীয়; সেটি ছিল কৃষিকর্মের খামার ও বাড়িগুলিকে একটি মানে নিয়ে আসা, যে-মানটিকে রক্ষা করা হবে জমির এমন একটা অনুপাত সেগুলির জন্য ধার্য করে দিয়ে, যাতে একজন প্রজা দাস-সুলভ হীন অবস্থার মধ্যে না থেকে, বাস করে স্বচ্ছল প্রাচুর্যের পরিবেশে এবং লাঙল কেবল ভাড়াটেদের হাতে না গিয়ে থেকে যায় মালিকদের হাতে,"[২] অন্য দিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা

১. টমাস মোর তাঁর 'ইউটোপিয়া'য় বলেন, "আপনাদের যে ভেড়াগুলি ছিল এত শান্ত ও নিরীহ এবং এত অল্প খেয়ে খুশি, সেগুলি, আমি শুনতে পেলাম, এখন সেগুলি হয়ে উঠেছে এমন রাক্ষস, এমন বুনো যে তারা খেয়ে ফেলছে, গিলে ফেলছে খোদ মানুষ গুলোকেই।" লণ্ডন ১৮৬৯, পৃঃ ৪১।

২. স্বাধীন, সম্পন্ন কৃষক-সমাজ এবং পদাতিক বাহিনীর মধ্যেকার সম্পর্ক বেকন তুলে ধরেছেন। "…শ্রেষ্ঠ বিচারশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সাধারণ মত এই যে যুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি নিহিত থাকে তার পদাতিক বাহিনীর মধ্যে। এবং ভালো পদাতিক বাহিনী গঠন করতে হল দাসসুলভ ও অভাবগ্রস্ত পরিবেশে কোনক্রমে

দাবি করত তা হল বিপুল জনসমষ্টির জন্য একটি অধঃপতিত ও প্রায় দাস-সুলভ অবস্থা, ভাড়াটে শ্রমিক হিসাবে তাদের এবং মূলধন হিসাবে তাদের শ্রম-উপকরণ-সমূহের রূপান্তর। এই রূপান্তরের কালে আইনও চেষ্টা করে কৃষি-মজুরি-শ্রমিকের কুটিরের সঙ্গে ৪ একর জমি রাখতে এবং তাকে নিষেধ করে দেওয়া হয় সে যেন কোন আবাসিককে গ্রাহক না করে। প্রথম জেমসের রাজত্বকালে, ১৬২৭ সালে, ফ্রন্ট মিল-এর রজার ক্রকার-কে নিন্দা করা হয় কেননা তিনি ফ্রন্ট মিলের জমিদারিতে এমন একটি কুটির নির্মাণ করেন যার সঙ্গে ৪ একর জমির মৌরুসী পাট্টা সংলগ্ন ছিল না। এমন কি প্রথম চার্লস-এর আমলে এই ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হয়, যাতে করে পুরনো আইনগুলি, বিশেষ করে ৪ একর সংক্রান্ত আইনটি, কার্যকরী করা যায়। এমনকি, ক্রমওয়েল-এর সময়েও লণ্ডনের ৪ মাইলের মধ্যে বাড়ি-নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল, যদি তার সঙ্গে ৪ একর জমি যুক্ত না থাকত। আঠারো শতকের প্রথমার্ধেও কৃষি-শ্রমিকের কুটিরের সঙ্গে ২ বা ১ একর জমি না থাকলে নালিশ করা হত। আর এখন তো সে ভাগ্যবান, যদি সে পায় একটা ছোট বাগান কিংবা ভাড়া করতে পারে কয়েক 'রুড' জমি বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ডঃ হাণ্টার বলেন, "জমিদার এবং জোত-মালিক এখানে হাতে হাত রেখে কাজ করে। বাড়ির সঙ্গে কয়েক একর জমি শ্রমিককে করে তুলবে অতিরিক্ত স্বাধীন।[১]

ষোড়শ শতকে 'সংস্কার আন্দোলন' ('রিফর্মেশন') এবং তজ্জনিত গীর্জা-সম্পত্তির লুণ্ঠন ও ধ্বংস-সাধনের ফলে জমি থেকে মানুষের সবলে উৎপাটনের প্রক্রিয়ায় এক

বেড়ে ওঠা লোকদের দিয়ে চলবে না, চাই স্বাধীন ও প্রাচুর্যপূর্ণ পরিবেশে লালিত লোকদের। সুতরাং যদি কোন রাষ্ট্র অভিজাত ও ভদ্রলোকের জন্যই সবচেয়ে বেশি করে থাকে এবং চাষী আর হলধরেরা কেবল তাদের কাজের লোক বা মজুর হিসাবে বা কেবল কুঁড়েঘরের বাসিন্দা (যা ঘরবাসী ভিখারী ছাড়া আর কিছু নয়) হিসাবেই থাকে, তা হলে সেখানে হয়ত একটা ভাল অশ্বারোহী বাহিনী হতে পারে, কিন্তু কিছুতেই একটা ভালো পদাতিক বাহিনী হতে পারে না।…এবং এটা দেখা যায় ফ্রান্সে ও ইতালীতে এবং আরো কিছু বিদেশী জায়গায়, যার জন্য সেখানে পদাতিক যোদ্ধা হিসাবে নিয়োগ করতে হয় সুইজার ইত্যাদিদের ভাড়াটে দল; এবং তা থেকে যা পরিণতি হয়, ঐসব দেশে লোকসংখ্যা বেশি কিন্তু সৈন্যসংখ্যা খুবই কম।' ('দি রেইন অব হেনরি দি সেভেন্থ', কেনেট-এর ইংল্যাণ্ড থেকে আক্ষরিক পুনর্মুদ্রণ, ১৭১৯, লণ্ডন, ১৮৭০, পৃঃ ৩০৮)।

১. ডঃ হাণ্টার, ঐ, পৃঃ ১৩৪। 'পুরনো আইন' অনুসারে যে-পরিমাণ জমি বরাদ্দ করা হত, আজকের দিন মজুরদের পক্ষে তা অত্যধিক বলে বিবেচিত হবে এবং তা বরং তাদের ছোট কৃষি-মালিকে রূপান্তরিত করবে।' (জর্জ রবার্টস: 'দি সোশ্যাল হিষ্ট্রি অব দি পিপ্‌ল…ইন পাস্ট সেঞ্চুরিজ,, পৃ; ১৮৪, ১৮৫)।

ভয়াবহ প্রেরণা সঞ্চারিত হল। সেই আন্দোলনের সময়ে ক্যাথলিক গীর্জা ছিল ইংল্যাণ্ডের জমির এক বিরাট অংশের সামন্ততান্ত্রিক মালিক। মঠগুলির অবসান ঘটাবার পরে সেগুলির অধিবাসীরা সর্বহারাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল। গীর্জার ভূ-সম্পত্তিগুলির একটা বড় অংশ রাজার লোভাতুর প্রিয়-পাত্রদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল কিংবা ফাটকাবাজ খামার-মালিক ও নাগরিকদের কাছে নামমাত্র দামে বেচে দেওয়া হল, যারা পুরুষানুক্রমিক উপস্বত্বভোগীদের দলে দলে উৎখাত করে দিল এবং তাদের জমিগুলি একটি অখণ্ড জোতে পরিণত করল। গীর্জা-করের এখতিয়ারের এক অংশে অবস্থিত, আইনের দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত লোকজনের জমি বিনা-বাক্যে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল।[১] ইংল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে এক সফরের পরে রানী এলিজাবেথ চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "Pauper ubique jacet." তাঁর রাজত্বের ৪৩-তম বছরে একটি গরিব-কর প্রবর্তন করে জাতি নিঃস্বতাকে সরকারি ভাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। "মনে হয়, এই আইনের প্রণেতারা এর কারণগুলি বিবৃত করতে লজ্জা বোধ করেছিলেন, কেননা, চিরাচরিত প্রথা অনুসারে আইনের যে-প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে তা দেওয়া হয়নি।[২] প্রথম চার্লস-এর ১৬-তম বিধানের ৪র্থ অনুচ্ছেদের দ্বারা এটাকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয় এবং, বস্তুতঃ পক্ষে, কেবল ১৮৩৪ সালেই এটা একটা নোতুন ও কঠোরতর রূপ ধারণ করে।[৩] সংস্কার আন্দোলনের এই আশু ফলগুলি কিন্তু তার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ফল হয়নি। ভূমি-সম্পত্তির প্রথাগত অবস্থা-

১. " 'টাইদ' (রাষ্ট্রকে প্রদত্ত খাজনা : ফসলের এক-দশমাংশ) হিসাবে প্রাপ্ত ভাণ্ডারে গরিবদের অংশীদারিত্বের অধিকার প্রাচীন বিধি-বিধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।" (টাকেট : 'এ হিষ্ট্রি অব দি পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট অব দি লেবার, পপুলেশন,' ১৮৭৬, পৃঃ ৮০৪-৮০৫)।

২. উইলিয়ম কবেট : 'হিষ্ট্রি অব প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন,' পৃঃ ৪৭১।

৩. প্রোটেস্ট্যান্টবাদের "সারমর্ম" অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়টিতেও দেখা যায় : ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে কয়েকজন জমির মালিক এবং বিত্তবান কৃষি-মালিক একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে এলিজাবেথের গরিব আইনের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে দশটি প্রশ্ন প্রস্তুত করে। এই প্রশ্নগুলিকে তারা পেশ করে সেই যুগের একজন প্রসিদ্ধ বিধান-বিশেষজ্ঞের সার্জেন্ট স্নিগ্‌গের বিবেচনার জন্য, (পরে প্রথম জেমস-এর আমলে যিনি বিচারক হয়েছিলেন। "প্রশ্ন ৯ : প্যারিশের অধিকতর বিত্তবান কৃষি-মালিকদের কেউ কেউ একটি সুকৌশল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে এই আইনটিকে (এলিজাবেথের ৪৩ তম আইনটিকে) কার্যকরী করার তাবৎ ঝামেলা পরিহার করা যায়। তাঁরা প্রস্তাব করেছেন যে আমরা প্যারিশে একটি কারাগার স্থাপন করব এবং তার পরে এলাকায় একটি নোটিস দেব যে যদি কেউ এই প্যারিশের গরিবদের ভাড়া খাটাতে চান, তা হলে তারা একটা নির্দিষ্ট

গুলির ধর্মীয় দুর্গ-প্রাচীর ছিল গীর্জার সম্পত্তি। তার পতনের পরে এই অবস্থাগুলি আর দুর্ভেদ্য রইল না।[১]

তারিখের মধ্যে 'সীল-করা খামে প্রস্তাব দিন তাঁরা কত কম দামে তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিতে চান এবং তাঁদের এই কর্তৃত্ব দেওয়া হবে যে তাঁরা এমন যে-কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন, যে-লোক এই কারাগারে আবদ্ধ থাকে নি। এই পরিকল্পনার প্রস্তাবকদের ধারণা যে আশেপাশের কাউন্টিগুলিতে এমন অনেক ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যারা শ্রম করতে অনিচ্ছুক হয়ে এবং বিনা শ্রমে জীবন-কাটাবার জন্য কোন জোত বা জাহাজ নেবার মত সঙ্গতি বা 'ক্রেডিট' না থাকায় প্যারিশের কাছে একটি অতি সুবিধাজনক প্রস্তাব করতে পারে। যদি কোন ঠিকাদারের অধীনে গরিবদের মধ্যে কেউ মারা যায়, তা হলে পাপটা হবে তার, কেননা প্যারিশ তাদের প্রতি কর্তব্য করেছে। কিন্তু আমাদের আশংকা, বর্তমান আইনটিতে এই ধরনের সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই ; কিন্তু আপনাকে জানাচ্ছি যে, যে কাউন্টির বাকি ভূমি-স্বত্বভোগীরা এবং নিকটবর্তী "খ" কাউন্টির ভূমি-স্বত্বভোগীরা খুব চটপট মিলিত হবে তাদের সদস্যদের এমন একটি আইন প্রস্তাব করার নির্দেশ দিতে, যা প্যারিশকে ক্ষমতা দেবে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে গরিবদের কারারুদ্ধ করে রাখবার এবং কাজ করবার চুক্তি করতে এবং এই মর্মে ঘোষণা করতে যে, কোনো লোক যদি এই ভাবে কারারুদ্ধ হতে অস্বীকার করে, তা হলে সে কোনো ত্রাণ-সাহায্যের দাবিদার হতে পারবে না। আশা করা যায়, এর ফলে দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরা ত্রাণ-সাহায্য চাওয়া থেকে নিবৃত্ত হবে" (আর ব্ল্যাকি, "দি হিষ্ট্রি অব পলিটিক্যাল লিটারেচর ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইমস", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৫)। স্কটল্যাণ্ডে ভূমিদাস-প্রথার অবসান ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডের কয়েক শতাব্দী পরে। এমনকি ১৬৯৮ সালেও সালটুন-এর ফ্লেচার স্কচ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন, "স্কটল্যাণ্ডে ভিখারীর সংখ্যা ২,০০,০০০-এর কম নয়। নীতিগত ভাবে একজন প্রজাতন্ত্রী হিসাবে যে-প্রতিকার আমি সুপারিশ করতে পারি, তা হলো পুরনো ভূমিদাস-প্রথাকে ফিরিয়ে আনা, যারা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা নিজেরা করতে পারে না তাদের সকলকে আবার গোলাম করা।" ইডেন তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে (পৃঃ ৬০-৬১) বলেন, "ভূমিদাসত্বের হ্রাসপ্রাপ্তি থেকেই গরিবদের উৎপত্তি। আমাদের স্বদেশীয় গরিবদের মাতা এবং পিতা হল শিল্প এবং বাণিজ্য।" আমাদের স্কচ প্রজাতন্ত্রীর মত ইডেনও কেবল একটিমাত্র ভুল করেছেন ; ভূমিদাসত্বের অবসান কৃষি-শ্রমিককে সর্বহারা করেনি, তাকে সর্বহারা করেছে জমিতে তার সম্পত্তির অবসান ; প্রথমে করেছে সর্বহারা এবং পরে ভিখারী। ফ্রান্সে যেখানে সম্পত্তি থেকে কৃষি-শ্রমিকের উৎপাদন ঘটেছিল অন্য ভাবে, সেখানে ১৫৭১ সালের 'মৌলিন্স-এর অধ্যাদেশ' এবং ১৮৫৬ সালের 'অনুশাসন' ইংল্যাণ্ডের গরিব-আইনগুলির স্থান গ্রহণ করে।

১. অধ্যাপক রজার্স, যদিও ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট গোঁড়ামির উর্বরক্ষেত্র অক্সফোর্ড

এমনকি সপ্তদশ শতকের সর্বশেষ দশকেও, চাষী-সম্প্রদায়—স্বাধীন চাষী-কর্মীদের এই শ্রেণীটি—ছিল কৃষক-মালিকদের চেয়ে সংখ্যাধিক। তারাই ছিল ক্রমওয়েলের শক্তির মেরুদণ্ড এবং, এমনকি মেকলের স্বীকৃতি অনুসারেও, মাতাল জমিদারেরা এবং তাদের সেবাদাস গ্রামীণ যাজকেরা, যারা বাধ্য হত তাদের প্রভুদের পরিত্যক্ত রক্ষিতাদের বিয়ে করতে, তারা এদের সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারত না। ১৭৫০-এর নাগাদ এই চাষী-সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি ঘটে গিয়েছিল[১] এবং সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কৃষি-শ্রমিকের এজমালি জমির শেষ চিহ্নটুকু। কৃষি-বিপ্লবের বিশুদ্ধ অর্থ-নৈতিক কারণগুলি আমরা এখানে এক পাশে সরিয়ে রাখছি। আমরা আলোচনা করছি কেবল জোর-জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিগুলির কথা, যেগুলি তখন প্রযুক্ত হত।

স্টুয়ার্টদের প্রত্যাবর্তনের পরে ভূ-সম্পত্তির মালিকেরা, আইন-সঙ্গত পথে, এক জবর-দখল সংঘটিত করল—ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যা সর্বত্র সংঘটিত হয়েছে আইনগত কোনো অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই। তারা জমির সামন্ততান্ত্রিক ভোগ-দখলের শত ইত্যাদির অবলুপ্তি ঘটাল অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাছে তার যাবতীয় বাধ্য-বাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পেল ; চাষী-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের বাকি অংশের উপর কর চাপিয়ে দিয়ে "ক্ষতিপূরণ করে দিল" ; যে-ভূসম্পত্তির উপরে তাদের ছিল নিছক একটা সামন্ততান্ত্রিক অধিকার, তার উপরে নিজেদের জন্য আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করল ; এবং, সর্বশেষে, ভূমি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত সেই সব আইন রচনা করল, খুঁটিনাটি ব্যাপারে দরকার মত রদবদলের পরে, যেগুলি ইংরেজ কৃষি-শ্রমিকের উপরে একই ফলাফল বিস্তার করবে, যা করেছিল টার্টার ববিস গুডনফ-এর অনুশাসন রুশ চাষী-সম্প্রদায়ের উপরে।

"মহিমাময় বিপ্লব" উইলিয়ম অব অরেঞ্জ-কে ক্ষমতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থতত্ত্বের অধ্যাপক, তিনি কিন্তু তাঁর "কৃষির ইতিহাস"-এর ভূমিকায় "রিফর্মেশন"-এর ফলে সাধারণ জনসমষ্টির সর্বস্বান্ত হবার ঘটনার উপরে জোর দিয়েছেন।

১. "এ লেটার টু স্যার টি সি বানবেরি বার্ট অন দি হাই প্রাইস অব প্রভিশনস, বাই এ সাফোক জেন্টেলম্যান", ১৭৯৫ পৃঃ ৪। এমনকি বৃহৎ জোতের প্রচণ্ড প্রবক্তা, "ইনকুইরি ইনটু দি কানেকশন বিটুইন দি প্রেজেণ্ট প্রাইস অব প্রভিশনস", ১৭৭৩, পৃঃ ১৩৯, বলেন, আমি সত্যই আমাদের চাষী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ধানের জন্য আক্ষেপ করি—সেই লোকগুলি যারা বাস্তবিক পক্ষে এই জাতীর স্বাধীনতাকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছিল ; আমার দেখে দুঃখ হয়, তাদের জমি-জমা একচেটিয়া-অধিকার-বিস্তারী জমিদারদের হাতে চলে গিয়েছে, যারা তা ইজারা দিয়েছে ছোট ছোট কৃষকদের কাছে এমন সব শর্তে যেন এই কৃষকেরা তাদের ক্রীতদাস, যে-কোনো খারাপ ব্যাপারে প্রভুদের হুকুম তামিলের জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

নিয়ে এল উদ্বৃত্ত-মূল্যের আত্মসাৎকারী জমিদার ও ধনিকদের।[১] তারা উদ্বোধন করল বিশাল আয়তনে রাষ্ট্রীয় ভূমি-সম্পত্তির অপহরণ, যা এতকাল চলে আসছিল সীমিত মাত্রায়। এই সম্পত্তিগুলি দিয়ে দেওয়া হত, হাস্যকর দামে বেচে দেওয়া হত কিংবা সরাসরি দখল করে ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত।[২] আইনগত শিষ্টাচারের প্রতি সামান্যতম স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই এই সব কিছু ঘটল। এই ভাবে প্রতারণাপূর্বক করায়ত্ত করা রাষ্ট্রীয় জমি-জমা এবং সেই সঙ্গে গীর্জার ভূমি-সম্পত্তির লুণ্ঠন —যতদূর পর্যন্ত তা আবার প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে হাত-ছাড়া হয়নি—রচনা করে দিল আজকের দিনের ইংরেজ অভিজাত-গোষ্ঠীর রাজকীয় ভূম্যধিকারগুলির ভিত্তি।[৩] বুর্জোয়া ধনিকেরা যে এই কর্মকাণ্ডটিকে সমর্থন করল, তার অন্যতম উদ্দেশ্য হল জমিতে অবাধ বাণিজ্যের বিস্তার সাধন, বৃহদাকার জোত-ব্যবস্থার ভিত্তিতে আধুনিক কৃষিকর্মের সম্প্রসারণ, এবং হাতের কাছে মজুদ মুক্ত কৃষি-মজুরদের সরবরাহের বৃদ্ধি সাধন। তা ছাড়া এই নোতুন ভৌমিক অভিজাত-তন্ত্র ছিল আবার নোতুন ব্যাংক-তন্ত্রের, নোতুন ডিম-ফোটা বৃহৎ-অর্থের এবং, তখনো সংরক্ষণমূলক কর-ব্যবস্থার উপরে নির্ভরশীল, বৃহৎ কারখানা-মালিকের স্বাভাবিক মিত্র। নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ বুর্জোয়া-শ্রেণী সম্পূর্ণ বিচক্ষণতার সঙ্গেই কাজ করেছিল, যেমন করেছিল সুইডিশ বুর্জোয়া-শ্রেণী যারা, প্রক্রিয়াকে বিপরীত মুখে ঘুরিয়ে দিয়ে, তাদের অর্থনৈতিক মিত্র চাষী-সমাজের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, রাজাকে সাহায্য করেছিল অভিজাতবর্গের হাত থেকে সরকারের খাস জমি জোর করে পুনরুদ্ধার করতে। এই ঘটনা ঘটে ১৬০৪ সাল থেকে, দশম চার্লস এবং একাদশ চার্লস-এর রাজত্বকালে।

১. এই বুর্জোয়া নায়কটির ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে নানা ব্যাপারের মধ্যে একটি: আয়র্ল্যাণ্ডে লেডি অর্কনিকে বড় বড় জমি দান রাজার প্রণয়ের এবং মহিলার প্রভাবের প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত···লেডি অর্কনির সোহাগপূর্ণ পরিচর্যাই নাকি "ফিডা লেবিয়োরাম মিনিস্ট্রিয়া" ('ব্রিটিশ মিউজিয়ামে'-এ স্লোয়ান-পাণ্ডুলিপি-সংকলন দ্রষ্টব্য, নং ৪২২৪, পাণ্ডুলিপিটির নাম "ক্যারেক্টার অ্যাণ্ড বিহেভিয়ার অব কিং উইলিয়ম।" এটা নানা কৌতূহলকর বিবরণে পরিপূর্ণ।)

২. "'ক্রাউন এস্টেট' (খাস-জমি)-গুলির বে-আইনি বিলিবিক্রয় ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের কলংকময় অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি—জাতির বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড জালিয়াতি।" (এফ. ডবল্যু নিউম্যান, 'লেকচার্স অন পলিটিক্যাল ইকনমি', পৃঃ ১২৯, ১৩০)। [বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: 'আওয়ার ওল্ড নোবিলিটি।—নোব্লেস ওব্লাইজ' লণ্ডন, ১৮৭৯—এফ. এঙ্গেলস]

৩. উদাহরণস্বরূপ পড়া যায়: ই. বার্ক-এর পুস্তিকা—বেড্ফোর্ডের ডিউক বংশ সম্পর্কে, যার বংশধর হলেন লর্ড জন রাসেল, "উদারনীতিবাদের টুনটুনি পাখি"।

উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থেকে এজমালি সম্পত্তি সব সময়েই আলাদা; এজমালি সম্পত্তি হল একটি টিউটনিক প্রতিষ্ঠান, যা সামন্ততন্ত্রের আবরণে প্রচলিত ছিল। আমরা দেখেছি কিভাবে এই সম্পত্তির জোর-জবরদস্তিমূলক দখল, যা সাধারণতঃ আবাদি জমির গো-চর জমিতে রূপান্তরিত করার সঙ্গে একযোগে চলত, তার শুরু হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের শেষাশেষি এবং চলেছিল ষোড়শ শতক অবধি। কিন্তু সে সময়ে এই প্রক্রিয়াটি সাধিত হত ব্যক্তিগত হিংসাকাণ্ডের সাহায্যে, যার বিরুদ্ধে আইন দেড়শ' বছর ধরে বৃথাই লড়াই করেছিল। অষ্টাদশ শতকে যে-অগ্রগতি ঘটে তা প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে, তখন খোদ আইনটা নিজেই পরিণত হল জনগণের জমি অপহরণের হাতিয়ারে, যদিও বড় বড় জোত-মালিকেরা সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র পদ্ধতিগুলিও ব্যবহার করত।[১] লুণ্ঠনের সংসদীয় রূপটি হল সাধারণ জমির পরিবেষ্টন-সংক্রান্ত আইনগুলি, অর্থাৎ সেই বিধানগুলি যার বলে জমিদারেরা সর্ব-সাধারণের জমিগুলি নিজেদেরকে দান করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে। স্যর এফ. এম. ইডেন প্রথমে তাঁর বিশেষ চাতুর্যপূর্ণ ওকালতিতে সাধারণ সম্পত্তিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন সামন্ত প্রভুদের স্থান-গ্রহণকারী বৃহৎ জমিদারবর্গের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে; তার পরে নিজেই আবার তা খণ্ডন করেন যখন তিনি "সাধারণ জমিগুলি ঘেরাও করার জন্য একটা ব্যাপক আইন" প্রণয়নের দাবি করেন (এবং এই ভাবে স্বীকার করে নেন যে, সেগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য একটি সংসদীয় 'ক্যু-দেতা'-র ['জোর-কেরামত'-এর দরকার] এবং, তদুপরি, জমি থেকে উৎখাত গরিবদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আইন-সভার কাছে আহ্বান জানান।[২]

এক দিকে যখন জমিদারদের খেয়াল-খুশির উপরে নির্ভরশীল একটা দাস-সুলভ জনসমষ্টি—উঠবন্দী প্রজা তথা বার্ষিক ইজারাভোগী ছোট কৃষকেরা—দখল করল স্বাধীন চাষীদের জায়গা, অন্য দিকে তখন, রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি অপহরণের পরে, সাধারণ জমি-গুলির এই ধারাবাহিক লুণ্ঠন বৃহৎ জোতগুলিকে আরো স্ফীতকায় করে তুলতে এবং কৃষি-জনসংখ্যাকে কারখানা-শিল্পের সর্বহারা হিসাবে মুক্ত করে দিতে সাহায্য করল;

১. জোত-মালিকেরা কুঁড়েঘরবাসীদের নিষেধ করে তাদের নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ছাড়া আর কোন জীবিত প্রাণী রাখতে। তারা অজুহাত দেয় যে এই সকল জন্তু ও হাঁস-মুরগী রাখলে সেগুলিকে খাওয়াবার জন্য তারা গোলাবাড়ি থেকে চুরি করবে। তারা আরও বলে যে কুঁড়েঘরে বসবাসকারীদের গরিব করে রাখলে তাদের কর্মক্ষম রাখা যাবে। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে জোতমালিকরা তাদের সকল সাধারণ জমি করায়ত্ত করতে চায়। ("A Political Inquiry into the Consequence of Enclosing Waste Lands," London, 1785, p. 75)

২. ইডেন l.c. ভূমিকা।

এই স্ফীতকায় জোতগুলিই অষ্টাদশ শতকে অভিহিত হত 'মূলধন জোত'[১] বা 'বণিক্ জোত'[২] বলে।

যাই হোক, উনিশ শতকের মত আঠারো শতক তত সম্পূর্ণ ভাবে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং জনগণের দারিদ্র্যের মধ্যে অভিন্নতাটা ধরতে পারেনি। আমার সামনে যে বিপুল পরিমাণ তথ্যসম্ভার রয়েছে, তা থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি, যেগুলি তৎকালীন ঘটনাবলীর উপরে প্রভূত আলোক সম্পাত করবে। একজন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি লিখছেন, "হার্টফোর্ডশায়ারের বেশ কয়েকটি প্যারিশে, গড়ে ৫০ থেকে ১৫০ একর জমির অধিকারী, এমন ২৪টি জোতকে গলিয়ে তিনটি জোতে পরিণত করা হয়েছে।"[৩] "নর্দাম্পটনশায়ার এবং লেইসেস্টারশায়ারে সাধারণ জমির পরিবেষ্টন খুব বিরাট আয়তনে সংঘটিত করা হয়েছে, এবং, পরিবেষ্টনের ফলে সৃষ্ট নোতুন জমিদারি-গুলির অধিকাংশকেই পরিবর্তিত করা হয়েছে চারণ-জমিতে, যার ফলে, আগে যে-সব জমিদারিতে বছরে ১,৫০০ একর পর্যন্ত আবাদ হত, এখন সেগুলির বেশির ভাগেই ৫০ একরের বেশি আবাদ হয় না। আগেকার বাড়ি-ঘর, গোলাবাড়ি, আস্তাবল ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষগুলিই কেবল এখন পড়ে রয়েছে আগেকার অধিবাসীদের চিহ্ন হিসাবে।" কতকগুলি বেষ্টনমুক্ত গ্রামে এক শ' বাড়ি ও পরিবার···কমে দাঁড়িয়েছে আট-দশটিতে।·····মাত্র ১৫-২০ বছর ধরে বেষ্টন করা হয়েছে এমন সব প্যারিশের জমি-মালিকের সংখ্যা সেগুলির বেষ্টন-মুক্ত অবস্থায় সেখানে যত সংখ্যক জমির মালিক বাস করত, তার তুলনায় অনেক কম। চার-পাঁচজন বিত্তবান মেষ-পালকের পক্ষে একটা বিশালাকার বেষ্টনভুক্ত জমিদারি আত্মসাৎ করে নেওয়া মোটেই বিরল ঘটনা নয়—এমন একটি জমিদারি যা আগে ছিল ২০-৩০ জন জোত মালিক এবং সমসংখ্যক প্রজা ও ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারীর হাতে। এর ফলে, এরা সকলেই তাদের নিজেদের পরিবারবর্গ এবং, যারা প্রধানতঃ তাদের দ্বারাই কর্ম-নিযুক্ত ও পরিপোষিত হয়, তাদেরও পরিবারবর্গ সহ জীবিকা থেকে উচ্ছিন্ন হয়।"[৪] প্রতিবেশী জমিদারদের দ্বারা, বেষ্টনের

১. 'মূলধন জোত': ময়দা-ব্যবসা এবং শস্যের মহার্ঘতা সম্পর্কে দুটি পত্র, জনৈক ব্যবসায়ীর দ্বারা লিখিত, লণ্ডন, ১৭৬৭, পৃঃ ১৯, ২০।

২. 'বণিক-জোত': 'অ্যান এনকুইরি ইনটু দি কজেস অব দি প্রেজেণ্ট হাইপ্রাইস অব প্রভিশনস', লণ্ডন, ১৭৬৭, পৃঃ ১১ টীকা। অনামী প্রকাশিত এই চমৎকার বইটির লেখক রেভাঃ নাথানিয়েল ফরস্টার।

৩. টমাস রাইট: 'এ শর্ট অ্যাড্রেস টু দি পাব্লিক অন দি মনোপলি অব লার্জ ফার্মস', ১৭৭৯; পৃঃ ২, ৩।

৪. রেভাঃ অ্যাডিংটন 'ইনকুইরি ইনটু দি রিজিনস ফর অর এগেনস্ট এনক্লোজিং ওপেন ফিল্ড্স', লণ্ডন, ১৭৭২, পৃঃ ৩৭।

অছিলায়, কেবল যে পতিত জমিই দখলীকৃত হত, তা নয়, সেই সঙ্গে যৌথ ভাবে কর্ষিত কিংবা যৌথ-সমাজের কাছ থেকে নির্দিষ্ট-পরিমাণ খাজনার বিনিময়ে অধিকার-প্রাপ্ত জমিও দখলীকৃত হত। "যে-সব খোলা মাঠ ও জমির ইতিমধ্যেই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, আমি এখানে সেগুলির কথাই উল্লেখ করছি। এমনকি পরিবেষ্টনের পক্ষ-সমর্থক লেখকেরা পর্যন্ত স্বীকার করেন যে এই হ্রাস-প্রাপ্ত গ্রামগুলি জোতের উপরে একচেটিয়া মালিকানা বাড়িয়ে দেয়, খাদ্য-দ্রব্যাদির দাম চড়িয়ে দেয় এবং জনশূন্যতা সৃষ্টি করে···এবং এমনকি পড়ো জমি ঘিরে দেওয়ার ব্যাপারটা পর্যন্ত (যা এখন করা হচ্ছে), দরিদ্র জনগণকে তাদের জীবিকা থেকে আংশিক ভাবে বঞ্চিত করে তাদের উপরে আঘাত করছে, এবং বৃহৎ জোতগুলিকে আরো বৃহত্তর করে তুলছে।"[১] ডাঃ প্রাইস বলেন, "এই জমি চলে যায় কয়েকজন বৃহৎ কৃষকের হাতে; এর ফল অবশ্যই এই হবে যে ক্ষুদ্র কৃষকেরা" (আগে তিনি যাদের অভিহিত করেছেন "ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারীদের এবং তাদের প্রজাদের এক-সমষ্টি বলে, যে-প্রজারা তাদের নিজেদেরকে ও পরিবারবর্গকে পোষণ করে তাদের অধিকৃত জমির ফসল, যৌথ জমিতে পালিত ভেড়া, হাঁস-মুর্গী, শুয়োর ইত্যাদির দ্বারা এবং, সেই কারণে, যাদের প্রাণ-ধারণের কোনো দ্রব্য-সামগ্রী কেনার কোনো দরকার পড়ত না") রূপান্তরিত হত এমন এক দল লোকে যারা তাদের জীবিকা অর্জন করত অপরের জন্য কাজ করে, এবং যাদের যে-কোনো জিনিসের দরকার হলেই বাজারে যেতে হত॥····· সম্ভবতঃ শ্রমের সরবরাহ বেড়ে যাবে কেননা তার জন্য জবরদস্তি বেড়ে যাবে।···শহর ও কল-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কেননা আশ্রয় ও কাজের খোঁজে আরো বেশি বেশি মানুষ সেখানে তাড়িত হবে। এই ভাবেই জোতগুলিকে আত্মসাৎ করার ঘটনা স্বাভাবিক ভাবে ঘটে। আর এই ভাবেই এই প্রক্রিয়া অনেক বছর ধরে এই রাজ্যে কার্যতঃ ঘটে আসছে।[২] জমি-ঘেরাওয়ের ফলাফল তিনি এই ভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করেন, "মোটের উপরে, নিচু পর্যায়ের লোকদের অবস্থা সব দিক দিয়েই আরো খারাপের দিকে পরিবর্তিত হয়। জমির ক্ষুদ্র অধিকারী থেকে তারা পর্যবসিত হয় দিন-মজুর ও ভাড়াটে কর্মীতে; এবং সেই একই সময়ে তাদের জীবিকা-নির্বাহ হয়ে ওঠে আরো কঠিন।[৩] বস্তুত পক্ষে,

১. ডঃ আর প্রাইস, 'রিভার্শনারি পেমেণ্টস', পৃঃ ১৫১। ফর্স্টার, অ্যাডিংটন, কেণ্ট, প্রাইস এবং জেমস এণ্ডার্সনকে পড়া ও তুলনা করা উচিত তোষামুদে ম্যাক-কুলকের বকবকানির সঙ্গে তাঁর 'লিটারেচর অব পলিটিক্যাল ইকনমি' নামক 'ক্যাটালগে'। লণ্ডন, ১৮৪৫।

২. ঐ, পৃঃ ১৪৭।

৩. আমাদের প্রাচীন রোমের কথা মনে পড়ে। 'ধনীরা অবিভক্ত দেশের বৃহত্তর অংশের দখল পেয়েছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল এই জমিগুলি আবার তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে না এবং সেই জন্য তাদের জমির লাগোয়া গরিবদের কিছু 'প্লট'

সাধারণ জমির জবরদখল এবং সেই সঙ্গে কৃষিকর্মে তার সহগামী বিপ্লব কৃষি-শ্রমিকদের উপরে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যে, এমনকি ইডেন-এরও মতে, ১৭৬৫ এবং ১৭৮০-এর মধ্যে তাদের মজুরি ন্যূনতম সীমারও নীচে নেমে গেল এবং সরকারি 'গরিব-আইনের' ত্রাণ-সাহায্য দ্বারা তা পরিপূরণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি বলেন, তাদের মজুরি, "জীবনের পরম প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের পক্ষে যথেষ্টর তুলনায় বেশি ছিল না।"

ক্ষণিকের জন্য জমি-ঘেরাওয়ের জনৈক ধ্বজাধারী এবং ডাঃ প্রাইসের একজন বিরোধীর কথা শোনা যাক, 'যেহেতু খোলা মাঠে লোকজনকে আর শ্রম নষ্ট' করতে দেখা যায় না, সেই হেতু অবশ্যই জনশূন্যতা দেখা দিয়েছে এমন একটা সিদ্ধান্ত অনিবার্য নয়।… যদি ক্ষুদ্র কৃষকদের এমন একদল লোকে রূপান্তরিত করা যায়, যারা অবশ্যই অপরের জন্য কাজ করে এবং অধিকতর শ্রম উৎপাদন করে, তাহলে এটা হবে একটা সুবিধা, যা সমগ্র জাতি (অবশ্য, রূপান্তরিত কৃষকেরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়) কামনা করবে।… যখন তাদের সম্মিলিত শ্রম একসঙ্গে নিয়োজিত হবে, তখন ফসল উৎপন্ন হবে ঢের বেশি, ম্যানুফ্যাকচারের জন্য পাওয়া যাবে উদ্বৃত্ত এবং এই ভাবে ম্যানুফ্যাকচার যা হল জাতির একটি খনি-স্বরূপ, তা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।"[১]

তারা কিনে নিয়েছিল, এবং কিছু নিয়েছিল গায়ের জোরে ; এই ভাবে তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো ক্ষেতের বদলে সুবিস্তৃত জমিতে চাষ করতে লেগেছিল। তার পরে তারা কৃষিকাজে ও গো-পালনে ক্রীতদাস নিয়োগ করেছিল, কেননা স্বাধীন লোকদের সামরিক কাজে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ক্রীতদাসদের মালিকানা তাদের বিপুল লাভ এনে দিল, কেননা সামরিক কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাবার দরুন তারা অবাধে বংশবৃদ্ধি করতে এবং গাদায় সন্তান উৎপাদন করতে পারত। এইভাবে এই পরাক্রান্ত লোকেরা সমস্ত সম্পদ নিজেদের দিকে টেনে নিল এবং গোটা দেশ ক্রীতদাসে ছেয়ে গেল। অন্য দিকে, ইতালীয়দের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকল ; দারিদ্র্য, করের বোঝা এবং সামরিক কাজ তাদের ধ্বংস করে দিল। এমনকি যখন শান্তি এল, তখনো তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় কবলিত হল, কারণ ধনীদের হাতে ছিল জমির দখল এবং তারা সেখানে স্বাধীন লোকদের নিযুক্ত না করে, নিযুক্ত করত ক্রীতদাসদের।' (আপ্পিয়ান : 'গৃহযুদ্ধ')। এই অনুচ্ছেদটিতে বিবৃত হয়েছে লিসিনাস-এর বিধান-প্রবর্তনের আগেকার পরিস্থিতি। সামরিক কাজ, যা রোমের প্লিবিয়ানদের ধ্বংস বহুল মাত্রায় ডেকে এনেছিল, তারই সাহায্যে আবার শার্লেমেন স্বাধীন জার্মান চাষীদের ও ভূমিদাস ও খৎবন্দীদাসে পরিণত করলেন।

১. "অ্যান ইনকুইরি ইনটু দি কানেকশন বিটুইন দি প্রেজেন্ট প্রাইস অব প্রভিশনস," পৃঃ ১২৪, ১২৯ ঃ "কাজের লোকেরা বিতাড়িত হল তাদের কুটির থেকে ;

যে দার্শনিক-সুলভ মানসিক প্রশান্তি সহকারে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব "সম্পত্তির পবিত্রতম অধিকারসমূহের" নির্লজ্জতম লঙ্ঘনকে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি-স্থাপনের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কার্যাবলীকে গণ্য করে থাকে, তা লোকহিতৈষী ও 'টোরি'-পন্থী স্যার এফ এম. ইডেন দেখিয়েছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয় ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত জমি থেকে জনগণের বলপূর্বক উৎপাটনের দরুন ক্রমাগত যে-সব চুরি, অত্যাচার ও গণ-দুর্দশা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি থেকে তিনি যে মনোরম সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হলেন তা এই, "আবাদি জমি এবং চারণ-জমির মধ্যে যথোচিত অনুপাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গোটা চোদ্দ শতক এবং পনের শতকের বেশির ভাগটা জুড়ে ২, ৩, এমনকি ৪ একর পর্যন্ত আবাদি জমি-পিছু ছিল এক একর চারণ-জমি—যে পর্যন্ত না অবশেষে এক একর আবাদি জমি-পিছু ৩ একর চারণ-জমির সঠিক অনুপাতটি প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছে।"

উনিশ শতকে কৃষি-শ্রমিক ও সাধারণ সম্পত্তির মধ্যেকার স্মৃতিটি পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। আরো সাম্প্রতিক কালের কথা নয় বাদই দিলাম, কিন্তু ১৮০১ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে যে ৩৫,১১,৭৭০ একর সাধারণ জমি কৃষি-জনসমষ্টির অধিকার থেকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং সংসদীয় কলা-কৌশলের সাহায্যে জমিদারেরা জমিদারদের দান করেছিল, তার জন্য কি এক কপর্দক ক্ষতিপূরণও তাদের দেওয়া হয়েছিল?

কৃষি-জনসংখ্যার পাইকারি উচ্ছেদসাধনের সর্বশেষ প্রক্রিয়াটি হল তথাকথিত জমি-সাফাইয়ের অর্থাৎ জমি থেকে মানুষ-জনকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবার কর্মকাণ্ড। এই পর্যন্ত যত ইংরেজি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলিরই চরম পরিণতি হল এই "জমি-সাফাই"। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে প্রদত্ত আধুনিক অবস্থার চিত্রটিতে আমরা যেমন দেখেছি, যখন সাফাই করার মত স্বাধীন কৃষি-কর্মী আর থাকে না, তখন শুরু হয় কুটির "সাফাই"-এর কর্মকাণ্ড, যাতে করে কৃষি-শ্রমিকেরা যে জমি চাষ করে, সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত না পায়। কিন্তু "জমি-সাফাই" বাস্তবে ও সঠিক ভাবে কি বোঝায়, তা আমরা জানতে পাই কেবল আধুনিক কল্প-কাহিনীর সেই স্বপ্নরাজ্যে—স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডস-এ। সেখানে এই প্রক্রিয়াটির বিশেষত্ব হল তার ধারাবাহিক চরিত্র, এক আঘাতে যে-আয়তনে তা সংঘটিত হয় তার ব্যাপকতা (আয়র্ল্যাণ্ডেও জমিদারেরা এক সঙ্গে কয়েকটি করে গ্রাম-সাফাই পর্যন্ত গিয়েছে কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে জমিদারেরা এক সঙ্গে হাতে নিয়েছে জার্মান রাজ্যগুলির মত বিরাট বিরাট এলাকা) এবং, সর্বশেষে, সম্পত্তির স্ব-বিশেষ রূপ, যার অধীনে চুরি-করা জমি পর্যন্ত দখলে রাখা যায়।

বাধ্য হল কাজের খোঁজে শহরে যেতে ; কিন্তু তাতে ঘটল বৃহত্তর উদ্বৃত্ত এবং এই ভাবে বর্ধিত হল মূলধন।" ("দি পেরিলস অব দি নেশন", দ্বিতীয় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৪৩, পৃঃ ১৪।

হাইল্যাণ্ডের 'কেল্ট'-রা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, যে গোষ্ঠী যে-জমিতে বাস করত, সেই গোষ্ঠী ছিল সেই জমির মালিক। গোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে বলা হত তার "প্রধান" বা "মহাজন"; সে ছিল কেবল নামে মাত্র সম্পত্তির মালিক, ইংল্যাণ্ডের রানী যেমন ইংল্যাণ্ডের সমস্ত জমির মালিক। ইংরেজ সরকার যখন এই বড় কর্তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং 'লো-ল্যাণ্ড'-এর সমতলে তাদের নিরন্তর আক্রমণ দমন করতে সক্ষম হল, তখন ঐ গোষ্ঠীপতিরা কোনক্রমেই তাদের প্রথাগত লুঠেরা-বৃত্তি পরিত্যাগ করল না; তারা কেবল তার রূপ পরিবর্তন করল। তাদের নিজেদের কর্তৃত্ববলে তারা তাদের নাম-মাত্র অধিকারকে রূপান্তরিত করল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে এবং যখনি তার ফলে গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে তার বিরোধ হত, সে খোলাখুলি বলপ্রয়োগ করে তাদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, সেই বিরোধের সমাধান করত। অধ্যাপক নিউম্যান বলেন, "একই ভাবে ইংল্যাণ্ডের যে কোন রাজা দাবি করতে পারেন যে তিনি তাঁর প্রজাদের সাগরে তাড়িয়ে দেবেন।"[১] 'প্রিটেণ্ডার'-এর ('সিংহাসন দাবিদার'-এর) অনুগামীদের সর্বশেষ অভ্যুত্থানের পরে স্কটল্যাণ্ডে যে বিপ্লব শুরু হয় তার প্রথম পর্যায়গুলির ইতিবৃত্ত অনুসরণ করা যায় স্যার জেমস স্টুয়ার্ট[২] এবং জেমস এণ্ডার্সনের[৩] লেখাগুলিতে। আঠারো শতকে বিতাড়িত 'গেইল'দের (কেল্ট্-দের) দেশান্তর গমন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল, যাতে করে তাদের জোর করে গ্লাসগো ও অন্যান্য শিল্প-শহরে পাঠানো যায়।[৪] উনিশ শতকে প্রচলিত এই পদ্ধতিটির একটি নমুনা হিসাবে[৫] সাদারল্যাণ্ডের 'ডাচেস' যে 'সাফাই' চালিয়েছিলেন, তার উল্লেখই যথেষ্ট

১. ঐ, পৃঃ ১৩২।

২. স্টুয়ার্ট বলেন, 'আপনি যদি এই সব জমির খাজনা (তিনি ভুল করে এর মধ্যে গোষ্ঠী-প্রধানকে প্রদত্ত করও অন্তর্ভুক্ত করেন) তার আয়তনের সঙ্গে তুলনা করেন, তা হলে তা খুব কম বলে মনে হবে। আপনি যদি তাকে ঐ জোতের দ্বারা পরিপোষিত সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করেন, তা হলে আপনি দেখতে পাবেন হাইল্যাণ্ডসে একটি জমি সম্ভবতঃ একটি ভাল ও উর্বর প্রদেশে অবস্থিত একই মূল্যের একটি জমির চেয়ে দশগুণ বেশি লোককে পোষণ করে।' 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিকাল ইকনমি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০৪)।

৩. জেমস এণ্ডার্সন: "অবজার্ভেশনস অন দি মিনস অব একসাইটিং এ স্পিরিট অব ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রি," এডিনবরা, ১৭৭৭।

৪. ১৮৬০ সালে বলপূর্বক উৎসাদিত লোকদের ধোকা দিয়ে কানাডায় রপ্তানি করা হয়েছিল। কেউ কেউ পাহাড়ে এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে পালিয়ে গিয়েছিল।

৫. অ্যাডাম স্মিথের টীকাকার বুকানন বলেন, স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডসে সম্পত্তির প্রাচীন ব্যবস্থা প্রত্যহই ভাঙ্গা হচ্ছে।...উত্তরাধিকার সূত্রে স্বত্বভোগীকে না দিয়ে

হবে। অর্থতত্ত্বে সু-শিক্ষিত এই মহিলাটি সরকারে প্রবেশের পরেই সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি একটা আমূল প্রতিকার সংঘটিত করবেন, গোটা দেশটিকে—যার জনসংখ্যা আগেকার কর্মকাণ্ডগুলির ফলে ইতিমধ্যেই ১,৫০,০০০-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে—তাকে পর্যবসিত করবেন একটা মেষ-চারণ-ভূমিতে। ১৮১৪ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত এই ১,৫০,০০০ অধিবাসীকে, প্রায় ৩,০০০ পরিবারকে শিকারের মত তাড়া করা হয় এবং নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। তাদের সমস্ত গ্রামগুলিকে ধ্বংস করা হয়, পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদের সমস্ত ক্ষেতগুলিকে চারণ-ভূমিতে পরিণত করা হয়। ব্রিটিশ সৈন্যরা এই উচ্ছেদ কাণ্ড সবলে সম্পাদন করে এবং অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। একজন বৃদ্ধা মহিলা তাঁর কুটির ছেড়ে যেতে অস্বীকার করলে, কুটিরের মধ্যেই আগুনে পুড়ে মারা যান। এই ভাবে এই মহীয়সী মহিলা ৭,৯৪,০০০ একর জমি আত্মসাৎ করলে, স্মরণাতীত কাল ধরে যে জমি ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি। উৎপাটিত অধিবাসীদের জন্য তিনি সাগরের তীরে পরিবার-পিছু ২ একর হিসাবে মোট ৬,০০০ একর জমি বরাদ্দ করলেন। এই ৬,০০০ একর জমি এতকাল 'পতিত' পড়েছিল এবং সেগুলি থেকে মালিকদের হাতে কোনো আয় আসত না। এই 'ডাচেস' মহিলাটি তাঁর হৃদয়ের মহানুভবতার দরুন কার্যত এতদূর পর্যন্ত গেলেন যে ঐ জমির জন্য গোষ্ঠীর লোকদের

জমিদার এখানে যে সবচেয়ে বেশি অর্থ দেয় তাকেই জমির বন্দোবস্ত দেয় আর সে যদি হয় একজন উন্নয়নকারী, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই চালু করে কৃষির এক নোতুন প্রণালী। ···ছোট ছোট প্রজা ও শ্রমিকদের দিয়ে ছেয়ে থাকা জমি অধ্যুষিত ছিল তার ফসলের অনুপাতে, কিন্তু নোতুন উন্নততর কৃষিকার্য এবং উচ্চতর খাজনার অধীনে সবচেয়ে কম খরচে পাওয়া যায় সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি ফসল এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মীরা অপসারিত হবার ফলে জনসংখ্যা হয় হ্রাসপ্রাপ্ত; কত লোককে জমি পোষণ করবে, তা নয়, কত লোককে তা নিয়োগ করবে, সেটাই হয় মাত্রা। অপসারিত প্রজারা কাছাকাছি শহরে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।' (ডেভিড বুকানন: 'অবজার্ভেশনস অন অ্যাডাম স্মিথস ওয়েলথ অব নেশনস', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৪)। 'স্কচ জমিদারেরা পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করত যেন তারা আগাছার ঝাড় উপড়ে ফেলেছে এবং তারা গ্রামবাসী ও গ্রামবাসীদের প্রতি আচরণ করত যেমন জানোয়ারদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে ক্রুদ্ধ ভারতীয়রা আচরণ করে বাঘে ভরা জঙ্গলের প্রতি।·· মানুষকে বিনিময় করা হত ভেড়ার পশম বা মাংসের সঙ্গে কিংবা তার চেয়েও সস্তা কিছুর সঙ্গে।·· তা হলে মোগলরা যখন চীনের উত্তর দিকের প্রদেশগুলিতে প্রবেশ ক'রে সেখানকার লোকজনকে উচ্ছেদ ক'রে সেই জায়গাগুলিকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল পশুচারণে, তখন তাদের উদ্দেশ্যটা কি আর এমন খারাপ ছিল? এই একই ব্যবস্থা তো হাইল্যাণ্ডের অনেক জমিদার প্রয়োগ করেছে তাদের স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে।' (জর্জ এনসর: 'ইনকুইরি··· পপুলেশন অব নেশনস', লণ্ডন, ১৮১৮, পৃঃ ২১৫, ২১৬)।

উপরে একর পিছু ২ শিলিং ৬ পেন্স করে ভাড়া ধার্য করে দিলেন, যে-লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার পরিবারের জন্য রক্ত ঢেলে এসেছে। গোষ্ঠী-জমির পুরোটাকেই তিনি ভাগ করলেন ২৯টি বৃহদাকার মেষ-'ফার্ম'-এ, প্রত্যেকটিতে বসিয়ে দিলেন একটি করে পরিবার—বেশির ভাগই ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা খামার-চাকর। ১৮৩৫ সালেই ১৫,০০০ গেইলের বদলে ১,৩১,০০০ ভেড়াকে জায়গা করে দিয়েছে। আদিবাসীদের বাকি অংশ সমুদ্র-তীরে নিক্ষিপ্ত হয়ে মাছ শিকার করে কোন রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তারা পরিণত হল উভচর প্রাণীতে, এবং, যে কথা একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, বাস করত অর্ধেকটা মাটিতে আর অর্ধেকটা জলে—দুয়েরই আধা-আধি যোগ করে।[১]

কিন্তু তাদের গোষ্ঠীর "মহাজন"-দের প্রতি তাদের আবেগপূর্ণ ও পার্বত্য দেবভক্তির জন্য ধীর গেইলদের আরো তিক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তখনো বাকি ছিল। তাদের মাছের গন্ধ তাদের "মহাজন"-দের নাকে গিয়ে পৌছাল। তারা তার মধ্যে কিছু মুনাফার গন্ধ পেল এবং লণ্ডনের বড় বড় মৎস্য-ব্যবসায়ীদের কাছে সমুদ্র-তীর ভাড়া দিয়ে দিল। দ্বিতীয় বারের মত গেইলদের শিকারের মত তাড়া করে দেওয়া হল।[২]

কিন্তু, সর্বশেষে, মেষ-চারণ-ভূমির অংশ বিশেষকে রূপান্তরিত করা হল মৃগ-সংরক্ষণীতে। সকলেরই জানা আছে যে, ইংল্যাণ্ডে কোনো সত্যিকারের বন নেই। বড় বড় লোকের বাগানে যেসব হরিণ থাকে, সেগুলি গৃহপালিত গবাদি পশুর মত শান্তশিষ্ট, লণ্ডনের পৌরপতিদের ('অল্ডারম্যান'-দের) মত স্থূলকায়। সুতরাং স্কটল্যাণ্ডই হল এই "মহৎ আবেগ"-এর শেষ অবলম্বন। ১৮৪৮ সালে সমার্স বলেন,

১. যখন সাদারল্যাণ্ডের বর্তমান ডাচেস 'আংকল টমস কেবিন'-এর লেখিকা শ্রীমতী বীচার-কে মহা ধুমধামে লণ্ডনে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলেন আমেরিকান রিপাব্লিকের নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি দেখাবার জন্য, যে সহানুভূতি তিনি ইচ্ছা করেই দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর সহ-অভিজাতবর্গের প্রতি—গৃহ-যুদ্ধের সময়ে যখন ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি 'মহৎ' হৃদয় স্পন্দিত হয়েছিল দাস-মালিকদের জন্য, তখন আমি 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে' পত্রিকায় সাদারল্যাণ্ডের ক্রীতদাসদের সম্পর্কে তথ্যাদি প্রকাশ করেছিলাম। আমার লেখাটি একটি স্কচ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল এবং তার ফলে ঐ পত্রিকার সঙ্গে সাদারল্যাণ্ডের স্তাবকদের বেশ একটা বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

২. এই মৎস্য-ব্যবসায়ের কৌতূহলকর বিবরণ 'মিঃ ডেভিড আর্কুহার্টস পোর্টফোলিও'-তে সবিস্তারে পাওয়া যাবে। নাসাউ ডবল্যু সিনিয়র তাঁর ইতিপূর্বে উদ্ধৃত গ্রন্থে (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) 'সাদারল্যাণ্ডশায়ারের কর্মকাণ্ডকে মানুষের স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে কল্যাণকর সাফাই-অভিযান' বলে বর্ণনা করেছেন।' (ঐ)।

"নোতুন নোতুন বন ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে।" এখানে গেইক-এর একধারে আপনি পাচ্ছেন গ্লেনফেশির নোতুন বন; এবং ওখানে আরেক ধারে পাচ্ছেন আর্ড-ভেরিকির নোতুন বন। একই লাইনে আপনি পাচ্ছেন ব্ল্যাক মাউণ্ট, এক বিশাল পতিত ভূখণ্ড, সম্প্রতি বনে রূপান্তরিত। পূর্ব থেকে পশ্চিমে—অ্যাবারডীনের প্রতিবেশ থেকে ওবানের পাহাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত—আপনার কাছে এখন প্রসারিত বনের পর বনের এক একটানা লাইন; অন্য দিকে, হাইল্যাণ্ডস-এর অপরাপর অংশে বিরাজ করছে লচ আর্কেইগ, গ্লেন্‌গ্যারি, গ্লেনমোরিস্টন ইত্যাদি জায়গার নোতুন নোতুন বনগুলি। যেসব নদী-বাহিত উপত্যকায় আগে ছিল মোট কৃষক-গোষ্ঠীর বসতি, সেখানে এখন আমদানি করা হয়েছে ভেড়ার পাল এবং ঐ কৃষকেরা তাড়িত হয়েছে আরো অপকৃষ্ট, আরো অনুর্বর জমিতে জীবিকার সন্ধান করতে। এখন হরিণ, ভেড়ার স্থান দখল করছে এবং তা আবার ছোট প্রজাদের বেদখল করে দিচ্ছে, যারা স্বভাবতই তাড়িত হল আরো অপকৃষ্ট জমিতে এবং আরো চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে। হরিণ-বন[১] এবং মানুষ জন এক সঙ্গে থাকতে পারে না। হয় একে, নয় ওকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবেই। যেমন গত এক-চতুর্থ শতাব্দী ধরে বন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন আরো এক-চতুর্থ শতাব্দী ধরে তা বৃদ্ধি পাক, এবং গেইলরা তাদের জন্মভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।···হাইল্যাণ্ডস-এর স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে এই তৎপরতা কিছু অংশের কাছে একটা আকাঙ্ক্ষা,···কিছু অংশের কাছে মৃগয়া-প্রেম···আবার যারা আরো বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, এমন কিছু অংশের কাছে এটা একটা বৃত্তি যা তারা অবলম্বন করে একমাত্র মুনাফার দিকে নজর রেখে। কারণ এটা একটা ঘটনা যে, একটি পাহাড়-সারিকে মেষ-চারণ হিসাবে ভাড়া দেবার তুলনায় বনের মধ্যে একটি মৃগ-মৃগয়াক্ষেত্র মালিকের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি মুনাফাজনক।·· যে শিকারী হরিণ-বনের খোঁজে থাকে, সে কেবল তার টাকার থলির সীমা ছাড়া আর কোনো হিসাবের দ্বারাই তার আর্থিক প্রস্তাবকে সীমিত করে না। নর্মান রাজাদের অনুসৃত নীতি যে দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনায় হাইল্যাণ্ডস-এর উপরে চাপিয়ে দেওয়া দুঃখ-দুর্দশা বড় কম ছিল না। হরিণের বিচরণ-ক্ষেত্র ক্রমেই আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষকে ততই শিকারের মত তাড়া করে সংকীর্ণ থেকে আরো সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়েছে।···মানুষের অধিকারগুলিকে একটা একটা করে নাশ করা হয়েছে।···এবং অত্যাচারও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।··· আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় পতিত জমিগুলি থেকে যেমন গাছপালা ও ঝোপঝাড় সাফ করে ফেলা হয়, তেমনি একটি স্থিরীকৃত নীতি হিসাবেই, একটি কৃষিগত আবশ্যিকতা হিসাবেই, স্বত্বাধিকারীরা মানুষ-জনকে সাফাই করার এবং ছড়িয়ে দেবার কর্মকাণ্ড

১. স্কটল্যাণ্ডের হরিণ-বনগুলিতে একটিও গাছ ছিল না। ভেড়াগুলোকে কেবল ন্যাড়া পাহাড়গুলিতে এদিক-ওদিক তাড়িয়ে বেড়ানো হত; এবং এগুলোকে বলা হত হরিণ-বন এমনকি গাছ-লাগানো বা সত্যিকার বন-রচনাও নয়।

অনুসরণ করে থাকে, এবং এই কর্মকাণ্ড চলতে থাকে ধীর-স্থির, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে।[১]

১. রবার্ট সমার্স: "লেটার্স ফ্রম দি হাইল্যাণ্ডস: অর দি ফ্যমিন অব ১৮৪৭, লণ্ডন, পৃঃ ১২-২৮। এই চিঠিগুলি গোড়ায় বেরিয়েছিল 'টাইমস' পত্রিকায়। ইংরেজ অর্থনীতিকরা অবশ্য গেইলদের এই দুর্ভিক্ষকে ব্যাখ্যা করলেন তাদের জন-সংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বাহুল্যের সাহায্যে, তারা 'তাদের খাদ্য সরবরাহের উপরে চাপ দিচ্ছিল।' জমি-সাফাই, বা জার্মানিতে যাকে বলা হয় 'বাউএন'লেগেন', জার্মানিতে শুরু হয় ৩০ বছরের যুদ্ধের পরে এবং ১৭৯০ সাল পর্যন্তও কুর্সাসেন-এ কৃষক-বিদ্রোহ ঘটায়। বিশেষ করে পূর্ব-জার্মানিতে সাফাইয়ের প্রকোপ লক্ষিত হয়। অধিকাংশ প্রুশীয় প্রদেশে, দ্বিতীয় ফ্রেডরিক সর্ব-প্রথম কৃষকদের সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করেন। সাইলেসিয়া বিজয়ের পরে তিনি জমিদারদের বাধ্য করেন কুটির, গোলাবাড়ি ইত্যাদি পুনর্নির্মাণ করতে। তিনি সেনাবাহিনীর জন্য সৈন্য এবং কোষাগারের জন্য কর চাইলেন। বাকি বিবরণের ফ্রেডরিকের আর্থিক প্রণালী ও স্বৈরতান্ত্রিক উচ্ছৃংখলা, আমলতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অধীনে কৃষকের মনোরম জীবন ইত্যাদির জন্য তাঁর অনুরাগী মিরাবো থেকে নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি পঠিতব্য: 'Le lin fait donc une des grandes richesses du cultivateur dans le Nord de l'Altemagen. Malhcureusement pour l'espece humaine, ce n'est qu'une ressource contre la misere et non un moyen de bien-etre. Les impots directs, les corvees, les servitudes de tout genre, ecrosent le cultivateur allemand, qui paie encore des impots indirects dans tout ce qu'il achete…et pour comble de ruine, il n'ose pas vendre ses productions ou et comme il le veut ; il n'ose pas acheter ce dont il a besoin aux marchands qui pourraient le lui livrer au meilleur prix. Toutes ces causes le ruinent insensiblement, et il se trouverait hors d'etat de payer les impots directs a l'echeance sans la filerie ; elle lui offre une ressource en occupant utilement sa femme, ses enfants, ses servants, ses valets, et lui-meme ; mais quelle penible vie, meme aidee de ce secours. En ete, il travaille comme un forcat au labourage et a la recolte ; il se couche a 9 heures et se leve a deux, pour suffire aux travaux ; en hiver il devrait reparer ses forces par un plus grand repos ; mais il manquera de grains pour le pain et les semailles, s'il se defait des denrees qu'il faudrait vendre pour payer

গীর্জার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন, রাষ্ট্রের খাস-জমির প্রতারণামূলক আয়ত্তীকরণ, সাধারণ জমিগুলি সবলে অপহরণ, সামন্ততান্ত্রিক ও গোষ্ঠীগত সম্পত্তির জবর-দখল এবং বেপরোয়া সন্ত্রাস-সৃষ্টির মাধ্যমে সেগুলিকে আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত

les impots. Il faut donc filer pour suppleer a ce vide…il fauty apporter la plus grande assiduite. Aussi le paosan se couche-t.il en hiver a minuit, une heure, et se leve a cinq ou six ; yu bien il se couche a neuf a neuf, et es leve a deux, et cela tous les jours de la vie si ce n'est le dimanche. Ces exces de veille et de travaii usent la nature humaine, et de la vien qu'hommes et femmes vieillissent beaucoup plutot dons les campagnes que dans les villes.' (Mirabeau, l. c., t. III. pp. 212 sqq.) ।

রবার্ট সমার্স-এর পূর্বোল্লিখিত বইটি প্রকাশের ১৮ বছর পরে, ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, অধ্যাপক লিয়োন লেভি 'সোসাইটি অব আর্টস'-এ মেষ-চারণভূমির মৃগ-বনে রূপান্তরের উপরে একটি বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি স্কটিশ হাইল্যাণ্ডে ঘনায়মান সর্বনাশের ছবি আঁকেন। তিনি বলেন, 'নিজনীকরণ এবং মেষ-চারণ ক্ষেত্রকে মৃগবনে রূপান্তরীকরণ—এই দুটি হল বিনা-ব্যয়ে আয়ের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পন্থা।…মেষ-চারণক্ষেত্রকে মৃগ-বনে রূপান্তরিত করা হাইল্যাণ্ডে বহুল প্রচলিত।…জমিদারেরা একদিন যেমন মানুষদের নির্বাসিত করেছিল, আজ তেমন মেষদের নির্বাসিত করে নোতুন প্রজাদের স্বাগত জ্ঞাপন করে—বন্য পশু ও পালকযুক্ত পাখি।… একজন ফর্ফার শায়ারে ডালহৌসির আর্লের জমিদারি থেকে জন ও গ্রোটস অবধি হেঁটে যেতে পারেন, একবারও বনভূমি পরিত্যাগ না করে।… এই বনগুলির অনেকগুলিতে শেয়াল, বন-বিড়াল, পশমি-নেউল, নেউল, খাটাশ এবং আল্পাইন শশক বেশ সুপ্রাপ্য ; অন্যদিকে ইঁদুর, কাঠবিড়ালী ও খরগোশ গ্রামে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে বিরাট বিরাট এলাকা, যে গুলিকে তথ্যগত বিবরণীতে বর্ণনা করা হয়েছে অতি উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধ জমি হিসাবে, সেগুলিকে সর্বপ্রকার কৃষি ও উন্নয়ন থেকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং নিয়োজিত করা হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের বছরে সামান্য কিছুদিনের কৌতুকের জন্য।' ১৮৬৬ সালের ২রা জুনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখেছে, 'সাদারল্যাণ্ডের একটি সবচেয়ে সুন্দর মেষ-চারণক্ষেত্র, এ বছর যার ইজারা শেষ হবার পরে বাৎসরিক ১,০০০ পাউণ্ড খাজনায় বন্দোবস্ত দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেই মেষ-চারণক্ষেত্রটিকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে মৃগ-বনে। এখানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি সামন্ততন্ত্রের আধুনিক প্রবৃত্তিগুলি…আজও কাজ করছে সেদিনের মত, যেদিন নর্মান-বিজেতা… ধ্বংস করেছিল তিরিশটি গ্রাম—সৃষ্টি করতে 'নয়া বন'। ২০ লক্ষ একর…

করণ—এইগুলিই হল আদিম সঞ্চয়নের সরল-নিষ্পাপ বিভিন্ন পদ্ধতি। এইগুলিই ধনতান্ত্রিক কৃষিকার্যের জন্য ক্ষেত্র-জয় করল, জমিকে মূলধনের অংশবিশেষে পরিণত করল এবং শহরের শিল্পগুলির জন্য সৃষ্টি করল একটি "মুক্ত" ও আইনের আশ্রয়-বহির্ভূত সর্বহারা-শ্রেণী।

সম্পূর্ণ রূপে 'পতিত' অথচ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে উর্বর সব জমি। গ্লেন্‌টিল্ট-এর প্রাকৃতিক দূর্বাদল ছিল পার্থের সবচেয়ে পুষ্টিকর ঘাস। বেন অল্ডারের হরিণ-বন ছিল বহু-বিস্তৃত ব্যাডেনক অঞ্চলের সর্বোত্তম বিচরণ-ক্ষেত্র; ব্ল্যাক মাউন্টের একটা অংশ ছিল স্কটল্যাণ্ডে কালো-মুখো ভেড়ার সবচেয়ে ভাল চারণ-ক্ষেত্র। নিছক কৌতুক-ক্রীড়ার জন্য স্কটল্যাণ্ডের কী বিরাট আয়তন জমিকে অনাবাদি ফেলে রাখা হয়েছে, তা বোঝা যায় যখন মনে করা যায় যে তা সমগ্র পার্থের সমান। বেন-অল্ডারের বন-সম্পদের পরিমাণ থেকে কিছুটা ধারণা করা যায় এই সবলে আরোপিত ঊষরতা থেকে কী বিরাট ক্ষতি হয়েছে। এই জমি ১৫০০০ ভেড়ার তৃণ যোগাত।… সমস্ত বন-ভূমিই অনুৎপাদনশীল।…জার্মান সাগরের তলায় তা ডুবে থাকলেও একই ব্যাপার হত।…এই ধরনের তৈরী-করা ঊষরতা বা মরুভূমি আইনসভার সুদৃঢ় হস্তক্ষেপের সাহায্যে প্রতিরুদ্ধ হওয়া উচিত।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

॥ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উৎখাতদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত আইন-প্রণয়ন ॥

॥ পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা বলপূর্বক মজুরির হ্রাস-সাধন ॥

সামন্ততান্ত্রিক পোষ্যবর্গের বাহিনীগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া এবং জমি থেকে জনগণকে সবলে উৎখাত করার ফলে যে-সর্বহারা-সংখ্যার সৃষ্টি হল, সেই "মুক্ত" সর্বহারা-সংখ্যা যত দ্রুত বেগে বিশ্বের প্রাঙ্গণে নিক্ষিপ্ত হল, সম্ভবত সেই সংখ্যাকে তত দ্রুত নিজের মধ্যে ধারণ করার ক্ষমতা নবজাত ম্যানুফ্যাকচারগুলির ছিল না। অন্য দিকে, চিরাভ্যস্ত জীবন-যাত্রা থেকে আচমকা বিচ্ছিন্ন এই লোকগুলিও তেমন চটপট তাদের নোতুন পরিবেশের শৃংখলার সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারল না। তারা দলে দলে পরিণত হল ভিখারী, লুঠেরা ও ভবঘুরে—কিছুটা নিজেদের প্রবণতা থেকে কিন্তু বেশিটা ঘটনার প্রকোপ থেকে। এই কারণেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং গোটা ষোড়শ শতাব্দী ধরে গোটা ইউরোপ জুড়ে চলল ভবঘুরে-বৃত্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত আইন-প্রণয়ন। বর্তমান শ্রমিক-শ্রেণীর পিতৃ-পুরুষদের দণ্ডিত হতে হল তাদের জোর করে ভবঘুরে ও নিঃস্বে রূপান্তরিত হবার দরুন। আইন তাদের গণ্য করল "স্বেচ্ছামূলক" অপরাধী হিসাবে এবং ধরে নিল যে, পুরনো অবস্থার অধীনে কাজ করা তাদের নিজেদের সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করে, অথচ যে-অবস্থা এখন আর বিদ্যমান নেই।

ইংল্যাণ্ডে এই আইন-প্রণয়ন শুরু হল সপ্তম হেনরির আমল থেকে।

অষ্টম হেনরি, ১৫৩০: বৃদ্ধ ও কাজ করতে অক্ষম ভিখারীরা পেল একটা করে ভিখারী 'লাইসেন্স'। অন্য দিকে, শক্ত-সমর্থ ভবঘুরেদের জন্য বরাদ্দ হল কশাঘাত ও কারাবাস। তাদের বেঁধে দেওয়া হত গাড়ির পেছনে এবং ক্রমাগত চাবুক মারা হত যে-পর্যন্ত না তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করত; তারপরে শপথ নিতে হত যে তারা ফিরে যাবে নিজ নিজ জন্মভূমিতে বা গত তিন বছর যেখানে বাস করেছে, সেখানে এবং "নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে শ্রমে।" কী কঠোর পরিহাস! অষ্টম হেনরির ২৭তম বিধানে পূর্বোক্ত আইনটির পুনরাবৃত্তি করা হল কিন্তু সেই সঙ্গে নোতুন নোতুন ধারা যুক্ত করে তাকে আরো জোরদার করা হল। ভবঘুরেবৃত্তির জন্য দ্বিতীয় বার গ্রেফ্‌তার হলে আবার চাবুক মারা হবে এবং সেই সঙ্গে কানের অর্ধেকটা কেটে

দেওয়া হবে ; কিন্তু তৃতীয় বার স্খলন হলে স্খলনকারীকে দাগী অপরাধী এবং সাধারণ-স্বার্থের শত্রু হিসাবে ফাঁসী দেওয়া হবে।

ষষ্ঠ এডোয়ার্ড : তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরের ১৫৪৭ সালের একটি বিধানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কেউ কাজ করতে অস্বীকার করে, তা হলে যে-ব্যক্তি তাকে কুড়ে বলে নিন্দা করেছে, সে সেই ব্যক্তির গোলাম (Slave) হিসাবে বাঁধা থাকতে বাধ্য থাকবে। মনিব তাকে খেতে দেবে রুটি আর জল, পাতলা ঝোল এবং ফেলে-দেওয়া মাংস, যা সে উপযুক্ত বলে মনে করে। তার অধিকার থাকবে, চাবুক ও শিকলের সাহায্যে, তাকে দিয়ে যে-কোনো কাজ করাবার—তা, সে কাজ যতই জঘন্য হোক না কেন। যদি কোন গোলাম এক পক্ষ কাল গর-হাজির থাকে, তা হলে সে সারা জীবনের জন্য গোলামিতে দণ্ডিত হবে এবং তার কপালে ও পিঠে "S" এই অক্ষরটি ছাপ মেরে দেওয়া হবে, যদি সে তিন বার পালিয়ে যায়, তা হলে তাকে দুর্বৃত্ত বলে ফাঁসী দেওয়া হবে। মনিব তাকে বিক্রি করতে পারে, দিয়ে দিতে পারে, গোলাম হিসাবে ভাড়া খাটাতে পারে—ঠিক যেন সে একটা ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি বা গোজাতীয় পশু। যদি গোলামেরা মনিবের বিরুদ্ধে কোনো কিছু চেষ্টা করে, তা হলেও তাদের ফাঁসী-কাঠে প্রাণ দিতে হবে। 'শান্তি-রক্ষী বিচারক' ('জাস্টিস অব দি পিস') শিকারের মত সেই বদমাশদের খুঁজে বার করবে। যদি এমন ঘটে যে, একজন ভবঘুরে (Vagabond) কুড়েমি করে তিন দিন কাটিয়ে দিয়েছে, তাকে তার জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে, আগুন-গরম লাল-গনগনে এক লোহা দিয়ে তার বুকের উপরে এঁকে দেওয়া হবে "V" এবং শিকল পরিয়ে দিয়ে কাজে লাগানো হবে রাস্তায় কিংবা অন্য কোনো খাটুনিতে। যদি ভবঘুরেটি তার জন্মভূমির ভুল ঠিকানা দিয়ে থাকে, তা হলে তাকে আজীবন এই জায়গার, এর অধিবাসীদের কিংবা পৌর-নিগমের গোলাম হয়ে থাকতে হবে, এবং তার গায়ে "S" অক্ষরটি ছাপ মেরে দেওয়া হবে। সকল মানুষেরই অধিকার আছে, ভবঘুরে-দের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবার এবং তাদের শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করাবার—ছেলে হলে ২৪ বছর বয়সের যুবক হওয়া পর্যন্ত আর মেয়ে হলে পরে ২০ বছর বয়সের যুবতী হওয়া পর্যন্ত। যদি তারা পালিয়ে যায়, তা হলে এই বয়স পর্যন্ত তারা হবে তাদের মনিবদের গোলাম ; মনিবেরা যদি চায়, তা হলে তারা তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে, চাবুক দিয়ে মারতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেক মনিবই পারে তার গোলামের গলায়, হাতে বা পায়ে একটা লোহার বলয় পরিয়ে রাখতে, যাতে করে তাকে সহজেই চেনা যায় বা তার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।[১] এই বিধানটির শেষ

১. "এসে অন ট্রেড ···"-এর গ্রন্থকার বলেন, ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে ইংরেজরা বাস্তবিকই ঐকান্তিক ভাবে ম্যানুফ্যাকচারে উৎসাহ-দান এবং গরিবদের কর্ম-সংস্থানে মনোনিবেশ করে। এটা আমরা জানতে পারি একটি উল্লেখযোগ্য বিধি থেকে,

অংশে সংস্থান রাখা হয়েছে যে, যদি কোন জায়গা বা লোক তাদের খাদ্য ও পানীয় যোগাতে এবং কাজ জোগাড় করে দিতে ইচ্ছুক থাকেন, সেই জায়গা বা লোক কিছু গরিব মানুষকে নিযুক্ত করতে পারে। এই ধরনের প্যারিশ-গোলাম ইংল্যাণ্ডে উনিশ শতকের অনেক কাল পর্যন্ত রাখা হয়েছে ; তাদের বলা হত "চৌকিদার"।

এলিজাবেথ, ১৫৭২ : ১০ বছরের কাছাকাছি বয়সের লাইসেন্স-বিহীন ভিখারীদের কঠোর ভাবে বেত মারা হবে এবং বাঁ কানে দাগিয়ে দেওয়া হবে,—যদি না কেউ তাদের দু বছরের জন্য কাজে নেয় ; এই অপরাধ দ্বিতীয় বার করলে, তাদের বয়স যদি ১৮ বছরের বেশি হয়, তা হলে ফাঁসী দেওয়া হবে—যদি না কেউ তাদের দুবছরের জন্য কাজে নেয় ; কিন্তু তৃতীয় বার অপরাধ করলে আর দয়া দেখানো হবে না, জনস্বার্থের বিরোধী হিসাবে ফাঁসী দেওয়া হবে। অনুরূপ আইন : এলিজাবেথের ১৮ নং বিধান, অনুচ্ছেদ ১৩, এবং ১৫৯৭ সালের আরো একটি।[১]

যার শুরুটা এই রকম : 'সমস্ত ভবঘুরেকে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। (এসে অন ট্রেড, পৃঃ ৫)।

১. টমাস মোর তাঁর 'ইউটোপিয়া'য় বলেন, 'Therfore the on covetous and unsatiable cormaraunte and very plage of his native contrey maye compasse aboute and inclose many thousand akers of grounde together within one pale or hedge, the husbandmen be thrust owte of their owne, or els either by coneyne and fraude, or by violent oppressioo they by put besydes it, or by wrongs and iniuries thei be so weried that tney be compelled to sell all : by one meanes, therfore, or by other, either by hooke or crooke they muste needes departe awaye, poore, selye, wretched soules, men, women, husbands, wiues, fatherlesse children, widowes, wofull mothers with their yonge babes, and their whole householde smal in substance, and muche in numbre, as husbandrye requireth many handes. Awaye thei trudge, I say, owte of their knowen accustomed houses, fyndynge no place to reste in. All their housholde stuffe, which is very little woorthe, thoughe it might well abide the sale : yet beeynge sodainely thruste owte, they be constrayned to sell it for a thing of nought. And when they haue wandered abrode tyll that be spent, what cant they then els doe but steale, and then iustly pardy be hanged, or els go about beggyng. And yet then also they

প্রথম জেমস : ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে এমন যে-কোন লোককে ঘোষণা করা হত বদমাশ এবং ভবঘুরে বলে। 'শান্তি-রক্ষী বিচারক'দের কর্তৃত্ব ছিল সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে তাদের প্রকাশ্যে চাবুক মারানোর এবং প্রথম বারের অপরাধের জন্য ৬ মাসের কারাদণ্ড দেবার, দ্বিতীয় বারের অপরাধের জন্য ২ বছরের কারাদণ্ড দেবার। জেলে থাকা কালে ঐ বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী যত বার ঠিক মনে করা হবে, তাকে তত চাবুক মারা হবে।······সংশোধনের অতীত ও বিপজ্জনক বলে বিবেচিত দুর্বৃত্তদের বাঁ হাতে "R" অক্ষরটি দাগিয়ে দেওয়া হবে এবং কঠোর শ্রমে নিয়োজিত করা হবে। এই আইনগুলি কার্যতঃ বলবৎ ছিল আঠারো শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত, খারিজ করা হয় কেবল অ্যানে-র ১২ নং বিধানের দ্বারা, অনুচ্ছেদ ২৩।

একই রকমের আইন পাশ করা হয়েছিল ফ্রান্সে, যেখানে সতেরো শতকের মাঝামাঝি প্যারিসে গড়ে উঠেছিল ভবঘুরেদের (ছন্নছাড়াদের) এক রাজ্য। এমন কি চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালের গোড়ার দিকেও ১৬ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে কোন স্বাস্থ্যবান লোককে যদি কর্মহীন জীবন-ধারণের উপায়হীন অবস্থায় দেখা যেত, তাকে সরাসরি গোলাম হিসাবে দাঁড়-টানা জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হত (১৭৭৭ সালের ১৩ই জুলাইয়ের অধ্যাদেশ)। নেদারল্যাণ্ডস-এর জন্য পঞ্চম চার্লস-এর আইন (অক্টোবর, ১৫৩৭), হল্যাণ্ডের রাজ্য ও শহরগুলির জন্য প্রথম বিধি (১০ মার্চ, ১৬১৪), ইউনাইটেড প্রভিন্সেস-এর "প্ল্যাকাট" (২৬শে জুন, ১৬৪৯) ইত্যাদি একই প্রকৃতির আইন।

be caste in prison as vagaboundes, because they go aboute and worke not : whom on man wyl set a work though thei neuer so willyngly profre themselues therto.' এই সমস্ত গরিব পলাতক, যাদের সম্বন্ধে টমাস মোর বলেন যে তারা চুরি করতে বাধ্য হয়েছে। অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে তাদের মধ্যে ৭,২০০ জন বড় ও ক্ষুদে চোরকে নিধন করা হয়।' (হলিনশেড, 'ডেস্ক্রিপশন অব ইংল্যাণ্ড,' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮)। এলিজাবেথের আমলে, দুর্বৃত্তদের দলে দলে বেঁধে নেওয়া হত এবং এমন একটি বছরও যেতনা, যখন তাদের ৩০০ থেকে ৪০০ জন ফাঁসি-কাঠের খোরাক হত না। (স্ট্রাইপ : 'অ্যানালস অব দি রিফর্মেশন···এলিজাবেথ'স হ্যাপি রেইন, ১৭৭৫)। এই স্ট্রাইপেরই তথ্য অনুসারে, সমার্সেটে এক বছরে ৪০ জনকে ফাঁসী দেওয়া হয়, ৩৫ জন লুঠেরার হাত পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ৩৭ জনকে চাবুক মারা হয় এবং ১৮৩ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় 'সংশোধনের অতীত ভবঘুরে' হিসাবে। যাই হোক, তাঁর মতে এই বিরাট সংখ্যক কয়েদী আসল অপরাধীদের এক পঞ্চমাংশও নয়, বিচারকদের অবহেলা এবং জনসাধারণের নির্বোধ অনুকম্পার প্রসাদে বাকিরা পার পেয়ে যায়। অন্যান্য কাউন্টির অবস্থাও ভাল নয়, কতকগুলির অবস্থা আরো খারাপ।

এই ভাবেই কৃষি-জনসংখ্যাকে, উৎকট ও বীভৎস আইনের সাহায্যে, প্রথম জোর করে জমি থেকে উৎখাত করা হল, বাড়ি-ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল; তার পরে, চাবুক মেরে শায়েস্তা করা হল, দাগী করে দেওয়া হল এবং নিপীড়নে-নির্যাতনে মজুরি-ব্যবস্থার নব-বিধানের জন্য তৈরি করে নেওয়া হয়।

এটাই যথেষ্ট নয় যে সমাজের এক মেরুতে শ্রমের অবস্থাগুলি মূলধনের আকারে স্তূপীকৃত হল এবং অন্য মেরুতে দলে দলে মানুষ সমবেত হল—এমন সব মানুষ যাদের শ্রমশক্তি ছাড়া বেচবার মত আর কিছু নেই। এটাও যথেষ্ট নয় যে তারা তা স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে বাধ্য হল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে অগ্রগতি গড়ে তোলে এমন এক শ্রমিক শ্রেণী, যা শিক্ষা, ঐতিহ্য ও অভ্যাসের দরুন ঐ উৎপাদন-পদ্ধতির অবস্থাগুলিকে দেখে প্রকৃতির নিয়মাবলীর মত স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা হিসাবে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সংগঠন যদি একরাব পূর্ণ বিকশিত হয়ে যায়, তা হলে তা সমস্ত প্রতিরোধের অবসান ঘটায়। একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার নিরন্তর প্রজনন শ্রমের যোগান ও চাহিদার নিয়মটির দাবি মেটায় এবং, স্বভাবতই, মজুরিকে ধরে রাখে এমন এক চাপের মধ্যে, যা মূলধনের প্রয়োজন সাধন করে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক-সমূহের নিরেট কর্তৃত্ব ধনিকের কাছে শ্রমিকের বশ্যতাকে সম্পূর্ণ করে তোলে। অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর বাইরে, প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ অবশ্য তখনো ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে। মামুলি ঘটনা-প্রবাহে, শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া যায় "উৎপাদনের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী"-র উপরে অর্থাৎ, মূলধনের উপরে তার নির্ভরশীলতার উপরে—যে-নির্ভরশীলতার উদ্ভব ঘটে খোদ উৎপাদনের অবস্থাগুলি থেকেই এবং চিরস্থায়ীভাবে নিশ্চয়ীকৃত হয় সেগুলির দ্বারাই। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক উৎপত্তিকালে ব্যাপারটা ভিন্নরকম। উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী চায় রাষ্ট্রের ক্ষমতার দ্বারা মজুরি "নিয়ন্ত্রণ" করতে, অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের সীমার মধ্যে তাকে ধরে রাখতে, শ্রম-দিবসকে দীর্ঘতর করতে এবং স্বয়ং শ্রমিকে অধীনতার স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে বেঁধে রাখতে-বুর্জোয়া শ্রেণী এটা করতে চায় এবং করতে পারেও। আদিম সঞ্চয়নের এটা একটা আবশ্যিক উপাদান।

চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে মজুরি-শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তারা তখন এবং তার পরবর্তী শতকে ছিল জনসংখ্যার কেবল একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ—এক দিকে গ্রামাঞ্চলে চাষীদের স্বাধীন স্বত্বাধিকারের দ্বারা এবং অন্য দিকে শহরে গিল্ড-সংগঠনের দ্বারা তারা তাদের অবস্থান ছিল সুরক্ষিত। গ্রামে এবং শহরে মনিব এবং শ্রমিক সামাজিক ভাবে ছিল খুব কাছাকাছি। মূলধনের কাছে শ্রমের বশ্যতা ছিল কেবল আনুষ্ঠানিক, অর্থাৎ, উৎপাদন-পদ্ধতির নিজেরাই তখনো ছিলনা কোনো নির্দিষ্ট ধন-তান্ত্রিক চরিত্র। স্থির মূলধনের তুলনায় অস্থির মূলধনের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। সুতরাং, মূলধনের প্রত্যেকটি সঞ্চয়নের সঙ্গে মজুরি-শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেত, অন্য দিকে, শ্রমের যোগান তাকে অনুসরণ করত মন্থর গতিতে। জাতীয় উৎপাদনের একটা

বৃহৎ অংশ—যা পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হল ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের ভাণ্ডারে—তা তখনো পর্যন্ত প্রবেশ করত শ্রমিকের পরিভোগ ভাণ্ডারে।

মজুরি-শ্রম সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন (শুরু থেকেই যার লক্ষ্য ছিল শ্রমিকের শোষণ এবং অগ্রগতির সঙ্গে যা থেকে গেল সমান ভাবে শ্রমিকের স্বার্থ-বিরোধী)[১] ইংল্যাণ্ডে সূচিত হয় ১৩৪৯ সালে তৃতীয় এডোয়ার্ডের "শ্রমিক-বিধি" ("স্ট্যাটিউট অব লেবর") প্রণয়ন থেকে। ১৩৫০ সালে ফ্রান্সে রাজা জন-এর নামে জারি করা অধ্যাদেশ এই "শ্রমিক-বিধি"-র অনুরূপ। ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সের আইন পাশাপাশি চলত এবং তাদের বিষয়বস্তুও হত অভিন্ন। কর্ম-দিবসের বাধ্যতামূলক সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত শ্রম-বিধি সম্পর্কে আমি আগেই আলোচনা করেছি (দশম অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ); সুতরাং এখানে আর সে বিষয়ে ফিরে যাবনা।

'শ্রমিক-বিধি' গৃহীত হয়েছিল কমন সভার জরুরি উদ্যোগে। জনৈক টোরি সরল মনে বলেন, আগে গরিবেরা দাবি করত এত উঁচু মজুরি যে তাতে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হত। পরে তাদের মজুরি হল এত নিচু যে তাতেও শিল্প ও মজুরি সমান ভাবে, বরং সম্ভবত, আরো বেশি ভাবে বিপন্ন হল, তবে অন্য দিক থেকে [১] শহর এবং গ্রামের জন্য, জিনিস-পিছু এবং দিন-পিছু, এক মজুরি-তালিকা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। কৃষি-শ্রমিকদের নিজেদের ভাড়া খাটাতে হত বছরের জন্য, শহরের শ্রমিকদের "খোলা বাজারে"। আইনে যে-মজুরি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশি দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, বেশি দিলে, ছিল কারাদণ্ডের বিধান; কিন্তু বেশি দেওয়ার চেয়ে বেশি নেওয়া ছিল আরো কঠোর ভাবে দণ্ডনীয়। (এলিজাবেথের 'শিক্ষা-নবিশ বিধি'র ১৮ ও ১৯ ধারায় বেশি মজুরি-দাতার জন্য যেখানে ১০ দিনের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা, সেখানে বেশি মজুরি-গ্রহীতার জন্য ব্যবস্থা ২১ দিনের কারাদণ্ডের।) ১৩৪৪ সালের একটি বিধি এই দণ্ড আরো বর্ধিত করল এবং মনিবদের ক্ষমতা দিল দৈহিক শাস্তির সাহায্যে আইনতঃ ধার্য মজুরিতে শ্রম আদায় করে নিতে। রাজমিস্ত্রি ও ছুতোর-মিস্ত্রিরা যে-সব সম্মিলন, চুক্তি ও শপথের মাধ্যমে নিজেদেরকে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ করে, সেগুলিকে অসিদ্ধ ও অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের কোনো সম্মিলন ছিল বে-আইনী; ঐ বছরে ট্রেড-ইউনিয়ন-বিরোধী আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১৩৪৪ সালের শ্রম-

১. 'যখনি আইন-সভা মনিব এবং মজুরের মধ্যে পার্থক্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন সব সময়েই মনিবেরা থাকে তার সদস্য,' বলেন অ্যাডাম স্মিথ। 'L,esprlt des lois, c'est la propriete,' বলেন লিঙ্গুয়েত।

২. 'সফিজিম্‌স্ অব ফ্রী ট্রেড,' লেখক জনৈক ব্যারিস্টার, লণ্ডন, ১৮৫০, পৃঃ ২০৬। তিনি রুষ্ট ভাবে বলেন, 'নিয়োগকর্তার পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে আমরা তো যথেষ্ট তৎপর ছিলাম, এখন কি নিযুক্তদের পক্ষে কিছুই করা যায় না?

বিধির এবং তার বিবিধ অনুবিধির আসল মর্মবাণী স্পষ্ট ভাবে প্রকট হয়ে পড়ে এই ঘটনায় যে, রাষ্ট্র মজুরির সর্বোচ্চ মাত্রা বেঁধে দিলনা।

ষোড়শ শতকে শ্রমিকদের অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়, যা আমরা আগেই জানি। আর্থিক মজুরি বেড়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু টাকার মূল্য যে-হারে কমে গিয়েছিল, তথা জিনিসপত্রের দাম যে-হারে বেড়ে গিয়েছিল, সেই হারে নয়। সুতরাং, বাস্তবিক পক্ষে মজুরি পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার আইন-গুলি চালু ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল, "যাদের কেউ কাজে নিতে চায়না," তাদের কান কেটে দেবার এবং দাগ মেরে দেবার ব্যবস্থা। 'শিক্ষা-নবিশ বিধি ৫' এলিজাবেথ, অনুচ্ছেদ ৩ শান্তি রক্ষী বিচারকদের ক্ষমতা দান করল কতকগুলি মজুরি বেঁধে দিতে এবং বছরের ঋতু এবং জিনিসপত্রের দাম অনুযায়ী সেগুলি সংশোধন করতে। প্রথম জেমস শ্রম-সংক্রান্ত এই নিয়ন্ত্রণগুলিকে তন্তুবায়, সুতো-কাটুনি এবং শ্রমিকদের সম্ভাব্য সকল রকমের বর্গের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করলেন।[১] শ্রমিক-সম্মিলন-বিরোধী আইন-গুলিকে দ্বিতীয় জর্জ সম্প্রসারিত করলেন ম্যানুফ্যাকচার সমূহের ক্ষেত্রে। যথাযথ

১. প্রথম জেমস্-এর ২নং বিধির একটি ধারা থেকে আমরা দেখতে পাই যে কিছু কাপড়-প্রস্তুতকারক 'শান্তি-রক্ষী বিচারক' হিসাবে নিজেরাই তাদের নিজেদের দোকানগুলিতে মজুরির সরকারি হার নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করল। জার্মানিতে, বিশেষ করে, ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পরে, মজুরি দাবিয়ে রাখার বিধি-বিধান সর্বত্র চালু ছিল। 'যেসব অঞ্চলকে জনশূন্য করা হয়েছে. সেখানে চাকর ও মজুরের অভাব বড় ঝামেলার ব্যাপার। সমস্ত গ্রামবাসীকে নিষেধ করে দেওয়া হয় একক পুরুষ বা একক নারীকে ঘর ভাড়া দিতে; এদের সকলের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে, এবং যদি এরা চাকর হতে অস্বীকার করে তবে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে—এমনকি এরা যদি দৈনিক মজুরিতে চাষীর জন্য বীজ বোনা বা শস্য বেচা-কেনার মত অন্য কাজে নিযুক্তও থাকে, তবু। ('ইম্পিরিয়াল প্রিভিলেজেস অ্যাণ্ড স্যাংশনস ফর সাইলেসিয়া।) পুরো এক শতাব্দী ধরে ক্ষুদে জার্মান শাসকদের বিধিগুলির মধ্যে ধ্বনিত হত দুর্জন ও দুর্বিনীত ইতর জনতার বিরুদ্ধে হুংকার, যারা তাদের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করত, আইন-নির্দিষ্ট মজুরিতে অতৃপ্ত থাকত। রাষ্ট্র যে মজুরি-তালিকা স্থির করে দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি মজুরি দিতে ব্যক্তিগত ভূস্বামীদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবু ১০০ বছর পরবর্তী কালের তুলনায় কাজের অবস্থা যুদ্ধের পরে মাঝে মাঝে উন্নততর ছিল; ১৯৬২ সাইলেসিয়ার খেতি-চাকরেরা সপ্তাহে দুদিন মাংস খেত, যেখানে আমাদের এই শতকে এমন সব অঞ্চলও আছে, সেখানে বছরে তিন বার মাত্র মাংস দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। তা ছাড়া, পরবর্তী শতাব্দীর তুলনায় যুদ্ধের পরে মজুরি উচ্চতর ছিল।' (জি ফ্রেট্যাগ)

ম্যানুফ্যাকচার-আমলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি মজুরি-সংক্রান্ত আইনগত নিয়ম কানুনগুলিকে সমভাবে অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকরী করে দেবার মত যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল ; কিন্তু পুরনো অস্ত্রাগারের এই অস্ত্রগুলিকে আবশ্যকমত ব্যবহার করার অধিকার হাতছাড়া করতে শাসক শ্রেণীগুলি রাজি ছিলনা। তবু দ্বিতীয় জর্জের ৮নং বিধান প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত দর্জিদের জন্য, লণ্ডনের ভিতরে ও আশেপাশে, একমাত্র সাধারণ শোকের দিন ছাড়া, ২ শিলিং ৭½ পেন্স-এর চেয়ে বেশি দৈনিক মজুরি নিষিদ্ধ করে দিল ; তবু তৃতীয় জর্জের ১৩নং বিধানের ৬৮নং অনুচ্ছেদ রেশম-তন্তুবায়দের মজুরি-নিয়মনের কর্তৃত্ব শান্তি-রক্ষী বিচারকদের হাতে তুলে দিল ; তবু ১৭০৬ সালে, উচ্চতর আদালতের দু-দুবার রায় দিতে হল কেবল এই ব্যাপারটা স্থির করতে যে শান্তি-রক্ষী বিচারকদের নির্দেশ অ-কৃষি-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা ; তবু, ১৭৯৯ সালে, পার্লামেন্টের একটা আইনে এই আদেশ জারি করল যে স্কচ খনি-শ্রমিকদের মজুরি এলিজাবেথের একটি বিধান এবং ১৬৬১ ও ১৬৭১ সালের দুটি স্কচ আইনের দ্বারা নিয়মিত হতে থাকবে। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি কেমন পুরোপুরি বদলে গিয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এমন একটি ঘটনায়, যা ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের নিম্নতর পরিষদে আর কখনো শোনা যায়নি। যে-পরিষদ-ভবনে ৪০০ বছর ধরে প্রণীত হয়েছে কেবল মজুরির সর্বোচ্চ মাত্রা সংক্রান্ত আইন, যার উপরে মজুরি কখনো উঠতে পারবেনা, সেই ভবনে ১৭৯৬ সালে হুইটব্রেড কৃষি-শ্রমিকদের জন্য উত্থাপন করলেন একটি আইনগত সর্বনিম্ন মজুরি বেঁধে দেবার প্রস্তাব। পিট এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, যদিও স্বীকার করলেন, "গরিবদের অবস্থা নিষ্ঠুর।" সর্বশেষে, ১৮১৩ সালে মজুরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনগুলি প্রত্যাহৃত হল। সেগুলি হয়ে পড়েছিল অদ্ভুত অবান্তর ব্যাপার কেননা ধনিক তার কারখানা পরিচালনা করত তার ব্যক্তিগত আইন-প্রণয়নের দ্বারা, এবং গরিব-করের দ্বারা পুষিয়ে দিতে পারত কৃষি-শ্রমিকের মজুরিকে যথাসম্ভব ন্যূনতম হারে। মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি, নোটিস দেওয়া ইত্যাদির মত শ্রম-বিধির অন্তর্গত সংস্থানগুলি যা লংঘন করলে মালিকের বিরুদ্ধে কেবল দেওয়ানি ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিন্তু যা লংঘন করলে শ্রমিকের বিরুদ্ধে নেওয়া যায় ফৌজদারি ব্যবস্থা, সেগুলি আজও পর্যন্ত (১৮৭৩) পুরোদমে বলবৎ আছে। ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বর্বর আইনগুলি ১৮২৫ সালে সর্বহারা শ্রেণীর ভীতিপ্রদ চেহারার সামনে ভেঙে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও, সেগুলি তখন ভেঙে পড়েছিল কেবল আংশিক ভাবে। পুরনো বিধির কতকগুলি সুন্দর অংশের অবলুপ্তি ঘটে কেবল ১৮৫৯ সালে। সর্বশেষে, পার্লামেন্টের ১৮৭১ সালের ২৯শে জুনের আইনটি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আইনতঃ স্বীকৃতি দান করে এই শ্রেণীর আইনের অবশেষগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ভান করল। কিন্তু ঐ একই তারিখের আরেকটি আইন (হিংসা, হুমকি ও পীড়ন সংক্রান্ত ফৌজদারী আইনের সংশোধনী আইন) কার্যতঃ পুরনো ব্যবস্থাই নোতুন নামে পুনর্বহাল করল। শ্রমিকেরা ধর্মঘট ও 'তালা-বন্ধ'-এর সময় যে-সব উপায় অবলম্বন করতে পারত, এই সংসদীয়

প্রকৌশলের দ্বারা সেগুলিকে সমস্ত নাগরিকদের সার্বজনিক আইনসমূহ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল এবং স্থাপন করা হল বিশেষ দণ্ড-বিধির অধীনে, যার ব্যাখ্যা করবেন স্বয়ং মালিকেরাই—শান্তি-রক্ষী বিচারক হিসাবে তাদের ভূমিকায়। দু বছর আগে এই একই কমন-সভা এবং এই একই মিঃ গ্ল্যাডস্টোন সু-পরিচিত সরাসরি ভঙ্গিতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বিশেষ দণ্ড-বিধির অবসান ঘটাবার জন্য একটি প্রস্তাব ('বিল') উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সেটিকে "দ্বিতীয় পাঠ" ("সেকেণ্ড রিডিং")-এর বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি, এবং এই ভাবে ব্যাপারটাকে টেনে নেওয়া হয় যে-পর্যন্ত না টোরিদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে "মহান্ লিবারল পার্টি" যে-সর্বহারা-শ্রেণী তাকে ক্ষমতায় এনেছিল, তারই বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস সঞ্চয় করতে না পেরেছিল। এতটা বেইমানি করেও "মহান লিবারল পার্টি" তৃপ্ত হলনা; শাসক শ্রেণীগুলির সেবায় যাঁরা সব সময়েই আগ্রহী, সেই বিচারকদের সে অনুমতি দান করল "ষড়যন্ত্রের" বিরুদ্ধে পুরনো আইনগুলিকে আবার খুঁড়ে তুলতে এবং সেগুলিকে শ্রমিক-সম্মিলনগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে। আমরা দেখতে পাই, ৫০০ বছর ধরে নির্লজ্জ অহংকারের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকদের চিরস্থায়ী ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে কাজ করে আসার পরে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পার্লামেণ্ট জনসাধারণের চাপে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আইনকানুনগুলি পরিত্যাগ করল।

বিপ্লবের প্রথম ঝড়েই, ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের হতে থেকে সম্মিলিত হবার সদ্য-অর্জিত অধিকারটি কেড়ে নেবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। ১৭৯১ সালের ১৪ই জুন এক হুকুম জারি করে শ্রমিকদের সমস্ত রকমের সম্মিলনকে ঘোষণা করল "স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ঘোষণার বিরুদ্ধে একটি অপপ্রয়াস" বলে, যার জন্য দণ্ড নির্ধারিত হল ৫০০ লিভ্র্ জরিমানা এবং সেই সঙ্গে এক বছরের জন্য সক্রিয় নাগরিকের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চনা[1] এই যে আইন, যা রাষ্ট্রীয় বাধ্যতা-প্রয়োগের মাধ্যমে,

---

১. এই আইনের প্রথম ধারাটিতে বলা হয়েছে, 'L,anean-tissement de toute espece de corporations du meme etat et profession etant l'une des bases fondamentales de la constitution francaise, il est defendu de les retablir de fait sous quelque pretexte et sous quelque forme que ce soit.' Article IV. declares, that if "des citoyens attaches aux memes professions, arts et metiers prenaient des deliberations, faisaient entre enx des conventions tendantes a refuser de coucer ou a n'accorder qu'a un prix determine le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites deliberations et conventions...seront declarees inconstitutionnelles, attentatoires a la liberte et a la declaration des droits dc l'homme, and' ; felony, thereforr, as in

মূলধন এবং শ্রমের মধ্যেকার সংগ্রামকে নিবদ্ধ রেখেছে এমন মাত্রার মধ্যে যা সব সময়েই হয় মালিকের পক্ষে অনুকূল, তা বেঁচে আছে বহু বিপ্লব ও রাজবংশের উত্থান-পতন সত্ত্বেও। এমনকি, "সন্ত্রাসের রাজত্ব" পর্যন্ত এর গায়ে হাত দেয়নি। কেবল অতি সম্প্রতি এই আইনটিকে খারিজ করা হয়েছে। এই বুর্জোয়া ক্ষমতা জবর-দখলের ('ক্যু দে-তা'-র) পক্ষে এর চেয়ে বেশি মেজাজমাফিক ওজর আর নেই। এই আইনটির ব্যাপারে 'সিলেক্ট কমিটি'-র 'রিপোর্টার' চ্যাপেলিয়ার বলেন, "ধরে নেওয়া গেল যে, মজুরি এখন যা আছে, তা থেকে একটু বেশি হওয়া উচিত···ততটা বেশি হওয়া উচিত যে, যে সেই মজুরি পায় তার পক্ষে প্রাণ-ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির অভাব-জনিত চূড়ান্ত নির্ভরতার অবস্থা থেকে—যা প্রায় ক্রীতদাসত্বের অবস্থারই মত, থেকে—তাকে মুক্ত করে", কিন্তু তবু শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ-সম্পর্কে কোনো বোঝাপড়ায় তাদেরকে আসতে দেওয়া হবে না এবং যাতে করে "চূড়ান্ত নির্ভরতার অবস্থা থেকে—যা প্রায় ক্রীতদাসত্বের অবস্থারই মত, তা থেকে "নিষ্কৃতি পাবার মত কোনো কিছু করতে পারে; কেননা, সে ক্ষেত্রে তাদের "প্রাক্তন মনিবদের তথা বর্তমান শিল্পোদ্যোক্তাদের, স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে", কেননা, কর্পোরেশনগুলির ভূতপূর্ব মনিবদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলন হল—আন্দাজ করুন তো, কি—তা হল ফরাসী সংবিধানের দ্বারা উদ্ভাসিত কর্পোরেশনগুলির পুনর্বাসন।[১]

the old labour-statutes. ("Revolutions de Paris," Paris,' 1791, t. III p. 523)

১. Buchez et Roux : Historie Parlementaire,' t. x p. 195.

উনত্রিংশ অধ্যায়

॥ ধনতান্ত্রিক কৃষি-মালিকের উৎপত্তি ॥

আইনের আশ্রয়-চ্যুত একটি সর্বহারা শ্রেণীর বলপূর্বক উৎপত্তি-সাধন, রক্তাক্ত শৃংখলার শাসনে তাদের মজুরি-শ্রমিকে রূপান্তর-সাধন, শ্রমের শোষণ-মাত্রা বৃদ্ধি করে মূলধন-সঞ্চয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক পুলিশ প্রয়োগের মত কলংক-জনক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় আমরা আলোচনা করেছি ; এখন প্রশ্ন থেকে যায় : ধনিকেরা প্রথমে কোথা থেকে এল ? কেননা কৃষি-জনসংখ্যার উচ্ছেদ-সাধনের ফলে বিরাট বিরাট ভূম্যধিকারী ছাড়া আর কারো তো উদ্ভব ঘটেনা। অবশ্য, প্রশ্নটা যত দূর পর্যন্ত কৃষি-মালিকের ('ফার্মার'-এর) উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত, ততটা পর্যন্ত আমরা, বলতে গেলে, সে ব্যাপারে হাত দিতে পারি, কারণ সেটা ছিল এমন একটা মন্থর প্রক্রিয়া, শত শত বছর ধরে ঘটেছিল যার বিকাশ। যেমন ভূমিদাসেরা, তেমন স্বাধীন ছোট মালিকেরাও জমির অধিকার ভোগ করত ভিন্ন ভিন্ন শর্তে এবং, সেই কারণেই, মুক্ত হয়েছেন অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থায়। ইংল্যাণ্ডে কৃষি-মালিকের আদি রূপ হল 'বেইলিফ', যে নিজেই ছিল একজন ভূমিদাস। তার অবস্থান ছিল রোমের পুরনো 'ভিল্লিকাস'-এর মত, তবে তুলনামূলক ভাবে সীমাবদ্ধ কর্মপরিধিতে। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তার স্থান গ্রহণ করে এমন একজন কৃষি-মালিক, জমিদার যাকে সরবরাহ করে বীজ, পশু ও উপকরণাদি। চাষীর ('পেজাণ্ট্'-এর) অবস্থা থেকে তার অবস্থা খুব আলাদা ছিল না। কেবল সে আরো বেশ মজুরি-শ্রম শোষণ করত। অচিরেই সে হয়ে ওঠে একজন 'মেটায়ের', আধা-কৃষিমালিক। সে আগাম দিত প্রয়োজনীয় কৃষি-উপকরণাদির একটা অংশ, জমিদার আগাম দিত বাকিটা। তার পরে চুক্তি অনুযায়ী তারা দুজনে ফসল ভাগাভাগি করে নিত। ইংল্যাণ্ডে এই রূপটি দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং তার স্থান গ্রহণ করে নিয়মিত কৃষি-মালিক, সে মজুরি-শ্রমিক নিযুক্ত করে নিজেই তার মূলধনকে দিয়ে প্রজনন করায়, এবং উদ্বৃত্ত-উৎপাদনের একটা অংশ জমিদারকে দেয় খাজনা হিসাবে—টাকা বা জিনিসের অঙ্কে। যত দিন পর্যন্ত, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, স্বাধীন চাষী এবং খামার-মজুর নিজের জন্য এবং মজুরির জন্য কাজ করে, তাদের নিজস্ব শ্রমের সাহায্যে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করত, ততদিন পর্যন্ত কৃষি-মালিক এবং তার উৎপাদনের ক্ষেত্র দুইই ছিল মোটামুটি অবস্থায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে যার শুরু হল এবং চলল প্রায় গোটা ষোড়শ শতাব্দী ধরে

(অবশ্য, তার শেষ দশকটি বাদে), সেই কৃষি-বিপ্লব এক দিকে যেমন দ্রুতবেগে তাকে ধনী করল, তেমন দ্রুত সাধারণ কৃষি-জনসংখ্যাকে করল দরিদ্র।[১]

সর্বজনিক জমির জোর-দখলের সাহায্যে সে প্রায় বিনা-খরচেই তার গবাদি পশুর সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হল আর এই পশুগুলি থেকেই আবার সে লাভ করল তার জমি-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের প্রচুর সরবরাহ। ষোড়শ শতাব্দীতে এর সঙ্গে যুক্ত হল অতি গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি উপাদান। সেই সময়ে কৃষি-জমির জন্য চুক্তি হত দীর্ঘকালের মেয়াদে, প্রায়ই ৯৯ বছরের মেয়াদে। মূল্যবান ধাতুসমূহের, এবং, স্বভাবতই টাকার, মূল্যের উত্তরোত্তর অবচয় কৃষি-মালিকদের হাতে তুলে দিল সোনার ফসল। উল্লিখিত সমস্ত কিছু ছাড়াও, এর ফলে মজুরি হ্রাস পেল। মজুরির একটা অংশ এখন খামারের মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হল। শস্য, পশম, মাংস—এক কথায়, কৃষিজাত সমস্ত দ্রব্যের দামের ক্রমাগত উর্ধ্বগতির ফলে, তার নিজের কোনো চেষ্টা ছাড়াই, তার আর্থিক মূলধন স্ফীত হল, অন্য দিকে, সে যে খাজনা দিত তা (টাকার পুরনো মূল্য অনুযায়ী গোনা হত বলে) কমে গেল।[২]

১· হ্যারিসন তাঁর "ডেস্ক্রিপশন অব ইংল্যাণ্ডে"-এ বলেন, যদি দৈবাৎ পুরনো খাজনার চার পাউণ্ড চল্লিশে উন্নীত হয়, তার মেয়াদের শেষ দিকে, যদি তার কাছে ছয় বা সাত বছরের খাজনা পড়ে না থাকে, পঞ্চাশ বা একশ পাউণ্ড, তবু কৃষি-মালিক ভাববে তার লাভ কম।'

২· ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপরে টাকার মূল্যের অবচয়ের প্রভাব সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 'A compendious or Briefe Examination of Certayne Ordinary Complaints of Divers of our Countrymen in these our our Days.—W. S. Gentleman. এই বইটির সংলাপী রূপের দরুন অনেক কাল লোকে একে শেকস্পিয়ারের উপরে আরোপ করত—এমনকি ১৭৫১ সালেও যখন লেখকের নাম প্রকাশিত হয়, তখনও। লেখকের নাম উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড। এক জায়গায় 'নাইট' এই ভাবে যুক্তি দেয় :

"Knight: you my neighbour, the husbandman, you Maister Mercer, and you Goodman Cooper, with other artificers, may save yourselves metely well. For as much as all things are dearer than they were, so much do you arise in the pryce of your wares and occupations that ye sell agayne. But we have nothing to sell whereby we might advace ye price there of to countervaile those things we must buy agayne." অন্যত্র 'নাইট ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে : "I pray you, what be those sorts that ye meane. And first, of those that ye thinke should have no losse thereby ?—Doctor : I menn

এইভাবে একদিকে শ্রমিকের স্বার্থের বিনিময়ে, অন্ত দিকে জমিদারের স্বার্থের বিনিময়ে তারা ধনী হয়ে উঠল। সুতরাং, ষোড়শ শতকের শেষে ইংল্যাণ্ডে যে ধনতান্ত্রিক কৃষি-মালিকদের একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই— যে-শ্রেণীটি তৎকালীন পরিস্থিতির বিচারে নিশ্চয়ই ছিল ধনী।[১]

---

all those that live by buying and selling, for as they buy deare, they sell thereafter. Knight : What is the next sort that ye say would win by it ? Doctor : Marry, all such as have takings of fearmes in their owne manurance (cultivation) at the old rent, for where they pay after the olde rate they sell after the newe—that is, they paye for theire lande good cheape, and sell all things growing thereof deare. Knight : What sorte is that which, ye sayde should have greater losse hereby, than these men had profit ? Doctor : It is all noblemen, gentlemen, and all other that live either by a stinted rent or stypend, or do not manure (cultivation) the ground, or doe occupy no buying and selling.''

১. ফ্রান্সে মধ্যযুগের গোড়ার দিকে সামন্ত প্রভুদের তহসিলদারেরা অচিরেই হয়ে উঠল একজন 'কেউ-কেটা' ; জোর করে টাকা আদায়, লোক-ঠকানো ইত্যাদির দৌলতে সে প্রতারণার পথে ধনিকে পরিণত হল। এই তহসিলদারেরা নিজেরাই কখনো কখনো ছিল অভিজাত-বংশীয়। "C'est li compte que messire Jacques de Thoraine, chevalier chastelain sor Besancon rent es-seigneur tenant les comptes a Dijon pour monseigneur le duc et comte de Bourgoigne, des rentes appartenant a la dite ehastellenie, depuis xxve jour de decembre MCCCLIX jusqu'au xxviiie jonr de decembre MCCCLX." (Alexis Monteil : "Traite de Materiaux Manuscrits etc.," pp. 234, 235.) ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যস্থ ব্যক্তিরা করায়ত্ত করত সিংহভাগ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানকারী ('ফিনান্সিয়ার'), শেয়ার-বাজারের ফটকা-কারবারী, সওদাগর, দোকানদার প্রভৃতিরাই মাখনটা খায় ; আইন-বিষয়ক ব্যাপারে উকিলরা মক্কেলদের দোহন করে ; রাজনৈতিক ব্যাপারে ভোটদাতাদের চেয়ে তাদের প্রতিনিধিরা, সার্বভৌমের তুলনায় মন্ত্রীরা বেশি গুরুত্ব ভোগ করে ; ধর্মে 'পাণ্ডারা' ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে দেয় এবং পুরোহিতেরা আবার পাণ্ডাদের ঠেলে ফেলে দেয়—পুরোহিতেরা যারা হল আদর্শ মেষপালক এবং তার মেষযূথের অন্তর্বর্তী অবশ্যম্ভাবী মধ্যস্থতাকারী। যেমন ইংল্যাণ্ডে, তেমন ফ্রান্সেও বিরাট সামন্ততান্ত্রিক জমিদারিগুলি অসংখ্য বাস্তুভিটায়

ত্রিংশ অধ্যায়

॥ শিল্পের উপরে কৃষি-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ॥

॥ শিল্প-মূলধনের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারের সৃষ্টি ॥

আমরা আগেই দেখেছি যে, কৃষি-জনসংখ্যার উচ্ছেদ ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝে বিরতি ঘটলেও, তা আবার বারে বারে নোতুন করে শুরু হত, এবং শহরের শিল্প-গুলিতে যোগাত এমন সর্বহারা জনসমষ্টি, যা ছিল যৌথ গিল্ডগুলির সঙ্গে সংযোগ-শূন্য এবং তাদের শৃংখল থেকে মুক্ত ; এটা এমনি একটা অনুকূল ঘটনা যে, বৃদ্ধ এ· এণ্ডারসন (জেমস এণ্ডারসনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে) তাঁর "বাণিজ্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এমন একটা বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন, যেন এটা বিধাতার এক প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলস্বরূপ। আমরা কিন্তু তবু আদিম সঞ্চয়নের এই উপাদানটি বিবেচনার জন্য এখানে একটু দাঁড়াব। স্বাধীন ও স্বাবলম্বী চাষীদের এই পাতলা হয়ে যাবার ফলে শিল্প-সর্বহারাদের ঘটল সংখ্যাবৃদ্ধি ও ঘন-সন্নিবদ্ধ সমাবেশ—যেভাবে জিওফ্রয় সেণ্ট হিলেয়ার এক জায়গায় মহাজাগতিক বস্তুর কেন্দ্রীভবনের ব্যাখ্যা করেছেন অন্য জায়গায় তার তনুভবনের সাহায্যে, ঠিক সেই ভাবে।[১] কর্ষকদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও, জমি আগেও যে ফসল দিত, এখনো সেই পরিমাণ বা তার বেশি ফসল দেয় ; তার কারণ এই যে ভূ-সম্পত্তির অবস্থাবলীতে বিপ্লবের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল কর্ষণ-পদ্ধতির উন্নয়ন,

বিভক্ত হল কিন্তু এমন অবস্থায় যা জনসাধারণের পক্ষে বহুগুণ বেশি প্রতিকূল। চতুর্দশ শতকে 'জোত' বা 'টেরিয়ার'-এর উদ্ভব ঘটল। সেগুলির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে দাঁড়াল ১,০০,০০০-এর অনেক বেশি। তারা খাজনা দিত জমির ফলনের ১/১২ থেকে ১/৫ পর্যন্ত—টাকায় বা জিনিসের মাধ্যমে। ঐ জোতগুলি মূল্য বা আয়তন অনুযায়ী ছিল 'ফিয়েফ', 'সাব-ফিয়েফ' ইত্যাদি ; অনেকগুলির জমির পরিমাণ ছিল কয়েক একর মাত্র। কিন্তু জমির বাসিন্দাদের উপরে এই জোত-মালিকদের কিছু পরিমাণে এখ্‌তিয়ারগত অধিকার ছিল ; চার রকমের স্তর ছিল। কৃষি-জনসংখ্যার উপরে এই সব ক্ষুদে স্বৈরাচারীদের অত্যাচার অনুমেয়। মঁতেইল বলেন, ফ্রান্সে তখন ছিলেন ১,৬০,০০০ জজ, যেখানে আজ 'শান্তি-রক্ষী-বিচারক' সহ ৪,০০০ ট্রাইব্যুনালই যথেষ্ট।

১· তাঁর "নোশনস দ্য ফিলসফি ন্যাচুরেল"-এ, প্যারিস, ১৮৩৮।

সহযোগের সম্প্রসারণ, উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবন ইত্যাদি ; তার কারণ এই যে, কৃষি-ক্ষেত্রের মজুরি-শ্রমিকদের উপরে কেবল নিবিড়তর চাপ সৃষ্টিই করা হয়নি[১], তার উপরে, যে-উৎপাদনের জমিতে তারা নিজেদের জন্য কাজ করত, সেই জমি আরো আরো সংকুচিত করা হয়েছিল। সুতরাং, কৃষি-জনসংখ্যার একটি অংশকে মুক্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুষ্টি লাভের পূর্বতন উপায়গুলিকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি তখন রূপান্তরিত হল অস্থির মূলধনের বাস্তব উপাদানে। জমি থেকে উচ্ছিন্ন ও উৎক্ষিপ্ত চাষীকে এখন ক্রয় করতে হবে মজুরির আকারে তাদের মূল্য—তার নোতুন মনিবের তথা শিল্প-ধনিকের কাছ থেকে। জীবন-ধারণের উপায়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, স্বদেশের কৃষির উপরে নির্ভরশীল শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রেও তা সত্য। সেগুলিও রূপান্তরিত হল অস্থির মূলধনের একটি উপাদানে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক, ওয়েস্ট-ফ্যালিয়ার চাষীদের একটা অংশ, যারা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক-এর আমলে সকলেই শণ বুনত, জমি থেকে সবলে উৎখাত ও বিতাড়িত হল ; এবং বাকি যে-অংশ থেকে গেল, তারা পরিবর্তিত হল বড় বড় কৃষি-মালিকের দিন-মজুরে। সেই একই সময়ে উদ্ভূত হল শণ কাটা ও বোনার বড় বড় প্রতিষ্ঠান, যেগুলিতে সম্প্রতি "মুক্তি-প্রদত্ত" মানুষগুলি মজুরির জন্য কাজ করে। শণ আগেও যেমন দেখাত, এখনো ঠিক তেমনি দেখায়। তার একটা তন্তুরও কোন বদল ঘটেনি, কিন্তু তার দেহের মধ্যে এক নোতুন সামাজিক আত্মা ঢুকে পড়েছে। এখন তা রচনা করে ম্যানুফ্যাকচারকারী মালিকের স্থির মূলধনের একটা অংশ। অতীতে যা বিভক্ত ছিল বহুসংখ্যক ছোট ছোট উৎপাদনকারীর মধ্যে, যারা নিজেরাই যা চাষ করত এবং তাদের পরিবারবর্গের সাহায্যে খুচরো কায়দায় বয়ন করত, এখন তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে একজন মাত্র ধনিকের হাতে, যে অন্যান্যদের নিযুক্ত করে তার জন্য তা বয়ন করতে। শণ-বয়নে ব্যয়িত অতিরিক্ত শ্রম পূর্বে নিজেকে রূপায়িত করত অসংখ্য চাষী-পরিবারের অতিরিক্ত আয়ে কিংবা, হতে পারে, দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের আমলে, ট্যাক্সের আকারে—taxes pour le roi de Prusse। এখন তা নিজেকে রূপায়িত করে কয়েকজন ধনিকের জন্য মুনাফায়। টাকু এবং তাঁত, যেগুলি আগে ছড়িয়ে ছিল সারা দেশ জুড়ে, এখন সেগুলি জমায়েৎ করা হয়েছে, শ্রমিক এবং কাঁচামাল সমেত, কয়েকটি বড় বড় শ্রমিক-ব্যারাকে। আর টাকু, তাঁত, কাঁচামাল এখন রূপান্তরিত হয়েছে কাটুনী ও তাঁতীদের স্বাধীন অস্তিত্বের উপায় থেকে তাদের উপরে কর্তৃত্ব চালাবার এবং তাদের থেকে মজুরি-বঞ্চিত শ্রম চুষে নেবার উপায়ে।[২]

---

১. একটি 'পয়েন্ট' যার উপরে জেম্স স্টুয়ার্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

২. "Je permettrai" ধনিক বলে, "que vous ayez l'honneur de me servir, a condition que vous me donnez le peu qui vous reste pour la peine que je prends de vous commander." (J. J. Rousseau : 'Discours sur l'Ecouomie Politique.')

বড় বড় 'ম্যানুফ্যাক্টরি' (শ্রম-কারখানা) ও খামার ('ফার্ম')-এর দিকে তাকিয়ে কেউ বুঝতে পারে না যে, সেগুলির উৎপত্তি ঘটেছে অনেকগুলি ছোট ছোট উৎপাদন-কেন্দ্রকে একটিমাত্র কেন্দ্রে পর্যবসিত করে এবং গড়ে তোলা হয়েছে অনেক ছোট ছোট স্বাধীন উৎপাদনকারীকে উৎখাত করে। যাই হোক, জনসাধারণের স্বাভাবিক বোধশক্তি কিন্তু ভুল করেনি। বিপ্লবের সিংহ-পুরুষ মিরাবোর সময়ে, বড় বড় ম্যানুফ্যাক্টরিগুলিকে তখনো বলা হত 'ম্যানুফ্যাকচার্স রিইউনিস' ('manufactures reunies'), অনেকগুলি কর্মশালা একটা মাত্রে পর্যবসিত, যেমন আমরা বলি, অনেকগুলি ক্ষেত একটামাত্র ক্ষেত্রে পর্যবসিত। মিরাবো বলেন, "আমরা কেবল বিরাট ম্যানুফ্যাক্টরিগুলির দিকেই নজর দিচ্ছি, যেগুলিতে শত শত লোক কাজ করে একজন পরিচালকের অধীনে এবং যেগুলিকে সাধারণত বলা হয় 'ম্যানুফ্যাকচার্স রিইউনিস'। যেগুলিতে একটি বৃহৎ-সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে এবং স্বতন্ত্র ভাবে, সেগুলির কথা খুব কমই বিবেচনা করা হয়; সেগুলিকে অন্যগুলির তুলনায় স্থাপন করা হয় সীমাহীন দূরত্বে। এটা একটা বিরাট ভুল, কেননা এগুলিই জাতীয় সমৃদ্ধির সত্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।…বিরাট কর্মশালাটি ('ম্যানুফ্যাকচার রিইউনিস') বিপুলভাবে বিত্তশালী করে তুলবে দু-একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে, কিন্তু শ্রমিকেরা থেকে যাবে কম-বেশি মজুরি পাওয়া সেই দিন মজুর; প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে তাদের থাকবে না কোনো অংশ। উলটো দিকে, ক্ষুদ্রাকার বিচ্ছিন্ন কর্মশালায় ('ম্যানুফ্যাকচার সেপারী') কেউই বিত্তশালী হবে না, কিন্তু বহুসংখ্যক শ্রমিক হবে সচ্ছল; যারা সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী, তারা সামান্য মূলধন জমাতে সক্ষম হবে—নোতুন কোন শিশু-জন্মের জন্য কিংবা নিজেদের বা পরিবারবর্গের অসুখ-বিসুখের জন্য কিছু সরিয়ে রাখতে। সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কারণ তারা সদাচার ও কর্মনিষ্ঠার মধ্যে দেখতে পাবে তাদের অবস্থার যথার্থ উন্নতি সাধনের উপায়—সামান্য মজুরি-বৃদ্ধির মত যা তাদের ভবিষ্যতের পক্ষে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ হবে না, এবং যার একমাত্র ফল হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে কিছুটা উন্নত করা, তা নয়।…বিরাট কর্মশালাগুলি—কয়েকজন ব্যক্তিগত মালিকের প্রতিষ্ঠান, যেগুলি তাদের নিজস্ব লাভের জন্য শ্রমিকদের খাটিয়ে নিয়ে তাদের দৈনন্দিন মজুরি দিয়ে থাকে—সেগুলি এই ব্যক্তিগত মালিকদের স্বাচ্ছন্দ্য ঘটাতে পারে, কিন্তু সেগুলি কখনো সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের মত যোগ্য হবে না'। ক্ষুদ্রাকার বিচ্ছিন্ন কর্মশালাগুলিই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেগুলি কৃষি-কর্মের সঙ্গে সংযোজিত থাকে; সেগুলিই হল কেবল স্বাধীন কর্মশালা।[১] কৃষি-জনসংখ্যার একটা অংশের উচ্ছেদ ও উৎসাদন

১. মিরাবো মনে করেন বিচ্ছিন্ন কর্মশালাগুলি 'সংযোজিত' কর্মশালাগুলি থেকে বেশি মিতব্যয়ী এবং উৎপাদনশীল এবং 'সংযোজিত' কর্মশালাগুলির মধ্যে দেখতে পান সরকারি কৃষির অধীনে কেবল কৃত্রিম বিদেশিয়ানা; ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ম্যানুফ্যাকচার-

শিল্প-মূলধনের জন্য কেবল শ্রমিকদেরকে, তাদের জীবন-ধারণের উপকরণাদিকে এবং শ্রমের সামগ্রীসম্ভারকেই মুক্ত করে দিল না, তা সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারেরও সৃষ্টি করল।

বস্তুতঃ পক্ষে, যে-ঘটনাবলী ছোট চাষীকে রূপান্তরিত করল মজুরি-শ্রমিকে এবং তাদের জীবন-ধারণের উপকরণাদিকে রূপান্তরিত করল মূলধনের বস্তুগত উপাদানে, তা যুগপৎ মূলধনের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ বাজারও সৃষ্টি করল। আগে, চাষী-পরিবার জীবন-ধারণের উপকরণ ও কাঁচামাল উৎপাদন করত যার বেশির ভাগটা তারা নিজেরাই পরিভোগ করত। এই কাঁচামাল ও জীবন-ধারণের উপকরণ সমূহই এখন পরিণত হয়েছে পণ্যদ্রব্যে, বৃহৎ কৃষি-মালিক সেগুলিকে বিক্রি করে, কর্মশালাগুলিতে সে পায় তার বাজার। সুতো, শণের কাপড়, পশমের আটপৌরে জিনিসপত্র—যেসব দ্রব্যসামগ্রী আগে ছিল প্রত্যেক চাষী-পরিবারের নাগালের মধ্যে, যেগুলি আগে সে নিজেই বুনত তার নিজের ব্যবহারের জন্য—সেগুলি রূপান্তরিত হল ম্যানুফ্যাকচারের দ্রব্যসামগ্রীতে, যেগুলি সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলের জেলাগুলিতে পেয়ে গেল তৈরি বাজার। বিক্ষিপ্ত কারিগরেরা এতাবৎকাল আপন-আপন মনে কর্মরত অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের মধ্যে যে-ইতস্ততঃ অবস্থিত ক্রেতাদের পেত, এখন সেই উৎপাদনকারীরা কেন্দ্রীভূত হয় শিল্প-মূলধনের দ্বারা সৃষ্ট একটি বিশাল বাজারে।[১] এইভাবে স্বাবলম্বী চাষীদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে, নিজেদের উৎপাদনের উপায়-উপকরণ থেকে বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে একযোগে সংঘটিত হয় গ্রামীণ ঘরোয়া শিল্প, ম্যানুফ্যাকচার এবং কৃষিকর্মের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদের প্রক্রিয়া। এবং গ্রামীণ ঘরোয়া শিল্পের সর্বনাশই কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ঘটাতে পারে সেই সম্প্রসারণ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজন। তবু যথাযথ ভাবে যাকে ম্যানুফ্যাকচার-আমল বলা যায়, সেই আমল সফল হয়নি এই রূপান্তরকে আমূল ভাবে ও সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন

গুলির একটা বড় অংশের তখন যা অবস্থা ছিল, তা থেকেই মিরাবোর এই ধারণার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১. অন্য কাজের অবকাশে ২০ পাউণ্ড উলকে অনায়াসে নিজেদের শ্রমের সাহায্যে একটি শ্রমিকের পরিবারের বাৎসরিক পরিচ্ছদে রূপান্তরণ—তাতে কোনো দর্শনীয় ব্যাপার হয় না; কিন্তু সেটা বাজারে আনুন, কারখানায় পাঠান, সেখান থেকে দালালকে, তারপরে কারবারকে এবং আপনি প্রত্যক্ষ করবেন বড় বড় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, এবং তার মূল্যের ২০ গুণ পরিমাণ আর্থিক মূলধনের বিনিয়োগ।…এই ভাবে শ্রমিক শ্রেণী বাধ্য হয় এক লক্ষ্মীছাড়া কারখানা-জনসংখ্যাকে পোষণ করতে—একটা পরগাছা দোকানদার শ্রেণী এবং একটা অলীক বাণিজ্যিক, আর্থিক ও মুদ্রাগত ব্যবস্থা।' ডেভিড আর্কুহার্ট, ঐ, পৃঃ ১২০।

করতে। স্মরণীয় যে, যথাযথ ভাবে যাকে ম্যানুফ্যাকচার বলা যায়, তা জাতীয় উৎপাদনের কেবল একটি অংশকেই জয় করে এবং, নিজের শেষ ভিত্তি হিসাবে সর্বদাই নির্ভর করে শহরের হস্তশিল্প এবং গ্রামাঞ্চলের ঘরোয়া শিল্পগুলির উপরে। যদি বিশেষ বিশেষ শাখায় কোন কোন ক্ষেত্রে তা সেগুলিকে ধ্বংস করে এক আকারে, তা হলে অন্যত্র তা সেগুলির উদ্ভব ঘটায় অন্য আকারে, কারণ একটা পর্যায় পর্যন্ত তার সেগুলিকে লাগে কাঁচামাল প্রস্তুতির জন্য। সুতরাং, তা ছোট গ্রামবাসীদের নোতুন এক শ্রেণী গড়ে তোলে, যারা সহায়ক বৃত্তি হিসাবে চাষের কাজ করলেও, তাদের প্রধান বৃত্তি খুঁজে পায় শিল্প-শ্রমের মধ্যে, যার উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার তারা ম্যানুফ্যাকচারকারীদের কাছে বিক্রি করে—হয়, সরাসরি আর নয়তো বণিকদের মাধ্যমে। ইংরেজ ইতিহাসের ছাত্রকে ধাঁধায় ফেলে দেয়, এটা তেমনি একটা ঘটনার অন্যতম কারণ, যদিও প্রধান কারণ নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ থেকে মফস্বলের অঞ্চলগুলিতে ধনতান্ত্রিক কৃষিকর্মের অনধিকার প্রবেশ এবং চাষী-সম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর ধ্বংস-সাধন সম্পর্কে অভিযোগ ক্রমাগত তার নজরে আসে—তাতে ছেদ পড়ে কেবল মাঝে মাঝে। অন্য দিকে সে এই চাষী সম্প্রদায়কে দেখে পুনর্বার উপস্থিত হতে, যদিও অল্পতর সংখ্যায় এবং আরো খারাপ অবস্থায়।[১] প্রধান কারণ এই : ইংল্যাণ্ডে, পর্যায়ক্রমে, এক সময়ে প্রধানতঃ শস্য-কর্ষক এবং অন্য সময়ে প্রধানতঃ গবাদি পশু-পালক ; এবং এই দুই পর্যায় অনুযায়ী চাষীর চাষের পরিধিরও ঘটে বৃদ্ধি বা হ্রাস। আধুনিক শিল্পই একক ভাবে এবং চূড়ান্তভাবে মেশিনারির আকারে সরবরাহ করে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার চিরস্থায়ী ভিত্তি, সমূলে উৎপাটিত করে সুবিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ কৃষি-জনসমষ্টি এবং সুসম্পূর্ণ করে কৃষি ও গ্রামীণ ঘরোয়া শিল্পের মধ্যে বিচ্ছেদ, যার শিকড়কে—সুতো কাটা ও কাপড় বোনাকে—তা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।[২] এই

১. ক্রমওয়েল-এর আমল একটা ব্যতিক্রম। যতদিন প্রজাতন্ত্র টিকে ছিল, ততদিন সমস্ত স্তরের ইংরেজ জনগণ টিউডরদের অধীনে তাঁরা যে অধঃপতনে তলিয়ে গিয়েছিল, তা থেকে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল।

২. টাকেট এ ব্যাপারে অবহিত যে, আধুনিক উল শিল্পের উন্মেষ ঘটেছে মেশিনারি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ম্যানুফ্যাকচার থেকে—এবং গ্রামীণ ও ঘরোয়া শিল্পগুলির ধ্বংসপ্রাপ্ত থেকে। 'লাঙল এবং জোয়াল হল দেবতাদের উদ্ভাবন এবং বীরদের বৃত্তি ; তাঁত, টাকু, কাটিমের বংশপরিচয় অতটা উঁচু নয়। আপনি কাটিম আর লাঙল, মাকু আর জোয়ালকে বিচ্ছিন্ন করে দিন ; তা হলে পাবেন কারখানা, আর দুঃস্থ-নিবাস, ক্রেডিট আর আতঙ্ক, দুটি শত্রু-ভাবাপন্ন জাতি—একটি কৃষিজীবী, অন্যটি বাণিজ্য-জীবী।" (ডেভিড আর্কুহার্ট, ঐ পৃঃ ১২২)। কিন্তু এখন ক্যারি এলেন, এবং ধিক্কার জানালেন ইংল্যাণ্ডকে, অবশ্য অযৌক্তিক ভাবে নয়, যে সে চেষ্টা

ভাবে তা, প্রথম·বারের মত, সমগ্র অভ্যন্তরীণ বাজারকে জয় করে দেয় শিল্প-মূলধনের জন্য।[১]

করছে বাকি প্রত্যেকটি দেশকে কেবল কৃষিজীবী দেশে পরিণত করতে, যার শিল্পোৎপাদক হবে ইংল্যাণ্ড। তিনি দাবি করেন, এই ভাবেই ধ্বংস হয়েছে তুরস্ক, কেননা ইংল্যাণ্ড তার অধিকারী ও অধিবাসীদের কখনো সুযোগ দেয়নি লাঙল ও তাঁতের মধ্যে, হাতুড়ি ও মইয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করে নিজেদেরকে শক্তিশালী করতে।' ('দি স্লেভ ট্রেড,' পৃঃ ১২৫)। তাঁর মতে, আকুর্হার্ট নিজেই হচ্ছেন তুরস্কের ধ্বংস-সাধনের প্রধান প্রযোজক, যেখানে তিনি ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে পরিচালনা করেছেন অবাধ বাণিজ্যের প্রচারকার্য। সবচেয়ে সেরা ব্যাপার এই যে, ক্যারি, যিনি প্রসঙ্গত একজন রুশ-প্রেমিক, উল্লিখিত বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটিকে নিবারণ করতে চান ঠিক সেই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার সাহায্যে, যা তাকে ত্বরান্বিত করে।

১. মিল, রজার্স, গোল্ড্‌উইন স্মিথ, ফসেট প্রমুখ মানব-হিতৈষী এবং জন ব্রাইট অ্যাণ্ড কোম্পানির মত উদারনৈতিক ম্যানুফ্যাকচারকারীরা ইংরেজ ভূমি-মালিকদের জিজ্ঞাসা করছেন, যেমন ভগবান জিজ্ঞাসা করেছিলেন অ্যাবেল-এর পরে কেইনকে, 'আমাদের সেই হাজার হাজার স্বাধীন স্বত্বভোগীরা কোথায় গেল? তারপর, তোমরাই বা কোথা থেকে এলে?' এল ঐ স্বাধীন স্বত্বভোগীদের ধ্বংস করে দিয়ে। কেন আপনি আরো জিজ্ঞাসা করেন না, কোথায় গেল সেই স্বাধীন তাঁতীরা, সুতো-কাটুনিরা এবং কুটির-শিল্পীরা?

একত্রিশ অধ্যায়

॥ শিল্প-ধনিকের উৎপত্তি ॥

কৃষি-মালিকের উৎপত্তির মত শিল্প-ধনিকের[১] উৎপত্তি এমন ক্রমিক ভাবে হয়নি। সন্দেহ নেই যে, অনেক ছোট গিলড্-মাস্টার, এবং তার চেয়েও বেশিসংখ্যক স্বাধীন ছোট কারিগর, কিংবা এমনকি মজুরি-শ্রমিকেরাও নিজেদের রূপান্তরিত করেছিল ছোট ছোট ধনিকে এবং (ক্রমে ক্রমে মজুরি-শ্রমের শোষণ ও তৎসহ সঞ্চয়নের বিস্তার সাধন করে) পুরোদস্তুর ধনিকে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের শৈশবে, ঘটনাবলী এমনভাবে ঘটত যেমন ভাবে সেগুলি ঘটত মধ্য যুগে, যেখানে, কোন্ পলাতক ভূমিদাস হবে মনিব আর কোন্ জন হবে দাস, সে প্রশ্ন বহুলাংশে নির্ধারিত হত তাদের মধ্যে কে আগে পালিয়েছে আর কে পরে পালিয়েছে, সেই তারিখের দ্বারা। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের শেষ দিককার বিরাট বিরাট আবিষ্কারগুলি যেসব বাণিজ্যিক প্রয়োজন সৃষ্টি করল, তা এই পদ্ধতির শম্বুক গতির সঙ্গে কোনরকমেই সঙ্গতি রাখল না। কিন্তু. মধ্যযুগ দিয়ে গিয়েছিল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মূলধন, যা পরিণতি লাভ করে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অর্থ নৈতিক সমাজ-সংগঠনে এবং যা, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বে, বিবেচিত হয় মূলধনের 'quand meme' হিসাবে—কুসীদজীবীর মূলধন এবং বণিকের মূলধন হিসাবে।

"বর্তমান সমাজের সমস্ত সম্পদ প্রথম যায় ধনিকের অধিকারে···সে জমির মালিককে দেয় তার খাজনা, শ্রমিককে তার মজুরি, কর ও শুল্ক সংগ্রাহকদের তাদের পাওনা এবং নিজের জন্য রাখে শ্রমের বার্ষিক উৎপন্নের একটি বৃহৎ অংশ, বস্তুতঃ পক্ষে বৃহত্তম ও নিরন্তর বর্ধমান অংশ। ধনিককে এখন বলা যেতে পারে সমাজের সমস্ত সম্পদের প্রথম মালিক, যদিও কোনো আইন তাকে দেয়নি এই সম্পত্তির উপরে তার অধিকার···এই পরিবর্তনটা ঘটানো হয়েছে মূলধনের উপরে সুদ আদায় করার মাধ্যমে···এবং এটা মোটেই কৌতূহলকর নয় যে ইউরোপের সমস্ত আইন-প্রণেতারা চেষ্টা করেছিলেন আইনের সাহায্যে একে বাধা দিতে—কুসীদবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে···দেশের সমস্ত সম্পদের উপরে ধনিকের ক্ষমতা সম্পত্তির অধিকারে ঘটিয়ে দিল সম্পূর্ণ পরিবর্তন ; —এবং কোন্ আইনের দ্বারা বা আইনসমূহের দ্বারা এই পরিবর্তন

---

১. 'শিল্প' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'কৃষি'-র সঙ্গে পার্থক্যসূচক হিসাবে। 'বর্গগত' অর্থে 'কৃষি-মালিক' ম্যানুফ্যাকচার-কারীর মতই একজন শিল্প-ধনিক।

সাধিত হয়েছিল ?"[১] লেখকের মনে রাখা উচিত ছিল, বিপ্লব আইনের দ্বারা সাধিত হয় না।

কুসীদবৃত্তি ও বাণিজ্যের দ্বারা যে অর্থ মূলধন গঠিত হল, তা শিল্প-মূলধনে রূপান্তরিত হতে পারেনি ; গ্রামাঞ্চলে তাকে বাধা দিল সামন্ততান্ত্রিক সংবিধান এবং শহরাঞ্চলে তাকে বাধা দিল গিল্ড-সংগঠন।[২] সামন্ততন্ত্রের অবসানের ফলে গ্রামীণ জনসংখ্যার অধিকার-হরণ ও আংশিক উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে এই শৃংখলগুলিরও অবলুপ্তি ঘটল। নোতুন ম্যানুফ্যাকচারগুলি প্রতিষ্ঠিত হল সাগর বন্দর কিংবা অন্তর্দেশীয় সেই সব জায়গায়, যেগুলি পুরনো পৌর-সংস্থা ও তার গিল্ডসমূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং, ইংল্যাণ্ডে চলল এই নোতুন শিল্প-লালনকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে যৌথ শহরগুলির তীব্র সংগ্রাম।

আমেরিকায় সোনা রুপার আবিষ্কার ; আদিবাসী জনসংখ্যার উৎপাটন, ক্রীতদাসে রূপান্তরণ ও খনিগর্ভে সমাধিস্থকরণ ; ইস্ট ইণ্ডিজ-এর জয় ও লুণ্ঠনের উদ্বোধন ; কৃষ্ণচর্মদের বাণিজ্যিক শিকারের জন্য আফ্রিকাকে মৃগয়া-ভূমিতে পরিবর্তন—এই ঘটনাবলী সূচিত করল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-যুগের রঙীন প্রভাতের আবির্ভাব। এই সরল-সুন্দর ক্রিয়াকলাপগুলিই হল আদিম সঞ্চয়নের প্রধান অনুপ্রেরক। এই সব তৎপরতার পায়ে-পায়ে এল ইউরোপীয় জাতিগুলির বাণিজ্যিক যুদ্ধ-বিগ্রহ—গোটা ভূমণ্ডলই হল রণক্ষেত্র। এর সূচনা হয় স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহে, আয়তন-বৃদ্ধি হয় ইংল্যাণ্ডের জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধে এবং আজও পর্যন্ত পরিব্যাপ্তি ঘটে চীনের বিরুদ্ধে অহিফেন যুদ্ধ ইত্যাদিতে।

আদিম সঞ্চয়নের বিভিন্ন অনুপ্রেরকগুলি এখন নিজেদেরকে মোটামুটি কালক্রম হিসাবে ভাগ করে দেয়, বিশেষ করে, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে। ইংল্যাণ্ডে সতের শতকের শেষে সেই অনুপ্রেরকগুলি উপনীত হয় একটি সুবিন্যস্ত সন্নিবেশে—যার মধ্যে বিধৃত হয় উপনিবেশসমূহ, জাতীয় ঋণ, আধুনিক কর-প্রণালী এবং সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা। এই সমস্ত পদ্ধতি অংশতঃ নির্ভর করে পশু-শক্তির উপরে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উপরে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে পরিণত করার জন্য, অতিক্রমণের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করার জন্য, গরম-ঘরে চারা-তৈরীর কায়দায়, তারা সকলেই ব্যবহার করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা,

---

১. "দি ন্যাচারাল অ্যাণ্ড আর্টিফিসিয়াল রাইটস অব প্রপার্টি কণ্ট্রাস্টেড", লণ্ডন, ১৮৩২, পৃঃ ৯৮-৯৯। অনামী বইটির লেখকের নাম : "টমাস হজস্কিন"।

২. এই ১৭৯৪ সালেও লীডস-এর বস্ত্র-প্রস্তুতকারকেরা পার্লামেণ্টের কাছে এমন একটি আবেদন-সহ প্রতিনিধি-মণ্ডলী প্রেরণ করেন, যাতে কোন বণিক ম্যানুফ্যাকচারারে পরিণত না হয় সেইরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। (ডঃ আইকিন, ঐ)

সমাজের কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত শক্তি। নোতুন সমাজ-সত্তায় গর্ভবতী প্রত্যেক পুরনো সমাজের ধাত্রী হল শক্তি। এটা নিজেই হল একটা অর্থ নৈতিক ক্ষমতা।

খ্রীষ্টীয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ডবল্যু· হাউইট, যিনি নিজে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, "বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চল জুড়ে এবং যে-সমস্ত জাতিকে সে পদানত করতে পেরেছে তাদের প্রত্যেকটি জাতির উপরে তথাকথিত খ্রীষ্টীয় জাতি যেসব বর্বরতা ও বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়েছে তার সঙ্গে, পৃথিবীর কোনো যুগে আর কোনো জাতির—তা সে যত ভয়ংকর, যত অ-সংস্কৃত, যত নির্দয় ও নির্লজ্জই হোক না কেন, তার বর্বরতা ও অত্যাচারের তুলনা মেলেনা।"[১] হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ইতিহাস—এবং হল্যাণ্ড ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় ধনতান্ত্রিক জাতি—সেই জাতির ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ইতিহাস হল "বেইমানি, ঘুষখোরি, গণহত্যা ও নীচতার এক নজীরবিহীন ইতিবৃত্ত।"[২] জাভার জন্য গোলাম করার মতলবে মানুষ চুরি করার ব্যবস্থার চেয়ে আর কিছুই তাদের চরিত্রের এমন বৈশিষ্ট্যসূচক নয়। এই ব্যবসায়ে প্রধান দালাল ছিল চোর, দোভাষী ও বিক্রেতা; প্রধান বিক্রেতা ছিল দেশীয় রাজারা। চুরি-করা তরুণদের নিক্ষেপ করা হত সেলিবিসের অন্ধকূপগুলিতে, যে-পর্যন্ত না তৈরি হত দাস-জাহাজগুলিতে রপ্তানির জন্য। একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়, "নমুনা হিসাবে ম্যাকাসার নামক এই একটি শহরের কথাই বলা যাক; এটা কারাগারে আর কারাগারে ভর্তি; একটার চেয়ে আরেকটা বেশি ভয়ংকর; পরিবার-পরিজন থেকে ছিন্ন করে নিয়ে আসা, লোভ ও অত্যাচারের শিকার, শৃংখলবদ্ধ হতভাগ্যদের দ্বারা জনাকীর্ণ।" মালাক্কাকে হাত করার জন্য ওলন্দাজরা পর্তুগীজ শাসনকর্তাকে ঘুষ দিল। ১৬৪১ সালে সে তাদের শহরের মধ্যে ঢুকতে দিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ছুটে গেল এবং তাকে হত্যা করল—যাতে করে তার দেশদ্রোহিতার মূল্য স্বরূপ তাকে ২১,৮৭৫ পাউণ্ড দেওয়া থেকে নিজেদের "সংবরণ করা" যায়। যেখানেই তারা পদার্পণ করল, সেখানেই ঘটল ধ্বংস ও জনশূন্যতা। জাভার একটি প্রদেশ; নাম বাঞ্জুওয়াংগি; ১৭৫০ সালে

১· উইলিয়াম হাউইট: 'কলোনাইজেশন অ্যাণ্ড ক্রিশ্চিয়ানিটি: এ পপুলার হিষ্ট্রি অব দি ট্রিটমেণ্ট অব নেটিভস বাই দি ইউরোপীয়ানস ইন অল দেয়ার কলোনিজ', ১৮৩৮, পৃঃ ৯। ক্রীতদাসদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে চার্লস কোঁৎ-এর 'ত্রেইতে ছ লা লিজিলেশঁ'-এ একটি ভাল সংকলন রয়েছে। যেখানেই বুর্জোয়া শ্রেণী বিনা-বাধায় তার নিজের ছাঁচ অনুযায়ী বিশ্বকে তৈরি করে নিতে পারে সেখানে সে তার নিজের অন্য এবং শ্রমিকের জন্য কি করে, তা দেখার জন্য এই বইটি বিস্তারিত ভাবে পাঠ করা উচিত।

২. টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফ্‌লস, ঐ দ্বীপটির প্রাক্তন গভর্নর: "দি হিষ্ট্রি অব জাভা", লণ্ডন, ১৮১৭।

অধিবাসী-সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ হাজার ; ১৮১১ সালে তা দাঁড়াল ১৮,০০০। কী মধুর বাণিজ্য !

যে-কথা সুপরিজ্ঞাত, ইংরেজ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ভারতে রাজনৈতিক শাসন ছাড়াও লাভ করে চা-ব্যবসায়ের, এবং সেই সঙ্গে সাধারণ ভাবে চীনা-ব্যবসায়ের ও ইউরোপের সঙ্গে মাল আদান-প্রদান পরিবহনের একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু ভারতের উপকূলবর্তী এবং সেই সঙ্গে অন্তর্দ্বীপ ও অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মচারীদের। লবণ, পান ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর একচেটিয়া অধিকার ছিল ঐশ্বর্যের অফুরান খনি। কর্মচারীরা নিজেরাই দাম ধার্য করত এবং দুর্ভাগা হিন্দুদের খুশিমত লুণ্ঠন করত। এই বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বয়ং বড়লাট ('গভর্নর-জেনারেল') অংশ গ্রহণ করত। তার প্রিয়পাত্ররা এমন শর্তে ঠিকা ('কণ্ট্রাক্ট') পেত যে অ্যালকেমিস্টদের চেয়েও চতুর এই লোকগুলি শূন্য থেকে সোনা তৈরি করত। একদিনের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠত বিরাট বিরাট ঐশ্বর্য ; এক শিলিংও আগাম না দিয়ে আদিম সঞ্চয়ন চলতে থাকল অবাধে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিচার এই রকমের হাজার হাজার ঘটনায় গিজগিজ করছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জনৈক সুলিভান যখন এক সরকারি কাজে আফিম অঞ্চল থেকে অনেক দূরে ভারতের এক অংশের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিল, তখন তাকে দেওয়া হল একটি আফিমের ঠিকা। সুলিভান সেই ঠিকাটা বেচে দিল ৪০,০০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে জনৈক বিন-এর কাছে। ঐ দিনই বিন সেটাকে বেচে দিল ৬০,০০০ পাউণ্ডে, এবং শেষ পর্যন্ত যে-ক্রেতাটি ঠিকাটি পূরণ করল, সে জানাল যে সে বিপুল পরিমাণ মুনাফা কামিয়েছে। পার্লামেণ্টের সমক্ষে উপস্থাপিত একটি তালিকা থেকে দেখা যায়, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ পর্যন্ত কোম্পানী আর তার কর্মচারীরা ভারতীয়দের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিল ৬০,০০,০০০ পাউণ্ড। ১৭৬৯ এবং ১৭৭০ সালের মধ্যে ইংরেজরা সেখানে সমস্ত চাল কিনে নিয়ে এবং অবিশ্বাস্য চড়া দাম ছাড়া তা বিক্রি করতে অস্বীকার করে উৎপাদন করল একটা দুর্ভিক্ষ।[১]

আদিবাসীদের প্রতি আচরণ স্বভাবতই সবচেয়ে সাংঘাতিক আতংকজনক ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মত বাগিচা-উপনিবেশগুলিতে, যেগুলি নির্দিষ্ট ছিল কেবল রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য, এবং মেক্সিকো ও ভারতের মত ধন-সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশগুলিতে, যেগুলিকে পরিণত করা হয়েছিল লুণ্ঠন-ক্ষেত্রে। কিন্তু যেগুলিকে সঠিক ভাবেই উপনিবেশ ('কলোনি') বলা হয়, সেগুলিতেও আদিম সঞ্চয়নের খ্রীষ্টীয় চরিত্র নিজেকে

১. ১৮৬৬ সালে একমাত্র উড়িষ্যা প্রদেশেই ক্ষুধায় মারা যায় ১০ লক্ষাধিক হিন্দু (অর্থাৎ ভারতীয়-বাং অনুঃ)। যাই হোক, চেষ্টা হয়েছিল অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষগুলিকে যে-দামে প্রাণ-ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিক্রি করা হয়েছিল, তা দিয়ে ভারতের রাজকোষকে সমৃদ্ধ করে তুলবার।

মিথ্যা করেনি। ১৭০৩ সালে 'প্রোটেস্ট্যান্টবাদের' সেই প্রাজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা, তথা নিউ ইংল্যাণ্ডের 'পিউরিটান'-রা, তাদের সভার বিধান-বলে প্রত্যেকটি ভারতীয় খুলির উপরে এবং প্রত্যেকটি অধিকৃত লাল-চামড়ার উপরে ৪০ পাউণ্ড করে পুরস্কার ধার্য করল; ১৭২০ সালে প্রত্যেক খুলির উপরে ১০০ পাউণ্ড; ১৭৭৪ সালে, ম্যাসাচুসেটস বে একটি উপজাতিকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করার পরে, ধার্য হয়েছিল নিচের দামগুলি: ১২ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের একটি পুরুষের খুলি ১০০ পাউণ্ড (নোতুন টাকায়), একটি পুরুষ বন্দীর জন্য ১০৫ পাউণ্ড, নারী ও শিশু বন্দীদের জন্য ৫০ পাউণ্ড, নারী ও শিশুদের খুলির জন্য ৫০ পাউণ্ড। কয়েক দশক পরে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তার প্রতিহিংসা গ্রহণ করল ধর্মাচারী তীর্থপথিক পিতৃপুরুষদের উপরে, যারা ইতিমধ্যেই পরিণত হয়েছে দেশদ্রোহীতে। ইংরেজদের প্ররোচনায় এবং ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়ে লোহিত-চর্মরা তাদের হত্যা করল কুঠারাঘাতে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সন্ধানী-কুকুর আর মুণ্ড-শিকারকে ঘোষণা করল "তার হাতে ঈশ্বর ও প্রকৃতি-প্রদত্ত উপায়" বলে।

চারা-তৈরির গরম-ঘরের মত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌ-চলাচল-ব্যবস্থাকে পরিণত করে তুলল। লুথারের "একচেটিয়া সমিতিগুলি" ("সোসাইটিজ মনোপোলিয়া") মূলধন কেন্দ্রীকরণের শক্তিশালী অনুপ্রেরক হিসাবে কাজ করল। নব-প্রস্ফুটিত শিল্পসমূহের জন্য উপনিবেশগুলি করে দিল বাজারের সংস্থান এবং বাজারের একচেটিয়া অধিকারের মাধ্যমে গড়ে উঠল বর্ধিত সঞ্চয়ন। নিরাবরণ লুণ্ঠন, দাসত্ব-বন্ধন ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দখলীকৃত ঐশ্বর্য পুনঃপ্রেরিত হত স্বদেশে এবং সেখানে পরিণত হত মূলধনে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে সর্বাগ্রে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলেছিল হল্যাণ্ড; ১৬৪৮ সালেই সে পৌছে গিয়েছিল তার বাণিজ্যিক মহিমার শীর্ষদেশে। তখন তার "প্রায় একান্ত অধিকারের মধ্যে এসে গিয়েছিল পূর্ব-ভারতীয় ব্যবসা এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশের মধ্যেকার বাণিজ্য। তার মৎস্য-ক্ষেত্র, নৌবহর, শিল্পোৎপাদন অন্য যে-কোনো দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উক্ত প্রজাতন্ত্রের মোট মূলধন সম্ভবত বাকি ইউরোপের সমস্ত মূলধনের মোট সমাবেশের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।" গুলিচ একথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন যে, ১৬৪৮ সালের মধ্যে হল্যাণ্ডের জনগণও বাকি ইউরোপের মোট জনসংখ্যার তুলনায় ছিল মাত্রাতিরিক্ত কর্মভারে ও দারিদ্র্যে এবং পাশবিক অত্যাচারে অতিরিক্ত ক্লিষ্ট।

আজকাল শিল্পগত প্রাধান্য মানে হল বাণিজ্যগত প্রাধান্য। সঠিকভাবে অভিহিত ম্যানুফ্যাকচারের আমলে ব্যাপারটা ছিল আলাদা; তখন বাণিজ্যগত প্রাধান্যই দান করত শিল্পগত আধিপত্য। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা যে তখন প্রাধান্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত, তার কারণও ছিল এই। "নবাগত ঈশ্বর" তখন ইউরোপের পুরাগত ঈশ্বরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে বেদি-মঞ্চে আসন পরিগ্রহণ করেন; তার পরে একদিন আচমকা এক ধাক্কা ও লাথি মেরে তাদের সকলকে এক জঞ্জালস্তূপে ছুঁড়ে ফেলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনই হল মানবজাতির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

'পাব্লিক ক্রেডিট' অর্থাৎ জাতীয় ঋণ, যার উৎপত্তি আমরা আবিষ্কার করি জেনোয়া ও ভেনিসে সেই মধ্য যুগেই, তা ইউরোপের উপরে অধিকার কায়েম করল সাধারণ ভাবে ম্যানুফ্যাকচার-আমলে। সামুদ্রিক বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সমেত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তার জন্য কাজ করল 'বাধ্যতা-আরোপের আগার' হিসাবে। এই ভাবে তা প্রথম শিকড় গাড়ল হল্যাণ্ডে। জাতীয় ঋণ অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরকীকরণ—তা সে স্বৈরতান্ত্রিক, সাংবিধানিক বা প্রজাতান্ত্রিক, যা-ই হোক না কেন—তা ধনতান্ত্রিক যুগের উপরে এঁকে দেয় নিজের মোহর। তথাকথিত জাতীয় সম্পদের একমাত্র যে-অংশটি আধুনিক দেশের মোট জনসংখ্যার যৌথ অধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটি হল—জাতীয় ঋণ।[১] এই জন্যেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এল এই আধুনিক মতবাদ: যতই গভীর ভাবে একটি জাতি ঋণগ্রস্ত হয়, ততই সে হয় ধনবান। জাতীয় ঋণ পরিণত হয় মূলধনের 'জপ-মন্ত্রে'। এবং জাতীয় ঋণ-গঠনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় ঋণের প্রতি অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি অধর্মের স্থান গ্রহণ করে।

জাতীয় ঋণ পরিণত হয় আদিম সঞ্চয়নের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অনুপ্রেরকসমূহের মধ্যে অন্যতম অনুপ্রেরকে। যাদুকরের যাদু-দণ্ডের এক আঘাতের মত তা বন্ধ্যা অর্থকে প্রজননের ক্ষমতায় সমন্বিত করে এবং, শিল্পে, এমনকি, কুসীদ-বৃত্তিতে বিনিয়োজিত হবার সঙ্গে যে-ঝুঁকি ও ঝামেলা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে সেই ঝুঁকি ও ঝামেলার মুখে নিজেকে উন্মুক্ত করার আবশ্যকতা ব্যতিরেকেই, তাকে মূলধনে পরিণত করে। রাষ্ট্রের ঋণ-দাতারা ('স্টেট-ক্রেডিটরস') আসলে কিছুই দিয়ে দেয় না, কারণ যে-অর্থ ধার দেওয়া হয় তা রূপান্তরিত হয় জাতীয় বণ্ডে, যা সহজেই ভাঙানো যায় এবং যা তাদের হাতে কাজ করতে থাকে সেই পরিমাণ নগদ টাকার মত। উপরন্তু, এই ভাবে সৃষ্ট অলস 'অ্যানুইটি'-ভোগীদের একটি শ্রেণী ছাড়াও সরকার ও জাতির মধ্যে মধ্যস্থতা-কারী অর্থ-সংস্থানকারীদের ('ফিনান্সিয়ার'-দের) উপস্থিত-মত তৈরি সম্পদ ছাড়াও,—এবং সেই সঙ্গে কর-আদায়ের ইজারাদার ('ট্যাক্স-ফার্মার'), সওদাগর, ব্যক্তিগত ম্যানুফ্যাকচারার যাদের কাছে প্রত্যেকটি জাতীয় ঋণের একটা বড় অংশ আকাশ থেকে পড়া মূলধনের মত কাজ করে, তাদের ছাড়াও—জাতীয় ঋণ উদ্ভব ঘটিয়েছে যৌথ-মূলধন কোম্পানির, সর্বপ্রকার বিনিময় সম্পত্তির লেনদেনের এবং বাট্টা-দান ব্যবস্থার—এক কথায় স্টক-এক্সচেঞ্জের জুয়াড়ি-বৃত্তির এবং আধুনিক ব্যাংক-তন্ত্রের।

বিভিন্ন 'জাতীয়' নামে শোভিত বড় বড় ব্যাংকগুলি তাদের জন্মকালে ছিল কেবল ব্যক্তিগত ফটকাবাজদের সংগঠন; তারা নিজেদের স্থাপন করত সরকারের পাশাপাশি এবং যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তারা পেত, তার দৌলতে সক্ষম হত তার রাষ্ট্রকে অর্থ

---

১. উইলিয়ম কবেট মন্তব্য করেন, ইংল্যাণ্ডে সমস্ত 'পাব্লিক' ('সার্বজনিক') প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'রয়্যাল' ('রাজকীয়'); যাই হোক, তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে রয়েছে 'ন্যাশনাল' ('জাতীয়') ঋণ।

অগ্রিম দিতে। সুতরাং এই সব ব্যাংকে উত্তরোত্তর স্টক-বৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় ঋণের অধিকতর অভ্রান্ত পরিমাপ আর কিছু নেই ; এই ব্যাংকগুলির পূর্ণ বিকাশের সূচনা হয় ১৬৯৪ সালে 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড'-এর প্রতিষ্ঠা থেকে। 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড' শুরু করল সরকারকে ৮ শতাংশ হারে টাকা ধার দেওয়া থেকে ; একই সময়ে পার্লামেন্ট তাকে ক্ষমতা দিল, ব্যাংক-নোটের আকারে জনগণকে ধার দিয়ে, ঐ একই মূলধন থেকে টাকা তৈরি করার। সে ক্ষমতা পেল 'বিল' ভাঙানোর জন্য, পণ্য বাবদে আগাম দেবার জন্য, মূল্যবান ধাতু ক্রয় করার জন্য এই নোট ব্যবহার করতে। কিছুকাল যেতে না যেতেই, স্বয়ং ব্যাংক কর্তৃক তৈরি করা এই ঋণগত অর্থ ('ক্রেডিট মানি') পরিণত হল মুদ্রায়—যার সাহায্যে 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড' রাষ্ট্রকে ধার দিত এবং, রাষ্ট্রের পক্ষে, জাতীয় ঋণের সুদ দিত। এটাই যথেষ্ট ছিল না যে ব্যাংক এক হাতে যা দিত, অন্য হাতে তার চেয়ে বেশি নিত ; সে থেকে যেত এমনকি যখন সে ফেরৎ পেতে থাকত, তখনো—জাতির শাশ্বত ঋণদাতা, অগ্রিম-প্রদত্ত শেষ শিলিংটি পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে অনিবার্য ভাবেই সে পরিণত হল দেশের ধাতব সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে এবং সমস্ত বাণিজ্যিক ঋণের অভিকর্ষণ-কেন্দ্রে। ব্যাংক-মালিক, ফিনান্সিয়ার, 'অ্যানুইটি'-ভোগী দালাল, ফটকাবাজ ইত্যাদির একটা গোটা গোষ্ঠীর এই আকস্মিক অভ্যুদয়ের কি ফলাফল সম-সাময়িকদের ঘটেছিল, তা সে সময়কার লেখাজোখা থেকে প্রমাণ হয়, যেমন বলিং-ব্রোক এর লেখা।[১]

জাতীয় ঋণের সঙ্গে উদ্ভূত হল একটা আন্তর্জাতিক ঋণ-ব্যবস্থা, যা অনেক সময়েই প্রচ্ছন্ন রাখে এই বা ঐ জাতির আদিম সঞ্চয়নের একটি উৎস। যেমন ভেনিসীয় চৌর্য-ব্যবস্থার দৌরাত্ম্য ছিল ইংল্যাণ্ডের মূলধন-সম্পদের একটি গোপন উৎস, যাকে ভেনিস তার অবক্ষয়ের সময়ে প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছিল। হল্যাণ্ডে এবং ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। আঠারো শতকের গোড়ার দিকেই ওলন্দাজ ম্যানুফ্যাকচার অনেক পেছনে পড়ে গেল। শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রগামী দেশ হিসাবে হল্যাণ্ডের যে-স্থান ছিল, তা আর রইল না। সুতরাং ১৭০১ থেকে ১৭৭৬ পর্যন্ত তার ব্যবসার অন্যতম প্রধান ধারা হল বিরাট বিরাট পরিমাণ মূলধন ধার দেওয়া, বিশেষ করে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেনকে। সেই একই জিনিস আজ চলছে ইংল্যাণ্ড আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। জন্মের প্রমাণ-পত্র ছাড়া যে-বিপুল পরিমাণ মূলধন আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়, গতকাল তা ছিল শিশুদের ধনতান্ত্রিক রক্ত !

যেহেতু জাতীয় ঋণ তার অবলম্বন প্রাপ্ত হয় সরকারি রাজস্বের মধ্যে, যাকে অবশ্যই

---

১. "Si les Tartares inonbaient l'Europe anjourd'hui, il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nous." Montesqnieu, "Esprit des lois." t. iv., p. 33. ed. Londres, 1769.

সুদ ইত্যাদি বাবদ বাৎসরিক ব্যয় বহন করতে হবে, সেহেতু আধুনিক কর-ব্যবস্থা পরিণত হয়েছে ঋণ-ব্যবস্থার আবশ্যিক প.রিপূরকে। ঋণ-গ্রহণের সাহায্যে সরকার সক্ষম হয় তার অস্বাভাবিক ব্যয়গুলি এমন ভাবে নির্বাহ করতে যাতে করে কর-দাতারা তৎক্ষণাৎ তা অনুভব না করে, কিন্তু তার দরুন কালক্রমে অবশ্যই কর-বৃদ্ধি ঘটে। অন্য দিকে, একটার পরে একটা যেসব ধার পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তার ফলে যে কর-বৃদ্ধি ঘটে, তা সব সময়েই সরকারকে বাধ্য করে নোতুন নোতুন অস্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নোতুন নোতুন ধারের আশ্রয় গ্রহণ করতে। আধুনিক রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি, যার ভিত্তি হল জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর উপরে কর-আরোপন (ফলতঃ সেগুলির দামের বৃদ্ধি-সাধন), এইভাবে নিজের মধ্যেই ধারণ করে ক্রম-বৃদ্ধিপ্রাপ্তির বীজ। অতিরিক্ত কর একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, একটা আচরিত নীতি। সুতরাং, যেখানে এই ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তন ঘটেছিল, সেই হল্যাণ্ডের মহান দেশপ্রেমিক ডে উইট তাঁর "নীতি-বাণী"তে একে মজুরি-শ্রমিককে বিনয়ী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ও শ্রম-ভারে অতি-ভারাক্রান্ত করার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসাবে অভিনন্দিত করেছেন। যাই হোক, এই ব্যবস্থা চাষী কারিগর, এক কথায়, নিম্নতর মধ্য-শ্রেণীর সমস্ত অংশের যে জবরদস্তি-মূলক উৎপাদন ঘটিয়ে থাকে, তার তুলনায় মজুরি শ্রমিকদের অবস্থার উপরে তা যে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা আমাদের ততটা আলোড়িত করে না। এই ব্যাপারে এমনকি বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকদের মধ্যে পর্যন্ত দ্বিমত নেই। এর উৎপাদনী উদ্দীপনা আরো উদ্দীপিত হয় সংরক্ষণ-ব্যবস্থার দ্বারা যা এর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জাতীয় ঋণ, এবং তার আনুষঙ্গিক রাজস্ব-ব্যবস্থা, সম্পদের মূলধনীকরণে এবং জনসমষ্টির উচ্ছেদ-সাধনে যে বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা থেকে কবেট, ডাব্‌লডে প্রভৃতির মত অনেক লেখক এই ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে এটাই বুঝি আধুনিক জনসমাজগুলির দুর্দশার মৌল কারণ।

সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ছিল ম্যানুফ্যাকচারে রত ম্যানুফ্যাকচারকারীদের হাতে একটা কৃত্রিম হাতিয়ার, যার সাহায্যে তারা স্বাধীন শ্রমিকদের উচ্ছেদ করত, উৎপাদন ও জীবন-ধারণের জাতীয় উপায়-উপকরণকে মূলধনীকৃত করত, মধ্যযুগীয় উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে অতিক্রমণকে সংক্ষেপিত করত। এই উদ্ভাবনের একাধিকার ('পেটেণ্ট') নিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলত, এবং, একবার উদ্বৃত্ত-মূল্য তৈয়ার-কারীদের সেবাকার্যে ভর্তি হয়ে যাবার পরে, এই অভীষ্ট অনুসরণে নিজেদের আপন আপন জনগণের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে, সংরক্ষণ-শুল্কের মাধ্যমে এবং, প্রত্যক্ষ ভাবে, রপ্তানি-পরিপোষণের মাধ্যমে কেবল দক্ষিণা আদায়ই করত না, তার উপরে, তারা তাদের অধীনস্থ দেশগুলির সমস্ত শিল্পকে জোর করে নির্মূল করে দিত, যেমন ইংল্যাণ্ড করেছিল আইরিশ পশম শিল্পের ক্ষেত্রে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে, কোলবার্ট-এর দৃষ্টান্তের পরে, প্রক্রিয়াটা অনেক সরলীকৃত হল। আদিম শিল্প-মূলধন এখানে অংশতঃ এসেছিল সরাসরি রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে। মিরাবো

সোচ্চারে প্রশ্ন করেন, "কেন, কেন যাচ্ছেন অতদূরে যুদ্ধের আগেকার স্যাক্সনির শিল্প-গৌরবের উৎস সন্ধানে? সে উৎস হল সার্বভৌমদের দ্বারা গৃহীত ১৮,০০,০০,০০০ (আঠারো কোটি) পরিমাণ ঋণের সম্ভার।"[১]

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, জাতীয় ঋণ, গুরুভার কর, সংরক্ষণ, বাণিজ্যিক যুদ্ধ ইত্যাদি—যথার্থ ম্যানুফ্যাকচারার-আমলের এই সন্তানেরা আধুনিক শিল্পের শৈশবকালে সুবিপুল ভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। দ্বিতীয়টির আবির্ভাব সূচিত হয় নিষ্পাপদের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। রাজকীয় নৌবাহিনীর মত কারখানাগুলিও ভর্তি করা হয়েছিল লোক-ফুসলানো দালালদের মারফৎ। পঞ্চদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে তার নিজের কাল পর্যন্ত জমি থেকে কৃষি-জনসংখ্যার উচ্ছেদ সাধনের ভয়াবহ ঘটনাবলীতে স্যার এফ. এম. ইডেন আনন্দে আকুল; ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং "আবাদি জমি ও চারণ ভূমির মধ্যে যথোচিত অনুপাত" রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক এই প্রক্রিয়ায় তিনি আত্মতৃপ্তিতে উৎফুল্ল; তবু কিন্তু তিনি ম্যানুফ্যাক্টরি-শোষণকে ফ্যাক্টরি-শোষণে রূপান্তর-সাধন এবং মূলধন ও শ্রম-শক্তির মধ্যে "যথার্থ সম্পর্ক" স্থাপনের জন্য শিশু-চুরি ও শিশু-গোলামি সম্পর্কে একই অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি দেখাননি। তিনি বলেন, এটা হয়তো সাধারণের বিচার-বিবেচনার উপযুক্ত বিষয় বলে গণ্য হবে যে, কোনো ম্যানুফ্যাকচারের সফল পরিচালনার জন্য কুটির ও দুঃস্থ-নিবাসগুলিতে হানা দিয়ে গরিব শিশুদের ধরে আনা, রাতের বেশির ভাগ সময় তাদের দিয়ে পালাক্রমে কাজ করানো এবং যে-বিশ্রামটুকু সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক কিন্তু সবচেয়ে বেশি আবশ্যক ছোটদের জন্য, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা প্রয়োজন কিনা; বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন মানসিকতার ছেলে এবং মেয়েদের এমন ভাবে এক জায়গায় জড় করা হয় যে একজনের দৃষ্টান্ত অন্য জনে সংক্রামিত হয়ে দুশ্চরিত্রতা ও লাম্পট্যের প্রসার না ঘটিয়ে পারে কিনা, এই সব কিছু যোগ করলে ব্যক্তিগত বা জাতিগত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে কিনা।"[২]

ফিল্‌ডেন বলেন, "ডার্বিশায়ার, নটিংহামশায়ার ও ল্যাংকাশায়ার কাউন্টিগুলিতে, বিশেষ করে, শেষোক্তটিতে, নোতুন উদ্ভাবিত মেশিনারি ব্যবহৃত হত বড় বড় কারখানা-গুলিতে, যেগুলি নির্মাণ করা হতো সেই সব নদীর তীরে, যেখানে জল-চক্র ঘোরানো সম্ভব হয়। এই সব জায়গায় সহসা দরকার পড়ত লক্ষ লক্ষ কর্মীর—শহর থেকে অনেক অনেক দূরে; এবং তখন ল্যাংকাশায়ার অপেক্ষাকৃত উর্বর ও জনবিরল থাকার জন্য, সে শুধু চাইত যে তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট ও চটপটে আঙুলগুলির চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি; সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রথা গড়ে উঠল লণ্ডন, বার্কিংহাম ও অন্যান্য জায়গার প্যারিশের এখ্‌তিয়ারভুক্ত দুঃস্থ-নিবাসগুলি থেকে 'শিক্ষা-নবিশ' সংগ্রহ করার। ৭ থেকে ১৩—১৪ বছর বয়সের এমন হাজার

১. মিরাবো, ঐ, পৃঃ ১০১।
২. ইডেন, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২১।

হাজার অল্পবয়সী হতভাগ্য ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সুদূর উত্তরে। রীতি ছিল এই যে, মনিব তাদের খাওয়া-পরা দেবে এবং কারখানার কাছেই একটি 'শিক্ষানবিশ-নিবাসে' থাকার জায়গা দেবে; কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য তদারক-কারী নিযুক্ত করা হত, যাদের একমাত্র স্বার্থ ছিল কত বেশি করে ছেলে-মেয়েদের খাটানো যায়, কেননা তাদের বেতন ছিল তারা, কত পরিমাণ কাজ আদায় করে নিতে পারে, তার আনুপাতিক। স্বভাবতই এর পরিণামে ঘটত নিষ্ঠুরতা।·· অনেক ম্যানুফ্যাকচারকারী জেলাতেই, বিশেষ করে আমি যে-জেলার লোক সেই অপরাধী জেলাটিতে (ল্যাংকাশায়ারে), আমার বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে, এই নিরীহ নিঃসহায় প্রাণী-গুলির উপরে—যাদের সঁপে দেওয়া হয়েছিল মালিক-ম্যানুফ্যাকচারের হাতে, তাদের উপরে—অনুষ্ঠিত হত সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুরতা; অতিরিক্ত কাজের চাপে তাদের পিষে ফেলা হত নাভিশ্বাস না ওঠা পর্যন্ত · চাবুক মারা হত, শিকল পরানো হত এবং নির্যাতন করা হত নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে নিখুঁত সুসংস্কৃত পদ্ধতিতে;·· অনেক সময়ে চাবুক মেরে মেরে কাজ করানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের একদম উপোস করিয়ে রাখা হত ·· এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া হত।· সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালবর্তী ডার্বিশায়ার, নটিংহামশায়ার ও ল্যাংকাশায়ারের মনোরম ও কাব্যময় উপত্যকাগুলি পরিণত হল অত্যাচারের বিষণ্ণ বিজন প্রান্তরে। ম্যানুফ্যাকচার-কারীদের মুনাফা হল বিপুল; কিন্তু তার ফলে, যে-ক্ষুধা তৃপ্ত হওয়া উচিত ছিল, তা আরো তীব্র হয়ে উঠল; আর তাই ম্যানুফ্যাকচারকারীরা এমন একটা কৌশল অবলম্বন করল যা তাদের সীমাহীন ভাবে মুনাফা এনে দেবে বলে মনে হল; তারা, যাকে বলে "রাতের কাজ" তার প্রচলন করল, অর্থাৎ সারা দিন এক প্রস্ত শ্রমিককে খাটিয়ে ক্লান্ত করে দিয়ে, তারা আর এক প্রস্ত শ্রমিককে সারা রাত খাটাবার জন্য লাগিয়ে দিত; রাতের প্রস্ত যে-বিছানাগুলি সবে মাত্র ছেড়ে গিয়েছে, দিনের প্রস্ত সেই বিছানাগুলিতে গিয়ে শুয়ে পড়ত; আবার তাদের তাদের পালা শেষ করে দিয়ে রাতে প্রস্ত এসে সেই বিছানাগুলিতে শুয়ে পড়ত, যেগুলি সকাল বেলা দিনের প্রস্ত ছেড়ে গিয়েছে। ল্যাংকাশায়ারে এটা একটা চলতি রীতি যে বিছানাগুলি কখনো ঠাণ্ডা হয়না।"[১]

২. জন ফিলডেন, 'দি কার্স অব দি ফ্যাক্টরি সিস্টেম', পৃঃ ৫৬। ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থার গোড়ার দিককার কেলেংকারিগুলির জন্য দেখুন ডঃ আইকিন-এর 'ডেস্ক্রিপশন অব দি কান্ট্রি' পৃঃ ২১৯, এবং জিসবোর্ন-এর 'এনকুইরি ইনটু দি ডিউটিজ অব মেন', দ্বিতীয় খণ্ড। যখন স্টিম-ইঞ্জিন ফ্যাক্টরিগুলিকে পল্লী-গ্রামের জলপ্রপাতগুলি থেকে শহরের মধ্যস্থলে স্থানান্তরিত করল, তখন 'কৃচ্ছ্রসাধক' উদ্বৃত্ত-মূল্য-প্রস্তুতকারক শিশু-সামগ্রীকে পেয়ে গেল হাতের কাছে তৈরি অবস্থায়; দুঃস্থ-নিবাসগুলি থেকে গোলাম সংগ্রহ করতে বাধ্য হতে হল না। যখন স্যার আর পীল ('আপাত-ন্যায্যতার মন্ত্রী-

ম্যানুফ্যাকচার-আমলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের জনমত লজ্জা ও বিবেকের শেষ চিহ্নটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের উপায় হিসাবে কাজ করে এমন প্রত্যেকটি অপকর্ম সম্পর্কে জাতিসমূহ কুণ্ঠাহীন ভঙ্গিতে দম্ভ করে বেড়াত। নমুনা হিসাবে পড়ুন কীর্তিমান এ এন্ডারসন-এর সাদামাঠা 'বাণিজ্য-বিবরণী' ('অ্যানালস অব কমার্স')। ইউট্রেক্ট্-এর যে শান্তিচুক্তিতে ইংল্যাণ্ড আসিয়েণ্টো-সন্ধির দ্বারা স্প্যানিয়ার্ডদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিল আফ্রিকা ও স্প্যানিশ আমেরিকার মধ্যেও দাস-ব্যবসা চালাবার অধিকার, যা তখনো পর্যন্ত পরিচালিত হত কেবল আফ্রিকা এবং ইংলিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে সেই চুক্তিকে এখানে তূর্যনাদে ঘোষণা করা হয়েছে ইংরেজ কূটনীতির জয়জয়কার বলে। এতদ্বারা ইংল্যাণ্ড ১৭৪৩ সাল অবধি স্প্যানিশ আমেরিকাকে বাৎসরিক ৪,৮০০ জন করে নিগ্রো সরবরাহে অধিকার অর্জন করে। এর ফলে একই সঙ্গে ব্রিটেনের চোরা-চালান একটা সরকারি ছদ্ম আবরণে আবৃত হয়। দাস-ব্যবসায়ের সুবাদে লিভারপুল ফুলে উঠল। এটাই হল তার আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতি। এবং আজও পর্যন্ত লিভারপুল—"আভিজাত্য" হল দাস-ব্যবসায়ের 'পিণ্ডার', যা—পূর্বোদ্ধৃত আইকিন-এর রচনার সঙ্গে (১৭৯৫) তুলনীয়—"যে-দুঃসাহসিক অভিযানের তাড়না লিভারপুলের ব্যবসাকে বিশেষিত করেছে এবং তাকে দ্রুত বেগে বর্তমান সমৃদ্ধির অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করেছে, জাহাজ ও নাবিকদের জন্য বিপুল কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এবং দেশের ম্যানুফ্যাকচারের জন্য চাহিদা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি করেছে।" (পৃঃ ৩৩৯) লিভারপুল দাস-ব্যবসায়ে নিয়োগ করেছিল, ১৭৩০ সালে ১৫টি জাহাজ, ১৭৫১ সালে ৫৩টি, ১৭৬০ সালে ৭৪টি, ১৭৭০ সালে ৯৬টি এবং ১৭৯২ সালে ১৩২টি।

মহোদয়'-এর পিতা) ১৮১৫ সালে শিশুদের সুরক্ষার জন্য 'বিল' উত্থাপন করলেন, তখন 'বুলিয়ন-কমিটি'র নক্ষত্র এবং রিকার্ডোর অন্তরঙ্গ বন্ধু হর্নার কমন্স সভায় বলেন: 'এটা কলংকজনক যে, একজন দেউলিয়ার জিনিসপত্রের সঙ্গে শিশুদের একটা দঙ্গলকে (যদি তাকে কথাটা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়) বিক্রির জন্য হাজির করা হয়েছে এবং ঐ সম্পত্তির একটা অংশ হিসাবে প্রকাশ্যেই বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে। দু বছর আগে 'কোর্ট অব কিংস বেঞ্চ'-এর সমক্ষে একটা অত্যন্ত নৃশংস দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়েছিল, যাতে লণ্ডনে এক ম্যানুফ্যাকচারারের কাছে প্যারিশ কর্তৃক শিক্ষানবীশির জন্য প্রেরিত কিছু সংখ্যক বালক অপর একজনের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির দ্বারা চরম দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। যখন তিনি একটি পার্লামেণ্টারি কমিটিতে ছিলেন, তখন আরেকটি ঘটনা তার গোচরে আসে…বেশি বছর আগে নয় এক লণ্ডন-প্যারিশ এবং একজন ল্যাংকাশায়ার-ম্যানুফ্যাকচারারের মধ্যে এক চুক্তি হয় যে প্রত্যেক ২০টি শিশুর সঙ্গে একটি করে জড়বুদ্ধি শিশুকে নিতে হবে।

যখন তুলা-শিল্প ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তন করল শিশু-ক্রীতদাসত্ব, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণা সঞ্চার করল পূর্বতন, কম-বেশি, পিতৃতান্ত্রিক ক্রীতদাসত্বের একটি বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থায় রূপান্তর-পরিগ্রহে। বস্তুতঃ পক্ষে, ইউরোপে মজুরি-শ্রমিকদের অবগুণ্ঠিত ক্রীতদাসত্বের পাদপীঠ হিসাবে তার প্রয়োজন ছিল নোতুন জগতে বিশুদ্ধ ও সরল ক্রীতদাসত্বের।[১]

Tante molis erat, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের "শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী" প্রতিষ্ঠা করতে, শ্রমিক এবং তার শ্রমের অবস্থাবলীর মধ্যে বিচ্ছেদ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে, এক মেরুতে উৎপাদন ও প্রাণ-ধারণের উপায়সমূহকে মূলধন এবং বিপরীত মেরুতে জনসংখ্যার বিপুল সমষ্টিকে আধুনিক সমাজের কৃত্রিম সৃষ্টি সেই মজুরি-শ্রমিকে তথা "মুক্ত মেহনতি গরিব মানুষে" রূপান্তরিত করতে।[২] যদি অর্থ, অজিয়ার যে-

১. ১৭৯০ সালে ইংলিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একজন করে স্বাধীন লোক-পিছু ছিল ১০ জন করে ক্রীতদাস. ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একজন-পিছু ১৪ জন, ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একজন-পিছু ২৩ জন। (হেনরি ব্রাউহাম, 'অ্যান ইনকুইরি ইনটু দি কলোনিয়াল পলিসি অব দি ইউরোপীয়ান পাওয়ার্স', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৪)।

২. যখন থেকে মজুরি-শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব হল তখন থেকে ইংরেজ আইনে 'মেহনতি গরিব' কথাটির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কথাটা ব্যবহার করা হয়, একদিকে, অলস গরিব', ভিখারী ইত্যাদি থেকে, অন্য দিকে, সেই সব শ্রমিক যারা এখনো তাদের উৎপাদন-উপায়সমূহ থেকে বঞ্চিত হয়নি, সেই পায়রা যাদের পালক এখনো তুলে নেওয়া হয়নি, তাদের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে। আইনের বই থেকে কথাটা চালু হয়ে গেল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে এবং কালপেপার, জে চাইল্ড প্রভৃতির কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে এল অ্যাডাম স্মিথ এবং ইডেনের হাতে। এর পরে যে-কেউ সেই 'জঘন্য রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর-বাগীশ' এডমণ্ড বার্ক-এর সরল বিশ্বাসের বিচার করতে পারেন, যখন তিনি 'মেহনতি গরিব' কথাটাকে অভিহিত করেন 'জঘন্য রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর' বলে। এই মোসাহেবটি, যিনি একদা আমেরিকান কলোনি-গুলির বেতন-ভোগী হিসাবে আমেরিকার অশান্তির সূচনা-কালে ইংরেজ-অভিজাত-তন্ত্রের উদার-নীতিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, পরে আবার ইংরেজ অভিজাত-তন্ত্রের বেতন-ভোগী হয়ে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ভাবপ্রবণ অতীত-বিলাসীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, আসলে হলেন একজন পুরোপুরি স্থূলচরিত্র বুর্জোয়া।

'বাণিজ্যের নিয়মাবলী হল প্রকৃতির নিয়মাবলী; অতএব বিধাতার নিয়মাবলী।' (এডমণ্ড বার্ক, 'থটস অ্যাণ্ড ডিটেলস অন স্কেয়্যারসিটি', পৃঃ ৩১, ৩২)। আশ্চর্য কি যে, বিধাতা ও প্রকৃতির নিয়মাবলীর প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে তিনি সব সময়েই নিজেকে সবচেয়ে ভাল বাজারে বিকিয়েছেন। এই বার্ক সাহেব যখন উদারনীতিক ছিলেন, সে সময়ে তাঁর এক অতি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় রেভারেণ্ড টাকার-এর

কথা বলেছেন, "পৃথিবীতে আসে তার এক গালে জন্মগত রক্ত-চিহ্ন নিয়ে"[১] তা হলে মূলধন আসে মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রত্যেকটি লোমকূপ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ও ক্লেদ ঝরাতে ঝরাতে।"[২]

লেখায়। টাকার ছিলেন একজন যাজক এবং একজন টোরি, কিন্তু, তা ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে একজন শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি ও সুযোগ্য অর্থনীতিবিদ। যে কলংকজনক কাপুরুষতা আজ রাজত্ব করছে এবং 'বাণিজ্যের নিয়মাবলী'-তে অতিশয় ভক্তিভরে বিশ্বাস রাখছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য হল বার্ক-এর মত লোকগুলিকে চিহ্নিত করা—যারা তাদের পরবর্তীদের থেকে সব বিষয়েই আলাদা, একমাত্র প্রতিভার বিষয়ে ছাড়া।

১. Marie Augier ; "Du Credit Public." Paris, 1842.

২. "'কোয়ার্টালি' পত্রিকার একজন লেখক বলেছেন, মূলধন বিক্ষোভ এবং বিরোধ ছড়ায় এবং তা শংকাপ্রবণ ; কথাটা খুবই সত্য ; কিন্তু এটা একটা অসম্পূর্ণ বক্তব্য। মূলধন কোনো মুনাফাকে, বা ক্ষুদ্র মুনাফাকেও, পরিহার করে না, ঠিক যেমন প্রকৃতির সম্পর্কে আগে বলা হত যে সে শূন্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে। পর্যাপ্ত মুনাফা সহ মূলধন খুবই সাহসী। শতকরা ১০ ভাগ যে কোনো জায়গায় তার বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করবে ; শতকরা ২০ ভাগ সৃষ্টি করবে ব্যগ্রতা ; শতকরা ৫০ ভাগ, প্রত্যক্ষ ঔদ্ধত্য ; শতকরা ১০০ ভাগ তাকে তৎপর করে তুলবে মানুষের সমস্ত আইনকে মাড়িয়ে যেতে ; শতকরা ৩০০ ভাগ হলে তো এমন কোনো অপরাধ নেই যা করতে তার কুণ্ঠা হবে, এমন কোনো ঝুঁকি নেই যা নিয়ে সে পিছ-পা হবে—এমনকি তাতে যদি তার মালিকের ফাঁসিতে ঝুলতে হয়, তা হলেও পরোয়া নেই। যদি বিক্ষোভ এবং বিরোধ মুনাফা নিয়ে আসে, তা হলে সে অবাধে ছুটোতেই প্ররোচনা যোগাবে। যা বলা হয়, চোরাচালান আর দাস-ব্যবসা তা প্রচুরভাবে প্রমাণ করেছে।" (টি. জে ডানিং, "ট্রেড্স ইউনিয়ন্স অ্যাণ্ড স্ট্রাইকস : দেয়ার ফিলসফি অ্যাণ্ড ইন্টেনশন," ১৮৬০, পৃঃ ৩৫-৩৬)।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

॥ ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক প্রবণতা ॥

মূলধনের আদিম সঞ্চয়ন অর্থাৎ তার ঐতিহাসিক উৎপত্তি নিজেকে কিসে পর্যবসিত করে? যতদূর পর্যন্ত তা ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের মজুরি-শ্রমিকে প্রত্যক্ষ রূপান্তরণ নয় এবং সেই কারণে নিছক রূপগত পরিবর্তন মাত্র, ততদূর পর্যন্ত তার অর্থ দাঁড়ায় উৎপাদনকারীদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বিচ্যুতিকরণ অর্থাৎ মালিকের নিজের শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলুপ্তি সাধন। সামাজিক তথা সামূহিক সম্পত্তির বিপরীত হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিদ্যমান থাকে কেবল সেখানেই, যেখানে শ্রমের উপায়সমূহ এবং শ্রমের বাহ্যিক অবস্থাবলী ব্যক্তির মালিকানা-ভুক্ত। কিন্তু এই ব্যক্তিরা শ্রমিক কি শ্রমিক নয়, তদনুযায়ী সম্পত্তির চরিত্রও বিভিন্ন হয়। অসংখ্য ধরন-ধারণ, যেগুলি প্রথমে চোখের সামনে হাজির হয়, সেগুলি এই দুটি চরম রূপের মধ্যবর্তী বিভিন্ন পর্যায়। নিজের উৎপাদনের উপায়সমূহের শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হল ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি, তা সে কৃষিগতই হোক বা ম্যানুফ্যাকচার-গতই হোক বা উভয়-গতই হোক; আবার এই ক্ষুদ্র শিল্পই হল সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ এবং স্বয়ং শ্রমিকের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশের অত্যাবশ্যক শর্ত। অবশ্য, এই ক্ষুদ্র উৎপাদন পদ্ধতি ক্রীতদাসত্ব ভূমিদাসত্ব ও অন্যান্য ধরনের অধীনত্বের অবস্থাতেও বিরাজ করে। কিন্তু তা বিকাশিত হয়, তার সমগ্র শক্তিকে মুক্ত করে দেয়, তার চিরায়ত রূপে উপনীত হয় কেবল সেখানেই, যেখানে শ্রমিক নিজেই তার শ্রমের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিক এবং যেখানে সে নিজেই সেগুলিকে গতি-সচল রাখে। জমির চাষী যে নিজেই জমিটি চাষ করে, হাতিয়ারের কারিগর যে নিজেই তা ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞ হিসাবে। এই উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বশর্ত হল এই যে জমি থাকবে ভাগে ভাগে এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়গুলি থাকবে ছড়িয়ে। এক দিকে যেমন তা এই সমস্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবনকে ঠাঁই দেয় না, অন্য দিকে তেমন তা আবার সহযোগ, উৎপাদনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রম-বিভাজন, সমাজ কর্তৃক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উৎপাদনশীল প্রয়োগ ও সেগুলির উপরে নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক উৎপাদিকা ক্ষমতার অবাধ বিকাশ ইত্যাদিকেও ঠাঁই দেয় না। তা কেবলি এমনি একটা উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে তথা সমাজের সঙ্গে, সঙ্গতিপূর্ণ, যা সংকীর্ণ এবং মোটামুটি আদিম চৌহদ্দির মধ্যেই নড়াচড়া করে। তাকে চিরস্থায়ী করার মানে দাঁড়াবে, যে-কথা পেক্যুয়র সঠিক ভাবেই বলেছেন, "সর্বজনীন সাধারণত্বের বিধান জারি করা।"

বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে তা তার নিজের অবসান ঘটানোর বাস্তব শক্তিগুলিকে জন্ম দেয় সেই মুহূর্ত থেকে সমাজের বক্ষতলে উদ্‌গত হয় নোতুন নোতুন শক্তি, নোতুন নোতুন আবেগ ; কিন্তু পুরনো সামাজিক সংগঠন তাদের শৃংখলিত ও অবদমিত করে রাখে। কিন্তু ধ্বংস সে হবেই—এবং ধ্বংস হয়ও। তার ধ্বংস ব্যক্তিভিত্তিক ও বিক্ষিপ্ত বিবিধ উৎপাদন উপায়ের সামাজিক ভাবে সংকেন্দ্রীভূত উপায়-সম্ভারে এবং বহু লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির মুষ্টিমেয় লোকের বিরাট বিরাট সম্পত্তিতে রূপান্তরণ ; জমি থেকে, জীবন-ধারণের উপায় থেকে এবং শ্রমের উপায় থেকে জনসংখ্যার বিপুল সমষ্টির উৎসাদন—এই ভয়াবহ ও যন্ত্রণাকর বহু-ব্যাপক উৎসাদনই রচনা করে মূলধনের ইতিহাসের ভূমিকা। উৎসাদনের এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় জোর জবরদস্তিমূলক নানাবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে ; যেগুলির মধ্যে আমরা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি কেবল সেই সব পদ্ধতি, যেগুলি মূলধনের আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতি হিসাবে যুগান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উৎসাদন সাধিত হয় নির্মম দানবিকতার সঙ্গে এবং সবচেয়ে জঘন্য, সবচেয়ে কদর্য, সবচেয়ে নীচ, সবচেয়ে কুৎসিৎ সব আবেগের উন্মাদনায়। স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ভিত্তি হল, বলা যায়, বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, শ্রমকারী-ব্যক্তির সঙ্গে তার শ্রমের অবস্থাবলীর সংমিশ্রণ—তা গ্রহণ করল ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভিত্তি হল অপরের নামেমাত্র স্বাধীন শ্রমের শোষণ অর্থাৎ মজুরি-শ্রম।[১]

যত শীঘ্র রূপান্তরণের এই প্রক্রিয়া পুরনো সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যথেষ্ট রকম ভাঙন ধরায়, যত শীঘ্র শ্রমিকেরা সর্বহারায় পরিণত হয়, যত শীঘ্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন তার নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তত শীঘ্র শ্রমের আরো সমাজীকরণ এবং জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-উপায়ের সামাজিক ভাবে ব্যবহৃত তথা সাধারণীকৃত, উৎপাদন-উপায়ে আরো রূপান্তরণ, এবং সেই সঙ্গে, ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারীদের আরো উৎসাদন একটি নোতুন রূপ ধারণ করে। এখন যাকে উৎসাদিত করতে হবে সে আর নিজের জন্য কর্মরত শ্রমিক নয়, সে হল বহুসংখ্যক শ্রমিককে শোষণরত ধনিক। এই উৎসাদন সাধিত হয় স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীর ক্রিয়াশীলতার দ্বারা, মূলধনের কেন্দ্রীভবনের দ্বারা। একজন ধনিক সব সময়েই অনেক ধনিককে হত্যা করে। মূলধনের এই কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে কিংবা মুষ্টিমেয় ধনিকের দ্বারা বহুসংখ্যক ধনিকের উৎসাদনের সঙ্গে এক যোগে বিকাশ লাভ করে—ক্রমবর্ধমান আয়তনে—শ্রম-

১. "Nous sommes dans une condition tout-a-faiit nouvelle de la societe···nous tendons a separer toute espece de propriete d'avec toute espece de travail." (Sismondi : "Nouveaux Principes d'Econ. Polit." t. II, p. 434)

প্রক্রিয়ার সহযোগমূলক রূপ, বিজ্ঞানের সচেতন কৃৎকৌশলগত প্রয়োগ, জমির সুশৃংখল কর্ষণকার্য শ্রমের উপকরণসমূহ যাতে করে কেবল সমবেত ভাবে ব্যবহার্য উৎপাদন-উপায়ে পরিণত হয় সেই ভাবে তাদের রূপান্তরণ সম্মিলিত সমাজীকৃত শ্রমের উৎপাদন-উপায় হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের সাশ্রম-বিধান, বিশ্ববাজারের জালে সমস্ত জাতিসমূহের আবদ্ধন এবং সেই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক রাজত্বের আন্তর্জাতিক চরিত্র-অর্জন যারা এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার যাবতীয় সুবিধা আত্মসাৎ এবং একচেটিয়া ভাবে দখল করে, মূলধনের সেই মহামালিকদের নিরন্তর সংখ্যা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় দুর্দশা, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন, শোষণের গুরুভার ; কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার বৃদ্ধি পায় শ্রমিক-শ্রেণীর বিদ্রোহ—যে-শ্রেণী সব সময়ে বৃদ্ধিশীল এবং স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনেরই প্রক্রিয়া ও প্রণালীর দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ, একতাবদ্ধ ও সংগঠনবদ্ধ—সেই শ্রেণীর বিদ্রোহ। মূলধনের একচেটিয়া অধিকার পরিণত হয় উৎপাদন-পদ্ধতির উপরে একটি শৃংখলে—যে উৎপাদন-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এবং বেড়ে উঠেছে তারই সঙ্গে এবং তারই অধীনে। উৎপাদন-উপায়সমূহের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সমাজীভবন অবশেষে এমন একটা বিন্দুতে উপনীত হয়, যেখানে সেগুলি ধনতান্ত্রিক নির্মোকের সঙ্গে হয়ে ওঠে অসঙ্গতিপূর্ণ। নির্মোকটি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তিম ঘণ্টা বেজে ওঠে। উচ্ছেদকারীরা হয় উচ্ছিন্ন।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ফলস্বরূপ ধনতান্ত্রিক আত্মীকরণের পদ্ধতি উৎপাদন করে ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বত্বাধিকারীর শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির এটাই হল প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের অনিবার্যতার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন জন্মদান করে তার নিজেরই নিরাকরণ। এটা হল নিরাকরণের নিরাকরণ। তা উৎপাদন-কারীর জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেনা কিন্তু তাকে দেয় ধনতান্ত্রিক যুগের বিবিধ আহরণের উপরে, অর্থাৎ সহযোগ এবং জমি ও উৎপাদন-উপায়সমূহের যৌথ অধিকারের উপরে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-বিশেষক সম্পত্তি।

ব্যক্তিবিশেষের শ্রম থেকে উদ্ভূত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর স্বভাবতই ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির—যা ইতিমধ্যেই কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে সমাজীকৃত উৎপাদনের উপরে—তার সমাজীকৃত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবার তুলনায় বহুগুণ বেশি দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড ও কঠিন। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কয়েকজন জবর-দখলকারীর দ্বারা বিপুল-জনসমষ্টির উচ্ছেদ-সাধন ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বিপুল জনসমষ্টির দ্বারা কয়েকজন জবর-দখলকারীর উচ্ছেদ সাধন।[১]

১. শিল্পের অগ্রগতি, যার অনিচ্ছাকৃত উদ্বোধক হল বুর্জোয়া শ্রেণী, তা শ্রমিকদের প্রতিযোগিতাজনিত বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত করল তাদের সম্মিলন-জনিত

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

॥ উপনিবেশ-বিস্তারের নোতুন তত্ত্ব ॥[1]

রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব নীতির দিক থেকে দুটি অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গুলিয়ে ফেলে, যে-দুটির মধ্যে একটির ভিত্তি হল উৎপাদনকারীদের নিজেদের শ্রম, অন্যটির ভিত্তি হল অপরের শ্রমের নিয়োগ। তা ভুলে যায় যে, দ্বিতীয়টি কেবল প্রথমটির প্রত্যক্ষ বিপরীতই নয়, তা একান্ত ভাবে উন্মেষিত হয় প্রথমটির সমাধির উপরে। রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপে আদিম সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া মোটা-মুটি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখানে ধনতান্ত্রিক রাজত্ব হয় জাতীয় উৎপাদনের সমগ্র রাজ্যকে জয় করে নিয়েছে, নয়তো, যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ অপেক্ষাকৃত কম

বৈপ্লবিক সহযোগিতা। সুতরাং আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটিকেই কেটে দিল, যার উপরে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপন্নসম্ভার উৎপাদন ও আত্মীকরণ করে। সুতরাং বুর্জোয়াশ্রেণী যা উৎপাদন করে, তা হল, সর্বোপরি, তার নিজেরই কবর-খননকারী। তার পতন এবং সর্বহারা-শ্রেণীর বিজয় সমান ভাবে অবশ্যম্ভাবী।… যে শ্রেণীগুলি আজ বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীই হল যথার্থ বিপ্লবী শ্রেণী।… আধুনিক শিল্পের সম্মুখে বাকি শ্রেণীগুলি ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যায়; সর্বহারা শ্রেণীই হল তার বিশেষ এবং আবশ্যিক সৃষ্টি… নিম্নতর মধ্য শ্রেণীসমূহ, ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদনকারী, দোকানদার, কারিগর, চাষী—এরা সকলে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অবলুপ্তির গ্রাস থেকে মধ্য-শ্রেণীর ভগ্নাংশ হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে।…তারা প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা তারা ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়।' কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতাহার। লণ্ডন, ১৮৪৮, পৃঃ ৯, ১১।

১. (শিরোনাম) আমরা এখানে আলোচনা করছি প্রকৃত 'উপনিবেশ' ('কলোনি') নিয়ে—সেইসব কুমারী ভূমি নিয়ে, অভিবাসনকারীরা যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ভাবে এখনো ইউরোপের একটি উপনিবেশ মাত্র। তা ছাড়া, এই পংক্তির মধ্যে সেই ধরনের পুরনো অভিবসতিগুলিও পড়ে, যেগুলিতে ক্রীতদাসত্বের অবলুপ্তি আগেকার অবস্থাবলীর আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

পরিণত, সেখানে তা অন্ততঃ সমাজের সেই স্তরগুলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যেগুলি যদিও সেকেলে উৎপাদন-পদ্ধতির অন্তর্গত, তা হলেও পাশাপাশি ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় টিকে আছে। প্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত মূলধনের এই জগতের উপরে রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিক প্রয়োগ করেন প্রাক্-ধনতান্ত্রিক জগৎ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত আইন-সম্পর্কিত ও সম্পত্তি-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাগুলি; যতই ঘটনাবলী তার ভাবাদর্শের মুখের পরে সোচ্চারে বিরোধিতা করে, ততই তিনি আরো ব্যগ্র আগ্রহে, আরো বাক্‌চাতুর্য সহকারে সেই ধ্যান-ধারণাগুলি প্রয়োগ করেন। উপনিবেশগুলিতে পরিস্থিতি অন্য রকম। সেখানে ধনতান্ত্রিক রাজত্ব সর্বত্রই উৎপাদনকারীর সঙ্গে সংঘর্ষে আসে, যে, তার নিজের শ্রমের অবস্থাবলীর মালিক হিসাবে, সেই শ্রম নিয়োগ করে নিজেকে ধনী করবার জন্য, ধনিককে ধনী করবার জন্য নয়। এই দুটি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধে ব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এখানে কার্যতঃ আত্মপ্রকাশ করে তাদের দুয়ের মধ্যে এক সংগ্রামে। যেখানে ধনিকের পিছনে থাকে তার স্বদেশের পরাক্রম, সেখানে সে চেষ্টা করে, বল-প্রয়োগের সাহায্যে, উৎপাদনকারীর স্বতন্ত্র শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ও আত্মীকরণের পদ্ধতিগুলিকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে। সেই একই স্বার্থ যা মূলধনের তাঁবেদারকে—রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিককে—স্বদেশে বাধ্য করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার বিপরীত পদ্ধতির সঙ্গে তত্ত্বগত ভাবে অভিন্ন বলে ঘোষণা করতে, সেই একই স্বার্থ তাকে উপনিবেশগুলিতে বাধ্য করে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে এবং সরবে ঘোষণা করতে যে, দুটি উৎপাদন-পদ্ধতি পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রমাণ করেন কিভাবে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন, ক্ষমতা, সহযোগ, শ্রম-বিভাগ, ব্যাপক আয়তনে মেশিনারির ব্যবহার ইত্যাদির বিকাশ শ্রমিকদের সম্পত্তি থেকে উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে তাদের উৎপাদন-উপায়সমূহের মূলধনে রূপান্তরণ ব্যতিরেকে অসম্ভব। তথাকথিত জাতীয় সম্পদের স্বার্থে, তিনি জনগণের দারিদ্র্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য কৃত্রিম উপায় খুঁজে বেড়ান। এক্ষেত্রে তাঁর আত্মরক্ষামূলক বর্মখানি পচা-গলা কাঠের মত টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ে। ই. জি ওয়েকফিল্‌ডের বিরাট কৃতিত্ব হল উপনিবেশের ব্যাপারে[১] নোতুন কিছু আবিষ্কার করা নয়, কিন্তু মূল-দেশের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থার ব্যাপারে উপনিবেশগুলিতে সত্য আবিষ্কার করা। যেহেতু সংরক্ষণ-ব্যবস্থা তার সূচনায়[২] চেষ্টা করেছিল মূলদেশে কৃত্রিম উপায়ে

---

১. আধুনিক উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়ে ওয়েকফিল্‌ডের যে-সামান্য কিছু আলোচনা রয়েছে, 'ফিজিওক্র্যাট' মিরাবো পেয়ার আগেই তার পুরোপুরি আভাস দিয়েছিলেন এবং তাঁরও অনেক আগে দিয়েছিলেন ইংরেজ অর্থনীতিবিদেরা।

২. পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে এটা পরিণত হল একটি সাময়িক আবশ্যকতায়। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, ফলাফল একই থাকে।

ধনিক 'ম্যানুফ্যাকচার' করতে, সেই হেতু ওয়েকফিল্ডের উপনিবেশ-বিস্তারের তত্ত্ব, যা ইংল্যাণ্ড কিছু কালের জন্য পার্লামেণ্টের আইনের সাহায্যে চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল, সেই তত্ত্বটি চেষ্টা করেছিল উপনিবেশগুলিতে মজুরি-শ্রমিক 'ম্যানুফ্যাকচার' করতে। একে তিনি বলেন, "প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশ-বিস্তার।"

প্রথমতঃ, ওয়েকফিল্ড আবিষ্কার করেন যে, উপনিবেশগুলিতে টাকা-পয়সা, জীবন-ধারণের উপায়, মেশিন-পত্র এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের আকারে সম্পত্তির মালিকানা এখনো পর্যন্ত কোন লোককে 'ধনিক' হিসাবে চিহ্নিত করে দেয় না, যদি সেখানে বাকি সহ-সম্বন্ধীটি—মজুরি-শ্রমিকটি, যে তার নিজেকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় বিক্রি করতে বাধ্য সেই মানুষটি—না থাকে। তিনি আবিষ্কার করেন, মূলধন একটা জিনিস নয়, এটা একাধিক ব্যক্তির মধ্যেকার একটা সামাজিক সম্পর্ক, যা প্রতিষ্ঠিত হয় জিনিসের মাধ্যমে।[১] তিনি দুঃখ করে বলেন, মিঃ পীল তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়, সোয়ান রিভারে ৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের জীবন-ধারণ ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ। তা ছাড়া, মিঃ পীলের দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পুরুষ, নারী, ও শিশু মিলিয়ে মোট ৩,০০০ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাবার একবার তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌছে যাবার পরে, "মিঃ পীলের বিছানা করার মত বা নদী থেকে জল আনবার মত কেউ রইল না।"[২] অসুখী মিঃ পীল, যিনি সব কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন একমাত্র ইংরেজ উৎপাদন-পদ্ধতিতে সোয়ান লেকে রপ্তানি করা ছাড়া!

ওয়েকফিল্ডের নিম্নোক্ত আবিষ্কারগুলি অনুধাবনের জন্য দুটি প্রাথমিক মন্তব্য: আমরা জানি যে, উৎপাদন ও জীবন-ধারণের উপায়সমূহ যখন থাকে প্রত্যক্ষ উৎপাদন-কারীর সম্পত্তি, তখন তারা মূলধন নয়। তারা মূলধনে পরিণত হয় কেবল সেই অবস্থায়, যখন তারা একই সময়ে শ্রমিকের শোষণ ও বশ্যতাসাধনের উপায় হিসাবে কাজ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিকের মাথার মধ্যে তাদের এই ধনতান্ত্রিক আত্মা তাদের বস্তুগত উপাদানের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে যে, তিনি সমস্ত অবস্থাতেই তাদের মূলধন বলে অভিহিত করেন—এমনকি যখন তারা তার ঠিক বিপরীত, তখনো। এই হল ওয়েকফিল্ডের ধারণা। অধিকন্তু, নিজের নিজের উদ্যোগে

১. 'একজন নিগ্রো নিগ্রোই'। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সে হয় গোলাম। একটা 'মিউল' হল সুতো কাটার জন্য একটা মেশিন। কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেই তা হয় মূলধন। এই অবস্থাবলীর বাইরে সোনা যেমন স্বতঃই টাকা কিংবা চিনি, যেমন চিনির দাম, তার চেয়ে বেশি ভাবে তা কোনমতেই মূলধন নয়।…মূলধন হল উৎপাদনের একটি সামাজিক সম্পর্ক। 'এ হল উৎপাদনের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক।' (কার্ল মার্কস, 'Lohnarbeit und Kapital.' N. Rh. Zeitung, No. 266, April 7, 1849)।

২. ই. জি ওয়েকফিল্ড: "ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড আমেরিকা" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩।

কর্মরত বহুসংখ্যক স্বাধীন শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে উৎপাদন-উপায়-সমূহের বিভক্তিকরণকে তিনি অভিহিত করেন মূলধনের সমবিভাজন হিসাবে। এটা যেমন রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিকের ক্ষেত্রে, তেমন সামন্ততান্ত্রিক আইন-বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রে। এই আইন-বিশেষজ্ঞেরা সামন্ততান্ত্রিক আইনের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'লেবেল'গুলিকেই এঁটে দিলেন বিশুদ্ধ মুদ্রাকার সম্পর্কের উপরে।

ওয়েকফিল্ড্ বলেন, "যদি ধরে নেওয়া হয় সমাজের সমস্ত সদস্যরা মূলধনের সমান সমান অংশের অধিকারী······তা হলে কোনো মানুষেরই প্রবৃত্তি হবে না, সে নিজের হাতে যতটা মূলধন ব্যবহার করতে পারে, তার চেয়ে বেশি মূলধন সঞ্চয়ন করার। নোতুন মার্কিন উপনিবেশগুলিতে অবস্থা অনেকটা এইরকম, যেখানে জমির মালিক হবার উন্মাদনা এত প্রবল যে তা শ্রমিকদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠতে দেয় না, যারা ভাড়া খাটবে।"[১] সুতরাং, যত কাল শ্রমিক নিজের জন্য সঞ্চয়ন করতে পারে—এবং তা সে পারে যত কাল সে থাকে তার উৎপাদন-উপায়ের মালিক, ততকাল ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়ন ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি অসম্ভব। এই সবের জন্য যে মজুরি-শ্রমিক-শ্রেণী অত্যাবশ্যক, তা অনুপস্থিত। তা হলে, কেমন করে পুরনো ইউরোপে তার শ্রমের অবস্থাবলী থেকে শ্রমিকের উৎসাদন অর্থাৎ মূলধন এবং মজুরি-শ্রমের সহাবস্থান সংঘটিত হয়েছিল? বেশ মৌলিক ধরনের একটা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। "মানবজাতি গ্রহণ করেছে···মূলধনের সঞ্চয়নকে অনুপ্রেরিত করার জন্য একটি সরল কৌশল—মূলধন সঞ্চয়ন, যা অ্যাডাম স্মিথের কাল থেকে ভেসে বেড়িয়েছে তাদের কল্পনায় তাদের অস্তিত্বের একমাত্র ও 'ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে: "তারা নিজেদেরকে ভাগ করে নিয়েছে মূলধনের মালিক এবং শ্রমের মালিকে।·· এই বিভাগ ছিল সামঞ্জস্য ও সম্মিলনের ফল।"[২] এক কথায়: "মূলধন সঞ্চয়ন"-এর সম্মানে মানব-সমাজের সুবিপুল জনসমষ্টি নিজেদেরকে সম্পত্তির অধিকার থেকে উৎসাদিত করল। এখন, একজন মনে করবে যে, আত্মবঞ্চনার এই উন্মাদনা নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে জ্যামুক্ত করে দেবে বিশেষ ভাবে উপনিবেশগুলিতে, একমাত্র যেখানে থাকে এমন মানুষজন এবং আয়োজন, যা সামাজিক চুক্তিকে পরিণত করতে পারে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে। কিন্তু তা হলে কেন "প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশ-বিস্তার"-কে ডেকে আনা হবে তার বিপরীত, স্বতঃস্ফূর্ত, অনিয়মিত উপনিবেশ বিস্তারকে প্রতিস্থাপিত করার জন্য? কিন্তু—কিন্তু—"আমেরিকান ইউনিয়নের উত্তর দিককার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা এমনকি এক-দশমাংশের মতও ভাড়াটে শ্রমিকের পংক্তির মধ্যে পড়ে কিনা সন্দেহ।·· ইংল্যাণ্ডে ···শ্রমজীবী শ্রেণীই গঠন করে জনসংখ্যার সুবিপুল সমষ্টি।"[৩] এমনকি, শ্রমজীবী

১. ঐ, পৃঃ ১৭।

২. ঐ, পৃঃ ১৮।

৩. ঐ, পৃঃ ৪২, ৪৩, ৪৪।

মানবসমাজের পক্ষে মূলধনের মহিমার জন্য আত্ম-উচ্ছেদনের এই প্রবৃত্তি এত সামান্যই থাকে যে, স্বয়ং ওয়েকফিল্ডের মতেও, ক্রীতদাসত্বই ঔপনিবেশিক ঐশ্বর্যের স্বাভাবিক ভিত্তি। তাঁর প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশ-বিস্তার হল কেবল একটা 'pis aller' ('অগতির গতি'), যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে কাজ চালাতে হয়, ক্রীতদাসদের দিয়ে নয়, স্বাধীন মানুষদের নিয়ে। "সেন্ট ডোমিনিগোতে প্রথম স্পেনীয় উপনিবেশ-স্থাপনকারীরা স্পেন থেকে শ্রমিক পায়নি। কিন্তু শ্রমিক ছাড়া, তাদের মূলধন নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে সেই ক্ষুদ্র পরিমাণটিতে পর্যবসিত হয়েছিল, যতটা প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার নিজের হাতে কাজে লাগাতে পারে। এটা সত্য সত্যই ঘটেছিল ইংরেজদের দ্বারা স্থাপিত সর্বশেষ উপনিবেশটিতে—সোয়ান লেক-এ, যেখানে এক বিপুল-পরিমাণ মূলধন—বীজ, উপকরণ ও গবাদি পশু—ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেগুলি ব্যবহার করার মত শ্রমিক ছিলনা এবং যেখানে কোনো বসতি স্থাপন-কারী নিজের হাতে—যতটা মূলধনকে কাজে লাগাতে পারে তার চেয়ে বেশি মূলধন রক্ষা করেনি।"[১]

আমরা দেখেছি, জমি থেকে জন-সমষ্টির উৎসাদনই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি রচনা করে। অন্য দিকে, একটি স্বাধীন উপনিবেশের মর্মবস্তু হচ্ছে এই যে, জমির বেশির ভাগটাই এখনো সাধারণের সম্পত্তি, এবং সেই হেতু, তার উপরে বসতি-স্থাপনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই সাধারণ জমির একটা অংশকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নিজস্ব উৎপাদন-উপায়ে রূপান্তরিত করে নিতে পারে; তাতে পরবর্তী বসতি-স্থাপনকারীদের পক্ষে অনুরূপ কাজ করার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না।[২] এটাই হল দুটি ব্যাপারেরই গুপ্ত কথা—উপনিবেশগুলির সমৃদ্ধির এবং তাদের বদ্ধমূল বদভ্যাসের অর্থাৎ মূলধন-প্রতিষ্ঠার প্রতি বিরোধিতার। "যেখানে জমি খুব সুলভ এবং সমস্ত মানুষ স্বাধীন, যেখানে যে চায় সে-ই অনায়াসে পেতে পারে এক খণ্ড জমি, সেখানে শ্রম যে কেবল মহার্ঘ, তাই নয়, উৎপন্ন ফসলে শ্রমিকের অংশ প্রসঙ্গে, যে-কোনো দামে সম্মিলিত শ্রম সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য।"[৩]

যেহেতু উপনিবেশগুলিতে, শ্রমের অবস্থাবলী থেকে এবং তাদের মূল যে জমি তা থেকে শ্রমিকের বিচ্ছেদ এখনো ঘটেনি, কিংবা, ঘটলেও ঘটেছে কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে কিংবা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আয়তনে, সেই হেতু শিল্প থেকে কৃষির বিচ্ছেদও যেমন ঘটেনি, তেমন চাষী-সমাজের ঘরোয়া শিল্পেরও বিনাশ ঘটেনি। তা হলে, মূলধনের

১. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫।

২. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৫। উপনিবেশে রূপান্তরণের অন্যতম উপাদান হতে হলে, জমি কেবল 'পতিত' থাকলেই হবে না, তা হতে হবে সাধারণ সম্পত্তি, যাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিবর্তিত করা যায়। ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫।

৩. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭।

জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার কোথা আসবে? "আমেরিকার জনসংখ্যার কোনো অংশই একান্তভাবে কৃষিগত নয়, কেবল ক্রীতদাস এবং তাদের নিয়োগকর্তারা ছাড়া, যারা বিশেষ বিশেষ কাজে মূলধন এবং শ্রম সম্মিলিত করে, স্বাধীন আমেরিকানরা, যারা জমি চাষ করে, তারা আরো পাঁচটা পেশা অনুসরণ করে। যেসব আসবাব ও হাতিয়ারপত্র তারা ব্যবহার করে, তার কিছু অংশ তারা নিজেরাই সাধারণতঃ তৈরি করে। তারা প্রায়শই তাদের নিজেদের বাড়ি-ঘর বানিয়ে নেয় এবং তাদের নিজেদের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী নিজেরাই বাজারে বয়ে নিয়ে যায়—তা সে যত দূরেই হোক না কেন। তারা সুতো কাটে, কাপড় বোনে, তারা সাবান ও মোম তৈরি করে, অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারের জুতো-জামাও তৈরি করে। আমেরিকায় জমি-চাষ প্রায়ই কর্মকার, ঘানি-ওয়ালা বা দোকানদারের অতিরিক্ত পেশা।"[১] যেখানে এই ধরনের অদ্ভুত লোকজনের বসতি, সেখানে ধনিকদের জন্য "ভোগ-সংবরণের ক্ষেত্র" কোথায়?

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মহৎ সৌন্দর্য এইখানে যে, তা কেবল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মজুরি-শ্রমিককে মজুরি শ্রমিক হিসাবে পুনরুৎপাদন করে না, সেই সঙ্গে সব সময়েই উৎপাদন করে, মূলধনের সঞ্চয়নের অনুপাতে, মজুরি-শ্রমিকদের একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা। এইভাবে শ্রমের যোগান ও চাহিদাকে ধরে রাখা হয় সঠিক চাপে, মজুরির ওঠা-নামাকে বেঁধে রাখা হয় ধনতান্ত্রিক শোষণের পক্ষে সন্তোষজনক মাত্রার মধ্যে, এবং, সর্বশেষে, ধনিকের উপরে শ্রমিকের সামাজিক নির্ভরতাকে, সেই অপরিহার্য প্রয়োজনকে সুসম্পন্ন করা হয়; নির্ভরতার এক অভ্রান্ত সম্পর্ক, থাকে আত্মতুষ্ট রাষ্ট্রীয় অর্থতাত্ত্বিক মূল-দেশে তথা স্বদেশে যাদুবলে রূপান্তরিত করতে পারে ক্রেতা, ও বিক্রেতার মধ্যে, সমান ভাবে স্বাধীন দুজন পণ্য-মালিকের মধ্যে—মূলধনরূপ পণ্যের মালিক এবং শ্রমরূপ পণ্যের মালিকের মধ্যে—একটি স্বাধীন চুক্তিগত সম্পর্কে। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে এই মনোরম কল্পনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মূল-দেশটির তুলনায় এখানে অনাপেক্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি, কেননা অনেক শ্রমিক জগতে প্রবেশ করেই আজন্ম-যুবক হিসাবে, এবং তবু শ্রমের বাজারে সব সময়েই ঘাটতি। শ্রমের যোগান ও চাহিদার নিয়ম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এক দিকে, শোষণ ও "ভোগ সংবরণের তৃষ্ণায় অধীর" পুরনো জগৎ অবিরাম মূলধন ছুঁড়ে দিচ্ছে; অন্য দিকে, মজুরি-শ্রমিক হিসাবে মজুরি-শ্রমিকের নিয়মিত পুনরুৎপাদন সংঘাতে আসছে সবচেয়ে বেয়াড়া এবং অংশতঃ দুর্ভেদ্য সব প্রতিবন্ধকের সঙ্গে। মূলধনের সঞ্চয়নের অনুপাতে সংখ্যাতিরিক্ত মজুরি-শ্রমিকদের উৎপাদনের কি হয়? আজকের মজুরি-শ্রমিক কালকের স্বাধীন চাষী বা কারিগর, যে কাজ করে নিজের জন্য। শ্রমের বাজার থেকে সে উধাও হয়ে যায়। মজুরি-শ্রমিকদের স্বাধীন

১. ঐ, পৃঃ ২১, ২২।

উৎপাদনকারীতে এই নিরন্তর রূপান্তর, যারা মূলধনের জন্য কাজ করে না, করে নিজেদের জন্য, এবং ধনিক ভদ্রলোকদের সমৃদ্ধ করেনা, করে নিজেদের, এই রূপান্তরণ আবার শ্রম-বাজারের পরিস্থিতির উপরে খুব বিকৃত ভাবে প্রতিক্রিয়া করে। মজুরি শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা যে কেবল লজ্জাজনক ভাবে নিচু থাকে, তাই নয়। তার উপরে, মজুরি-শ্রমিক হারায়, নির্ভরতার সম্পর্ক সমেত, ভোগ-সংবৃত ধনিকের উপরে তার নির্ভরতার মানসিকতাও। এই কারণেই দেখা দেয় সেইসব অসুবিধা যেগুলিকে আমাদের ই জি ওয়েকফিল্ড চিত্রিত করেছেন এত বলিষ্ঠ ভাবে, এত সোচ্চার ভাবে, এত করুণ ভাবে।

তাঁর নালিশ : মজুরি শ্রমের সরবরাহ স্থিরও নয়, নিয়মিতও নয়, পর্যাপ্তও নয়। "শ্রমের সরবরাহ কেবল অল্পই নয়, অনিশ্চিত।"[১] যদিও ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত উৎপন্ন ফল বেশিও হয়, তা হলেও শ্রমিক এত বড় একটা অংশ নিয়ে নেয় যে, সে অচিরেই একজন ধনিক হয়ে ওঠে।...এমনকি যাদের আয়ু খুব দীর্ঘ, তাদের খুব সামান্য কয়েকজনই বিপুল পরিমাণ বিত্ত সঞ্চয় করতে পারে।"[২] তাদের শ্রমের বৃহত্তর অংশের দাম তাদের দিয়ে দেওয়া থেকে সে নিজের সংবরণ করুক, ধনিককে এই অনুমতি দিতে শ্রমিকেরা অতি স্পষ্ট কণ্ঠে অস্বীকার করে। যদি সে বুদ্ধি করে, তার নিজের মূলধন দিয়ে ইউরোপ থেকে তার নিজের মজুরি-শ্রমিক আমদানি করে, তা হলেও তার কোনো লাভ হয় না। অচিরেই তারা আর...ভাড়া-খাটা মজুর থাকে না ;.. যদি শ্রমের বাজারে তাদের প্রাক্তন মনিবদের প্রতিদ্বন্দ্বী না-ও হয়, তারা হয়ে ওঠে স্বাধীন জমিদার[৩] কী ভয়ংকর ব্যাপার, একবার ভাবুন তো! মহদাশয় ধনিক ব্যক্তিটি, তার নিজের পকেটের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে, ইউরোপ থেকে শারীরিক ভাবে তুলে এনেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের! দুনিয়ার ইন্তেকালের আর বাকি কি! উপনিবেশ-গুলির মজুরি-শ্রমিকদের মধ্য থেকে সমস্ত নির্ভরতা উধাও হয়ে গিয়েছে, এমনকি নির্ভরতার মনোভাব পর্যন্ত উধাও হয়ে গিয়েছে—এতে ওয়েকফিল্ড যদি কান্নাকাটি করেন, তা হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাঁর শিষ্য মেরিভেল বলেন, উপনিবেশগুলিতে রয়েছে, "আরো সস্তা, আরো বাধ্য মজুরদের জন্য জরুরী দাবি—এমন একটি শ্রেণীর জন্য জরুরী দাবি যাদের হুকুম মানতে ধনিক বাধ্য হবে না, যারা নিজেরাই বাধ্য হবে ধনিকের হুকুম মানতে।...প্রাচীন কালের সভ্য দেশগুলিতে শ্রমিক, যদিও স্বাধীন তবু প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা ধনিকদের উপরে নির্ভরশীল ছিল ; উপনিবেশগুলিতে এই নির্ভরতা সৃষ্টি করতে হবে কৃত্রিম উপায়ে।[৪]

---

৫. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৬।

১. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩১।

২. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫।

১. মেরিভেল, 'লেকচার্স অন কলোনাইজেশন অ্যাণ্ড কলোনিজ', দ্বিতীয় খণ্ড,

তা হলে ওয়েকফিল্ডের মত অনুসারে, উপনিবেশগুলিতে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির ফলাফল কি ? উৎপাদনকারীদের এবং জাতীয় সম্পদদের ছড়িয়ে দেবার "এক বর্বরতা-বিস্তারী প্রবণতা।"[১] নিজ নিজ উদ্যোগে কর্মরত, এমন অগণিত মালিকের মধ্যে উৎপাদনের উপায়সমূহ ভাগাভাগি কেবল মূলধনের কেন্দ্রীভবনকেই ধ্বংস করে দেয়না, সম্মিলিত শ্রমের সমস্ত ভিত্তিকেও ধ্বংস করে দেয়। প্রত্যেকটি দীর্ঘকালসাপেক্ষ উদ্যোগ যার জন্য লাগে কয়েক বছর এবং চাই স্থির মূলধনের বিনিয়োগ, এমন সমস্ত উদ্যোগই বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইউরোপে মূলধনের বিনিয়োগে ক্ষণিকের দ্বিধাও দেখা দেয় না, কেননা সেখানে শ্রমিক শ্রেণী তার উপাঙ্গ—সব সময়েই বাড়তি এবং সব সময়েই হাতের কাছে

পৃঃ ২৫৩, ২৫৪। এমনকি শান্ত, অবাধ বাণিজ্যবাদী, হাতুড়ে অর্থতাত্ত্বিক মলিনারি পর্যন্ত বলেন, "Dans les colonies ou l'esclavage a ete aboli sans que le travail force se trouvait remplace par uue quantite equivalente de travail libre, on a vu s'operer la contre-partie du fait qui se realise tous les jours sous nos yeux. On a vu les simples travailleurs exploiter a leur tour les entrepreneurs d'industrie, exiger d'eux des salaires hors de toute proportion avec la part legitime qui leur revenait dans le produit. Les planteurs, ne pouvant oblenir de leurs sucres un prix suffisant pour couvrir la hausse de salaire, ont ete obliges de fournir l'excedant, d'abord sur leurs profits, ensuite sur leurs capitaux memes. Une foule de planteurs ont ete ruines de la sorte, d'autres ont ferme leurs ateliers pour echapper a une ruine imminente...Sans doute, il vaut mieux voir perir des accumulations capitaux que des generations d'hommes [how generous of Mr. Molinari !] : mais ne vaudrait-il pas mieux que ni les autres perissent ?" (Molinari, 'Etudcs Economibues', pp. 51, 52). মিঃ মলিনারি ! মিঃ মলিনারি ! তা হলে, মোজেস এবং তাঁর পয়গম্বরদের দশটি অনুজ্ঞার যোগান ও চাহিদার নিয়মের কি হবে, যদি ইউরোপে 'আঁত্রেপ্রেন্যর' শ্রমিকের ন্যায্য অংশ কাটতে পারে, এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ শ্রমিক পারে 'আঁত্রেপ্রেন্যর' শ্রমিকের ন্যায্য অংশ কাটতে ? এবং যদি দয়া করে বলেন, কি এই ন্যায্য অংশ, যা আপনার নিজেরই স্বীকৃতি অনুসারে ইউরোপে ধনিক নিত্য দিতে ভুল করে ? ওখানে ঐ উপনিবেশ-গুলিতে, যেখানে শ্রমিকেরা এত 'সরল' যে তারা ধনিককে 'শোষণ' করে। যোগান ও চাহিদার নিয়মটি, যা অন্যত্র কাজ করে আপনা-আপনি, সেটিকে পুলিশের সহায়তায়, সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য মিঃ মলিনারি একটু কণ্ড্য়ন বোধ করেন।

১. ওয়েকফিল্ড, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫২।

মজুদ। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে? ওয়েকফিল্ড এক অতি বেদনাময় কাহিনীর কথা বলেন। তিনি কথা বলছিলেন ক্যানাডা এবং নিউ ইয়র্ক অঙ্গ-রাষ্ট্রের কয়েকজন ধনিকের সঙ্গে, যেখানে অভিবাসনের ঢেউ মাঝে মাঝে রুদ্ধ হয়ে যায় এবং জমা হয় "সংখ্যাতিরিক্ত" শ্রমিকের কিছু তলানি। এই নাটকটির একটি চরিত্র বলেন, "আমাদের মূলধন তৈরি ছিল এমন অনেক কর্মকাণ্ডের জন্য, যেগুলি সম্পূর্ণ করতে লাগে বেশ কিছু সময়, কিন্তু এই সমস্ত কর্মকাণ্ড আমরা এমন শ্রমিকদের দিয়ে আরম্ভ করতে পারি না, যারা, আমরা জানি, শীঘ্রই ছেড়ে চলে যাবে। আমরা যদি এমন অভিবাসীদের শ্রম করে রাখা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতাম তা হলে আমরা খুশি মনে তাদের নিযুক্ত করতাম এবং উচু মজুরি দিতাম; এমনকি যদি আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতাম যে তারা ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু সেই সঙ্গে, সর্বত্র আমাদের প্রয়োজনমত, শ্রমের নোতুন সরবরাহ পাওয়া যাবে, তা হলেও তাদের আমরা নিযুক্ত করতাম।[১]

আমেরিকান চাষীদের বিক্ষিপ্ত কৃষির সঙ্গে ইংরেজ ধনতান্ত্রিক কৃষি ও তার "সম্মিলিত" শ্রমের প্রতি তুলনা করার পরে, ওয়েকফিল্ড্ অসতর্ক মুহূর্তে মেডেলের উল্টো পিঠটি আমাদের এক পলকে দেখে নেবার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি আমেরিকার জনসাধারণের বিপুল সমষ্টিকে চিত্রিত করেছেন সচ্ছল, স্বাধীন, কর্মঠ এবং অপেক্ষাকৃত কৃষ্টিসম্পন্ন বলে, যেখানে "ইংরেজ কৃষি-শ্রমিক হল একটা শোচনীয় বেচারা, একটা ভিক্ষাজীবী।···উত্তর আমেরিকা এবং কয়েকটি নোতুন উপনিবেশে ছাড়া আর কোথায় কৃষিকর্মে নিযুক্ত স্বাধীন শ্রমের মজুরি শ্রমিকের নিছক জীবন-ধারণের মাত্রা বেশি ছাড়িয়ে যায়? নিঃসন্দেহে, ইংল্যাণ্ডে খামার-ঘোড়াগুলি যেহেতু মূল্যবান সম্পত্তি, সেহেতু ইংরেজ চাষীদের তুলনায় ভাল খোরাক পায়।"[২] কিন্তু তাতে কি এসে যায়, জাতীয় সম্পদ স্বভাবতই জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে অভিন্ন, সেটাই আরেকবার প্রমাণ হয়।

তা হলে উপনিবেশগুলির ধনতন্ত্র-বিরোধী ক্যান্সারকে কি করে নিরাময় করা যায়? মানুষ যদি এক ধাক্কায় সমস্ত সাধারণ জমিকে ব্যক্তিগত জমিতে পরিণত করতে সম্মত হত, তা হলে তারা নিশ্চয়ই এই পাপের মূলকে ধ্বংস করে দিত, কিন্তু সেই সঙ্গে— উপনিবেশগুলিকেও। কৌশলটা হল কিভাবে একই সঙ্গে দুটি পাখিকে খতম করা যায়। যোগান ও চাহিদার নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, সরকার এই কুমারী মাটির একটা কৃত্রিম দাম ধার্য করে দিক, এমন একটা দাম যা অভিবাসীকে বাধ্য করে মজুরির বিনিময়ে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করতে যার আগে সে জমি কেনার মত এবং নিজেকে একজন স্বাধীন চাষীতে পরিণত করার মত যথেষ্ট টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হবে না।[৩]

---

১. ঐ, পৃঃ ১৯১, ১৯২।

২. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৭, ২৪৬।

৩. "C'est, ajoutez-vous, grace a l'appropriation du sol et des capicaux que l'homme qui n'a que ses bras, trouve de l'occupation

মজুরি-শ্রমিকদের কাছে অপেক্ষাকৃত নিষেধমূলক দামে জমি বিক্রয় থেকে যে-তহবিল তৈরি হবে, যোগান ও চাহিদার পবিত্র নিয়মটি লংঘন করে শ্রমের মজুরি থেকে আদায়ের সাহায্যে যে তহবিল তৈরি হবে, সেই তহবিলটি সরকার ব্যয় করবে ইউরোপ থেকে উপনিবেশগুলিতে সর্বস্বহারাদের আমদানি করতে। এই অবস্থায় tout sera pour be miux dans be meilleur des mondes possibles। এটাই হল "প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশ-বিস্তার"-এর মহান গুপ্ত-রহস্য। বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন ওয়েকফিল্ড্, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে "শ্রমের সরবরাহ অবশ্যই হবে নিরন্তর ও নিয়মিত কারণ, প্রথমতঃ, যেহেতু মজুরির জন্য কাজ না করলে কোনো শ্রমিকই জমি সংগ্রহ করতে পারবে না, সেইহেতু সমস্ত অভিবাসী শ্রমিক কিছুকাল মজুরির বিনিময়ে এবং সম্মিলিত ভাবে কাজ করে আরো শ্রমিক-নিয়োগের জন্য মূলধন উৎপাদন করবে; দ্বিতীয়তঃ, যারা মজুরির বিনিময়ে কাজ করা ছেড়ে দিয়ে জমির মালিক হবে তারা প্রত্যেকেই জমি কিনতে গিয়ে উপনিবেশে নোতুন শ্রম আমদানির জন্য একটা তহবিলের সংস্থান করবে।"[১] রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত জমির দাম অবশ্যই হতে হবে একটা "পর্যাপ্ত দাম", অর্থাৎ হতে হবে এত উঁচু "যাতে করে যত কাল না অন্যান্যরা তাদের স্থান পূরণের জন্য এগিয়ে না আসে, ততকাল শ্রমিকেরা স্বাধীন জমির মালিক না হতে পারে।[২] এই "জমির জন্য পর্যাপ্ত দাম" নরম ভাষায় ঘুরিয়ে বলা 'মুক্তিপণ' ছাড়া আর কিছু নয়, যা শ্রমিককে তুলে দিতে হয় ধনিকের হাতে—মজুরি-শ্রমের বাজার থেকে ছুটি নিয়ে জমিতে অবসর গ্রহণের জন্য। প্রথমতঃ, তাকে ধনিকের জন্য সৃষ্টি করতে হবে মূলধন, যার সাহায্যে ধনিক আরো শ্রমিক শোষণ করতে পারে; তার পরে, তার নিজের খরচে শ্রমের বাজারে স্থাপন করতে হবে একজন সহকারী ('locuon tencs') যাকে সরকার সাগর পার করে পাঠিয়ে দেবে তার প্রাক্তন মনিবের—ধনিকের—উপকারের জন্য।

এটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক যে, খোলাখুলি ভাবেই উপনিবেশগুলির ব্যবহারের জন্য ওয়েকফিল্ড্ কর্তৃক নির্দেশিত "আদিম সঞ্চয়নের" পদ্ধতিটি ইংরেজ সরকার বছরের পর বছর অনুসরণ করে এসেছে। অবশ্য তামাসাটা স্যার রবার্ট পীল-এর ব্যাংক আইনের মতই সার্থক হয়েছিল। প্রবাসনের স্রোত কেবল ইংরেজ উপনিবেশগুলি থেকে সরে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধাবিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্রমবর্ধমান সরকারি অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যে পরিণত করেছে। এক দিকে প্রবাসনের পশ্চিম-মুখী ঢেউ যত দ্রুত বেগে তা ধুয়ে নিতে পারে, তার চেয়ে

et se fait un revenu...c'est au contraire, grace a l'appropriation individuelle du sol qu'il se trouve des hommes n'ayant que leurs bras...Quand vous mettez un homme dans le vide, vous vous emparez de l'atmosphere. Ainsi faites-vous, quand vous emparez du sol... C'est le mettre dans le vide de richesses, pour ne le laisser vivre qu'a votre volonte." (Colins, l. c., t. III., pp. 268-271, passim.)

১. ওয়েকফিল্ড্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

২ ঐ, পৃঃ ৪৫।

দ্রুত বেগে অভিবাসনের ঢেউ শ্রমের বাজারে লোক ছুঁড়ে দেবার দরুন বছরের পর বছর আমেরিকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষের বিপুল ও বিরামহীন প্রবাহ পেছনে রেখে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিকে একটি নিশ্চল তলানি।

অন্য দিকে, মার্কিন গৃহযুদ্ধ তার পিছনে পিছনে নিয়ে এল এক বিশাল জাতীয় ঋণ এবং তার সঙ্গে করের চাপ, জঘন্যতম আর্থিক অভিজাততন্ত্রের প্রাদুর্ভাব, রেলপথ, খনি ইত্যাদি চালু করার জন্য কোম্পানিগুলির উপরে সাধারণ জমির একটি বিরাট অংশের অপচয়, এক কথায়, মূলধনের সবচেয়ে দ্রুতগতি কেন্দ্রীভবন। সুতরাং, মহান প্রজাতন্ত্র আর প্রবাসী শ্রমিকদের কাছে স্বপ্নরাজ্য রইল না। এমনকি, যদিও মজুরির স্বল্পতা এবং মজুরি-শ্রমিকের নির্ভরতা ইউরোপের স্বাভাবিক মাত্রায় নামিয়ে আনা থেকে তখনো অনেক দূরে, তবু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এগিয়ে যায় দানবীয় পদক্ষেপে। সরকার কর্তৃক দরাজ হাতে নির্লজ্জ ভাবে অভিজাত ও ধনিকদের মধ্যে, অকর্ষিত জমি-বিলির অমিত-ব্যয়ী দাক্ষিণ্য, যাকে এমনকি ওয়েকফিল্ড্-ও এত সরবে নিন্দা করেছিলেন, তা—সোনার খনি-খননের কাজ যাদের টেনে আনে, সেই জন-প্রবাহের সহযোগিতায় এবং ইংরেজ পণ্যসামগ্রীর আমদানি, যা এমনকি ক্ষুদ্রতম কুটির-শিল্পের সঙ্গে পাল্লা দেয়, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায়—উৎপাদন করে প্রচুর "আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত শ্রমজীবী জনসংখ্যা", যার ফলে প্রত্যেকটি ডাক ('মেইল') বয়ে নিয়ে আসে "অস্ট্রেলিয়ার শ্রমের বাজারে অত্যধিক শ্রম-সরবরাহের" আপাত-সুখকর সংবাদ; এবং কোন কোন জায়গায় বারবণিতা-বৃত্তি জাঁকিয়ে ওঠে লণ্ডন 'হে মার্কেট'-এর মত বেপরোয়া ভাবে।

যাই হোক, এখানে আমরা উপনিবেশগুলির অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত নই। একমাত্র যে-জিনিসটির প্রতি আমাদের আগ্রহ, তা হল, পুরনো জগতের রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং গৃহশীর্ষ থেকে বিঘোষিত নোতুন জগতের গোপন রহস্য; যে-রহস্যটি হল এই যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও সঞ্চয়ন পদ্ধতির, এবং, স্বভাবতই, ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৌল শর্ত হল স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংস-সাধন; ভাষান্তরে শ্রমিকের উৎসাদন।

---

১. যে মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া তার নিজের আইন-প্রণেতা হয়ে উঠল, সে স্বভাবতই এমন সব আইন প্রনয়ণ করল যেগুলি বসতি-স্থাপনকারীদের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু ইংরেজ সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বেই সম্পাদিত জমির অপচয় বাধা হয়ে দাঁড়াল। '১৮৬২ সালের নোতুন ভূমি-আইনটির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল লোকজনের বসতি স্থাপনের বর্ধিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।' ('দি ল্যাণ্ড ল' অব ভিক্টোরিয়া', মাননীয় সি. জি. ডাফি, সাধারণ জমির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, লণ্ডন, ১৮৬২।)

[ক্যাপিট্যাল ইংরেজী প্রথম খণ্ড
তথা বাংলা দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি।]